A Copy of the first
translation of the
New Testament
into the
Bengalee Language.
by
William Carey.

Presented by J. Green to
the Library of the
Theolog. Seminary
Princeton. Nov.
1821 -

Presented to me by the
Rev. William Staughton —
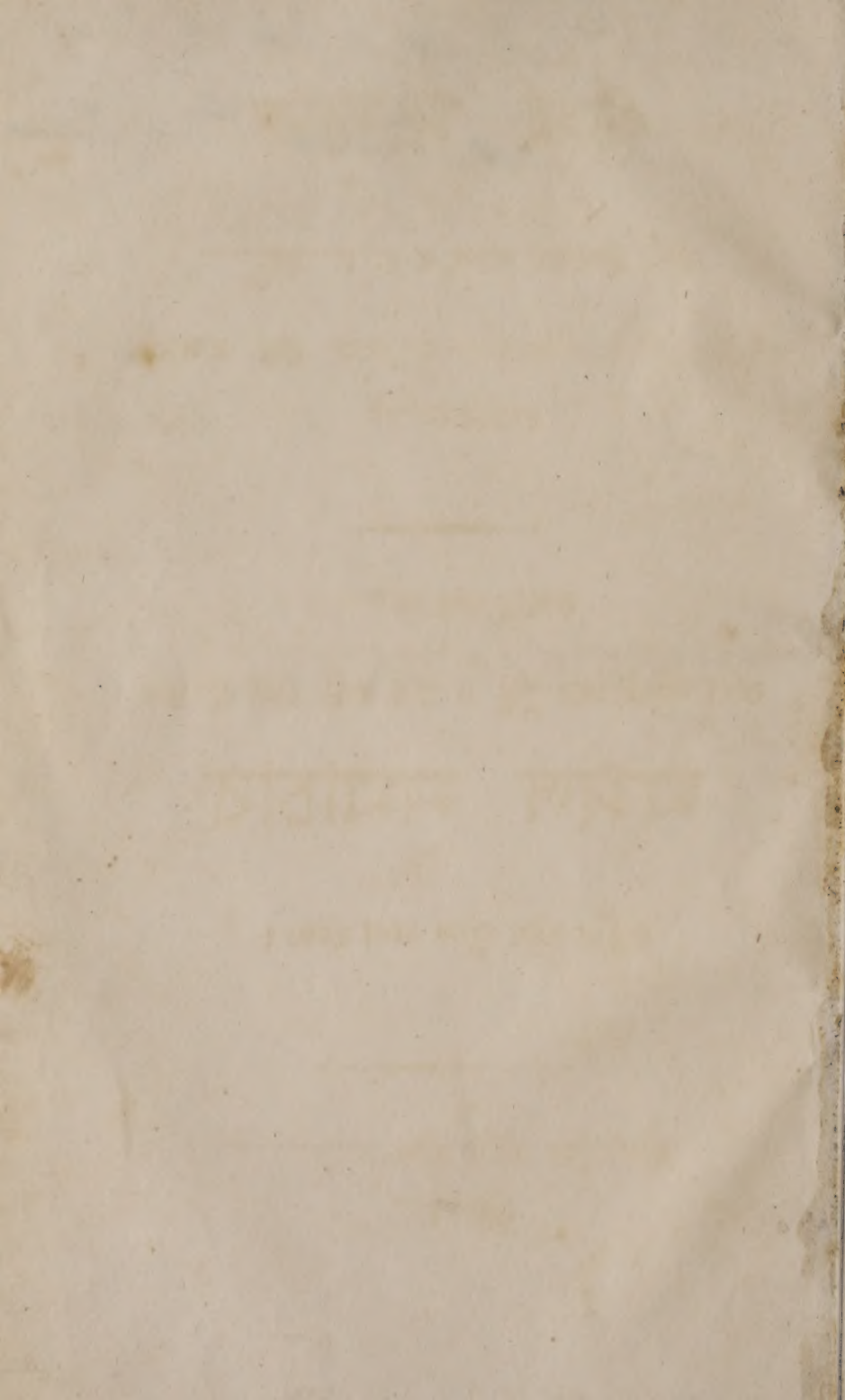
ধর্ম্ম পুস্তক

তাহা ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য ।—

যাহা প্রকাশ করিয়াছেন মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্য শোধনার্থে —

তাহার অন্ত ভাগ —

তাহা আমারদের প্রভু ও ত্রাণ কর্ত্তা যেশু খ্রীষ্টের

মঙ্গল সমাচার

তর্জ্জমা হইল গ্রীক ভাষা হইতে ।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল ।—

১৮০১ ।—

মঙ্গল সমাচার মাত্তিওর রচিত

১ প্রথম পর্ব্ব

১ এ আবরহামের সন্তান দাণ্ডদের সন্তান যেশু খ্রীষ্টের পূর্ব্বপুরুষের পুস্তক

২ আবরহাম জন্ম দিল য়িজক্ষককে এবং য়িজক্ষক জন্ম দিল যাঁকুবকে ও যাঁকুব জন্ম দিল য়িহোদা ও তাহার ৩ ভ্রাতার দিগিকে এবং য়িহোদা জন্ম দিল পরজ ও জরক্ষ তমরের গর্ব্ভ হইতে এবং পরজ জন্ম দিল ক্ষজরোন ও ৪ ক্ষজরোন জন্ম দিল রামকে এবং রাম জন্ম দিল উমি নদব ও উমিনদব জন্ম দিল নাক্ষশোনকে এবং নাক্ষ ৫ শোন জন্ম দিল শালমাকে এবং শালমা জন্ম দিল বওজকে রক্ষবের গর্ব্ভে ও বওজ জন্ম দিল ওবেদকে ৬ রোতের ওদরে এবং ওবেদ জন্ম দিল য়িশিকে তারপর য়িশি জন্ম দিল দাণ্ডদ রাজাকে এবং দাণ্ডদ রাজা জন্ম দিল শলমাকে তাহার গর্ব্ভে যে পূর্ব্বে ছিল আওরী ৭ য়ার জায়া এবং শলমা জন্ম দিল রক্ষবাঁমকে ও রক্ষবাঁম জন্ম দিল আবীহা ও আবীহা জন্ম দিল আসা ৮ কে অতঃপরে আসা জন্ম দিল য়িহোশপটকে এবং য়িহোশপট জন্ম দিল য়োরমকে ও যোরম জন্ম দিল ৯ ওজীহকে এবং ওজীহ জন্ম দিল য়োতমকে ও য়োতম জন্ম দিল আক্ষজকে ও আক্ষজ জন্ম দিল ক্ষিজকীহাকে

১০ তারপর হিজকীয়া জন্ম দিল মনসাকে ও মনসা জন্ম দিল আমোনকে এবং আমোন জন্ম দিল য়োশীয়া ১১ কে য়োশীয়া ও জন্ম দিল য়িখনীয়া ও তাহার ভ্রাতার দিগকে যে কালে তাঁহার দিগকে বাবেলে লইয়া গিয়া ১২ ছিল তাহারদের বাবেলে ওত্তরনের পরে য়িখনীয়া জন্ম দিল শালতীএল এবং শালতীএল জন্ম দিল জর ১৩ বাবলকে ও জরবাবল জন্ম দিল আবীওদকে এবং আবীওদ জন্ম দিল আলীকিমকে ও আলীকিম ১৪ জন্ম দিল আজোরকে এবং আজোর জন্ম দিল চাদোক কে ও চাদোক জন্ম দিল আখিমকে এবং আখিম জন্ম ১৫ দিল আলিওদকে তারপর আলিওদ জন্ম দিল আলি যেঁজরকে ও আলিযেঁজর জন্ম দিল মতনকে ও মতন জন্ম ১৬ দিল যাঁকুবকে যাঁকুব জন্ম দিল যুসফকে তিনি মারিয়ার স্বামী যাহার ওদরে জন্মিলেন য়েশু যাহাকে বলে খ্রীষ্ট——

১৭ অতএব সকল পুরুষ আবরহাম অবধি দাওদ পর্য্যন্ত চদ্দ পুরুষ ও দাওদাবধি বাবেলে লইয়া যাওন পর্য্যন্ত চদ্দ পুরুষ এবং বাবেলে লইয়া যাওন অবধি খ্রীষ্ট পর্য্যন্ত চদ্দ পুরুষ——

১৮ য়েশু খ্রীষ্টের জন্ম ছিল এমত। তাহার মাতা মারিয়া যুসফকে বরন হইয়া তাহারদের সংসর্গের পূর্ব্বে তিনি ১৯ গর্ব্ভবতি ছিলেন ধর্ম্মাত্মা হইতে। তাহার স্বামী যুসফ পুন্যাত্মিক হইয়া এবং তাহাকে অপযসি করাইতে না ২০ চাহিয়া গুপ্তে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ইহাতে চিন্তা করিতেং ঈশ্বরের দূত স্বপ্নে দেখা দিল

তাহাকে এবং বলিল দাঁওদের সন্তান যুসফরে তোমার জায়া মারিয়াকে গ্রহন করিতে ভাবনা করিও না একারন যাহা গর্ব্বে ধারন করিয়াছে তাহা ধর্ম্মাত্মা হইতে
২১ সে ও পুত্র প্রসব হইবে এবং তুমি রাখিবা তাহার নাম য়েশু একারন তিনি ত্রান করিবেন তাঁহার লোকের দিগকে তাহারদের পাপ হইতে——
২২ এই সকল ছিল ঈশ্বরের সে বাক্য প্রত্যক্ষের জন্য
২৩ যাহা ভবিষ্যৎ বক্তা কহিল দেখ এক কন্যা গর্ব্ববতি হইয়া পুত্র প্রসব হইবে এবং তাহারা তাহার নাম রাখিবে ঊম্মনুএল তাহার অর্থ প্রভু আমারদের সাতি——
২৪ অতঃপর যুসফ নিদ্রা হইতে ওঠিয়া করিল ঈশ্বরের দূতের প্রত্যাদেশানুযায়ি এবং গ্রহন করিল তাহার
২৫ জায়াকে কিন্তু জানিল না তাঁহাকে তাহার প্রথম পুত্র প্রসবের পূর্ব্বে তারপর তাহার নাম রাখিল য়েশু।——

পর্ব্ব হেরোদ রাজার কালে যখন য়েশু জন্ম ছিলেন
২ য়িহোদার বৈতলহমে তখন দেখ পণ্ডিৎ পূর্ব্ব দিক
২ হইতে য়িরোশলমে আসিয়া বলিল কোথায় তিনি যিনি জন্ম হইয়াছেন য়িহোদীরদের রাজা একারন তাঁহার তারা পূর্ব্ব দেশে দেখিয়া আসীয়াছি পূজা করিতে তাঁহাকে——
৩ হেরোদ রাজা এই কথা শুনিয়া ওদ্বিগ্ন ছিল এবং
৪ সকল য়িরোশলম তাহার সহিত। পরে সে সকল

প্রধান যাজক ও লোকের অধ্যাপক একত্তর করিয়া
জিজ্ঞাসা করিল তাহার দিগকে কোথায় খ্রীষ্টের জন্ম
৫ স্থান। তাঁহারা বলিল তাঁহাকে য়িহোদার বীতলহমে
একারন এমত লিপি আছে ভবিষ্যত বক্তা করনক
৬ য়িহোদা দেশের বীতলহম তুমি য়িহোদার অধ্যক্ষেরদের
মধ্যে অতি ক্ষুদ্র নহ একারন তোমা হইতে একজন পতি
উৎপন্ন হইবেন যিনি কতৃত্ত করিবেন আমার য়িশরাল
৭ লোকের দিগকে। তখন হেরোদ সে পণ্ডিৎ লোকের
দিগকে গুপ্তে ডাকিয়া ঠিক মতে জিজ্ঞাসা করিল কোন
৮ সময় সে তারা দেখা গেল। এবং তাহার দিগকে
বীতলহমে পাঠাইয়া বলিল যাও সে বালককে যত্ন
করিয়া চেষ্টা কর এবং তাহাকে পাইলে সংবাদ দেহ
আমাকে আমার যাইয়া ভজনা করিবার কারন তাহাকে।
৯ পরে তাহারা রাজার কথা শুনিয়া প্রস্থান করিল এবং
দেখ যে তারা তাহারা দেখিয়া ছিল পূর্ব্বদেশে তাহা
গেল অগ্রেং তাহা উপস্থিৎ হওন পর্য্যন্ত সে স্থানের
১০ উপর যেখানে ছিলেন বালক। তাহারা সে তারা
দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিৎ হইয়া হরিষ মনে ছিল।
১১ তারপর ঘরে যাইয়া সে বালককে দেখিল তাহার মাতা
মারিয়ার সহিত এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া ভজনা করিল
তাহাকে। পরে তাহারদের অর্থ খুলিয়া নজর দিল
১২ তাহাকে স্বর্ন ও লবান ও মর্হ পরে স্বপ্নে উপদেশ
হইয়া পুনর্ব্বার না যাইতে হেরোদের স্থানে তাহারা
গেল আপনারদের দেশে অন্য পন্থ দিয়া——
১৩ তাহারা প্রস্থান করিলে দেখ ঈশ্বরের দূত স্বপ্নে দর্শন

হইয়া বলিল যুসফকে ওঠ বালক ও তাহার মাতাকে লইয়া পলাও মিসরে এবং তিষ্ঠ সে স্থানে যাবৎ পর্য্যন্ত আমি সংবাদ দেয় তোমাকে একারন হেরোদ
১৪ অন্যাস্মন করিবে বধ করিতে বালককে। পরে চেতন পাইলে বালক ও তাহার মাতাকে রাত্রে লইয়া প্রস্থান
১৫ করিল মিসরে এবং সে স্থানে তিষ্ঠিল হেরোদের মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহা প্রত্যক্ষ করিতে যাহা ভবিষ্যত বক্তারা কহিল ঈশ্বরের বিষয় মিসর হইতে ডাকিয়াছি আমার তনয়কে——

১৬ যখন হেরোদ দেখিল পণ্ডিৎ লোক হেলন করিল তাহাকে তখন মহা ক্রোধিত হইয়া লোক পাঠাইল এবং বধ করিল দুই বৎসরের মধ্যে বয়ক্রম যত বালক ছিল বীতলক্ষম ও তাহার সমস্ত সীমায় সে কালের মত যাহা ঠিক জিজ্ঞাসা করিয়া ছিল পণ্ডিত লোকের স্থানে।
১৭ তখন সে বাক্য প্রত্যক্ষ ছিল যাহা বিভাষিত হইল য়িরমী
১৮ হা ভবিষ্যত বক্তা হইতে রামায় এক শব্দ শুনা গেল হাহাকার ও ক্রন্দন ও বড় রোদন রাফেল তাহার সন্তানেরদের জন্য রোদন করিতেং শান্তনা হয় না একারন তাহারা নাই——

১৯ কিন্তু হেরোদ মরিলে দেখ ঈশ্বরের দুত স্বপ্নে দেখা
২০ গেল যুসফকে মিসরে বলিয়া ওঠ বালক ও ইহার মাতাকে লইয়া যাও য়িশরাল দেশে একারন তাহারা মরিয়াছে যাহারা অন্যাস্মন করে বালককে বধ করিতে।
২১ তিনি চেতন পাইলে বালক ও তাহার মাতাকে লইয়া
২২ গুত্তরিল য়িশরাল দেশে। আর্খেলাওস কর্ত্তৃত্ত করিল

য়িহোদা দেশে তাহার পিতা হেরোদের স্থানে অতএব সেখানে যাইতে ভিত হইল কিন্তু স্বপ্নে দৈব ওপদেশ
২৩ হইয়া ফিরিল গালিলি দেশে। এবং নাজরেত নামে সহরে আসিয়া বসতি করিল তাহা পুত্যক্ষের জন্য যাহা ভবিষ্যত বক্তা কহিয়াছিল তিনি নাজরেন খ্যাত হইবেন

পর্ব্ব ৩ সে কালে য়িহোদা দেশের ওজাড়ে য়োহন ডুবা আইল চেড়ি দিতেং এবং বলিতেং খেদ কর একারন স্বর্গের রাজ্য সান্নিধ্য। এই সে জন যাহার বিষয় বিভাষিত ছিল যিশঈহ ভবিষ্যত বক্তা হইতে বলিয়া এক জনের রব চেঁচাইতেং ওজাড়ে পুস্তুত করহ ঈশ্বরের পথ
৪ সোজা কর তাহার পথকে। এবং সে য়োহনের ছিল ওঠের লোমের পরিচ্ছদ ও চর্ম্মের পটুকা কমরে তাহার ভক্ষ
৫ ও পঙ্গপাল ফড়িঙ্গ ও বন মধু। তখন য়িরোশলেম ও য়িহোদা দেশের সর্ব্ব লোক ও য়ির্দনের দেশের
৬ চৌদ্দিগের পুজা সকল তাহার স্থানে যাইয়া পাপ স্বীকার করিলে য়ির্দনে ডুবিৎ ছিল তাহার করনক।
৭ অনেক ফারিসি ও শাদুকি লোক আইল তাহার ডুবিতে অতএব তাহারদিগিকে দেখিয়া বলিলেন আরে সর্পের বংশ কে পরামর্শ দিয়াছে তোমারদিগিকে পলায়ন
৮ করিতে আগত ক্রোধ হইতে অতএব খেদের ওচিৎ
৯ ফল ফলাও এবং কহিতে ভাবিও না আবরহাম আমার দের পিতা এজন্য আমি বলি তোমারদিগিকে ভগবান এ পুস্তুর গুলা হইতে আবরহামের সন্তান ওৎপন্ন করিতে
১০ পারেন। এখন কুঠার লাগিয়াছে গাছের মূলে

অতএব প্রতি গাছ যে ভাল ফল ফলে না তাহা কাটিত
১১ হয় ও অগ্নিতে ফেলা যায়। আমি অবস্য জলে
ডুবাই তোমারদিগকে খেদের কারন কিন্তু যিনি
আসিতেছেন আমার পরে তিনি আমা হইতে পরাক্রান্ত
আমি তাহার জুতা খুলিতে যোগ্য নহি তিনি ডুবাইবেন
১২ তোমারদিগকে ধর্ম্মাত্মা এবং অগ্নি দিয়া যাঁহার
কুলা হাতে করিয়া ঝাড়িবেন তাহার খামার ও একত্তর
করিবেন গোম তাহার গোলায় কিন্তু ভুষি পোড়াইবেন
অনির্ব্বানানলে——

১৩ সে কালে য়েশু গেলেন গালিলি হইতে য়ির্দনে
১৪ য়োহনের স্থানে তাঁহার হাতে ডুবিৎ হইবারে। কিন্তু
য়োহন বারন করিল তাঁহাকে বলিয়া আমার ডুবিৎ
হওনের আবস্যক আছে তোমার হাতে এবং আসিতেছ
১৫ তুমি আমার স্থানে তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া
বলিলেন তাঁহাকে এখন মানা করিও না একারন সকল
ধর্ম্ম পূর্ন করিতে আমারদের ওচিৎ কার্য্য তখন তাহা
১৬ করিতে দিল তাহাকে। তৎপর য়েশু ডুবিৎ হইয়া
ওঠিলেন জল হইতে এবং দেখ স্বর্গ খোলা গেল তাহার
দৃষ্টে ও তিনি দেখিলেন ঈশ্বরের আত্মা ঘুঘুর ন্যায়
১৭ পড়িয়া বসিল তাঁহার ওপরে। এবং দেখ স্বর্গ
হইতে এক রব হইয়া বলিল এ আমার প্রিয় তনয়
যাহাতে আমার বড় তুষ্টি।——

পর্ব্ব তারপর য়েশু সয়তানের পরিক্ষা পাইতে আত্মা করনক
৪ আকর্ষিৎ হইয়া গেলেন ওজাড়ে। এবং চল্লিশ দিবা

৩ রাত্র উপবাস করিয়া ক্ষুধিত ছিলেন। পরিক্ষক তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল যদ্যপি তুমি ঈশ্বরের তনয় তবে
৪ এ পাথর গুলাকে আজ্ঞা করিয়া কর ভক্ষ দ্রব্য। কিন্তু তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন লিপি আছে মনুষ্য কেবল ভক্ষ দ্রব্যে বাঁচিবে না কিন্তু প্রতি বাক্যে যাহা
৫ নিঃস্বরন হইয়াছে ভগবানের মুখ হইতে। তখন সয়তান তাঁহাকে পবিত্র সহরে লইয়া গেলে বসাইল
৬ ভগবানের ঘরের কাঙ্গুরার উপরে। এবং কহিল তাঁহাকে যদি তুমি ঈশ্বরের তনয় তবে ক্ষেপন হও আপনি এজন্য ইহা লিপি আছে তিনি আজ্ঞা দিবেন তাঁহার দূত লোক তোমার বিষয় তোমাকে হাতে করিয়া বহিতে নতুবা তোমার পদাঘাতন হইবেক পাথরে।
৭ পুনর্ব্বার তিনি বলিলেন তাহাকে ইহা লিপি আছে
৮ পরিক্ষা করিও না ঈশ্বর তোমার প্রভুকে। পুনর্ব্বার সয়তান তাঁহাকে অতি উচ্চ পর্ব্বতর উপরে লইয়া
৯ দেখাইল জগতের সমস্ত রাজ্য ও তারদের তেজ এবং বলিল তাঁহাকে এ সকল দিব তোমাকে যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া ভজনা করিবা আমাকে। তখন য়েশু বলিলেন
১০ তাহাকে দূরহ সয়তান একারন ইহা লিপি আছে তুমি ভজনা কর ঈশ্বর তোমার প্রভুকে ও তাহার সেবা
১১ করিও কেবল। তখন সয়তান তাহাকে ছাড়িলে দেখ দূত গন আসিয়া তাহার সেবা করিল।

১২ যোহন বন্দিত ছিলেন যখন য়েশু শুনিলেন তাহা তখন
১৩ তিনি চলিলেন গালিলিতে এবং নাজরেত ছাড়িয়া বসতি করিলেন খাফর নক্ষমে যাহা সমুদ্রের

১৪ তিরে জবুলন ও নপ্তলির সীমায়। ইহা প্রত্যক্ষ হওনের জন্য যাহা বিভাষিত আছে যিশঙীহা ভবিষ্যত
১৫ বক্তার মুখে বলিয়া জবুলন ও নপ্তলি দেশ সমুদ্রের
১৬ পথে যির্দ্দনের ও পাঁর অন্য বর্ন্নের গালিলি যে লোক বসিল অন্ধকারে তাহারা দেখিতে পাইয়াছে মহাআলো যাহারা বসিল মৃত্যুর দেশ ও ছায়ায় তাহারদিগকে আলো ওৎপন্ন হইয়াছে।

১৭ সে কালাবধি য়েশু চেড়ি দিতে ও কহিতে লাগিলেন খেদ কর একারণ স্বর্গের রাজ্য সান্নিধ্য।
১৮ গালিলর সমুদ্রের নিকটে য়েশু গতি করিতেং দেখিলেন দুই ভাই শীমন যাহার খ্যাত নাম পিতর ও আন্দ্রঃ তাহার ভ্রাতা জাল আড়িয়া সমুদ্রে একারন তাহারা
১৯ মাছুয়া ছিল। তিনি বলিলেন তাহারদিগকে আমার সহিৎ আইস এবং আমি করিব তোমারদিগকে
২০ মনুষ্য ধরা। এতদর্থে তাহারা ততক্ষনে তাহারদের
২১ জাল ত্যাগ করিয়া গেল তাহার সহিৎ। তিনি সে স্থান হইতে যাইতেং দেখিলেন আর দুই ভাই জেবদির পুত্র যাঁকুব ও য়োহন তাহার ভ্রাতা নৌকায় তাহারদের পিতা জেবদির সহিত তাহারদের জাল মেরামৎ করিতেং অতএব তিনি ডাকিলেন তাহারদিগকে।
২২ এবং তাহারা ততক্ষনে নৌকা ও তাহারদের পিতাকে ত্যাগ করিয়া গেল তাহার সহিৎ।

২৩ পরে য়েশু সকল গালিলি প্রদক্ষিন করিলেন সিক্ষাই তেং তাহারদের সকল সিনগগে ও চেড়ি দিতেং রাজ্যের

মঙ্গল সমাচার ও সুস্থ করিতেং সকল প্রকার অসুস্থ ও
২৪ লোকের সকল প্রকার পীড়া। তাহাতে তাঁহার সুখ্যাত
গেল সমস্ত সিরিয়াদ্যন্ত ও তাহারা আনিল তাহার কাছে
সমস্ত পীড়িত লোক যাহারদের নানা অসুস্থ ও যন্ত্রনা
দ্বারে ধরা ও মৃগি বিশিষ্ট ও অঙ্গ অবস লোকেরা এবং
২৫ তিনি সুস্থ করিলেন তাহার দিগকে। তাহাতে বড়
মানব্য তাঁহার সহিৎ গেল গালিলি ও দেকাপলিয়
ও য়িরোশলম ও য়িহোদা দেশ ও য়িৰ্দ্দনের ও পার
হইতে।

পর্ব্ব ৫

তিনি মানব্যকে দেখিয়া পর্ব্বতের ওপরে গমন করি
লেন এবং বসিলে তাহার শিষ্যেরা আইল তাহার কাছে
২ পরে তাহার মুখ খুলিয়া শিক্ষা করাইলেন তাহার
দিগকে বলিয়া
৩ ধন্য অকিঞ্চন আত্মা একারন স্বর্গের রাজ্য তাহার
৪ দিগের। ধন্য শোকিৎ লোক একারন তাহারা
৫ শান্তনা পাইবে। ধন্য নম্র লোকেরা একারন তাহারা
৬ পৃথিবীর অধিকারী হইবেক। ধন্য তাহারা যাহারা
ক্ষুধিত ও তৃষ্ণিত পুকৃতার্থ নিমিত্ত একারন তাহারা
৭ তৃপ্তি হইবে। ধন্য ক্ষেমাবন্ত লোকেরা একারন
৮ তাহারা পাইবে ক্ষেমা। ধন্য নির্ম্মলান্তঃকরন
৯ লোকেরা একারন তাহারা দেখিবে ঈশ্বরকে। ধন্য
মিমাংসক লোকেরা একারন তাহারা ভগবানের
১০ শিশু গন বিখ্যাত হইবে। ধন্য তাহারা যাহারা
বিপক্ষিতিত আছে পুকৃতার্থের জন্য একারন স্বর্গের

১১ রাজ্য তাহারদের। ধন্য তোমরা যখন লোকেরা নিন্দা ও বিপক্ষতা করিবে তোমারদিগকে ও আমারার্থে
১২ দুষ্ট বলে মিথ্যা তোমারদের বিষয়। তখন আনন্দিৎ ও বিস্তারিৎ হর্ষ হও একারন তোমারদের বড় ফলোদয় স্বর্গে তাহারা ও এই মত করিল ভবিষ্যত বক্তার দিগকে যাহারা ছিল তোমারদের পূর্ব্বে——

১৩ তোমরা পৃথিবীর লবন কিন্তু যদি লবন তাহার আস্বাদু হারায় তবে কোথা হইতে হবে তাহার লবনতা সে কালাবধি তাহা কিছু ভাল নহে কেবল ফেলন ও
১৪ দলাইতে মনুষ্যের পদতলে। তোমরা জগতের দীপ্তি যে সহর পর্ব্বতের ওপর বসিয়াছে তাহা গুপ্ত হইতে পারি
১৫ বে না মনুষ্যেরা দীপ ওজ্জ্বল করিয়া রাখে না কাঠার নিচে কিন্তু দীপদানের ওপরে তাহাতে আলো হয় সকলকে যে
১৬ থাকে ঘরে। তোমারদের রশ্মি এমত দীপ্তি করুক মনুষ্যেরদের সন্মুখে তাহারা তোমারদের ভাল ক্রিয়া দেখিবার ও তোমারদের পিতাকে স্তব করিবারে যিনি আছেন স্বর্গে।——

১৭ ভাবিও না যে আমি আইলাম ব্যবস্থা কিম্বা ভবিষ্যত বাক্যকে লোপ করিতে আমি আইলাম না লোপ করিতে
১৮ কিন্তু প্রত্যক্ষ করিতে একারন সারোদ্ধার আমি বলি তোমারদিগকে স্বর্গ ও পৃথিবীর লোপ পর্য্যন্ত ব্যবস্থা হইতে এক বিন্দু কিম্বা এক বিসর্গ কোন ক্রমে ক্ষয়
১৯ হইবে না সমস্ত প্রত্যক্ষ না হইলে। অতএব যে কেহ ভঙ্গ করে ইহার এক অতি ক্ষুদ্র আজ্ঞা ও মনুষ্যের দিগকে তদনুযায়ি শিক্ষা করায় সে ক্ষুদ্র খ্যাত

হইবে স্বর্গের রাজ্যে কিন্তু যে কেহ করে ও শিক্ষা করায় তাহা সে মহৎ খ্যাত হইবে স্বর্গের রাজ্যে
২০ একারন আমি বলি তোমারদিগকে তোমারদের প্রকৃতার্থ ফারিসি ও অধ্যাপকেরদের প্রকৃতার্থ হইতে অধিক না হইলে কোন ক্রমে প্রবেশ করিবা না স্বর্গের রাজ্যে।

২১ তোমরা শুনিয়াছ যে পূর্ব্ব লোককে এ কথা কহা গেল বধ করিও না এবং যে কেহ বধ করে সে বিচারের দায়িক হইবে
২২ কিন্তু আমি বলি তোমারদিগকে যে কেহ রাগি আছে তাহার ভ্রাতার সহিত অকারন সে বিচারের দায়িক হইবে এবং যে কেহ তাহার ভ্রাতাকে বলে রাকা সে সভার দায়িক হইবে কিন্তু যে কেহ বলে তুই ক্ষিপ্ত সে নরকানলের দায়িক হইবে।
২৩ অতএব তোমার উৎসর্গ যজ্ঞ কুণ্ডের কাছে আনিয়া যদি স্মরন কর তোমার ভ্রাতার কিছু আছে
২৪ তোমার বিপরিতে তবে তোমার উৎসর্গ যজ্ঞ কুণ্ডের সন্মুখে রাখিয়া যাও এবং প্রথমে মিলন কর তোমার ভ্রাতার সহিত তারপর আসিয়া তোমার দান উৎসর্গ কর।
২৫ তোমার বাদির সহিত শিঘ্র মিল যাবৎ তাহার সঙ্গে পথে নতুবা সে বাদি তোমাকে গচ্ছিত করে বিচার কর্ত্তার ঠাঁই ও বিচার কর্ত্তা গচ্ছিত করে তোমাকে প্রহারকের ঠাঁই
২৬ তাহাতে কএদে পড় সত্য আমি বলি তোমাকে সে স্থান হইতে কোন ক্রমে বাহির আসিবা না অন্তি শেষ পৈষা দেওন পর্য্যন্ত।

২৭ তোমরা শুনিয়াছ বলা হইল পূর্ব্ব কালের লোক
২৮ কে পরদার কর না। কিন্তু আমি বলি তোমার
দিগকে যে কেহ দৃষ্ট করে স্ত্রী লোকের প্রতি কামোদ্ভ
বেতে সে অন্তঃকরনে করিয়াছে পরদার তাহার সঙ্গ।
২৯ যদ্যপি তোমার দক্ষিন চক্ষু পাপি করে তোমাকে তবে
খুদিয়া ফেল তাহা তোমা হইতে একারন এ তোমার
লভ্য তোমার এক ভাগ নষ্ট করিতে সমস্ত সরীর
৩০ নরকে ফেলন হইতে। এবং যদি তোমার দক্ষিন
হস্ত পাপি করে তোমাকে তবে তাহা কাটিয়া ফেল
তোমা হইতে একারন এ তোমার লভ্য তোমার এক
ভাগ নষ্ট করিতে সমস্ত সরীর নরকে ফেলন হইতে
৩১ ইহা বলা ছিল যে কেহ ত্যাগ করে তাহার জায়াকে
৩২ সে দিউক তাহাকে বর্জ্জন লিখন। কিন্তু আমি বলি
তোমারদিগকে যে কেহ ত্যাগ করে তাহার জায়াকে
ব্যভিচার করন ব্যতিরেক সে তাহাকে করায়
নষ্টা ও যে কেহ বিবাহ করে সে ত্যজ্যা স্ত্রীকে সে
করে পরদার

৩৩ পুনর্ব্বার তোমরা শুনিয়াছ বলা হইল পূর্ব্ব কালের
লোককে মিথ্যা কিরা করিও না কিন্তু করিও ঈশ্বরের
৩৪ স্থানে তোমার কিরা। কিন্তু আমি বলি তোমার
দিগকে কিছু কিরা করিও না স্বর্গ লইয়া একারন
৩৫ তাহা ঈশ্বরের সিংহাসন কিম্বা পৃথিবী লইয়া
একারন তাহা ভগবানের পদাসন কিম্বা য়িরোশালয়
৩৬ লইয়া একারন তাহা মহা রাজার সহর। এবং
কিরা করিও না তোমার মস্তক লইয়া একারন এক

৩৭ চুল কৃষ্ণ কি শুক্ল বর্ন্ন করাইতে পার না। কিন্তু তোমার কাথোপ কথন হওক হাঁ হাঁ না না একারন যে কিছু হয় ইহা হইতে অধিক তাহা আইসে কুমুল হইতে।——

৩৮ তোমরা শুনিয়াছ বলা গেল চক্ষুর কারন চক্ষু ও ৩৯ দন্তের কারন দন্ত। কিন্তু আমি বলি তোমারদিগকে তোমরা হিংসা দাবা করিও না কিন্তু যদি কেহ চড় মারে তোমার দক্ষিন গালে তবে ফিরাও তাহার ৪০ দিগে সে আর এক ও। এবং যদি কোন কেহ আদালতে ফৈরাদ করিতে চাহে ও লয় তোমার ৪১ কাবাই তবে তোমার প্লাপ ও লইতে দেহ। এবং যদি কেহ জোর করে তোমাকে অর্দ্ধ কোষ যাইতে তবে ৪২ তাহার দ্বীগুন যাও। দিও তাহাকে যে চাহে তোমার স্থানে ও যে কর্জ্জ চাহে তোমা হইতে বৈমুখ হইও না তাহাকে——

৪৩ তোমরা শুনিয়াছ কহা গেল প্রেম কর তোমার ৪৪ প্রতিবাসিকে ও ঘৃন্না কর তোমার শত্রুকে। কিন্তু আমি বলি তোমারদিগকে প্রেম কর তোমার শত্রুর দিগকে আসির্ব্বাদ কর তাহারদিগকে যাহারা সাঁপ দেয় তোমারদিগকে তাহারদের সুখ চাহ যাহারা ঘৃন্নকরে তোমারদিগকে ও কামনা করে তাহারদের জন্য যাহারা হিংসা ও বিপক্ষতা করে ৪৫ তোমারদিগকে তোমরা তোমারদের স্বর্গীয় পিতার শিশু গন হওনের নিমিত্তক একারন তিনি করেন সূর্য্যের ঊদয় দুষ্ট ও ভালোর উপরে এবং

৪৬ বৃষ্টি বর্ষেন যথার্থিক ও অযথার্থিকের উপরে এক্কারন যদি তোমরা প্রেম কর তাহারদিগকে যাহারা প্রেম
৪৭ করে তোমারদিগকে তবে কি ফলোদয় তোমারদের। পাটোয়ারি এমন করে না। এবং যদি তোমরা নমস্কার কর কেবল তোমারদের ভ্রাতারদিগকে তবে
৪৮ তোমরা কি কর অন্য হইতে পাটোয়ারি লোকেরা এমত করে না অতএব শুদ্ধ হও যে মত তোমারদের স্বর্গীয় পিতা শুদ্ধ।

পর্ব্ব ৬ সাবধান তোমারদের ধর্ম্ম করিও না মনুষ্যেরদের গোচরে তাহারদের দেখানের জন্য নতুবা তোমারদের
২ ফলোদয় নহে তোমারদের স্বর্গীয় পিতা হইতে। অতএব যখন তুমি বিতরন কর তখন তুরি বাজাইও না সিনাগগ ও গলির মধ্যে যেমন কাল্পনিকেরা করে গৌরব পাইতে মনুষ্যের দৃষ্টি সত্য আমি বলি তোমারদিগকে তাহারা
৩ পায় আপনারদের ফলোদয়। কিন্তু যখন তুমি বিতরন কর তখন জানাইও না তোমার বাম হস্তকে কি করি
৪ তেছে তোমার দক্ষিন হস্ত ইহাতে তোমার বিতরন অপ্রকাশ হইবে এবং তোমার পিতা যিনি দেখেন গুপ্ত স্থানে আপনি প্রকাশমান ফলোদয় করাইবেন তোমাকে।
৫ যখন কামনা কর তখন কাল্পনিকের মত হইও না এক্কারন তাহারা সিনাগগে ও গলির কোনে ডাণ্ডাইয়া কামনা করিতে চাহে মনুষ্যের দেখানের জন্য সত্য আমি বলি তোমারদিগকে তাহারা পায় আপনারদের
৬ ফলোদয়। কিন্তু যখন তুমি কামনা কর তখন প্রবেশ কর

তোমার অপ্রকাশ স্থানে ও দ্বার বন্ধ করিয়া কামনা কর তোমার পিতাকে যিনি আছেন অপ্রকাশের মধ্যে এবং তোমার পিতা যিনি দেখেন গুপ্ত স্থানে তিনি প্রকাশ
৭ মান ফলোদয় করাইবেন তোমাকে। কিন্তু যখন তোমরা কামনা কর তখন অনর্থক বাক্য ব্যয় করিও না যে মত প্রতিমা পুজকেরা করে একারন তাহারা ভাবে তাহারদের অনেক কহনের কারন শুনা যাবে
৮ অতএব তোমরা তাহারদের মত হইও না একারন তোমারদের পিতা জানেন কিং তোমরা চাহ তোমার
৯ দের নিবেদনের পূর্ব্বে। অতএব এই মত কামনা কর
১০ আমারদের পিতা যিনি স্বর্গে পবিত্র হওক তোমার নাম তোমার রাজ্য আগমন করুক তোমার ইচ্ছা
১১ হওক যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীর ওপরে অদ্য
১২ আমারদিগকে দিও আমারদের নিত্য ভক্ষ এবং মর্য্যাদা কর আমারদিগকে আমারদের দেনা যে মত আমরা মর্য্যাদা করি আমারদের দায়গ্রহস্থের
১৩ দিগকে এবং আনয়ন করিও না আমারদিগকে পরিক্ষায় কিন্তু পরিত্রান কর আমারদিগকে আপদ হইতে একারন রাজ্য ও শক্তি ও নাম তোমার সদা
১৪ কাল। আমেন। একারন যদি তোমারা মর্য্যাদা কর মনুষ্যেরদিগকে তাহারদের সীমা বহির্ভূত তবে তোমারদের স্বর্গীয় পিতা তোমারদিগকে ও মর্য্যাদা
১৫ করিবেন কিন্তু যদি তোমরা মনুষ্যের দিগকে তাহার দের বহির্ভূত মর্য্যাদা না কর তবে তোমারদের পিতা মর্য্যাদা করিবেন না তোমারদের সীমা বহির্ভূত

১৬ পুনর্ব্বার যখন তোমরা ওপবাস কর তখন ক্লিষ্ট মুখ হইও না কাল্পনিকের মত একারন তাহারা মুখ বিশ্রি করে ওপবাসি দেখানের জন্য সত্য আমি বলি তোমারদিগকে তাহারা পায় আপনারদের ফলোদয়।
১৭ কিন্তু যখন তুমি ওপবাস কর তখন তোমার মস্তকে
১৮ তৈল মর্দ্দন কর এবং মুখ প্রক্ষালন কর ইহাতে তুমি ওপবাসি দেখা যাইবা না মনুষ্যেরদের দৃষ্টে কিন্তু তোমার পিতার দৃষ্টে যিনি আছেন অপ্রকাশ স্থানে এবং তোমার পিতা যিনি দেখেন অপ্রকাশে তিনি ফলোদয় দিবেন তোমাকে প্রকাশ করিয়া——
১৯ আপনারদের জন্য ধন সঞ্চয় করিও না পৃথিবীর ওপর যে স্থানে কীট ও কলঙ্ক খায় এবং যেখানে চোরে সিঁদ
২০ দিয়া চুরি করে। কিন্তু আপনারদের জন্য ধন সঞ্চয় কর স্বর্গে যে স্থানে কীট ও কলঙ্ক না খায় এবং যে
২১ স্থানে চোরে সিঁদ দিয়া না লইয়া যায় একারন যে স্থানে
২২ তোমারদের ধন সে স্থানে তোমারদের অন্তঃকরন। চক্ষু সরীরের প্রদীপ অতএব যদি তোমার চক্ষু জ্যোতি তবে
২৩ তোমার সকল সরীর পুর্ন দীপ্তি হইবেক কিন্তু যদি তোমার চক্ষু মন্দ তবে তোমার সকল সরীর পুর্ন অন্ধকার অতএব যদি সে দীপ্তি যাহা তোমার মধ্যে অন্ধকার হয় তবে কি মত বড় সে অন্ধকার——
২৪ কোন মনুষ্য দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না একারন এক জনকে ঘৃন্না করিয়া আর এক জনকে প্রেম করিবেক কিম্বা এক জনের অনুগত হইয়া তুচ্ছ করিবে

আর এক জনকে। তোমরা সেবা করিতে পার না
২৪ ঈশ্বরের ও ধনের। এ নিমিত্ত আমি বলি তোমার
দিগকে ব্যস্ত হইও না তোমারদের জীবনের জন্য কি
ভক্ষন করিবা কিম্বা কি পান করিবা কিম্বা সরীরের
জন্য কি পরিধান করিবা। জীবন অধিক নহে ভক্ষ
২৫ হইতে ও সরীর পরিচ্ছদ হইতে। দেখ শূন্যের পক্ষ
একারন তাহারা বুনে না দায় না এবং গোলায় একত্তর
করে না কিন্তু তোমারদের স্বর্গীয় পিতা আহার দেন
তাহারদিগকে তোমারা তাহারদিগ হইতে ভাল নহ
২৭ তোমারদের কোন জন ভাবিতেং এক হস্ত বৃদ্ধ করিতে
২৮ পারে তাহার লম্বতা। এবং কেন ভাবিৎ হও পরিচ্ছদের
কারন অনুধাবন কর ক্ষেত্তের ফুল কি মতে বৃদ্ধি হয়
২৯ কর্ম্ম কার্য্য করে না ও সুতা কাটে না কিন্তু আমি
বলি তোমারদিগকে শলমা তাহার সকল ঐশ্বর্য্যে
৩০ ইহারদের একের মত বিভূষিৎ ছিল না। অতএব
যদি ঈশ্বর এ মত অভরন দেন ক্ষেত্তের ঘাশকে যাহা
অদ্য আছে ও কল্য ফেলা হবে আগাতে তবে অধিকন্তু
পরিচ্ছদ দিবেন না তোমারদিগকে আরে তোমরা সল্প
৩১ ভক্ত। অতএব ভাবিও না বলিতেং কি খাইব কি পীব
৩২ কিম্বা কি পরিধান করিব একারন এ সকল দ্রব্যের জন্য
বর্ন্ন অন্যাষন করে এবং তোমারদের স্বর্গীয় পিতা
জানেন এ সকল দ্রব্যের আবশ্যক আছে তোমারদের।
৩৩ কিন্তু অন্যাষন কর প্রথমে ভগবানের রাজ্য ও তাহার
পুন্যতার্থ পরে এ সকল দিতে হবে তোমারদিগকে।
৩৪ অতএব ভাবিও না কল্যকার জন্য একারন কল্য ভাবনা

করিবে আপনার বস্তুর জন্য দিনের মন্দ দিনের কারন প্রচুর

পর্ব্ব ৭ বিচার করিও না তাহাতে বিচার্য্য হইবা না একারন যে বিচারে বিচার কর সেই বিচারে বিচার্য্য হইবা এবং যে পরিমানে মাপ কর সেই পরিমানে মাপিতে
৩ হইবেক তোমারদের স্থানে। এবং কিমার্থে দেখিতেছ; সে ক্ষুদ্র বস্তু যাহা তোমার ভ্রাতার চক্ষে কিন্তু অনুভব
৪ কর না সে আড়া যাহা তোমার আপনার চক্ষে কি মতে ও বলিতে পারা তোমার ভ্রাতাকে স্থকিতহ আমি বাহির করিব সে ক্ষুদ্র বস্তু তোমার চক্ষু হইতে এবং দেখ এক
৫ আড়া আছে তোমার আপনার চক্ষে হে কাল্পনিক প্রথমে বাহির করিয়া ফেল সে আড়া আপনার চক্ষু হইতে তখন তোমার সুদৃশ্য হইবেক বাহির করিতে সে ক্ষুদ্র বস্তু
৬ তোমার ভ্রাতার চক্ষু হইতে। পবিত্র বস্তু কুকুরেরদিগকে ফেলিও না তোমারদের মুক্তা ও সুকরের সন্মুখে ফেলিও না নতুবা তাহা পদতলে দলাইয়া তাহারদের মুখ ফিরাইয়া চিরে তোমাকে

৭ নিবেদন কর তবে দেওয়া হইবেক তোমারদিগকে অন্যাষন কর তবে পাইবা ঘাতন কর তবে দ্বার খোলা
৮ হইবেক তোরদিগকে। একারন যে চাহে সে পায় ও যে অন্যাষন করে সে পায় ও যে ঘাতন করে তাহাকে দ্বার
৯ খোলা হইবেক। একারন তোমারদের আছে কোন জন যাহার পুত্র যদি রুটি চাহে তবে প্রস্তুর দিবে তাহাকে
১০ কি যদি মৎস্য চাহে তবে সর্প দিবে তাহাকে অতএব
১১ যদি তোমরা দুষ্ট হইয়া জান কি মতে ভাল দান দিতে

তোমারদের শিশুরদিগকে তবে তোমারদের পিতা যিনি আছেন স্বর্গে ইহা হইতে কেমন ভাল বস্তু দিবেন তাহার
১২ দিগকে যাহারা চাহে তাঁহার স্থানে। অতএব যাহা২ তোমরা ইচ্ছা কর মনুষ্যেরা করিতে তোমারদিগকে তোমরা ও সেই মত কর তাহারদিগকে একারন এই
১৩ ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যত বাক্য। তোমরা দুর্গম দ্বার দিয়া প্রবেশ কর একারন পরিসর সে দ্বার ও প্রসস্ত সে পন্থ যাহা যায় সঙ্কটেতে এবং অনেক প্রবেশ করে তাহা দিয়া
১৪ একারন দুর্গম সে দ্বার ও কার্কস্য সে পন্থ যাহা যায় জীবনে এবং অল্পে তাহা পায়

১৫ সাবধান মিথ্যা ভবিষ্যত বক্তারদিগ হইতে যাহারা আইসে তোমারদের স্থানে মেষের পরিচ্ছদে কিন্তু
১৬ তাহারা অন্তরে দুরন্ত কেন্দুয়া। তোমরা ফলেতে জানিবা তাহারদিগকে মনুষ্যেরা দ্রাক্ষা ফল পাড়ে কাঁটা গাছ
১৭ হইতে কিম্বা ডুমুর শিয়াল কাঁটা গাছ হইতে সে মত প্রতি ওৎকৃষ্ট বৃক্ষ ওৎকৃষ্ট ফল ফলে কিন্তু মন্দ বৃক্ষ
১৮ মন্দ ফল ফলে। মন্দ বৃক্ষ ওৎকৃষ্ট ফল ফলিতে পারে
১৯ না এবং ওৎকৃষ্ট বৃক্ষ মন্দ ফল ফলে না। প্রতি বৃক্ষ যাহা ওৎকৃষ্ট ফল ফলে না তাহা কাটিয়া ফেলা হয়
২০ অগ্নিতে অতএব তোমরা ফলেতে জানিবা তাহার দিগকে

২১ প্রতি জন যে আমাকে বলে ঈশ্বর ঈশ্বর প্রবেশ করিবে না স্বর্গের রাজ্যে কিন্তু যে করে আমার পিতার
২২ ইচ্ছা যিনি আছেন স্বর্গে। সে দিনে অনেক বলিবে আমাকে ঈশ্বর ঈশ্বর আমরা ভবিষ্যত বাক্য কহি না

তোমার নামে ও তোমার নামে ভূতগন তাড়াই না
২৩ ও তোমার নামে আশ্চর্য্য কার্য্য করি না কিন্তু তখন
আমি বলিব তাহারদিগকে আমি কখন জানিলাম না
তোমারদিগকে দূরহ আমা হইতে তোমারা অযথার্থ
কারক

২৪ অতএব প্রতি জন যে শুনে আমার এ প্রসঙ্গ ও তাহা
করে আমি অনুমান করি তাহাকে জ্ঞানবান মনুষ্যের
২৫ তুল্য যে ঘর গ্রন্থিত করিল পাষান স্থলির উপরে এবং
বৃষ্টি বর্ষিল ও বন্যা আইল ও বায়ু বহিল ও চোটে
পড়িল সে ঘরের উপরে কিন্তু তাহা পড়িল না একারন
২৬ তাহার পোঁতা ছিল পাষানের উপরে। কিন্তু প্রতি
মনুষ্য যে শুনে আমার এ প্রসঙ্গ ও তাহা করে না সে
হয় ক্ষিপ্ত মনুষ্যের তুল্য যে তাহার ঘর গ্রন্থিত করিল
২৭ বালুকার উপরে এবং বৃষ্টি বর্ষিল ও বন্যা আইল ও
বায়ু বহিল ও চোটে পড়িল সে ঘরের উপরে এবং
তাহা পড়িল ও তাহার ভঙ্গন বড় ছিল

২৮ যখন য়েশু সমাপ্ত করিয়াছিলেন এ সকল প্রসঙ্গ
২৯ তখন লোকেরা চমৎকিৎ ছিল তাঁহার উপদেশে একারন
তিনি সিক্ষা করাইলেন তাহারদিগকে শাসন কর্ত্তার
মত ও অধ্যাপক.র মত নহে

পর্ব্ব ৮ তিনি পর্ব্বত হইতে নামিলে অনেক২ লোক আইল
তাঁহার পশ্চাৎ পরে দেখ এক জন পাথর গৃহস্থ
আইল এবং প্রনাম করিয়া বলিল ঈশ্বর যদি তোমার
২ ইচ্ছা তবে পরিষ্কার করিতে পার আমাকে। তাহাতে

য়েশু হাত বাড়াইলেন ও তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন আমার ইচ্ছা আছে পরিষ্কার হও। এবং সেই ক্ষনে
৪ তাহার পাথর পরিষ্কার হইল। য়েশু বলিলেন তাহাকে সাবধান কাহাকে কহিও না কিন্তু প্রস্থান করিয়া দেখা কর যাজকের সহিৎ এবং সে দান ওৎসর্গ কর যাহা মোশা আজ্ঞা করিলেন তাহারদিগকে স্বাক্ষীর কারন

৫ যখন য়েশু খাফরনক্রমে প্রবেশ করিয়া ছিলেন তখন তাহার নিকট এক জন এক শৎ সেনার পতি আইল
৬ কাকুতি করিতেৎ তাহার কাছে ও বলিতেৎ ঈশ্বর আমার দাস অঙ্গ অবস পিড়িত হইয়া ঘরে শয়নে
৭ থাকে সমূহ ব্যথিৎ। য়েশু বলিলেন তাঁহাকে আমি
৮ আসিয়া সুস্থ করিব তাহাকে সে এক শৎ সেনার পতি প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল ঈশ্বর তুমি আমার চালের নিচে আগমন করিতে আমি ওক্ত নহি কিন্তু কেবল এক
৯ কথা বল তাহাতে আমার দাস সুস্থ হবে। একারন আমি এক মনুষ্য শাসিতের বস ও সেনাগন আছে আমার বস আমি ইহাকে যাইতে বলিলে সে যায় এবং ওহাকে আসিতে বলিলে সে আইসে এবং আমার
১০ দাসকে ইহা কর বলিলে সে তাহা করে। য়েশু ইহা শুনিয়া চমৎকৃৎ ছিলেন ও যাহারা আইল তাহার সহিৎ তাহারদিগকে বলিলেন সারোদ্ধার আমি বলি তোমারদিগকে আমি এ মত বড় ভক্তি পাই না
১১ বটে য়িশ্রালে নাই। আমি ও বলি তোমারদিগকে অনেক লোক পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে আসিয়া বসিবে

স্বর্গের রাজ্যে আবরহাম ইজহাক ও যাঁকুবের সহিত
১২ কিন্তু রাজ্যের শিশুগন ফেলিতে হইবেক বাহিরে
১৩ অন্ধকারে সে স্থানে ক্রন্দন ও দন্তে দন্তে ঘর্ষণ। পরে
সে এক শত সেনার পতিকে বলিলেন প্রস্থান কর ও
যেমন প্রত্যয় করিয়াছ তেমন হওক তোমাকে। ও তাহার
দাস সুস্থ হইল সেই দণ্ডে

১৪ যখন য়েশু আসিয়া ছিলেন পিতরের বাটীতে তখন
দেখিলেন পিতরের মাসুড়ি শয়নে জ্বরে পড়িয়া
১৫ পরে তিনি স্পর্শ করিলেন তাহার হস্ত তাহাতে জ্বর
ত্যাগ করিল তাহাকে এবং সে গাত্রোত্থান করিয়া
১৬ সেবা করিল তাহারদের বৈকাল হইলে লোকেরা
আনিল তাঁহার কাছে অনেক যাহারদিগকে ভূতে
ধরিল এবং তিনি কথা কহিয়া দূর করিলেন সে
আত্মারদিগকে ও সুস্থ করিলেন সকল পীড়িতকে।
১৭ তাহা প্রত্যক্ষ হওনের জন্য যাহা বিভাষিত আছে
য়িশয়াহ ভবিষ্যত বক্তা হইতে বলিয়া তিনি লইলেন
আমারদের দুর্ব্বলতা ও সহিলেন আমারদের
অসুস্থ

১৮ যখন য়েশু অনেক লোক তাঁহার আশপাশ
দেখিলেন তখন তিনি আজ্ঞা দিলেন অন্য পারে প্রস্থান
১৯ করিতে সে কালে এক জন অধ্যাপক আসিয়া বলিল
তাঁহাকে প্রভু যেখানে তুমি যাও সেখানে যাইব
২০ তোমার সহিত য়েশু বলিলেন তাহাকে খেঁক

শিয়ালের গাদ আছে ও শূন্যের পক্ষের বাসা কিন্তু মনুষ্যের পুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই।
২১ পরে তাহার আর এক শিষ্য বলিল তাঁহাকে ঈশ্বর প্রথমে আমার পিতার কবর দিতে যাইতে দেহ।
২২ য়েশু বলিলেন তাহাকে আমার সহিৎ আইস ও মরা
২৩ মরার কবর দিওক পরে তিনি জাহাজে যাইয়া তাহার
২৪ শিষ্যেরা গেল তাহার পশ্চাৎ। তৎপরে দেখ সমুদ্রে বড় ঝড় হইল তাহাতে জাহাজ ঢেওতে ঢাকা গেল
২৫ কিন্তু তিনি নিদ্রিত ছিলেন। অতএব তাঁহার শিষ্যেরা আসিয়া চৈতন্য করাইল তাঁহাকে বলিয়া ঈশ্বর ত্রান
২৬ কর আমারদিগিকে আমরা হত্যা হই। তাহাতে তিনি বলিলেন তাহারদিগিকে হে সল্প ভক্ত কেন ভয়ার্থ আছ তখন উঠিয়া ঝড় ও সমুদ্রকে বিবক্ত করিলেন
২৭ তাহাতে বড় স্থির ছিল। অতএব মনুষ্যেরা চমৎকৃত হইয়া বলিল এ কি প্রকার মনুষ্য এহারন ঝড় ও সমুদ্র তাহার আজ্ঞা বহ——

২৮ যখন তিনি অন্য পারে উপনিৎ হইলেন গার্গেসেন দেশে তখন দুই ভূত গৃহস্থ কবর হইতে আসিয়া দেখা করিল তাঁহার সঙ্গে তাহারা বড় দুর্জ্জন তাহাতে কেহ
২৯ যাইতে পারে না সে পন্থে এবং দেখ তাহারা চিৎকার করিয়া বলিল ও হে য়েশু ঈশ্বরের পুত্র তোমার সহিৎ কি কার্য্য আমারদের আসিয়াছ কালের
৩০ পূর্ব্বে তন্ত্রনা দিতে আমারদিগিকে। তাহারদিগ হইতে অনেক দূর বিস্তর সুকরের এক পাল চরিতে
৩১ ছিল অতএব ভূতেরা কাকুতি করিয়া বলিল তাঁহাকে

যদি আমারদিগকে ছাড়িয়া ফেলাও তবে আমার
৩১ দিগকে যাইতে দেহ সুকরের পালে। তিনি বলিলেন
তাহারদিগকে যাও। তখন তাহারা বাহির হইয়া
সুকরের পালে গেল তাহাতে দেখ সমস্ত সুকরের
পাল বেগে দৌড়িল সমুদ্রে খাড়া স্থান দিয়া ও জলে
৩৩ হত্যা হইল। তাহাতে রক্ষক সহরে পলাইয়া
কহিল এ সকল বিষয় ও যাহা ছিল সে ভূৎ গৃহস্থের
৩৪ দিগকে। এবং দেখ সহরের সকলে বাহির হইয়া
আইল দেখা করিতে যেশুর সহিৎ ও দেখিয়া কাকুতি
করিল তাহাকে তাহারদের দেশ ছাড়িয়া যাইতে।

পর্ব্ব পরে তিনি জাহাজে প্রবেশ করিয়া পার হইয়া
১ ওত্তরিলেন আপনার সহরে। দেখ তাহারা
২ আনিল এক জন অঙ্গ অবস শয্যে শুইয়া। এবং যেশু
তাহারদের ভক্তি দেখিয়া বলিলেন সে অঙ্গ অবসকে
৩ বাছা স্থির হও তোমার পাপ মর্য্যাদা হইল। তখন
দেখ অধ্যাপক মনেং বলিল এ মনুষ্য পাসণ্ডতা
৪ করে। কিন্তু যেশু তাহারদের মনন জ্ঞাত
হইয়া বলিলেন কেন অন্তরে দুষ্ট মনন কর
৫ একারন অনায়াসে কি বলিতে তোমার পাপ মর্য্যাদা
৬ হইয়াছে কিম্বা কহিতে ওঠিয়া বেড়াও কিন্তু তোমার
দের জানিবার জন্য মনুষ্যের পুত্রের পরাক্রম আছে
পাপ মাফ করিতে পৃথিবীতে তখন তিনি বলিলেন সে
অঙ্গ অবস মনুষ্যকে ওত্থান কর তোমার শয্যা তুল

৭ বাটীতে যাও। তাহাতে সে উঠিয়া গেল তাহার
৮ বাটীতে কিন্তু মানবা তাহা দিখিলে চমৎকৃৎ
হইয়া স্তব করিল ঈশ্বরকে যিনি দিয়া ছিলেন এমত
পরাক্রম মনুষ্যেরদিগকে।

৯ য়েশু সে স্থান হইতে যাইতেং দেখিলেন এক জন
তাহার নাম মাত্তিও বসিল কাচারি ঘরে ও বলিলেন
তাহাকে আমার সহিৎ আইস অতএব সে ওত্থান
১০ করিয়া গেল তাহার সহিৎ। য়েশু ভোজনে বসিলে
দেখ অনেক পাটোয়ারি ও পাপি লোক আসিয়া
১১ বসিল তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যেরদের সঙ্গে। তাহাতে
ফারিসিরা তাহা দেখিয়া বলিল তাহার শিষ্যেরদিগকে
তোমারদের প্রভু পাটোয়ারি ও পাপি লোকের সহিৎ
১২ ভোজন করেন কেন। কিন্তু য়েশু তাহা শুনিয়া বলি
লেন তাহারদিগকে যাহারা সুস্থ হয় তাহারদের
কবিরাজের আবশ্যক নাই কেবল যাহারা পীড়িত
১৩ আছে কিন্তু যাইয়া শিক্ষা কর ইহার অর্থ কি আমি
চাহি ক্ষমা বলিদান নহে একারন আমি আসিলাম না
পুণ্যার্থিককে খেদ করিতে ডাকিবার জন্য কিন্তু পাপি
লোককে।

১৪ তখন য়োহনের শিষ্যেরা তাঁহার কাছে আসিয়া
বলিল কিমার্থে আমরা ও ফারিসিরা পৌনঃ পুন্য
ওপবাস করে কিন্তু তোমার শিষ্যেরা ওপবাস করে
১৫ না। য়েশু বলিলেন তাহারদিগকে কন্যা যাত্রি লোক
রোদন করিতে পারে যাবৎ বর তাহারদের সঙ্গে কিন্তু
দিন আসিবে যাহাতে বরকে লইয়া যাইতে হবেক

তাহারদিগ হইতে তখন তাহারা উপবাস করিবেক।
১৬ কোন কেহ নূতন কাপড় দিয়া পুরাতন পরিচ্ছদে তালি দেয় না একারন যাহা তালি দেয় চেরা মারিতে তাহা
১৭ ছিড়িয়া যায় ও সে চেরা অধিক হয়। কোন কেহ নূতন দ্রাক্ষা রস থোয় না পুরাতন কুপায় নত্তবা কুপা ভাঙ্গিয়া যায় ও দ্রাক্ষা রস পড়িয়া গেলে কুপা নষ্ট হয় কিন্তু তাহারা থোয় নূতন দ্রাক্ষা রস নূতন কুপায় তাহাতে দুহার রক্ষা হয়।

১৮ তিনি এ কথা তাহারদিগকে বলিতেং দেখ এক জন অধ্যক্ষ আসিয়া পূজা করিল তাঁহাকে বলিতেং আমার কন্যা এই মাত্র মরিয়াছে কিন্তু আসিয়া তোমার হস্ত দিও
১৯ তাহার উপরে তখন বাঁচিবে অতএব য়েশু ও তাহার শিষ্যেরা উঠিয়া গেল তাহার সহিৎ

২০ এক স্ত্রী লোক বারো বৎসর অবধি পীড়িতা ছিল ক্ষততে এবং দেখ সে তাহার পশ্চাৎ আসিয়া স্পর্শ
২১ করিল তাঁহার পরিচ্ছদের আঁচলা একারন আপনার অন্তরে বলিল যদি আমি স্পর্শ করিতে পারি কেবল
২২ তাঁহার পরিচ্ছদ তবে সুস্থ হইব কিন্তু য়েশু ফিরিলেন এবং তাহাকে দেখিয়া বলিলেন কন্যা শান্তনা হও তোমার ভক্তি সুস্থ করিয়াছে তোমাকে তাহাতে সে স্ত্রী লোক সুস্থ ছিল সেই দণ্ডাবধি।

২৩ য়েশু অধ্যক্ষের বাটীতে আসিয়া দেখিলেন বাদক
২৪ ও লোকেরা শব্দ করিতেং তখন তিনি বলিলেন তাহার দিগকে স্থান দেহ একারন কন্যা মরা নাই কিন্তু নিদ্রিতা। তাহাতে তাহারা বহুত পরিহাস করিল

২৫ তাঁহাকে। কিন্তু তিনি সে লোকেরদিগকে বাহির করিয়া দিলে প্রবেশ করিলেন তাহারদের মধ্যেখানে এবং তাহার হস্ত ধারন করিলে কন্যা
২৬ ওত্থান করিল। পরে এ কার্য্যের ধ্বনি গেল সে সকল দেশে।

২৭ যখন য়েশু প্রস্থান করিলেন সে স্থান হইতে তখন দুই অন্ধ মনুষ্য তাহার পশ্চাৎ বর্ত্তি হইল চেঁচাইতেং ও বলিতেং আরে দাঊদের সন্তান অনুগ্রহ কর
২৮ আমারদিগকে। যখন তিনি আসিয়া ছিলেন বাটীতে তখন সে অন্ধ মনুষ্যেরা আইল তাঁহার কাছে অতএব য়েশু বলিলেন তাহারদিগকে প্রত্যয় কর তোমরা যে আমি ইহা করিতে পারি। তাহারা বলিল
২৯ তাঁহাকে হাঁ ঈশ্বর। তখন তিনি তাহারদের চক্ষু স্পর্শ করিয়া বলিলেন তোমারদের ভক্তির মত হওক তোমার
৩০ দিগকে ও তাহারদের চক্ষু প্রসন্ন হইল পরে য়েশু শক্ত আজ্ঞা দিলেন তাহারদিগকে দেখিও কোন কেহ জানে না
৩১ যেন কিন্তু তাহারা যাইয়া করিল তাহার বড় সুখ্যাত্ত সকল দেশান্তরে।

৩২ তাঁহারা বাহিরে গেলে দেখ লোকেরা আনিল তাহার কাছে ভুতে পাওয়া এক গোঙ্গা মানুষকে।
৩৩ তিনি সে ভুতকে ছাড়াইলে গোঙ্গা মানুষ কথা কহিল তাহাতে মানব্য চমৎকৃত হইয়া বলিল য়িশরালে এমত
৩৪ কদাচ দেখা হয় না। কিন্তু ফারিসিরা বলিল তিনি ভুতেরদিগকে ছাড়াইয়া দেন ভুতের রাজার করনক।

৩৫ পরে য়েশু প্রদক্ষিন করিয়া গেলেন সকল সহরে ও গ্রামে শিক্ষাইতেং তাহারদের সিনাগোগে ও ঢেড়ি দিতেং রাজ্যের মঙ্গল সমাচার ও প্রতি পীড়া
৩৬ ও অসুস্থ সুস্থ করিতেং লোকেরদের মধ্যে। তিনি মানব্যেকে দেখিয়া দয়াশীল ছিলেন তাহারদের ওপরে একারন তাহারা শ্রান্ত ও ছিন্ন ভিন্ন ছিল অরক্ষক মেষের
৩৭ মত। তখন তিনি বলিলেন তাহার শিষ্যেরদিগকে
৩৮ নিতান্ত ফসল বিস্তর কিন্তু মজুর লোক অল্প অতএব নিবেদন কর ফসলের কর্ত্তাকে মজুর লোককে পাঠাইতে তাহার ফসল কাটিবার জন্য

পর্ব্ব ১০

অতঃপরে তিনি দ্বাদশ শিষ্যেরদিগকে ডাকিয়া পরাক্রম দিলেন অপরিষ্কার আত্মার ওপরে তাহারদিগকে ছাড়াইয়া ফেলিতে ও সুস্থ করিতে সকল প্রকার পীড়া
২ ও সকল প্রকার অসুস্থ। দ্বাদশ প্রেরিতের নাম এই প্রথম শীমন যাহার খ্যাত নাম পিতর ও আন্দ্রি তাহার ভ্রাতা জেবদির পুত্র যাঁকুব ও য়োহন তাহার
৩ ভ্রাতা ফিলিপ ও বার্ত্তোলমি তমা ও মাত্তিও পাটোয়ারি আলফির পুত্র যাঁকুব ও লবি যাহার খ্যাত নাম
৪ তদী। শীমন খনাঁনী ও য়িহোদা স্কারিওটী যে ও ছিন বিশ্বাস ঘাতক

৫ এই দ্বাদশকে য়েশু পাঠাইয়া এ আজ্ঞা দিলেন অন্য বর্ন্নেরদের স্থানে যাইও না ও প্রবেশ করিও না
৬ শমরনীরদের কোন সহরে। কিন্তু বরং যাও য়িশরালের ঘরের অনোদ্দিস্য মেষের ঠাঁই। এবং যাইয়া
৭

ছেড়ি দিও বলিতেং স্বর্গের রাজ্য সান্নিধ্য।
সুস্থ কর পীড়িতকে পরিষ্কার কর পাথরকে মরাকে
৮ ওঠাও ছাড়াইয়া ফেল ভূতকে অনাকিঞ্চনে পাইয়াছ
৯ অনাকিঞ্চনে দেহ। যোগাইও না সোনা কিম্বা রূপা
১০ কিম্বা পিতল তোমারদের থলির মধ্যে ও সম্বল নহে
তোমারদের পথের কারন কিম্বা দুই পরিচ্ছদ কি জুতা
১১ কি ডণ্ড একারন মজুর তাহার ভক্ষ দ্রব্য ওক্ত। কোন
সহরে কি গ্রামে গেলে জিজ্ঞাসা কর তাহার কোন
১২ লোক আতীথি ও তাহার ঠাই থাক তোমারদের যাওন
১৩ পর্য্যন্ত। কোন বাড়িতে ও যাইয়া আশীর্ব্বাদ কর
তাহাকে যদি সে বাটী ওক্ত হয় তবে তোমারদের
কুশল আসিবে তাহারে কিন্তু যদি তাহা ওক্ত নহে
১৪ তবে তোমারদের কুশল ফিরিবে তোমারদের স্থানে।
এবং যে কেহ আতীথি করিতে না চায় তোমার
দিগকে ও তোমারদের কথা শুনে না যখন তোমরা
প্রস্থান কর সে বাটী কি সহর হইতে তখন ঝাড়িয়া
১৫ ফেল তোমারদের পদ ধুলা। সত্য আমি বলি তোমার
দিগকে বিচারের দিনে সদম ও ঊমরা দেশের সাস্তি
হইবে সে সহরের সাস্তি হইতে অল্প

১৬ দেখ আমি পাঠাই তোমারদিগকে যে মত মেষ
কেন্দুয়ার মধ্যে অতএব তোমরা বুদ্ধিমান হও সর্পের
১৭ ন্যায় ও অহিংসক হও ঘুঘুর ন্যায়। কিন্তু সাবধান
মনুষ্য হইতে একারন তাহারা তোমারদিগকে সভাতে
গচ্ছিত করিবে ও ডণ্ড মারিবে তোমারদিগকে
১৮ সিনাগোগে ও তোমরা আনয়ন হইবা অধ্যক্ষ ও রাজার

সাম্মুখে আমারার্থে তাহারদের ও অন্য বর্ণের সাক্ষীর
১৯ জন্য। কিন্তু যখন তাহারা গচ্ছিত করে তোমার
দিগকে তখন ভাবিৎ হইও না কি কথা বলিবা একারন
কহিবার কথা দিতে হইবে তোমারদিগকে সে দণ্ডে।
২০ যে বলে সে তোমরা নহে কিন্তু তোমারদের পিতার
২১ আত্মা যে বলে তোমারদের মধ্যে। ভ্রাতা ও
ভ্রাতাকে মৃত্যুতে গচ্ছিত করিবে ও পিতা পুত্রকে শিশু
গন ও মাতা পিতার বিপরিতে ওঠিয়া হত্যা করাইবে
২২ তাহারদিগকে। তোমরা ও সমস্ত মনুষ্যের ঘৃন্নিত
হইবা আমার নামেরার্থে কিন্তু যে সহিষ্ণুতা করে শেষ
২৩ পর্য্যন্ত সে ত্রান পাইবে। কিন্তু যখন তাহারা বিপক্ষতা
করে তোমারদিগকে এক সহরে তখন পালাইয়া যাও
আর একে একারন সারোদ্ধার আমি বলি তোমার
দিগকে য়িশরালের সকল সহরে২ যাইবা না মনুষ্যের
২৪ পুত্রের আগমনের পূবের। শিষ্য গুরুর ওপর নহে
২৫ ও সেবক প্রভুর ওপর নহে এই প্রচুর যদি শিষ্য হয়
গুরুর মত ও সেবক প্রভুর। যদি তাহারা বলিয়াছে
বাটীর কর্ত্তা বেউলজবব কত অধিক বাটীর লোকের
২৬ দিগকে অতএব তাহারদিগকে ভয় করিও না একারন
কিছু ঢাকা নহে যাহা প্রকাশ হইবে না কিম্বা গুপ্ত
২৭ যাহা জানা হইবে না। যাহা আমি কহি তোমার
দিগকে অন্ধকারে যাহা বলিও আলোতে ও যাহা
তোমরা কর্ন্নে শুনিতে পাও তাহা ঢেড়ি দেহ ঘঁরের
২৮ ছাতের ওপর। ভয় করিও না তাহারদিগকে
যাহারা বধ করে শরীর ও প্রাঁন বধ করিতে পারে না

কিন্তু বরং ভয় কর তাহাকে যিনি নষ্ট করিতে পারেন
২৯ দুই প্রান ও শরীর নরকে দুইটা চটক পক্ষ বিক্রয়
নহে এক সিকি পৈষায় কিন্তু তাহারদের একটা
মৃত্তকায় পড়িবে না তোমারদের পিতা ব্যতিরেক।
৩০ কিন্তু তোমারদের মস্তকের সমস্ত কেশ গনন আছে
৩১ অতএব ভয় করিও না তোমরা অধিক মূল্য অনেক
৩২ চটক হইতে। সে কারন যে কেহ স্বিকার করিবে
আমাকে মনুষ্যেরদের সাখ্যাৎ আমিও স্বিকার
করিব তাহাকে আমার পিতার সাখ্যাৎ যিনি আছেন
৩৩ স্বর্গে। কিন্তু যে কেহ অপহ্নব যাবে আমাকে মনুষ্যের
দের সাখ্যাৎ আমিও অপহ্নব যাইব তাহাকে আমার
৩৪ পিতার সাখ্যাত যিনি আছেন স্বর্গে। ইহা ভাবিও না
যে আমি আসিয়াছি কুশল দিতে পৃথিবীর ওপরে
আমি আইলাম না কুশল দিতে কিন্তু তলোয়ার।
৩৫ একারন আমি আসিয়াছে মানুষের পুত্র করাইতে
তাহার পিতার বিপরিতে ও কন্য তাহার মাতার
বিপরিতে ও সৎকন্যা তাহার বিমাতার বিপরিতে
৩৬ মনুষ্যের শত্রু ও হইবেক তাহার আপনার পরিজন।
৩৭ যে প্রেম করে পিতা কিম্বা মাতাকে আমা হইতে অধিক
সে আমার যোগ্য নহে ও যে প্রেম করে পুত্র কিম্বা
৩৮ কন্যাকে আমা হইতে অধিক সে আমার যোগ্য নহে।
এবং যে তাহার ক্রুস না লয় ও আমার পশ্চাৎ বর্ত্তি না
৩৯ হয় সে যোগ্য নহে আমাতে। যে পায় আপনার প্রান সে
তাহা হারাইবে ও যে হারায় তাহার প্রান আমারার্থে সে
৪০ তাহা পাইবে। যে আতীথি করে তোমারদিগকে সে

অতীথি করে আমাকে ও যে অতীথি করে আমাকে সে অতীথি করে তাঁহাকে যিনি পাঠাইলেন আমাকে।
৪১ যে অতীথি করে ভবিষ্যত বক্তাকে ভবিষ্যত বক্তার নামে সে ভবিষ্যত বক্তার ফলোদয় পাইবেক ও যে অতিথ্য করে পুকৃতার্থিক মনুষ্যকে পুকৃতার্থিকের নামে সে
৪২ পুকৃতার্থিক মনুষ্যের ফলোদয় পাইবেক। এবং যে কেহ মাত্র এক বাটী শীতল জল পান করিতে দিবে এ ক্ষুদ্রেরদের এক জনকে শিষ্যের নামে সত্য আমি বলি তোমারদিগকে তাহার ফলোদয় কোন ক্রমে অপ্রাপ্য হইবে না।

পর্ব্ব ১১
১ ইহার পরে য়েশু তাহার দ্বাদশ শিষ্যেরদিগকে নিত করিলে পুস্থান করিলেন সে স্থান হইতে তাহারদের নগরে শিক্ষা করাইতে ও চেড়ি দিতে।

২ য়োহন কারাগারে খ্রীষ্টের সমাচার শুনিয়া
৩ পাঠাইল তাহার শিষ্যেরদের দুই জন ও বলিল তাঁহাকে তুমি সে জন যাহার আগমন হইবে কিম্বা
৪ পুত্যাসা করি আর একের জন্য। য়েশু পুত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে ফিরিয়া যাও
৫ য়োহনকে দেখাও যাহা২ শুনিয়াছ ও দেখিয়াছ অন্ধেরা দৃষ্টি পায় খোঁড়ারা গতায়ত করে পাথর গৃহস্থেরা পরিস্কার হয় ববিরেরা শুনিতে পায় মৃত্যুরা পায় জীবন এবং অকিঞ্চনেরদের ঠাই মঙ্গল সমাচার চেড়ি দেওয়া
৬ হয়। ও ধন্য সে জন যে বিরুক্ত না হয় আমার বিষয়।

৭ তাঁহারদের যাত্রা কালে য়েশু য়োহনের বিষয় বলিতে লাগিলেন মানব্যরদিগাকে বলিয়া কি দেখিতে গিয়াছ
৮ বাতাসে নড় নল কিন্তু কি দেখিতে গিয়াছ এক জন কোমল পারিচ্ছদে দেখ কোমল পারিচ্ছদে যাহারা
৯ পরিধান হয় তাহারা রাজার বাটীতে। কিন্তু কি দেখিতে গিয়াছ তোমরা এক ভবিষ্যত বক্তা বটে আমি বলি তোমারদিগকে ভবিষ্যত বক্তা হইতে অধিক।
১০ একারন এই তিনি যাহর বিষয় লিপি আছে দেখ আমি পাঠাই আমার দূত তোমার সন্মুখে যে প্রস্তুত করি
১১ বেক তোমার পন্থ তোমার অগ্রে। সত্য আমি বলি তোমারদিগকে যাহারা জন্মিয়াছে স্ত্রী লোকের ওদরে তাহারদের কোন কেহ ওৎপত্তি নাই য়োহন ডুবা হইতে বড় কিন্তু যে অতি ক্ষুদ্র স্বর্গের রাজ্যে সে তাহা হইতে
১২ বড়। য়োহন ডুবার দিনাবধি এখন পর্য্যন্ত স্বর্গের রাজ্য জোর খায় ও শক্তিমন্ত জোরেতে ধরে তাহা।
১৩ একারন সমস্ত ভবিষ্যত বাক্য ও ব্যবস্থা ভবিষ্যত
১৪ বলিল য়োহন পর্য্যন্ত। ও যদি তোমরা গ্রহন করিবা তাহা তবে এই হইল আলীহা যাহার আগমন ভবিষ্যৎ
১৫ ছিল যাহার শুনিবার কর্ন্ন আছে সে শুনুক। আমি
১৬ কাহার তুল্য করিব এ পুরুষ তাহা বালকের মত বাজারে বসিয়া ডাকিতেং আপনারদের সখার
১৭ দিগকে ও বলিতেং আমরা বাজাইয়াছি তোমার দের ঠাঁই ও তোমরা নৃত্য কর না আমরা রোদন করিয়াছি তোমারদের ঠাঁই কিন্তু তোমরা হাহাকার
১৮ কর না। একারন য়োহন আইল খাইতেং নহে

পীতেং নহে তাহাতে লোক বলে তাহার আছে এক
১৯ ভূৎ। মনুষ্যর পুত্র আইলেন খাইতেং পীতেং
কিন্তু লোক বলে দেখ এক জন ভোক্তা ও সুরা পীয়ক
পাটোয়ারি ও পাপিরদের বন্ধু। কিন্তু জ্ঞান পুত্রাধিকে
গ্রহনিৎ আছে আপনার শিশুরদিগ হইতে।——

২০ তখন তিনি অনুযোগ করিতে লাগিলেন সে সকল
সহরকে যাহার মধ্যে তাঁহার অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য
২১ ছিল একারন তাহারা খেদ করিল না। সন্তাপ
তোমাকে খোরাজিন সন্তাপ তোমাকে বৎসৈদা
একারন যদি সে আশ্চর্য্য কার্য্য যাহা করা হইল তোমার
মধ্যে করা হইত ছোর ও চীদনে তবে তাহারা খেদ
২২ করিত অনেক কাল চট ও ভস্ম গায় দিয়া। কিন্তু
আমি বলি তোমারদিগকে বিচারের দিনে ছোর ও
২৩ চীদনের সল্প জাতনা হইবেক তোমারদিগ হইতে। তুমি
খাফরনহুম ও স্বর্গে স্পর্শে ওচ্চ হইয়াছ কিন্তু আনয়ন
হইবা নরকে একারন যে আশ্চর্য্য কার্য্য প্রকাশ হইয়াছে
তোমার মধ্যে তাহা যদি হইত সদমে তবে তাহা
২৪ রহিত আজি পর্য্যন্ত। কিন্তু আমি বলি তোমারদিগকে
বিচারের দিনে সদমের জাতনা হইবেক অল্প তোমার
দের জাতনা হইতে——

২৫ তৎকালে য়েশু ওত্তর করিয়া বলিলেন ও হে
পিতা স্বর্গ ও পৃথিবীর ঈশ্বর তুমি ইহা গুপ্ত
করিয়াছ জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমন্ত হইতে এবং প্রকাশ
করিয়াছ তাহা বালকেরদিগকে সে কারন স্তুব
২৬ করি তোমাকে। এই মত হওক অহে পিতা একারন

২৭ এমন তোমার ইচ্ছা। সকল বস্তু আমার ঠাঁই গচ্ছিত হইয়াছে আমার পিতা হইতে এবং কোন কেহ জানে না পুত্রকে কেবল পিতা ও কোন কেহ জানে না পিতাকে কেবল পুত্র ও সে জন যাহাকে পুত্রের ইচ্ছা প্রকাশ
২৮ করিতে তাঁহাকে। তোমারা শ্রান্ত ও ভারি বোঝা গৃহস্থ আইস আমার ঠাঁই আমি দিব তোমারদিগকে বিশ্রাম।
২৯ আমার বাঁক বহ ও সিক্ষা কর আমার স্থানে একারন আমি নম্র ও অন্তকরনে লঘু তাহাতে তোমারা পাইবা
৩০ তোমারদের প্রানের বিশ্রাম একারন আমার বাঁক সহজ ও আমার বোঝা পাতলা

পর্ব্ব ১২ তৎ কালে য়েশু শাবত দিনে শষ্যের ক্ষেত্র দিয়া গেলেন ও তাহার শিষ্যেরা ক্ষুধিত হইয়া শিস দগাড়াইয়া
২ খাইতে লাগিল। কিন্তু ফারিসিরা তাহা দেখিয়া বলিল তাহাকে দেখ তোমার শিষ্যেরা কেন করে
৩ অকর্ত্তব্য কার্য্য শাবত দিনে। তিনি বলিলেন তাহারদিগকে তোমরা পাঠ কর নাই দাওদ কি করিলেন
৪ যখন তিনি ও তাহার শহায় ছিল ক্ষুধিৎ কেমন তিনি ভগবানের ঘরে যাইয়া ভোজন করিলেন দর্শনের রুটি যাহা তাহার ও তাহার সহায়ের অখাদ্য কিন্তু কেবল
৫ যাজকের খাদ্য। কিম্বা তোমরা ব্যবস্থা পুস্তকে পাঠ করনাই কেমন যাজক লোকেরা স্বর্গিকে শাবত দিনকে ব্যবহার
৬ করিয়া নিরাপরাধি হয়। কিন্তু আমি বলি তোমারদিগকে
৭ এই স্থানে এক জন আছে স্বর্গিক হইতে বড়। কিন্তু যদি তোমরা জানিত ইহার অর্থ কি আমি চাহি ক্ষেমা বলিদান

৮ নহে তবে নির্দ্দোষির দোষ বলিত না। একারণ মনুষ্যের পুত্র শাবত দিনের ঈশ্বর

৯ পরে তিনি সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া গেলেন
১০ তাহারদের সিনগগে। এবং দেখ সেখানে ছিল এক নুলা মনুষ্য তাহাতে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে বলিয়া শাবত দিনে সুস্থ করিতে কর্ত্তব্য কি না
১১ তাহাকে অপবাদ করিবারে। কিন্তু তিনি বলিলেন তাহার দিগকে তোমারদের কোন জন যাহার কেবল একটা মেষ যদি তাহা শাবত দিনে খাদে পড়ে তবে সে তাহা
১২ চাগাইয়া বাহির করিবে না। তবে মনুষ্য মেষ হইতে কত ভাল অতএব সুক্রিয়া করিতে শাবত দিনে
১৩ কর্ত্তব্য। তখন তিনি বলিলেন সে মনুষ্যকে তোমার হস্ত বিস্তার কর। অতএব হস্ত বিস্তার করিলে তাহা সুস্থ হইল অন্য হস্তের মত।

১৪ তখন ফারিসিরা যাইয়া তাঁহার বিপরিতে মন্ত্রনা
১৫ করিল কি মতে নষ্ট করিতে পারিত তাঁহাকে। কিন্তু য়েশু তাহা জানিয়া গেলেন সে স্থান হইতে ও বড় মানব্য তাঁহার পশ্চাৎ যাহারদিগকে সকল তিনি সুস্থ করিলেন
১৬ ও আজ্ঞা দিলেন তাহারদিগকে না জানাইতে কাহাকে
১৭ তাহা প্রত্যক্ষের জন্য যাহা কহিয়া ছিল যিশইহা
১৮ ভবিষ্যত বক্তা হইতে বলিয়া দেখ আমার সেবক যাহাকে পছন্দ করিয়াছি আমার প্রিয় যাহারে আমার
১৯ প্রানের তুষ্টি আমি থুইব আমার আত্ম তাহার ওপর ও তিনি বর্ব্বরদিগকে বিচার চেড়ি দিবেন তিনি কোলহল করিবেন না ও চেঁচাইবেন না। কোন মনুষ্যে ও তাহার

২০ রব শুনিবে না গলিতে চেষ্টা নল ভাঙ্গিবেন না ও ধুঁয়াযুক্ত কোষ্টা নির্ব্বান করিবেন না। বিচারের ওৎপন্ন
২১ জয় পর্য্যন্ত নাকরিলে। এবং তাহার নামে বর্ন্ন বিশ্বাস করিবে————

২২ তখন তাঁহার স্থানে আনিল এক জন ভূত গৃহস্থ অন্ধ ও গোঙ্গা এবং তিনি সুস্থ করিলেন তাহাকে যে যতে অন্ধ
২৩ ও গোঙ্গা দেখিতে পাইল ও কথা কহিল। এবং সমস্ত লোক চমৎকৃত হইয়া বলিল এই দাওদের সন্তান নহে
২৪ কিন্তু ফারিসিরা তাহা শুনিয়া বলিল এই বেটা ভুৎকে ছাড়ায় না কেবল ভূতের রাজা বাঁয়লজববের
২৫ করনক। তাহাতে যেশু তাহারদের মনন জ্ঞাত হইয়া বলিলেন তাহারদিগকে প্রতি রাজ্য আপনার বিপরিতে ভিন্ন হইয়া অরন্য হইয়া যায় এবং প্রতি সহর কিম্বা
২৬ বাটী আপনার বিপরিতে ভিন্ন হইয়া স্থায়ি নহে সয়তান ও যদি ছাড়ায় সয়তানকে তবে ভিন্ন হয় আপনার বিপরিতে অতএব তাহার রাজ্য স্থায়ি হইবেক কেমনে
২৭ আমি ও যদি ভূৎ ছাড়াই বাঁয়লজববের করনক তবে তোমারদের শিশুগন কাহার করনক ছাড়ায় তাহা অতএব তাহারা হবে তোমারদের বিচার কর্ত্তা।
২৮ কিন্তু যদি আমি ভূত ছাড়াই ভগবানের অত্মার করনক তবে ভগবানের রাজ্য আসিয়াছে তোমারদের
২৯ স্থানে। নওবা কেমন করিয়া প্রবেশ করিতে পারে কেহ বলবান মনুষ্যের বাটীতে ও নষ্ট করে তাহার সামিগ্রি প্রথমে সে বলবানকে বন্দ করন ব্যতিরেক
৩০ তারপর নষ্ট করিতে পারে তাহার বাটী। যে

আমার সঙ্গে নহে সে আমার বিপরিতে ও যে আমার সঙ্গে কুড়ায় না সে ছড়াইয়া ফেলে।

৩১ অতএব আমি বলি তোমারদিগকে সকল প্রকার পাপ ও পাসণ্ডতা মর্য্যাদা হইবেক মনুষ্যেরদিগকে কিন্তু ধর্ম্মাত্মা পাসণ্ডতা মর্য্যাদা হইবে না মনুষ্যের
৩২ দিগকে। এবং যে কেহ কথা কহে মনুষ্যের পুত্রের বিপরিতে তাহা মর্য্যাদা হইবে তাহাকে কিন্তু যে কেহ
৩৩ বলে ধর্ম্মাত্মার বিপরিতে তাহা কদাচ মর্য্যাদা হইবে না এ কিম্বা আসিবার প্রথায়ুতে। বৃক্ষ ও তাহার ফল ওৎকৃষ্ট করাও কিম্বা বৃক্ষ ও তাহার ফল ওভয় মন্দ
৩৪ করাও। একারন বৃক্ষ ফলেতে জানা যায়। আরে সর্পের বংশ তোমরা দুষ্ট হইয়া কহিতে পার ভাল কথা কেমনে একারন অন্তঃকরনের পূর্ণতা হইতে মুখ কহে। ভাল মনিষ্য তাহার অন্তঃকরনের ভাল ভাণ্ডার হইতে
৩৫ ভাল ওৎপন্ন করে এবং পামর মনুষ্য তাহার অন্তঃকরনের দুষ্ট ভাণ্ডার হইতে দুষ্ট ওৎপন্ন করে।
৩৬ কিন্তু আমি বলি তোমারদিগকে প্রতি বেহুদা কথা যাহা মনুষ্যেরা কহে তাহার হেতু কহিতে হইবে বিচারের
৩৭ দিনে। একারন তোমার বাক্যে ওত্তির্ন্ন হইবা কিম্বা তোমার কথা হইতে তোমার দোষাঘাত হইবে।
৩৮ তখন অধ্যাপক ও ফারিসিরদের কতক লোক ওত্তর করিয়া বলিল প্রভু আমরা চিহ্ন দেখিতে চাহি
৩৯ তোমা হইতে। কিন্তু তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে দুষ্ট ও পরদারিক পুরুষ অন্যাষন করে চিহ্ন কিন্তু কোন চিহ্ন দেওয়া হবেক না তাহারদিগকে

৪০ কেবল য়োনা ভবিষ্যত বক্তার চিহ্ন। একারন যে মত্ত য়োনা ছিল তিন দিবা রাত্রি বড় মৎস্যের ওদরে সে মত মনুষ্যের পুত্র থাকিবেক পৃথিবীর অন্তরে তিন
৪১ দিবা রাত্রি। নিনিবের লোক বিচারে ওঠিবে এ পুরুষের বিপরিত্তে ও তাহার দোষ করিবে এ নিমিত্ত য়োনর চেড়ি দেয়াতে খেদ করিল কিন্তু দেখ এস্থানে আছে এক জন
৪২ য়োনা হইতে বড়। দক্ষিন দেশের রানী এই পুরুষের সহিত বিচারে খাড়া হইয়া দোষাদোষ করিবে তাহাকে একারন সে আইল পৃথিবীর অন্তেরদিক হইতে শলমার বিদ্য শুনিতে কিন্তু দেখ এস্থানে এক
৪৩ জন শলমা হইতে বড়। অপরিস্কার আত্ম মনুষ্যকে ছাড়িয়া গতি করিতে২ যায় সুস্ক স্থানে দিয়া আশ্রমে
৪৪ অন্যাষন করিতে২ কিন্তু পায় না। তখন বলে আমি ফিরি য়াইব আমার আশ্রমে যেখান হইতে আইলাম এবং আসিয়া দেখে তাহা শুন্য ঝাড়া
৪৫ সাজান। তখন সে যাইয়া আপনার সঙ্গে আর সাত আত্মা লয় আপনা হইতে অধিক দুষ্ট এবং তাহারা প্রবেশ করিয়া বাস করে তাহাতে তেকারন সে মনুষ্যের সেষ আদি হইতে মন্দ এই মৎ হবেক এ পাপিষ্ঠ পুরুষকে

৪৬ লোকের সহিত কহিতে২ দেখ তাঁহার মাতা ও তাহার ভ্রাতারা বাহিরে ডাণ্ডাইয়া ইচ্ছা করিল কথা কহিতে
৪৭ তাহার সঙ্গে। তখন এক জন বলিল তাঁহাকে দেখ তোমার মাতা ও তোমার ভ্রাতারা বাহিরে ডাণ্ডাইয়া
৪৮ ইচ্ছা করে কথা কহিতে তোমার সঙ্গে। কিন্তু তিনি

প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাঁহাকে যে বলিয়া ছিল তাহাকে কে আমার মাতা ও কাহারা আমার
৪৯ ভ্রাতারা। পরে তাহার হস্ত তাহার শিষ্যেরদের দিকে বাড়াইয়া বলিলেন দেখ আমার মাতা ও আমার
৫০ ভ্রাতারা একারন যে কেহ করে আমার স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা সেই আমার ভ্রাতা ও ভগিনি ও মাতা——

পর্ব্ব ১৩ সে দিনে য়েশু ঘর হইতে যাইয়া বসিলেন সমুদ্রের তিরে। এবং হেন বড় মানব্য একত্তর হইল তাহার স্থানে তাহাতে তিনি জাহাজে যাইয়া বসিলেন ও সকল
৩ মানব্য তটের ওপরে ডাণ্ডাইল। এবং তিনি হিৎ ওপ দেশে কহিলেন অনেক বিষয় তাহারদিগকে বলিয়া দেখ
৪ এক বীজ বুনক বীজ বুনিতে গিয়াছে। বুনিতেং কিছু পড়িল পন্থের পার্শ্বে ও পক্ষেরা আসিয়া তাহা গ্রাস
৫ করিল। কতক পড়িল পাষান স্থলে যেখানে বিস্তর মৃত্তিকা নহে ও ততক্ষনে তাহা গাছিল একারন তাহার
৬ মৃত্তিকার গভীরতা নহে। কিন্তু সূর্য্য ওদয় হইলে তাহা পুড়িল ও তাহার সিকড় না হওনের কারন সুস্ক
৭ ভাব হইয়া গেল। কতক ও পড়িল কণ্টক গাছের মধ্যে এবং কণ্টক গাছ বৃদ্দি হইয়া তাহা খাইয়া
৮ ফেলাইল। কিন্তু আরং পড়িল ভাল মৃত্তিকাতে ও ফল ফলিল কতকে এক শত গুন কতকে ষষ্ঠী গুন
৯ কতকে ত্রিংশতি গুন। যাহার শুনিবার কর্ন আছে সে শুনুক——

১০ তৎ পর শিষ্যেরা আসিয়া বলিল তাঁহাকে কি জন্য
১১ কহিতেছ তাহারদিগকে দৃষ্টান্ত কথা। তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে এই কারন তোমার দিগকে দাতৃব্য হইয়াছে জানিতে স্বর্গের রাজ্যের গুপ্ত
১২ বিষয় কিন্তু তাহারদিগকে দাতৃব্য নহে। একারন যাহার আছে তাহাকে দিতে হবেক ও সে পাইবে আর অনেক কিন্তু যাহার নহে তাহা হইতে লওয়া হবেক
১৩ যাহা আছে তাহার। অতএব আমি কহি তাহার দিগকে দৃষ্টান্ত কথা একারন দেখিতেং তাহারা দেখে না
১৪ ও শুনিতেং শুনে না এবং বুঝে না। অতএব তাহার দের মধ্যে প্রত্যক্ষ আছে যিশৈয়াহার ভবিষ্যত বাক্য যাহা বলে শুনিতেং শুনিবা কিন্তু বুঝিবা না ও দেখিতেং
১৫ দেখিবা কিন্তু জ্ঞাত হইবা না। একারন এ লোকের অন্তঃকরন মোটা তাহারদিগের কর্ন ও ভারি শুনিতে ও তাহারদের চক্ষু মুদিয়াছে নতুবা কোন কালে চক্ষুতে দেখিতে পাইত ও কর্ন্নে শুনিতে পাইত ও অন্তঃকরনে
১৬ বুঝিলে ফিরিত তাহাতে আমি সুস্থ করিতাম তাহারদিগকে। কিন্তু তোমারদের চক্ষু দেখে ও তোমারদের কর্ন শুনে সেকারন তাহারা
১৭ ধন্য। সারোদ্ধার আমি বলি তোমারদিগকে অনেক ভবিষ্যত বক্তা ও পুন্যার্থিক লোক দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছে যাহাং তোমরা দেখ কিন্তু তাহা দেখিতে পাইল না ও শুনিতে যাহাং তোমরা শুন কিন্তু তাহা শুনিতে পাইল না

১৮ অতএব শুন তোমরা সে বীজ বুনক দৃষ্টান্ত কথা

১৯ যখন কেহ রাজ্যের কথা শুনিয়া বুঝে না তখন সে দুষ্ট আসিয়া লইয়া যায় তাহা যাহা বুনন ছিল তাহার অন্তঃ
২০ করনে এই সে যে বীজ পাইল পথের পার্শ্বে। কিন্তু যে পাইল বীজ পাষান স্থলে সে এই যে কথা শুনিয়া
২১ তত্ক্ষনে হরিষ মনে গ্রহন করে তাহা কিন্তু আপনার মধ্যে শিকড় নহে অতএব স্থায়ী কিছু কাল মাত্র এনিমিত্ত দুঃখ কি বিপক্ষতা কথার নিমিত্ত হইলে
২২ কিঞ্চিৎ পরে বৈমুখ হয়। যে বীজ পাইল কণ্টক গাছের মধ্যে সে ও এই যে কথা শুনিলে এ জগতের চিন্তা ও অর্থের ভ্রান্তি যাইয়া ফেলায় সে কথা তাহাতে অফলা
২৩ হইয়া যায়। কিন্তু যে পাইল বীজ ভাল মৃত্তিকায় সে এই যে কথা শুনিয়া বুঝে ও ফল ফলে কতকে এক শত কতকে ষষ্ঠী কতকে ত্রিংশতি গুন

২৪ তিনি আর এক দৃষ্টান্ত উপদেশ করিলেন তাহারদের স্থানে বলিয়া স্বর্গের রাজ্য এক জনের মত যে
২৫ ভাল বীজ বুনিল তাহার ক্ষেত্রে। কিন্তু যাবৎ মনুষ্যেরা নিদ্রিত ছিল তন্মধ্যে তাহার শত্রু আসিয়া
২৬ বন বীজ বুনিল গোমের মধ্যে তৎপর গেল। কিন্তু যখন পত্র বৃদ্ধি হইয়া ফল ফলিল তখন বন ও দেখা
২৭ গেল অতএব সে গৃহস্থের দাসেরা আসিয়া বলিল তাঁহাকে মহাশয় তুমি ভাল বীজ বুন নাই তোমার
২৮ ক্ষেত্রে তবে কোথা হইতে এ বন। তিনি বলিলেন তাহারদিগকে কোন দুষ্ট ইহা করিয়াছে তাহাতে দাস লোক বলিল তাঁহাকে অতএব
২৯ আমরা যাইয়া তাহা তুলিয়া একত্তর করি। কিন্তু

তিনি বলিলেন নহে নত্তবা সে বন একত্তর করিত্তেং
৩০ গোম ওৎপাটন কর তাহার সঙ্গে। দুই একত্তর বৃদ্ধি হওক ফসল পর্য্যন্ত তখন ফসলের কালে বলিব দাওলিয়ারদিগিকে প্রথমে বন একত্তর করিয়া আটি বন্দ পোড়ানের কারন কিন্তু একত্তর কর গোম আমার গোলায়——

৩১ তিনি আর এক হিৎ ওপদেশ করিলেন তাহারদের ঠাঁই স্বর্গের রাজ্য একটা শর্ষার বীজের মত যাহা
৩২ এক মনুষ্য লইয়া বুনিল তাহার ক্ষেত্রে যাহা সকল বীজ হইতে ক্ষুদ্র সে সত্য কিন্তু বৃদ্ধি পাইয়া হয় অন্য তৃন হইতে বড় ও বৃক্ষ হইয়া যায় তাহাতে শূন্যের পক্ষেরা আসিয়া থাকে তাহার সাখায়——

৩৩ তিনি আর এক হিৎ ওপদেশ করিলেন তাহার দিগিকে স্বর্গের রাজ্য খমিরের মত যাহা এক স্ত্রী লোক তিন কাঠা ময়দার মধ্যে চাকিয়া রাখিল যাবৎ পর্য্যন্ত সমস্ত খমির যুক্ত হইল——

৩৪ এ সকল দ্ব্যর্থ কথা য়েশু বলিলেন মানব্যকে ও দ্ব্যর্থ
৩৫ কথা ব্যত্তিরেক বলিলেন নাঃ তাহারদিগিকে। তাহা প্রত্যক্ষের জন্য যাহা ভবিষ্যত্ত বক্তা কহিয়া ছিল বলিয়া আমি খুলিব আমার মুখ দ্ব্যর্থ কথা কহিতে আমি প্রকাশ করিব কথা যাহা গুপ্ত ছিল জগতের ওৎপত্তি অবধি——

৩৬ যখন য়েশু মানব্যকে বিদায় করিয়া ঘরে গেলেন তখন তাহার শিষ্যেরা তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল প্রভেদ করিয়া কহ আমারদিগিকে ক্ষেত্রের বন গাছের

৩৭ হিং উপদেশ। তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগাকে যে জন ভাল বীজ বুনে সে মনুষ্যের পুত্র——

৩৮ সে ক্ষেত্র এ জগত সে ভাল বীজ রাজ্যের শিশুগান

৩৯ কিন্তু বন আছে দুষ্টের শিশুগান যে শত্রু বুনিল তাহা সে সয়তান ফসল এ গতের শেষ এবং সে

৪০ দাওলিয়া ঈশ্বরের দূৎ। অতএব যে মত বন একত্তর হইলে অগ্নিতে দগ্ধ হয় সেই মত হইবেক এ জগতের

৪১ শেষে। মনুষ্যের পুত্র পাঠাইবেন তাহার দূত ও তাহারা একত্তর করিয়া ফেলিবে তাঁহার রাজ্য হইতে

৪২ সমস্ত দোষ ও অযথার্থ কারক এবং তাহার দিগাকে ফেলিবে অগ্নির কুণ্ডে সে স্থানে হাহাকার

৪৩ ও দন্তাদন্তে ঘর্শন। সে কালে প্রকৃতার্থিকেরদের তেজ হইবে সূর্য্যের মত তাহারদের পিতার রাজ্যে। যাহার শুনিবার কর্ন আছে সে শুনুক——

৪৪ আর বার স্বর্গের রাজ্য ক্ষেত্রে গুপ্ত বীলের মত যাহা কেহ পাইলে গুপ্ত করিয়া রাখে তারপর আনন্দের কারন যাইয়া বিক্রয় করে যে কিছু তাহার থাকে এবং ক্রয় করে সে ক্ষেত্র——

৪৫ আর বার স্বর্গের রাজ্য এক জন বনিকের মত

৪৬ যে অন্যাষন করে সুন্দর মুক্তা সে মহা মূল্য এক মুক্তা পাইয়া যায় ও তাহার সমস্ত বিক্রয় করিয়া ক্রয় করে তাহা——

৪৭ পুনর্ব্বার স্বর্গের রাজ্য জালের মত যাহা সমুদ্রে

৪৮ আড়িয়া একত্তর করিল নানা প্রকার যাহা পূর্ন

হইলে লোকেরা তিরে তুলিল পরে বসিয়া ভাল
৪৯ একওর করিল পাত্রে কিন্তু মন্দ ফেলিয়া দিল। সে
মত হইবে জগতের শেষে দূতেরা আগমন করিয়া
অনুর করিবেক দুষ্ট লোক যথার্থিক হইতে
৫০ এবং ফেলিয়া দিবে তাহারদিগকে অগ্নির কুণ্ডে
সে স্থানে ক্রন্দন ও দন্তা দন্তে ঘর্শন।

৫১ য়েশু বলিলেন তাহারদিগকে বুঝিয়াছ এ সকল বাক্য
৫২ তাহারা বলিল তাঁহাকে হাঁ ঈশ্বর। তাহাতে তিনি
বলিলেন তাহারদিগকে অতএব প্রতি অধ্যাপক
শিক্ষিত স্বর্গের রাজ্যতে সে এক গৃহস্থের মত যে
বাহির করে নুতন ও পুরাতন বস্তু তাহার ভাণ্ডার
৫৩ হইতে। য়েশু এ সকল দৃষ্টান্ত কথা সমাপ্ত করিয়া
প্রস্থান করিলেন সে স্থান ছাড়িয়া।

৫৪ এবং আপনার দেশে ওত্তরিয়া শিক্ষা করাইলেন
তাহারদের সিনগগে তাহাতে তাহারা চমৎকার হইয়া
বলিল কোথা হইতে ইহার এ সকল জ্ঞান ও আশ্চর্য্য
৫৫ কর্ম্ম। এই জুত্রধরের পুত্র নহে ইহার মাতার নাম
মারিয়া নহে ও তাহার ভ্রাতারা যাকুব ও য়োসেষ ও
৫৬ শিমন ও য়িহোদা তাহার ভগিনি ও সকল নহে আমার
দের এখানে তবে কোথা হইতে তাহার এ সকল কার্য্য
৫৭ অতএব তাহারা বৈমুখ ছিল তাঁহারে। কিন্তু য়েশু
বলিলেন তাহারদিগকে ভবিষ্যত বক্তা অভ্রান্ত নাই
৫৮ আপনার দেশ ও আপনার বাটীতে ব্যতিরেক। তিনি
সে স্থানে করিলেন না অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া তাহারদের
অনাস্থা প্রযুক্ত

পর্ব্ব ১৪ তৎ কালে চতুর্থাংশের অধ্যক্ষ হেরোদ য়েশুর সুখ্যাত শুনিয়া বলিল তাহার দাস লোকের
২ দিগিকে এই য়োহন ডুবা সে ওঠিয়াছে মৃত্যু ছাড়িয়া অতএব এ অসম্ভব পরাক্রম আছে তাহারে
৩ একারন হেরোদ ধরিয়া বন্দ করিয়া ছিল য়োহন কে ও কারাগারে থুইয়াছিল তাহাকে তাহার
৪ ভাদ্রবধু ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ারার্থে একারন য়োহন বলিয়া ছিল তাহাকে অকর্ত্তব্য আছে
৫ বিবাহ করিতে তাহাকে। কিন্তু তাহাকে বধ করিতে চাহিলে ভয় করিল মানব্যকে একারন তাহারা ভাবিল
৬ তাহাকে ভবিষ্যত বক্তা। পরে হেরোদের জন্ম দিন হইলে হেরোদিয়ার কন্যা তাহারদের সাক্ষাৎ নৃত্য
৭ করিয়া হেরোদের তুষ্টি জন্মাইল। তাহাতে সে কিরা করিয়া অঙ্গিকার করিল দিতে তাহাকে যাহাং
৮ চাহিত। সে পূর্ব্বে তাহার মাতার স্থানে শিক্ষিত হইয়া বলিল য়োহন ডুবার মস্তক দিও পাত্র করিয়া।
৯ তাহাতে রাজা মনস্তাপিত হইল কিন্তু সে কিরা রাখে ও যাহারা তাহার সঙ্গে ভোজনে বসিল তাহারদেরার্থে আজ্ঞা দিল তাহাকে দিতে।
১০ অতএব সে লোক পাঠাইয়া কারাগারে যোহনের শির
১১ ছেদন করিল। পরে তাহার মস্তক পাত্রে আনিয়া দিল কন্যাকে সে ও তাহা আনিল তাহার মাতার
১২ স্থানে। ও তাহার শিষ্যেরা আইলে সরীর লইয়া কবরে দিল অতঃপর যাইয়া সমাচার দিল যে
১৩ শুকে। য়েশু তাহা শুনিয়া গুপ্ত প্রস্থান করিলেন

অরন্যে নৌকা দিয়া এবং লোকেরা তাহা শুনিয়া পদব্রজে গেল তাহার পশ্চাৎ সহর২ ছাড়িয়া।

১৪ য়েশু বাহিরে যাইয়া দেখিলেন বড় মানব্য তাহাতে তাহারদের ওপর দয়াশিল হইয়া সুস্থ করিলেন তাহার

১৫ দের অসুস্থ লোককে। পরে সন্ধ্যা হইলে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল এ অরন্য স্থান বেলা ও ওত্তীর্ন্ন হইয়াছে বিদায় কর মানব্যকে নগরে যাইতে ও আপনং ভক্ষ দ্রব্য ক্রয় করিতে।

১৬ কিন্তু য়েশু বলিলেন তাহারদিগকে তাহারদের যাওনের আবশ্যক নাই খাইতে দিও তাহারদিগকে।

১৭ তাহারা বলে তাহাকে আমারদের এখানে কেবল

১৮ পাঁচটা রুটি ও দুইটা মৎস্য। তিনি বলিলেন

১৯ তাহা এখানে আনহ আমার কাছে। পরে তিনি আজ্ঞা দিলেন মানব্যকে বসাইতে ঘাসের ওপর এবং লইলেন সে পাঁচটা রুটি ও দুইটা মৎস্য তারপর স্বর্গের দিকে দৃষ্টি করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ও রুটি ভাঙ্গিলেন ও দিলেন তাঁহার শিষ্যেরদিগকে

২০ ও শিষ্যেরা মনাব্যকে। অতএব সকলে ভোজন করিয়া তৃপ্তি হইল তৎপর বক্রি গুড়া গাঁড়া

২১ কুড়াইয়া পূর্ন্ন করিল দ্বাদশ চুপড়ি। স্ত্রী লোক ছাওয়াল ছাড়া ভোজন করিল হাজার পাঁচেক মনুষ্যে

২২ তিনি তত্ক্ষনে আজ্ঞা দিলেন তাঁহার শিষ্যেরদিগকে জাহাজে পার হইয়া যাইতে তাহার অগ্রে যাবৎ বিদায়

২৩ করিলেন মানব্যকে। তিনি মানব্যকে বিদায় করিয়া

প্রার্থনা করিতে গুপ্তে গেলেন এক পর্ব্বতের ওপরে এবং সন্ধ্যা কাল হইলে সেখানে ছিলেন একাকি।
২৪ কিন্তু জাহাজ সে কালে ছিল সমুদ্রের মধ্যে ঢেওতে দোলায়মান হইয়া একারন সন্মুখে বাতাস ছিল।
২৫ রাত্রি চতুর্থ প্রহরে য়েশু সমুদ্রের ওপরে পদ
২৬ ব্রজে আইলেন তাহারদের ঠাঁই। কিন্তু শিষ্যেরা তাঁহাকে সমুদ্রের ওপর গতায়ত করিতেং দেখিয়া ত্রাসযুক্ত ছিল ও বলিল এইং ভুত এতদর্থে ভয়েতে
২৭ চেঁচাইল। কিন্তু তত্ক্ষনে য়েশু এ কথা কহিলেন তাহারদিগকে খাতিরজমা হও এ আমি ভীত হইও
২৮ না। তখন পিতর প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহাকে ঈশ্বর যদি এ তুমি তবে আজ্ঞা কর আমাকে জলের
২৯ ওপর আসিতে তোমার স্থানে। তিনি বলিলেন আইস। তেকারন পিতর জাহাজ হইতে নামিয়া যাইতে লাগিল
৩০ য়েশুর স্থানে জলের ওপর দিয়া কিন্তু সে প্রচণ্ড বাতাস দেখিয়া ভীত হইল এবং ডুবিতে লাগিলে চেঁচাইল বলিতেং ঈশ্বর হে ত্রান কর আমাকে।
৩১ অতএব তত্ক্ষনে য়েশু হস্ত বিস্তার করিয়া ধরিলেন তাহাকে ও বলিলেন আরে স্বল্প ভক্ত কিমার্থে সন্দেহ
৩২ করিলা। তৎ কালে তাঁহারা জাহাজে আসিয়া
৩৩ বাতাস নিবর্ত্ত হইল। তখন য়াহারা জাহাজে ছিল তাহারা আসিয়া ভজনা করিল য়েশুকে বলিতেং অবস্য তুমি ঈশ্বরের পুত্র।

৩৪ অতঃপরে তাহারা পার হইয়া পোঁহুছিল গনেসর

৩৫ দেশে। এবং যখন সেখানকার মনুষ্যেরা জ্ঞাত হইল তাঁহাকে তখন তাহারা সে সকল চতুর্দ্দিগ দেশে লোক পাঠাইয়া আনাইল সমস্ত অসুস্থ লোক তাঁহার
৩৬ স্থানে তাহারা ও কাকুতি করিল তাঁহাকে কেবল তাঁহার পরিচ্ছদের আঁচলা স্পর্শ করিতে এবং যত লোক ছুইল ততো লোক আরোগ্য হইল।

পর্ব্ব ১৫ তখন যিরোশলমের অধ্যাপক ও ফারিসিরা যেশুর স্থানে আসিয়া বলিল কিমার্থে তোমার শিষ্যেরা প্রাচিন লোকের ব্যবহার লঙ্ঘে একারন তাহারা ভোজন কালে হস্ত প্রক্ষালন করে না।
৩ কিন্তু তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে কিমার্থে তোমরা ও লঙ্ঘ ঈশ্বরের আজ্ঞা তোমারদের
৪ ব্যবহারের কারনে। ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়া বলিলেন সম্ভ্রম কর তোমার পিতা মাতাকে এবং যে জন শাপ দেয় পিতা কি মাতাকে অবশ্য মারিয়া ফেলিতে হইবে।
৫ কিন্তু তোমরা কহ কেহ বলিতে পারে তাহার পিতা মাতাকে যাহা হইত তোমারদের লভ্য তাহা ঈশ্বর
৬ দাতব্য। অতএব তাহার পিতা মাতাকে সম্ভ্রম করে না এ মত ঈশ্বরের আজ্ঞা বৃথা করিলা তোমারদের
৭ ব্যবহারে তোমরা কাল্পনিক যিশাইয়া সত্য ভবিষ্য বাক্য
৮ কহিলেন তোমারদের বিষয়। এই লোকেরা আমার নিকটস্থ তাহারদের মুখ দিয়া ও সম্ভ্রম করে আমাকে তাহারদের ওষ্ঠাধরে কিন্তু তাহারদের অন্তঃকরন
৯ আমা হইতে দূর থাকিয়া কিন্তু তাহারা নিরর্থক

ভজনা করে আমাকে শিক্ষা করাইতে২ তাহা যাহা, মনুষ্যের আজ্ঞা মাত্র

১০ পরে তিনি ডাকিয়া বলিলেন মানব্যকে শুন বুঝ
১১ যাহা মুখ দিয়া সান্দায় তাহা অপবিত্র করায় না মনুষ্যকে কিন্তু যাহা মুখ হইতে নিসুরে তাহা অশু-
১২ চি করে মনুষ্যকে। তখন তাঁহার শিষ্যেরা আসিয়া বলিল তাঁহাকে জান না ফারিসিরা রোষান্বিৎ ছিল
১৩ এ প্রসঙ্গ শুনিয়া। কিন্তু তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া বলি-লেন প্রতি চারা যাহা আমার স্বর্গীয় পিতা করেন
১৪ নাই তাহা ওৎপাটন করিতে হবেক। ছাড়িয়া দেহ তাহারদিগকে তাহারা অন্ধের পথ প্রজ্ঞ কিন্তু যদি অন্ধ
১৫ পথ দেখায় অন্ধকে তবে ওভয় পড়িবে খাদে। তখন পিতর প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহাকে প্রভেদ করিয়া
১৬ কহ আমারদিগকে এ দ্বার্থ কথা। য়েশু বলিলেন
১৭ তোমরাও এখন পর্য্যন্ত নির্ব্বোধ। এখন পর্য্যন্ত বুঝ না যাহা প্রবেশ করে মুখ দিয়া তাহা যায় ওদরে ও
১৮ বাহিরে নির্গত হয় সেত খানায়। কিন্তু যাহা বাহিরায় মুখ হইতে তাহা আইসে অন্তঃকরণ হইতে ও তাহা
১৯ অশুচি করায় মনুষ্যকে। একারন অন্তঃকরন হইতে বাহিরে দুষ্ট বাক্য বধ পরদার বেশ্যাগমন চুরি
২০ মিথ্যা প্রমান পাষণ্ডতা। এই অশুচি করায় মনুষ্যকে কিন্তু অপ্রক্ষাল্য হস্তে ভোজন করিতে অশুচি করায় না মনুষ্যকে

২১ তখন সেখান হইতে য়েশু প্রস্থান করিলেন ভোর ও

২২ চীদনের সীমায়। সে কালে দেখ এক জন খনানী নারী আইল সে দেশ হইতে এবং চেঁচাইয়া বলিল তাঁহাকে ক্ষেমা কর আমাকে ও হে ঈশ্বর দাওদের সন্তান আমার কন্যা ভূতে বীরা মহা অন্তনা পাইতেছে।
২৩ কিন্তু তিনি তাহাকে কিছু কথা প্রত্যুত্তর করিলেন না। অতএব তাহার শিষ্যেরা তাহার স্থানে আসিয়া নিবেদন করিতেং বলিল বিদায় কর তাহাকে একারন সে চেঁচা
২৪ তেং আইসে আমারদের পশ্চাৎ। কিন্তু তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন আমি প্রেরিৎ নাই কেবল
২৫ য়িশরালের গোষ্ঠির অনোদ্বিস্য মেষের ঠাঁই। তখন সে আসিয়া তাঁহাকে ভজনা করিতেং বলিল ঈশ্বর
২৬ ওপকার কর আমাকে। কিন্তু তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন ইহা কর্ত্তব্য নহে শিশুগনের ভক্ষ দ্রব্য লইতে
২৭ ও ফেলিয়া দিতে কুকুরকে। সে বলিল সত্য ঈশ্বর কিন্তু কুকুরেরা খায় সে গুঁড়া গাঁড়া যাহা পড়ে
২৮ তাহারদের প্রভুর মেজ হইতে। তখন য়েশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহাকে আরে মাগি তোমার ভক্তি বড় যাহা তোমার ইচ্ছা তাহা হওক তোমাকে। তাহাতে তাহার কন্যা সেই ক্ষনে সুস্থা হইল।——

২৯ পরে য়েশু সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া আইলেন গালিলি সমুদ্রের নিকট ও পর্ব্বতের ওপর গতি
৩০ করিয়া বসিলেন সে স্থানে। অতঃপরে অতি মানব্য আইল তাঁহার স্থানে ও সকল খোঁড়া অন্ধ গোঙ্গা টুটা ও আরং অনেক তাঁহারদের সঙ্গে হইয়া তাহারদিগকে

য়েশুর পদতলে ফেলাইয়া দিল এবং তিনি সুস্থ
৩১ করিলেন তাহারদিগকে তাহাতে । মানব্য চমৎকৃত
ছিল যখন তাহারা দেখিল গোঙ্গাকে কহিতে টুটাকে
সুস্থতা পাইতে খোঁড়াকে হাটিতে ও অন্ধ দেখিতে অতএব
তাহারা স্তব করিল য়িশরালের ঈশ্বর ।

৩২ তখন য়েশু তাহার শিষ্যেরদিগকে ডাকিয়া বলিলেন
আমার দয়া আছে সে মানব্যের ওপরে একারন তাহারা
এখন তিন দিবস থাকে আমার সঙ্গেও খাইবার কিছু
নাই এবং আমি তাহারদিগকে ওপবাসি বিদায় করিব
৩৩ না নতুবা তাহারা অচৈতন্য হয় পথে । তাহার শিষ্যেরা
বলিল তাঁহাকে ওজাড়ের মধ্যে কোথায় পাব এত
ভক্ষ এমৎ বৃহৎ মানব্য পরিতোষ করিতে ।
৩৪ য়েশু বলিলেন তাহারদিগকে কতটা রুটি আছে
তোমারদের শঙ্গে । এবং তাহারা বলিল সাতটা রুটি
৩৫ ও অল্প ক্ষুদ্র মৎস্য । পরে তিনি আজ্ঞা করিলেন
৩৬ মানব্যকে মৃত্তিকায় বসিতে । তখন সে সাতটা
রুটি ও মৎস্য লইলে স্তুতি করিয়া ভাঙ্গিলেন ও
দিলেন তাহার শিষ্যেরদিগকে এবং সে শিষ্যেরা
৩৭ মানব্যকে । অতএব তাহারা সমস্ত ভোজন করিয়া পরি
তোষ ছিল পরে বক্রি গুঁড়া গাঁড়া কুড়াইল সাত চুপড়ি
৩৮ পরি পূর্ন । যাহারা খাইতে পাইয়া ছিল তাহারা চারি
সহস্র পুরুষ মনুষ্য ছাড়া স্ত্রী লোক ও শিশু ।
৩৯ তারপর তিনি সে মানব্য বিদায় করিয়া ডিঙ্গারোহন
করিলেন ও ওত্তরিলেন মাগ্দলের সীমায় ।

পর্ব্ব ১৬

শাদুকিরদের সঙ্গে ফারিসিরা ও আইল পরিক্ষা
করিতেং তাহাকে ও নিবেদন করিতেং তাহাকে চিহ্ন
২ দেখাইতে স্বর্গ হইতে। তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া
বলিলেন তাহারদিগকে সন্ধ্যা কালে তোমরা বল ভাল
৩ কাল হবেক একারন আকাশ রক্ত বর্ন আছে। ও
প্রাতে অদ্য ঝড় বৃষ্টি হবেক একারন আকাশ
রক্ত বর্ন ও মেঘ যুক্ত। আরে কাল্পনিক বিচার করিতে
পার আকাশের মুখ কিন্তু কালের লক্ষন বুঝিতে পার
৪ না। এক দুষ্ট ও পামর পুরুষ অন্বেষন করে চিহ্ন কিন্তু
কোন চিহ্ন দাতব্য হবে না তাহারদিগকে য়োনা
ভবিষ্যত বক্তার চিহ্ন বিনা। পরে তিনি তাহারদিগকে
ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন।

৫ তাঁহার শিষ্যেরা পার হইলে রুটি আনিতে
৬ বিস্মৃতি হইল। তখন য়েশু বলিলেন তাহারদিগকে
দেখ সাবধান হও ফারিসি ও শাদুকিরদের খমির
৭ হইতে। তাহাতে তাহারা আপনারং মধ্যে
মন্ত্রণা করিল বলিতেং ইহা আমারদের রুটি না
৮ আনেনের কারন। য়েশু তাহা জানিয়া বলিলেন
তাহারদিগকে আরে তোমরা স্বল্প ভক্ত রুটি না লইলে
৯ কিমার্থে আপনারদের মধ্যে মন্ত্রণা কর। এখন
পর্য্যন্ত বুঝ না ও তোমারদের মনে নাই সে পাঁচ
সহস্রের পাঁচটা রুটি ও কত চুপড়ি কুড়াইলা।
১০ কিম্বা সে চারি সহস্রের সাতটা রুটি ও কত চুপড়ি
১১ কুড়াইলা। কেমন বুঝ না যে আমি রুটির বিষয়

বলিলাম না তোমারদিগকে সাবধান করিতে ফারিসি
১২ ও শদুকিরদের খমির হইতে। তখন তাহারা
বুঝিল যে তিনি এ আজ্ঞা করিয়া ছিলেন না রুটির খমির
কিন্তু ফারিসি ও শদুকির ওপদেশ হইতে সাবধান
করিতে।——

১৩ য়েশু কাইসারিয়া ফিলিপির অঞ্চলে আসিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন তাহার শিষ্যেরদিগকে বলিয়া আমি
মনুষ্যের পুত্র লোক আমাকে বলে কে। তাহারা
১৪ বলিল কেহ২ বলে য়োহন ডুবক কেহ২ আলীহা আর
কেহ বলে য়িৰ্ম্মীহা কিম্বা ভবিষ্যত বক্তার এক জন।
১৫ তিনি বলিলেন তাহারদিগকে কিন্তু তোমরা আমাকে
১৬ কে বল। তাহাতে শীমন পিতর প্রত্যুত্তর করিয়া
বলিল তুমি খ্রীষ্ট জীবত ঈশ্বরের পুত্র। য়েশু
১৭ প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহাকে ধন্য তুমি
শীমন বার্য্যোনা একারন মাংশ ও রক্ত প্রকাশ করে
১৮ না তাহা কিন্তু আমার পিতা যিনি আছেন স্বর্গে। আর
আমি বলি তোমাকে তুমি পিতর ও এ পাষানের ওপর
আমি গঠন করিব আমার মণ্ডলি এবং নরকের দ্বার
১৯ জিনিবে না তাহা আমি ও দিব তোমাকে স্বর্গের
রাজ্যের চোড়ান যাহা তুমি বন্ধ কর পৃথিবীতে তাহা
বন্ধ করিতে হইবে স্বর্গে ও যাহা খুল পৃথিবীর ওপর
২০ তাহা খুলিতে হবে স্বর্গে। তখন তিনি আজ্ঞা
করিলেন তাহার শিষ্যেরদিগকে কাহকে না কহিতে
যে তিনি য়েশু খ্রীষ্ট।——

২১ সে কালাবধি য়েশু জানাইতে আরম্ভ করিলেন তাহার শিষ্যেরদিগকে কি মত তিনি অবশ্য যাবেন য়িরোশলমে এবং অনেক দুঃখ পাবেন প্রাচিন লোক ও প্রধান যাজক ও অধ্যাপক হইতে ও হত্যা হইবেন ও
২২ পুনর্ব্বার উঠিবেন তৃতীয় দিনে। তখন পিতর তাহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল বলিতেং হে ঈশ্বর ইহা তোমা হইতে দূর হওক ইহা হবে না তোমাকে। কিন্তু
২৩ তিনি মুখ ফিরিয়া বলিলেন পিতরকে আমার পশ্চাৎ যাও সয়তান তুমি আমার এক নোউরা একারন তুমি ভাল বাস না ঈশ্বরের কর্ম্ম কিন্তু কেবল মনুষ্যের।
২৪ তখন য়েশু বলিলেন তাহার শিষ্যেরদিগকে যদি কেহ আসিতে চাহে আমার সহিৎ তবে সে বারন করুক আপনার অভিলাষ ও আপনার ক্রুস লইয়া আমার
২৫ পৃষ্ঠে হওক। একারন যে কেহ তাহার জীবন রক্ষা করিতে চাহে সে তাহা হারাইবেক ও যে কেহ হারায় তাহার জীবন আমারার্থে সে তাহা পাইবেক।
২৬ একারন মনুষ্যের কি প্রাপ্তি যদি সমস্ত জগত পায়ও আপন প্রান হারায় কিম্বা মনুষ্য কি দিবে তাহার
২৭ প্রানের বদলি। একারন মনুষ্যের পুত্র আসিবেন তাহার পিতার তেজে তাহার দুতেরদের সম্বলিত ও তখন তিনি ফলোদয় করিবেন প্রতি মনুষ্যকে
২৮ তাহার কর্ম্মের মত। সত্য আমি বলি তোমারদিগকে কতক লোক ডাণ্ডাইতেছে এ স্থানে যাহারা মৃত্যু চাকিবে না মনুষ্যের পুত্র তাহার রাজ্যে আসিতেং না দেখিয়া।

পর্ব্ব ১৭ তখন য়েশু ছয় দিবসের পরে পিতর ও যাকুব ও তাহার ভ্রাতা য়োহনকে সতনুর লইয়া আনিলেন
২ এক ওচ্চ পর্ব্বতের ওপরে পরে অন্য মূর্ত্তি হইলেন তাহারদের সম্মুখে তাহার মুখ ও তেজিল সূর্য্যের মত
৩ ও তাহার পরিচ্ছদ শুক্ল বর্ন ওজ্জ্বলাকার। এবং দেখ সে স্থানে মোশা ও আলীহা দেখা গেল তাহার
৪ ঠাঁই কথা কহিতেং তাহার সঙ্গে। তখন পিতর ওত্তর করিয়া বলিল য়েশুকে ঈশ্বর আমারদের ভাল এখানে থাকিতে যদি তোমার ইচ্ছা তবে আমরা নির্ম্মাণ করি তিনটা তাম্বু এক তোমার কারন এক মোশার
৫ কারন ও এক আলীহার কারন। তিনি বলিতেং দেখ রশ্মি যুক্ত মেঘ ছায়া করিল তাহারদের ওপরে ও দেখ মেঘ হইতে এক রব যাহা কহিল এই আমার প্রিয় পুত্র যাহাতে আমার বড় তুষ্টি শুন তাহার কথা।
৬ শিষ্যেরা তাহা শুনিয়া মুখ থুবড়িয়া পড়িল ও বড়
৭ ভয়ার্থ ছিল। কিন্তু য়িশু আসিয়া স্পর্শ করিলেন
৮ তাহারদিগকে ও বলিলেন ওঠ ভীত হইও না। পরে তাহারা ওর্দ্ধ দৃষ্ট করিয়া দেখিল না কাহাকে কেবল য়েশু একলা।
৯ তারপর তাহারদের পর্ব্বত হইতে নামিবার সময় য়েশু দৃঢ় আজ্ঞা করিলেন তাহারদিগকে বলিয়া সে দর্শনীয় কাহাকে কহিও না মনুষ্যের পুত্র মৃত্যু হইতে গাত্রো
১০ থ্থানের পূর্ব্বে। তাহার শিষ্যেরা ও জিজ্ঞাসা করিল তাঁহাকে বলিয়া তবে অধ্যাপক কেন কহে

আলীহার আসিবার আবশ্যক আছে প্রথমে।
১১ য়েশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে আলীহা নিতান্ত প্রথম আসিবেন ও ব্যবস্থিত করিবেন সমস্ত
১২ বস্তু। কিন্তু আমি বলি তোমারদিগকে আলীহা আসিয়াছেন ও লোকেরা তাঁহাকে চিনিল না কিন্তু
১৩ তাহাকে করিয়াছে আপনারদের ইচ্ছা। মনুষ্যের পুত্র ও সেই মত অবশ্য পাবেন তাহারদের ঠাঁই। তখন শিষ্যেরা বুঝিল যে তিনি কহিলেন তাহারদিগকে য়োহন ডুবার বিষয়।
১৪ যখন তাঁহারা আসিয়া ছিল মানব্যের কাছে তখন এক মনুষ্য তাঁহার নিকট আসিল এবং হাঁটু
১৫ গাড়িয়া বলিল তাহাকে ঈশ্বর অনুগ্রহ কর আমার পুত্রের ওপর একারন তাহার মৃগিনারা হইয়াছে তাহাতে সমূহ জাতনা পাইতেছে এজন্যে পুনঃপুন অগ্নিতে
১৬ ও পুনঃপুন জলে পড়ে আমি ও আনিলাম তাহাকে তোমার শিষ্যেরদের স্থানে কিন্তু তাঁহারা সুস্থ করিতে
১৭ পারিল না তাহাকে। তখন য়েশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন আরে অনাস্থিক ও মূঢ় পুরুষ আমি কত কাল থাকিব তোমারদের সঙ্গে ও কত কাল সহিষ্ণুতা করিব তোমারদিগকে তাহাকে এস্থানে আন আমার কাছে।
১৮ পরে য়েশু বিরক্ত করিলেন সে ভূতকে তাহাতে সে তাহাকে ছাড়িয়া গেল। তখন বালক সুস্থ হইল সেই ক্ষন হইতে
১৯ তখন য়েশু সতন্ত্র হইলে শিষ্যেরা আসিয়া বলিল তাঁহাকে কিমার্থে আমারা তাহা ছাড়াইতে

২০ পারিলাম না। য়েশু বলিলেন তাহারদিগকে তোমার দের অনাস্থার কারন আমি সত্য বলি তোমার দিগকে যদি তোমারদের একটা শর্ষার মত ভক্তি হয় তবে তোমরা বলিবা এ পর্ব্বতকে এ স্থান হইতে লড় ও স্থানে এবং তাহা লড়িবেক ও কিছু অসাধ্য
২১ হবেক না তোমারদের। কিন্তু এ প্রকার ছাড়ে না কামনা ও ওপবাস ব্যতিরেক

২২ এবং যাবৎ তাঁহারা স্থিতি করিল গালিলিতে তাবৎ য়েশু বলিলেন তাহারদিগকে মনুষ্যের পুত্র
২৩ সমর্পিত হবে মনুষ্যেরদের হস্তে ও তাহারা বধ করিবে তাহাকে পরে তৃতীয় দিবসে তিনি ওঠিবেন। তেকারন তাহারা বিস্তর মনস্তাপিত হইল

২৪ যখন তাঁহারা আইল কফরনহুমে তখন পাটোয়ারি পিতরের ঠাঁই আসিয়া বলিল তোমার প্রভু
২৫ কর দেয় না সে বলিল হাঁ তারপর যখন সে ঘরে আইল তখন য়েশু অগ্রে হইয়া বলিলেন তাহাকে কি বুঝ শীমন পৃথিবীর রাজা কাহারদিগ হইতে হাসিল কি কর লয় আপনারদের শিশুর
২৬ দিগ কি বিদেশি হইতে। পিতর বলিলেন তাঁহাকে
২৭ বিদেশি হইতে। য়েশু বলিলেন তাহাকে তবে শিশুগন নিস্কর। কিন্তু তাহারদিগকে বিরুক্ত না করনের জন্য যাও সমুদ্রে ও বরসি ফেলিয়া তুডাও সে মৎস্য যাহা প্রথ পরে তাহার মুখ খুলিয়া পাইবা এক টাকা তাহা লইয়া দেহ তাহার দিগকে আমার ও তোমার কারন

পর্ব্ব ১৮ সেই সময় শিষ্যেরা য়েশুর নিকট আসিয়া বলিল কেতা বড় স্বর্গের রাজ্যে। তখন য়েশু এক ছোট বালককে ডাকিয়া বসাইলেন তাহারদের মধ্যেখানে
৩ ও বলিলেন সত্য আমি বলি তোমারদিগকে তোমরা ফিরন ও বাল্যের মত হওন ব্যতিরেক কোন মতে
৪ প্রবেশ করিবা না স্বর্গের রাজ্যে। অতএব যে জন আপনাকে লঘুতা করে এই ক্ষুদ্র বালকের মত সেই অতি বড়
৫ স্বর্গের রাজ্যে। এবং যে কেহ অতীথি করে এ মত এক ক্ষুদ্র বালক আমার নামে সে অতীথি করে
৬ আমাকে। কিন্তু যে কেহ হিংসা করে এ ক্ষুদ্রের এক জন যে আস্থা করে আমাকে যদি জাঁতা তাহার গলায় টাঙ্গিয়া ডুবাইত সমুদ্রের গভীরতায় তবে তাহা হইত তাহার অতি ভাগ্য।

৭ সন্তাপ জগতের লোককে ওপদ্রবী নিমিত্ত একারন ওপদ্রবী আইসনের আবশ্যক আছে কিন্তু সন্তাপ সে মনুষ্যকে যাহার করনক ওপদ্রবী আইসে।
৮ অতএব যদি তোমার হস্ত কি পদ পাপি করে তোমাকে তবে তাহা ছেদন করিয়া ফেল তোমা হইতে পরমাযুতে খোড়া কিম্বা টুটা প্রবেশ করিতে তোমার ভাগ্য দ্বিভুজ কি দ্বিপদ হইয়া অনন্ত আনলে ফেলা হওন হইতে।
৯ যদি তোমার চক্ষু ও পাপি করে তোমাকে তবে তাহা ওৎপাটন করিয়া ফেল তোমা হইতে এক চক্ষে পরমাযুতে প্রবেশ করিতে তোমার ভাগ্য দুই চক্ষু হইয়া
১০ নরকানলে ফেলা হওন হইতে। সাবধান তুচ্ছ করিও না তোমরা এ ক্ষুদ্র লোকের এক জনকে একারন

আমি বলি তোমারদিগকে স্বর্গে তাহারদের দূতেরা সর্ব্বদা দেখে আমার স্বর্গীয় পিতার মুখ।
১১ একারন মনুষ্যের পুত্র আসিয়াছেন তাহা ওদ্ধার
১২ করিতে যাহা হারিয়াছে। কি বুঝ যদি কাহার আছে এক শত মেষ ও তাহার মধ্যে একটা হারিয়া যায় তবে সে ছাড়ে না নিরানব্বইটা ও পর্ব্বতের ওপর যাইয়া অন্যাষন করে সে হরনীয়টাকে।
১৩ আমি সত্য বলি তোমারদিগকে তাহা পাইলে অধিক আনন্দ হয় সে নিরানব্বইটা হইতে যাহারা হারায়
১৪ না। এই মত ও তোমারদের স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা নহে এ ছোটরদিগের এক জনের সংঘাত।
১৫ যদি তোমার ভ্রাতা তোমার বিপরিতে দোষ করে তবে যাইয়া বল তাহাকে তাহার দোষ তুমি ও তিনি কেবল থাকিয়া যদি সে তাহা শ্বীকার করে তবে তুমি
১৬ লভ্য পাইয়াছ তোমার ভ্রাতাকে। কিন্তু যদি শ্বীকার করে না তাহা তবে সঙ্গে লও আর দুই তিন জন তাহাতে প্রতি বাক্য দুই তিন সাক্ষীর মুখে স্থির হইতে
১৭ পারে। কিন্তু যদি সে হেলন করে তাহারদিগকে তবে বল তাহা মণ্ডলিকে ও যদি হেলন করে মণ্ডলিকে তবে সে হওক অন্য বর্ন কিম্বা পাটোয়ারির ন্যায়
১৮ তোমার স্থানে। সারোদ্ধার আমি বলি তোমরদিগকে যা যা তোমরা বন্দ কর পৃথিবীর ওপরে তাহা বন্দ করিতে হবে স্বর্গে ও যা যা তোমরা খুল পৃথিবীর
১৯ ওপরে তাহা খুলিতে হইবে স্বর্গে। আরবার আমি বলি তোমারদিগকে যদি তোমারদের দুই জন একত্তর মিলে

পৃথিবীর ওপর কোন বিষয়ে যাহাৎ চাহিবেক তবে তাহা করিতে হবে আমার পিতা হইতে যিনি আছেন
২০ স্বর্গে। একারন যে স্থানে দুই তিন জন একত্তর হয় আমার নামে সে স্থানে আমি তাহারদের মধ্যে থাকে।——

২১ তখন পিতর তাহার নিকট আসিয়া বলিল ঈশ্বর কত বার আমি মর্য্যাদা করিব আমার ভ্রাতাকে যদি
২২ সে পাপ করে আমার ঠাঁই সপ্তবার পর্য্যন্ত। য়েশু বলিলেন তাহাকে আমি কহি না তোমাকে সপ্তবার
২৩ পর্য্যন্ত কিন্তু সাতাত্তর বার পর্য্যন্ত। অতএব স্বর্গের রাজ্য আছে এক রাজার মত যিনি তাহার দাসের
২৪ হিসাব করিতে চাহিলেন। যখন তিনি হিসাব করিতে লাগিলেন তখন এক জন আনয়ন ছিল তাহার
২৫ স্থানে যাহার দেনা তিন ক্রোর টাকা। কিন্তু তাহার সোধি দেওনের কিছু না হইয়া তাহার প্রভু আজ্ঞা করিল তাহাকে ও তাহার স্ত্রী ও সন্তান ও সমস্ত যাহাৎ
২৬ তাহার স্থিত বিক্রয় করিতে ও সোধি দিতে। অতএব সে দাস ভূমিষ্ঠ হইয়া পূজা করিল তাহাকে ও বলিল ঈশ্বর ধৈর্য্যমান হও এবং আমি সোধি দিব
২৭ তোমাকে সমস্ত। তখন সে দাসের ঈশ্বর দয়াশিল হইয়া মুক্ত করিল তাহাকে ও মর্য্যাদা করিল
২৮ তাহাকে সে ধন। কিন্তু সে দাস যাইয়া সাখ্যাত পাইল তাহার এক সহদাস যাহার দেনা ছিল তাহাকে এক শত শুকা তেকারন সে তাহার গুঁটি ধরিয়া বলিল
২৯ সোধি দেহ যাহা তুই ধারিস। তখন তাহার সহদাস

পড়িল তাহার পদে ও কাকুতি করিয়া বলিল ধৈর্য্য কর আমাকে তখন আমি সোধি দিব তোমাকে সমস্ত।
৩০ সে করিল না তাহা কিন্তু যাইয়া তাহাকে কারাগারে
৩১ ফেলিল যাবৎ পর্য্যন্ত পরিসোধিন দিত তাহা। তাহার আর সহদাস তাহা দেখিয়া অতি বিমর্শ হইল অতএব আসিয়া কহিল তাহারদের ঈশ্বরকে যাহাং হইল।
৩২ তখন তাহার ঈশ্বর তাহাকে ডাকিয়া বলিল আরে তুই দুষ্ট দাস আমি মাফ করিলাম তোকে সে
৩৩ সমস্ত একারন কাকুতি করিলি আমার ঠাঁই। তোর ওপযুক্ত নহে দয়া করিতে তোর সহদাসকে যে মত
৩৪ আমি দয়া করিলাম তোকে। তাহার ঈশ্বর ও কোপিত হইয়া গচ্ছিত করিল তাহাকে পুহরিরদের ঠাঁই যাবৎ পর্য্যন্ত পরিসোধিন করিত সে সমস্ত।
৩৫ এ মত ও করিবেন আমার স্বর্গীয় পিতা তোমারদিগকে যদি তোমরা পুতি জন অন্তঃকরন হইতে মর্য্যাদা না কর তোমারদের ভ্রাতারদিগকে তাহারদের দোষ।

পর্ব্ব ১৯ তারপর যেশু এ সকল পুসঙ্গ সমাপ্ত করিয়া পুস্থান করিলেন গালিলি হইতে এবং ওপস্থিৎ হইলেন য়িৰ্দনের
২ ও পার য়িহোদা দেশের সীমায়। তখন বড় মানব্য তাহার সহিৎ হইয়া তিনি সে স্থানে সুস্থ করিলেন
৩ তাহারদিগকে। ফারিসিরা ও তাঁহার কাছে আসিয়া পরিক্ষা করিল তাঁহাকে বলিতেং মনুষ্যের জায়া
৪ ত্যাগ করিতে কর্ত্তব্য পুতি বিষয়তে। তিনি পুত্যুত্তর করিলেন তাহারদিগকে তোমরা পাঠ কর নাহি যিনি

তাহারদিগকে সৃষ্টি করিলেন আরম্ভ কালে তিনি তাহারদিগকে পুরুষ ও নারী নির্ম্মান করিয়া
৫ বলিলেন এ নিমিত্ত মনুষ্য পিতা মাতা ত্যাগ করিবেক ও তাহার জায়ার সঙ্গি হইবে তাহাতে দুই জন একাঙ্গ
৬ হইবেক। একারন তাহারা তারপর দুই নহে কিন্তু একাঙ্গ অতএব যাহা ভগবান একত্তর সংযোগ করিয়াছেন মনুষ্য তাহা ভিন্ন করুক না।
৭ তাহারা বলে তাঁহাকে তবে কিমার্থে মোশা আজ্ঞা করিলেন বর্জ্জন লিখন দিয়া ত্যাগ করিতে তাহাকে।
৮ তিনি বলেন তাহারদিগকে মোশা তোমারদের অন্তঃকরনের কাঠন্যতার কারন তোমারদিগকে দিলেন ত্যাগ করিতে তোমারদের জায়া কিন্তু আরম্ভ কালা
৯ বধি এ মত ছিল না আমি ও বলি তোমারদিগকে যে কেহ ত্যাগ করে তাহার জায়াকে ব্যভিচার করন ব্যতিরেক ও আর বিবাহ করে সে করে পরদার এবং যে কেহ বিবাহ করে সে ত্যক্তা যাইয়া সে
১০ পরদার করে। তাঁহার শিষ্যেরা বলে তাঁহাকে যদি এই গতিক হয় পুরুষের তাহার জায়ার সঙ্গে তবে
১১ ভাল নহে বিবাহ করিতে। কিন্তু তিনি বলিলেন তাহারদিগকে সকল মনুষ্য এ প্রসঙ্গ লইতে পারে না
১২ কেবল তাহারা যাহারদিগকে দিতে হয়। একারন কতক লোক খোজা জন্ম হইল মাতৃ গর্ব্ভ হইতে এবং হয় যাহারদিগকে মনুষ্য খোজা করাইল আর২ আছে যাহারা আপনা আপনি খোজা করিয়াছে স্বর্গের রাজ্যেরার্থে যে তাহা লইতে পারে সে লওক।

১৩ তখন তাহার কাছে আনয়ন ছিল ক্ষুদ্র শিশুগন তিনি তাহারদের ওপরে হস্ত দিয়া কামনা করনের কারন কিন্তু তাহার শিষ্যেরা অনুযোগ করিল তাহারদিগকে।
১৪ তাহাতে য়েশু বলিলেন বালকেরদিগকে আমার স্থানে আসিতে দেহ এবং বারন করিও না একারন এ প্রকার
১৫ স্বর্গের রাজ্য। তখন তিনি তাহার হস্ত তাহারদের ওপর দিয়া প্রস্থান করিলেন সে স্থান হইতে।

১৬ পরে দেখ এক জন আসিয়া বলিল তাঁহাকে ধর্ম্ম মহাশয় কি ধর্ম্ম করিব অনন্ত পরমায়ু পাইবার জন্য।
১৭ তিনি বলিলেন তাহাকে ধর্ম্ম কহিতেছ আমাকে কেন এক ভগবান বিনা কেহ ধর্ম্ম নহে কিন্তু যদি একান্ত প্রবেশ করিতে চাহ প্রমায়ুতে তবে আজ্ঞা মান। সে
১৮ বলিল তাঁহাকে কি কি। য়েশু বলিলেন বধ করিও না পরদার করিও না চুরি করিও না মিথ্যা প্রমান দিও
১৯ না। সম্ভ্রম কর তোমার পিতা মাতাকে ও প্রেম কর
২০ তোমার প্রতিবাসিকে আপনার মত। সে যুবা মনুষ্য বলিল তাঁহাকে এ সকল আমি মানিয়াছি বালক কালা
২১ বধি আর কি করিতে হইবে। য়েশু বলিলেন তাহাকে যদি শুদ্ধ হইতে চাহ তবে তোমার সংস্থা বিক্রয় করিয়া দান কর কাঙ্গাল লোককে তৎপরে ধন পাইবা স্বর্গে
২২ অতএব আইস আমার সহিৎ। যুবা মনুষ্য সে প্রসঙ্গ শুনিলে মনস্তাপিত হইয়া প্রস্থান করিল একারন তাহার বড় ধন হইল।

২৩ তখন য়েশু বলিলেন তাহার শিষ্যেরদিগকে সত্য

ক

আমি বলি তোমারদিগকে ধনবানের বামহ হইবে
২৪ প্রবেশ করিতে স্বর্গের রাজ্যে। আরবার আমি বলি
তোমারদিগকে কাচি শুচের ছিদ্র দিয়া যাইতে সহজ
ধনবান লোক ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করন হইতে।
২৫ তাহার শিষ্যেরা তাহা শুনিয়া অতি চমৎকৃত হইল
২৬ বলিতে২ তবে কাহার ত্রান হইতে পারে। কিন্তু
য়েশু তাহারদেরদিগে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন এ মনু
ষ্যের অসাধ্য কিন্তু সমস্ত ঈশ্বরের সাধ্য।

২৭ তখন পিতর প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাঁহাকে
দেখ আমরা সমস্ত ছাড়িয়া আইলাম তোমার সহিৎ
২৮ অতএব আমারদের কি হবে। য়েশু বলিলেন তাহার
দিগকে সত্য আমি বলি তোমারদিগকে তোমরা যে২
পুনর্জন্মে হইয়াছিলা আমার সহিৎ যখন মনুষ্যের
পুত্র বসিবেন তাহার তেজস্কর সিংহাসনে তখন
তোমরা ও দ্বাদশ সিংহাসনের ওপরে বসিয়া বিচার
২৯ করিবা য়িশরালের গোষ্ঠিরদিগকে। প্রতি মনুষ্য ও
যে আমার নামেরার্থে ছাড়িয়াছে বাটী কি ভ্রাতা কি
ভগিনী কি পিতা কি মাতা কি জায়া কি শিশু কি ভূমি
সে পাইবে তাহার এক শত গুণ এবং অনন্ত পরমায়ুর
অধিকারি হইবে।

৩০ কিন্তু অনেক প্রথম শেষ হবেক ও শেষ প্রথম।
পর্ব্ব একারন স্বর্গের রাজ্য এক জন গৃহস্থের মত যে প্রাত
২০ কালে গেল তাহার দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের নিমিত্ত মজুর লোক
২ মজুরি ধরিতে। এবং মজুরের সঙ্গে এক শুকা রোজ
চুক্তি করিয়া পাঠাইলেন তাহার দ্রাক্ষা ক্ষেত্রে।

৩ পুনর্ব্বার এক প্রহরের সময় যাইয়া দেখিলেন আরং
৪ লোক নিষ্কর্ম্ম বাজারে ডাণ্ডাইয়া তাহাতে বলিলেন তাহারদিগকে তোমরা ও যাও দ্রাক্ষা ক্ষেত্রে ও যাহা উপযুক্ত তাহা দিব তোমারদিগকে অতএব তাহারা
৫ গেল। পুনর্ব্বার দুই প্রহর ও তিন প্রহরে যাইয়া
৬ করিলেন সে মত। তিনি ও বৈকালে যাইয়া আরং লোক পাইলেন নিষ্কর্ম্ম ডাণ্ডাইয়া তখন বলিলেন তাহারদিগকে কিমার্থে সমস্ত দিন নিষ্কর্ম্মে ডাণ্ডাইতেছ।
৭ তাহারা বলিল তাহাকে একারণ কেহ জন ধরে না আমারদিগকে। তিনি বলিলেন তাহারদিগকে তোমরা ও যাও দ্রাক্ষা ক্ষেত্রে ও যাহা উপযুক্ত তাহা পাইবা।
৮ সন্ধ্যা হইলে সে দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের কর্ত্তা বলিল তাহার পাত্রকে মজুর লোককে ডাকিয়া দেহ তাহারদের মজুরি
৯ আরম্ভ কর শেষ লোককে শাঙ্গ কর প্রথমীয়। তখন যাহারা বৈকালে আইল তাহারা পাইল প্রতি মনুষ্য
১০ একং শুকা। কিন্তু যখন প্রথম লোক আইল তখন তাহারা অনুমান করিল পাইতে অধিক কিন্তু তাহারা
১১ ও পাইল প্রতি মনুষ্য একং শুকা সেকারন তাহারা তাহা পাইয়া কচং করিল সে বাটীর কর্ত্তার সহিৎ
১২ কহিয়া ইহারা কার্য্য করিল কেবল আড়াই দণ্ড কিন্তু তাহারদিগকে করিয়াছ আমারদের সমান যে সহি
১৩ য়াছি দিনের ভার ও গ্রীষ্ম। কিন্তু তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদের এক জনকে ভাইরে অপকৃত করি না তোমাকে তুমি এক শুকা চুক্তি করিলা না
১৪ আমার সঙ্গে। যা তোমার তা লইয়া যাও একারন

১৫ আমি দিব এ শেষ লোককে যেমন তোমাকে। আপনার সামিগ্রীতে ঐচ্ছিক মত করিতে অকর্ত্তব্য আমি ভাল
১৬ হইলে সে কারন তোমার চক্ষু দুষ্ট। অতএব শেষ প্রথম হইবেক ও প্রথম শেষ একারন অনেক ডাকিত্ত হইল কিন্তু অল্প পছন্দিৎ।

১৭ পরে য়েশু য়িরোশিলমে যাইতেং পন্থে দ্বাদশ
১৮ শিষ্যেরদিগকে সতন্তর লইয়া বলিলেন দেখ আমরা যাইতেছি য়িরোশিলমে এবং মনুষ্যের পুত্র গচ্ছিৎ করিতে হইবেন প্রধান যাজক ও অধ্যাপকের দের ঠাঁই তাহারা ও মৃত্যুর দোষাঘাত করিবে
১৯ তাঁহাকে তাহারা ও গচ্ছিত করিবে তাঁহাকে অন্য বর্ণের স্থানে নিন্দা করিতে ও মারিতে ও ক্রুসে খুন করিতে তাহাকে পরে তিনি উঠিবেন তৃতীয় দিনে।

২০ তখন জেবদির শিশুগনের মাতা তাহার পুত্রেরদের সহিৎ আইল এবং প্রনাম করিয়া চাহিল এক
২১ অনুগ্রহ তাহার স্থানে। তিনি বলিলেন তাহাকে কি চাহ সে কহিল তাঁহাকে আমার এ দুই পুত্রকে তোমার রাজ্যে বসিতে দেহ এক জন তোমার দক্ষিণ
২২ আর এক জন তোমার বামদিগে। কিন্তু য়েশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তোমরা জান না কি চাহ তোমরা পান করিতে পার সে বাটী হইতে যাহাতে আমি পান করি ও ডুবিৎ হইতে পার সে ডুবে যাহাতে আমি ডুবিৎ হই
২৩ তাহারা কহিল তাহাকে আমরা পারি। তিনি

বলিলেন তাহারদিগকে তোমারা নিতান্ত পীবা আমার বাটী হইতে ও ডুবিৎ হইবা সে ডুবে যাহাতে আমি ডুবিৎ হই কিন্তু আমার দক্ষিনে বামে বৈসন তাহা আমার দীয় নহে কেবল তাহারদিগকে যাহারদের

২৪ কারন আমার পিতা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা। সে দশ জন তাহা শুনিয়া ক্রোধিৎ হইল দুই ভ্রাতারদের ওপর।

২৫ কিন্তু য়েশু তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন তোমরা জান অন্য বর্ন্নের রাজারা শাসন করে তাহারদের ওপরে ও মহৎ লোক শাসন করে তাহারদের ওপর।

২৬ সে মত গতি নহে তোমারদের মধ্যে কিন্তু তোমারদের যে কেহ বড় হইতে চাহে সে হওক তোমারদের সেবক।

২৭ ও তোমারদের যে কেহ প্রধান হইতে চাহে সে হওক

২৮ তোমারদের দাস যেমন মনুষ্যের পুত্র আইলেন না সেব্য হওনের জন্য কিন্তু সেবা করিতে ও তাহার প্রান দিতে অনেকের ওদ্ধার মূল্যের কারন।

২৯ যখন তাহারা প্রস্থান করিতে ছিল য়িরিখো হইতে

৩০ তখন বড় মানব্য গেল তাঁহার সহিত। তৎকালে দেখ দুই অন্ধ মনুষ্য বসিল পন্থের পার্শ্বে ও য়েশুর আগমনের সম্বাদ পাইয়া চেঁচাইতে২ বলিল দয়া কর আমারদিগকে আরে ঈশ্বর তুমি দাওদের সন্তান।

৩১ তখন মানব্য বিরক্ত করিল চুপ করাইতে তাহারদিগকে কিন্তু তাহারা আর২ চেঁচাইয়া বলিল দয়া কর আমার

৩২ দিগকে ওহে ঈশ্বর দাওদের সন্তান। তাহাতে য়েশু স্থকিত হইয়া ডাকিলেন তাহারদিগকে ও বলিলেন তোমরা কি চাহ আমি কি করিব তোমারদিগকে।

৩৩ তাহারা বলিল উঁহাকে ঈশ্বর আমারদের চক্ষু প্রসন্ন
৩৪ কর। অতএব য়েশু তাহারদিগকে দয়া করিয়া স্পর্শ করিলেন তাহারদের চক্ষু ও ততক্ষনে তাহারদের চক্ষে দৃষ্টি পাইল এবং তাহারা গেল তাহার সহিৎ।

পর্ব্ব ২১ এবং যখন তাহারা য়িরোশলমের নিকট পৌঁছিয়া ছিল ও আসিয়াছিল জিত বৃক্ষ পর্ব্বতের বীতফাজে
২ তখন য়েশু দুই শিষ্য পাঠাইয়া বলিল যাও তোমার দের সন্মুখের সে গ্রামে ও সেখানে পাইবা একটা বন্দ গর্দ্দব ও বাচ্ছা তাহার সঙ্গে তাহা ছাড়িয়া দিলে
৩ আন আমার ঠাঁই। যদি কেহ কিছু বলে তোমার দিগকে তবে তোমরা বল ঈশ্বরের আবশ্যক আছে
৪ তাহা ও সেইক্ষনে পাঠাইয়া দিবে তাহা। এ সকল ছিল তাহা প্রত্যক্ষের জন্য যাহা ওক্ত ছিল ভবিষ্যত
৫ বক্তা হইতে বলিয়া কহ চীয়নের কন্যাকে দেখ তোমার রাজা আসিতেছেন তোমার স্থানে নম্রাত্মা ও আরোহন করিতেং গর্দ্দবের ওপরে ও গর্দ্দব বাচ্ছা
৬ য়। এবং উঁহার শিষ্যেরা যাইয়া করিল য়েশুর
৭ আজ্ঞানুযায়ি এবং সে গর্দ্দব ও বাচ্ছা আনিয়া তাহার দের পরিচ্ছদ দিল তাহারদের ওপরে ও আরোহন
৮ করাইল য়েশুকে। অতি বড় মানব্য ও তাহারদের পরিচ্ছদ পাতিয়া দিল পন্থের মধ্যে অন্যে বৃক্ষের ডাল
৯ কাটিয়া ছড়াইল পথে এবং অগ্রগামি ও পশ্চাৎ বর্ত্তি মানব্য চেঁচাইয়া বলিল হোশানা দাওদের সন্তান কে ধন্য সে জন যে আইসে ঈশ্বরের নামে মহা হোশানা

১০ তিনি ও য়িরোশলমে ওত্তরিয়া সকল সহর
১১ হড়াহুড়ি ছিল বলিতেং এ কেডা। মানব্য বলিল
এই য়েশু গালিলির নাজারতের ভবিষ্যত বক্তা—

১২ তারপর য়েশু ঈশ্বরের মন্দিরে যাইয়া বাহির
করিলেন সমস্তকে যাহারা ক্রয় বিক্রয় করিল
মন্দিরে এবং ওলটিয়া ফেলাইলেন বনিক্কের
১৩ মেজ ও দুদু বিক্রয়কের আসন ও বলিলেন
তাহারদিগকে লিপি আছে আমার ঘর বিখ্যাত
হবে কামনার ঘর কিন্তু তোমরা তাহা করিয়াছ
১৪ চোরের গাদ। তারপর অন্ধেরা ও খোঁড়ারা আইল
তাহার কাছে মন্দিরে ও তিনি সুস্থ করিলেন তাহার
১৫ দিগকে। যখন প্রধান যাজক ও অধ্যাপকেরা
দেখিল সে আশ্চর্য্য ক্রিয়া যাহা তিনি করিলেন ও শিশু
চেঁচাইতেং মন্দিরে ও বলিতেং হোশানা দাওদের সন্তান
১৬ কে তখন তাহারা ক্রোধ পূর্ন্ন ছিল ও বলিল তাহকে
শুনিতেছ ইহারা কি বলে য়েশু কহিলেন তাহারদিগকে
হাঁ তোমরা কখন পাঠ কর নাই বালক ও দুগ্ধ পোষ্য
১৭ শিশুরদের মুখ হইতে পূর্ন্ন করিয়াছ স্তুতি। তিনি
তাহারদিগকে বিদায় করিয়া গতি করিলেন সহরের
১৮ বাহিরে বীতানিয়ায় ও প্রবাস করিলেন সে স্থানে।—
১৯ প্রাতে ফিরিয়া যাইতেং ক্ষুধিত হইলেন। এবং পন্থে
এক ডুম্বুর বৃক্ষ দেখিয়া গেলেন তাহার কাছে কিন্তু কি
ছুই পাইলেন না তাহার ওপরে কেবল পত্র সে নিমিত্ত
বলিলেন তাহাকে ইহার পরে কদাচ কিছু ফল না ফলুক

তোমার ওপরে ও তত্ক্ষণে সে ডুম্বুর বৃক্ষ আওড়িয়া
২০ গেল। শিষ্যেরা তাহা দেখিয়া চমকিৎ হইল ও
বলিল কেমন শীঘ্র সে ডুম্বুর বৃক্ষ আওড়িয়া গিয়াছে।
২১ যেশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে সত্য আমি
বলি তোমারদিগকে যদি তোমারদের ভক্তি আছে
ও সন্দেহ না কর তবে তোমরা কেবল ইহাই করিবা না
যাহা হইয়াছে ডুম্বুর বৃক্ষকে কিন্তু যদি এ পর্ব্বতকে ও
কহিবা ওই নড় ও পতনহ সমুদ্রে তবে তাহা করিতে
২২ হবেক ও যাহাৎ তোমরা চাহ নিবেদনে আস্থা
করিয়া তাহা পাইবা।

২৩ যখন তিনি মন্দিরে আসিয়া ছিলেন তখন যাবৎ
শিক্ষা করাইতেৎ ছিলেন প্রধান যাজক ও লোকের
প্রাচিনেরা তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল কাহার আজ্ঞায়
করিতেছ এ কার্য্য ও কেডা দিল এ পরাক্রম তোমাকে।
২৪ যেশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে আমি ও
জিজ্ঞাসা করিব তোমারদিগকে এক কথা যদি তাহা
কহিতে পার আমাকে তবে আমি ও বলিব তোমার
২৫ দিগকে কি পরাক্রমে করি এ কার্য্য। য়োহনের
ডুব কোথা হইতে স্বর্গ কিম্বা মনুষ্যেরদিগ হইতে তখন
তাহারা আপনারদের মধ্যে যুক্তি করিল বলিতেৎ
যদি আমরা বলি স্বর্গ হইতে তবে সে বলিবে আমার
২৬ দিগকে কিমার্থে প্রত্যয় করিলা না তাহাকে কিন্তু
যদি আমরা কহি মনুষ্যেরদিগ হইতে তবে আমরা
ভয় করি লোকেরদিগকে একারণ সকলে ভবিষ্যত
২৭ বক্তার ন্যায় বুঝে য়োহনকে। অতএব তাহারা

প্রত্যুত্তর করিল য়েশুকে আমরা বলিতে পারি না তখন তিনি কহিলেন তাহারদিগকে আমি ও বলি না
২৮ তোমারদিগকে কি পরাক্রমে করি এ কার্য্য। কিন্তু তোমরা কি বিচার কর এক জনের দুই পুত্র ছিল এবং তিনি প্রথম পুত্রের ঠাঁই আসিয়া বলিলেন বাছারে
২৯ অদ্য যাইয়া কর্ম্ম কর আমার দ্রাক্ষা ক্ষেত্রে। সে প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল আমি যাইব না কিন্তু তাহার
৩০ পরে খেদ করিয়া গেল। পরে তিনি অন্য পুত্রের ঠাঁই আসিয়া তেমনে বলিলেন সে প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল
৩১ মহাশয় আমি যাই কিন্তু গেল না। এই দুই জনের কেডা করিল তাহার পিতার ইচ্ছা। তাহারা বলে তাঁহাকে প্রথমীয়। য়েশু বলিলেন তাহারদিগকে সত্য আমি বলি তোমারদিগকে পাটোয়ারি ও বেশ্যারা
৩২ স্বর্গের রাজ্যে যায় তোমারদের অগ্রে। একারণ য়োহন আইলেন তোমারদের স্থানে পুন্যার্থের পন্থে ও তোমরা প্রত্যয় করিলা না তাহাকে কিন্তু পাটোয়ারি ও বেশ্যারা প্রত্যয় করিল। তোমরা ও তাহা দেখিয়া তারপর খেদ করিলা না তাহাকে প্রত্যয় করিবারে।
৩৩ শুন আর এক উপদেশ। এক গৃহস্থ ছিল যে দ্রাক্ষা ক্ষেত্র করিল ও চতুর্দ্দিকে বেড়া দিল ও তাহাতে খোদ করিল দ্রাক্ষা চাপের কারন ও গড় গাঁথিল পরে
৩৪ কৃষানকে কেরায়া দিয়া দূর দেশে গেলেন। তারপর ফলের সময় নিকট হইলে দাস পাঠাইল কৃষান
৩৫ লোকের নিকট তাহার ফল প্রাপ্তির জন্য। কিন্তু

সে কৃষান লোক তাহার দাসেরদিগকে লইয়া প্রহার করিল এক জনকে ও আর এক জনকে বধ করিল ও
৩৬ আর এক জনকে পাথর মারিল। পুনর্ব্বার সে পাঠাইল আর২ দাস প্রথম হইতে অধিক কিন্তু তাহারা সেই
৩৭ মত করিল তাহারদিগকে। অবশেষে তিনি পাঠাইয়া দিলেন আপনার তনয় তাহারদের ঠাই বলিয়া তাহারা
৩৮ সন্মান করিবে আমার পুত্রকে। কিন্তু কৃষান পুত্রকে দেখিয়া বলিল আপনারদের মধ্যে এই বৃত্তাধিকারি আইস আমরা বধ করি তাহাকে ও ধরিব
৩৯ তাহার অধিকার। অতএব তাহারা আক্রমন করিল ও দ্রাক্ষা ক্ষেত্র হইতে ফেলিয়া বধ করিল তাহাকে।
৪০ অতএব যখন সে দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের ঈশ্বর আসিবেন তখন তিনি কি করিবেন সে কৃষান লোকেরদিগকে।
৪১ তাহারা বলে তাঁহাকে তিনি অবশ্য সংহার করিবেন সে দুষ্টেরদিগকে ও কেরায়া দিবেন তাহার দ্রাক্ষা ক্ষেত্র আর কৃষানকে যাহারা ফল দিবে তাঁহাকে
৪২ ফসলের সময়ে। যেশু বলিলেন তাহারদিগকে তোমরা কখন পাঠ করিলা না ধর্ম্ম পুস্তকে যে পাথর রাজেরা তুচ্ছ করিল তাহা আছে কোনের প্রধান এই ঈশ্বরের
৪৩ ক্রিয়া ও আমারদের দৃষ্টে অদ্ভুত। অতএব আমি বলি তোমারদিগকে ভগবানের রাজ্য লয়া হবে তোমারদিগ হইতে ও দাতব্য হবে এক বর্গকে যাহা
৪৪ তাহার ফল ফলিবে। যে কেহ পড়ে এ প্রস্তরের উপরে সে ভাঙ্গিয়া যাবেক কিন্তু যাহার উপরে তাহা পড়ে তাহাকে পিসিবে ধুলার মত।

৪৫ তখন প্রধান যাজক ও ফারিসিরা তাহার উপদেশ শুনিয়া জানিতে পাইল যে তিনি কহিলেন তাহারদের
৪৬ বিষয়। কিন্তু যখন তাহারা ধরিতে চাইল তাঁহাকে তখন তাহারা ভয় করিল সে মানব্যকে একারন তাহারা ভবিষ্যত বক্তা তুল্য করিল তাহাকে।

পর্ব্ব ২২

পুনরায় যেশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন এ উপদেশ তাহারদিগকে স্বর্গের রাজ্য এক রাজার মত যিনি
৩ তাহার পুত্রের বিবাহ দিলেন ও তাঁহার দাসের দিগকে পাঠাইলেন ডাকিতে তাহারদিগকে যাহারা
৪ নিমন্ত্রিৎ ছিল কিন্তু তাহারা আইল না। পুনর্ব্বার তিনি আর২ দাসকে পাঠাইলেন বলিয়া নিমন্ত্রিতেরদিগকে কহ দেখ আমি প্রস্তুত করিয়াছি আমার ভক্ত সামিগ্রী আমার দামড়া গুলা ও আমার হৃষ্ট পুষ্ট জন্তু মারা হইয়াছে ও সমস্ত আছে প্রস্তুত বিবাহ বাড়িতে আইস।
৫ কিন্তু কেহ২ তাহা হেলা করিয়া গেল এক জন তাহার
৬ খেতে আর এক তাহার বানিজ্যে। ও বক্রিরা তাহার দাসেরদিগকে ধরিয়া হিংসা করিল ও হত্যা করিল।
৭ কিন্তু রাজা তাহা শুনিয়া ক্রোধিত ছিলেন ও তাহার সৈন্যকে পাঠাইয়া বিনাস করিলেন সেই হত্যা কর্ত্তার
৮ দিগকে ও দাহন করিল তাহারদের সহর। তখন তিনি বলিলেন তাহার দাসেরদিগকে বিবাহের নিমন্ত্রণ
৯ প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু নিমন্ত্রিৎ উক্ত নহে অতএব তোমরা বড় পন্থে যাইয়া বিবাহের নিমন্ত্রন কর যাহাকে২
১০ তোমারা পাও। দাসেরা যাইয়া সংগ্রহ করিল

সমস্তুকে যাহারং সঙ্গে তাহারদের সাখ্যাৎ হইল
১১ ভাল মন্দ তাহাতে বিবাহের সকল পূর্ন হইল। কিন্তু
রাজা সমবয়া দেখিতে আসিয়া সে স্থানে দেখিলেন
১২ এক জনকে যাহার বিবাহের পরিচ্ছদ নহে। অতএব
বলিলেন তাহাকে ভাইরে কেমন আইলা এখানে বিনা
১৩ বিবাহের পরিচ্ছদ তাহাতে সে নিরব হইল। তখন
রাজা বলিলেন তাঁহার দাসেরদিগকে বন্দ কর
তাহার হস্ত পদ ও লইয়া ফেল তাহাকে বাহিরে অন্ধ
১৪ কারে যেখানে ক্রন্দন ও দন্তেং ঘর্ষন। একারন
অনেকে ডাকিৎ আছে কিন্তু সল্প পছন্দিৎ।——
১৫ তখন ফারিসিরা যাইয়া মন্ত্রনা করিল কেমন ফান্দে
১৬ জড়াইতে তাহাকে তাঁহার কথায়। অতএব তাহারদের
শিষ্যেরা হেরোদিয়া লোকের সাতি তাহার নিকট
পাঠাইয়া বলিল মহাশয় আমরা জানি তুমি সত্য ও সত্য
শিক্ষা করাইতেছ ঈশ্বরের গতি ও অনুরোধ কর না
কাহাকে একারন তুমি কাহাকে মুখাবলোকন কর না।
১৭ অতএব বল আমারদিগকে কি বুঝ কাইসরকে কর
১৮ দিতে উপযুক্ত কি না কিন্তু য়েশু তাহারদের দুষ্টতা
জ্ঞাত হইয়া বলিলেন কেন পরখাও আমাকে
১৯ তোমরা কাল্পনিক। দেখাও আমাকে করের মুদ্রা
২০ তখন তাহারা আনিল তাঁহার ঠাঁই এক শুকা। তিনি
বলিলেন তাহারদিগকে কাহার এ আকৃতি ও উপরে
২১ লেখা তাহারা বলে তাঁহাকে কাইসরের। তখন তিনি
বলিলেন তাহারদিগকে অতএব কাইসরকে দেহ যাহাং
২২ কাইসরের ও ঈশ্বরকে যাহাং ঈশ্বরের। তখন

তাহারা এই কথা শুনিয়া চমকিৎ হইল ও তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল।

২৩ শাদুকি লোক যাহারা বলে পুনরুত্থান নহে সে দিনে
২৪ আসিয়া কহিল তাঁহাকে এ কথা প্রভু মোশা বলিলেন যদি কেহ নিঃসন্তান মরে তবে তাহার ভাই তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিলে উৎপন্ন করুক তাহার ভ্রাতার
২৫ বিজ। আমারদের মধ্যে ছিল সাত ভাই ও প্রথম জন বিবাহ করিয়া নিঃসন্তান মরিল ও তাহার
২৬ বধুকে ছাড়িয়া দিল তাহার ভাইর নিমিত্ত। সেই
২৭ মত দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তম জন পর্য্যন্ত সকলের
২৮ অন্তে সে স্ত্রী ও মরিল। অতএব পুনরুত্থানে সে সাত জনের মধ্যে কাহার স্ত্রী হবেক একারন সকলে পাইল
২৯ তাহাকে যেশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে তোমরা ধর্ম্ম পুস্তক ও ভগবানের যোগ্যতা না জানিয়া
৩০ ভ্রান্ত হও। একারন পুনরুত্থানে তাহারা বিবাহ করে না বিবাহ দেয় না কিন্তু হয় ঈশ্বরের দূতের মত স্বর্গে
৩১ কিন্তু মৃত্য মনুষ্যের পুনঃরুত্থানের বিষয় তোমরা পাঠ না করিয়াছ যাহা ঈশ্বর বলিলেন তোমারদিগকে
৩২ এ কথা কহিয়া আমি আবরহামের ঈশ্বর ও য়িজহকের ঈশ্বর ও যাঁকুবের ঈশ্বর ভগবান মরার
৩৩ ঈশ্বর নহেন কিন্তু জীবতের তখন মানব্য তাহা শুনিয়া চমৎকৃত হইল তাহার উপদেশে।

৩৪ কিন্তু যখন ফারিসিরা শুনিয়া ছিল যে তিনি শাদুকির দিগকে নিরব করাইলেন তখন তাহারা একত্তর হইল
৩৫ ও তাহারদের এক জন সাস্ত্রজ্ঞ পরীক্ষাই করিতে

৩৬ জিজ্ঞাসা করিল এ কথা প্রভু ব্যবস্থার কোন আজ্ঞা
৩৭ অতি বড়। যেশু বলিলেন তাহাকে প্রেম কর
যিহুহা তোমার ঈশ্বর তোমার সমস্ত অন্তঃকরনে ও
৩৮ তোমার সমস্ত প্রানে ও তোমার সমস্ত মনে। এ
৩৯ প্রথম ও মহা আজ্ঞা। দ্বিতীয় ও ইহার মত প্রেম
৪০ কর তোমার প্রতিবাসিকে আপনার মত। এই
দুই আজ্ঞায় সমস্ত ব্যবস্থা ও ভবিষ্যত বাক্য টাঙ্গা হয়।
৪১ তখন ফারিসিরা একত্তর হইলে যেশু জিজ্ঞাসা
৪২ করিলেন তাহারদিগকে বলিয়া কি ভাবহ
খ্রীষ্টের বিষয় তিনি কাহার পুত্র তাহারা বলে তাঁহা
৪৩ কে দাঊদের। তিনি বলিলেন তাহারদিগকে তবে
দাঊদ আত্মা দিয়া কেমন বলে তাঁহাকে ঈশ্বর এ কথা
৪৪ কহিয়া যিহুহা বলিলেন আমার ঈশ্বরকে বৈস
আমার দক্ষিনে যাবৎ পর্য্যন্ত আমি করি তোমার
৪৫ শত্রুরদিগকে তোমার পাদাসন। যদি দাঊদ
বলিলেন তাঁহাকে ঈশ্বর তবে তিনি তাহার পুত্র কেমন।
৪৬ তৎ পর কেহ এক বাক্য প্রত্যুত্তর করিতে পারিল না
তাহাকে ও সে দিনাবধি সকল লোক ভয় করিল তাহা
কে আর জিজ্ঞাসা করিতে।

পর্ব্ব ২৩

তখন যেশু এ কথা বলিলেন মানব্য ও তাহার শিষ্যের
দিগকে অধ্যাপক ও ফারিসিরা বৈসে মোশার
৩ আসনে অতএব যে সমস্ত তাহারা মানিতে আজ্ঞা
করে তোমারদিগকে তাহা মান এবং কর কিন্তু কর
না তাহারদের ক্রিয়ানুযায়ি একারন তাহারা কহে কিন্তু
৪ করে না। একারন তাহারা ভারি এবং অসহ্য

বোজ বন্দ করিয়া দেয় মনুষ্যেরদের স্কন্ধের ওপরে কিন্তু আপনারদের এক অঙ্গুলি দিয়া লডায় না তাহা।
৫ কিন্তু তাহারা তাহারদের সমস্ত ক্রিয়া করে মনুষ্যের দের দেখানের জন্য তাহারা প্রসস্ত করে তাহারদের ফিলাক্তরি ও বড় করে তাহারদের পরিচ্ছদের ঘুঁপি
৬ ও সমবীয়ায় ওচ্চ স্থল চাহে ও প্রধানাসন সিনাগোগে
৭ ও নমস্কার বাজারে ও রাবিং বিখ্যাত মানুষেরদিগে
৮ হইতে। কিন্তু তোমরা রাবি বিখ্যাত হইও না একারন তোমারদের এক প্রভু তিনি খ্রীষ্ট ও তোমরা
৯ সমস্তই ভাইং। পৃথিবীর ওপরে ও কোন মনুষ্যকে পিতা বলিও না একারন এক তোমার পিতা
১০ যিনি আছেন স্বর্গে। তোমরা প্রভু বিখ্যাত হইও না একারন এক তোমারদের প্রভু তিনি খ্রীষ্ট।
১১ কিন্তু যে অতি বড় তোমারদের মধ্যে সে সেবক
১২ হবেক। যে কেহ ওচ্চ করিবেক আপনাকে সে অপমানিত হইবেক ও যে নম্রতা করে অপনাকে সে ওচ্চ করিতে হইবেক।

১৩ কিন্তু সন্তাপ তোমারদিগকে অধ্যাপক ও ফারিসি কাল্পনিকেরা একারন তোমরা বন্ধ কর স্বর্গের রাজ্য মনুষ্যের বারন করিতে তোমরা প্রবেশ কর না তাহাতে ও যাহারা প্রবেশ করিতেছে তাহারদিগকে
১৪ বারন কর। সন্তাপ তোমারদিগকে অধ্যাপক ও ফারিসি কাল্পনিকেরা একারন তোমরা খাইয়া ফেল বিধবার ঘর ও নামের কারন দীর্ঘ প্রার্থনা কর অতএব
১৫ তোমরা পাইবা আর বড় সাজা। সন্তাপ তোমার

দিগকে অধ্যাপক ও ফারিসি কাল্পনিকেরা একারণ তোমরা বেড়িয়া যাও পৃথিবী ও সমুদ্র এক জনকে তোমারদের পুষ্টে করিতে ও তাহা হইলে করাও তাহাকে আপনারদিক হইতে দ্বিগুণাধিক নরকের
১৬ শিশু। সন্তাপ তোমারদিগকে তোমরা অন্ধ পথ পুস্ত যাহারা কহে যে কেহ কিরা করে মন্দিরক লইয়া তাহা কিছু নহে কিন্তু যে কেহ কিরা করে মন্দিরের স্বর্ন
১৭ লইয়া সে বদ্ধ হইয়াছে। তোমরা ক্ষিপ্ত ও অন্ধ অতিশয় কি স্বর্ন কি ঘর যে পবিত্র করায় স্বর্নকে।
১৮ এবং যে কেহ কিরা কার যজ্ঞ কুণ্ড লইয়া তাহা কিছু নহে কিন্তু যে কেহ কিরা করে তাহার ওপরে
১৯ দান লইয়া সে বদ্ধ হইয়াছে। তোমরা ক্ষিপ্ত ও অন্ধ লোক কি অতিরিক্ত দান কি যজ্ঞ
২০ কুণ্ড যে পবিত্র করায় দানকে। অতএব যে কিরা করে যজ্ঞ কুণ্ড লইয়া সে কিরা করে তাহা
২১ লইয়া ও তাহার ওপরের সমস্ত লইয়া ও যে কেহ কিরা করে মন্দিক লইয়া সে কিরা করে তাহা লইয়া ও তাহাকে লইয়া যিনি বাস করেন তাহার মধ্যে।
২২ ও যে কিরা করে স্বর্গ লইয়া সে কিরা করে ঈশ্বরের সিংহাসন লইয়া ও তাহাকে লইয়া যিনি বৈসেন তাহার ওপরে।

২৩ সন্তাপ তোমারদিগকে অধ্যাপক ও ফারিসি কাল্পনিক লোক একারন তোমরা দশাংশ করিয়া দিও পদিনা ও শুয়ামহুরি ও জিরা কিন্তু ব্যবস্থার অতি ভারি ক্রিয়া তাহা বিচার ও ক্ষেমা ও ভক্তি কর না তোমারদের

আবশ্যক আছে ইহা করিতে এবং অন্য না ত্যাগ
২৪ করিতে। হে অন্ধ পথ পুদ্ধ তোমরা মসা ছাকিয়া
২৫ ফেল কিন্তু গ্রাস কর ওট। সন্তাপ তোমারদিগকে
তোমরা অধ্যাপক ও ফারিসি কাল্পনিক লোক একারন
তোমরা বাটী ও থালার বাহিরে মার্জন কর কিন্তু
তাহা ভিতরে থাকে জোর ও ভোক্তা ক্রিয়া পূর্ণিৎ।
২৬ হে অন্ধ ফারিসি প্রথমে বাটী ও থালার ভিতরে মার্জন
কর তাহাতে বাহির ও পরিষ্কার হইতে পারিবে।
২৭ সন্তাপ তোমারদিগকে তোমরা অধ্যাপক ও ফারিসি
কাল্পনিক লোক তোমরা চুন কাম করা কবরের মত
যাহা বাহিরে দেখায় সুন্দর সে সত্য কিন্তু ভিতরে মৃত
মনুষ্যের অস্থি ও সকল অপরিষ্কারতা পূর্ণিৎ আছে।
২৮ তোমরা ও সেই মত মনুষ্যেরদের দৃষ্টে বাহ্য দেখাও
পুকৃতার্থিক সে সত্য কিন্তু অন্তরে কপটতা ও অযথার্থ
২৯ পূর্ণিৎ আছ। সন্তাপ তোমারদিগকে তোমরা
অধ্যাপক ও ফারিসি কাল্পনিক লোক একারন তোমরা
গাঁথ ভবিষ্যৎ বক্তার কবর ও সুন্দর কর পুকৃতার্থিকের
৩০ কবর এবং বল যদি আমরা হইতাম আমারদের
পূর্ব্ব পুরুষের কালে তবে আমরা হইতাম না
তাহারদের সহকারি ভবিষ্যৎ বক্তারদের বধেতে।
৩১ অতএব তোমরা পুমান দিতেছ আপনারদের বিষয়
যে তোমরা তাহারদের সন্তানেরা যে বধ
৩২ করিল ভবিষ্যৎ বক্তারদিগকে। পূর্ণ কর তোমরা

৩৩ তোমারদের পিতারদের পরিমান। তোমরা সর্পেরা তোমরা কেওটে সর্পের বংশ কি মতে ছাড়িতে পার
৩৪ নরকের সাজা। অতএব দেখ আমি পাঠাই তোমারদের স্থানে ভবিষ্যৎ বক্তা ও বিদ্যান ও অধ্যাপক এবং তাহারদের কাহকেং তোমরা বধ করিবা ও ক্রুসে খুন করিবা ও তাহারদের কতক লোককে মারিবা তোমারদের সিনগগে ও বিপক্ষতা করিবা
৩৫ তাহারদিগকে সহরেং ইহাতেই তোমারদের ভোগ হবে সমস্ত পুকৃতার্থিকের রক্ত যাহা পাত হইল পৃথিবীর ওপরে পুকৃতার্থিক হাবলের রক্ত অবধি বরখীহার পুত্র জখরীহার রক্ত পর্য্যন্ত যাহাকে তোমরা বধ করিলা মন্দির ও যজ্ঞ কুণ্ডের মধ্যে
৩৬ স্থানে। সত্য আমি বলি তোমারদিগকে এ সকল
৩৭ পড়িবে এ পুরুষের ওপরে। আরে য়িরোশলমং যে বধ কর ভবিষ্যৎ বক্তারদিগকে ও পাথর মার তাহারদিগকে যাহারা পাঠান হইয়াছে তোমার ঠাঁই আমি কত বার একত্তর করিতে চাহিলাম তোমার শিশুরদিগকে যেমন কুক্কুটী একত্তর করে তাহার বাচ্চা আপনার ডেনার নিচে কিন্তু তোমারদের মনস্থ নহে।
৩৮ দেখ তোমারদের বাটী নর শুন্য হইয়াছে তোমারদের
৩৯ কারন। আমি ও বলি তোমারদিগকে ইহার পরে তোমরা আমাকে দেখিবা না যাবৎ পর্য্যন্ত না বলিবা ধন্য সে জন যে আইসে ঈশ্বরের নামে।

পর্ব্ব ২৪

পরে যেশু যাইয়া প্রস্থান করিলেন মন্দির হইতে এ তাহার শিষ্যেরা আইল দেখাইতে তাহাকে সে ঘরের

২ গাঁথন তখন যেশু বলিলেন তাহারদিগকে তোমরা দেখ না এ সকল সত্য আমি বলি তোমারদিগকে প্রস্তর প্রস্তরের উপরে থাকিবে না যাহা ভাঙ্গা হইবে

৩ না । তারপর যেশু জিত বৃক্ষ পর্ব্বতের উপরে বসিলে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার কাছে গুপ্ত আসিয়া বলিল কহ আমারদিগকে এ সকল বিষয় কখন হবে তোমার আসিবার চিহ্ন এবং জগতের শেষের চিহ্ন

৪ কি হবেক । যেশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহার দিগকে সাবধান কোন মনুষ্য ভ্রান্তি জন্মায়ে না

৫ তোমারদিগকে । একারন অনেকে আমার নামে আসিয়া বলিবে আমি খ্রীষ্ট ও ভ্রান্তি জন্মাইবে অনেক

৬ কে । কিন্তু যখন তোমরা যুদ্ধের বিবরন ও প্রথা শুনিবা তখন সাবধান ভাবিৎ হইও না একারন এ সকল অবশ্য হবেক কিন্তু শেষ কাল এখন নহে ।

৭ একারন বর্ন্ন উঠিবে বর্ন্নের বিপরিতে ও রাজ্য রাজ্যের বিপরিতে ও মন্নতুর ও মড়ক ও ভূমিকম্প নানা স্থানে

৮ হবে । এ সকল দুঃখের আরম্ভ । তৎ কালে

৯ তাহারা গচ্ছিত করিবে তোমারদিগকে দুঃখ পাইবারে ও বধ করিবে তোমারদিগকে ও তোমরা হবা সকল

১০ বর্ন্নের ঘৃন্নিৎ আমার নামেরার্থে । তখন অনেকে বিরক্ত হবেক ও গচ্ছিৎ করিবেক এক জন আর এক জনকে ও ঘৃন্না করিবে এক জন আর এক জনকে ।

১১ অনেক মিথ্যা ভবিষ্যত বক্তা উৎপত্তি হবেক এবং

১২ ভ্রান্তি জন্মাইবে অনেককে। ও অযথার্থ বাড়িলে
১৩ অনেকের প্রেম শীতল হইয়া যাবেক। কিন্তু যে
সহিষ্ণুতা করে শেষ কাল পর্য্যন্ত সে ওদ্ধার হবে।
১৪ এবং রাজ্যের মঙ্গল সমাচার চোড়ি দিতে হবেক
সমস্ত জগতে সাক্ষীর জন্য সকল দেশে তখন
১৫ শেষ কাল আসিবে। অতএব যখন তোমরা দেখ সে
বিনাস করনের হারাম ডাণ্ডাইতেছে ধর্ম্ম স্থানে যাহার
বিষয় দানিএল ভবিষ্যত বক্তা বলিলেন যে পাঠ করে
১৬ সে বুঝুক তখন যাহারা যিহোদা দেশে তাহারা
১৭ পলাওক পর্ব্বতে। ও যে আছে ঘরের ছাতের
ওপরে সে ঘর হইতে কোন বস্তু লইতে নামুক না।
১৮ ও যে কেহ ক্ষেত্রে আছে সে ফিরুক না তাহার বস্ত্র
১৯ লইতে। কিন্তু সন্তাপ তাহারদিগকে যাহারা
২০ গর্ব্ববতি ও যাহারা স্তন পান করায় সে কালে। তোমরা
ও কামনা কর তোমারদের পলায়ন বর্ষা কালে কিম্বা
২১ শাবাত দিনে হয় না যেন। একারন সে কালে বড়
দুস্থ হবে যে মত না হইল জগতের আরম্ভাবধি এ কাল
২২ পর্য্যন্ত কিম্বা কদাচ হবেক না এবং সে কাল
ওন না হইলে কোন প্রানির ত্রান হইতে পারিত না কিন্তু
মনরম্য লোকের কারন সে দিন কমি হবেক।
২৩ যদি কেহ বলে তোমারদিগকে দেখ খ্রীষ্ট এই স্থানে
২৪ কি ও স্থানে তাহা প্রত্যয় করিও না। একারন
মিথ্যা খ্রীষ্ট ও মিথ্যা ভবিষ্যত বক্তারা ওৎপত্তি হইয়া
দেখাইবে মহা চিহ্ন ও আশ্চর্য্য কার্য্য ইহাতে যদি সাধ্য
হইত তবে তাহারা প্রতারনা করিত পচন্দিৎ আপানয়া।

২৫ দেখ আমি পূর্ব্বে কহিয়াছি তোমারদিগকে।
২৬ অতএব যদি কেহ বলে তোমারদিগকে দেখ তিনি ওজাড়ে তবে যাইও না দেখ তিনি অন্ধকাশ কুঠরিতে
২৭ তবে প্রত্যয় করিও না। একারন যেমন বিদ্যুত পূর্ব্ব দিক ছাড়িয়া দীপ্তি করে পশ্চিম দিগে সেই মত
২৮ মনুষ্যের পুত্রের আগমন হইবেক একারন যে স্থানে মরা আছে সে স্থানে সিকিনি একত্তর
২৯ হইবেক সে কালের দুঃখের পরে সূর্য্য অন্ধকার হবেক ও চন্দ্র দিবে না তাহার রশ্মি তারা ও পতন হবে স্বর্গ
৩০ হইতে ও স্বর্গের সকল পরাক্রম লড়িবে। সে কালে মনুষ্যের পুত্রের চিহ্ন প্রকাশ হবেক স্বর্গে তখন পৃথিবীর সমস্ত গোষ্ঠি রোদন করিবেক এবং তাহারা দেখিবেক মনুষ্যের পুত্র আসিতেছেন স্বর্গের মেঘে
৩১ পরাক্রম ও মহা তেজ করিয়া। তখন তিনি পাঠাইবেন তাঁহার দূতেরদিগকে তুরির বড় ধ্বনি করিয়া ও তাহারা একত্তর করিবেক তাহার মননিৎ লোকেরা চতুর্দ্দিগ হইতে স্বর্গের আদ্যন্ত পর্য্যন্ত।
৩২ এখন ডুম্বুর গাছের ওপদেশ শিক্ষ যখন তাহার শাখা কোমল হইয়া পত্র মুঞ্জরে তখন তোমরা জান
৩৩ গ্রীষ্ম কাল সান্নিধ্য হয় সেই মত তোমরা যখন এই সকল দেখিবা তখন জানিও তাহা সান্নিধ্য দ্বারে
৩৪ বটে। সারোদ্ধার আমি বলি তোমারদিগকে এই পুরুষ যাবেক না এ সকল প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে।
৩৫ স্বর্গ ও পৃথিবী লোপ হইবে কিন্তু আমার কথা লোপ
৩৬ হইবে না। কিন্তু সে দিন ও সে দণ্ড কেহ বটে স্বর্গের

দূতেরা জানে না কিন্তু কেবল আমার পিতা।
৩৭ কিন্তু যেমন নোহের কালে ছিল তেমন মনুষ্যের
৩৮ পুত্রের আগমন হইবেক। একারন যে মত জল
প্লাবিতের পূর্ব্বে তাহারা ছিল খাইতে২ পীতে২ বিবাহ
করিতে২ বিবাহ দিতে২ সে দিবস পর্য্যন্ত যাহাতে
৩৯ নোহ প্রবেশ করিলেন জাহাজে ও তাহারা জানিল না
জল প্লাবিতের আগমন ও সমস্ত খাওন পর্য্যন্ত সেই মত
মনুষ্যের পুত্রের আইমন হইবেক।
৪০ সে কালে দুই জন ক্ষেত্রে হইবে এক লয়া
৪১ এক বর্জন হইবে দুই স্ত্রী জাঁতা ঘুরাইতে২
৪২ হবে এক লয়া আর এক বর্জন হইবে। অতএব চৌকি
রাখ একারন তোমরা জ্ঞাত নহ কোন দণ্ডে
৪৩ তোমারদের ঈশ্বর আসিবেন। কিন্তু ইহা
জানিও যদি বাটীর কর্ত্তা জানিত কোন
প্রহরে চোর আসিবেক তবে সে চৌকি করিত ও
৪৪ তাহার বাটী চর্দিন হইতে দিত না। অতএব
তোমরা ও প্রস্তুত হও একারন যে দণ্ডে তোমরা চিন্তিৎ
৪৫ না সেই দণ্ডে মনুষ্যের পুত্র আসিবেন। তবে
কেতা আছে বিশ্বাসি ও বিজ্ঞ ভৃত্য যাহাকে তাহার
ঈশ্বর নিযুক্ত করিয়াছেন তাহার পরিজনের ওপর
৪৬ ওপযুক্ত কালে ভক্ষ দিতে। ধন্য সে ভৃত্য যাহাকে
তাহার ঈশ্বর আসিয়া দেখিবেন সেই মত করিতে২।
৪৭ সত্য আমি বলি তোমারদিগকে তিনি নিযুক্ত
করিবেন তাহাকে তাঁহার সমস্ত অধিকারের অধ্যক্ষ।
৪৮ কিন্তু যদি সে দুষ্ট ভৃত্য আপনার অন্তরে বলে আমার

৪৯ ঈশ্বর বিলম্বে আসিবেন ও তাহার সহভৃত্যেরদিগকে প্রহার করিতে লাগে ও খাইতে পিতে লাগে মাত্তো
৫০ য়ালার সঙ্গে সে ভৃত্যের নাথ আসিবেন যে দিবসে
৫১ অপাক্ষিক করে না ও যে দণ্ড সে জানে না এবং ছেদন করিয়া দুই ভাগ করিবে তাহাকে তাহার অংশ ও দিবে কাল্পনিকেরদের সঙ্গে যেখানে ক্রন্দন ও দন্তে দন্তে ঘর্শন।

পর্ব্ব ২৫

তখন স্বর্গের রাজ্য দশ কন্যার তুল্য হবে যাহারা দীপ লইয়া বাহিরে গেল বরের সহিৎ দেখা করিতে।
২ ও তাহারদের ছিল পাঁচ জন বুদ্ধিবান ও পাঁচ জন
৩ ক্ষিপ্ত। ক্ষিপ্ত জন দীপ লইল কিন্তু সঙ্গে কিছু তৈল
৪ লইল না কিন্তু বুদ্ধিবান তৈল লইল পাত্রে তাহারদের
৫ দীপের সহিৎ। বর গৌন করিতে২ তাহারা
৬ সকলে নিদ্রিত ও ঝিমনিয়া হইলেক। কিন্তু দুই প্রহর রাত্রি সোর হইয়া গেল দেখ বর আসিতেছে
৭ যাও তোমরা মিলন কর তাহার সহিৎ। তখন সে সমস্ত কন্যা উঠিয়া উজ্জ্বল করিল তাহারদের দীপ
৮ সে কালে ক্ষিপ্ত লোক বুদ্ধিবানেরদিগকে বলিল তোমারদের কিছু তৈল দেহ একারন আমারদের
৯ প্রদীপ নির্ব্বান হইল। কিন্তু বুদ্ধিবান প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল এমন নহে নতুবা হবে না আমারদের ও তোমারদের কারন কিন্তু তোমরা তাহারদের কাছে যাও যাহারা তৈল বিক্রয় করে ও ক্রয় কর
১০ আপনারদের কারন। যাবৎ তাহারা ক্রয় করিতে গিয়া ছিল তাবৎ বর আইল এবং যাহারা প্রস্তুত

হইল তাহারা তাঁহার সঙ্গে ভিতরে গেল বিবাহেতে
১১ ও দ্বার বন্ধ হইল। তারপরে সে আর কন্যা ও
আসিল বলিতে২ মহাশয়২ দ্বার মুখল কর আমার
১২ দিগকে। কিন্তু তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন
সারোদ্ধার আমি বলি আমি জানি না তোমারদিগকে।
১৩ অতএব চৌকি রাখ একারন তোমরা জ্ঞাত নহ সে
দিন কিম্বা দণ্ড যাহাতে মনুষ্যের পুত্র আইসেন।

১৪ একারন মনুষ্যের পুত্রের আগমন এক জনের মত
যে দূর দেশে ভ্রমন করিতে লাগে ও যাত্রা কালে
তাহার ভৃত্যেরদিগকে ডাকিয়া গচ্ছিত করিল তাহারদের
১৫ স্থানে তাহার সম্পত্য। এক জনকে দিল পঞ্চদশ
সহস্র টাকা আর এক জনকে ছয় সহস্র ও আর এক
জনকে তিন সহস্র প্রতি জনকে তাহার ক্ষমতানুযায়ি
১৬ এবং তৎ কালে তিনি প্রস্থান করিলেন। তখন যে
জন পাইয়া ছিল পঞ্চদশ সহস্র টাকা সে যাইয়া
বানির্জ্য করিল ও লাভ পাইল আর পঞ্চদশ সহস্র
১৭ টাকা। সে মত যে জন পাইল ছয় সহস্র সে লভ্য
১৮ পাইল আর ছয় সহস্র কিন্তু যে জন পাইল তিন
সহস্র সে যাইয়া মৃত্তিকা খুদিয়া পুতিয়া রাখিল তাহার
১৯ প্রভুর ধন। অনেক কাল পরে সে দাসেরদের
প্রভু আসিয়া হিসাব করিলেন তাহারদের সহিৎ।
২০ তখন যে জন পাইয়াছিল পঞ্চদশ সহস্র টাকা সে
আসিয়া আর পঞ্চদশ সহস্র আনিল বলিতে২ মহাশয়
তুমি গচ্ছিত করিলা আমাকে পঞ্চদশ সহস্র টাকা দেখ
তাহাতে আমি লভ্য পাইয়াছি আর পঞ্চদশ সহস্র।

২১ তাহার প্রভু বলিলেন তাহাকে ভাল করিয়াছ তুমি ভাল ও বিশ্বাসি ভৃত্য বিশ্বাসি হইয়া ছিলা অল্প বস্তুর ওপরে আমি নিযুক্ত করিব তোমাকে অনেকের ওপরে
২২ প্রবেশ কর তোমার প্রভুর আনন্দে। যে জন পাইল ছয় সহশ্র টাকা সে ও আসিয়া বলিল মহাশয় তুমি গচ্ছিত করিলা আমাকে ছয় সহশ্র টাকা দেখ তাহাতে
২৩ আমি লভ্য পাইয়াছি আর ছয় সহশ্র। তাহার প্রভু বলিলেন তাহাকে ভাল করিয়াছ তুমি ভাল ও বিশ্বাসি দাস বিশ্বাসি হইয়া ছিলা অল্প বস্তুর ওপরে আমি নিযুক্ত করিব তোমাকে অনেকের ওপরে
২৪ প্রবেশ কর তোমার প্রভুর আনন্দে। কিন্তু যে পাইল তিন সহশ্র টাকা সে ও আসিয়া বলিল মহাশয় আমি জানিলাম তুমি কঠিন লোক তুমি দাইতেছ যে স্থানে বুনিলা না ও সংগ্রহ করতেছ যে স্থানে ছড়াইলা
২৫ না তেকারন মহা ভীত হইলে গেলাম ও পুতিয়া রাখিলাম মৃত্তিকায় তোমার ধন দেখ এ তোমার আসল।
২৬ তাহার প্রভু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহাকে তুই দুষ্ট ও অলস দাস তুই জানিলি আমি দাই যে স্থানে আমি বুনিলাম না ও সংগ্রহ করি যে স্থানে ছড়াইলাম
২৭ না অতএব তোর ওপযুক্ত হইত স্থাপ্য করিতে আমার ধন বনিকের দোকানে তাহাতে আসিবার সময় আমি লইতে পারিতাম আমার আসল
২৮ সুদ সমেত। অতএব সে ধন তাহা হইতে লইয়া দিও তাহাকে যাহার আছে পঞ্চদশ সহশ্র টাকা।

২৯ একারন প্রতি জন যাহার আছে তাহাকে দিতে হইবে ও তাহার হবে অনেক কিন্তু যাহার নাই তাহা হইতে
৩০ লইতে হইবে যাহাং তাহার থাকে। এবং ফেলিয়া দেহ সে অলাভী ভৃত্যকে বাহিরে অন্ধকারে যেখানে ক্রন্দন ও দন্তেং ঘর্ষন।

৩১ যখন মনুষ্যের পুত্র আসিবেন তাঁহার তেজে ও সমস্ত ধর্ম্ম দূত তাহার সঙ্গে তখন তিনি তাঁহার
৩২ তেজস্কর সিংহাসনের ওপরে বসিবেন সমস্ত বর্ন একত্তর হইবেক তাহার সাক্ষাৎ ও তিনি ভিন্ন করিবেন তাহারদের এক আর এক হইতে যে মত রক্ষক
৩৩ ভিন্ন করে মেষ অজারদিগ হইতে। তৎপর মেষ বসাইবেন তাহার দক্ষিনে কিন্তু অজা বামে।

৩৪ তখন রাজা বলিবেন তাহারদিগকে যাহারা দক্ষিনে আইসরে তোমরা আমার পিতার আশীর্ব্বাদীয় লও সে রাজ্য যা প্রস্তুত হইয়াছে তোমারদের কারন জগতের
৩৫ ভিৎ করনাবধি। একারন আমি ক্ষুধিত হইলে তোমরা আমাকে খাইতে দিলা আমি তৃষিত হইলে তোমরা আমাকে পীতে দিলা আমি বিদেশী হইলে
৩৬ তোমরা অতীথি করিলা আমাকে ওলঙ্গ হইলে তোমরা পরিচ্ছদ দিলা পীড়িৎ হইলে তোমরা আমাকে দেখিতে আইলা আমি কারাগারে হইলে তোমরা
৩৭ আমার কাছে আইলা। তখন পুকৃতার্থিক লোকেরা প্রত্যুত্তর করিয়া বলিবে তাঁহাকে প্রভূ কখন তোমাকে ক্ষুধিত দেখিয়া খাইতে দিলাম কি তৃষিত ও
৩৮ পীতে দিলাম তোমাকে কিম্বা কখন তোমাকে বিদেশি

সে স্থানে এ স্ত্রী লোক যাহা করিয়াছে তাহা কহা যাবেক তাহার স্মরনার্থ কারন ।

১৪ তখন দ্বাদশের এক জন যাহার নাম বলে য়িহোদা
১৫ স্কারিওতী প্রধান যাজকের নিকট য়াইয়া বলিল তাহারদিগকে কি দিবা আমাকে ও আমি তোমারদের গচ্ছিতে করিব তাঁহাকে তখন তাহারা পন করিল
১৬ দিতে তাহাকে ত্রিশ খান রূপা অতএব সে কালাবধি অপকাশ চেষ্টা করিল গচ্ছিৎ করিতে তাহাকে ।

১৭ তৎপরে বেখমিরে রুটি পর্ব্বের প্রথম দিনে শিষ্যেরা য়েশুর স্থানে আসিয়া বলিল কি তোমার ইচ্ছা কোথায় প্রস্তুত করিব তোমার পেশাক্ষ ভোজনের
১৮ কারন । তিনি বলিলেন সহরে যাও এমন লোকের স্থানে ও বল তাহাকে গুরু বলেন আমার কাল সান্নিধ্য আমার শিষ্যেরদের সহিত পেশাক্ষ করিব তোমার
১৯ ঘরে । অতএব শিষ্যেরা করিল যেমন য়েশু আজ্ঞা করিয়া ছিলেন তাহারদিগকে ও তাহারা প্রস্তুত করিল পেশাক্ষ ।

২০ সায়ং কাল হইলে তিনি বসিলেন সে দ্বাদশের
২১ সঙ্গে । এবং তাহারদের ভোজন কালে তিনি বলিলেন সারোদ্ধার আমি বলি তোমারদিগকে তোমারদের এক জন গচ্ছিৎ করিবেক আমাকে ।
২২ তাহাতে তাহারা বিস্মারিত দুঃখিত হইয়া প্রতি জন
২৩ তাঁহাকে বলিতে লাগিল প্রভু সে আমি । তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন যে আমার সহিত হস্ত দেয়

২৪ পাত্রে সেই গচ্ছিৎ করিবেক আমাকে । মনুষ্যের পুত্র যায় যেমন লিপি আছে তাঁহার বিষয় কিন্তু অনুতাপ সে মনুষ্যকে যে গচ্ছিৎ করে মনুষ্যের পুত্রকে সে মনুষ্যের কল্যান হইত যদি সে না জন্মিত ।
২৫ তখন যিহোদা দাগাবাজ প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল প্রভু আমি সে জন তিনি বলিলেন তাহাকে তুমি কহিয়াছ ।
২৬ পরে তাহারদের ভোজন কালে য়েশু রুটি লইলেন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া ভাঙ্গিলেন তাহা এবং তাহার শিষ্যেরদিগকে দিয়া বলিলেন লও খাও এই আমার
২৭ সরীর । পরে তিনি বাটি লইয়া স্তব করিলেন এবং তাহা তাহারদিগকে দিয়া বলিলেন তোমরা তাহা
২৮ সকলে পীও । একারন এই নুতন বন্দবস্তের সেই আমার রক্ত যাহা পাত হইয়াছে অনেকের
২৯ কারন পাপ মোচনের জন্য । কিন্তু আমি বলি তোমারদিগকে আমি অতঃপর আর পীব না দ্রাক্ষা ফলের এ রস সে দিবসের পূর্ব্বে যাহাতে তাহা নূতন পীব তোমারদের সঙ্গে আমার পিতার রাজ্যে ।
৩০ পরে তাহারা এক গিৎ গাইয়া গমন করিল জিত
৩১ বৃক্ষ পর্ব্বতে । তখন য়েশু বলিলেন তাঁহারদিগকে এই রাত্রে তোমরা সকলে বিরক্ত হইবা আমার বিষয় একারন লিপি আছে আমি মারিব রক্ষককে ও পালের
৩২ মেষেরা ভিন্ন ভিন্ন হইবেক । কিন্তু আমার পুন রুত্থানের পরে যাইব তোমারদের অগ্রে গালিলিতে ।
৩৩ পিতর প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাঁহাকে যদ্যপি সমস্তে বিরক্ত হয় তোমার কারনে তথাপি আমি কদাচ

৩৪ বিরক্ত হব না। যেশু বলিলেন তাহাকে সারোদ্ধার আমি বলি তোমাকে এই রাত্রি কুক্কুটি ডাঁকের পূর্ব্বে তুমি তিন বার হেয়জ্ঞান করিবা আমাকে।
৩৫ পিতর বলিল তাঁহাকে যদ্যপি আমি মরি তোমার সঙ্গে তত্রাপি আমি হেয়জ্ঞান করিব না তোমাকে। সমস্ত শিষ্যেরা ও এই মত কহিল।

৩৬ তখন যেশু তাঁহারদের সহিৎ এক স্থানে আগমন করিলেন তাহার নাম গেৎসিমন এবং বলিলেন তাহারদিগকে তোমরা এ স্থানে বস যাবৎ আমি যাইয়া
৩৭ কামনা করি ও স্থানে। তখন তিনি সঙ্গে লইলেন পিতর ও জেবদির দুই পুত্র এবং মহা কাতর ও ভারি
৩৮ মনে হইতে লাগিলেন তখন বলিলেন তাহরদিগকে আমার প্রাণ ব্যাকুল আছে মৃত্যুতে তোমরা এখানে
৩৯ থাকিয়া চৌকি দেহ আমার সঙ্গে। পরে আর কিছু দূর যাইয়া মুখে পড়িয়া কামনা করিলেন বলিতেং ওরে আমার পিতা যদি সাধ্য হয় তবে এই কটোরা যাইতে দিও আমা হইতে কিন্তু আমার
৪০ ইচ্ছা নহে তোমার ইচ্ছা হওক। পরে তাঁহার শিষ্যেদের ঠাঁই আসিয়া নিদ্রিত পাইলেন তাহারদিগকে ও বলিলেন পিতরকে আমার সঙ্গে চৌকি দিতে পারিলা না এক দণ্ড
৪১ চৌকি দেহ ও কামনা করিও যাহাতে পরিক্ষা না পইবা
৪২ আত্মা নিতান্ত ঐচুক কিন্তু সরীর দুর্ব্বল। তিনি পুনর্ব্বার যাইয়া কামনা করিলেন বলিতেং ওরে

আমার পিতা যদি এ কটোরা আমা হইতে না যায় আমার তাহা পীবার ব্যতিরেক তবে তোমার ইচ্ছা
৪৩ হওক। কিন্তু তিনি আসিয়া পুনর্ব্বার নিদ্রিত পাইলেন তাহারদিগকে একারন তাহারদের চক্ষু ভারি
৪৪ ছিল। এবং তিনি তাহারদিগকে ছাড়িয়া পুনর্ব্বার গমন করিলেন ও প্রার্থনা করিলেন তৃতীয় বার
৪৫ বলিতেং সেই কথা। তখন তিনি তাহার শিষ্যের দের কাছে আসিয়া বলিলেন এখন শয়নে বিশ্রম কর। দেখ সে দণ্ড সান্নিধ্য হইয়াছে ও মনুষ্যের পুত্র
৪৬ গাচ্ছিং হইতেছে পাপিরদের হস্তে। উঠ আইস আমরা যাই দেখ যে গাচ্ছিং করে আমাকে সেই
৪৭ সান্নিধ্য। যাবৎ তিনি কহিতেং ছিলেন তাবৎ য়িহোদা দ্বাদশের এক জন আইল ও তাহার সঙ্গে অতি মানব্য প্রধান যাজক ও লোকেরদের প্রাচিন
৪৮ হইতে তলোয়ার ও লাটি হাতে করিয়া। তখন যে জন গাচ্ছিং করিল তাঁহাকে সে চিহ্ন দিল তাহার দিগকে বলিয়া যাহাকে আমি চুম্বন করি সেই জন
৪৯ ধরিও তাহাকে। ততক্ষনে সে য়েশুর ঠাঁই আসিয়া বলিল নমস্কার প্রভুরে ও চুম্বন করিল তাহাকে।
৫০ এবং য়েশু বলিলেন তাহাকে ভাইরে কি কারন আইলা।
৫১ তখন তাহরা আসিয়া হস্তে ধরিল য়েশুকে। তৎকালে দেখ তাহারদের এক জন যে হইল য়েশুর সঙ্গে হস্ত বিস্তার করিল ও তাহার তলোয়ার খুলিয়া চোট মারিল প্রধান যাজকের দাসকে এবং ছেদন করিল তাহার
৫২ কর্ণ। তখন য়েশু বলিলেন তাহাকে ফিরাইয়া দেহ

১৬ সে কালে তাহারদের এক জন খ্যাত বন্দিত ছিল
১৭ তাহার নাম বারাব্বা। তেকারন পীলাত বলিল তাহারদিগকে তোমারদের কি ইচ্ছা আমি মুক্ত করিব তোমারদের জন্য বারাব্বা কিম্বা য়েশু যাহাকে
১৮ বলে খ্রীষ্ট একারন সে জ্ঞাত হইল যে তাহারা
১৯ দ্বেশের হেতু গচ্ছিত করিয়া ছিল তাহাকে। পরে বিচার আসনে বসিলে তাহার জায়া পাঠাইল তাহার স্থানে কহিয়া তুমি কিছু কর না সে ধার্ম্মিককে একারন অদ্য স্বপ্নে বহু দুঃখ পাইয়াছি তাহারযে।
২০ কিন্তু প্রধান যাজকেরা ও প্রাচিনেরা মানব্যকে ক্ষোভ দিল বারাব্বাকে খালাস চাহিতে ও য়েশুকে নাশিতে।
২১ অধ্যক্ষ প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহারদিগকে সে দোঁহার কাহাকে মুক্ত করিব তোমারদের কি ইচ্ছা।
২২ তাহারা বলিল বারাব্বাকে। অতএব পীলাত বলিল তাহারদিগকে তবে কি করিব য়েশুকে যাহাকে বলে খ্রীষ্ট। তাহারা বলিল ক্রুসে খুন কর তাহাকে।
২৩ অধ্যক্ষ বলিল কেন কি দোষ করিয়াছে কিন্তু তাহারা আরং চিৎকার করিতেং বলিল ক্রুসে হত্যা
২৪ হওক সে অতএব পীলাত দেখিলে তাহার কথা কিছু নহে কিন্তু বরং কলরব হইল জল লইয়া ও হস্ত প্রক্ষালন করিয়া বলিল সকলের গোচরে এ ধার্ম্মিকের
২৫ খুন আমার দোষ নহে তোমরা দেখ তাহা। তাহাতে সকল লোক প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল হওক তাহার খুনাপরাধ আমারদের ওপর ও আমারদের সন্তানের
২৬ ওপরে। তখন বারাব্বাকে মুক্ত করিয়া দিল তাহার

দিগকে কিন্তু য়েশুকে ডণ্ড মারিয়া গচ্ছিত করিল ক্রুসে বধ করনের জন্য ।

২৭ পরে অধ্যক্ষের সেনাগন য়েশুকে আনিল প্রেতোরিয়মে ও সকল সৈন্যকে একত্তর আনিল তাহার
২৮ কাছে । এবং তাহার কাপড় খুলিয়া এক বাগুনীয়া
২৯ বস্ত্র পরাইল তাহাকে । তাহারা ও কণ্টকের এক মুকুট গঠন করিয়া দিল তাহার মাথায় ও নল তাহার দক্ষিন হস্তে তারপর তাহার স্থানে হাঁটু গাড়িল ও তাহাকে নিন্দা করিল কহিতে২ জয়২ য়িহোদীরদের
৩০ রাজা । পরে তাহার উপর ছেপ দিল ও নল লইয়া
৩১ মারিল তাহার মাথায় । অতঃপরে তাহাকে নিন্দা করিয়া খুলিল সে বাগুনীয়া পরিচ্ছদ ও তাহার নিজ পরিচ্ছদ পরাইলে লইয়া গেল তাহাকে ক্রুসে মারিবার
৩২ কারন । পরে বাহির হইয়া তাহারা পাইল এক জন কিরেনী তাহার নাম শীমন তাহাকে জোর করিয়া লইল তাহার ক্রুস বহিতে ।

৩৩ এবং গল্গতা স্থানে তাহা বলে মাথা খুলি স্থান
৩৪ ওত্তরিয়া পীতে দিল তাহাকে শির্কা পিত্তি মিশ্রিত
৩৫ কিন্তু তাহা চাকিয়া খাইলেন না । তাহারা ক্রুসে টাঙ্গাইল তাহাকে ও গুলিবাঁট করিয়া ভাগ২ করিল তাহার পরিচ্ছদ ভবিষ্যৎ এ বাক্য প্রত্যক্ষ করনের কারন তাহারা ভাগ করিয়া লইল আমার পরিচ্ছদকে ও গুলিবাঁট করিল আমার জামার কারন ।

৩৬ পরে তাহারা সেখানে বসিয়া চৌকি দিল তাহার
৩৭ ওপর এবং তাহারা তাহার ওল্লানা পত্র দিল তাহার
মাথার ওপর কাছে এই য়েশু য়িহোদীরদের রাজা ।
৩৮ তখন তাহার সহিৎ দুই চোর টাঙ্গা হইল তাহার
এক জন দক্ষিনে এক জন বাঁয়ে ।

৩৯ এবং যাহারা গেল সে স্থান দিয়া তাহারা পাষণ্ডতা
৪০ করিল তাহাকে মাথা নোয়াইতেং ও কহিতেং হে
তুই যে মন্দিরকে নষ্ট করিয়া গাঁথিতে পারিস তিন
দিনে আপনাকে রক্ষা করিস যদি ঈশ্বরের পুত্র হইস
৪১ তবে ক্রুস হইতে নামিস । সে মত ও প্রধান
যাজক ও অধ্যাপক ও প্রাচিন লোক ও ফারিসিরা
৪২ নিন্দা করিয়া বলিল অন্যকে ত্রান করিল আপনাকে
ত্রান করিতে পারে না সে যদি য়িশরালের রাজা তবে
ক্রুস হইতে নামুক পরে প্রত্যয় করিব তাহাকে
৪৩ আপনাকে পরিত্রান করিবার কারন আস্থা করিল
ঈশ্বরকে এখন পরিত্রান করুন তাহাকে যদি তাহার
ইচ্ছা একারন সে বলিল আমি ঈশ্বরের পুত্র ।
৪৪ সে চোর ও যাহারা তাহার সহিৎ ক্রুসে টাঙ্গা হইল
তাহারা নিন্দা করিল তাহাকে ।

৪৫ সে কালে সকল দেশে অন্ধকার হইল দ্বিতীয়
৪৬ প্রহরাবধি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত । তখন তৃতীয়
প্রহরে য়েশু ওচ্চস্বরে চেঁচাইয়া বলিলেন আলি আলি
লামা শাবাখ্থনি তাহার অর্থ এ আমার ঈশ্বরহে
আমার ঈশ্বরহে কি কারন ছাড়িয়া দিয়াছ আমাকে ।
৪৭ অতএব কতক লোক যাহারা ডাণ্ডাইল সেখানে

৪৮ শুনিয়া বলিল সে ডাকে আলীহাকে। তবে তাহার
দের এক জন শীঘ্র দৌড়িয়া লইল স্পঞ্জ ও তাহা
শির্কা পূর্ন্ন করিয়া দিল নলের আগায় এবং তাহাকে
৪৯ পীতে দিল। কিন্তু অন্যেরা বলিল থাক আমরা
দেখিব আলীহা আসিবেন কি না তাহাকে নিস্তার
করিতে।

৫০ য়েশু পুনর্ব্বার উচ্চস্বরে চেঁচাইয়া প্রান ত্যাগ
করিলেন।

৫১ তখন দেখ মন্দিরের পরদা উপর হইতে তলি পর্য্যন্ত
চিঁড়িয়া দুই খান হইল ভূমিকম্প ও হইল ও পর্ব্বত
৫২ ফাটিল কবর খোলা গেল ও পুন্যবান অনেক নিদ্রিত
৫৩ লোকের শরীর উঠিল এবং তাহারদের কবর ছাড়িয়া
বাহির হইল ও পবিত্র সহরে যাইয়া দেখা গেল
অনেক লোকেরদের ঠাঁই তাহার পুনরুত্থানের
পরে।

৫৪ কিন্তু সে একশত সেনার পতি ও যাহারা চৌকি দিল
তাহার সহিত তাহারা ভূমিকম্প ও সকল কার্য্য
দেখিলে বহু ভয় করিয়া বলিল নিশ্চয় এ ঈশ্বরের
পুত্র।

৫৫ অনেক স্ত্রী লোক ও যাহারা গালিলি হইতে আইল
য়েশুর সহিত ও তাহার সেবা করিল তাহারা দূরে
৫৬ থাকিয়া দেখিল তাহারদের মধ্যে মারিয়া মাগ্দলেন
ও যাঁকুব ও যোসের মাতা মারিয়া ও জেবদির
পুত্রেরদের মাতা।

৫৭ সন্ধ্যা কাল হইলে আরিমাতেয়ার এক ধনবান আইল সে ও য়েশুর শিষ্য তাহার নাম যুসফ
৫৮ সে পীলাতের স্থানে যাইয়া চাহিল য়েশুর শরীরকে তখন পীলাত আজ্ঞা করিল সে শরীর দিতে তাহাকে।
৫৯ অতএব যুসফ শরীর লইয়া জড়াইল শাফ কাপড়ে
৬০ ও তাহা থুইল আপনার নূতন কবরে যাহা খনন হইল পর্ব্বতে এবং কবরের দ্বারে মহা প্রস্তর দিয়া
৬১ প্রস্থান করিল। মারিয়া মাগ্দলেন ও অন্য মারিয়া সেখানে যাইয়া বসিল কবরের সন্মুখে।

৬২ পেশাক্ক প্রস্তুত করনের দিনের পর দিন ফারিসিরা
৬৩ ও প্রধান যাজক পীলাতের স্থানে আসিয়া বলিল মহাশয় যখন এ প্রতারক জীবত থাকিল তখন বলিল তিন দিবসের পরে আমি উঠিব এ আমরা মনে
৬৪ পাই। অতএব আজ্ঞা দেহ চৌকি দিতে কবর স্থানে তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত কি জানি তাহার শিষ্যেরা রাত্রে আসিয়া তাহাকে চুরি করিবে ও বলেবে ইতর লোককে তিনি উঠিয়াছেন মৃত্যু হইতে তাহাতে অন্ত চুক হইবে
৬৫ প্রথম হইতে মন্দ। পীলাত বলিল তাহারদিগকে তোমারদের চৌকি আছে যাও তোমার জ্ঞানের অনুক্রমে
৬৬ চৌকি দেহ। অতএব তাহারা যাইয়া কবর রক্ষা করিল পাথরে মোহর চাপাইয়া ও চৌকি দিয়া।

পর্ব্ব ২৮ শাবাতের অন্তে যখন ভোর হইল মারিয়া মাগ্দলেন ও অন্য মারিয়া আইল কবর দেখিতে। তৎকালে

দেখ মহা ভূমিকম্প হইল একারন ঈশ্বরের দূত স্বর্গ
হইতে নামিয়া ঘুরাইল সে পাথর দ্বার হইতে ও বসিল
৩ তাহার ওপরে। তাহার মূর্ত্তি বিদ্যুতের মত ও তাহার
৪ বস্ত্র শুক্ল বর্ণ বরফের ন্যায়। তাহার ত্রাসে সকল
চৌকিদার মূর্চ্ছিত হইল ও মৃত্যু মনুষ্যের মত।
৫ কিন্তু দূত ওত্তর দিয়া বলিল সে স্ত্রী লোককে ভয়
নাই আমি জানি যে তোমরা চেষ্টা করিতেছ ক্রুসে
৬ মারিত য়েশুকে। তিনি এখানে নহেন তিনি চেতন
পাইয়াছেন যে মত কহিলেন আইস স্থান দেখ
৭ যেখানে প্রভু শয়ন করিলেন। কিন্তু শীঘ্র যাইয়া তাহার
মৃত্যু হইতে ওত্থানের সংবাদ দেহ তাহার শিষ্যের
দিগকে। ও দেখ তিনি গালিলিতে যান তোমারদের
৮ আগে সেখানে তাহার দেখা পাইবা। তাহারা
মহা ভীত ও মহা হরিষ হইয়া গেল কবর হইতে এবং
দৌড়িল সমাচার দিতে তাহার শিষ্যেরদিগকে।
৯ তাহারা শিষ্যেরদিগকে কহিবার জন্য দৌড়িতে২
য়েশু দেখা করিলেন তাহারদের সহিৎ ও বলিলেন
মঙ্গল হওক সকলের তাহাতে তাহারা আসিয়া ধরিল
১০ তাহার পদ ও পূজা করিল তাহাকে। তখন য়েশু
বলিলেন ভয় নাই যাও আমার ভ্রাতাগনকে কহ
গালিলিতে যাইতে তাহারা সেখানে আমার দর্শন
পাইবে।

১১ তাহারা যাইতে২ কতক জন চৌকিদার সহরে
আসিয়া বলিল প্রধান যাজকেরদিগকে কি২ হইয়া
১২ ছিল। তখন তাহারা প্রাচিন লোকের সহিৎ যুক্তি

১৩ করিয়া বহু টাকা দিল সেনারদিগকে কহিয়া তোমরা বল এ কথা আমরা নিদ্রা পাড়িলে তাঁহার শিষ্যেরা রাত্রে আসিয়া লইয়া গেল তাঁহাকে
১৪ এবং এ কথা যদি যায় অধ্যক্ষের শ্রবনে তবে তাহার সহিত কথোপ কথন কহিয়া রক্ষা করিব তোমার
১৫ দিগকে। অতএব তাহারা সে কথা লইয়া করিল যেমন আজ্ঞা পাইয়া ছিল। এ কথা বিখ্যাৎ আছে য়িহোদীরদের মধ্যে অদ্য পর্য্যন্ত।

১৬ পরে সে একাদশ শিষ্য গিয়াছে গালিলিতে এক পর্ব্বতে যাহা য়েশু নিরূপন করিয়া ছিলেন তাহার
১৭ দের জন্য তখন তাহারা তাঁহার দর্শন পাইয়া
১৮ ভজনা করিল কিন্তু কাহারং সন্দেহ থাকিল। পরে য়েশু আসিয়া বলিলেন এ কথা তাহারদিগকে পৃথিবী ও স্বর্গের সকল সাসন দাতৃব্য হইয়াছে আমাকে।
১৯ অতএব যাইয়া শিক্ষা করাও সকল বর্ন্নেরদিগকে তাহারদিগকে ডুবাইতেং পিতা পুত্র ও ধর্ম্মাত্মার
২০ নামে তাহারদিগকে শিক্ষাইতেং সকলে মানিতে যাহা আজ্ঞা দিয়াছি তোমারদিগকে এবং দেখ আমি সর্ব্বদা তোমারদের সহিত জগতের শেষ পর্য্যন্ত। আমেন।

মঙ্গল সমাচার মার্কের রচিত

১ প্রথম পর্ব্ব

১ ঈশ্বরের পুত্র য়েশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচরের আরম্ভ।

২ যে মত লিপি আছে ভবিষ্যত বাক্যে দেখ আমি পাঠাই আমার দূত তোমার সন্মুখে প্রস্তুত করিতে ৩ তোমার পথ তোমার আগে। এক জনের রব ডাকিতেং অরন্যের মধ্যে প্রস্তুত কর ঈশ্বরের পথ ৪ সোজা কর তাহার পথকে। য়োহন ডুবাইতেং ছিল অরন্যের মধ্যে ও ঢেড়ি দিতেং খেদের ৫ ডুব পাপ মোচনের কারন। তখন য়িহোদার দেশ ও য়িরোশলমের প্রজা সকল তাহার স্থানে যাইয়া ডুবিৎ হইল তাহা হইতে য়ির্দন নদীতে তাহারদের পাপ ৬ স্বীকার করিতেং। য়োহন পরিধান ছিল ওটের পসমীতে ও চর্ম্মের এক বন্দ তাহার কমরে সে ও ৭ খাইল পঙ্গ পাল ফড়িঙ্গ ও বন মধু। সে ও ঢেড়ি দিল কহিতেং এক জন আসিতেছেন আমার পরে আমা হইতে অধিক শক্তি যাহার জুতার ডোর হেট ৮ হইয়া খুলিতে ওক্ত নহি। আমি জলে ডুবাইয়াছি তোমারদিগকে সে সত্য কিন্তু তিনি ডুবাইবেন তোমার দিগকে ধর্ম্মাত্মায়।

৯ সে কালে য়েশু গালিলির নাজরেত হইতে আসিয়া
১০ ডুবিত হইলেন য়ির্দনে য়োহনের করনক। এবং
জল হইতে মাত্র আসিয়া দেখিলেন স্বর্গ খোলা ও
১১ ধর্ম্মাত্মা নামিতেং তাহার ওপর ঘুঘুর ন্যায়। এক
রব ও আইল স্বর্গ হইতে বলিতেং তুমি আমার প্রিয়
১২ পুত্র যাহাতে আমার বড় তুষ্টি। ততক্ষনে তিনি
১৩ আত্মা আকর্ষিত হইয়া গেলেন অরন্যে। এবং
অরন্যে ছিলেন চল্লিশ দিন সয়তানের পরিক্ষা
পাইতেং তিনি ও ছিলেন বন পশুর সঙ্গে ও দূত
লোকেরা তাঁহার সেবা করিল।

১৪ য়োহন কএদে গছিতের পরে য়েশু আইলেন
গালিলিতে ঈশ্বরের রাজ্যের মঙ্গল সমাচার চক্রি
১৫ দিতেং ও বলিতেং কাল পুর্ন হইয়াছে ঈশ্বরের
রাজ্য নিকট খেদ কর তোমরা ও প্রত্যয় কর মঙ্গল
সমাচার।
১৬ পরে তিনি গালিলের সমুদ্রের নিকট যাইতেং দেখি
লেন শীমন ও আন্দ্রু তাহার ভাই জল অড়িতেং সমুদ্রে
১৭ একারন তাহারা মাছুয়া তখন য়েশু বলিলেন
তাহারদিগকে আমার সঙ্গে আইস আমি করিব
১৮ তোমারদিগকে মনুষ্য ধরা মাছুয়া। অতএব
তাহারা ততক্ষনে ত্যাগ করিল তাহারদের জাল ও
১৯ গেল তাঁহার সহিৎ। এবং তিনি সেখান হইতে
কিছু দূর যাইয়া দেখিলেন জেবদির পুত্র য়াঁকুব ও
য়োহন তাঁহার ভ্রাতা ডিঙ্গার মধ্যে জাল সহি

২০ করিতেং। ততক্ষনে তিনি ডাকিলেন তাহারদিগকে ও তাহারা তাহারদের পিতা জেবদিকে তিস্থায় দাসের সহিত ছাড়িয়া গেল তাঁহার সঙ্গি।

২১ পরে তাহারা গেল কফরনহুমে ও তিনি ততক্ষনে শাবত দিনে সিনগোগে প্রবেশ করিয়া শিক্ষা করাইলেন।

২২ তিনি শিক্ষাইলেন তাহারদিগকে সাসন কর্ত্তার মত ও অধ্যাপকের মত নহে সেকারন তাহারা চমৎকৃৎ

২৩ হইল তাহার হিতে। এক জন অপরিষ্কার আত্মা গৃহস্থ ছিল তাহারদের সিনগোগে ও সে চেঁচাইয়া

২৪ বলিল ছাড়িয়া দিও আমারদিগকে আমারদের কি কায তোমার সহিৎ তুমি নাজরেতের য়েশু আসিয়াছ বিনাশ করিতে আমারদিগকে আমি চিনি তোমাকে

২৫ তুমি ভগবানের ধার্ম্মিক জন। তখন য়েশু অনুযোগ করিলেন তাহাকে বলিয়া চুপ কর ও

২৬ বাহিরে আয় তাহাকে ছাড়িয়া। সে অপরিষ্কার আত্মা তাহাকে ভেড়িঙ্গীয়া ও চেঁচাইয়া বাহিরে আইল

২৭ তাহা হইতে। একং তাহারা সকলেই চমৎকৃৎ হইয়া এক জন অন্যকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল বলিতেং এ কি নুতন বাক্য একারন তিনি অপরিষ্কা আত্মা সাসনে আজ্ঞা করিলে তাহারা মানে তাহাকে।

২৮ ততক্ষনে তাহার সুখ্যাত ব্যাপিত হইল সর্ব্বত্রে

২৯ গালিলের চতুর্দ্দিকের সমস্ত দেশে তৎকালে তিনি সিনগোগ ছাড়িয়া আইলেন শীমন ও অন্দ্রুর ঘরে যাঁকুব

৩০ ও য়োহনের সহিৎ। কিন্তু শীমনের সাশুড়ি শর্য্যাগত হইল স্বরেতে অতএব ততক্ষনে তাহারা তাহার

৩১ বেভার বলিল তাহাকে। তিনি আইলেন ও হস্ত ধারন করিয়া ওথ্থান করাইলেন তাহাকে তত্ক্ষনে স্বর ত্যাগ করিল তাহাকে পরে সে সেবা করিল তাহারদের।
৩২ বৈকালে যখন সূর্য্য অস্তগত হইল তখন তাহারা আনিল তাঁহার স্থানে সমস্ত পীড়িৎ ও ভূৎ গৃহস্থ।
৩৩ তাহাতে সহরের সকল লোক একত্তর হইল দ্বারে।
৩৪ তখন তিনি সুস্থ করিলেন অনেক নানা প্রকার রোগি পীড়িতকে ও ছাড়াইলেন অনেক ভূতকে ও ভূতকে কথা কহিতে দিলেন না একারন তাহারা চিনিল
৩৫ তাহাকে। প্রাতে অন্ধকার থাকিলে তিনি গাত্রোথ্থান করিয়া বাহিরে গেলেন নিরালয় স্থানেও সেখানে কামনা
৩৬ করিলেন। তারপর শীমন ও যাহারা তাঁহার সঙ্গে
৩৭ গেল তাঁহার পশ্চাৎ ও তাঁহাকে পাইয়া বলিল সমস্ত
৩৮ লোক চেষ্টা করে তোমাকে। তিনি কহিলেন তাহারদিগকে আমরা অগ্রগামি হইয়া চেড়ি
৩৯ দেই ইহার কারন আমি বাহিরিলাম। অতএব তিনি চেড়ি দিলেন তাহারদের সকল সিনগগে সমস্ত গালিলি দিয়া এবং ছাড়াইলেন ভূতেরদিগকে।—

৪০ সে স্থানে এক ব্যাধি গৃহস্থ তাহার নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিল ও হাঁটু গাড়িয়া বলিল তাহাকে যদি তোমার ইচ্ছা তবে পরিস্কার করিতে পার আমাকে।
৪১ তাহাতে য়েশু দয়াশিল হইয়া হাত বাড়াইলেন ও তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন আমার ইচ্ছা হয়
৪২ পরিস্কারহ। কহিবা মাত্রে তত্ক্ষনে সে পাথর ব্যাধি
৪৩ ত্যাগ করিল তাহাকে তাহাতে পরিস্কার হইল। পরে

৪৪ তিনি খুব আজ্ঞা দিয়া বিদায় করিলেন তাহাকে ও বলিলেন সাবধান কাহাকে কিছ কহিও না কিন্তু যাইয়া দেখা দিও যাজককে ও যাহা মোশা সাক্ষীর কারন আজ্ঞা দিলেন তাহারদিগকে তাহা ওৎসর্গ কর
৪৫ তোমার সুচি করনার্থে। কিন্তু সে জন যাইয়া বিস্তুর প্রচার ও ব্যক্ত করিতে লাগিল সে কর্ম্ম যাহাতে য়েশু আর প্রকাশে যাইতে পারিলেন না সহরে কিন্তু বাহিরে থাকিলেন কাননে ও তাহারা আইল তাঁহার ঠাঁই প্রতিদিগ হইতে।

পর্ব্ব ২

তিনি কতক দিন পরে কফরনহুমে যাইয়া সেখানে কথা বার্ত্তা হইল যে তিনি বাড়িতে। তেকারন সত্তর অনেক লোক একত্তর হইল তাহাতে তাহারদের রহিবার স্থান ছিল না বটি দ্বারের নিকটে ও না। তখন তিনি কথা
৩ কহিলেন তাহারদিগকে। তৎকালে তাহারা চারি জনের ওপর চড়াইয়া আনিল এক জন অঙ্গ অবস পিড়িত
৪ কে তাঁহার ঠাঁই। যখন তাহারা মানব্যের কারন আসিতে পারিল না তাঁহার নিকট তখন ঘরের চাট খুলেল যেখানে তিনি ছিলেন ও নামাইল সে বিছানা
৫ যাহাতে অঙ্গ অবস পীড়িৎ ছিল। য়েশু তাহারদের ভক্তি দেখিয়া বলিলেন সে অঙ্গ অবস মানুষকে বাছা
৬ তোমার পাপ মর্য্যাদা হইয়াছে। কিন্তু কতক অধ্যাপক সেখানে বসিয়া অন্তঃকরনে এমন ভাবিল
৭ এমানুষ্য এমন পাষণ্ডতা করে কেন কেডা পাপ মাফ
৮ করিতে পারে ঈশ্বর ব্যতিরেক। তাহারা মনেং এমন ভাবিতেং তখন য়েশু আপনার মনে তাহা জ্ঞাত হইয়া

কহিলেন তাহারদিগকে কিমার্থে তোমরা এ মত
৯ ভাবিতেছ অন্তঃকরনে   অনায়াসে কি অঙ্গ অবস
লোককে কহিতে তোমার পাপ মর্য্যাদা হইয়াছে কিম্বা
১০ তোমার বিছানা তুলিয়া চল।   কিন্তু তোমারদের
জানিবার কারন মানুষের পুত্রের পরাক্রম আছে
পৃথিবীর উপরে পাপ মর্য্যাদা করিতে তখন তিনি
১১ কহিলেন অঙ্গ অবস মানুষকে   আমি কহি
তোমাকে গাত্রোত্থান কর ও বিছানা তুলিয়া চল
১২ আপনার বাটীতে।   অতএব ততক্ষনে সে গাত্রোত্থান
করিয়া ও বিছানা তুলিয়া চলিল তাহারদের সমস্তের
গোচরে তাহাতে সকলেই চমকিৎ হইয়া স্তব করিল
ঈশ্বরকে বলিতে২ আমরা কখন দেখিলাম না এ প্রকার।
১৩   তিনি পুনর্ব্বার সমুদ্রের নিকটে যাইয়া সমস্ত
মানব্য একত্তর আইল তাঁহার স্থানে ও তিনি শিক্ষা
১৪ করাইলেন তাহারদিগকে।   তিনি তাহারদিগকে লঙ্ঘি
তে২ দেখিলেন হলফেয়ার পুত্র লোই কাচারি ঘরে
বসিয়া ও বলিলেন তাহাকে আমার সঙ্গি আইস।
১৫ অতএব সে উঠিয়া গেল তাঁহার পশ্চাত।   পরে তিনি
ঘরে ভোজনে বসিলে   অনেক পাটোয়ারি ও
পাপি লোক বসিল য়েশু ও তাহার শিষ্যেরদের
সঙ্গে একারন তাহারা অনেক ছিল এবং তাঁহার সহিৎ
১৬ গেল।   তিনি ভোজন করিলেন পাটোয়ারি ও পাপি
লোকের সহিৎ অতএব অধ্যাপক ও ফারিসিরা তাহা
দেখিয়া বলিলেন   তাঁহার শিষ্যেরদিগকে তিনি
ভোজন পান করেন পাটোয়ারি ও পাপিরদের সহিৎ

১৭ কেমনে। তখন য়েশু তাহা শুনিয়া বলিলেন তাহার দিগকে যাহারা সুস্থ তাহারদের কবিরাজ অবশ্যক নাই কেবল পীড়িতের আমি আইলাম না পুণ্যার্থিককে খেদ করিতে ডাকিবারে কিন্তু পাপিষ্ঠ লোকের
১৮ দিগকে। যোহনের ও ফারিসির শিষ্যেদের ওপবাস করনের ব্যবহার ছিল তেকারন তাহারা আসিয়া বলিল তাঁহাকে যোহন ও ফারিসির শিষ্যেরা ওপবাস করে কেন কিন্তু তোমার শিষ্যেরা ওপবাস করে না।
১৯ য়েশু বলিলেন তাহারদিগকে কন্যা যাত্রি লোক ওপবাস করিতে পারে যাবৎ পর্য্যন্ত বর তাহারদের সঙ্গে যত কাল বর আছে তাহারদের সহিৎ তত কাল
২০ তাহারা ওপবাস করিতে পারে না কিন্তু দিন আসিবেক যাহাতে বরকে লইয়া যাওা হবে তাহার দিগ হইতে তখন তাহারা ওপবাস করিবে সে কালে।
২১ কেহ নুতন লেকড়া শ্লায় না পুরাতন পরিচ্ছদে নতুবা নুতন টুকরা যাহা তালি দেয় তাহা ছিঁড়িয়া পড়ে পুরাতন
২২ হইতে তাহাতে ছেঁড়া আর মন্দ হয়। কেহ নুতন দ্রাক্ষা রস থোয়ে না পুরাতন কুপার মধ্যে নতুবা দ্রাক্ষা রস ফাড়িবে কুপাকে তাহাতে দ্রাক্ষা রস পড়িয়া যায় ও কুপা নষ্ট হইবেক কিন্তু নুতন দ্রাক্ষা রস থোয়া হবে নুতন কুপায়।———

২৩ তিনি শাবত দিনে শস্য ক্ষেত্র দিয়া যাইতেং
২৪ তাঁহার শিষ্যেরা সিশ ছিঁড়িতে লাগিল। তখন ফারিসিরা বলিল তাঁহাকে দেখ তাহারা অকর্ত্তব্য কায
২৫ করে শাবত দিনে কেন। তিনি বলেন তাহার

দিগকে তোমরা কখন পাঠ কর নহে দাঊদ কি
করিলেন যখন তাহার ব্যাগ্রহ হইয়া ক্ষুধিৎ ছিলেন
২৬ তিনি ও যাহারা তাঁহার সঙ্গে। তিনি কেমন
প্রবেশ করিলেন ঈশ্বরের ঘরে আবিতর প্রধান
যাজকের কালে ও ভোজন করিলেন দর্শনের রুটি যাহা
খাইতে অকর্ত্তব্য কেবল যাজকের কারন ও তাহার
২৭ দিগকে দিলেন যাঁহারা তাহার সঙ্গে। তিনি
বলিলেন তাহারদিগকে শাবত নিরূপন আছে
মানুষের জন্যে কিন্তু মানুষ শাবতের জন্য নহে
২৮ অতএব মানুষের পুত্র শাবত দিনের ঈশ্বর।

পর্ব্ব ৩

তিনি পুনর্ব্বার সিনাগো যাইয়া সে স্থানে ছিল
এক নুলা মানুষ। তখন তাহারা নিরক্ষন
করিল তাঁহাকে জানিতে শাবত দিনে সুস্থ করিতেন
৩ কি না তাহাকে বরামদ করিবার কারন। কিন্তু
তিনি বলিলেন সে নুলা মানুষকে সন্মুখে ডাণ্ডাও।
৪ তারপর তিনি বলিলেন তাহারদিগকে শাবত দিনে
সু কর্ম্ম কি কু কর্ম্ম করিতে জীবন রক্ষা কি বধ
৫ করিতে কর্ত্তব্য। তাহাতে তাহারা নিরব হইল।
তখন তিনি ক্রোধান্বিৎ হইয়া চতুর্দ্দিগে দৃষ্ট করিলেন
মনস্তাপিৎ হইয়া তাহারদের অন্তঃকরনের কাঠন্যতার
কারনে পরে তিনি বলিলেন সে মানুষকে তোমার
হাত বিস্তার কর। অতএব তাহা করিলে তাহার হাত
৬ ছিল সুস্থ অন্য হস্তের মত। কিন্তু ফারিসিরা

প্রস্থান করিয়া সেইক্ষনে হেরোদিয়ানের সহিৎ পরামর্শ করিল তাহার বিপরিতে।

৭ অতএব য়েশু তাহার শিষ্যেরদের সঙ্গে সমুদ্রে গেলেন অনেক লোক ও গেল তাহার সহিৎ গালিলি
৮ ও য়িহোদা দেশ ও য়িরোশলম ও আদোমী দেশ ও য়িৰ্দনের ও পার হইতে ও চর ও চীদনের চত্ত দ্দিকের অতি বড় মানব্য তাহার বড় কার্য্যের সমাচার
৯ পাইয়া আইল তাহার ঠাঁই। তখন তিনি কহিলেন তাঁহার শিষ্যেরদিগকে নৌকা নিকট থাকিবারে
১০ মানব্য তাহাকে না চাপিবার জন্য। তিনি সুস্থ করিয়া ছিলেন অনেককে তেনিমিত্ত তাহারা দৌড়িয়া আইল স্পর্শ করিতে তাহাকে যত পীড়িৎ ছিল।
১১ অপরিস্কার আত্মারা ও তাহাকে দেখিবা মাত্রে পড়িল তাহার সাখ্যাৎ ও চিৎকার করিয়া বলিল তুমি
১২ ঈশ্বরের পুত্র। তাহাতে তিনি খুব আজ্ঞা করিলেন
১৩ তাহারদিগকে না জানাইতে তাহাকে। পরে তিনি পর্ব্বতের ওপর যাইয়া ডাকিলেন যাহারদিগকে তাহার ইচ্ছা এবং তাহারা আইল তাঁহার স্থানে
১৪ তখন তিনি নিযুক্ত করিলেন দ্বাদশ জনকে তাঁহার
১৫ সঙ্গে থাকিবার ও চেড়ি দিতে পাঠাইবার জন্য ও পীড়া সুস্থ করিবার এবং ভূৎ ছাড়াইবার পরাক্রম
১৬ পাইতে। অতঃপরে তিনি করিলেন শীমনের খ্যাত
১৭ নাম পিতর। ও জেবদির পুত্র যাঁকুব ও যাঁকুবের ভাই য়োহন তিনি ও করিলেন তাহারদের খ্যাত নাম

বেনিরগিশ তাহার অর্থ সন্ত্যা গর্জ্জনের পুত্র
১৮ আন্দ্রিয় ও ফিলিপ বার্তলমী ও মাত্তিও ও তমা ও ফল্পীর
১৯ পুত্র যাঁকুব ও তদী ও শীমন যনাঁয়নী ও য়িহোদা
ষ্কারিওটা যে শত্রুতা করিল তাহাকে।
২০ তখন তাহারা ঘরে গেল মানব্য ও একত্তর হইল
পুনর্ব্বার তাহাতে তাঁহারদের খাইতে অবকাস ছিল
২১ না। তাহার এগানা লোক তাহা শুনিয়া গেল
তাঁহাকে ধরিতে একারন তাহারা বলিল তিনি জ্ঞান
২২ হরিয়াছেন। অধ্যাপক ও যাহারা আসিয়া
ছিল যিরোশলম হইতে তাহারা বলিল তাহার আছে
বাঁযলজবব এবং প্রধান ভুতের নাম ধরিয়া ছাড়ায়
২৩ ভুতকে। কিন্তু তিনি তাহারদিগকে বলিলেন এ
উপদেশ কিমতে পারে সয়তান ছাড়াইতে সয়তানকে।
২৪ যদি কোন রাজ্য ভিন্ন হয় আপনার বিপরিতে তবে সে
২৫ রাজ্য স্থায়ী হইতে পারে না। যদি বাটী ভিন্ন হয়
আপনার বিপরিতে তবে সে বাটী স্থায়ী হইতে পারে
২৬ না। এবং যদি সয়তান আপনার বিপরিতে
উঠিয়া ভিন্ন হয় তবে সে স্থায়ী হইতে পারে না কিন্তু
২৭ তার অন্ত হয়। কোন কেহ বলবানের ঘরে যাইয়া
লুটিতে পারে না তাহার সামিগ্রী সে বলবান মানুষকে
বন্দ না করিলে তাহা হইলে নষ্ট করিতে পারে তাহার
২৮ বাটীকে। সারোদ্ধার আমি বলি তোমারদিগকে
সমস্ত পাপ ও সমস্ত পাষণ্ডতা যাহাং কহিয়া কেহ
পাষণ্ডতা করিবেক তাহা মর্য্যাদা হবেক মানুষের
২৯ পুত্রেরদিগকে কিন্তু যে কেহ পাষণ্ডতা করে ধর্ম্মাত্মার

বিপরিতে তাহা কখন মর্য্যাদা হবেক না তাহাকে কিন্তু
৩০ আকল্পনারকির আপদ্দ আছে তাহার একারন তাহারা
৩১ বলিল অশুচি আত্মা তাহার আছে। তৎপর
তাহার ভ্রাতারা ও তাহার মাতা বাহিরে ডাণ্ডাইয়া লোক
৩২ পাঠাইল তাঁহাকে ডাকিতে। সে কালে মানবা
বসিল তাহার চতুর্দ্দিকে এতদর্থে তাহারা বলিল
তাঁহাকে দেখ তোমার মাতা ও ভ্রাতারা বাহিরে
৩৩ ডাণ্ডাইয়া অন্যাস্মন করে তোমাকে তিনি প্রত্যুত্তর
করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে কেতা আমার মাতা
৩৪ ও কাহারা আমার ভ্রাতারা। পরে যাহারা
চতুর্দ্দিকে বসিল তাহারদের দিগে দৃষ্টি করিয়া
বলিলেন দেখ আমার মাতা ও আমার ভ্রাতারা।
৩৫ একারন যে কেহ করে ঈশ্বরের ইচ্ছা সেই আমার
ভাই ও ভগিনী ও মাতা।

পর্ব্ব তিনি পুনর্ব্বার সমুদ্রের তীরে শিক্ষা করাইতে
৪ লাগিলেন ও বড় মানবা তাহার নিকট একত্তর হইল
তাহাতে তিনি নৌকায় য়াইয়া বসিলেন সমুদ্রে ও
২ সকল মানবা থাকিল সমুদ্রের তীরে। তখন
তিনি অনেক ওপদেশ শিক্ষা করাইলেন তাহারদিগকে
৩ ও নিত করিয়া বলিলেন তাঁহারদিগকে অবধান কর
৪ এক কৃশান বুনিতে গেলে এই মত হইল বুনিতে২ কিছু
পড়িল পথের পার্শে তাহাতে শূন্যের পক্ষেরা আসিয়া
৫ তাহা খাইয়া ফেলাইল। কিছু ও পড়িল পাষান স্থলে
যেখানে যথেষ্ট মৃত্তিকা নহে তখন তাহা সত্তর

৬ গাজিল একারন মৃত্তিকা বহু নহে। কিন্তু রৌদ্র হইলে তাহা পুড়িয়া গেল ও শিখড় না হইনে টাটীয়া ৭ গেল। কিছু পড়িল কাঁটা গাছের মধ্যে কিন্তু কাঁটা গাছ বৃদ্ধ পাইলে খাইয়া ফেলাইল তাহা তাহতে ৮ অফলা হইল। আর২ ভাল মৃত্তিকাতে পড়িয়া গাজিল ও বৃদ্ধ পাইয়া ফল ফলিল কতক ত্রিশ কতক ৯ ষষ্ঠি কতক এক শত গুন। পরে তিনি বলিলেন তাহারদিগকে যাহার শুনিবার কর্ন আছে সে শুনুক। ১০ তিনি সতন্ত্র হইলে যাহারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে সে দ্বাদশ জনের সঙ্গে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে ১১ সে উপদেশের বিষয় তখন তিনি বলিলেন তাহার দিগকে তোমারদিগকে দাতৃব্য আছে জানিতে ঈশ্বরের রাজ্যের অজ্ঞাত কিন্তু যাহারা বাহিরে তাহারদিগকে এ সকল কহিয়া যায় দ্বার্থ কথায় ১২ তাহাতে তাহারা দৃষ্টি করিতে২ দেখিতে পাইতে পারে ও শুনিতে২ শ্রবন পাইতে পারে কিন্তু বুঝিবে না কি জানি কোন কালে ফিরাইলে তাহারদের পাপ মর্য্যাদা ১৩ হইতে পারে। তিনি ও বলিলেন তাহারদিগকে জান না এ দ্বার্থ কথা তবে কেমনে বুঝিবা সকল ১৪ দ্বার্থ কথা। বীজ বুনক বাক্য বুনে যাহারা পথের ১৫ পার্শে তাহারা এ যেখানে বাক্য বুনন হইয়াছে কিন্তু শুনিবা মাত্র সয়তান আসিয়া খণ্ডে সে বাক্য যাহা বুনন ১৬ ছিল তাহারদের অন্তঃকরনে। যাহারা বুনন হইল পাষান স্থলে তাহারা এই যে বাক্য ১৭ শুনিয়া সেইক্ষনে হর্ষ মনে লয় তাহা কিন্তু আপনার

দের মধ্যে শিকড় না হইলে থাকে কেবল কিঞ্চিৎ
কাল তাহার পর যখন দুঃখ কি বিপক্ষতা হয় বাক্যের
১৮ নিমিত্ত তৎকালে ত্যক্ত হইয়াছে তাহারা। যাহারা
বুনন হইল কাঁটা গাছের মধ্যে তাহারা এই যে বাক্য
১৯ শুনিলে এ জগতের চিন্তা ও ধনের ভ্রান্তি ও অন্য
বস্তুর আকাঙ্ক্ষা বাক্যকে খাইয়া ফেলায় তাহাতে
২০ তাহা অফলা হইয়া যায়। যাহারা বুনন হইল
ভাল মৃত্তিকায় তাহারা এই যে কথা শুনে ও মনে
লয় ও ফল ফলে কতক ত্রিশ গুন কতক ষষ্টি গুন
২১ কতক এক শত গুন। তিনি ও বলিলেন তাহার
দিগকে আড়ির নিচে কি খাটের নিচে থুইবার জন্য
দীপ আনয়ন হয় ও দীপদানে থুইবার জন্য নহে।
২২ একারন কিছু গুপ্ত নাই যাহা প্রকাশ হবেক না
কিম্বা কোন কার্য্য অপ্রকাশে নহে কেবল তাহা বাহির
২৩ করনের নিমিত্ত। যাহার শুনিবার কর্ন আছে
২৪ সে শুনুক। পরে তিনি বলিলেন তাহারদিগকে
সাবধান কিং তোমরা শুন যে কাঠা দিয়া মাপ
তোমরা সে কাঠা দিয়া তোমারদের ঠাঁই মাপিতে
হবেক এবং তোমারদিগকে যে শুনে আরং দেয়া
২৫ যাবেক একারন যাহার আছে তাহাকে দিতে হইবে
কিন্তু যাহার কিছু নাই তাহা হইতে লয়া হবেক
যাহাং তাহার আছে।

২৬ তিনি ও বলিলেন ঈশ্বরের রাজ্য এক জনের মত যে
২৭ বীজ ছড়ায় ভূমিতে পরে রাত্রি দিবা শুইতেং উঠিতেং
২৮ চারা বৃদ্ধি পায় সে জানে না কি মত। একারন পৃথিবী

আপনি ফল ফলে প্রথমে অঙ্কুর তার পর সিশ তার
২৯ পর শস্য পাকা সিশের মধ্যে। কিন্তু ফল পাকা
হইলে সেইক্ষনে কাচি দিবেক একারন ফসল হইয়াছে।
৩০ তিনি ও বলিলেন ঈশ্বরের রাজ্য কার তুল্য ও তাহার
৩১ তুল্য কি উপদেশ বলিব। তাহা সরিষার এক বীজের
মত যাহা যখন ভূমিতে বুনন হয় তখন সমস্ত বীজ
৩২ হইতে ক্ষুদ্র যাহা হয় ভূমিতে কিন্তু বুনন হইলে
বৃদ্ধি পাইয়া উঠে সকল তৃন হইতে বড় ও বড় ডাল
বাহিরায় তাহাতে শূন্যের পক্ষ আসিয়া থাকে তাহার
৩৩ ছায়ায়। তিনি এ মত অনেক উপদেশ বলিলেন
তাহারদিগকে যেমন তাহারদের শুনিবার শক্তি।
৩৪ কিন্তু দৃষ্টান্ত কথা ব্যতিরেক তিনি কিছু কহিলেন না
তাহারদিগকে। এবং স্বতন্ত্র হইয়া সকলের
অর্থ দিলেন তাহার শিষ্যেরদিগকে।

৩৫ সে দিনে তিনি বৈকালে বলিলেন তাহারদিগকে
৩৬ আইস আমরা ও পার যাই। যখন তাহারা বিদায়
করিয়া ছিল মানব্যকে তখন তাহারা জাহাজে
গেল তাহার সঙ্গি আরং ছোট জাহাজ ও সাতে
৩৭ থাকিল। তখন বড় ঝড় হইল এবং ঢেও জাহাজে
৩৮ পড়িল তাহাতে তাহা জল পূর্ন্নিত হইল কিন্তু তিনি
জাহাজের পাছা ভাগে বালিসের উপর নিদ্রিত ছিলেন
অতএব তাহারা তাহাকে জাগাইয়া কহিল হে প্রভু
কিছু ভাবনা নাই তোমার যদি আমরা হত্যা হই।

৩৯ তখন তিনি উঠিয়া অনুযোগ করিলেন বাতকে ও বলিলেন সমুদ্রকে নিরস্ত ও স্থির হও তাহাতে বাতাস
৪০ রহিল এবং অতি নিবর্ত্ত হইল। পরে তিনি বলিলেন তাহারদিগকে তোমরা এমন ভয়ার্থ কেন ও তোমারদের
৪১ কিছু ভক্তি নাই কেমনে। এবং তাহারা বিস্তারিত ভয় করিল বলিতেং এক জন আর এক জনকে এ কি আশ্চর্য্য মানুষ তাহাতে বাতাস ও সমুদ্র তাহার আজ্ঞা বহ হয়।

পর্ব্ব ৫ তৎকালে তাঁহারা সমুদ্র পার হইয়া ওত্তরিল গাদরীরদের দেশে এবং জাহাজ হইতে নামিবা মাত্র
২ এক জন ভুৎ গৃহস্থ মিলিল তাহার সহিৎ কবর হইতে
৩ যাহার বাস হইল কবরের মধ্যে ও কেহ বন্দ করিতে
৪ পারে না তাহাকে নহে জিঞ্জির দিয়া একারন সে পুনঃপুনঃ বন্দিৎ ছিল বেড়ি ও জিঞ্জিরে কিন্তু জিঞ্জির ভঙ্গিয়া ছিল তাহার বলেতে বেড়িও খণ্ডং হইল এবং
৫ কেহ পুষিতে পারিল না তাহাকে। সে ও নিত্য রাত্রি দিবা পর্ব্বতের ওপরে ও কবরের মধ্য স্থানে ছিল চিৎকার করিতেং ও আপনাকে পাথর দিয়া
৬ কাটিতেং কিন্তু সে জন য়েশুকে দুরে দেখিয়া দৌড়িল
৭ ও করিল তাঁহর ভজনা ও বড়ই চিৎকার করিয়া বলিল আমায় তোমায় কি হে য়েশু পরমেশ্বরের পুত্র আমি ঈশ্বরের নাম করিয়া দোহাই দেই তোমাকে
৮ জন্ত্রনা দিও না আমাকে। একারন তিনি বলিয়া ছিলেন তাহাকে বাহিরহ সে মানুষ হইতে তুই

৯ অপরিষ্কার আত্মা তিনি ও জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাকে তোমার নাম কি সে প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাঁহাকে আমার নাম লেজিও একারন আমরা অনেক।
১০ সে ও কাকুতি করিল তাঁহাকে দেশ হইতে না পাঠাইতে
১১ তাহারদিগকে। তৎকালে সে পর্ব্বতের নিকট
১২ সুকরের বড় পাল ছিল চরিতেং অতএব সমস্ত ভূত কাকুতি করিল তাঁহাকে পাঠাও আমারদিগকে সুকরে
১৩ আমরা প্রবেশ করি তাহারদের মধ্যে। এবং সেই ক্ষনে য়েশু অনুমতি দিলেন তাহারদিগকে। অতএব অপরিষ্কার আত্মারা প্রস্থান করিয়া প্রবেশ করিল সুকরেরদের মধ্যে তাহাতে সে পাল খাড়া স্থান দিয়া বেগে দৌড়িল সমুদ্রে ও ডুবিয়া মরিল তাহারা ছিল
১৪ সহস্র দুই। তখন সুকরের রাখালেরা পলাইয়া সমাচার কহিল সহরে ও দেশে। তাহাতে লোক
১৫ বাহিরিল দেখিতে এই কি। তখন তাহারা য়েশুর নিকট আসিয়া ও সে ভূৎ গৃহস্থ পরিচ্ছদান্বিৎ ও প্রকৃত
১৬ মনে বসিতেং দেখিয়া ত্রাসিত হইল এবং যাহারা দেখিয়া ছিল তাহারা বলিল তাহারদিগকে সে ভূৎ
১৭ গৃহস্থের বিষয় ও সুকরের বিবরন তাহারা ও কাকুতি করিতে লাগিল তাঁহাকে তাহারদের শীমানা
১৮ ছাড়িয়া যাইতে। অতঃপরে তিনি জাহাজে আইলে সে ভূৎ গৃহস্থ নিবেদন করিল রহিতে তাহার সহিৎ।
১৯ কিন্তু য়েশু মানা করিলেন তাহাকে বলিয়া বাটীতে যাও তোমার বন্ধু লোকের ঠাঁই ও বল তাহার দিগকে কি মত বড় কার্য্য ঈশ্বর করিয়াছেন তোমার

২০ কারন এবং দয়া করিয়াছেন তোমাকে। তারপর সে প্রস্থান করিয়া দেকাপলিতে প্রকাশ করিতে লাগিল কেমন পরম কার্য্য য়েশু করিয়া ছিলেন তাহার কারন
২১ তাহাতে সমস্ত লোক চমৎকিৎ হইল। তখন য়েশু পুনর্ব্বার জাহাজে পার হইয়া অনেক লোক একত্তর হইল তাঁহার কাছে ও তিনি রহিলেন সমুদ্রের
২২ তীরে। এবং দেখ এক জন সিনগোগের কর্ত্তা তাহার নাম শুনিয়া আইল ও তাহাকে
২৩ দেখিয়া পড়িল তাঁহার পদে ও ব্যাগ্রতায় কাকুতি করিল তাঁহাকে বলিতেং আমার বালা কন্যা মৃত্যু কল্প হইয়াছে কিন্তু আসিয়া তোমার হস্ত দেহ তাহার ওপরে তাহাতে সে সুস্থ
২৪ হইয়া বাঁচিবেক। তখন য়েশু গেলেন তাহার সঙ্গে অনেক লোক ও তাঁহার পশ্চাত বর্ত্তি হইল তাহাতে বড় ঠেলা ঠেলি ছিল।

২৫ সে কাল এক জন স্ত্রী লোক যে ক্ষত্তবতী হইল
২৬ দ্বাদশ বৎসর অবধি এবং অনেক কবিরাজের ঠাঁই ব্যামহ খাইয়াছিল ও তাহার সর্ব্ব সম্পত্তি খরচ
২৭ করিয়া কিছু ভাল হইল না বরং আর পীড়িতা সে জন য়েশুর বিবরন শুনিয়া আইল মানষ্যের মধ্যে
২৮ তাহার পাছে ও ছুইল তাহার পরিচ্ছদ একারন সে ভাবিল যদি আমি ছুইতে পারি কেবল তাঁহার পরিচ্ছদ
২৯ তবে সুস্থ হইব। তত্ক্ষনে তাহার রক্তের ধারা সুকাইয়া গেল তাহাতে সে সরীরের মধ্যে জানিতে
৩০ পাইল সে পীড়া সুস্থ হইল। য়েশু সেইক্ষনে

আপনার মধ্যে জ্ঞাত হইলেন যে পরাক্রম বাহিরে
ছিল তাহা হইতে ডেকারন তিনি মানব্যের দিগে
ফিরিয়া বলিলেন কেডা স্পর্শ করিল আমার পরিচ্ছদ।
৩১ তাঁহার শিষ্যেরা বলিল তাঁহাকে তুমি দেখিতেছ
মানব্য চাপিতেং তোমার চতুর্দ্দিকে ও কহিতেছ কে
৩২ স্পর্শ করিল আমাকে। এবং তিনি দৃষ্টি করিলেন
৩৩ চতুর্দ্দিকে দেখিতে কে করিয়া ছিল তাহা। সে স্ত্রী
লোক ত্রাস যুক্ত ও কম্প্রমানা হইয়া জানিল কি হইয়াছে
তাহার মধ্যে অতএব আসিয়া পড়িল তাহার চরনে
৩৪ ও কহিল তাঁহাকে সকল বিবরন সত্য। তখন
তিনি বলিলেন তাহাকে কন্যারে তোমার ভক্তি সুস্থ
করিয়াছে তোমাকে কুশলী হইয়া যাও সুস্থা হও
তোমার ঘাত হইতে।

৩৫ যাবৎ তিনি কহিতেং ছিলেন তাবৎ সিনগোগের
কর্ত্তার বাটী হইতে কেহ আসিয়া বলিল তোমার
কন্যা মরিয়াছে কিমার্থে আর ব্যামহ দিতেছ প্রভুকে।
৩৬ কিন্তু য়েশু সে কথা শুনিবা মাত্রে বলিলেন সিনগোগের
৩৭ কর্ত্তাকে ভাবিৎ হইও না কেবল প্রত্যয় কর। তখন
তিনি কোন কাহাকে সহিৎ যাইতে দিলেন না কেবল
৩৮ পিতর ও যাঁকূব ও যাঁকুবের ভাই য়োহন। তিনি
সিনগোগের কর্ত্তার বাটীতে আসিয়া দেখিলেন সে কো
লাহল ও লোক ক্রন্দন করিতেং ও হাহাকার করিতেং।
৩৯ তখন তিনি ভিতরে আসিয়া বলিলেন তাহারদিগকে
কিমার্থে হাহাকার ও ক্রন্দন করিতেছ কন্যা মরা নাই
৪০ কিন্তু নিদ্রিত। তাহাতে তাহারা শ্লেষ করিল

তাঁহাকে। কিন্তু তিনি তাহারদের সমস্তকে বাহির করিয়া লইলেন কন্যার পিতা মাতা ও যাহারা তাঁহার সঙ্গি ও প্রবেশ করিলেন সে স্থানে যাহাতে কন্যা
৪১ শুইয়া থাকিল। তখন তিনি কন্যার হস্ত ধরিয়া বলিলেন তাহাকে টালিতা খুমি তাহার অর্থ এই কন্যারে আমি
৪২ বলি তোমাকে ওঠ। অতএব সে কন্যা গাত্রোত্থান করিয়া গতি করিল একারণ তাহার বয়ক্রম বারো
৪৩ বৎসর তাহাতে তাহারা বড় চমৎকৃত হইল। এবং তিনি খুব আজ্ঞা করিলেন তাহারদিগাকে কেহ না জানাইতে তিনি ও আজ্ঞা করিলেন কিছু তাহাকে খাইবার দিতে।

পর্ব্ব ৬ তারপর তিনি তাহার শিষ্যেরদের সহিৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া ওত্তরিলেন আপনার দেশে।
২ তখন শাবত দিন হইলে তিনি সিনগাগে শিক্ষা করাইতে লাগিলেন তাহাতে অনেক লোক তাহা শুনিয়া চমকিত হইল এবং বলিল ইহার এ সকল কথা কোথা হইতে ও কি জ্ঞান যাহা দেয়া হইয়াছে তাহাকে তাহাতে এ মত আশ্চর্য্য কার্য্য হইয়াছে তাহার
৩ করনক। এ মারিয়ার পুত্র জুতার নহে যাঁকুব ও য়োশি ও য়িহোদা ও শীমনের ভাই তাহার ভগিনী ও আমারদের সাতে নহে এবং তাহারা ত্যক্ত হইল
৪ তাহার বিষয়। কিন্তু য়েশু বলিলেন তাহারদিগকে ভবিষ্যৎ বক্তার অপযশ নহে কেবল আপনার দেশে ও আপনার কুটুম্বের মধ্যে ও আপনার ঘরে।

৫ অতএব তিনি সে স্থানে কোন আশ্চর্য্য কার্য্য করিতে পারিলেন না ইহার ব্যতিরেক অল্প পীড়িৎ লোকের উপরে হাত দিয়া সুস্থ করিলেন তাহারদিগকে।
৬ তিনি ও তাহারদের অনাস্থাতে চমৎকৃত হইলেন। পরে শিক্ষাইবারে গ্রামেং বেড়াইলেন।

৭ অতঃপর তিনি সে দ্বাদশ জনকে ডাকিয়া দুইং পাঠাইতে লাগিলেন ও পরাক্রম দিলেন তাহারদিগকে অপরিষ্কার
৮ আত্মার উপরে এবং আজ্ঞা করিলেন তাহার দিগকে কিছুই না লইতে তাহারদের পথের কারন কেবল এক লাটী সম্বল নহে ভক্ষ নহে টাকা নহে তাহার
৯ দের থুলিতে কিন্তু বাধা পাযে দিও ও গাত্রে দুই
১০ কারাই নহে। তিনি ও বলিলেন তাহারদিগকে যে কোন স্থানে বাটীতে যাবা সেখানে তিষ্ঠ সে নগর সে ছাড়ন
১১ পর্য্যন্ত। কিন্তু যে কেহ অথীতি করিতে চাহে না তোমারদিগকে কিম্বা শুনিতে চাহে না তোমারদের কথা যখন তোমরা যাও সে স্থান হইতে তখন ঝাড়িয়া ফেল তোমারদের পায়ের ধুলা সাক্ষীর কারন তাহারদের বিপরিতে সারোদ্ধার আমি বলি তোমার দিগকে বিচারের দিনে সদম ও ঊমরার সাস্তি
১২ হইবে না সে সহরের মত। তৎপর তাঁহারা প্রস্থান করিয়া চেতি দিল মানুষেরদের খেদ
১৩ করনের জন্য তাঁহারা ও ছাড়াইয়া ফেলিল অনেক ভূৎ ও তৈল মর্দ্দন করাইল ও সুস্থ করিল অনেক পীড়িৎ;

১৪ তাহার বড় নাম হইল তেকারন হেরোদ রাজা তাঁহার বিবরন শুনিয়া বলিল য়োহন ডুবা উঠিয়াছে মৃত্যু হইতে অতএব আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখা যায় তাহারে।
১৫ অন্য কেহ২ বলিল এই আলীহা ও আর২ লোক বলিল এই এক ভবিষ্যত বক্তা কিম্বা এক জন ভবিষ্যত বক্তার ন্যায়।
১৬ কিন্তু হেরোদ তাহা শুনিয়া বলিল এ য়োহন যাহার আমি গর্দান মারিলাম সে গাত্রোত্থান করিয়াছে মৃত্যু
১৭ হইতে। একারন হেরোদ আপনি লোক পাঠাইয়া ধরিয়াছিল ও কএদে বন্দিয়াছিল য়োহনকে তাহার ভাই ফিলিপের বধু হেরোদিয়ার্থে যাহাকে বিবাহ করিয়া
১৮ ছিল। একারন য়োহন বলিয়াছিল হেরোদকে তোমার ভাই বধুকে বিবাহ করিতে কর্ত্তব্য নহে।
১৯ অতএব হেরোদিয়া দ্বেশ করিল ও বধ করিতে ইচ্ছা
২০ করিল তাহাকে কিন্তু পারিল না। হেরোদ জানিল য়োহন পুকৃতার্থিক ও পুন্যবান সে কারন ভয় করিল ও মানিল তাহাকে ও তাহার বাক্য শুনিলে করিল অনেক কার্য্য ও হরিষ মনে শুনিল তাহাকে।
২১ কিচু কাল পরে উপযুক্ত কাল হইল যখন হেরোদ তাহার জন্ম দিনে রাত্রে ভোজনের নিমন্ত্রন করিল তাহার অধ্যক্ষ ও সেনাপতি ও গালিলির মহতের কারন।
২২ সে কালে ও হেরোদিয়ার কন্যা আসিয়া নাচ করিল ও তুষ্ট করাইল হেরোদ ও তাহারদিগকে যাহারা বসিল তাহার সহিৎ তখন রাজা বলিল সে কন্যাকে চাহ আমার ঠাঁই যাহা তোমার ইচ্ছা ও আমি তাহা দিব
২৩ তোমাকে। সে ও কিরা করিল তাহার পুতি যাহা

তুমি চাহ তাহা আমি দিব তোমাকে আমার অর্দ্ধেক
২৪ রাজ্য পর্য্যন্ত। অতএব সে প্রস্থান করিয়া বলিল
তাহার মাতাকে কি আমি চাহিব। সে প্রত্যুত্তর করিল
২৫ য়োহন ডুবার মাথা। তখন সে শীঘ্রগতি আইল
রাজার নিকট ও বলিল আমি এই চাহি কিছু কাল
পরে দেহ আমাকে যোহন ডুবার মাথা এক পাত্রে।
২৬ তখন রাজা মনস্তাপি ছিল কিন্তু তাহার কিরারার্থে ও
তাহারদেরার্থে যাহারা বসিল তাহার সহিৎ সে
২৭ হেয়জ্ঞান করিতে পারিল না তাহাকে। অতএব
তৎকালে রাজা জল্লাদ পাঠাইয়া আজ্ঞা দিল আনিতে
তাহার মাথা তখন সে যাইয়া তাহার মস্তক ছেদন
২৮ করিল কএদে ও তাহার মাথা পাত্রে আনিয়া দিল
কন্যাকে কন্যা ও তাহা দিল তাহার মাতাকে।
২৯ তখন তাহার শিষ্যেরা তাহা শুনিয়া আইল ও তাঁহার
শব লইয়া শোয়াইল কবরে

৩০ তারপর প্রেরিৎ লোকেরা য়েশুর স্থানে একত্তর হইয়া
বলিল তাঁহাকে সকল বিবরন যাহা তাহারা করিয়া
৩১ ছিল ও যাহা শিক্ষাইয়া ছিল। তখন তিনি বলিলেন
তাহারদিগাকে আইস তোমরা অরন্য স্থানে গুপ্ত যাইয়া
কিছু কাল বিশ্রাম কর একারন সে স্থানে অনেক লোক
যাতায়াত করিতে ছিল তাহাতে তাহারদের খাইবার
৩২ অবকাশ নাহি। অতএব তাহারা গুপ্ত পথে
৩৩ জাহাজ দিয়া গেল বনে। তাহারদের যাত্রা কালে

অনেক লোক তাঁহারদিগকে দেখিয়া চিনিল এবং সকল সহর হইতে পদব্রজে দৌড়িল সে স্থানে তাহারদের আগে ও একত্তর হইয়া আইল তাঁহার
৩৪ নিকট। পরে য়েশু যাইতেং অনেক লোক দেখিয়া দয়াশিল হইলেন তাহারদের ওপর একারন তাহারা ছিল অরক্ষক মেষের মত অতএব তিনি তাহারদিগকে
৩৫ শিক্ষাইতে লাগিলেন অনেক বাক্য। যখন অনেক বেলা বহিয়া ছিল তাহার শিষ্যেরা তাঁহার স্থানে আসিয়া বলিল এই অরন্য স্থান এখন ও বেলা
৩৬ বহুত গিয়াছে বিদায় কর তাহারদিগকে চতুর্দ্দিকে গ্রামে যাইয়া খাইবার কিছু ক্রয় করিতে একারন
৩৭ তাহারদের কিছুই খাইবার নাই। তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে তোমরা খাইতে দেহ তাহারদিগকে। তাহারা কহিল তাঁহাকে আমরা যাইয়া ক্রয় করিব দুইশত শুকার রুটি ও দিব তারার
৩৮ দিগকে খাইতে। তিনি বলিলেন তাহারদিগকে কত রুটি আছে তোমারদের দেখ। এবং তাহারা জ্ঞাত
৩৯ হইয়া বলিল পাঁচটা ও দুইটা মৎস্য। তখন তিনি আজ্ঞা করিলেন সারিং বসাইতে তাহার
৪০ দিগকে শবুজ ঘাশের ওপরে। তখন তাহারা
৪১ সারিং বসিল শতং এবং পঞ্চাশং। অতঃপরে তিনি সে পাঁচটা রুটি ও দুই মৎস্য লইয়া দৃষ্টি করিলেন স্বর্গেরদিগে এবং আশির্ব্বাদ করিয়া ভাঙ্গিলেন সে রুটি ও দিলেন তাহার শিষ্যেরদিগকে থুইতে তাহারদের সম্মুখে সে দুই মৎস্য ও তিনি

৪২ ভাগ করিয়া দিলেন সকলকে   তাহাতে সমস্ত লোক
৪৩ খাইয়া পরিতোষ হইল। তৎপরে তাহারা কুড়াইল
৪৪ দ্বাদশ চুপড়ি গুঁড়া গাঁড়া ও মৎস্যের বক্রি যাহারা
খাইয়া ছিল সে রুটি তাহারা হাজার পাঁচেক মানুষ।
৪৫ সে কালে তিনি আজ্ঞা দিলেন তাঁহার শিষ্যেরদিগকে
জাহাজে পার যাইতে বীতছীদায় যাবৎ পর্য্যন্ত তিনি
৪৬ বিদায় করিলেন সে লোকেরদিগকে।   তখন তিনি
তাহারদিগকে বিদায় করিয়া গেলেন পর্ব্বতের উপরে
৪৭ কামনা করিতে।   এবং রাত্রি হইলে সে জাহাজ
৩৮ ছিল সমুদ্রের মধ্যে কিন্তু তিনি একলা ভূমিতে   সে
কালে তিনি দেখিলেন তাহারদিগকে বাহিতেং কাহিল
সন্মুখ বাতাসের জন্য ও তিন পুহর রাত্রে তিনি আই
লেন তাহারদের নিকট বেড়াইতেং সমুদ্রের উপরে
৪৯ ও ছাড়াইতে চাহিলেন তাহারদিগকে।   কিন্তু
তাহারা তাহাকে গতি করিতেং সমুদ্র উপরে
দেখিবা মাত্র ভাবিল এ আছে ভূৎ ও তাহারা চিৎকার
৫০ করিল   এ কারন সকলে তাঁহাকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন
হইল। এবং ততক্ষনে তিনি কথা কহিলেন তাহারদের
সহিৎ ও বলিলেন তাহারদিগকে খাতিরজমা থাক
৫১ এই আমি ভয় করিও না।   পরে তিনি জাহাজে
যাইয়া বাতাস রহিল। তাহাতে তাহারা আপনং মনে
৫২ বড় চমৎকৃত ও ভাবিৎ হইল।   এ কারন তাহার
দের অন্তঃকরন শক্ত হইয়া সে রুটির আশ্চর্য্য ক্রিয়া মনে
থাকিল না।

৫৩ এবং তাহারা পার হইয়া ওত্তরিল গেনসর দেশে ও
৫৪ কিনারায় চাপাইল। পরে তাহারা জাহাজ ছাড়িবা মাত্র
৫৫ লোক চিনিল তাঁহাকে ও দৌড়িতেং বহিতে লাগিল
পীড়িৎ লোককে বিছানা করিয়া যেখানে তাহারা
৫৬ শুনিল তাহার সম্বান। এবং যে কোন স্থানে তিনি
গেলেন গ্রামে কিম্বা সহরে কিম্বা দেশে সেখানে
তাহারা থুইল পীড়িত লোক গলির মধ্যে এবং নিবেদন
করিল ছুইতে তাহার পরিচ্ছদের আঁচলা ও যত লোক
ছুইল তাহাকে তত লোক সুস্থ হইল।

পর্ব্ব তখন কতক ফারিসি ও অধ্যাপক আইল তাহার
৭ স্থানে য়িরোশলম হইতে। এবং তাহারা তাঁহার
শিষ্যেরদের কতক লোক ব্যবহারি তাহা অধৌত
৩ হস্ত দিয়া খাইতে দেখিয়া দোষ বলিল। একারণ
ফারিসি ও সকল য়িহোদী হাত পুনঃপুনঃ না ধুইলে
৪ খায় না প্রাচিন লোকের ব্যবহার ধরিয়া। ও
বাজারে যাইয়া হাত প্রক্ষালন না করিলে খায় না।
এবং আরং অনেক ব্যবহার আছে যাহা তাহারা
মানে তাহা বাটী ও ঘটী ও পিত্তলের পাত্র ও মেজ
৫ প্রক্ষালন। অতএব ফারিসি ও অধ্যাপক জিজ্ঞাসা
করিল তাঁহাকে কিমার্থে তোমার শিষ্যেরা করে না
প্রাচিন লোকের ব্যবহার কিন্তু খায় অধৌত হস্তে।
৬ তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে
য়িশইয়া ভবিষ্যত্ বক্তা সত্য কথা কহিলেন তোমার

দের বিষয় তোমরা কাল্পনিক যেমত লিপি আছে এ লোক মুখে সম্ভ্রম করে আমাকে কিন্তু তাহারদের অন্তঃকরন দূর আছে আমা হইতে।
৭ কিন্তু তাহারা বৃথা ভজনা করে আমাকে মানুষের
৮ আজ্ঞা শিক্ষাইতেং। একারন ঈশ্বরের আজ্ঞা হেলন করিয়া তোমরা ধারন কর মানুষের ব্যবহার তাহা ঘটী বাটী ধোয়ন ও আরং এমত অনেক তোমরা
৯ কর। পরে তিনি বলিলেন তাহারদিগকে তোমরা বড় ভাল হেলন কর ঈশ্বরের আজ্ঞা আপনারদের
১০ ব্যবহার পালন করিতে। একারন মোশা বলিলেন সম্ভ্রম কর তোমার পিতা মাতাকে ও যে কেহ সাঁপ
১১ দেয় পিতা মাতাকে অবশ্য মরুক সে। কিন্তু তোমরা বল কেহ বলিতে পারে তাঁহার পিতা মাতাকে এই কর্ব্বান তাহা এক দান যাহাতে তোমার প্রাপ্তি
১২ হইত আমার ঠাঁই। তাহার পর তোমরা মাতা পিতাকে আর পালন করিতে দিও না তাহাকে
১৩ ঈশ্বরের কথা বৃথা করিতেং তোমারদের ব্যবহার করনক যাহা তোমরা কর এবং এই মত অনেক কার্য্য তোমরা কর।

১৪ তখন তিনি সকল লোককে ডাকিয়া বলিলেন হে
১৫ সমস্ত লোক শুন ও বুঝ। মানুষের বাহিরে কোন বস্তু নহে যাহা ভিতরে সান্দিয়া তাহাকে অশুচি করাইতে পারে কিন্তু যাহা বাহিরে আইসে মানুষ
১৬ হইতে তাহা অশুচি করায় মানুষকে। যদি কোন
১৭ কাহার শুনিবার কর্ণ আছে সে শুনুক। পরে

মানব্য হইতে ঘরে প্রবেশ করিলে তাহার শিষ্যেরা
জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে সে ওপদেশের বিষয় ।
১৮ তিনি বলিলেন তাহারদিগকে তোমরা ও এ মত
নির্ব্বুদ্ধি বুঝ না তোমরা যাহা বাহিরে তাহা
মানুষের মধ্যে সান্দিয়া অশুচি করাইতে পারে না
১৯ তাহাকে একারন তাহা সান্দে না তাহার অনুঃকরনে
কিন্তু ওদরে ও বাহিরে যায় শেত খানায় যাহা শুচি
২০ করায় সকল খাইবার । তিনি ও বলিলেন যাহা
বাহিরে মানুষ হইতে তাহা অশুচি করায় মানুষকে ।
২১ একারন ভিতর হইতে তাহা মানুষের অনুঃকরন হইতে
২২ বাহিরে দুষ্ট মন্ত্রনা পরদার বেশ্যা ক্রিয়া খুন চুরি
আত্মভুর্য্য দুষ্টতা কপট কাম দ্বেশ পাষণ্ডতা অহঙ্কার
২৩ ক্ষিপ্ততা এ সমস্ত দুষ্টতা ভিতর হইতে আইসে ও
অশুচি করায় মানুষকে ।

২৪ পরে তিনি সে স্থান ছাড়িয়া গেলেন চোর ও চীদনের
সীমায় ও এক ঘরে যাইয়া অজ্ঞাত রহিতে চাহিলেন
২৫ কিন্তু গুপ্ত রহিতে পারিলেন না । একারন এক স্ত্রী
লোক যাহার যুবতী কন্যাকে ধরিল অশুচি আত্মাতে
তাহার বিবরন শুনিয়া আইল ও পড়িল তাহার পায় ।
২৬ সে যাইয়া মানুষ ছিল গ্রীক শিরফনীথী বর্নের এক
জন ও কাকুতি করিল তাঁহাকে সে ভূৎ ছাড়াইয়া
২৭ ফেলাইতে তাহার কন্যা হইতে । কিন্তু য়েশু বলি
লেন তাহাকে প্রথমে শিশুরা পরিতোষ হওক একারন
ওপযুক্ত নহে শিশুরদের ভক্ষ লইয়া কুকুরকে ফেলিয়া
২৮ দিতে । সে প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাঁহাকে

ঈশ্বর সত্য কিন্তু কুকুর মেজের নিচে খায় শিশুরদের
২৯ ভক্ষের গুঁড়া গাঁড়া। তিনি বলিলেন তাঁহাকে এ কথার
কারন যাও ভূৎ গিয়াছে তোমার কন্যা হইতে।
৩০ সে জন ঘরে যাইয়া দেখিল ভূৎ বাহিরে গিয়া ছিল এ
তাহার কন্যা শুইল বিছানার ওপরে।

৩১ পুনর্ব্বার তিনি জোর ও চীদনে ছাড়িয়া আইলেন
গালিলির সমুদ্রে দেকাপলি সীমানা দিয়া।
৩২ তাহারা ও তাঁহার স্থানে এক বধির লোক আনিয়া
কাকুতি করিল তাঁহাকে তাঁহার ওপরে হাত দিতে
৩৩ এবং তিনি তাহাকে মানব্য হইতে লইয়া অঙ্গুলি
দিলেন তাহার কর্ন্নে পরে থেপ দিলেন ও ছুইলেন
৩৪ তাহার জুব্বাকে তারপর তিনি স্বর্গেরদিকে দৃষ্টি
করিয়া হুঙ্কার করিলেন ও বলিলেন তাহাকে এফাতা।
৩৫ তাহার অর্থ খোলা হও। তৎকালে তাহার কান
খোলা হইল ও জুব্বার রশি ছিড়া হইল তাহাতে সে
৩৬ কথা কহিল। এবং তিনি আজ্ঞা করিল তাহার
দিগকে কোন কাহাকে না কহিতে সে কথা কিন্তু যত
তিনি আজ্ঞা করিল তাহারদিগকে তত আরং অতি
৩৭ বিস্তারিত তাহারা প্রকাশ করিল তাহা এবং
তাহারা মহা চমৎকৃত হইয়া কহিল তিনি সমস্ত কার্য্য
ভাল করিয়াছেন তিনি বধিরকে শ্রবন ও গোঙ্গাকে
কথা দেন।

পর্ব্ব ৮ সে কালে মানব্য অতি বড় হইয়া ও কিছুই খাইতে
নাহি য়েশু তাহার শিষ্যেরদিগকে তাহার নিকট

২ ডাকিয়া বলিলেন এ মানব্য আমার সহিৎ রহিয়াছে তিন দিবা ও খাইবার কিছুই নাই সে কারন আমি
৩ দয়া করি তাহারদিগকে এবং যদি উপবাসি বিদায় করি তাহারদিগকে বাটীতে তবে তাহারা পথের মধ্যে কাহিল হইবে একারন তাহারদের অনেক জন
৪ আইল বড় দূর হইতে। তাঁহার শিষ্যেরা পুত্যুত্তর করিল তাহাকে ওজাড়ে কোথায় রুটি পাব পরিতোষ
৫ করিতে এত লোকেরদিগকে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারদিগকে তোমারদের কত রুটি আছে
৬ তাহারা বলিল সাতটা। পরে তিনি লোকেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন মৃত্তিকাতে বসিতে ও সে সাতটা রুটি লইয়া সুব করিলেন ও ভাঙ্গিলেন ও দিলেন তাঁহার শিষ্যেরদিগকে তাহারদের সন্মুখে থোবনের জন্য এবং তাহারা থুইল তাহা লোকেরদের সন্মুখে।
৭ তাহারদের ও ছিল অল্প ক্ষুদ্র মৎস্য তাহাতে তিনি সুব করিয়া আজ্ঞা দিলেন তাহা ও সন্মুখে থুইতে
৮ অতএব তাহারা খাইয়া পরিতোষ হইল ও তারপর গুড়া গাঁড়া ভক্ষ কুড়াইল সাত চুপাড়ি পরিপূর্ন।
৯ যাহারা ভোজন করিয়া ছিল তাহারা হাজার চারেক পরে তিনি বিদায় করিলেন তাহারদিগকে।
১০ এবং ততক্ষনে তাঁহার শিষ্যেরদের সঙ্গে জাহাজে পুবেশ করিয়া ওত্তরিলেন দলমনুতার অঞ্চলে।
১১ তখন ফারিসিরা বাহিরে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেং চাহিল এক চিহ্ন স্বর্গ হইতে তাহাকে পরিক্ষা করিতে।
১২ তাহাতে তিনি তাঁহার আত্মায় বড় হুঙ্কার করিয়া

বলিলেন কিমার্থে এ পুরুষ চেষ্টা করে চিহ্ন সত্য
আমি বলি তোমারদিগকে কোন চিহ্ন দিতে হইবে না
১৩ এ পুরুষকে। পরে তিনি তাহারদিগকে ছাড়িয়া
গেলেন ও জাহাজ দিয়া পুনর্ব্বার পার হইলেন।
১৪ সে কালে তাহারা রুটি লইবার বিস্মৃতি হইল
তাহারদের সঙ্গে ও জাহাজে আছিল কেবল এক রুটি।
১৫ তখন তিনি এ আজ্ঞা করিলেন তাহারদিগকে সাবধান
১৬ ফারিসি ও হেরোদের খমির লইও না। এবং
তাহারা পরস্পর ভাবিতেং কহিল আমরা রুটি লইলাম
১৭ না সে কারন ইহা বলেন। য়েশু তাহা জানিয়া
বলিলেন তাহারদিগকে কিমার্থে ভাবনা কর রুটি না
লওনের বিষয় জ্ঞাত নহ বুঝ নহ তোমারদের অন্তঃ
১৮ করন এখন পর্য্যন্ত কঠীন তোমারদের চক্ষু থাকিতে
দেখ না তোমারদের কান থাকিতে শুন না ও তোমরা
১৯ মনে পাও না। যখন আমি ভঙ্গ করিলাম পাঁচটা
রুটি পাঁচ হাজার লোকের মধ্যে তখন কত চুপড়ি
ভাঙ্গা ভক্ষ কুড়াইলা তাহারা বলিল তাঁহাকে
২০ বারোটা। এবং যখন সাতটা চারি হাজারের
মধ্যে কত চুপড়ি ভাঙ্গা ভক্ষ কুড়াইলা তাহারা
২১ বলিল সাতটা। তখন তিনি বলিলেন তাহার
দিগকে তোমরা বুঝ না কেন।

২২ পরে তিনি বীতসীদায় উপনিৎ হইলে তাহারা
তাহার কাছে এক অন্ধ মানুষকে আনিয়া কাকুতি

২৩ করিল তাঁহাকে স্পর্শ করিবার কারন। তখন তিনি সে অন্ধ মানুষের হস্ত ধারন করিয়া লইলেন গ্রামের বাহিরে ও তাহার চক্ষে থেপ দিয়া ও তাহার ওপরে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাকে যদি
২৪ কিছু দেখিতে পাইল। সে দৃষ্টি করিয়া বলিল আমি দেখিতে পাই মানুষেরা বৃক্ষের ন্যায় গতি
২৫ করিতেং। তারপর তিনি পুনর্ব্বার তাহার চক্ষের ওপরে হাত দিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করাইলেন তাহাকে তাহাতে সে সুস্থ হইল ও সুন্দর দেখিল প্রতি জনকে।
২৬ অতঃপর তিনি বিদায় করিয়া দিলেন তাহাকে আপনার বাটীতে ও বলিলেন গ্রামে যাইও না ও গ্রামের কোন কাহাকে কহিও না।

২৭ পরে য়েশু ও তাহার শিষ্যেরা প্রস্থান করিল কাই সারিয়া ফিলিপি নগরে ও তিনি পথের মধ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার শিষ্যেরদিগকে বলিয়া আমি কেডা
২৮ মানুষেরা কে বলে আমাকে। তাহারা প্রত্যুত্তর করিল য়োহন ডুবা কিন্তু কতক লোক আলীহা ও আর
২৯ লোক বলে এক জন ভবিষ্যত বক্তা। তিনি বলিলেন তাহারদিগকে আমি কেডা তোমরা কে বল। তখন পিতর প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাঁহাকে তুমি
৩০ খ্রীষ্ট। পরে তিনি আজ্ঞা করিলেন তাহারদিগকে কাহাকে না কহিতে তাঁহার বিষয়।

৩১ তারপর তিনি তাহারদিগকে জানাইতে লাগিলেন যে মানুষের পুত্র অবশ্য অনেক দুঃখ খাইবেন এবং

প্রাচিন লোক ও প্রধান যাজক ও অধ্যাপকেতে
হেলন হইবেন ও হত্যা হইবেন ও তিন দিনের পরে
৩২ জীবন পাইবেন পুনর্ব্বার। তিনি প্রকাশ করিয়া কহিলেন
সে কথা অতএব পিতর তাহাকে লইয়া বিরক্ত
৩৩ করিতে লাগিল তখন তিনি ফিরিয়া ও তাহার শিষ্যের
দিগে দৃষ্টি করিয়া ধমকাইলেন পিতরকে বলিয়া
আমার পাছে যাও সয়তান তুমি ঈশ্বরের কার্য্য ভাল
না বসিতেছ কিন্তু মনুষ্যের।
৩৪ অতঃপরে তিনি লোক ও তাহার শিষ্যেরদিগকে
ডাকিয়া বলিলেন যে কেহ আসিতে চাহে আমার
পশ্চাৎ সে আপনার ইচ্ছা ত্যাগ করুক ও তাহার ক্রুস
৩৫ লইয়া আমার পশ্চাৎ বর্ত্তি হউক। একারন যে কেহ
আপনার প্রান রক্ষা করিতে চাহে সে তাহা হারাইবেক
কিন্তু যে কেহ হারায় তাহার প্রান আমার ও মঙ্গল
৩৬ সমাচারার্থে সেই রক্ষা করিবে তাহা একারন
মনুষ্যের কি প্রাপ্তি যদি পায় এ সকল জগত কিন্তু
৩৭ আপনার প্রান হারায় কিম্বা মনুষ্য কি দিবে তাহার
৩৮ প্রানের বদলে। অতএব যে কেহ লজ্জিৎ হয়
আমার ও আমার কথার বিষয় এ পরদারিক ও পাপিষ্ঠ
পুরুষে তাহার বিষয় ও মনুষ্যের পুত্র লজ্জিৎ হইবেন
যখন তিনি আসিবেন তাহার পিতার তেজের মধ্যে
পর্ব্ব ধর্ম্ম দূতের সহিৎ। তিনি ও বলিলেন তাহারদিগকে
৯ সত্য আমি বলি তোমারদিগকে যাহারা ডাণ্ডায় এ
স্থানে তাহারদের কতক লোক মৃত্যু চাকিবে না
ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন মর্দ্দানি হইয়া না দেখিলে।

২ তখন ছয় দিনের পরে য়েশু পিতর ও যাঁকুব ও য়োহনকে সঙ্গে লইয়া স্বতন্তর গমন করিলেন এক ওচ্চা পর্ব্বতের ওপরে। ও তাহার অন্য মূর্ত্তি হইল তাহার ৩ দের সন্মুখে তাহার পরিচ্ছদ ও হইল তেজস্কর অতি শুক্ল বর্ণ বরফের মত যেমন এ অবনির কোন ধোবা ৪ শুক্ল বর্ণ করিতে পারে না তাহা। আলীহা এবং মোশার দর্শন ও হইল তাহার সহিৎ কথা কহিতেং ৫ য়েশুর সঙ্গে। তখন পিতর প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল য়েশুকে প্রভু এ স্থানে থাকিতে আমারদের ভাল আমরা ও নির্ম্মান করি তিন তাম্বু একটা তোমার ৬ একটা মোশা ও একটা আলীহার কারন। সে ভয়ার্ত্ত হইয়া জানিল না কি বলিতে সেকারন এ কথা ৭ কহিল। তখন এক মেঘ ছাইল তাহারদিগকে ও মেঘ হইতে এক রব বাহির হইল বলিয়া এই আমার ৮ প্রিয় পুত্র অবধান কর তাহার বানী। সেক্ষনে তাহারা চর্তুদ্দিগে দৃষ্টি করিবা মাত্র কাহারো দর্শন ৯ পাইল না য়েশু বই আপনারদের সঙ্গে। তাঁহারা পর্ব্বত হইতে নামিলে তিনি আজ্ঞা করিলেন সে দর্শনীয় কাহাকে না কহিতে মনুষ্যের পুত্র মৃত্যু হইতে ১০ গাত্রোত্থান পর্য্যন্ত। অতএব তাহারা ধরিল সে কথা পরস্পর বাদানুবাদ করিতেং মৃত্যু হইতে ১১ গাত্রোত্থানের অর্থ কি তাহারা ও জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে বলিয়া অধ্যাপকেরা কেন বলে প্রথমে আলীহা ১২ অবশ্য আসিবে। তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে আলিহা প্রথমে আসিবে বটে ও শোধিন

করিবে সকলকে গুন্থিৎ ও হইয়াছে মনুষ্যের পুত্রের
১৩ বিষয় তিনি কেমন দুঃখ ও তুচ্ছ পাবেন কিন্তু আমি
বলি তোমারদিগকে আলীহা আসিয়াছে ও তাহারা
করিয়াছে তাহাকে যাহাং তাহারদের ইচ্ছা যেমন লেখা
১৪ হইয়াছে তাহার বিষয়। পরে তিনি তাহার শিষ্যের
দের নিকট আসিয়া দেখিলেন বড় মানব্য তাহারদের
চতুর্দ্দিকে এবং অধ্যাপকেরা বাদানুবাদ করিতেং
১৫ তাহারদের সঙ্গে। তত্ক্ষনে সকল লোকেরা
তাঁহাকে দেখিয়া অতি চমৎকৃত হইল ও তাহার স্থানে
১৬ দৌড়িয়া প্রনতি করিল তাঁহাকে। তখন তিনি
জিজ্ঞাসা করিলেন অধ্যাপকেরদিগকে তোমরা কি
১৭ চাহ তাহারদের ঠাঁই। সে মানব্যের এক জন প্রত্যু
ত্তর করিয়া বলিল মহাশয় আমি আনিয়াছি আমার
পুত্র তোমার স্থানে যাহাকে গোঙ্গা ভূৎ ধরিয়াছে
১৮ ও যেখানে ধরে তাহাকে সেখানে তাড়ায় তাহাকে
তাহাতে ফেনা ভাঙ্গে ও দন্তেং ঘর্শন করিয়া ক্ষিন হইয়া
যায় তাহা ও ছাড়াইয়া ফেলিতে কহিলাম তোমার
১৯ শিষ্যেরদিগকে কিন্তু তাহারা পারিল না। তিনি
প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন আরে ভক্তি হিন পুরুষ কত
কাল থাকিব তোমারদের সঙ্গে কত কাল ধৈর্য্য করিব
২০ তোমারদিগকে তাহাকে আমার ঠাঁই আন। তাহাতে
তাহারা তাঁহার স্থানে আনিল তাহাকে কিন্তুআত্মা
তাঁহাকে দেখিবা মাত্র তাড়াইল তাহাকে ও সে
মৃত্তিকায় পড়িয়া ফেনা ভাঙ্গিতেং গড়া গড়ি দিল।
২১ তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার পিতাকে কত

কাল এ মত হইয়া ছিল সে বলিল বালক কালাবধি।
২২ এবং তাহাকে নষ্ট করিতে পুনঃপুনঃ ফেলিয়াছে অগ্নি ও জলের মধ্যে। কিন্তু যদি কিছু করিতে পার
২৩ তবে দয়া করিয়া ওপকার কর আমারদিগকে। য়েশু বলিলেন তাহাকে যদি তুমি পুত্যয় করিতে পার তবে সকল কার্য্য তাহার সাধ্য যে পুত্যয় করে।
২৪ সে ছায়ালের পিতা নেত্র জল পড়িতেং চেঁচইয়া বলিল হে ঈশ্বর আমি পুত্যয় করি ওপকার কর আমার
২৫ অনাস্থাতে। য়েশু সকল লোক একত্তর দৌড়িতেং দেখিয়া ধমকাইলেন সে অপরিস্কার আত্মাকে ও বলিলেন তাহাকে হে গোঙ্গা ঠোসা আত্মা আমি আজ্ঞা করি তোমাকে বাহিরে আয় ওহা হইতে ও
২৬ আর কখন ওহাতে পুবেশ করিও না। তখন সে আত্মা বড় চিৎকার করিয়া ও তাহাকে তাড়ঙ্গাইয়া বাহিরে আইল তাহা হইতে তাহাতে সে হইল মৃত্যু মনুষ্যের ন্যায় এবং অনেকে কহিল সে মরিয়াছে।
২৭ কিন্তু য়েশু তাঁহার হস্ত ধারন করিয়া ওঠাইলেন তাহাকে তখন সে গাত্রোত্থান করিল।
২৮ তিনি ঘরে আসিয়া তাহার শিষ্যেরা গুপ্তে জিজ্ঞাসা করিল তাঁহাকে আমরা তাহা ছাড়াইতে
২৯ পারিলাম না কেন। তিনি বলিলেন তাহারদিগকে কামনা ও ওপবাস ব্যতিরেক এ পুকার কদাচ ছাড়ে না।

৩০ পরে তাহারা সেখান ছাড়িয়া গমন করিল

গালিলি দিয়া ও কাহাকে তাহা জানাইতে চাহিলেন না
৩১ একারন তিনি শিক্ষা করাইলেন ও বলিলেন তাঁহার শিষ্যেরদিগকে মনুষ্যের পুত্র গচ্ছিৎ হইবে মনুষ্যের হাতে ও তাহারা বধ করিবেক তাঁহাকে কিন্তু বধের
৩২ পরে তিনি উঠিবেন তৃতীয় দিনে। কিন্তু তাহারা বুঝিল না সে প্রসঙ্গ ও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ভীত হইল।

৩৩ পরে তিনি আইলেন কফরনহুমে এবং বাটীতে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারদিগকে তোমরা পথে
৩৪ কি বাদানুবাদ করিলা তাহারা পরস্পর বাদানুবাদ করিয়া ছিল তাহারদের কোন জন বড় সেকারন
৩৫ তাহারা নিরব হইল। পরে তিনি বসিয়া ডাকিলেন সে দ্বাদশকে ও বলিলেন যদি কোন কেহ প্রধান হইতে চাহে তবে সে হউক সকলের শেষ ও সকলের
৩৬ সেবক। তিনি ও এক বালককে লাইয়া বসাইলেন তাহারদের মধ্য স্থানে ও তাহাকে কোলে লইয়া
৩৭ বলিলেন তাহারদিগকে যে কেহ অতীথি করে এ মত এক শিশু আমার নামে সে অতীথি করে আমাকে ও যে কেহ অতীথি করে আমাকে সে অতীথি করে না আমাকে কেবল কিন্তু তাহাকে যিনি পাঠাইলেন আমাকে।

৩৮ তখন য়োহন তাহাকে প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল মহাশয় আমরা দেখিলাম এক জন ভূৎ ছাড়াইতেং তোমার নামে সে আমারদের সহিৎ নহে অতএব আমরা মানা করিলাম তাহাকে এজন্য আমারদের

৩৯ সহিৎ নহে। কিন্তু য়েশু বলিলেন মানা করিও না তাহাকে কেহ আমার নামে আশ্চর্য্য কাজ করিলে
৪০ স্বত্তর দুষ্ট বলিতে পারে না আমার বিষয়। একারন যে জন আমারদের বিপরিতে নহে সে আমারদের
৪১ পুক্ষে তোমরা খ্রীষ্টের পুক্ষে তাহা মনে করিয়া যদি কেহ দেয় তোমারদিগকে এক বাটী জল আমার নামে সাংরোদ্ধার আমি বলি তোমারদিগকে
৪২ সে হারাইবে না তাহার ফলোদয়। কিন্তু যদি কেহ হিংসা করে ইহারদের এক জন ক্ষুদ্র লোক যে প্রত্যয় করে আমার নামে তবে জাঁতা গলায় বন্দিয়া তাহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিলে হইত তাহার অধিক ভাগ্য।
৪৩ যদি তোমার হস্ত ও পাপি করায় তোমাকে তবে তাহা কাটিয়া ফেল ঠুঁটা যাইতে জীবনে তোমার ভাগ্য নরকে
৪৪ যাওন হইতে সে অনির্ব্বানানলে যেখানে কেঁচুয়া
৪৫ মরে না ও আনল নির্ব্বান হয় না। যদি তোমার পদ পাপি করায় তোমাকে তবে তাহা কাটিয়া ফেল খোঁড়া হইয়া প্রবেশ করিতে জীবনে দুই পদে নরকে
৪৬ যাওন হইতে ভাল সে অনির্ব্বানানলে যেখানে তাহারদের কিট মরে না ও আনল নির্ব্বান হয় না।
৪৭ যদি তোমার চক্ষু পাপি করায় তোমাকে তবে তাহা কাড়িয়া ফেল এক চক্ষে ঈশ্বরের রাজ্য প্রবেশ করিতে
৪৮ ভাল দুই চক্ষে নরকানলে পতন হইতে অধিক যেখানে তাহারদের কিট মরে না ও আনল নির্ব্বন হয় না।
৪৯ একারন প্রতি জন লুনি হইবে আগুন এবং প্রতি
৫০ বলিদান লবন দিয়া লুনিত হইবে। লবন ভাল কিন্তু

যদি লবান নিরাস্বাদু হয় তবে কি দিয়া লোনাইবা তাহা। আপনারদের মধ্যে লবন রাখ এবং নির্ব্বিরোধি থাক এক জন আর এক জনের সহিৎ।

পর্ব্ব ১০

তিনি সে স্থান ছাড়িয়া ওপস্থিৎ হইলেন য়িহোদা দেশের সীমায় য়িৰ্দনের ও পার তখন লোকেরা আরবার একত্তর হইল তাঁহার স্থানে ও তিনি তাহার ব্যবহারের মতে শিক্ষা করাইলেন তাহারদিগকে।
২ তৎকালে ফারিসি লোক আইল তাঁহার ঠাই ও পরিক্ষা করিবারে জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে মনুষ্য
৩ তাহার স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে কর্ত্তব্য। তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে মোশা কি আজ্ঞা করি
৪ লেন তোমারদিগকে। তাহারা বলিল মোশা অনুমতি করিলেন তাহাকে ত্যাগের লিখন দিলে ছাড়িয়া দিতে।
৫ য়েশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে তোমার দের অনুঃকরনের কাঠন্য কারন তিনি লিখিয়া দিলেন
৬ এ আজ্ঞা তোমারদিগকে কিন্তু সৃষ্টির আরম্ভ হইতে
৭ ঈশ্বর নির্ম্মান করিলেন তাহারদিগকে পুরুষ ও স্ত্রী এই জন্য মানুষ তাহার পিতা মাতা হইতে ভিন্ন হইবে ও
৮ বাস করিবে তাহার বধুর সহিৎ ও সে দুই জন হই বেক একাঙ্গ অতএব তাহারা ইহার পরে দুই নহে কিন্তু
৯ একাঙ্গ অতএব যাহা ঈশ্বর একত্তর সংযোগ করিয়াছেন তাহা কোন মনুষ্য অন্তর করুক না।
১০ পরে বাটীতে যাইয়া তাহার শিষ্যেরা সেই বিষয় আর

১১ বার জিজ্ঞাসা করিল তাঁহাকে। ও তিনি বলিলেন তাহারদিগকে যে কেহ তাহার স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া অন্য বিবাহ করে সে পরদার করে তাহার বিপরিতে
১২ মাইয়া মানুষ ও তাহার স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আর কাহার বরি হইলে করে ব্যভিচারি ক্রিয়া।

১৩ সে কালে তাহাকে স্পর্শ করনের জন্য তাহারা আনিল ছোট শিশুরদিগকে তাহার ঠাঁই কিন্তু তাহার শিষ্যেরা অনুযোগ করিল সে লোককে যাহারা আনিল
১৪ তাহারদিগকে এতদর্থে য়েশু তাহা দেখিয়া বেজার হই লেন ও বলিলেন তাহারদিগকে ছোট শিশুকে ছাড়িয়া
১৫ দেহ ও আমার স্থানে অসিতে বারন করিও না একারন এ প্রকার হইতে ঈশ্বরের রাজ্য। সত্য আমি বলি তোমারদিগকে যে কেহ গ্রহন করে না ঈশ্বরের রাজ্য
১৬ ছোট বালকের মত সে যাইতে পাইবেক না তাহাতে। পরে তিনি ক্রোড়ে করিয়া ও তাহারদের ওপরে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলনে।

১৭ পরে তিনি যাইতে২ এক জন দৌড়িয়া আইল ও হাঁটু গাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে হে ধর্ম্ম গুরু আমি কি করিব অনন্ত পরমায়ুর অধিকার
১৮ পাইতে। য়েশু বলিলেন তাহাকে আমাকে ধর্ম্ম বলিলা কেন এক বিনা কেহ ধর্ম্ম নহে তিনি ঈশ্বর।
১৯ আজ্ঞা জ্ঞাত হইয়াছ পরদার করিও না মহা প্রানি বধ করিও না চুরি করিও না মিথ্যা প্রমান দেহ না ভ্রান্তি জন্মাইও না সম্ভ্রম কর তোমার পিতা মাতাকে।
২০ সে প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাঁহাকে প্রভু এ সকল

২১ পালন করিয়াছি বালক কালাবধি। তখন য়েশু দৃষ্টি করিয়া প্রেম করিলেন তাহাকে ও বলিলেন আর এক কার্য্য বাঁকি তোমার সংস্থা বিক্রয় করিয়া বিতরন কর গরিব লোককে তবে ধন পাইবা স্বর্গে এবং আইস তোমার ক্রুস বহিতেং চল আমার সঙ্গে।
২২ সে জন ও প্রসঙ্গে ওৎকণ্ঠিৎ হইল ও মহা শোকিৎ হইয়া প্রস্থান করিল একারন তাহার আছিল বড় ধন।
২৩ তখন য়েশু চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন তাঁহার শিষ্যেরদিগকে ধনবান ঈশ্বরের রাজ্যে
২৪ প্রবেশ করিতে কেমন আয়াস। শিষ্যেরা তাহার কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইল। কিন্তু য়েশু পুনর্ব্বার প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে শিশুরাহে যাহারা ধনে বিশ্বাস করে তাহারা কেমন আয়াসে
২৫ প্রবেশ করিবে ভগবানের রাজ্যে। কাচি যাইতে শুচির ছিদ্র দিয়া সহজ ধনবান ঈশ্বরের
২৬ রাজ্যে প্রবেশ করন হইতে। তাহাতে তাহারা অতি চমকিৎ হইয়া বলিল পরস্পর তবে কেডা নিস্তার হইতে
২৭ পারে য়েশু তাহারদের ওপরে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন এই মনুষ্যের অসাধ্য কিন্তু ঈশ্বরের নহে একারন
২৮ সকল কর্ম্ম ঈশ্বরের সাধ্য। তখন পিতর তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিল দেখ আমরা সমস্ত ত্যাগ
২৯ করিয়া আসিয়াছি তোমার সহিৎ। য়েশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন সারোদ্ধার আমি বলি তোমারদিগকে কেহ নহে যে বাটী কিম্বা ভ্রাতা কিম্বা ভগিনী কিম্বা পিতা কিম্বা মাতা কিম্বা স্ত্রী কিম্বা শিশু কিম্বা ভূমিকে

৩০ ত্যাগ করিয়াছে আমার ও মঙ্গল সমাচারার্থে কিন্তু সে পাইবে এক শত গুন এখন এই কালে গৃহ ভ্রাতা ভগিনী মাতা শিশু ও ভূমি বিপক্ষতা সুদ্ধ এবং
৩১ আগত জগাতে অনন্ত পুমায়ু। কিন্তু অনেক প্রথম শেষ হইবেক ও শেষ প্রথম।

৩২ অতঃপরে তাহারা য়িরোশলমের পথে যাইতেং য়েশু হইলেন তাহারদের অগ্রগামি তখন তাহারা চমকিৎ হইল ও তাহার সহিৎ যাইতেং ভীত হইল। তিনি ও পুনর্ব্বার সে দ্বাদশকে লইয়া বলিতে লাগিলেন
৩৩ তাঁহার কি হইবে। দেখ আমরা যাই য়িরোশলমে এবং মনুষ্যের পুত্র গচ্ছিত হইবেন প্রধান যাজক ও অধ্যাপকেরদের ঠাঁই তাহারা ও আজ্ঞা দিবে তাঁহাকে মারিতে ও গচ্ছিত করিবে তাঁহাকে অন্য বর্ণের ঠাঁই
৩৪ তাহারা ও নিন্দা করিবে ও কোড়া মারিবে ও থেপ দিবে ও বধ করিবে তাহাকে পরে তৃতীয় দিনে গাত্রোত্থান করিবেন পুনর্ব্বার।

৩৫ তৎপরে জেবদির পুত্র যাঁকুব ও য়োহন তাহার স্থানে আসিয়া বলিল হে প্রভু আমরা এ নিবেদন করি তুমি কর আমারদের কারন যাহাং আমরা আকাঙ্খা
৩৬ করি। তিনি বলিলেন তাহারদিগকে তোমরা কি
৩৭ চাহ আমি কি করিব তোমারদের কারন। তাহারা বলিল তাহাকে দেহ আমারদিগকে বসিতে এক জন তোমার দক্ষিনে আর এক জন তোমার বামে তোমার তেজের মধ্যে। য়েশু বলিলেন তাহারদিগকে

তোমরা জান না কি চাহিতেছ পীতে পার সে বাটী হইতে যাহা আমি পান করি ও ডুবিৎ হইতে পার
৩৯ সে ডুবে যাহাতে আমি ডুবিৎ হই তাহারা বলিল তাঁহাকে আমরা পারি। য়েশু বলিলেন তাহারদিগকে তোমরা অবশ্য পীবা সে বাটীর যাহা আমি পান করি ও ডুবিৎ হইবা সে ডুবে
৪০ যাহাতে আমি ডুবিৎ হই কিন্তু আমার দক্ষিনে বামে বসিতে আমার দাতৃব্য নহে কিন্তু দিতে হবে তাহার
৪১ দিগকে যাহারদের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে। সে দশ জনেরা তাহা শুনিয়া বড় কষ্ট হইল যাঁকুব ও
৪২ যোহনের ওপর কিন্তু য়েশু তাহারদিগকে নিকট ডাকিয়া বলিলেন অন্য বর্ন্নের যাহারা কতৃত্ত করে তাহারা শাসন করে তাহারদিগকে ও বড় লোক
৪৩ সাওকাড়ি ফুলায় তাহারদের ওপরে। কিন্তু তোমার দের এই গতি হইবে না একারন তোমারদের যে কেহ
৪৪ বড় হইতে চাহে সে হওক তোমারদের সেবক ও যে কেহ অতি প্রধান হইতে চাহে সে হওক সকলের দাস
৪৫ একারন মনুষ্যের পুত্র আইলেন না সেবা লইতে কিন্তু সেবা করিতে ও তাহার জীবন দিতে অনেকের
৪৬ মুক্তের কারন। তাহারা ওপনিৎ হইল য়িরিখোতে। এবং তিনি ও তাহার শিষ্যেরা ও বড় মানষ্য য়িরিখো ছাড়িয়া প্রস্থান করিতেং টিমায়ের পুত্র টিমায় অন্ধ ভিক্ষা মাঙ্গিতেং বসিল পথের পার্শে।
৪৭ এবং য়েশু নাজরেন সেখান দিয়া গমনের কথা শুনিয়া চেঁচাইতে লাগিল হে দাওদের সন্তান য়েশু

৪৮ কৃপা কর আমাকে। তখন অনেকে আজ্ঞা করিল চুপ করাইতে তাহাকে কিন্তু সে আর চেঁচাইতেং বলিল
৪৯ হে দাওদের সন্তান কৃপা কর আমাকে। তখন য়েশু স্থকিত রহিয়া আজ্ঞা করিলেন ডাকিতে তাহাকে। অতএব তাহারা ডাকিল সে অন্ধ মনুষ্যকে বলিয়া ভাবনা করিও না ওঠ তিনি ডাকিতেছেন তোমাকে।
৫০ তাহাতে সে তাহার পরিচ্ছদ ফেলিয়া এবং ওঠিয়া
৫১ আইল য়েশুর নিকট। য়েশু ওত্তর করিয়া বলিলেন তাহাকে কি চাহ আমি কি করিব তোমাকে সে অন্ধ মনুষ্য বলিল ঈশ্বর আমি দৃষ্টি পাইতে চাহি।
৫২ য়েশু বলিলেন তাহাকে যাও তোমার ভক্তি পরিত্রান করিয়াছে তোমাকে। তত্ক্ষনে সে তাহার দৃষ্টি পাইয়া গেল পন্থে য়েশুর সহিত।

পর্ব্ব ১১ তাহারা য়িরোশলমের নিকট তাহা বীতফাজ ও বীতানিয়ায় জীত বৃক্ষ পর্ব্বতের সান্নিধ্য ওত্তরিয়া তিনি অগ্রে পাঠাইলেন তাহার দুই জন শিষ্যকে
২ ও বলিলেন তাহারদিগকে তোমারদের সন্মুখে সে নগরে যাও ও তাহাতে প্রবেশ করিবা মাত্র পাইবা এক টা বান্ধা বাছুর যাহার ওপরে মনুষ্য কখনা বৈসে
৩ নাই তাহাকে ছাড়িয়া আন যদি কেহ বলে তোমারদিগকে তোমরা এ কার্য্য কর কেন তবে বলিও ঈশ্বরের আবশ্যক আছে তাহাকে এবং তত্ক্ষনে
৪ তাহা পাঠাইয়া দিবে এখনে। তাহারা যাইয়া পাইল সে বাছুর বন্ধিত দ্বারের বাহিরে এক স্থানে

যেখানে দুই পথের মিলন তখন তাহারা ছাড়িয়া দেয়
৫ তাহাকে। তৎকালে তাহারদের কেহ যে
তাওাইয়া ছিল সে স্থানে বলিল তাহারদিগকে কি কর
৬ তোমরা বাচুর ছাড়িয়া দিতেছ কেন। তাহারা
বলিল তাহাকে যে মত যেশু আজ্ঞা করিয়া ছিলেন
৭ অতএব সে যাইতে দিল তাহাকে। পরে
তাহারা আনিল সে বাচুর যেশুর ঠাঁই ও তাহার
দের পরিচ্ছদ তাহার ওপরে দিয়া তিনি বসিলেন
৮ তাহাতে। তখন অনেকে তাহারদের পরিচ্ছদ
পাতিল পথে ও অন্যে লোক বৃক্ষের ডাল কাটিয়া
৯ ছড়াইল পথে ও তাহার অগ্রে ও পশ্চাৎ গামি
চেঁচাইয়া বলিল হোশানা ধন্য সে জন যিনি আইসেন
১০ ঈশ্বরের নামে ধন্য আমারদের পিতা দাওদের রাজ্য
যাহা আসিতেছে ঈশ্বরের নামে মহা হোশানা।
১১ পরে যেশু যিরোশলমে ওত্তরিয়া গেলেন ঈশ্বরের
ঘরে এবং বৈকাল হইলে ও তিনি চতুর্দ্দিকে সকলে
দৃষ্টি করিয়া প্রস্থান করিলেন সে দ্বাদশের সঙ্গে
বীতানিযায়।

১২ পর দিন তাহারা বীতানিয়া হইতে আসিতেং তিনি
১৩ ক্ষুধিত হইলেন ও দূরে তিনি এক পত্র পূর্ন ডুম্বুর
বৃক্ষ দেখিয়া আইলেন জানিবার জন্য তাহার কিছু
ফল কি না। তাহার নিকট যাইয়া কিছু পাইলেন না
১৪ কেবল পত্র একারন পাড়ন কাল তখন নহে। যেশু
প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহাকে ইহার পরে কেহ

কখন খাওক না তোমার ফল। ও তাহার শিষ্যেরা তাহা শুনিল।

১৫ পরে তাহারা আইল য়িরোশলমে ও য়েশু মন্দিরে যাইয়া তাড়িতে লাগিলেন তাহারদিগকে যাহারা ক্রয় বিক্রয় করিল তাহার মধ্যে ও বনিকেরদের মেজ ও ১৬ ঘুঘু বিক্রয় কর্ত্তারদের আসন গুল্টিয়া ফেলাইলেন ও কাহাকে দিলেন না কোন পাত্র বহিতে মন্দির দিয়া। ১৭ এবং তিনি শিক্ষাইয়া বলিলেন তাহারদিগকে ইহা লিপি নহে আমার ঘর কামনার ঘর খ্যাত হইবে সকল বর্ণের মধ্যে কিন্তু তোমরা তাহা করিয়াছ ১৮ চোরের খাদ। তখন অধ্যাপক ও প্রধান যাজক তাহা শুনিয়া অনুসন্ধান করিল তাহাকে কেমনে নষ্ট করিতে সমস্ত লোকেরা চমৎকৃত হইল তাহার হিত শুনিয়া সে কারন অতি ভয় করিল তাহাকে। ১৯ পরে বৈকাল হইলে তিনি সহর হইতে প্রস্থান করিলেন।

২০ প্রাতে তাহারা গমন করিতেং দেখিল সে ডুম্বুর ২১ বৃক্ষ সুকাইয়া গেল সিকড় সুদ্ধ। তখন পিতর স্মৃতি করিয়া বলিলেন তাহাকে প্রভু হে দেখ সে ডুম্বুর বৃক্ষ যাহা তুমি সাঁপ দিয়াছ তাহা সুকাইয়া ২২ গিয়াছে। য়েশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহার ২৩ দিগকে ভক্তি কর ঈশ্বরে একারন সত্য আমি বলি তোমারদিগকে যে কেহ বলিবেক এ পর্ব্বতকে লড়িয়া যাও পতনহ সমুদ্রে সে জনের মনে যদি সন্দেহ

নহে কিন্তু প্রত্যয় করে যাহা বলে তাহা হইবেক তবে
২৪ যা বলে তাহা পাইবেক। অতএব আমি বলি
তোমারদিগকে যাহা তোমরা আকাঙ্খা কর কামনা
২৫ করিতে২ তাহা পাইতে আস্থা করিয়া পাইবা। ও
যখন তোমরা কামনা করিতে২ তাহাও তখন মাফ কর
যদি তোমারদের কিছু আছে কোন কাহার বিপরিতে
তোমারদের পিতা ও তোমারদের ঘাইট মাফ করিবার
২৬ কারন। কিন্তু যদি তোমরা মাফ না কর তবে
তোমারদের পিতা যিনি স্বর্গে তোমারদের ঘাইট মাফ
করিবেন না।

২৭ তাহারা ও পুনর্ব্বার আইল যিরোশলমে এবং
মন্দিরে বেড়াইতে২ প্রধান যাজক ও অধ্যাপক ও
২৮ প্রাচিন লোকেরা আইল তাহার নিকট ও বলিল
তাহাকে কি পরাক্রমে করিয়াছ এ সকল কার্য্য ও
কেডা দিল তোমাকে পরাক্রম এ সকল কার্য্য করিতে।
২৯ য়েশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগেকে আমি ও
জিজ্ঞাসা করিব তোমারদিগকে এক কথা প্রত্যুত্তর কর
আমাকে তারপর আমি ও বলিব তোমারদিগকে কি
৩০ পরাক্রমে করি এ কার্য্য য়োহনের ডুব স্বর্গ হইতে
৩১ কি মনুষ্য হইতে প্রত্যুত্তর কর আমাকে। তখন
তাহারা আপন২ মধ্যে মন্ত্রনা করিয়া বলিল যদি
আমরা কহি স্বর্গ হইতে তবে সে বলিবে তোমারা
৩২ কেন প্রত্যয় করিলা না তাহাকে কিন্তু যদি আমরা

কহি মনুষ্য হইতে তাহারা ভয় করিল লোকের দিগকে একারন সকল লোকেরা য়োহনকে নিতান্ত
৩৩ ভবিষ্যত বক্তা গননা করিল। অতএব তাহারা প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল য়েশুকে আমরা বলিতে পারি না। য়েশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে আমি ও বলি না তোমারদিগকে কি পরাক্রমে করি এ সকল কার্য্য।

পর্ব্ব ১২

পরে তিনি হিৎ উপদেশ কহিতে লাগিলেন তাহার দিগকে। এক জন করিল দ্রাক্ষা ক্ষেত্র ও তাহার চতুর্দ্দিকে বেড়া দিল ও দ্রাক্ষা চাপের খাদ করিল ও গড় গাঁথিল ও তাহা প্রজারদিগকে ভাড়া দিয়া প্রস্থান
২ করিল দূর দেশে। এবং কাল হইয়া এক চাকর পাঠাইল রাইয়ত লোকেরদের নিকট দ্রাক্ষা ফল লইবার
৩ জন্য সে রাইয়ত লোকের ঠাঁই। কিন্তু তাহারা তাহাকে ধরিয়া প্রহার করিল ও কষ্য হাতে বিদায়
৪ করিল। পুনর্ব্বার তিনি তাহারদের নিকট পাঠাইলেন আর এক চাকর এবং তাহারা তাহাকে পাথর মারিল ও লজ্জান্বিত ব্যবহার করিয়া বিদায় দিল।
৫ পুনর্ব্বার তিনি আর এক জনকে পাঠাইলেন ও তাহারা বধ করিল তাহাকে এবং আকং অনেককে কাহাকে
৬ প্রহার করিয়া ও কাহাকে বধ করিয়া। তাহার এক অতি প্রিয় পুত্র ব্যক্তি ছিল অতএব তাহাকে ও পাঠাইলেন সকলের শেষে বলিয়া তাহারা সনমান
৭ করিবে আমার পুত্রকে। কিন্তু সে প্রজারা যুক্তি

করিয়া বলিল এই অধিকারি আইস আমরা বধ করি
৮ ইহাকে তাহাতে অধিকার হবে আমারদের। তখন
তাহারা যাইয়া বধ করিল তাহাকে ও ফেলিল তাহাকে
৯ দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের বাহিরে। অতএব সে দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের
কর্ত্তা কি করিবেন তাহারদিগকে। তিনি আসিয়া
নাস করিবেন সে প্রজা লোকেরদিগকে ও দ্রাক্ষা
১০ ক্ষেত্র দিবেন অন্য লোককে। তোমরা পাঠ কর
নাই এ লিখন যে প্রস্তর রাজেরা তুচ্ছ করিল তাহা
১১ হইয়াছে কোনের প্রধান এই ঈশ্বরের ক্রিয়া এবং
১২ অতি আশ্চর্য্য আমারদের দৃষ্টে। তখন তাহারা
ধরিতে চেষ্টা করিল তাহাকে কিন্তু লোকেরদিগকে
ভয় করিল একারন তাহারা জানিল যে তিনি বলিয়া
ছিলেন এ উপদেশ তাহারদের বিপরিতে এবং
তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া প্রস্থান করিল।
১৩ তারপর তাহারা কতক লোক ফারিসি ও হেরোদিয়া
১৪ পাঠাইল তাহার কথা ধরা করিতে। তাহারা
আসিয়া বলিল তাঁহাকে মহাশয় তুমি সত্য ও কোন
কাহাকে মান না একারন তুমি মুখাবলোকন না
করিতেছ মানুষেরদিগকে কিন্তু সত্য শিক্ষা করাইতেছ
ঈশ্বরের পথ তাহা আমরা জানি কাইসরকে খাজানা
১৫ দিতে কর্ত্তব্য কি না আমরা দিব কি না দিব। কিন্তু
তিনি তাহারদের কাল্পনিকতা জ্ঞাত হইয়া বলিলেন
কিমার্থে পরিক্ষা করিতেছ আমাকে একটা শুকা
১৬ আমার এখানে আন দেখিবারে। তাহারা তাহা
আনিল তখন তিনি বলিলেন তাহারদিগকে এ কাহার

চোবি ও ওপরে লেখা। তাহারা বলিল তাঁহাকে
১৭ কাইসরের। য়েশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে কাইসরকে দেহ কাইসরের ও ঈশ্বরকে ঈশ্বরের। তখন তাহারা চমকিৎ হইল তাহার কথাতে।
১৮ শাদুকিরা বলে পুনরুত্থান নাই তখন তাহারা তাহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল তাঁহাকে বলিয়া
১৯ মহাশয় মোশা লিখিলেন আমারদিগকে যদি কোন মনুষ্যের ভ্রাতা মরে তাহার বধু অপুত্রক হইয়া তবে তাহার ভ্রাতা বিবাহ করিতে পারে তাহার বধূকে ও
২০ তাহার ভ্রাতার বংশ উৎপন্ন করে। পূর্ব্বে ছিল সাত ভ্রাতারা এবং প্রথম ভ্রাতা বিবাহ করিলে নিঃ
২১ সন্তানে মরিয়া গেল। পরে দ্বিতীয় ভ্রাতা ও তাহাকে বিবাহ করিলে নিঃসন্তানে মরিল সে মত ও
২২ তৃতীয় ভ্রাতা সে সাত ভ্রাতারা তাহাকে বিবাহ করিয়া নিঃসন্তান হইল সকলের শেষে সে নারী ও
২৩ মরিল। অতএব পুনরুত্থানে যখন তাহারা গাত্রোত্থান করিবেক তখন সে কাহার বধু হইবেক
২৪ একারন সে ছিল সাত জনের জায়া। য়েশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে তোমরা জান না ধর্ম্ম পুস্তক কিম্বা ঈশ্বরের পরাক্রম সে কারন চুক কর
২৫ নহ তোমরা। একারন যখন তাহারা পুন উঠিবে মৃত্যু হইতে তখন তাহারা বিবাহ করিবে না বিবাহ দিবে না কিন্তু হবে দূতেরদের মত যাহারা স্বর্গে।
২৬ কিন্তু মৃত্যুর বিষয় যে তাহারা উঠিবে মোশার পুস্তকে

পাঠ না করিয়াছ তোমরা কিমতে ঝাড়ের মধ্যে ঈশ্বর এ কথা কহিলেন তাহাকে আমি আবরহামের ও
২৭ য়িজহাক ও যাঁকুবের ঈশ্বর তিনি মৃত্যুর ঈশ্বর নহেন কিন্তু জীবতের অতএব তোমরা চুক কর।
২৮ তারপর এক জন অধ্যাপক আইল ও তাহারদের কথা বার্ত্তা শুনিয়া এবং বুঝিয়া যে তিনি সুন্দর প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিল
২৯ তাহাকে কোন আজ্ঞা সকলের প্রথম। য়েশু প্রত্যুত্তর করিলেন সকল আজ্ঞার প্রথম এই শুনরে য়িশরাল য়িহুহা আমারদের ঈশ্বর আছেন এক প্রভু
৩০ এবং প্রেম কর য়িহুহা তোমার ঈশ্বরকে তোমার সমস্ত অন্তঃকরন ও প্রান ও মন ও বল দিয়া। এই
৩১ প্রথম আজ্ঞা। ও দ্বিতীয় সে মত প্রেম কর তোমার প্রতিবাসিকে আপনার তুল্য। আর কোন আজ্ঞা
৩২ ইহা হইতে বড় নাই। সে অধ্যাপক বলিল তাহাকে ভাল মহাশয় তুমি সত্য কহিয়াছ একারন
৩৩ এক ঈশ্বর আছেন তাহার বিনা অন্য কেহ নহে এবং তাহাকে প্রেম করিতে সমস্ত অন্তঃকরন ও সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত প্রান ও সমস্ত বল দিয়া প্রতিবাসিকে ও প্রেম করিতে আপনার তুল্য এ সকল আহুতি ও বলিদান
৩৪ হইতে ভাল। য়েশু এ তাহার প্রত্যুত্তর বিলক্ষন দেখিয়া বলিলেন তাহাকে তুমি ঈশ্বরের রাজ্য হইতে দূর নহে। তৎপরে কোন কেহ হেম্মতি ছিল না কিছু জিজ্ঞাসা করিতে তাহাকে।
৩৫ য়েশু মন্দিরে শিক্ষা করাইতেং উত্তর করিয়া বলিলেন

অধ্যাপকেরা কেমন বলে খ্রীষ্ট দাঊদের সন্তান।
৩৬ একারন দাঊদ আপনি কহিলেন ধর্ম্মাত্মা করনক
য়িহুহা কহিলেন আমার ঈশ্বরকে বৈস আমার
দক্ষিনে যাবৎ পর্য্যন্ত আমি করি তোমার সত্রুর
৩৭ দিগকে তোমার পদাসন। অতএব দাঊদ আপনি
তাঁহাকে ঈশ্বর বলিলে তিনি তাহার পুত্র কেমনে
এবং ইতর লোক হরিষ মনে শুনিল তাহার
কথা।

৩৮ তিনি ও হিত করিতে২ বলিলেন তাহারদিগকে সাব
ধান হও অধ্যাপক হইতে যাহারা দীর্ঘ পরিচ্ছদে যাইতে
৩৯ চাহে ও বাজারে নমস্কার চাহে ও প্রধান আসন চাহে
৪০ সিনাগোগে ও নিমন্ত্রন স্থলে যাহারা নষ্ট করে
বিধবার ঘর ও নিদর্শনের কারন দীর্ঘ কামনা করে।
ইহারা পাইবে অতি বড় নরক জন্ত্রনা।

৪১ পরে য়েশু ভাণ্ডারের সন্মুখে বসিয়া দেখিলেন কি
মত লোকেরা দান করিতে২ ছিল ভাণ্ডারে অনেক
৪২ ধনবান ও বিস্তারিত ফেলিল তাহাতে কিন্তু এক
কাঙ্গাল বিধবা আসিয়া ফেলিল তাহাতে দুই পন কড়ি
৪৩ তাহা অর্দ্ধ আনা। তখন তিনি তাহার শিষ্যের
দিগকে ডাকিয়া বলিলেন সারোদ্ধার আমি বলি
তোমারদিগকে এ কাঙ্গাল বিধবা দিয়াছে সকল
৪৪ হইতে অধিক যাহারা ফেলিয়াছে ভাণ্ডারে একারন
এ সকলে দিয়াছে ভাণ্ডারে তাহারদের বিস্তারিত ধন
হইতে কিন্তু সে তাহার তন্নাস্তি হইতে দিয়াছে তাহার
সকল গুজরান।

পর্ব্ব ১৩ পরে তিনি মন্দির হইতে যাইতেং তাহার শিষ্যের দের এক জন বলিল তাঁহাকে প্রভু এ কেমন প্রস্তর ও
২ কি প্রকার গঠন। যেশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাঁহাকে দেখিতেছ তুমি এ বড় গঠন এক পাথর আর
৩ পাথরের ওপরে নির্ভঞ্জন থাকিবেক না। তিনি জিত বৃক্ষ পর্ব্বতের ওপর মন্দিরের সম্মুখে বসিলে পিতর ও যাঁকুব ও য়োহন ও আন্দ্রু গুপ্তে জিজ্ঞাস্যা
৪ করিল তাঁহাকে কহ আমারদিগকে এ সমস্ত কখন
৫ হইবে ও এ সকল হইবার চিহ্ন কি। যেশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিতে লাগিলেন তাহারদিগকে সাবধান কেহ ভ্রান্তি জন্মায় না তোমারদিগকে যেন।
৬ একারণ অনেক আসিবে আমার নামে বলিতেং
৭ আমি খ্রীষ্ট ও ভ্রান্তি জন্মাইবে অনেককে। কিন্তু তোমরা রনের সমাচার শুনিয়া ব্যস্তিৎ হইও না একারন এ সকলের আবশ্যক আছে কিন্তু শেষ তখন
৮ নহে। বর্ন্ন ওঠিবে বর্ন্নের বিপরিতে ও রাজ্য রাজ্যের বিপরিতে স্থানেং ও ভূমীকম্প ও মন্বন্তর ও কলরব হইবেক এ সকল হইবে দুঃখের আরম্ভ।
৯ কিন্তু সাবধান হও একারন তাহারা তোমারদিগকে গচ্ছিত করিবে সভাতে ও সিনাগগে মারি খাইবা তোমরা ও আনয়ন হইবা অধ্যক্ষ এবং রাজার সাখ্যাৎ আমারার্থে স্বাক্ষী হইবার জন্য তাহারদের
১০ বিপরিতে। ইহার পূর্ব্বে ও মঙ্গল সমাচার ঢেরা
১১ দিতে হইবেক সকল বর্ন্নের মধ্যে। কিন্তু যখন তাহারা আনিয়া গচ্ছিৎ করে তোমারদিগকে তখন

চিন্তিৎ হইও না কিং বলিতে আগে ও চাওর করিও না কিন্তু যাহা দাতৃব্য হয় তোমারদিগকে সেইক্ষনে তাহা কহ একারন যাহা কহে তাহা তোমরা নহে
১২ কিন্তু ধর্ম্মাত্মা। ভ্রাতা ভ্রাতাকে গচ্ছিৎ করিবেক বধের কারন ও পিতা পুত্রকে শিশুগান ও উঠিবেক পিতা মাতার বিপরিতে বধ করাইতে তাহারদিগকে।
১৩ এবং তোমরা আমার নামেরার্থে সকল মনুষ্যের ঘৃন্নিৎ হইবা। কিন্তু যে জন সহে শেষ পর্য্যন্ত সেই ত্রান পাইবেক।
১৪ সে সর্ব্বনাস করনের ঘৃন্নিৎ বস্তু যাহার বিষয় দানিএল ভবিষ্যত বক্তা কহিলেন তাহা অনোচিৎ স্থানে থাকা দেখিয়া যে জন পাঠ করে সে বুঝুক তখন যে কেহ থাকে য়িহোদা দেশে সে পলাউক পর্ব্বতে
১৫ ও যে জন ঘরের ছাটের উপর সে ঘরে না নামুক ও তাহাতে প্রবেশ করুক না কোন বস্তু লইতে যাহা
১৬ থাকে ঘরে যে জন ক্ষেত্রে আছে সে ও তাহার
১৭ পরিচ্ছদ লইতে ফিরাউক না। কিন্তু সন্তাপ তাহার দের যাহারা গর্ব্ভবতী ও যাহারা বালককে স্তন পান
১৮ করায় সে দিনে। তোমরা ও কামনা কর তোমার
১৯ দের পলান শীত কালে যেমন না হয় একারন সে দিনে বড় ক্লেশ হইবে যেন তাহার মত কখন নাই সৃষ্টির আরম্ভ হইতে যাহা ঈশ্বর সৃজন করিলেন এ
২০ সময় পর্য্যন্ত ও হবে না কদাচ। ঈশ্বর ও সে কাল খাটো না করিলে কোন কাহার ত্রান হইতে পারিত না কিন্তু মননিতেরার্থে যাহারদিগকে তিনি

পচন্দ্ করিয়া ছিলেন তিনি যাহটো করিয়াছেন সে দিন।
২১ এবং যদি কেহ বলে তোমারদিগকে দেখ২ খ্রীষ্ট
২২ এখানে কি ওখানে তবে প্রত্যয় করিও না একারন
মিথ্যা খ্রীষ্ট ও মিথ্যা ভবিষ্যত বক্তারা ওৎপন্ন হইবে
ও দেখাইবে চিহ্ন ও আশ্চর্য্য কর্ম্ম কপট করিতে
২৩ মনোনিতেরদিগকে যদি সাধ্য। কিন্তু সাবধান তোমরা
আমি পুর্ব্বে কহিয়াছি তোমারদিগকে এ সমস্ত কথা।
২৪ কিন্তু সে দিনের ব্যামহের পরে সূর্য্য অন্ধকারাকৃত
২৫ হইবেক চন্দ্র ও দীপ্তি দিবে না স্বর্গের তারা পড়িবে
২৬ ও স্বর্গের সকল পরাক্রম লড়িবে তখন তাহারা
দেখিবে মনুষ্যের পুত্র মেঘে আসিতে২ মহা পরাক্রম
২৭ ও তেজ সাতে করিয়া। তৎকালে তিনি তাহার
দুতেরদিগকে পাঠাইয়া একত্তর করিবেন তাহার
মনোনিতকে চত্তুর্দ্দিগ হইতে পৃথিবীর অন্ত হইতে স্বর্গের
২৮ অন্ত পর্য্যন্ত। এখন শিক্ষ ডুম্বুর গাছের এক
ওপদেশ যখন তাহার ডাল কোমল ও পত্র মুঞ্জরে
২৯ তখন তোমরা জান বসন্ত কাল সন্নিকট এ মত এ
সকল কার্য্য বর্ত্তমান দেখিয়া জ্ঞাত হও যে তাহা নিকট
৩০ দ্বারের কাছেই। সত্য আমি বলি তোমারদিগকে
এ পুরুষ বহিবে না এ সকল প্রত্যক্ষ না হইলে।
৩১ স্বর্গ ও পৃথিবী বহিয়া যাবে কিন্তু আমার কথা বহিয়া
যাবে না।

৩২ কিন্তু সে দিন ও সে দণ্ডের বিষয় কেহ জানে না
স্বর্গের দূত কিম্বা পুত্র ও নহে কিন্তু পিতা কেবল।

৩৩ সাবধান হও চৌকি রাখ এবং কামনা কর একারন
৩৪ তোমরা জান না কখন সে সময় হয় যেমন কেহ যে দূর দেশে যাত্রা করিবারে ছাড়িল তাহার ঘর ও শাসনের পরাক্রম দিলেন তাহার দাসেরদিগকে ও প্রতি জনকে তাহার নিজ কার্য্য এবং আজ্ঞা দিলেন
৩৫ দ্বারিকে চৌকি দিতে। অতএব চৌকি রাখ একারন তোমরা জান না বাটীর প্রভু কখন আইসেন বৈকালে কিম্বা দুই প্রহর রাত্রে কিম্বা কুক্কুড়া বাঁকে কিম্বা প্রাতে
৩৬ কি জানি আচানক আসিয়া নিদ্রিত পাইবেন তোমার
৩৭ দিগকে। যা আমি বলি তোমারদিগকে তা আমি কহি সকলেরদিগকে চৌকি রাখ।

পর্ব্ব ১৪ দুই দিবার পরে পেশাঁক্ক ও বেখমির রুটির পর্ব্ব হইল তখন প্রধান যাজক ও অধ্যাপকেরা অন্যাসন করিল কেমনে কপট করিয়া তাহাকে ধরিলে বধ
২ করিতে পারিত। কিন্তু তাহারা বলিল নিমন্ত্রন দিনে
৩ নহে নতুবা লোকেরদের কলরব হইবে। তৎকালে বীতানিয়ায় শীমন পাখর গৃহস্থের বাটীতে হইয়া তিনি ভোজনে বসিলে এক মাইয়া মনুষ্য আনিল সেত প্রস্তরের এক কৌটা বহু মুল্য জটামাংসী তৈল পূরিত ও কৌটা ভাঙ্গিয়া দিল তাঁহার মাথায়।
৪ কিন্তু কতক লোক অন্তরে অতুষ্টিৎ হইয়া বলিল এ
৫ তৈলের অপচয় করিলি কেন একারন তাহা তিন শত শুকায় বিক্রায় করিলে দিতে পারিত দারিদ্র লোককে এতদর্থে তাহারা কচ২ করিল তাহার

৬ বিপরিতে। কিন্তু য়েশু বলিলেন কিছু বলিও না
তাহাকে কেন দুঃখ দিতেছ তাহাকে সে ভাল কার্য্য
৭ করিয়াছে আমার ওপরে। একারন দারিদ্র লোক
তোমারদের সঙ্গে সদাকাল ও তোমারদের ইচ্ছা হইয়া
কোন কালে ভাল কর্ম্ম করিতে পার তাহারদিগকে
৮ কিন্তু আমি সদাকাল নহি তোমারদের সঙ্গে। সে
যাহা পারিল তাহা করিয়াছে সে পূর্ব্বে আসিয়াছে
আমার সরীর মর্দ্দন করিতে কবরে শয়নের কারন।
৯ নিশ্চয় আমি বলি তোমারদিগকে সমস্ত জগতে যে
কোন স্থানে এ মঙ্গল সমাচার চেড়ি দিতে হয় সে
স্থানে ও এ কার্য্য যাহা সে করিয়াছে কহিতে হইবে
তাহার স্মরনার্থে।

১০ তখন য়িহোদা স্করিওটী দ্বাদশের এক জন গেল
প্রধান যাজকেরদের স্থানে তাহাকে সমর্পিৎ করিবারে
১১ তাহারদের হাতে। তাহারা তাহা শুনিয়া অহ্লাদিৎ
হইল এবং অঙ্গিকার করিল তাহাকে টাকা দিতে
তাহাতে সে অনুসন্ধান করিল কেমন সমর্পিৎ করিতে
তাহাকে।

১২ তখন বেখমির রুটির প্রথম দিনে যখন তাহারা
পেশাক্কের মেষ মারিল তখন তাঁহার শিষ্যেরা বলিল
তাঁহাকে কি তোমার ইচ্ছা আমরা কোথায় যাইয়া প্রস্তুত
১৩ করিব তোমার পেশাক্ক খাওনের কারন। তাহাতে
তিনি দুই জন শিষ্যকে পাঠাইয়া বলিলেন সহরে যাও
ও সেখানে এক মনুষ্যের দেখা হইবে তোমারদের

সাতে যে জলের এক কলসি বহে তাহার সঙ্গি যাও
১৪ যে স্থানে সে যায় তোমরা বলিও বাটীর কর্ত্তাকে
গুরু বলেন নিমন্ত্রনের শালা কোথায় যাহাতে আমি
পেশাক্ষ ভোজন করিব আমার শিষ্যেবদের সহিৎ।
১৫ তখন সেই দেখাইবে তোমারদিগকে এক বড় উপরে
দালান সাজান ও প্রস্তুত সে স্থানে পাক কর আমারদের
১৬ কারন। অতএব শিষ্যেরা প্রস্থান করিয়া গেল
নগরে ও পাইল যেমন তিনি বলিয়া ছিলেন তাহার
দিগকে ও তাহারা প্রস্তুত করিল পেশাক্ষ।
১৭ সায়ং কালে তিনি আইলেন দ্বাদশের সহিৎ।
১৮ তখন ভোজন করিতে বসিলে যেশু বলিলেন তাহার
শিষ্যেরদিগকে সত্য আমি বলি তোমারদিগকে তোমা
রদের এক জন যে ভোজন করিতেছে আমার সঙ্গে
১৯ দুর্গাচিৎ করিবে আমাকে ইহাতে তাহারা ব্যাকুল হইয়া
বলিতে লাগিল একে২ সে আমি পরে আর এক
২০ জন বলিল সে আমি। তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া
বলিলেন তাহারদিগকে যে দ্বাদশ জন পাত্রে হাত
২১ ডুবায় আমার সঙ্গি তাহারদের এক জন মনুষ্যের পুত্র
যান যে মত লিপি আছে তাঁহার বিষয় কিন্তু সন্তাপ
সে মনুষ্যকে যে গাচ্চিৎ করে মনুষ্যের পুত্রকে সে
লোকের ভাল হইত যদি কখন না জন্মিত।
২২ তাহারদের ভোজন কালে যেশু রুটি লইলেন ও
আশীর্ব্বাদ করিয়া ভাঙ্গিলেন তাহা ও তাহারদিগকে
২৩ দিয়া বলিলেন লও খাও এ আমার সরীর। তিনি
ও বাটী লইলেন ও স্তব করিয়া দিলেন তাহারদিগকে

২৪ এবং তাহারা সমস্তে পান করিল তাহা। তিনিও বলিলেন তাহারদিগাকে এ আমার নুতন বন্দবস্তের
২৫ রক্ত যাহা পাত হইয়াছে অনেকের কারন। সত্য আমি বলি তোমারদিগাকে আমি আর পীব না দ্রাক্ষা ফলের রস সে দিন পর্য্যন্ত যাহাতে তাহা নুতন পীব তোমারদের সঙ্গে ঈশ্বরের রাজ্যে।

২৬ পরে তাহারা এক গীত গাইয়া গেল জিত বৃক্ষ পর্ব্বতে।
২৭ য়েশু বলিলেন তাহারদিগাকে এ রাত্রে তোমরা সকল বাধায় পড়িবা আমার কারন ইহাতে লিপি আছে আমি মারিব মেষের রক্ষক ও পালের মেষ ছিন্ন ভিন্ন
২৮ হইবেক কিন্তু আমার ওঠনের পরে যাইব তোমার
২৯ দের অগ্রে গালিলিতে। পিতর বলিল তাঁহাকে যদি সমস্তে পতন হয় তথাচ আমি এ মত হইব না।
৩০ যেশু বলিলেন তাহাকে নিশ্চয় আমি বলি তোমাকে অদ্যাই দুইবার কুক্কুড়া বাঁকের পূর্ব্বে তুমি তিন বার
৩১ হেয়জ্ঞান করিবা আমাকে। কিন্তু সে আর২ শক্ত কথা কহিল যদ্যপি আমি মরি তোমার সঙ্গে তত্রাপি কোন কালে হেয়জ্ঞান করিব না তোমাকে। তাহারা সকলে এই মত কহিল।

৩২ পরে তাহারা এক স্থানে আইলে তাহার নাম গেদসিমন তিনি বলিলেন তাহার শিষ্যেরদিগাকে
৩৩ এইখানে বৈস যাবৎ আমি কামনা করি। তখন তিনি পিতর ও যাঁকুব ও য়োহনকে সহিৎ লইয়া অতি দুঃখান্বিত ও অনুঃকরনে বড় ভারি হইতে লাগিলেন।

৩৪ ও বলিলেন তাহারদিগকে আমার প্রান অতি ব্যাকুল আছে মৃত্যুর ন্যায় তোমরা এ স্থানে থাকিয়া চৌকি
৩৫ দেহ। পরে কিছু অগ্রে গেলে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া কায়না করিলেন সে দণ্ড বহিয়া যাইবার তাহা হইতে
৩৬ যদি সাধ্য। ও তিনি বলিলেন আবা পিতাহে সকল কার্য্য তোমার সাধ্য লইয়া যাও এ বাটী আমা হইতে কিন্তু আমার ইচ্ছা নহে তোমার
৩৭ ইচ্ছা হওক। পরে তিনি আসিয়া নিদ্রিত পাইলেন তাহারদিগকে তাহাতে পিতরকে বলিলেন শীমন নিদ্রিত হইয়াছ চৌকি দিতে পারিলা না এক দণ্ড।
৩৮ চৌকি দিও এবং পরিক্ষায় না পড়নের কারন কায়না কর আত্মা প্রস্তুত সে সত্য কিন্তু সরীর দুর্ব্বল।
৩৯ পুনর্ব্বার তিনি প্রস্থান করিয়া কায়না করিতে২ বলিলেন
৪০ সেই কথা। তাহারদের চক্ষু ঢুলু ঢুলু হইল সেকারন তিনি পুনর্ব্বার আসিয়া পাইলেন তাহারদিগকে নিদ্রিত তাহারা ও জানিল না কি প্রত্যুত্তর করিতে তাঁহাকে।
৪১ অতঃপরে তিনি তৃতীয় বার আসিয়া বলিলেন তাহার দিগকে নিদ্রিত হইয়া থাক ও বিশ্রাম কর এই প্রচুর সে দণ্ড বর্ত্তমান হইয়াছে দেখ মনুষ্যের পুত্র গচ্ছিৎ
৪২ হইয়াছেন পাপি লোকের হস্তে। ওঠ আমরা যাই দেখ যে জন গচ্ছিৎ করিবে আমাকে সেই নিকট।

৪৩ তিনি সে কথা কহিতে২ দ্বাদশের এক জন আইল তাহার নাম য়িহোদা ও তাহার সঙ্গে অতি মানব্য প্রধান যাজক ও অধ্যাপক ও প্রাচিন লোক হইতে

৪৪ তলোয়ার ও তণ্ড হাতে করিয়া। তখন যে জন গচ্ছিৎ করিল তাঁহকে সে দিল চিহ্ন তাহারদিগকে বলিয়া যাহাকে আমি চুম্বন করি সেই তিনি ধরিয়া সাব
৪৫ ধানে লইয়া যাও তাহাকে। সে জন ওত্তরিয়া দ্রুত গেল তাঁহার কাছে ওহে প্রভু কহিয়া চুম্বন করিল
৪৬ তাহাকে। তখন তাহারা হাতে ধরিল তাঁহাকে।
৪৭ তখন এক জন যে ডাণ্ডাইল তাহার নিকট তলোয়ার খুলিয়া মারিল প্রধান যাজকের এক দাস ও তাহার
৪৮ কর্ন্ন কাটিয়া ফেলিল তাহাতে য়েশু ওত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে তোমরা আসিয়াছ চোর ধরনের মত তলোয়ার ও তণ্ড হাতে করিয়া ধরিতে আমাকে
৪৯ আমি তোমারদের সঙ্গে মন্দিরে দিন বদিন শিক্ষা করাইতে২ হইয়া তোমরা ধরিলা না আমাকে কিন্তু
৫০ ধর্ম্ম পুস্তক অবশ্য প্রত্যক্ষ হইবে। তখন সকলেই
৫১ তাঁহাকে ছাড়িয়া পলাইল। এক যুবা মনুষ্য তাহার ওলঙ্গ গাত্রে কাপড় দিয়া আইল তাঁহার সহিৎ তখন
৫২ যুবারা ধরিল তাঁহাকে। কিন্তু সেই সে কাপড় ছাড়িয়া ওলঙ্গ পলাইল তাহারদিগ হইতে।

৫৩ তৎপরে তাহারা লইয়া গেল য়েশুকে প্রধান যাজকের স্থানে ও সমস্ত প্রধান যাজক ও প্রাচিন লোক
৫৪ ও অধ্যাপক সভা হইল। সে কালে দূরে২ পিতর তাহার পশ্চাৎ বর্ত্তি হইল প্রধান যাজকের অট্টালিকায় ও দাসেরদের সঙ্গে বসিয়া আগুন পোহাইল।
৫৫ তখন প্রধান যাজকেরা ও সমস্ত সভা য়েশুর বিপরিতে

সাক্ষী অন্যাসন করিল তাহাকে হত্যা করিবার জন্য
৫৬ কিন্তু পাইল না। অনেকে মিথ্যা প্রমান দিল তাঁহার
অনহিতে সে সত্য কিন্তু তাহারদের প্রমান মিলিল না।
৫৭ শেষে কেহ মিথ্যা সাক্ষী উঠিয়া তাঁহার বিপরিতে বলিল
৫৮ আমরা শুনিলাম তাহার এ কথা আমি এ হস্তে গাঁথা
মন্দিরকে ভাঙ্গিয়া তিন দিনের মধ্যে গাঁথিব আর
৫৯ একেকে অহস্তে গাঁথা। কিন্তু এ মতে ও তাহারদের
৬০ প্রমান মিলিল না। তখন প্রধান যাজক মধ্য খানে
খাড়া হইয়া জিজ্ঞাসা করিল য়েশুকে বলিয়া কিছু
প্রত্যুত্তর না করিতেছ ইহারা কি প্রমান দেয় তোমার
৬১ বিপরিতে। কিন্তু তিনি চুপ করিয়া কিছু প্রত্যুত্তর
করিলেন না পুনর্ব্বার প্রধান যাজক জিজ্ঞাসা করিয়া
৬২ বলিল তাহাকে তুমি খ্রীষ্ট সুখধরের পুত্র কি না। য়েশু
বলেন আমি তাহা তামরা ও দেখিবা মানুষের পুত্রকে
পরাক্রমের দক্ষিন দিগে বসিয়া ও আসিতেং স্বর্গের
৬৩ মেঘারোহন করিয়া। তখন প্রধান যাজক তাহার
পরিচ্ছদ ফাড়িয়া বলিল আমারদের আর সাক্ষী
৬৪ আবশ্যক কি তোমরা শুনিয়াছ সে পাষণ্ড কথা
কি বিচার কর তোমরা তাহারা সকলে বলিল তাহার
৬৫ মৃত্যু যোগ্য অপরাধি অছে। এবং কতক লোক
তাহাকে থুক দিতে ও মুখ ঢাকিতে ও কিল মারিতে ও
বলিতে লাগিল ভবিষ্যত বাক্য কহ দাস লোক ও
থাবড়া মারিল তাহাকে।

৬৬ সে কালে পিতর অট্টালিকার নিচে বসিল তখন
৬৭ প্রধান যাজকের এক দাস সেখানে আসিয়া ও পিতরকে

আগুন পোহাইতেং দেখিয়া বলিল তুমি ছিল য়েশু
৬৮ নাজরেনের সঙ্গে। কিন্তু সে হেয়জ্ঞান করিয়া
বলিল আমি জানি না ও বুঝ না তুমি কি কহিতেছ।
৬৯ অতঃপরে পিঁড়ায় যাইয়া কুক্কুড়া বাঁক দিল। পুনর্ব্বার
এক দাসী তাহাকে দেখিয়া কহিতে লাগিল সে লোকেরে
যাহারা নিকট ডাণ্ডাইল এই তাহারদের এক জন।
৭০ তাহাতে সে হেয়জ্ঞান করিল পুনর্ব্বার। কিছু কাল
পরে ও যাহারা নিকটে ডাণ্ডাইল তাহারা পুনর্ব্বার
পিতরকে বলিল অবশ্য তুমি তাহারদের এক জন
একারন তুমি এক গালিলী ও তোমার ভাষা তাহারদের
৭১ মত। কিন্তু সে সাঁপ দিতে এবং কিরা করিতে
লাগিল বলিয়া আমি জানি না এ মনুষ্যকে যাহার
৭২ বিষয় তোমরা কহ। তখন দ্বিতীয় বার কুক্কুড়া
বাঁক দিল। পিতর ও সে কথা মনে করিল যাহা
য়েশু বলিয়া ছিলেন তাহাকে কুক্কুড়া দুই বার বাঁকের
পূর্ব্বে তুমি তিন বার হেয়জ্ঞান করিবা আমাকে।
সে ও তাহা মনে করিয়া ক্রন্দন করিল।

পর্ব্ব ১৫

প্রাতঃকাল হইলে প্রধান যাজক ও প্রাচিন ও
অধ্যাপকেরা সকল সভা হইয়া পরামর্শ করিল ও
য়েশুকে বন্দ করিয়া লইয়া গেল ও পীলাতের গছিতে
২ দিল। তখন পীলাত জিজ্ঞাসা করিল তাঁহাকে
তুমি য়িহোদীরদের রাজা তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া
৩ কহিলেন তাহাকে তুমি বলিয়াছ। প্রধান যাজকেরা

ও অনেক ওল্লানা করিল তাঁহাকে কিন্তু তিনি কিছুই
৪ প্রত্যুত্তর করিলেন না। পীলাত জিজ্ঞাসা করিল
তাঁহাকে পুনর্ব্বার বলিয়া তুমি কিছু প্রত্যুত্তর না
করিতেছ দেখ তাহারা কত প্রমাণ দিতেছে তোমার
৫ বিপরিতে। কিন্তু য়েশু তখন কিছুই প্রত্যুত্তর
করিলেন না ইহাতে পীলাত অতি চমৎকৃত হইল।
৬ সে পর্ব্বের ব্যবহার ছিল খালাস করিতে
তাহারদিগকে এক বন্দিত যাহাকে তাহারদের ইচ্ছা।
৭ তৎকালে এক জন ছিল তাহার নাম বারাব্বা সে
কএদে ছিল তাহারদের সহিৎ যাহারা হঙ্গাম করিয়া
৮ ছিল ও হঙ্গাম করিতেং খুন করিয়া ছিল। অতএব
মানব্য চেঁচাইয়া দরখাস্ত করিতে লাগিল তাহা
করিতে যাহা সদাই করিয়া ছিল তাহারদিগকে।
৯ কিন্তু পীলাত প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহারদিগকে
তোমারদের ইচ্ছা যে আমি খালাস করিয়া দেই
১০ য়িহোদীয়দের রাজা তোমারদিগকে একারন সে
জানিল প্রধান যাজক সমর্পিত করিয়া ছিল তাঁহাকে
১১ দ্বেশের নিমিত্ত। কিন্তু প্রধান যাজকেরা
মুটাইল লোকেরদিগকে বারাব্বার খালাস চাহিতে।
১২ পীলাত পুনর্ব্বার প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহার
দিগকে তবে কি করিব তাহাকে যে তোমরা
১৩ বল য়িহোদীয়দের রাজা। পুনর্ব্বার তাহারা
চেঁচাইয়া বলিল শূলায়ায় খুন কর তাহাকে!
১৪ তখন পীলাত বলিল তাহারদিগকে কেন তাহার
কি দোষ। কিন্তু তাহারা আর বিস্তারিত চেঁচাইল

১৫ ক্রুসে খুন কর তাহাকে। অতএব পীলাত লোকেরদের তুষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া বারাব্বাকে খালাস করিয়া দিল তাহারদিগকে ও য়েশুকে কোড়া মারিয়া গচ্ছিত করিল ক্রুসে খুনের জন্য।——

১৬ তখন শেনা লোক লইয়া গেল তাহাকে প্রেতোরিয়ম দালানে ও ডাকিয়া একত্তর করিল সমস্ত শেনা।
১৭ পরে তাহারা বাগুনায় কাপড় পড়াইল তাহাকে ও
১৮ কাণ্টার মুকুট বুনিয়া দিল তাহার মাথায় ও তাহাকে প্রনতি করিতে লাগিল নমস্কার২ য়িহোদীরদের রাজা।
১৯ তাহারা ও নলের বাড়ি মারিল তাহার মাথায় ও চেপ দিল তাহার গায়ে ও তাহারদের হাঁটু
২০ গাড়িয়া ভজনা করিল তাহাকে। পরে তাহাকে নিন্দা করিলে কাড়িয়া লইল সে বাগুনীয়া কাপড় ও আপনার পরিচ্ছদ দিল তাহার গায়ে তারপর ক্রুসে
২১ খুনের জন্য বাহির করিল তাহাকে। এক জন কিরীনি তাহার নাম শীমন আলেক্সান্দ্র ও রুফসের পিতা গ্রাম হইতে আসিতে২ তাহারা জোর করিয়া ক্রুস বহিতে দিল।——

২২ এবং তাহারা আনিল তাহাকে গল্গতা স্থানে তাহার
২৩ অর্থ খুলির স্থান পরে তাহারা পীতে দিল তাহাকে দ্রাক্ষ রস মিশাইয়া মরের সহিৎ কিন্তু তিনি লইলেন
২৪ না তাহা। তাহারা ও তাহাকে ক্রুসের ওপর টাঙ্গাইয়া ভাগ করিল তাহার পরিচ্ছদ গুলি বাঁট করিয়া
২৫ প্রতি জনের কি হবে। এক প্রহর বেলা তাহারা

২৬ ক্রুসে টাঙ্গাইল তাহাকে। এবং ওর্দ্ধানা পত্র
২৭ ওপরে লেখা ছিল এই য়িহোদীরদের রাজা। তাহার
সঙ্গে ও তাহারা ক্রুসে টাঙ্গাইল দুই চোর এক জন
২৮ দক্ষিনদিগে আর এক জন তাহার বামে। তাহাতে
২৯ গ্রন্থ প্রত্যক্ষ হইল যাহা বলে তিনি ব্যবস্থা বহির্ভূ
তেরদের সঙ্গে গননা হইলেন। যাহারা সেখান
দিয়া গেল তাহারা বিদ্রুপ করিল ও মাথা নয়াইতেং
বলিল তুই যে মন্দিরকে ভাঙ্গিয়া গাঁথিতে পারিস
৩০ তিন দিনের মধ্যে আপনাকে ওদ্ধার করিয়া নামিস
৩১ ক্রুস হইতে। সেই মত ও প্রধান যাজক ও
অধ্যাপকেরা নিন্দা করিতেং বলিল পরস্পর অন্যকে
৩২ ত্রান করিল আপনাকে ত্রান করিতে পারে না খ্রীষ্ট
য়িশরালের রাজা এখন নামিয়া আইসুক ক্রুস হইতে
তাহা দেখিয়া প্রত্যয় করিব। যাহারা ক্রুসে
টাঙ্গা হইল তাহার সঙ্গে তাহারা ও নিন্দা করিল
৩৩ তাঁহাকে। তৎকালে দুই প্রহর দিনে অন্ধকার
৩৪ হইল সমস্ত পৃথিবীতে তিন প্রহর পর্য্যন্ত। তিন প্রহরের
সময় য়েশু চিৎকার করিয়া বলিলেন আলোহিং
লামা শ্বাবাখ্থনি তাহার অর্থ হে আমার ঈশ্বর আমার
৩৫ ঈশ্বর কিমার্থে ছাড়িয়া দিয়াছ আমাকে। কতক
লোক যাহারা নিকট ডাণ্ডাইল ইহা শুনিয়া বলিল
৩৬ দেখ সে ডাকে আলীহাকে। তখন তাহারদের
এক জন দৌড়িয়া স্পঞ্জ সিরকা পূর্ন করিল ও তাহা
নলের আগায় বান্দাইয়া পীতে দিল তাঁহাকে আরং

বলিল থাক আমরা দেখি আলীহা আসিবেন তাহাকে
নামাইতে কি না।

৩৭ য়েশু আরবার চেঁচাইয়া প্রান ত্যাগ করিলেন।
৩৮ তখন মন্দিরের পরদা চিড়িয়া দুইখান হইল ঊর্দ্ধ
৩৯ হইতে অধঃ পর্য্যন্ত। সে এক শত শেনার পতি ও
যে তাওাইল তাহার সন্মুখে যখন দেখিয়া ছিল যে এ
মত কিৎকার করিয়া প্রান ত্যাগ করিলেন তখন বলিল
৪০ নিতান্ত এই মনুষ্য হইল ঈশ্বরের পুত্র। কতক স্ত্রী
লোক ও দুরে থাকিল দেখিতে২ তাহারদের মধ্যে
মারিয়া মাগ্দলেন ও ছোট যাঁকুব ও য়োশের মাতা
৪১ মারিয়া ও শলোমে যাহারা ও তাহার সহিৎ
গালিলিতে হইয়া করিল তাহার সেবা আর
অনেক নারী ও যাহারা ছিল তাহার সহিৎ
য়িরোশলমে।

৪২ তারপর সন্ধ্যা হইলে আয়োজন কালে তাহা
৪৩ শাবতের পূর্ব্ব দিবস রামার যুসফ এক জন বড়
সম্ভ্রান্ত মন্ত্রি যে ও আসান্বিত হইল ঈশ্বরের রাজ্যের
কারন সে আসিয়া নির্ভয় গেল পীলাতের স্থানে ও
৪৪ ভিক্ষা করিল য়েশুর শরীর। পীলাতের আশ্চর্য্য হইল
যদি এখন মরিতেন অতএব সে এক শত শেনার
পতিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে কতক্ষনে
৪৫ মরিয়া ছিলেন। তখন তাহা এক শত শেনার
৪৬ পতির মুখে জ্ঞাত হইয়া শরীর দিল যুসফকে। সে
মেহি কাপড় কিনিয়া ও তাহাকে নামাইয়া জড়াইল
কাপড়ের মধ্যে ও শোয়াইল তাহাকে এক কবরে

যাহা খোদিয়া ছিল পাথরে ও পাথর গড়াইয়া
৪৭ দিল কবরের দ্বারে। মারিয়া মাগ্দলেন ও মারিয়া যোশের মাতা চাহিয়া দেখিল যেখানে তাহাকে থুইল।

পর্ব্ব ১৬ তখন শাবত গত হইলে মারিয়া মাগ্দলেন ও যাঁকুবের মাতা মারিয়া ও শলোমি সুগন্ধ মিঠা মসালা ক্রয় করিয়া ছিল তাহাকে যাইয়া মাখাইবার কারন।
২ সপ্তার প্রথম দিনে প্রত্যুশয় তাহারা কবরে আইল
৩ সুর্য্যোদয়ের সময়। তখন তাহারা পরস্পর বলিল কেডা পাথর গড়াইবে কবরের দ্বার হইতে আমারদের
৪ কারন। তাহা অতি বৃদ্ধ কিন্তু তাহারা দৃষ্টি করিয়া
৫ দেখিল সে পাথর তখন গড়াইয়া গেল। সে কালে তাহারা কবরে প্রবেশ করিয়া দেখিল এক যুবা পুরুষ বসিয়া দক্ষিন দিগে দীর্ঘ শুক্ল বর্ন্ন পরিচ্ছদে
৬ তাহাতে তাহারা ভয়ান্বিত হইল কিন্তু সে বলিল তাহারদিগকে ভয়ান্বিত হইও না তোমরা অন্যাষন করিতেছ যেশু নাজরেনকে যিনি ক্রুসে মুন হইলেন তিনি ওঠিয়াছেন তিনি এখানে নহেন দেখ
৭ সে স্থান যাহাতে তাহারা শোয়াইল তাহাকে। কিন্তু প্রস্থান কর এ কথা কহ তাহার শিষ্যেরদিগকে ও পিতরকে তিনি গালিলিতে যাইতেছেন তোমারদের আগে সে স্থানে তাহার দেখা পাইবা যে মত তিনি
৮ কহিলেন তোমারদিগকে। তাহারা তাহাতে শীঘ্র গতি প্রস্থান করিয়া পলাইল কবর হইতে একারন

তাহারা কম্পিৎ ও চমৎকৃত হইল। তাহারা ও কোন মনুষ্যকে কিছু কহিল না একারন তাহারা ভীত হইল।

৯ সপ্তার প্রথম দিবার প্রাতে য়েশু গাত্রোত্থান করিয়া প্রথম দেখা দিলেন মারিয়া মাগ্দলেনকে যাহা হইতে
১০ ছাড়াইয়া ছিলেন সাত ভূৎ। সে যাইয়া কহিল তাহারদিগকে যাহারা শোকিৎ হইয়া ও ক্রন্দন
১১ করিতে২ ছিল তাঁহার সাতে। তাহারা যখন শুনিতে পাইয়া ছিল যে তিনি জীবৎ ও দর্শন দিয়া ছিলেন তাহাকে তখন প্রত্যয় করিল না।
১২ ইহার পর তাহারদের আর দুই জন ক্ষেত্রে বেড়াইতে২ তিনি অন্য মূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন তাহার
১৩ দিগকে। তাহারা ও যাইয়া কহিল তাহা বক্রির দিগকে তথাচ তাহারা প্রত্যয় করিল না তাহারদিগকে।
১৪ তাহার পর সে একাদশ ভোজনে বসিলে তিনি দর্শন দিয়া বিরক্ত করিলেন তাহারদিগকে তাহারদের অনাস্থা ও অন্তঃকরনের কাঠন্যতার কারন এ হেতু তাহারা আস্থা করিল না তাহারদিগকে যাহারা
১৫ তাঁহাকে দেখিয়া ছিল ওঠনের পরে। এবং বলিলেন তাহারদিগকে যাও সমস্ত জগত দিয়া ও মঙ্গল
১৬ সমাচার চেড়ি দেহ সমস্ত সৃষ্টির শ্রবনে। যে জন প্রত্যয় করিয়া ডুবিত হয় সে ত্রান পাইবেক কিন্তু যে
১৭ আস্থা করে না সে আকল্পনারকি হইবেক। যাহারা আস্থা করে তাহারদের এই চিহ্ন হইবে আমার নামে তাহারা ভূৎ ছাড়াইয়া ফেলিবেক তাহারা কহিবে

নূতন ভাষায় তাহারা সর্প ধরিয়া তুলিবে ও কোন
১৮ বিষ পান করিলে তাহারদের হিংসা হবেক না
তাহারা ও পীড়িতের ওপরে হাত দিলে তাহারা
সুস্থ হবেক।

১৯ তখন প্রভু তাহারদের শ্রবনে এ কথা কহিয়া লয়া
২০ গিলেন স্বর্গে ও বসিলেন ঈশ্বরের দক্ষিনে। তখন
তাহারা যাইয়া চেতি দিল প্রতি স্থানে ঈশ্বর কর্ম্ম
করিতেং তাহারদের সঙ্গে ও কথা স্থির করিতেং
পশ্চাৎ চিহ্ন দিয়া। আমেন।

মঙ্গল সমাচার লূকের রচিত

১ প্রথম পর্ব্ব

১ অনেক লোক প্রকাশ করিতে লাগিয়াছে সে প্রশঙ্গ যাহা নিঃসন্দেহ প্রত্যয় হইল আমারদের মধ্যে
২ যেমনে২ গাঁথুত হইল আমারদিগকে যে হইলাম প্রত্যক্ষ
৩ সাক্ষী ও বাক্য বক্তা সেবক আমি ও সে সকল প্রজ্ঞাত হইলে প্রথম অবধি মনে বাঞ্ছা করিলাম তোমাকে সারি২ লিখিতে তেয়ফিলস মহা মহিমহে
৪ তোমার নিঃসন্দেহ জানিবার কারন সে সকল কথা যাহাতে তোমার হিত হইয়া ছিল।

৫ য়িহোদা দেশের হেরোদ রাজার কালে ছিল আবীহার পালার এক জন যাজক তাহার নাম তথরীহা তাহার ভার্য্যা ও আহারনের সন্তান তাহার নাম
৬ আলিশেবাঁ। তাহারা ও দুই জন সাধু ঈশ্বরের গোচরে নির্দ্দোষি চলিতে২ য়িহুহার আজ্ঞা ও
৭ ব্যবস্থায়। তাহারদের অপত্য নহে একারন আলিশেবাঁ
৮ বন্ধ্যা হইল তাহারা ও দুই জন বৃদ্ধা। তাহার
৯ পালার যাজকতা কার্য্য করিতে২ ঈশ্বরের সাক্ষাত যাজকতা কার্য্যের ব্যবহারেরানুযায়ি তাহার কার্য্য ছিল

১০ সুগন্ধ পোড়াইতে য়িহুহার মন্দিরে। তৎকালে লোকের সকল মণ্ডলি বাহিরে ছিল প্রার্থনা করিতে২
১১ সুগন্ধের কালে। তখন য়িহুহার এক দূত দেখা দিল তাহাকে সুগন্ধের কুণ্ডের নিকট ডাণ্ডাইয়া।
১২ জখরীহা তাহাকে দেখিয়া ভাবনা করিল ও ত্রাস
১৩ পড়িল তাহার ওপর। কিন্তু সে দূত বলিল ভয় না জখরীহারে তোমার নিবেদন শুনা গিয়াছে ও তোমার আলিশেবাঁ বধু পুত্র প্রসব হইবে তুমি ও তাহার নাম
১৪ রাখিবা য়োহন। তোমার হইবে আনন্দ ও আহ্লাদ
১৫ তুমি ও বহু হৃষ্ট হইবা তাহার জন্ম কালে। একারন সে হইবে বড় য়িহুহার গোচরে এবং দ্রাক্ষা রস কিম্বা সুরা পান করিবে না কিন্তু হইবে ধর্ম্মাত্মা পূর্ন্নিত
১৬ তাহার মাতার গর্ব্ভাবধি। য়িশরালের সন্তানের অনেক লোককে ও ফিরাইবে য়িহুহা তাহারদের
১৭ ঈশ্বরের প্রেম্বে। একারন আলীহার আত্মা ও পরাক্রমে যাইবে তাহার অগ্রে২ পিতারদের হৃদয় ফিরাইতে অনত্যেরদের প্রেম্বে ও অনাজ্ঞাবর্ত্তিরদের হৃদয় পুকৃতার্থিকেরদের জ্ঞানেরদিগে লোককে প্রস্তুত
১৮ করিতে য়িহুহার কারন। তখন জখরীহা বলিল দূতকে আমি কেমন করিয়া ইহা জানিব একারন
১৯ আমি জীর্ন মানুষ ও আমার বধু বহু বৃদ্ধা। তখন সে দূত প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল আমি গাব্রিএল যে ডাণ্ডাই ঈশ্বরের সাখ্যাৎ ও প্রেরিত হইয়াছি এ মঙ্গল
২০ সমাচার কহিতে তোমাকে। তুমি ও হইবা গোঙ্গা ও তোমার কহিবার শক্তি নহে এ সকল কথার প্রত্যক্ষ

দিন পর্য্যন্ত আমার কথা প্রত্যয় না করনের কারন
২১ যাহা ওচিৎ কালে প্রত্যক্ষ হইবে। লোক জখরীয়ার
কারন অপিক্ষা করিতেং চমকিৎ হইল তাহার এত
২২ গৌনের জন্য মন্দিরে। পরে সে বাহির হইয়া কথা
কহিতে পারিল না তাহারদিগকে অতএব তাহারা
বুঝিল যে সে দেখিয়া ছিল দর্শনীয় মন্দিরে সে ও
২৩ হাত চারিয়া নিঃশব্দ রহিল। তারপর তাহার সেবা
২৪ করনের দিন পূর্ন হইলে আপনার আলয়ে গেল। এ
দিনের পরে তাহার আলিশেবাঁ বধু গর্ব্ভবতি হইলে
২৫ লুকাইয়া থাকিল পাঁচ মাস কহিয়া এমন ঈশ্বর
করিয়াছেন আমাকে সে দিনে যাহাতে দেখিলেন
আমাকে আমার লজ্জা খণ্ডিতে যাহা আছে মানুষের
মধ্যে।

২৬ পরে ষষ্ঠম মাসে গাব্রিএল দূত প্রেরিৎ হইল
ঈশ্বর হইতে গালিলির এক নগরে তাহার নাম
২৭ নাজরেত এক কন্যার স্থানে যে বাগ্দত্তা হইল
দাওদের বংশের এক জনকে তাহার নাম যূসফ সে
২৮ কন্যার নাম মারিয়া। দূত তাহার স্থানে প্রবেশ
করিয়া বলিল হে তুমি বহু অনুগ্রহী জয় তোমার
য়িহহা আছেন তোমার সহিৎ নারীগনের মধ্যে বর
২৯ প্রাপ্য তুমি। সে তাহাকে দেখিলে চিন্তা করিতে
লাগিল তাহার বাক্যে ও বিবেচনা করিল এ কি প্রকার
৩০ নমস্কার। সে দূত বলিল তাহাকে ভয় না মারিয়া
৩১ তো একারন অনুগ্রহ পাইয়াছ ঈশ্বরের স্থানে দেখ
তুমি গর্ব্ভবতি হইয়া পুত্র প্রসব হইবা তাহার নাম

৩২ রাখিবা য়েশু। তিনি হইবেন মহৎ ও সর্ব্বাধ্যক্ষের পুত্র বিখ্যাত হইবে য়িহুহা ঈশ্বর দিবেন তাহার পিতা
৩৩ দাওদের সিংহাসন তাহাকে তিনি ও সদাকাল কর্তৃত্ব করিবেন য়াকুবের বংশের ওপর ও তাহার
৩৪ রাজ্যের অন্ত হইবে না। কিন্তু মারিয়া বলিল দূতকে আমি পুরুষকে জানি না সে কারন এ কেমন
৩৫ হইবে। সে দূত প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল ধর্ম্মাত্মা আসিবে তোমার ওপর ও সর্ব্বাধ্যক্ষের পরাক্রম ছায়াইবে তোমাকে অতএব যে ধর্ম্ম জন্ম হইবে তোমার ওদরে তাহা বলিতে হইবে ঈশ্বরের
৩৬ পুত্র। দেখ তোমার আলিশেবা জ্ঞাতি ও পুত্র গর্ব্ভস্থা হইয়াছে তাহার বৃদ্ধ কালে এ ও তাহার
৩৭ ষষ্ঠম মাস যে বন্ধ্যা কহা গেল। একারন কোন
৩৮ কার্য্য ঈশ্বরের অসাধ্য নহে। পরে মারিয়া বলিল দেখ য়িহুহার দাসী যেমন তোমার কথা তেমন হওক আমার গতি। তখন দূত তাহাকে ছাড়িয়া গেল।

৩৯ সে কালে মারিয়া শীঘ্র ওঠীয়া প্রস্থান করিল পর্ব্বতে
৪০ য়িহোদার এক সহরে এবং জখরীহার ঘরে প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিল আলিশেবাঁকে।
৪১ আলিশেবা মারিয়ার নমস্কার শুনিলে এমন হইল বালক ওল্লাসিত হইয়া লড়িল তাহার গর্ব্ভে আলিশেবা
৪২ ও হইল ধর্ম্মাত্মা পূর্ন্নিত এবং ওচ্চস্বরে চেঁচাইয়া বলিল স্ত্রী লোকের মধ্যে ধন্য তুমি ও ধন্য তোমার

৪৩ গর্ভের ফল। এই ও আমার কি যে আমার প্রভুর
৪৪ মাতা আসিয়াছেন আমার স্বস্থানে। একারন
তোমার নমস্কার শব্দ আমার কর্ন্নে সান্দাইবা মাত্র
৪৫ বালক হৃষ্ট হইয়া নড়িল আমার গর্ব্ভে। যে
জন প্রত্যয় করিল ও ধন্য সেই একারন যাহা যিশুহা
কহিলেন তাহা প্রত্যক্ষ হইবে।

৪৬ পরে মারিয়া বলিল আমার প্রান স্তব করে
৪৭ যিশ্বহাকে আমার আত্মা ও আহ্লাদ আছে ঈশ্বর
৪৮ আমার ত্রান কর্ত্তায়। তাহার দাসীর ক্ষীনত্ব
দেখিয়াছেন সে কারন এখন হইতে সকল পুরুষ
৪৯ বলিবে আমাকে ধন্য। এ নিমিত্ত যিনি পরাক্রান্ত
তিনি মহা কার্য্য করিয়াছেন আমার কারন ধন্য
৫০ তাহার নাম। যাহারা ভয় করে তাঁহাকে তাহার
৫১ দিগকে তাহার ক্ষেমা পুরুষ২ অনুক্রমে। আপনার
ভুজ দিয়া পরাক্রম দেখাইয়াছেন অহঙ্কারিরদিগকে
৫২ ছড়িয়াছেন তাহারদের নিজ মনোদ্ভবে। বলবানকে
নামাইয়াছেন তাহারদের আসন হইতে কিন্তু ওচ্চা
৫৩ করাইয়াছেন ক্ষীন ও নম্রাত্মীয়কে। ক্ষুধিতকে
ওত্তম তৃপ্তি করাইয়াছেন কিন্তু ধনবানকে কচ্ছ হস্তে
৫৪ বিদায় করিয়াছেন। তাহার অঙ্গীকার ক্ষেমা মনে
৫৫ রাখিয়াছেন তাহার য়িশরাল দাসেরদিগে যেমন
কহিয়াছেন আমারদের পিতারদিগকে আবরহাম
৫৬ ও তাহার সন্তানকে। পরে মারিয়া থাকিল মাস
তিনেক তাহার সহিৎ তারপর ফিরিয়া গেল আপনার
ঘরে।

৫৭ তখন আলিশেবাঁর প্রসব কাল পরিপূর্ন হইয়া পুত্র
৫৮ প্রসব হইল। এবং তাহার প্রতিবাসি ও জ্ঞাতিরা শুনিতি পাইল যে য়িহুহা মহা ক্ষেমা করিয়া ছিলেন তাহাকে তাহারা ও আইল আনন্দ করিতে তাহার
৫৯ সহিৎ। এমন হইল তাহারা অষ্টম দিনে বালকের তকচ্ছেদ করিতে আসিয়া রাখিল তাহার নাম জখরীহা
৬০ তাহার পিতার নামের মত। কিন্তু তাহার মাতা ওত্তর করিয়া বলিল এমন নহে তাহার নাম রাখিতে
৬১ হবে য়োহন। তাহারা প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহাকে তোমার কুটুম্বের কেহ এ নাম ধরে নাই।
৬২ তখন তাহারা ঠারিল তাহার পিতার স্থানে জানিতে
৬৩ তাহার কি নাম রাখিবার ইচ্ছা। তখন সে তক্তি মাগিয়া লিখিল তাহার নাম য়োহন। ও
৬৪ তাহারা সকল চমকিৎ হইল তাহার মুখ ও ততক্ষনে খুলা গেল ও তাহার জিহ্বার আড় ঘুচিল ও সে কথা
৬৫ কহিয়া ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ কহিল। তখন ত্রাস পড়িল তাহারদের সকল প্রতিবাসিরদের ওপর এবং এ সকল সমাচার গেল য়িহোদার পর্ব্বত দেশান্তরে।
৬৬ সমস্ত লোক এ কথা থুইল তাহারদের অন্তঃকরনে কহিতেং এ হইবে কি প্রকার বালক। য়িহুহার হাত ও রহিল তাহার সহিৎ।

৬৭ তাহার পিতা জখরীহা ও ধর্ম্মাত্মা পূর্ন্নিত হইয়া এ
৬৮ ভবিষ্যত বাক্য কহিতে লাগিল ধন্য য়িহুহা য়িশরালের ঈশ্বর একারন তাহার লোকের সহিৎ
৬৯ দেখা হইলে মুক্ত করিয়াছেন তাহারদিগাকে ও

ত্রানের শৃঙ্গ ওঠাইয়াছেন তাহার দাস দাওদের ঘরে
৭০ যেমত কহিয়া ছিলেন তাহার পূর্ব্ব কালের পূন্য
৭১ ভবিষ্যৎ বক্তারদের মুখ দিয়া আমারদিগাকে ত্রান
করিতে আমারদের শত্রুরদিগ হইতে ও তাহারদিগ
৭২ হইতে যাহারা ঘৃন্না করে আমারদিগাকে তাহার
ক্ষেমা করিতে আমারদের পিতৃরদিগাকে ও মনে
৭৩ রাখিতে তাহার ধর্ম্ম বন্দবস্তকে সে কিরা যাহা তিনি
৭৪ করিলেন আমারদের আবরহাম পিতাকে আমার
দিগাকে ইহা দিতে আমরা আমারদের শত্রুরদের
হাত হইতে মুক্ত হইলে তাহার সেবা নির্ভয় করিতে
৭৫ ধর্ম্মে ও প্রকৃতার্থে আমারদের সকল প্রমায়ু হে
৭৬ বালক তোমার নাম কহিতে হইবা সর্ব্বাধ্যক্ষের
ভবিষ্যৎ বক্তা একারন তুমি যাইবা য়িহহার আগে
৭৭ তাহার পন্থ প্রস্তুত করিতে ত্রানের জ্ঞান দিতে তাহার
৭৮ লোককে তাহারদের পাপ মোচন করিয়া আমারদের
ঈশ্বরের স্নেহ দিয়া যাহাতে ওপর হইতে ভোর ওদয়
৭৯ হইয়াছে আমারদের ওপর দীপ্তি করাইতে তাহার
দিগাকে যাহারা বসে অন্ধকার ও মৃত্যুর ছায়ায়
আমারদের পদ গমন করাইতে কুশলের পন্থে ।
৮০ পরে বালক বাড়িল ও বুদ্ধিমন্ত হইতেং থাকিল বনে
যাবৎ পর্য্যন্ত কাল হইল তাহাকে দেখাইতে
য়িশরালকে ।

পর্ব্ব ২ সে কালে কাইসর আগষ্টস আজ্ঞা দিলেন সমস্ত
দেশ জনাজাৎ ঘর্দ্দ করিতে । এই কিরীনিয়স

৩ সিরিয়ার অধ্যক্ষের প্রথম ফর্দ্দ লেখা তখন সমস্ত লোক গেল আপনার২ সহরে নাম লেখিয়া
৪ দিতে। যুসফ ও দাওদের পরিজন ও বংশের এক জন হইয়া গেল গালিলির নাজরেত সহর হইতে য়িহোদা দেশে দাওদের সহরে তাহার নাম বীতলহ্রম
৫ নাম লিখিয়া দিতে তাহার বরনীয়া ভায়া মারিয়ার
৬ সহিৎ যে গর্ব্ববতি হইল। সে কালে তাহারা সে খানে থাকিতে২ তাহার প্রসবের সময় পূর্ণ হইল।
৭ ও সে তাহার প্রথম জন্মিত পুত্র প্রসব হইয়া কাপড়ে জড়ইয়া থুইল তাহাকে হাড়গে একারন স্থান নাই তাহারদের কারন সেরায়ে।

৮ সে দেশে কতক রাখাল থাকিল ক্ষেত্রে তাহারদের
৯ পালের চৌকি দিয়া রাত্রে। তৎ কালে দেখ ঈশ্বরের দূত আইল তাহারদের কাছে ও ঈশ্বরের তেজ তাহারদের চতুর্দ্দিগে দীপ্তি করিল এবং তাহারা
১০ বড় ভয় করিল। তখন দূত বলিল তাহারদিগকে ভয় নাই একারন দেখ আমি বলি তোমারদিগকে মহানন্দ দাইক বড় মঙ্গল সমাচার যা সকল লোকের
১১ কারন। একারন অদ্য ত্রান কর্ত্তা এক জন তিনি
১২ খ্রিষ্ট প্রভু জন্মিয়াছেন দাওদের সহরে এই তোমার দের এক চিহ্ন তোমরা পাইবা সে বালক কাপড়ে
১৩ জড়ান ও হাড়গে শুইয়া। ততক্ষনে সে দূতের সহিৎ স্বর্গের সৈন্যের অনেক২ লোক হইল ঈশ্বরকে স্তব
১৪ করিতে২ ও বলিতে২ নাম হওক ঈশ্বরের সর্ব্বোচ্চ স্থানে ও কুশল হওক পৃথিবীতে অনুগ্রহ মানুষেরদিগে।

১৫ সে দূত লোকেরা তাহারদিগকে ছাড়িয়া স্বর্গে গেলে রাখালেরা বলিল এক জন আর এক জনকে আইস আমরা বীতলহমে যাইয়া দেখিব যাহা হইয়াছে ১৬ যাহা ঈশ্বর জানাইয়াছেন আমারদিগকে। তখন তাহারা শীঘ্র যাইয়া পাইল মারিয়া ও যুসফকে ও বালক ১৭ হাড়গে শুইয়া। তাহারা দেখিয়া প্রকাশ করিল ১৮ যাহা২ শুনিতে পাইয়া ছিল এ বালকের বিষয়। ও যাহারা শুনিল রাখালের প্রসঙ্গ তাহারা সকল চমৎ-১৯ কৃত হইল তাহাতে। কিন্তু মারিয়া মনে রাখিল ২০ ও বিবেচনা করিল সে সমস্ত কথা। তখন রাখালেরা ফিরিল ঈশ্বরের ঘোষন ও স্তব করিতে২ সে সকলের কারনে যা২ তাহারা শুনিয়া ছিল ও দেখিয়া ছিল যে মত কহিয়া গেল তাহারদিগকে।

২১ তখন বালকের তকছেদ করিবার অষ্টম দিবস পূর্ণ হইলে তাহারা রাখিল তাহার নাম য়েশু যে মত দূত রাখিল তাহা তিনি গর্ব্ভস্থ পূর্ব্বে।

২২ যখন তাহার অশুচি দিবস পূর্ণ হইল মোশার ব্যবস্থানুযায়ি তখন তাহারা য়িরোশলমে আনিল ২৩ তাহাকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ করিবারে ও বলি দান দিতে এক জোড়া ঘুঘু কিম্বা দুইটা কবুতরের বাচ্চা ২৪ একারন ঈশ্বরের ব্যবস্থায় লিপি আছে প্রতি পুরুষ যে গর্ব্ভ খুলে পবিত্র হইবে য়িহুহার কারন।

২৫ দেখ য়িরোশলমে ছিল এক মানুষ তাহার নাম শিমযোঁন সে হইল পুকৃতার্থিক ও পুন্যবনু অপিক্ষা করিতেং য়িশরালের মুক্তের কারন ও ধর্ম্মাত্মা হইল
২৬ তাহার ওপর ধর্ম্মাত্মা করনক ও এই প্রকাশ ছিল তাহাকে ঈশ্বরের অভিশেকি না দেখিলে তাহার
২৭ মরন হইবে না। সে জন ধর্ম্মাত্মায় মন্দিরে আইল তৎকালে পিতা মাতা য়েশু বালককে আনিল
২৮ ব্যবস্থার ব্যবহার করিতে তাহাকে। তখন সে তাহাকে হাতে লইল এবং ঈশ্বরকে স্তব করিয়া
২৯ বলিল হে ঈশ্বর এখন যেমন তোমার বাক্য তেমন
৩০ কুশলে বিদায় কর তোমার দাসকে একারন আমার
৩১ চক্ষু দেখিয়াছে তোমার ত্রানদত্ত যাহাকে প্রস্তুৎ
৩২ করিয়াছ সকল লোকের গোচরে অন্য বর্নের দীপ্তি করিবার রশ্মি ও তোমার য়িশরাল লোকেরদের
৩৩ তেজ। তারপর যুসফ ও তাহার মাতা চমৎকৃত হইল
৩৪ সে সকলে যাহা কহিয়া গেল তাঁহার বিষয়। তখন শিমযোঁন আশীর্ব্বাদ করিল তাহারদিগকে ও তাহার মাতা মারিয়াকে বলিল দেখ এই বালক নিযুক্ত হইয়াছে য়িশরালের অনেকের পড়িবার ও পুনরায় ওঠিবার জন্য
৩৫ এবং বিপরিৎ লক্ষনের কারন এক বান ও নিতান্ত বিন্ধিবে তোমার আপনার প্রানকে অনেকের মনোন্তর প্রকাশ করিবার নিমিত্ত।

৩৬ সেখানে ও ছিল এক স্ত্রী ভবিষ্যৎ বক্তা আশরের গোষ্ঠির ফানুএলের কন্যা হানা। সে অতি বুড়ী হইল এবং জাইবত্ কালাবধি সাত বৎসর স্বামীর

৩৭ সহিৎ বাস করিয়া ছিল সে হইল বিধবা বৎসর চৌরাশি এবং ঈশ্বরের ঘর ছাড়িল না কিন্তু ওপবাস ও কাম্না করিতেং রাত্রি দিন
৩৮ সেবা করিল। সে তৎকালে ভিতরে আসিয়া স্তব করিল ঈশ্বরকে ও তাহার বিষয় বলিল য়িরোশলমের সকল লোককে যাহারা ওদ্ধার অপিক্ষা
৩৯ করিল। তারপর তাহারা ঈশ্বরের ব্যবস্থানুযায়ি সকল করিয়া প্রস্থান করিল গালিলিতে আপনারদের নগর নাজরেতে।

৪০ সে বালক ও বাড়িল এবং আত্মাতে শক্ত হইয়া জ্ঞান পূর্ন্নিৎ হইল ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাহারে হইল।

৪১ পেশাক্ক পর্ব্বে ও তাহার পিতা মাতা প্রতি বৎসর
৪২ য়িরোশলমে গেল। তাহার দ্বাদশ বৎসর বয়ক্রম হইলে তাহারা য়িরোশলমে গেল পর্ব্ব ব্যবাহারনুযায়ি।
৪৩ এবং সে দিবস পূর্ন্ন হইয়া তাহারা ফিরিয়া গেল কিন্তু য়েশু বালক তাহারদের পাছে থাকিল য়িরোশলমে
৪৪ যুসফ ও তাহার মাতা জ্ঞাত না হইয়া: কিন্তু ভাবিতেং যে তিনি মানব্যের মধ্যে তাহারা এক দিবসের পথ গেল পরে চেষ্টা করিল তাহাকে কুটুম্ব
৪৫ ও সখাগিনের মধ্যে। এবং তাহাকে না পাইয়া
৪৬ য়িরোশলমে ফিরিল চেষ্টা করিতেং। অতঃপর তিন দিনের অন্তে তাহারা পাইল তাহাকে স্বন্দিরে পণ্ডিৎ লোকের মধ্যে বসিয়া বাক্য শুনিতেং ও জিজ্ঞাসা

৪৭ করিতেং। যত লোক ও শুনিল তাহার কথা তত চমৎকৃত হইল তাহার বুদ্ধি ও প্রত্যুত্তরের শ্রবনে।
৪৮ তাহার পিতা মাতা তাহাকে দেখিয়া বড় চমৎকৃত হইল তখন তাহার মাতা বলিল তাহাকে হে পুত্র আমারদিগকে এই মত করিলা কেনা দেখ তোমার পিতা ও আমি দুঃখিত হইয়া চেষ্টা করিয়াছি
৪৯ তোমাকে। এবং তিনি বলিলেন তাহারদিগকে আমাকে চেষ্টা করিলা কি কারন জান না যে আমি
৫০ অবশ্য আমার পিতার কর্ম্মে হই। কিন্তু
৫১ তাহারা বুঝিল না তাহার সে কথা। তিনি তাহারদের সহিৎ যাইয়া ওত্তরিলেন নাজরেতে ও তাহারদের বাধ্য হইলেন কিন্তু তাহার মাতা এ সকল কথা অনুঃকরনে রাখিল।
৫২ পরে য়েশুর জ্ঞান ও বয়ক্রম বাড়িল তিনি ও ভগবান ও মনুষ্যের সুগ্রাহ্য হইলেন।

পর্ব্ব ৩ তিবেরিয়স কাইসরের রাজত্ব পঞ্চদশ বৎসরে পন্তিয়স পীলাত য়িহোদা দেশের কর্ত্তা ও হেরোদ গালিলির চতুর্থাংশের কর্ত্তা ও তাহার ভাই ফিলিপ ইটুরীয়া ও ত্রাখোনীতিস দেশের চতুর্থাংশের কর্ত্তা ও লিসানিয়া আবিলেনির চতুর্থাংশের কর্ত্তা হইয়া
২ আনা ও কাইয়াফা প্রধান যাজক হইয়া ঈশ্বরের কথা
৩ আইল জখরীহার পুত্র য়োহনকে আরন্যেতে। তৎপরে তিনি য়ির্দনের চতুর্দ্দিগের সমস্ত দেশে আসিয়া চেড়ি দিলেন খেদের ডুব পাপ মোচনের কারন

৪ যেমন এ কথা লিপি আছে য়িশঈহার ভবিষ্যৎ বাক্যে এক জনের রব অরন্যে চেঁচাইয়া বলিতেং ঈশ্বরের
৫ পথ সোজা কর। প্রতি নিচ স্থান পূর্ন করিতে হইবে প্রতি গিরি ও পর্ব্বত সমান করিতে হইবেক বেকাঁ সোজা করিতে হবেক ও উকড়া থাবড়া পথ
৬ সমান হবেক সকল লোক ও দেখিতে পাইবে
৭ ঈশ্বরের ত্রান। অনেক লোক ডুব পাত্তনের জন্য আইল তাহার স্থানে তখন তিনি বলিলেন তাহারদিগকে আরে তোমারা সর্পের বংশ কে পরামর্শ দিয়াছে তোমারদিগকে আগত ক্রোধ হইতে পলাইতে।
৮ অতএব খেদের উচিৎ ফল ফলো এবং মনে বলিও না আবরহাম আমারদের পিতা একারন আমি বলি তোমারদিগকে ভগবান এই পাথর হইতে উৎপন্ন
৯ করিতে পারেন আবরহামের শিশুকে। এখন গাছের মুড়ায় কুড়াল লাগে অতএব প্রতি গাছ যে ভাল ফল ফলে না তাহা কাটীয়া আগ্নিতে ফেলিতে হয়।
১০ তখন লোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল তবে
১১ আমরা কি করিব। সে প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহারদিগকে যাহার আছে দুই বস্ত্র সে দেউক তাহাকে যাহার নাই ও যাহার খাইবার আছে সে এ
১২ তমত করুক। তখন পাটোয়ারিরা তাহার ডুব পাওনের জন্য আসিয়া বলিল গুরুহে আমরা কি
১৩ করিব। তিনি বলিলেন তাহারদিগকে তোমার দের উচিৎ পাওনের অধিক কিছু লইও না জোর
১৪ করিয়া। সেনা লোক ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া

কহিল আমরা কি করিব। তিনি বলিলেন তাহারদিগকে কোন কাহাকে জোর করিও না কি মিথ্যা ওল্লানা করিও না ও তোমারদের মাহিনা পাইয়া সন্তুষ্ট থাক।

১৫ যাবৎ লোক অপিক্ষা করিতেছিল ও সমস্তেই অন্তঃকরনে চিন্তা করিল য়োহনের বিষয় তিনি
১৬ খ্রীষ্ট কি নহে তাবৎ য়োহন ওত্তর করিয়া বলিল তাহারদের সকলকে আমি জলে ডুবাই তোমারদিগকে সে সত্য কিন্তু আর এক জন আসিতেছেন তিনি আমা হইতে শক্তিবন্ত তাঁহার জুতা খুলিতে আমি যোগ্য নহি তিনি ডুবাইবেন তোমারদিগকে
১৭ ধর্ম্মাত্মা ও অগ্নিতে তাঁহার কুলা তাহার হাতে তিনি খুব ঝাড়িবেন তাহার খামার ও একত্তর করিবেন গোম তাহার গোলায় কিন্তু ভূষি পোড়াইবেন
১৮ অনির্ব্বানানলে। এবং আরং অনেক হিৎ কহিয়া তিনি চেড়ি দিলেন লোকের শুবনে।

১৯ কিন্তু হেরোদ চতুর্থাংশের কর্ত্তা বিরুক্ত হইয়া তাহার করনক তাহার ভাই ফিলিপের জায়া হেরোদিয়ার বিষয় এবং আরং সমস্ত মন্দ কর্ম্মের যা
২০ হেরোদ করিয়া ছিল তাহার আর সকল মন্দ কর্ম্মের অধিক ইহা করিল য়োহনকে কএদ করিল।

২১ সকল লোকের ডুব হইলে য়েশু ও ডুবিৎ হইলেন
২২ এবং কামনা করিতেং স্বর্গ খোলা গেল তখন ধর্ম্মাত্মা দর্শনীয় মূর্ত্তি ঘুঘুর মত তাঁহার ওপর নামিলেন

এক রব ও স্বর্গ হইতে শুনা গেল যাহা বলিল তুমি আমার প্রিয় পুত্র তোমারে আমার বড় তুষ্টি।
২৩ তৎকালে য়েশুর বয়ক্রম হইল বৎসর ত্রিশেক যুসফের পুত্র হইয়া যেমন মনুষ্য বুঝিল সে হেলির
২৪ পুত্র সে মাটতাতের পুত্র সে লোইর পুত্র সে মলখির
২৫ পুত্র সে যানির পুত্র সে যুসফের পুত্র সে মত্তার পুত্র সে ঙমোজের পুত্র সে নাহ্মোমের পুত্র সে
২৬ হ্মসলের পুত্র সে নাগীর পুত্র সে মাত্তের পুত্র সে মাটতের পুত্র সে শমঁয়ের পুত্র সে যুসফের পুত্র সে
২৭ য়িহোদার পুত্র সে যোহনার পুত্র সে রেসার পুত্র সে জরবাবলের পুত্র সে শলতীএলের পুত্র সে নরির
২৮ পুত্র সে মলখীর পুত্র সে ঙদির পুত্র সে যোসমের পুত্র সে আলমোদদের পুত্র সে ঙরের পুত্র সে
২৯ য়োসার পুত্র সে আলিয়েঁজরের পুত্র সে য়োরমের
৩০ পুত্র সে মত্তাতার পুত্র সে লোইর পুত্র সে শিমযোঁনের পুত্র সে য়িহোদার পুত্র সে যুসফের পুত্র সে যোনার
৩১ পুত্র সে আলিয়াঁমের পুত্র সে মলিয়ার পুত্র সে মান্নির পুত্র সে মাটতার পুত্র সে নাতনের পুত্র সে দাঙদের
৩২ পুত্র সে য়িশির পুত্র সে ঙোবেদের পুত্র সে বঙজের
৩৩ পুত্র সে শালমার পুত্র সে নাহ্শোনের পুত্র সে ঙমিনদবের পুত্র সে রামের পুত্র সে হ্মজরোনের
৩৪ পুত্র সে পরজের পুত্র সে য়িহোদার পুত্র সে যাঁকুবের পুত্র সে য়িজহ্মকের পুত্র সে আবরহামের পুত্র সে
৩৫ তরহের পুত্র সে নাহোরের পুত্র সে সারোগের পুত্র সে রঘোঁর পুত্র সে পলগের পুত্র সে ঙেবরের পুত্র

৩৬ সে শলক্ষের পুত্র সে কাইনানের পুত্র সে আর্ফযশা দের পুত্র সে শমের পুত্র সে নোক্ষের পুত্র সে লমখের
৩৭ পুত্র সে মতোশলক্ষের পুত্র সে হ্বানোখের পুত্র সে য়িরদের পুত্র সে মহললালের পুত্র সে কেননের পুত্র
৩৮ সে আনোশের পুত্র সে শেতের পুত্র সে আদমের পুত্র সে ঈশ্বরের পুত্র।

পর্ব্ব ৪ পরে য়েশু ধর্ম্মাত্মা পুর্নিৎ হইয়া য়িৰ্দ্দন ছাড়িলেন ও আত্মাকর্ষিত হইয়া গিয়াছেন অরন্যে চল্লিশ দিন সয়তানের পরিক্ষা পাইয়া। সে দিনে কিছু খাই
৩ লেন না তারপর ক্ষুধিত হইলেন। তখন সয়তান বলিল তাহাকে যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র তবে এই
৪ পাথরকে আজ্ঞা করিয়া রুটি কর। কিন্তু য়েশু পুত্যুত্তর করিয়া বলিলেন লিপি আছে মনুষ্য কেবল
৫ ভক্ষে বাঁচে না কিন্তু ঈশ্বরের পুতি কথায়। পরে সয়তান তাহাকে ওচ্চ পর্ব্বতের ওপরে লইয়া দেখাইল
৬ জগতের সমস্ত রাজ্য এক নিমিসে সয়তান ও বলিল তাহাকে এই সকলের শাসন ও তেজ আমি দিব তোমাকে একারন এই সকল আমার গচ্ছিতে হইয়াছে ও যাহাকে আমার ইচ্ছা তাহাকে দেই তাহা
৭ অতএব আমাকে ভজনা করিলে সমস্ত হইবে
৮ তোমার। য়েশু পুত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহাকে আমার পশ্চাৎ যাও সয়তান একারন ইহা লিপি আছে য়িহ্বহা তোমার ঈশ্বরকে ভজনা কর ও তাহার
৯ সেবা কর কেবল। তারপর সে তাহাকে য়িরোশলমে

লইয়া বসাইল মন্দিরের এক কাঙ্গুরার ওপরে ও বলিল যদি তুমি ভগবানের পুত্র তবে এখান হইতে
১০ আপনি ক্ষেপন হও   একারন লিপি আছে তিনি আজ্ঞা দিবেন তাহার দূতগনকে তোমার বিষয় রক্ষা
১১ করিতে তোমাকে   ও তাহারা হাতে বহিবে তোমাকে
১২ তোমার পা পাথরে না লাগনের নিমিত্ত।   য়েশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন ইহা ও লিপি আছে পরখিও
১৩ না য়িহুহা তোমার ঈশ্বরকে।   তখন সয়তান সকল পরিক্ষা শাঙ্গ করিয়া কিছু কাল ছাড়িল তাহাকে।——

১৪ তৎপরে য়েশু আত্মার পরাক্রমে ফিরিয়া গেলেন গালিলিতে ও তাহার বড় নাম গেল সে চতুর্দ্দিগের
১৫ দেশে।   ও তিনি সকল হইতে সুখ্যাত পাইয়া শিক্ষা
১৬ করাইলেন তাহারদের সিনগোগে।   তিনি ও আইলেন আপনার পালন স্থান নাজরেতে পরে সিনগোগে যাইয়া ডাণ্ডাইলেন পাঠ করিতে শাবত দিনে আপনার
১৭ ব্যবহারের মত।   তখন য়িশঔহার ভবিষ্যৎ বাক্য পুস্তক দেয়া গেল তাহাকে।   তাহাতে তিনি পুস্তক খুলিয়া পাইলেন সে ঠাঁই যেখানে লিপি আছে
১৮ ঈশ্বরের আত্মা আমার ওপরে একারন তিনি অভিশেক করিয়াছেন আমাকে মঙ্গল সমাচার ছেড়ি দিতে দারিদ্র লোকের শ্রবনে তিনি পাঠাইয়াছেন আমাকে সুস্থ করিতে ভাঙ্গাত্মীয়কে বন্দিতেরদের মুক্ত

এবং অন্ধ লোকের দৃষ্টি প্রাপ্য ছেড়ি দিতে চেষ্টাকে
১৯ উদ্ধার করিতে ছেড়ি দিতে ঈশ্বরের গ্রাহ্যক বৎসর।
২০ পরে পুস্তক বন্দ করিয়া ও সেবককে দিয়া বসিলেন
এবং যাহারা সিনগগে তাহারদের সকলের চক্ষু
২১ হইল তাহারদিগে। তখন তিনি কহিতে লাগিলেন
তাহারদিগকে আজি এই গ্রন্থ প্রত্যক্ষ আছে তোমারদের
২২ শ্রবনে। তাহাতে সকল লোক তাহার সাক্ষী দিল ও
চমকিৎ হইল যে অনুগ্রহী কথা শুনিয়া যা বাহিরিল
তাহার মুখ হইতে ও তাহারা বলিল এই যুসফের
২৩ পুত্র নহে। তিনি বলিলেন তাহারদিগকে তোমরা
বলিবা এ কাহিনি আমাকে কবিরাজ আপনাকে সুস্থ কর
যাহাং আমরা শুনিয়াছি কফরনহুমে তাহা এখানে
২৪ কর আপনার দেশে। তিনি ও বলিলেন সত্য
আমি বলি তোমারদিগকে কোন ভবিষ্যৎ বক্তা
২৫ আপনার দেশে গ্রাহ্য নহে। কিন্তু আমি
নিতান্ত বলি তোমারদিগকে আলীহার দিনে যখন
স্বর্গ বন্দ হইল সাড়ে তিন বৎসর ও বড় মন্বন্তর সমস্ত
দেশে তৎকালে অনেক বিধবা ছিল য়িশরাল
২৬ দেশে কিন্তু তাহারদের কোন কাহাকে আলীহা
পাঠান হইল না কেবল চীদনের এক সহরে তাহার
২৭ নাম চরেপত এক বিধবা নারীর ঠাঁই। অনেক
ব্যাধি ও ছিল য়িশরালে আলিশাঁ ভবিষ্যত বক্তার
কালে কিন্তু তাহারদের কেহ সুস্থ হইল না কেবল
২৮ নউামন আরমী। তখন যত লোক সিনগগে থাকিল
২৯ এই কথা শুনিয়া ক্রোধাভিষ্ট হইল এবং উঠিয়া

সহরের বাহিরে ঠেলিল তাহাকে ও লইয়া গেল তাহাকে সে পর্ব্বতে যাহার ওপরে তাহারদের সহর গ্রন্থিত হইল তাহাকে অধোমুখে ফেলিয়া দিতে।

৩০ কিন্তু তিনি তাহারদের মধ্য স্থান দিয়া গেলে প্রস্থান করিলেন।

৩১ এবং গালিলির কফরনহুম নগরে ওত্তরিয়া

৩২ শিক্ষাইলেন তাহারদিগকে শাবত দিনে। তিনি শাসন কথা কহিলেন সে জন্য তাহারা চমকিত হইল

৩৩ তাহার ওপদেশে। তাহারদের সিনাগোগে ও হইল

৩৪ এক জন অশুচি ভূৎ গ্রহস্থ। সে মহা চেঁচাইয়া বলিল পীড়া পীড়ি করিও না আমারদের কি কার্য্য তোমার সঙ্গে নাজরেতের য়েশুহে আসিয়াছ সংহার করিতে আমারদিগকে তোমাকে চিনি তুমি ঈশ্বরের ধার্ম্মিক

৩৫ জন। কিন্তু য়েশু তাহাকে বিরক্ত করিয়া বলিলেন চুপ কর ও তাহাকে ছাড়িয়া আইস। তাহাতে ভূৎ তাহাকে মধ্য স্থানে ফেলিয়া ছাড়িল ও কিছু হিংসা

৩৬ করিল না তাহাকে। তখন তাহারা সকলে চমৎকৃত হইয়া পরস্পর বলিল এ কি কথা তিনি শাসন ও পরাক্রমে আজ্ঞা করেন অশুচি আত্মাকে ও

৩৭ তাহারা বাহিরে যায়। ও তাহার বস্তু নাম গেল সে সকল দেশান্তরে।

৩৮ পরে তিনি সিনাগোগ ছাড়িয়া গেলেন শীমনের বাটীতে। ও শীমনের সাশুড়ি বড় জ্বরে পীড়িতা

৩৯ হইল সে কারন তাহারা কাকুতি করিল তাঁহাকে।

তখন তিনি তাহার কাছে ডাণ্ডাইলেন ও জ্বরকে বিরুক্ত করিবা মাত্র তাহা ছাড়িল তাহাকে পরে সে উঠিয়া তাহারদের সেবা করিল।

৪০ সূর্য্য অস্তগত হইলে যত লোকের হইল নানা প্রকার রোগি ও পীড়িৎ২ তাহারা আনিল তাঁহার কাছে ও তিনি হাতের স্পর্শনে সুস্থ করিলেন প্রতি জনকে।

৪১ ভূৎ২ ও অনেক লোককে ছাড়িয়া গেল চেঁচাইয়া বলিতেং তুমি খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র। কিন্তু তিনি তাহার দিগকে বিরুক্ত করিয়া বলিতে দিলেন না এ কারন

৪২ তাহারা জানিল তিনি খ্রীষ্ট। প্রভাত হইলে তিনি সে স্থান ছাড়িয়া গেলেন অরন্যে। তখন লোক চেষ্টা করিতেং আইল তাঁহার কাছে ও তাহাকে বিলম্ব

৪৩ করাইল তিনি তাহার দিগকে না ছাড়িবার কারন। ও তিনি বলিলেন তাহারদিগকে আমার আবশ্যক আছে ভগবানের রাজ্য চেড়ি দিতে অন্য সহরে

৪৪ তেকারন আমি পাঠান হইয়াছি। এবং তিনি চেড়ি দিলেন গালিলির সিনাগগ

পর্ব্ব ৫ অনেক লোক তাহাকে চাপিল ভগবানের কথা শুনিতে সে কারন তিনি ডাণ্ডাইলেন গনসর বিলের

২ নিকট দুই নৌকা বন্দ থাকিল যাহা হইতে মাছুয়া

৩ গিয়া ছিল জাল ধুইবারে তাহা দেখিয়া তিনি এক নৌকার উপর গেলেন তাহা শীমনের ও তাহাকে বলিলেন কিনারা ছাড়িয়া কিছু দুর যাইতে। পরে

৪ তিনি বসিয়া শিখাইলেন লোকের দিগকে নৌকা

৫ হইতে। সে কথা শান্ত হইলে তিনি শীমনকে বলিলেন গভীরে যাইয়া জাল ফেলিও ক্ষেপের নিমিত্ত।
৬ শীমন প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহাকে গুরু আমরা সমস্ত রাত্রি মিহনৎ করিয়া কিছুই ধরিলাম না কিন্তু
৭ তোমার আজ্ঞায় জাল ফেলিব। ও তাহা করিলে বিস্তরং মৎস্য ধরিল তাহাতে জাল ছিড়িল। তখন তাহারদের সহকারিকে ঠারিল যাহারা হইল অন্য নৌকায় আসিয়া উপকার করিতে তাহারদিগকে। তাহারা ও আসিয়া পূর্ন্ন করিল দুই নৌকা তাহাতে
৮ ডুবিতে লাগিল। শীমন পিতর তাহা দেখিয়া পড়িল য়েশুর হাঁটুতে বলিতেং হে ঈশ্বর আমি পাপি
৯ মানুষ তেকারণ আমা হইতে যাও। একারণ সে ও তাহার সহিৎ সমস্তে ডরে চমৎকৃত হইল সে
১০ মৎস্যের ক্ষেপতে তাহা ধরা গেল সে মত ও জেবদির দুই পুত্র যাঁকুব ও য়োহন যাহারা ছিল শীমনের ভাগী। তখন য়েশু বলিলেন শীমনকে ভয়
১১ নাই ইহার পরে মনুষ্যকে ধরিবা। যখন তাহারা নৌকা কেনারায় লাগিয়া ছিল তখন তাহারা সকল ত্যাগ করিয়া গেল তাহার সহিৎ।

১২ ইহার পরে তিনি এক সহরে আইলে এক জন মহাব্যাধি পূর্ন্নিৎ হইল সে জন য়েশুকে দেখিয়া মুখে পড়িল ও বিলাপ কহিতেং বলিল ঈশ্বর যদি তোমার ইচ্ছা তবে শুচি করিতে পার আমাকে।
১৩ তখন তিনি হস্ত বাহির করিয়া স্পর্শ করিলেন তাহাকে

বলিয়া আমার ইচ্ছা হয় শুচি হও। ততক্ষনে মহা
১৪ ব্যাধি ছাড়িল তাহাকে। তিনি ও শক্ত আজ্ঞা
করিলেন তাহাকে কোন কাহাকে বলিও না কিন্তু
যাইয়া দেখাও আপনাকে যাজকের সাখ্যাত এবং
তোমার শুচির কারন ওৎস্বর্গ কর যেমন মোশা
আজ্ঞা দিলেন তাহারদের এক সাক্ষীর কারন।
১৫ কিন্তু ইহাতে তাহার অধিক সুখ্যাত চলিল বড়
মানব্য ও সভা হইল তাহার কথার শুবনে ও
১৬ আপনারদের পীড়ার সুস্থের জন্য। তখন তিনি
কামনা করিতে গেলেন অরন্যে।—

১৭ তারপর এক দিনে তিনি শিক্ষাইতে গেলে গালিলি
ও য়িহোদা দেশের পুতি গ্রাম ও য়িরোশলমের কতক
ফারিসি ও ভট্টাচার্য্য বসিতে ছিল এবং ঈশ্বরের
পরাক্রম বিদ্যমান হইল সুস্থ করিতে তাহারদিগকে।
১৮ হেন কালে দেখ কেহ আনিল এক অর্দ্ধ অবস লোক
বিছানা করিয়া ও চেষ্টা করিল তাহাকে ভিতরে আনিয়া
১৯ বসাইতে তাহার সন্মুখে। কিন্তু সে অনেক লোকের
কারন পুবেশ করিবার ওপায় না পাইয়া তাহারা
ঘরের ওপরে গেল ও ঘরের ছাত দিয়া নামিয়া দিল
তাহাকে খাট সহিৎ য়েশুর সন্মুখে মধ্য স্থানে।
২০ তিনি তাহারদের ভক্তি দেখিয়া বলিলেন তাহাকে
২১ মনুষ্য তোমার পাপ মাফ হইয়াছে। তাহাতে
অধ্যাপক ও ফারিসিরা বিবেচনা করিতে লাগিল
বলিতেং এই কে যে কুকথা বলে কেভা পাপ মাফ

২২ করিতে পারে কেবল ঈশ্বর বিনা। য়েশু তাহারদের ভাবনা জ্ঞাত হইয়া পুত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহার দিগকে কি বিচার করিতেছ তোমারদের অন্তঃকরনে।
২৩ অনয়াসে কি বলিতে তোমার পাপ মাফ হইল কি
২৪ বলিতে ওঠ চলে যাও কিন্তু তোমারদের জানিবার কারন মানুষের পুত্রের পাপ মাফ করিবার পরাক্রম আছে পৃথিবীতে তিনি বলিলেন সে অঙ্গ অবস মানুষকে আমি বলি তোমাকে ওঠ আপন খাট তুলিয়া
২৫ বাড়িতে যাও। সে ততক্ষনে ওঠিল তাহারদের সনুখে ও তাহার শুইবার সামিগ্রি তুলিয়া গেল আপনার
২৬ বাড়িতে ভগবানকে স্তুব করিতে২। তখন সকলে চমৎকৃত হইয়া ঈশ্বরের নাম করিল ও ভয় পুর্ন্নিৎ ছিল বলিতে২ আমরা আশ্চর্য্য কর্য্য অদ্য দেখিয়াছি।
২৭ ইহার পরে তিনি বাহিরে যাইয়া দেখিলেন এক জন পাটোয়ারি তাহার নাম লোই কাছারিতে বসিয়া ও তিনি বলিলেন তাহাকে আইস আমার সাতে।
২৮ তাহাতে সে সকল ছাড়িলে ওঠিয়া গেল তাহার সাতে।
২৯ তখন লোই আপনার বাটীতে বড় নিমত্রন করিল তাহার কারন অনেক পাটোয়ারি ও অন্যান্য লোক ও
৩০ বসিল তাহারদের সঙ্গে। কিন্তু তাহারদের অধ্যাপক ও ফারিসি লোক কচ২ করিল তাহার শিষ্যরদের সহিৎ বলিতে২ কেন খাও পিও পাটোয়ারি ও পাপি
৩১ লোকের সঙ্গে! য়েশু পুত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহার দিগকে যাহারা সুস্থ আছে তাহারদের কবিরাজ
৩২ আবশ্যক নাই কিন্তু যাহারা পীড়িৎ কেবল আমি

পুণ্যার্থিককে খেদ করিবার জন্য ডাকিতে আইলাম
৩৩ না কিন্তু পাপি লোককে। তাহারা ও বলিল তাহাকে
য়োহন ও ফারিসি লোকের শিষ্যেরা পুনঃপুনঃ উপবাস
ও কামনা করে কেন কিন্তু তোমার খায় ও পিয়।
৩৪ তিনি বলিলেন তাহারদিগকে কন্যাযাত্রি লোক উপবাস
৩৫ করাইতে পার বর তাহারদের সঙ্গে কিন্তু দিন হবে
যখন বরকে লইয়া যাইতে হবে তাহারদিগ হইতে
৩৬ তখন তাহারা উপবাস করিবে সে দিনে। ও তিনি
এক উপদেশ বলিলেন তাহারদিগকে নূতন কাপড়
পুরাতন পরিচ্ছদে তালি দেয় না কেহ তাহা করিলে
নূতন ছিঁড়ে ও নূতনের জোড়া নহে পুরাতনের সহিৎ।
৩৭ কোন মনুষ্য ও নূতন দ্রাক্ষা রস পুরাতন কুপায় থোয় না
নতুবা সে নূতন দ্রাক্ষা রস কুপাকে চিরিলে চুইয়াঁ
৩৮ যায়। কিন্তু নূতন দ্রাক্ষা রস নূতন কুপায় থুইতে
৩৯ আবশ্যক আছে তাহাতে দোঁহার রক্ষা। কোন
মনুষ্য পুরাতন দ্রাক্ষা রস খাইয়া নূতন আসা করে
একারন বলে পুরাতন তাহা হইতে ভাল।

পর্ব্ব ৬

বেথুমির রুটি কালের দ্বিতীয় দিনের পরে প্রথম
শাবতে তিনি শস্যের ক্ষেত্র দিয়া গেলেন ও তাহার
শিষ্যেরা শিস ছিঁড়িয়া হাতে রগড়িয়া খাইল।
২ তাহাতে কতক ফারিসি বলিল তাহারদিগকে তোমরা
৩ কেন কর অকর্ত্তব্য কার্য্য শাবত দিনে। য়েশু প্রত্যুত্তর
করিয়া বলিলেন তোমরা পড়িলা না দাওদ কি করিল
৪ আপনি ও তাহার সঙ্গে লোক ক্ষুধিৎ হইয়া কি মত

তিনি ঈশ্বরের ঘরে যাইয়া খাইল দেখানের রুটি ও তাহারদিগকে দিল যাহারা তাহার সঙ্গে
৫ যাহা অখাদ্য যাজকেরদের বর্জে। তিনি ও বলিলেন তাহারদিগকে মনুষ্যের পুত্র শাবতের ঈশ্বর।

৬ পরে আর এক শাবতে তিনি সিনগোগে যাইয়া শিক্ষাইলেন। ও সেখানে এক মনুষ্য ছিল যাহার
৭ দক্ষিন হাত নুলা। তখন অধ্যাপক ও ফারিসি লোক দেখিল যদি শাবত দিনে সুস্থ করিবেন কি না
৮ তাহার উল্লানা কিছু পাইবার কারন। কিন্তু তিনি তাহারদের মনন জানিয়া বলিলেন সে নুলা মানুষকে ওঠ। তাহাতে সে উঠিয়া ডাণ্ডাইল।
৯ তখন য়েশু বলিলেন তাহারদিগকে আমি এক কথা জিজ্ঞাসা করিব তোমারদিগকে কর্ত্তব্য কি শাবত দিনে সুক্রিয়া কিম্বা কুক্রিয়া করিতে জীবন রক্ষা
১০ কি নষ্ট করিতে। পরে তিনি তাহারদের সকলের দিগে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন সে মনুষ্যকে বাহির কর তোমার হাত সে তাহা করিলে তাহার হাত সুস্থ হইল
১১ অন্য হাতের মত। তাহারা ইহাতে ক্রোধিৎ হইয়া পরস্পর কথা বার্ত্তা কহিল কি করিতে য়েশুকে।

১২ সে কালে তিনি পর্ব্বতের উপরে কামনা করিতে যাইয়া থাকিলেন ভগবানকে কামনা করিতে২।
১৩ তখন দিন হইলে তিনি তাহার শিষ্যেরদিগকে ডাকিয়া পছন্দ করিলেন দ্বাদশ জনকে ও তাহারদের

১৪ নাম রাখিলেন প্রেরিত শীমন যাহার নাম রাখিলেন পিতর ও আন্দ্রিয় তাহার ভাই যাঁকুব ও য়োহন ফিলিপ ও
১৫ বার্ত্তোলমি মাত্তিঙ ও তমা হলফির পুত্র যাঁকুব ও শীমন
১৬ যাহার নাম জলন্ত যাঁকুবের ভাই য়িহোদা ও য়িহোদা
১৭ স্কারিওটা যে হইল বিশ্বাস ঘাতক। পরে তিনি তাহারদের সঙ্গে যাইয়া তাণ্ডাইলেন মাটে তখন তাহার সকল শিষ্য ও বড় মানব্য সকল য়িহোদা দেশ ও য়িরোশলম ও তোর ও জীদনের সমুদ্রের তীর হইতে আইল তাহার কথা শুনিতে ও তাহারদের
১৮ পীড়া সুস্থের জন্য যাহারা অশুচি আত্মায়
১৯ ধরা তাহারা ও আসিয়া সুস্থ পাইল। সমস্ত মানব্য ও যত্ন করিল স্পর্শ করিতে তাঁহাকে একারণ পরাক্রম তাহা হইতে বাহিরিলে সুস্থ করিল সকলকে।—
২০ তখন তিনি তাহার শিষ্যেরদিগে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন ধন্য দারিদ্র একারণ ভগবানের রাজ্য
২১ তোমারদের। ধন্য এখানকার ক্ষুধিৎ একারণ তোমরা তৃপ্তি হইবা। ধন্য রোদক একারণ
২২ তোমরা হাসিবা। যখন মনুষ্য ঘৃনা ও সতন্তর করিবে তোমারদিগিকে ও বাহিরে ফেলিবে তোমারদের নাম যেমন অধম আমার নামেরার্থে
২৩ তখন ধন্য তোমরা। আনন্দ কর সে দিনে ও উল্লাসিৎ হও একারণ দেখ তোমারদের বড় ফল স্বর্গে সেই মত ও তাহারদের পূর্ব্ব লোক করিল
২৪ ভবিষ্যৎ বক্তারদিগিকে। কিন্তু সন্তাপ তোমরা ধনবান একারণ তোমরা পাইয়াছ তোমারদের

২৫ পাবনা। সন্তাপ তোমরা পরিতোষী একারণ তোমরা ক্ষুধিৎ হবা। সন্তাপ তোমারদিগকে যে এখন হাঁস একারন তোমরা শোক ও রোদন করিবা।
২৬ যখন সমস্ত লোক তোমারদের ভাল নাম কহে তখন সন্তাপ তোমারদিগকে একারন এমত তাহারদের পূর্ব্ব লোক করিল মিথ্যা ভবিষ্যৎ বক্তার
২৭ দিগকে। কিন্তু আমি বলি তোমরা শ্রোতারে প্রেম করহ তোমারদের শত্রুরদিগকে তাহারদের ভাল কর
২৮ যাহারা ঘৃন্না করে তোমারদিগকে আশীর্ব্বাদ দেহ তাহারদিগকে যাহারা সাঁপ দেয় তোমারদিগকে ও কামনা কর তাহারদের কারন যাহারা হিংসা করে
২৯ তোমারদিগকে। যে চড় মারে তোমার এক গালে তাহাকে অন্য গাল ফিরাও ও যে লয় তোমার গ্লাপ তাহাকে মানা কর না তোমার কাবাই ও লইতে
৩০ প্রতি জন যে চাহে তোমা হইতে তাহাকে দেহ ও যে লইয়া যায় তোমার সামিগ্রি তাহা আরবার চাহিও
৩১ না। ও যে মত তোমারদের ইচ্ছা যে মনুষ্যরা করিবে তোমারদিগকে সেই মত তোমরা কর তাহার
৩২ দিগকে। একারন যদি তোমরা প্রেম কর তাহার দিগকে যাহারা প্রেম করে তোমারদিগকে তবে কি সম্ভ্রম তোমারদের পাপি লোক ও আপনাদের প্রেমকে
৩৩ রদিগকে প্রেম করে। তোমরা ও যদি তাহারদের ভাল কর যাহারা করে তোমারদের ভাল তবে কি সম্ভ্রম তোমারদের পাপি লোক ও এই মত করে।
৩৪ যদি তোমরা ও কর্জ্জ দেও তাহারদিগকে যাহারদের

ধাঁই পাওনের ভরসা আছে তবে কি সম্ভ্রম তোমারদের পাপি লোক কর্জ্জ দেয় পাপি লোককে আরবার এত
৩৫ পাওনের জন্য। কিন্তু প্রেম কর তোমারদের শত্রুরদিগকে ও ভাল কর ও কর্জ্জ দেহ সোধের ভরসা না করিয়া তখন তোমারদের বড় ফলোদয় হবে তোমরা ও সর্ব্বাধ্যক্ষের শিশু হইবা একারন তিনি
৩৬ দয়া করেন অসুবক ও দুষ্ট লোককে। অতএব ক্ষেমাবন্ত হও যে মত তোমারদের পিতা ক্ষেমাবন্ত
৩৭ আছেন। বিচার করিও না তবে তোমারদিগকে বিচার করিতে হইবে না কাহাক দোষ কহিও না ও তোমারদের দোষ কহিতে হইবে না মাফ করিও তবে
৩৮ তোমারদিগকে মাফ হবে। দেহ তবে দিতে হবে তোমারদিগকে পূর্ন পরিমান চাপিয়া ঝাকিয়া ও চুড়েং মাপে দিতে হবে তোমারদের বুকে একারন যে কাঠা দিয়া মাপ কর তাহা দিয়া মাপিতে হইবে তোমারদের স্থানে।

৩৯ তিনি ও উপদেশ কথা বলিলেন তাহারদিগকে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইলে দুই পড়িবে না গাঁরে।
৪০ শিষ্য গুরুর ওপরে নহে কিন্তু যে জন শুদ্ধ সে আছে
৪১ গুরুর মত। কেন দেখিতেছ সে কনিকা যাহা তোমার ভাইর চক্ষে কিন্তু না দেখিতেছ ঢেঁকি যাহা
৪২ আছে আপনার চক্ষে তোমার ভ্রাতাকে কেমনে বলিতে পার ভাইরে থাক আমি বাহির করি কনিকা যাহা আছে তোমার চক্ষে কিন্তু দেখিতে না পাইতেছ ঢেঁকি যাহা আছে আপনার চক্ষে। হে কাল্পনিক

প্রথমে বাহির করিয়া ফেল চেঁকি আপনার চক্ষু হইতে তবে তোমার সুদৃষ্টি হবেক কনিকা বাহির
৪৩ করিতে তোমার ভাইর চক্ষু হইতে। ভাল গাছ মন্দ ফল ফলে না ও মন্দ গাছ ভাল ফল ফলে না
৪৪ প্রতি গাছ আপনার ফলেতে জানা যায় কেহ কাঁটা গাছ হইতে ডুম্বুর পাড়ে না ও কুঁচ গাছ হইতে দ্রাক্ষা
৪৫ ফল তুলে না। ভাল মনুষ্য তাহার অন্তঃকরনের সুধন হইতে ভাল বাহির করে কিন্তু মন্দ মনুষ্য নিজ অন্তঃকরনের কুধন হইতে মন্দ বাহির করে একারন অন্তঃকরনের ধ্যান হইতে মুখ বলে।

৪৬ তোমরা ও কেন বল আমাকে ঈশ্বর২ কিন্তু আমার
৪৭ কথা মান না। যে কেহ আইসে আমার স্থানে ও আমার কথা শুনিয়া করে কাহার তুল্য করিব তাহাকে
৪৮ সে আছে এক জনের মত যে ঘর গাঁথিল ও খুদিয়া পুত্তন করিল পাথরের ওপর তারপর বর্ন্যা বাড়িয়া বেগে শ্রোতে সে ঘরের বেড় হইলে তাহা লড়াইতে পারিল না একারন তাহার পুত্তনের গাত্র পথরের ওপরে।
৪৯ কিন্তু যে শুনিয়া করে না সেই এক মনুষ্যের মত যে ঘর গাঁথিল পুত্তন ব্যতিরেক মৃত্তিকার ওপরে তখন শ্রোত বড় লাগিল ও তাহা পড়িল ও সে ঘরের সব্ব নাশ হইল বড়।

পর্ব ৭ তিনি এই সকল কথা শাঙ্গ করিয়া লোকের শ্রবনে কফরনহুমে প্রবেশ করিলেন। সেখানে এক জন এক শত সেনার পতির প্রিয় দাস পীড়িত হইল মরিবার

৩ মত। সে জন য়েশুর নাম শুনিয়া পাঠাইল তাঁহার নিকট য়িহোদীরদের প্রাচিন লোককে কাকুতি কহিতে তাহাকে আসিয়া সুস্থ করিতে তাহার
৪ দাসকে। তাহারা য়েশুর স্থানে ওত্তরিয়া বহু প্রলাপ করিল তাঁহাকে বলিতেং ওনি যোগ্য যাহার কারন
৫ এ কার্য্য করিতে হবে একারন তিনি আমারদের বর্ন্ন প্রেম করেন ও গাঁথিয়াছেন আমারদের কারন
৬ একটা সিনগাগ। তখন য়েশু তাহারদের সঙ্গে যাইয়া ও ঘরের নিকট ওপস্থিৎ হইয়া সে একশৎ সেনার পতি পাঠাইল তাহার বন্ধুকে বলিতে তাঁহাকে ঈশ্বর আপনার ব্যামাহ পাইও না আমি এ অনুগ্রহ য়োগ্য নাই তুমি প্রবেশ করিতে আমার চালের
৭ নিচে সে কারন ভাবিলাম আমি ও তোমার কাছে আসিবার য়োগ্য নহি কিন্তু এক কথা কহ তবে
৮ আমার দাস আরাম হইবে। আমি ও শাসনের নিচে নিযুক্ত হইলাম ও আমার নিচে সেনা তাহাতে ইহাকে যাও বলিলে সে যায় ওহাকে আইস বলিলে সে আইসে আমার দাসকে ও ইহা করিও বলিলে
৯ সে করে তাহা। য়েশু এই কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন ও তাহার পশ্চাৎ লোকেরদিগে ফিরিয়া বলিলেন আমি কহি তোমারদিগকে এমন বড় ভক্তি
১০ পাইলাম না বটে য়িশরালের মধ্যে নাই। যাহারা পাঠান হইল তাহারা ঘরে যাইয়া আরাম পাইল সে পূর্ব্ব পীড়িৎ দাসকে।

১১ তারপর দিন তিনি নাইন নামে সহরে গেলেন তাহার অনেক শিষ্য এবং আর অনেক লোক ও গেল
১২ তাহার সঙ্গে। তখন তিনি সহরের দ্বারের নিকট ওপনিৎ হইলে দেখ এক মরা মানুষ বহিয়া গেল তাহার মাতার একা পুত্র সে ও বিবা এবং
১৩ সহরের বিস্তর লোক গেল তাহার সঙ্গে। প্রভু তাহাকে দেখিয়া দয়াশীল হইলেন ও বলিলেন
১৪ কান্দিও না। তিনি ও আসিয়া চাঁগি ছুইলেন তাহাতে বাহকেরা স্থকিৎ হইল তখন তিনি বলিলেন বাচ্চা
১৫ আমি বলি তোমাকে ওঠ ওঠ। ইহাতে সে মরা ওঠিয়া বসিল ও বলিতে লাগিল তখন তিনি দিলেন সে জন
১৬ তাহার মাতাকে। ইহা হইলে বড় ভয় পড়িল সকলের ওপরে এবং তাহারা ঈশ্বরের নাম করিল বলিতে২ এক জন বড় ভবিষ্যৎ বক্তা ওৎপন্ন হইয়াছেন আমার দের মধ্যে ঈশ্বর ও মনে করিয়াছেন তাহার লোকের
১৭ দিগকে তাহার এ পৌরষ ও গেল সমস্ত য়িহোদা ও তাহার চতুর্দ্দিগের দেশে।

১৮ হেন কালে য়োহনের শিষ্যেরা তাহাকে জানাইল
১৯ এই সমস্ত কার্য্য। তাহাতে য়োহন তাহার দুই জন শিষ্যকে ডাকিয়া পাঠাইল য়েশুর স্থানে বলিতে তুমি সে জন যিনি আসিবেন কিম্বা অপিক্ষা করি আমরা
২০ আর এক জনের কারন। সে দুই জন তাহার নিকটে যাইয়া বলিল য়োহন ডুবা আমারদিগকে পাঠাইয়াছেন তোমার নিকট বলিতে তুমি সে জন যিনি আসিবেন

২১ কি আর এক জনের কারন অপিক্ষা করিব। সেই দণ্ড তিনি অনেক লোকের অসুস্থ ও মহা রোগ ও ভূত পীড়া সুস্থ করিলেন অনেক অন্ধ লোককে ও
২২ দৃষ্টি দিলেন। পরে তাহারদিগকে প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তোমরা যাইয়া কহ য়োহনকে কিং দেখিয়াছ ও শুনিয়াছ অন্ধ দেখিতে পায় খোড়া হাঁটিয়া যায় মহা ব্যাধি শুচি হয় বধির শুনে মরা উথ্থান হয় দারিদ্র
২৩ লোককে ও মঙ্গল সমাচার চেড়ি দেয়া হইয়াছে ও ধন্য সে জন যে আমাতে ত্যাক্ত নহে।
২৪ তখন য়োহনের দুই দূত গেলে তিনি লোকেরদিগকে বলিতে লাগিলেন য়োহনের বিষয় তোমরা অরন্যে কি
২৫ দেখিতে গিয়াছ একটা নল বাতাসে লড়িয়া। কিন্তু কি দেখিতে গিয়াছ এক জন মানুষ কোমল বস্ত্র পরিচ্ছদান্বিৎ দেখং যাহারা সুন্দর পরিচ্ছদ পরে ও উপকরন
২৬ সাহিত্য খায় তাহারা রাজার বাড়িতে আছে। কিন্তু কি দেখিতে গিয়াছ এক জন ভবিষ্যৎ বক্তা বটে আমি বলি তোমারদিগকে ও ভবিষ্যৎ বক্তা হইতে অধিক।
২৭ এই তিনি যাহার বিষয় লেখা আছে দেখ আমি পাঠাই আমার দূত তোমার আগেং যে প্রস্তুত করিবে
২৮ তোমার পথ তোমার সন্মুখে। আমি ও বলি তোমারদিগকে যাহারা জন্মিল স্ত্রী লোকের উদরে তাহারদের মধ্যে ভবিষ্যৎ বক্তা নহে য়োহন ডুবা হইতে বড় কিন্তু ভগবানের রাজ্যে যে আছে সকলের ক্ষুদ্র সে
২৯ তাহা হইতে বড়। তখন তাহার সকল শ্রোতা ও পাটোয়ারি য়োহনের ডুবেতে ডুবিৎ হইয়া ঈশ্বরকে

তাহারদিগকে কাহাকে না বলিতে কি কার্য্য হইল।

পর্ব্ব ৯ তখন তিনি তাহার দ্বাদশ শিষ্যেরদিগকে ডাকিয়া দিলেন পরাক্রম ও শাসন শকল ভূতের ওপরে ও
২ রোগ ভাল করিতে। তিনি ও পাঠাইলেন তাহারদিগকে
৩ ঈশ্বরের রাজ্য চেত্রি দিতে ও পীড়িতকে সুস্থ করিতে ও বলিলেন তাহারদিগকে পথের কারন কিছুই লইও না দণ্ড কিম্বা থৈলা কিম্বা রুটি কিম্বা টাকা কিম্বা একং
৪ জনের দুই পরিচ্ছদ ও যেং ঘরে পুবেশ কর সেখানে
৫ থাক ও সেখান হইতে যাও। কেহ যদি অতীথি করে না তোমারদিগকে তবে সে সহর হইতে যাইবার কালে তোমারদের পদের ধুলা ঝাড়িয়া ফেল সাক্ষীর কারন
৬ তাহারদের বিপরিতে। তখন তাহারা বিদায় হইয়া গেল গ্রামেং মঙ্গল সমাচার চেত্রি দিতেং ও সুস্থ করিতেং সমস্তু ঠাই।

৭ হেন কালে হেরোদ চতুর্থাংশের কর্ত্তা তাহার সমস্তু কার্য্যের সম্বাদ পাইয়া বড় মনস্তাপিৎ হইল একারন কেহং বলিল য়োহন মৃত্যু হইতে ওঠিয়া ছিল
৮ আর কেহং বলিল আলীহা দেখা দিয়াছে আরং বলিল পূর্ব্ব কালের ভবিষ্যৎ বক্তার এক জন ওঠিয়া
৯ ছিল। কিন্তু হেরোদ বলিল আমি য়োহনের মাথা ছেদন করিয়াছি কিন্তু এই কেডা যাহার বিষয় এ কথা শুনি। ও সে দেখিতে চাহিল তাহাকে।

১০ তখন প্রেরিতেরা পুনরায় আসিয়া বলিল তাহাকে

যাহা২ করিয়া ছিল। অতএব তিনি তাহারদিগকে লইয়া গুপ্তে গেলেন নিরালয় স্থানে বীতচাঁদা সহরের
১১ সামিলে। কিন্তু লোক তাহা শুনিয়া গেল তাহার পশ্চাত ও তিনি তাহারদিগকে গ্রহন করিয়া বলিলেন ঈশ্বরের রাজ্যের বাক্য ও সুস্থ করিলেন তাহারদিগকে
১২ যাহারদের সুস্থ করনের আবশ্যক হইল। দিন প্রায় গেলে সে দ্বাদশ জন আসিয়া বলিল তাহাকে মানব্যকে বিদায় কর গ্রামে ও চতুর্দ্দিগের দেশে যাইয়া বাসা করিতে ও ভক্ষ্য কিনিতে একারন আমরা
১৩ এখানে নিরালয় স্থানে। কিন্তু তিনি বলিলেন তাহারদিগকে তোমরা খাইতে দেহ তাবারদিগকে। তাহারা বলিল আমারদের কেবল পাঁচ রুটি ও দুইটা
১৪ মৎস্য আছে একারন তাহারা হইল লোক সহশ্র পাঁচেক। তখন তিনি বলিলেন তাহার শিষ্যের দিগকে পঞ্চাশ২ বসাও তাহারদিগকে সারে২।
১৫ অতএব তাহারা সে মত করিয়া সকলকে বসাইল।
১৬ তখন তিনি সে পাঁচ রুটি ও দুই মৎস্য লইলেন ও স্বর্গেরদিগে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ দিলেন পরে ভাঙ্গিয়া দিলেন তাহার শিষ্যেরদিগকে মানব্যের আগে থুইবার
১৭ কারন। তখন তাহারা খাইয়া সমস্ত তৃপ্তি হইল ও তারপর কুড়াইল দ্বাদশ টুকরি ভরা গুড়া গাঁড়া।

১৮ হেন কালে তিনি সতন্তর হইলেন কামনা করিবারে ও তাহার শিষ্যেরা গেল সঙ্গে তখন তিনি তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন লোক কি বলে আমি কেডা।

১৯ তাহারা প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল য়োহন ডুবা কিন্তু
কেহ বলে আলীহা আর২ বলে পূর্ব্ব কালের ভবিষ্যত
২০ বক্তার এক জন পুনর্জীবিত আছে। তিনি বলিলেন
তাহারদিগকে কিন্তু তোমরা কি বল আমি কেডা।
পিতর ওত্তর করিয়া বলিল ভগবানের খ্রীষ্ট।
২১ তাহাতে তিনি বড় আজ্ঞা দিলেন তাহারদিগকে কোন
২২ কাহাকে না বলিতে তাহা কহিয়া মনুষ্যের পুত্রের
আবশ্যক আছে নানা দুঃখ খাইতে এবং প্রাচিন
ও প্রধান যাজক ও অধ্যাপকেরদের নিন্দা পাইতে
ও হত্যা হইতে ও পুনর্ব্বার জীবন পাইতে তৃতীয়
দিনে।

২৩ তিনি ও বলিলেন সকলকে যদি কেহ আসিতে চাহে
আমার সহিৎ তবে সে জন আপনাকে হেয়জ্ঞান
করুক ও নিত্য আপনার ক্রুস লইয়া আমার পশ্চাৎ
২৪ বর্ত্তি হওক একারন যে কেহ আপনার জীবন রক্ষা
করিতে চাহে সে তাহা হারাইবে ও যে কেহ হারায়
তাহার জীবন আমারার্থে সে রক্ষা করিবেক তাহা।
২৫ একারন মনুষ্যের কি প্রাপ্তি যদি সমস্ত জগত লভ্য
হইলে আপনাকে হারায় কিম্বা আকল্পনারকী হয়।
২৬ একারন যে কেহ আমার বিষয় কিম্বা আমার কথার
বিষয় লজ্জিৎ হয় তাহার বিষয় মনুষ্যের পুত্র লজ্জিৎ
হবেন যখন আসিবেন আপনার ও পিতার ও ধর্ম্ম
২৭ দূতের তেজে কিন্তু আমি সত্য বলি তোমার
দিগকে কতক লোক ডাণ্ডাইতেছে এখানে যাহারা
ঈশ্বরের রাজ্য না দেখিয়া মৃত্যু চাকিবে না।

২৮ এই সকল প্রসঙ্গির পরে দিন আষ্টেক এমন হইল তিনি লইয়া গেলেন পিতর ও য়োহন ও যাঁকুব পর্ব্বতের
২৯ ওপরে কামনা ররিবার নিমিত্ত। এবং কামনা করিতেং তাহার মুখের রূপ অন্য মত হইল ও
৩০ তাহার বস্ত্র শুক্ল বর্ন ও চকমকি। হেন কালে দেখ দুই জন তাহার সঙ্গে কথা কহিল তাহা যোশা ও
৩১ আলীহা যাহারা মোক্ষে দর্শন দিয়া বলিল তাহার মরিবার বিষয় যাহা পূর্ন করিতে হইল য়িরোশলমে।
৩২ কিন্তু পিতর ও যাহারা সঙ্গে ছিল তাহারা নিদ্রায় ঢুলং হইল পরে চৈতন্য হইয়া দেখিল তাহার তেজ ও সে দুই
৩৩ জনের যাহারা ডাণ্ডাইল তাহার সঙ্গে। তখন তাহারদের যাত্রা কালে পিতর বলিল য়েশুকে হে গুরু আমারদের ভাল হইবে এখানে থাকিতে অতএব আমারদিগিকে বনাইতে দেহ তিন তাম্বু একটা তোমার কারন একটা যোশার কারন একটা আলীহার কারন
৩৪ আপনার বচন না জানিয়া। ইহা বলিতেং একটা মেঘ আসিয়া ছাইল তাহারদের ওপরে ও তাহারা
৩৫ মেঘে প্রবেশ করিতেং ভয় করিল। মেঘ থাকিয়া এক রব শুনা গেল বলিয়া এই আমার প্রিয়
৩৬ পুত্র শুনহ তাহার কথা। সে রব গেলে য়েশু একা হইলেন ও তাহারা ইহা গুপ্ত রাখিল ও যাহা দেখিয়া ছিল তাহা কাহাকে বলিল না সে কালে।

৩৭ তারপর দিন তাহারা পর্ব্বত হইতে নামিলে অনেক
৩৮ লোক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আইল। ও দেখ তাহারদের এক জন চেঁচাইয়া বলিল হে গুরু আমি

নিবেদন করি তোমাকে দয়া কর আমার পুত্রকে
৩৯ একারন সে আমার একা সন্তান এবং দেখ এক
ভূৎ তাহাকে ধরিয়া সে সত্তর চেঁচায় ও তাহা
তাহাকে তাড়াঙ্গায় তাহাতে মুখের ফেনা হয় ও
৪০ তাহাকে ঘেঁতলাইয়া প্রায় ছাড়ে না। আমি ও
তোমার শিষ্যেরদিগকে নিবেদন করিলাম ছাড়াইয়া
৪১ ফেলিতে তাহাকে কিন্তু তাহারা পারিল না। য়েশু
ওত্তর করিয়া বলিলেন আরে ভক্তি হিন ও গোঁয়ার
পুরুষ কত কাল তোমারদের সঙ্গে থাকিব ও সহিষ্ণুতা
করিব তোমারদিগকে তোমার পুত্র এখানে আন।
৪২ তৎকালে আসিতেং ভূৎ তাহাকে ক্ষেপন করিল ও
তাড়াঙ্গাইল তাহাতে সে হইল অচৈতন্য। তখন য়েশু
সে অশুচি আত্মাকে ধমকাইয়া বালককে সুস্থ
করিলেন ও দিলেন তাহাকে তাহার পিতার হাতে।
৪৩ ঈশ্বরের পরাক্রম দেখিয়া সকলের বড় চমৎকার
হইল। প্রতি জন বিষ্ময় হইল সে সমস্ত কর্ম্মতে যাহা
য়েশু করিলেন তখন তিনি বলিলেন তাহার শিষ্যের
৪৪ দিগকে বসুক এই কথা তোমারদের কর্ন্নে একারন
মনুষ্যের পুত্র গচ্ছিত করিতে হবে মনুষ্যরদের হাতে।
৪৫ কিন্তু তাহারা বুঝিল না সে কথা ও তাহা গুপ্ত হইয়া
তাহারা জানিল না এবং ভয় করিল সে কথা জিজ্ঞাসা
৪৬ করিতে তাহাকে। তখন তাহারদের মধ্যে বিবাদ
হইল তাহারদের কেডা অতি বড় হইতে হইবে।
৪৭ যেশু তাহারদের অন্তঃকরনের মনন জানিয়া এক জন
৪৮ বালককে লইয়া বসাইলেন আপনার কাছে ও

বলিলেন তাহারদিগকে যে কেহ অতীথি করে এ বালক আমার নামে সে অতীথি করে আমাকে ও যে অতীথি করে আমাকে সে অতীথি করে তাহাকে যিনি পঠাই লেন আমাকে একারন তোমারদের সকলে যে অতি ক্ষুদ্র
৪৯ সেই বড় হবে। পরে য়োহন প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল গুরু আমরা এক জনকে দেখিলাম তোমার নামে ভূৎগন ছাড়িয়া ফেলিতেং আমরা মানা করিলাম তাহাকে এ
৫০ নিমিত্ত আমারদের সঙ্গে নহে। য়েশু বলিলেন তাহাকে মানা করিও না একারন যে জন আমারদের বিপরিত্তে নহে সে আমারদের পক্ষে।

৫১ অতঃপরে তাহার ওপর ওঠন কাল পূর্ন হইলে তিনি
৫২ মুখ স্থির করিলেন য়িরোশলমে যাইতে। ও দূত পাঠাইলেন তাহার অগ্রে যাহারা গেল শমরনীরদের
৫৩ এক নগরে বাসা করিতে তাহার কারন। কিন্তু তাহার মুখ য়িরোশলমে যাওনের মত হইয়া তাহারা গ্রহন
৫৪ করিল না তাহাকে। তাহার শিষ্যেরা যাকুব ও য়োহন তাহা দেখিয়া বলিল ঈশ্বর এ তোমার ইচ্ছা আমরা অগ্নিকে আজ্ঞা করি স্বর্গ হইতে পড়িয়া সংহার করিতে তাহারদিগকে য়েমন আলীহা করিলেন।
৫৫ কিন্তু তিনি ফিরিলেন ও বিরক্ত করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে তোমরা জান না কি প্রকার আত্মা
৫৬ তোমারদের। একারন মনুষ্যের পুত্র আইসেন না মানুষের জীবন নষ্ট করিতে কিন্তু রক্ষা করিতে। এবং তাহারা গেল আর এক গ্রামে।

৫৭ তাহারা পথে চলিতেং এক জন বলিল তাহাকে প্রভু
আমি তোমার সহিৎ যাইব যে কোন খানে যাইবা!
৫৮ য়েশু বলিলেন তাহাকে খেঁক শিয়ালের গর্ত্ত আছে
ও শুন্যের পক্ষির বাসা কিন্তু মনুষ্যর পুত্রের মাথা
৫৯ শোয়াইবার স্থান নহে। তিনি ও আর এক জনকে
বলিলেন আমার সহিৎ আইস। কিন্তু সে বলিল প্রভু
আমার পিতাকে কবরে দিবার যাইতে দেহ আমাকে
৬০ প্রথমে। য়েশু বলিলেন তাহাকে মরা কবরে দেওক
মরাকে কিন্তু তুমি যাইয়া ঈশ্বরের রাজ্য চেতি দেহ।
৬১ আর এক জন বলিল প্রভু আমি যাইব তোমার সহিৎ
কিন্তু প্রথমে যাইতে দেহ আমাকে বিদায় পাইবারে
৬২ তাহারদিগ হইতে যাহারা আছে বাটীতে। য়েশু বলিলেন
তাহাকে কোন কেহ হলে হাত দিয়া যদি পাছে দেখে
তবে সে ভগিবানের রাজ্যর যোগ্য নহে।

পর্ব্ব ১০ এই সকলের পরে প্রভু আর সত্তরি জন নিযুক্ত
করিয়া পাঠাইলেন তাহার অগ্রে দুইং প্রতি সহর
২ ও স্থানে যেখানে আপনি আসিতে চাহিলেন। অতএব
তিনি বলিলেন তাহারদিগকে ফসল বড় সে সত্য কিন্তু
মজুর লোক অল্প অতএব নিবেদন কর ফসলের কর্ত্তা
৩ কে পাঠাইতে মজুর লোককে তাহার ফসলে। তোমরা
যাও দেখ আমি পাঠাই তোমারদিগকে যেমন মেষের
৪ বাচ্চা কেন্দুয়ার মধ্যে। লইও না বুগিলি কি ঝোলা
৫ কি জুতা ও কাহাকে নমস্কার করিও না পথে। ও যেং
ঘরে তোমরা প্রবেশ কর প্রথমে বল কুশল হওক

৬ এই ঘরে যদি কুশলের পুত্র সেখানে তবে তোমারি
দের কুশল তাহার ওপরে থাকিবে কিন্তু যদি নহে তবে
৭ তোমারদের স্থানে পুন আসিবে তাহা। ও সে ঘরে
থাক খাইতে২ পীতে২ তাহারদের যাহা আছে
একারন মজুর তাহার মজুরির যোগ্য ঘরে২ যাইও
৮ না। যে কোন সহরে গেলে লোক গ্রহন করে
তোমারদিগকে তবে যা২ থুয়া থাকে তোমারদের
৯ অগ্রে তাহা খাও তাহার মধ্যে পীড়িৎ লোককে
সুস্থ কর এবং বল তাহারদিগকে ভগবানের রাজ্য
১০ আসিয়াছে তোমারদের নিকট। কিন্তু যে কোন
সহরে গেলে লোক অতীথি করে না তোমারদিগকে
১১ তবে সে সহরের গলিতে যাইয়া বল তোমারদের
সহরের যে ধুলা লাগে আমারদিগকে তাহা ঝাড়িয়া
ফেলি তোমারদের বিপরিতে কিন্তু নিতান্ত ইহা জানিও
ঈশ্বরের রাজ্য তোমারদের নিকটে আসিয়াছে।
১২ আমি বলি তোমারদিগকে সেই দিনে সদমের শাস্তি
১৩ হইবে সে সহরের হইতে অল্প। সন্তাপ তোমাকে
খোরাজিন সন্তাপ তোমাকে বীতচীদা একারন যে
আশ্চর্য্য কর্ম্ম করা হইল তোমারদের মধ্যে তাহা যদি
করা হইত চোর ও চীদনে তবে তাহারা অনেক দিন
১৪ পূর্ব্বে চট ও ছাইতে বসিয়া খেদ করিত। কিন্তু
বিচারের দিনে চোর ও চীদনের সহ্যগত হইবে
১৫ তোমার দিগ হইতে অধিক। হে কফরনহুম ও
যে স্বর্গে ওথ্থান হইয়াছ তুমি নরকে পতিত
১৬ হইবে। যে শুনে তোমারদিগকে সেই শুনে আমাকে

ও যে তুচ্ছ করে তোমারদিগকে সে তুচ্ছ করে আমাকে ও যে তুচ্ছ করে আমাকে সে তুচ্ছ করে তাঁহাকে যিনি পাঠাইলেন আমাকে।

১৭ পরে সে সত্তরি জন আনন্দিত হইয়া ফিরিল ও বলিল প্রভু ভুতেরা আমারদের বস তোমার নাম

১৮ করনক। তিনি বলিলেন তাহারদিগকে আমি দেখিলাম সয়তান বিদ্যুতের মত স্বর্গ হইতে পড়িতেছে।

১৯ দেখ আমি পরাক্রম দেই তোমারদিগকে দলাইতে সর্প ও বিষ কাঁকড়িকে ও শত্রুর সমস্ত পরাক্রমের ওপরে ও কিছুই কোন মত হিংসা করিবে না

২০ তোমারদিগকে। কিন্তু ইহাতে আনন্দ করিও না যে আত্মারা তোমারদের বস কিন্তু আনন্দ কর

২১ তোমারদের নাম স্বর্গে লেখা থাকনের কারন। সে দণ্ডে য়েশু হৃদয়ে আনন্দ করিয়া বলিলেন হে পিতা স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু তুমি ইহা গুপ্ত রাখিয়াছ জ্ঞানমন্ত ও বিদ্বান লোক হইতে এবং তাহা প্রকাশ করিয়াছ বালকেরদিগকে সে নিমিত্ত স্তব করি তোমাকে হে পিতা এমন হওক একারন এই তোমার

২২ সন্তোষ। সকল্ আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন আমার পিতা পিতা বিনা কেহ জানে না পুত্রকে ও কেহ জানে না পিতাকে বিনা পুত্র ও সে জন যাহাকে

২৩ পুত্র প্রকাশ করিতে চান তাহাকে। পরে তিনি তাহার শিষ্যেরদিগে ফিরিয়া গুপ্তে বলিলেন যে চক্ষু দেখে সে কার্য্য যাহা তোমরা দেখ সে চক্ষু বীন্য

২৪ একারন আমি বলি তোমারদিগকে অনেক ভবিষ্যৎ বক্তা ও রাজা দেখিতে চাহিল যাহা তোমরা দেখ কিন্তু দেখিতে পাইল না ও শুনিতে যাহা তোমরা শুন কিন্তু শুনিতে পাইল না।

২৫ তৎকালে দেখ এক জন বিধি কর্ত্তা উঠিল পরিক্ষা করিতে তাহাকে বলিতেহ প্রভু অনন্ত পরমাযুর অধিকার ২৬ পাইতে কি করিব। তিনি বলিলেন তাহাকে কি ২৭ লিখা আছে ব্যবস্থায় কি পড়িতেছ। সে প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল প্রেম করিও য়িহুহা তোমার ঈশ্বরকে তোমার সমস্ত অন্তঃকরন সমস্ত প্রান সমস্ত বল ও সমস্ত মন দিয়া এবং তোমার প্রতিবাসিকে আপনার ২৮ মত। এবং তিনি বলিলেন তাহাকে তুমি প্রকৃত ২৯ উত্তর করিয়াছ ইহা করিয়া বাঁচিবা। কিন্তু সে জন আপনাকে পুকৃতার্থিক করাইতে ইচ্ছা করিয়া ৩০ বলিল য়েশুকে আমার প্রতিবাসি কে। য়েশু উত্তর করিয়া বলিলেন এক জন য়িরোশলম হইতে য়িরিখোতে যাইতেহ ডাকাইতের মধ্যে পড়িল যাহারা তাহার কাপড় লুটিয়া কাটিল তাহাকে ও তাহাকে ৩১ অর্দ্ধ মরা ছাড়িয়া প্রস্থান করিল। পরে এক জন যাজক হটাতকার সে পথে গেল ও তাহাকে দেখিয়া ৩২ অন্য পার্শ দিয়া লঙ্ঘিল তাহাকে। এই মত ও এক জন লেবী সে স্থান দিয়া গেলে আইল কিন্তু দেখিয়া ৩৩ অন্য পার্শ দিয়া লঙ্ঘিল তাহাকে। কিন্তু এক জন শমরনী গমন করিতেহ উত্তরিল তাহার নিকটে ও ৩৪ তাহাকে দেখিয়া দয়া করিল। সে জন আসিয়া

বন্দিল তাহার ঘা তৈল ও দ্রাক্ষা রস তাহাতে ঢালিয়া পরে তাহাকে আপনার বাহনে চড়াইয়া সরাইতে
৩৫ আনিল ও পালন করিল তাহাকে। পর দিনে যাইবার কালে দুই সিকি লইয়া দিল দারোগাকে ও তাহাকে বলিল প্রতি পালন কর তাহাকে এবং অধিক খরচ যাহা করিবা তাহা দিব পুনর্ব্বার আইসনের
৩৬ কালে। এ তিন জনের কেডা হইল তাহার
৩৭ প্রতিবাসি যে পড়িল চোরের মধ্যে বুঝ। সে বলিল যে জন দয়া করিল তাহাকে। পরে য়েশু বলিলেন তাহাকে তুমি যাইয়া সে মত কর।

৩৮ তাহারা যাইতেং এমন হইল তিনি এক গ্রামে যাইয়া এক স্ত্রী লোক অতীথি করিল তাহকে তাহার
৩৯ নাম মার্ত্তা। তাহার ও এক ভগিনি হইল তাহার নাম মারিয়া যে য়েশুর চরনে বসিয়া শুনিল তাহার কথা।
৪০ কিন্তু মার্ত্তা বহু কার্য্যের কারন ওৎকণ্ঠিৎ হইল অতএব সে আগুাইয়া বলিল প্রভু হে তোমার কিছু ভাবনা নহে যে আমার ভগিনি ছাড়িয়া দিয়াছে আমাকে একা কার্য্য করিতে অতএব আমার ওপগার
৪১ করিতে বল তাহাকে। য়েশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহাকে মার্ত্তা মার্ত্তাভো তুমি চিন্তিৎ ও ওৎকণ্ঠিৎ
৪২ বহু কার্য্যের বিষয় কিন্তু এক কার্য্যের আবশ্যক আছে। এবং মারিয়া পছন্দ করিয়াছে সে ভাল ভাগ যাহা লইতে হইবে না তাহা হইতে।

পর্ব্ব ১১ পরে তিনি ছিলেন এক স্থানে প্রার্থনা করিতেং এবং ত্যাগ করিলে তাহার এক শিষ্য বলিল প্রভুহে আমার দিগকে কামনা করিতে শিক্ষাও যে মত যোহন ২ শিক্ষাইল তাহার শিষ্যেরদিগকে। তিনি কহিলেন তাহারদিগকে যখন তোমরা কামনা কর তখন কহ আমারদের পিতাহে যে আছ স্বর্গে পবিত্র হওক তোমার নাম আইসুক তোমার রাজ্য হওক তোমার ইচ্ছা ৩ যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীতে আমারদের নিত্য আহার ৪ দিন বদিন দেহ আমারদিগকে ও মাফ কর আমারদের পাপ একারন আমরা ও মাফ করি আমারদের দেনা দারেরদিগকে লইও না আমাদিগকে পরিক্ষায় কিন্তু পরিত্রান কর আমারদিগকে সে দুষ্ঠ হইতে।

৫ তিনি ও বলিলেন তাহারদিগকে তোমারদের কাহার বন্ধু আছে যাহার স্থানে দুই প্রহর রাত্রে যাইয়া বল ৬ হে বন্ধু আমাকে দুই রুটি ধান দেহ একারন আমার এক বন্ধু আসিয়াছে আমার স্থানে ও আমার ৭ কিছু নহে থইবার তাহার সন্মুখে। কিন্তু ভিতরে যে জন আছে সে বলিবে প্রত্যুত্তর করিয়া খিক দিও না আমাকে এখন দ্বার বন্ধ হইয়াছে ও আমার ছায়াল পায়াল শুইতেছে আমার সহিৎ তোমাকে ৮ দিবার ওঠিতে পারি না আমি কহি তোমারদিগকে যদি তাহার বন্ধু হওনের কারন না ওঠিয়া দিবে তথাচ তাহার তচ্ছিষ্ঠির কারন ওঠিয়া দিবে তাহাকে যত ৯ তাহার আবশ্যক আছে। আমি ও তোমারদিগকে

বলি চাহিলে দিতে হবে তোমারদিগকে চেষ্টা করিলে পাইবা ঘাতিলে দ্বার খুলিতে হইবে তোমারদের জন্য।
১০ একারন যে চাহে সে লয় ও যে চেষ্টা করে সে পায় ও
১১ যে ঘাতে তাহার কারন খুলিতে হয়। পুত্র যদি রুটি চাহে তোমারদের কোন পিতার স্থানে তবে পাথর দিবে তাহাকে ও যদি মৎস্য চাহে তবে
১২ মৎস্যের বদলে সর্প দিবে তাহাকে কিম্বা ডিম্ব যদি
১৩ চাহে তবে বিষ কাঁকড়ি দিবে তাহাকে। অতএব তোমরা মন্দ হইয়া যদি ভাল দান দিতে জান তোমার দের শিশুরদিগকে তবে তোমারদের স্বর্গীয় পিতা কত অধিক দিবেন ধর্ম্মাত্মা তাহারদিগকে যাহারা চাহে তাহার স্থনে।

১৪ হেন কালে এক ভূৎ ছাড়াইতে ছিল ও তাহা গোঙ্গা। তখন ভূৎ গেলে গোঙ্গা কথা কহিল তাহাতে লোক
১৫ চমৎকৃত হইল। কিন্তু তাহারদের কেহ২ বলিল সে ভূৎকে ছাড়ায় ভূতের বাআঁলজবব রাজার নামে।
১৬ আর লোক তাহার পরিক্ষার কারন চাহিল চিহ্ন স্বর্গ
১৭ হইতে তাহার স্থানে। তিনি তাহারদের মনোদ্ভব জানিয়া বলিলেন তাহারদিগকে কোন রাজ্য আপনার বিপরিতে ভিন্ন হইলে সর্ব্বনাশ হয় ও ঘর ঘরের
১৮ বিপরিতে ভিন্ন হইলে পড়ে সয়তান ভিন্ন হইলে আপনার বিপরিতে তাহার রাজ্য স্থির হইতে পারিবে না। একারন তোমরা কহিতেছ যে আমি ভূৎকে
১৯ ছাড়িয়া দেই বাআঁলজববের নামে। কিন্তু আমি যদি বাআঁলজববের নাম লইয়া ভূৎকে ছাড়িয়া দেই

তবে কাহার নাম লইয়া ছাড়িয়া দেয় তাহারদিগকে তোমারদের শিশুরা এ নিমিত্ত তাহারা হইবে তোমার
২০ দের বিচার কর্ত্তা। কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের অঙ্গুলি দিয়া ভূৎকে ছাড়াই তবে অবশ্য ঈশ্বরের রাজ্য
২১ আসিয়াছে তোমারদের স্থানে। যখন বলবান সজ্জা হইয়া ঘর রক্ষা করে তখন তাহার ধন নিরাপদে
২২ থাকে। কিন্তু তাহা হইতে বলবান আসিয়া পরাজয় করে তাহাকে তখন যে সম্পদে বিশ্বাস করিল তাহা
২৩ লুটিয়া ভাগ২ করে। যে আমার পুক্ষ নহে সে আমার বিপরিতে ও যে একত্তর না করে আমার
২৪ সহিৎ সে ছড়িয়া ফেলে। অশুচি আত্মা মানুষকে ছাড়িয়া সুষ্ক স্থানে ভ্রমন করে বিশ্রম চেষ্টা করিতে২ এবং তাহা না পাইয়া বলে আপনার যে ঘর
২৫ ছাড়িয়াছি তাহাতে ফিরিয়া যাইব। ও যাইয়া তাহা
২৬ পায় শূন্য মার্জন ও সাজান পরে সে যাইয়া লয় আর সাত আত্মা আপনা হইতে দুষ্ট পরে তাহারা সান্দাইয়া বাস করে সে স্থানে তাহাতে সে মানুষের শেষ তাহার প্রথম হইতে মন্দ

২৭ এ কথা কহিতে২ এমন হইল এক জন নারী মানব্যের মধ্যে ওচ্চাশ্বরে বলিল তাহাকে ধন্য সে ওদর যে ধরিল তোমাকে ও স্তন যাহা তুমি পান করিয়াছ।
২৮ তিনি কহিলেন অধিক ধন্য তাহারা যাহারা ঈশ্বরের
২৯ বাক্য শুনে ও মানে। মানব্য জড় হইলে তিনি কহিতে লাগিলেন এ দুষ্ট পুরুষ লক্ষন চেষ্টা করে কিন্তু য়োনা ভবিষ্যৎ বক্তার লক্ষন ব্যতিরেক কোন

৩০ লক্ষন দিতে হইবে না তাহারদিগকে। একারন যেমন য়োনা ছিল নিনিবীরদের লক্ষন তেমন মানুষের
৩১ পুত্র হইবে এ পুরুষের। দক্ষিনের রানী বিচারে খাড়া হইবে এ পুরুষের সহিৎ ও তাহারদের দোষ করাইবে একারন সে আইল পৃথিবীর অন্ত হইতে শলমার জ্ঞান শুনিবার কারন কিন্তু শলমা হইতে বড়
৩২ এক জন এখানে। নিনিবীর লোক বিচারে খাড়া হইলে এ পুরুষের সহিৎ করাইবে তাহারদের দোষ একারন তাহারা য়োনার চেতি দেয়া কথা শুনিয়া খেদ করিল কিন্তু দেখ এক জন য়োনা হইতে বড় এখানে।——
৩৩ কেহ প্রদীপ জালাইয়া গুপ্ত স্থান কিম্বা কাঠার নিচে থুয়ে না কিন্তু দীপদানের ওপর প্রবেশিরা দীপ্তি
৩৪ দেখনের কারন। সরীরের দীপক চক্ষু অতএব তোমার চক্ষু এক দৃষ্টি হইলে সকল তনু হইবে দীপ্তি পুর্ন্নিৎ কিন্তু চক্ষু মন্দ হইলে সকল সরীর অন্ধকারীয়।
৩৫ সেকারন সাবধান হও যে তোমার মধ্যের দীপ্তি
৩৬ অন্ধকার নহে। অতএব তোমার সকল সরীর দীপ্তি হইলে ও অন্ধকার কিছু নহে তবে সকল হইবে প্রদীপের বহু তেজনের মত তোমার মধ্যে।————
৩৭ এ কথা কহিতে২ এক জন ফারিসি তাহাকে বলিল ভোজন করিতে তাহার সহিৎ তখন তিনি প্রবেশ
৩৮ করিয়া বসিলেন। কিন্তু ফারিসি তাহার ভোজনের
৩৯ পূর্ব্বে অস্নান দেখিলে চমৎকৃত হইল অতএব প্রভু বলিলেন তাহাকে এখন তোমরা ফারিস্সিরা মার্জন কর বাটী ও থালের বাহিরে কিন্তু তোমারদের ভিতরে

৪০ জোর ও অযথার্থ পূর্ণ। হে ক্ষিপ্তেরা যিনি বাহিরের ভাগ নির্ম্মান করিলেন তিনি ভিতরে ভাগ ও নির্ম্মান
৪১ করিলেন না। কিন্তু তোমার সংস্থা হইতে দান কর
৪২ তাহাতে দেখ তোমারদের স্থানে সকল শুচি। কিন্তু ফারিসিরারে সন্তাপ তোমারদিগকে একারন তোমরা পূদীনা ও ক ও সকল শাকের দশাংশ দিতেছ কিন্তু বিচার ও ঈশ্বরের প্রেমকে লঙ্ঘিতেছ ইহা করিতে
৪৩ ও অন্য না ত্যাগ করিতে জুয়ায়। হে ফারিসিরা সন্তাপ তোমারদিগকে একারন সিনাগগে তোমরা
৪৪ উত্তম আসন চাহ ও নমস্কার গলিতে। হে অধ্যাপক ও ফারিসি কাল্পনিকেরা সন্তাপ তোমারদিগকে একারন তোমরা অদর্শন কবরের মত এবং যাহারা যায় তাহার
৪৫ ওপর তাহারা জানে না। এক জন ব্যবস্থা জ্ঞাত প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহাকে মহাশয় ইহা কহিয়া
৪৬ আমারদের মন্দ কহিতেছ। কিন্তু তিনি বলিলেন সন্তাপ তোমারদিগকে তোমরা ব্যবস্থা জ্ঞাত একারন তোমরা বড় ভার ও বহিতে কঠিন দিতেছ মানুষেরদের ওপরে কিন্তু আপনারা এক অঙ্গুলি করিয়া ছুও না
৪৭ ভারকে। সন্তাপ তোমারদিগকে একারন তোমরা গাঁথিতেছ ভবিষ্যৎ বক্তারদের কবর ও তোমারদের
৪৮ পিতৃরা খুন করিল তাহারদিগকে। অবশ্য তোমরা প্রমান দিতেছ যাহাতে তাহারদের ক্রিয়া মনে লইতেছ একারন তাহারা খুন করিল তাহারদিগকে ও তোমরা
৪৯ গাঁথিতেছ তাহারদের কবর। সেকারন ঈশ্বরের জ্ঞান কহেন আমি পাঠাইব ভবিষ্যৎ বক্তা ও প্রেরিতগন

তাহারদের স্থানে কিন্তু তাহারা খুন করিবে ও
৪০ বিপক্ষতা করিবে তাহারদের কতক জনকে । সকল
ভবিষ্যৎ বক্তারদের খুনের দায়া করিবার কারন
এ পুরুষের ওপর যাহা খুন হইল পৃথিবীর ভিত
৫১ করনাবধি হাবেলের খুনাবধি জখরীহার খুন
পর্য্যন্ত যে হত্যা ছিল যজ্ঞ কুণ্ড ও মন্দিরের মধ্যে
খানে । আমি নিশ্চয় কহি তোমারদিগকে তাহা
৫২ ভোগ করাইতে হইবে এ পুরুষের ওপর । হায়
তোমারদিগকে ব্যবস্থা জ্ঞাতরে একারন লইয়া গিয়াছ
জ্ঞানরে জোড়ান আপনারা প্রবেশ করিলা না ও
যাহারা প্রবেশ করিতে ছিল তাহারদিগকে বারন
৫৩ করিলা । এ প্রসঙ্গ হইতেং তাহারদের স্থানে
অধ্যাপক ও ফারিসিরিরা বহু নিবেদন করিল তাহাকে
অনেক বিষয় কহিতে তাহারদিগকে চেষ্টা করিতেং
৫৪ কপট করিয়া ধরিতে তাহার মুখের কোন কথা
তাহাকে ওল্লানা করিবার নিমিত্ত ।

পর্ব্ব ১২ তৎকালে অনেক সহস্র লোক একত্তর হইল যে
মত এক জন চড়িল অন্যের ওপরে তখন য়েশু কহিতে
লাগিলেন প্রথম তাহার শিষ্যেরদিগকে সাবধান রাখ
আপনারদিগকে ফারিসিরদের খমির হইতে তাহা
২ ভ্রুকুটি একারন কিছু আচ্ছাদিৎ নহে যাহা প্রকাশ
৩ হইবে না কিম্বা গুপ্ত যাহা জ্ঞাত হইবে না । এত
দর্থে যাহা তোমরা বল অন্ধকারে তাহা দিপ্তিতে

শ্রুবন হইবে ও যাহা তোমরা কর্ন্নে বল নিভৃতে তাহা
৪ ঢেঁড়ি দিতে হইবে ঘরের চাতের ওপর। হে আমার
মিত্রেরা তোমারদিগকে এ কথা কহি যাহারা সরীরকে
খুন করিয়া আর কিছু করিতে পারে না তাহারদিগকে
৫ ভয় করিও না। কিন্তু কাহাকে ভয় করিতে
জানাইব তোমারদিগকে যিনি মারনের পরে সরীর
প্রান দুই ফেলিতে পারেন নরকে তাহাকে ভয় করিও
বটে তোমারদিগকে কহি ভয় কর তাঁহাকে।
৬ পাঁচটা চটক পক্ষ বিক্রয় নহে এক পনের কারন
তাহারদের একটা ও বিস্মৃতি নহে ঈশ্বরের ঠাঁই
৭ কিন্তু তোমার মাথার চুল সকল গনন হইয়াছে। সে
কারন ভয় করিও না তোমরা বহু মুল্য অনেক চটক
৮ হইতে। তোমারদিগকে ও এ কথা কহি যে কেহ
স্বৈকার করে আমাকে মানুষের স্থানে তাহাকে
মানুষের সন্তান ও স্বৈকার করিবেন ঈশ্বরের দূতের
৯ স্থানে। কিন্তু যে কেহ হেয়জ্ঞান করে আমাকে
মানুষেরদের স্থানে তাহাকে ও হেয়জ্ঞান করিতে
১০ হইবে ঈশ্বরের দূতের স্থানে যদি কেহ কথা কহে
মানুষের পুত্রের বিপরিতে তবে তাহা মাফ হইতে
পারিবে তাহার ঠাঁই কিন্তু কেহ যদি নিন্দা করে
১১ ধর্ম্মাত্মাকে তবে তাহা মাফ হইবে না। যখন
তাহারা আনে তোমারদিগকে সিনাগগে ও আদালতে
ও অধ্যক্ষেরদের ঠাঁই তখন চিন্তা করিও না কি প্রকার
১২ প্রত্যুত্তর করিবা কিম্বা কি কহিবা একারন সে দণ্ডে
ধর্ম্মাত্মা শিক্ষাইবেন তোমারদিগকে কি কহিতে জুয়ায়।

১৩ হেন কালে মানবোর এক জন বলিল তাহাকে মহাশয় আমার ভাইকে কহ অধিকার ভাগ করিতে
১৪ আমার সহিৎ। তিনি কহিলেন তাহাকে মানুষ কেডা নিযুক্ত করিল আমাকে বিচার কর্ত্তা ও ভাগ
১৫ কর্ত্তা তোমারদের। তিনি বলিলেন তাহারদিগকে দেখ এবং কার্পন্যতা হইতে সাবধান হও একারন
১৬ মানুষের সম্পদে তাহার জীবনের রক্ষা নহে। তিনি ও কহিলেন এক ওপদেশ তাহারদিগকে এক জন ধনীর
১৭ ভুমিতে বিস্তুর ওৎপন্ন হইল। অতএব সে বিবেচনা করিয়া বলিল আমি করিব কি একারন আমার ফল
১৮ থুইবার স্থান নহে। পরে সে বলিল ইহা করিব আমার গোলা ভাঙ্গিয়া আর বড় গাঁথিব ও সে খানে
১৯ থুইব আমার ওৎপত্তি ও আমার ধন। তখন আমার প্রানকে বলিব হে প্রান তোমার বহু ধন সঞ্চয় হইয়াছে অনেক বৎসরের কারন শান্ত হও ভোজন
২০ পান কর হৃষ্ট হও। কিন্তু ঈশ্বর বলিলেন তাহাকে তুই ক্ষিপ্ত অদ্য রাত্রে তোমার প্রানকে লইতে হইবে তোমার ঠাঁই তখন যে সকল প্রস্তুৎ করিয়াছ তাহা
২১ হইবে কাহার। যে কোন কেহ ধন সঞ্চয় আপনার কারন কিন্তু ঈশ্বরেরদিগে ধনবান নহে সে জন এ মত।

২২ পুনর্ব্বার তিনি কহিলেন তাহার শিষ্যেরদিগকে এ হেতু আমি কহি তোমারদিগকে জীবনের কারন চিন্তিৎ হইও না কি খাইবা কিম্বা সরীরের কারন কি
২৩ পরিবা আহার হইতে বড় জীবন ও পরিচ্ছদ হইতে

২৪ বড় সরীর। কাককে ঠাওর একারন তাহারা বুনে না ফসল কাটে না তাহারদের ভাণ্ডার নহে গোলা নহে কিন্তু ঈশ্বর প্রতিপালন করেন তাহারদিগকে
২৫ তোমরা পক্ষ হইতে কত ভাল তোমারদের কোন জন ও চিন্তা করিতে২ আপনার দীর্ঘতা এক হাত অধিক
২৬ করিতে পারে। ক্ষুদ্র কার্য্য যদি করিতে পার না
২৭ তবে কেন অন্য বিষয় ব্যস্ত সমস্ত। মাটের কস্তুরি গাছ ঠাওর তাহারা কি মত বাড়ে তাহারা শ্রম করে না সুতা কাটে না কিন্তু এ কথা কহি তোমারদিগকে শলমা তাহার সকল মহিমায় ইহারদের একের মত
২৮ পরিচ্ছদান্বিৎ হইল না। ঈশ্বর যদি এ মত পরিধান করেন মাটের ঘাশকে যাহা অদ্য আছে ও কল্য আগুনেতে ফেলা হয় তবে কত অধিক তোমারদের হে
২৯ সল্প ভক্তি বির। কিন্তু তোমরা ভাবিৎ হইও না কি
৩০ খাইবা কি পীবা এবং মনে সন্দেহ করিও না একারন সংসারের বর্ন্নগন এ সকল চিন্তা করে কিন্তু তোমার দের পিতা জানেন যে তোমারদের এ সকলের
৩১ আবশ্যক আছে। কিন্তু তোমরা চেষ্টা কর ঈশ্বরের রাজ্য তখন এ সকল দিতে হইবে তোমার
৩২ দিগকে হে ক্ষুদ্র পাল ভয় করিও না একারন তোমার পিতার বড় সন্তোষ আছে রাজ্য দিতে তোমারদিগকে।
৩৩ তোমারদের সম্পত্ত্য বিক্রয় করিয়া দান কর আপনার দের কারন থৈলা কর যাহা জীর্ন্ন হইবে না অক্ষয় ধন স্বর্গের মধ্যে যেখানে চোর নিকট আইসে না
৩৪ ও পোকা নষ্ট করে না একারন যেখানে তোমারদের ধন

সেখানে হইবে তোমারদের অন্তঃকরন।
৩৫ হওক তোমারদের কমর বন্দ ও তোমারদের প্রদীপ
৩৬ প্রজ্বলিৎ আপনারা ও লোকেরদের ন্যায় যাহারা অপিক্ষা করে তাহারদের প্রভুর আগমন বিবাহ ঘর হইতে তাহাতে আসিয়া ঘাডিলে তাহারা
৩৭ ততক্ষনে দ্বার খুলিতে পারে। ধীন্য সে দাস যাহারদিগকে তাহারদের প্রভু আসিয়া পায় অপিক্ষা করিতে২ নিশ্চয় আমি কহি তোমারদিগকে সে আপনার কমর বন্দিবে ও তাহারদিগকে বসাইবে এবং যাইয়া তাহারদের খাইবার কার্য্য করিবে।
৩৮ সে ও যদি দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় প্রহর আসিয়া
৩৯ এ মত পায় তবে ধীন্য সে দাস। ইহা ও জ্ঞাত হও যদি ঘরের কর্ত্তা জানিত কোন দণ্ডে চোর আসিবে তবে
৪০ চৌকি রাখিয়া ঘরকে ভাঙ্গিতে দিত না। তোমরা ও প্রস্তুত হও একারন যে দণ্ড তোমার অপিক্ষা কর না
৪১ সে দণ্ডে মনুষ্যের পুত্র আসিবেন। পিতর বলিল তাহাকে মহাশয় এ ওপদেশ কহিতেছ আমারদিগকে
৪২ কিম্বা সকলেরদিগকে। কিন্তু প্রভু বলিলেন তবে কেডা সে বিশ্বাসি ও বুদ্ধিবান দেয়ান যাহাকে তাহার প্রভু নিযুক্ত করিবেন তাহার ঘরের ওপর তাহারদের
৪৩ পরিমান ভক্ষ দিতে ওচিৎ কালে। ধীন্য সে দাস
৪৪ যাহাকে তাহার প্রভু আইলে পায় এমন করিতে২। সত্য কহি তোমারদিগকে তিনি করিবেন তাহাকে তাহার সকল
৪৫ সম্পদের কর্ত্তা। কিন্তু সে দাস যদি অন্তঃকরনে বলে আমার প্রভু আসিতে গৌন করে পরে দাস দাসীর

দিগকে মারিতে লাগে ও ভোজন পান করে বেসুরের
৪৬ সহিৎ যে দিনে অপিক্ষা করে না ও যে দণ্ডে
জানে না সে কালে আসিবে সে দাসের প্রভু এবং
তাহাকে দুই খান করিয়া দিবেন তাহার ভাগ অনাস্থি
৪৭ কেরদের সহিৎ যে দাস জানিল তাহার প্রভুর
মন কিন্তু প্রস্তুত হইল না ও তাহার ইচ্ছা করিল না সে
৪৮ অনেক মারি খাইবে কিন্তু যে জ্ঞাত না হইয়া করিল
মারন যোগ্য কার্য্য সে অল্প মারি খাইবে ; একারন
যাহাকে বহু গচ্ছিৎ হইয়াছে তাহার স্থানে বহু
চহিতে হইবে ও যাহার স্থানে অনেক থুয়া গিয়াছে
তাহার স্থানে অধিক চাহিতে হইবে।

৪৯ আমি আসিয়াছি অগ্নি ফেলিতে পৃথিবীতে এবং
কি ইচ্ছা আমার। আহা যদিত এখন প্রজ্বলিৎ হইতা
৫০ কিন্তু আমার এক ডুব পাইতে আছে আমি কেমন
৫১ ব্যস্থিৎ তাহা পূর্ন করন পর্য্যন্ত। ভাবিও না যে আমি
আসিয়াছি নির্বুদ্ধ পাঠাইতে পৃথিবীতে আমি কহি
৫২ তোমারদিগকে নহে কিন্তু পৃথকং করিতে। এখন
হইতে এক ঘরে পাঁচ জন ভিন্ন হইবে তিন জন দুহার
৫৩ বিপরিতে ও দুই জন তিনের বিপরিতে পিতা ভিন্ন
হইবে পুত্রের বিপরিতে ও পুত্র পিতার বিপরিতে মাতা
কন্যার বিপরিতে ও কন্যা মাতার বিপরিতে বধু
তাহার সাশুড়ির বিপরিতে ও সাশুড়ি তাহার পুত্র বধুর
বিপরিতে।

৫৪ পরে তিনি বলিলেন লোককে মেঘের ওদয় পশ্চিম
হইতে দেখিলে তোমরা কহ বৃষ্টি হইবে এবং তাহা

৫৫ হয়। ও দক্ষিন বায়ু বহিলে তোমরা বল গ্রীষ্ম হইবে
৫৬ এবং তাহা হয়। কাল্পনিকেরা শূন্য ও পৃথিবীর মুখ
বুঝিতে পার কিন্তু এ কালের লক্ষন বুঝিতে পার না
৫৭ কেমনে। আপনারা প্রকৃত বিচার কর না কি নিমিত্ত
৫৮ তোমার বৈরঙ্গের সহিৎ যাইতে২ অধ্যক্ষের স্থানে
পথে তাহা হইতে মুক্ত হইবার যত্ন কর কি জানি
তোমাকে গাছুৎ করিলে বিচার কর্ত্তার স্থানে বিচার
কর্ত্তা গাছুৎ করিবে তোমাকে প্রহারীর ঠাঁই ও প্রহারক
৫৯ কারগারে থুয়ে তোমাকে। তোমাকে কহি অতি শেষ
কড়ি না দিলে বাহিরে আসিবা না।

পর্ব্ব ১৩

সে সময় কতক লোক আসিয়া বলিল তাহাকে সে
গালিলীরদের বিষয় যাহারদের রক্ত পীলাত মিশ্রিত
২ করিয়া ছিল তাহারদের বলিদানের সহিৎ। য়েশু
প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে এ গালিলীরা
এত ক্লেশ পাইল সেকারন তাহারা আর সকল গালি
৩ লির হইতে পাপিষ্ঠ বুঝ নহে তোমারদিগকে কহি খেদ
৪ না করিলে তোমরা ও সকল সর্ব্বনাশ হইবা। কিম্বা
সে অষ্টাদশ জন যাহারদের ওপর শিলোয়ার গড়
পড়িয়া মারিল তাহারদিগকে তাহারা য়িরোশলমের
৫ সকল গৃহস্থ হইতে দোষি বুঝ নহে তোমারদিগকে
কহি খেদ না করিলে তোমরা ও সকল সর্ব্বনাশ
৬ হইবা। তিনি বলিলেন এ হিৎ ওপদেশ এক জনের
দ্রাক্ষা ওদ্যানে ডুম্বুর গাছ রোপন হইল পরে সে
তাহার ফল চেষ্টা করিতে আইলে কিছুই পাইল না।

৭ তখন বলিল তাহার মালাকরকে দেখ তিন বৎসরা ক্রমে আসিয়াছি এ ডুম্বুর গাছের ফল চেষ্টা করিতে২ কিন্তু কিছুই পাইলাম না তাহা কাটিয়া ফেল ভূমিতে
৮ থাকে কেন। সে প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহাকে মহাশয় এ বৎসর থাক যাবৎ পর্য্যন্ত তাহার বেড়
৯ খুদিয়া সার দেই তখন যদি ফল ফলে ভাল কিন্তু যদি নহে তবে তারপর কাটিয়া ফেল তাহা।——
১০ তিনি শাবত দিনে এক সিনাগোগে শিক্ষাইতে
১১ ছিলেন ও সেখানে হইল এক স্ত্রী লোক যাহার এক দৌর্ব্বল্যতার আত্মা অষ্টদশ বৎসর এবং হেট
১২ হইয়া কোন মতে খাড়া হইতে পারিল না। য়েশু তাহাকে দেখিলে ডাকিয়া বলিলেন হে নারী তোমার
১৩ দৌর্ব্বল্যতা হইতে মুক্ত হইয়াছ। তিনি ও হাত দিলেন তাহার ওপর তাহাতে ততক্ষনে সে খাড়া হইয়া
১৪ স্তব করিল ঈশ্বরকে। য়েশু ইহাকে সুস্থ করিলেন শাবত দিনে সে নিমিত্ত সিনাগোগের কর্ত্তা ক্রোধিৎ হইয়া ওত্তর করিয়া বলিল লোককে কার্য্য করিবার ছয় দিন আছে অতএব সে দিনে আসিয়া সুস্থ হওক
১৫ এবং শাবত দিনে নহে। অতএব প্রভু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহাকে তুই কাল্পনিক তোমারদের প্রতি জন শাবত দিনে তাহার গরু কিম্বা গাধা হাড়ঙ্গী
১৬ হইতে খুলিয়া জল খাইতে লইয়া না যায়। কিন্তু এ জন আবরহামের এক কন্যা যাহাকে সয়তান বন্দিয়াছে অষ্টদশ বৎসর তাহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে
১৭ ওচিৎ নহে শাবত দিনে। এ কথা কহিলে তাহার

সকল শত্রু লজ্জিৎ হইল সমস্ত লোক ও ঈশ্বরের স্তব করিল এ সকল আশ্চর্য্য কার্য্যের কারন যাহা তিনি
১৮ করিয়া ছিলেন। পরে তিনি বলিলেন কাহার তুল্য করিব ঈশ্বরের রাজ্য ও কাহার সম করিব তাহা।
১৯ তাহা সরিষার এক বীজের মত যাহা কেহ লইয়া বুনিল তাহার ওদ্যানে পরে তাহা বৃদ্ধি হইতেং বড় বৃক্ষ হইল ও শূন্যের পক্ষেরা আসিয়া বাসা করিল তাহার
২০ ডালের ওপর। পুনর্ব্বার তিনি বলিলেন কাহার
২১ তুল্য করিব ঈশ্বরের রাজ্য তাহা খমিরের মত যাহা কোন স্ত্রী লোক দিল তিন কাঠা সুজির মধ্যে সকল খমির যুক্ত হওন পর্য্যন্ত।

২২ পরে তাহারদের নগরেং গেলেন শিক্ষাইতে যাত্রা
২৩ করিয়া য়িরোশলমেরদিগে। তৎকালে এক জন বলিল তাহাকে প্রভু অল্প লোকের ত্রান হইবে।
২৪ তিনি বলিলেন তাহারদিগকে খাট দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে যত্ন কর এ কারন তোমারদিগকে কহি অনেক প্রবেশ করিতে চাহিবে তাহাতে কিন্তু পারিবে না।
২৫ ঘরের কর্ত্তা একবার ওঠিলে ও দ্বার রুদ্ধ হইলে তোমরা যদি বাহিরে থাকিয়া দ্বারে ঘাত মারিতেং কহ হে প্রভু হে প্রভু দ্বার খুল আমারদের কারন এবং তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া বলেন তোমারদিগকে চিনি না
২৬ কোথা হইতে। তখন কহিতে লাগিবা তোমার স্বস্থানে ভোজন পান করিয়াছি তুমি ও শিক্ষাইয়াছ

২৭ আমারদের গলিতে তখন বলিবেন আমি ইহা বলি আমি চিনি না তোমারদিগকে কোথা হইতে আইলা আমার স্থান হইতে দূর হও কুকর্ত্তারে ।
২৮ সেখানে হইবে ক্রন্দন ও দন্তের ঘর্ষন যখন আবরহাম ইজহক ও যাঁকুব ও সকল ভবিষ্যৎ বক্তা ঈশ্বরের রাজে দেখিবা কিন্তু আপনারদিগকে বাহিরে
২৯ খেদানীয় । লোকেরা পূর্ব্ব পশ্চিম ওত্তর দক্ষিন
৩০ হইতে ও আসিয়া বসিবে ঈশ্বরের রাজ্যে । কিন্তু দেখ শেষের কতক লোক হইবে প্রথম ও প্রথমের শেষ ।
৩১ সে দিনে কতক ফারিসিরা তাহার ঠাঁই আসিয়া বলিল প্রস্থান করিয়া চল এখান হইতে একারন হেরোদ
৩২ তোমাকে হত্যা করিতে চাহে । তিনি কহিলেন তাহারদিগকে যাইয়া কহ সে খ্যাঁক শিয়ালকে দেখ অদ্য ও কল্য আমি ভূৎকে ছাড়াই ও লোককে সুস্থ
৩৩ করি পরে তৃতীয় দিনে শুদ্ধ হইব আমার আবশ্যক ও আছে ভ্রমন করিতে অদ্য ও কল্য একারন ভবিষ্যৎ
৩৪ বক্তা য়িরোশলমে ক্ষয় হইতে পারিবে না । হে য়িরোশলম য়িরোশলম ভবিষ্যৎ বক্তা মারক ও তাহারদের পাথর মারক যাহারা পাঠান হইয়াছে তোমার স্থানে কত বার একত্তর করিতে চাহিয়াছি তোমার শিশুরদিগকে যেমন কুক্কুটি আপনার বাচ্চা একত্তর করে তাহার ডেনার নিচে কিন্তু তোমরা তাহা চাহিলা
৩৫ না । দেখ তোমারদের ঘর ছাড়ন হইয়াছে নর শূন্য তোমারদের কারন যাবৎ পর্য্যন্ত তোমরা কহ ধন্য সে জন যে আইসে য়িহহার নামে ।

পর্ব্ব ১৪ শাবত দিনে তিনি ভোজন করিতে জাইলেন এক জন পুধান ফারিসির ঘরে তখন তাহারা নিরক্ষন করিল তাহাকে। তৎকালে এক জন
২ জলোদরি ছিল তাহার সন্মুখে। যেশু ওত্তর করিয়া বলিল শাস্ত্রজ্ঞ ও ফারিসিরদিগকে শাবত দিনে সুস্থ করিতে ওচিৎ কি না কিন্তু তাহারা চুপ রহিল।
৪ তিনি তাহাকে লইয়া সুস্থ করিলে বিদায় করিলেন।
৫ পরে পুত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে তোমার দের কোন কাহার গাধা কি গরু খাদে যদি পড়ে তবে
৬ শাবত দিনে ততক্ষনে তুলিবে না তাহা। কিন্তু তাহারা তাহার এ বাক্যের পুত্যুত্তর করিতে পারিল
৭ না। তিনি দেখিলেন নিমন্ত্রিৎ লোক কেমন পছন্দ করিল পুধান আসন অতএব তাহারদিগকে এ হিৎ
৮ ওপদেশ করিয়া বলিলেন বিবাহ ঘরে নিমন্ত্রিৎ হইলে বসিও না পুধান আসনে কি জানি তোমা হইতে
৯ মহৎ যদি নিমন্ত্রিৎ হয়। পরে যে ডাকিল তোমাকে ও তাহাকে আসিয়া বলে এ মনুষ্যের কারন স্থান
১০ দেহ তবে তুমি লজ্জিৎ হইয়া নিচ স্থানে বৈস। কিন্তু ডাকিৎ হইলে যাইয়া বৈস অতি নিচ স্থানে তাহাতে টওলা আসিয়া বলিবে তোমাকে দোস্তুরে আর ভাল স্থানে বৈস তখন তোমার সম্ভ্রম হইবে তাহারদের
১১ দৃষ্টে যাহারা বৈসে তোমার সহিৎ। একারন পুতি জন যে আপনাকে ওচ্চ করায় তাহাকে নামাইতে হইবে ও যে আপনাকে অল্পতা করায় তাহাকে ওচ্চ করিতে হইবে।

১২ পরে বলিলেন সে জনকে যে নিমন্ত্রিল তাহাকে যখন দিবা কিম্বা রাত্রের ভোজন কর তবে ডাকিও না তোমার বন্ধুরা কিম্বা সাপিগেরা কিম্বা তোমার ধনবান প্রতিবাসিরদিগকে কি জানি তাহারা পুনরায়
১৩ তোমাকে নিমন্ত্রিলে পরিবর্ত্ত হয়। কিন্তু নিমন্ত্রন যদি কর তবে ডাক দরিদ্র ও নূলা ও খোঁড়া ও অন্ধের
১৪ দিগকে তাহাতে ধন্য হইবা একারন তাহারা পরিবর্ত্ত দিতে পারে না কিন্তু তোমার পরিবর্ত্ত হইবে ধার্ম্মিকের পুনরুত্থানের কালে।

১৫ এক জন তাহারদিগকে কথা বার্ত্তা কহিতেং শুনিয়া বলিল তাহাকে ধন্য সে জন যে ভোজন করিতে পায়
১৬ ঈশ্বরের রাজ্যে। তিনি বলিলেন তাহাকে এক জন রাত্রের ভোজনীর আয়োজন করিয়া নিমন্ত্রিল অনেককে
১৭ এবং ভোজনের কালে দাস পাঠাইল কহিতে নিমন্ত্রিতের
১৮ দিগকে আইস সকল প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু সকল এক মত আপনাপ কহিতে লাগিল। প্রথম বলিল আমি ক্ষেত্রে ক্রয় করিয়াছি ও আমার আবশ্যক আছে তাহা দেখিবার যাইতে তোমাকে
১৯ নিবেদন করি যাহাতে তিনি ক্ষেমা করিবেন। আর এক জন বলিল আমি ক্রয় করিয়াছি পাঁচ জোড়া বলদ ও তাহারদের ভাল মন্দ দেখিতে যাই আমি এ নিবেদন
২০ করি তাহাতে ক্ষেমা করিবেন। আর এক জন বলিল আমি বিবাহ করিয়াছি সে কারন আমি যাইতে
২১ পারি না। অতএব সে দাস ফিরিয়া গেল এ সকল বলিল তাহার প্রভুকে। তখন ঘরের কর্ত্তা ক্রোধিৎ

হইয়া বলিল তাহার দাসেরদিগকে শীঘ্র গতি সহরের পথ ও গলিতে যাইয়া আনিও এখানে দরিদ্র ও খোঁড়া
২২ ও অন্ধেরদিগকে। তখন সে দাস বলিল যেমন আজ্ঞা দিয়াছেন তেমন করিয়াছি কিন্তু এখন স্থান
২৩ আছে। পরে প্রভু বলিল তাহার দাসেরদিগকে পথে ও বেড়ে যাইও আসিতে উদ্ধি কর তাহারদিগকে
২৪ আমার ঘর পূর্ন হওনের জন্য। একারন তোমার দিগকে কহি যাহারা নিমন্ত্রিৎ হইল তাহারদের এক জন আমার ভোজন করিতে পাইবে না।

২৫ বড় মানব্য তাহার স্থানে জড় হইলে তিনি মুখ ফিরিয়া
২৬ বলিলেন তাহারদিগকে কেহ যদি আমার পশ্চাৎ বর্ত্তি হইতে চাহে তবে বিনা আপনার পিতা মাতা ভার্য্যা পুত্র ভাই ভগিনী ও আপনার প্রান অপ্রিয় না করিলে
২৭ হইতে পারিবে না আমার শিষ্য। যে আপনার ক্রুস ও বহিতেং আমার পশ্চাৎ বর্ত্তি না হয় সে হইতে
২৮ পারিবে না আমার শিষ্য। তোমারদের কেতা গড় গাঁথিতে মনে করিলে প্রথম খরচ পত্র বুঝিতে বসে না
২৯ জানিতে তাহা সাঙ্গ করিবার বীন হয় কি না নতুবা ভিত করিলে সাঙ্গ যদি করিতে পারে না তবে সকল
৩০ যাহারা দেখে তাহা নিন্দা করিতে লাগে কহিতেং এ জন গাঁথিতে আরম্ভিলে সাঙ্গ করিতে পারিল না।
৩১ কিম্বা কোন রাজা অন্য রাজার সহিৎ রন করিবার যাইয়া প্রথম বসে না যুক্তি করিতে দশ সহস্র সহিৎ লইয়া শক্তি আছে রন করিতে তাহার সহিৎ যে কুড়ি সহস্র সঙ্গে লইয়া দেখা করিতে আইসে তাহার

৩২ সহিৎ কিন্তু যদি নহে তবে দূরে থাকিয়া অরণের
৩৩ কারন দুতগন পাঠায়। অতএব তোমারদের যে
কেহ সকলকে ত্যাগ করে না সে হইতে পারে না
৩৪ আমার শিষ্য। লবন ভাল কিন্তু যদি লবন
৩৫ অলবনীয় তবে তাহার রস কেমন হইবে তাহা
ভূমির কারন ভাল নহে ও সারের চিপির কারন ভাল
নহে কিন্তু বাহিরে ফেলা হয়। যাহার শুনিবার কর্ন্ন
আছে সে শুনুক।

পর্ব্ব ১৫ সকল পটোয়ারি ও পাপিরা তাহার বাক্য শুনিতে
২ নিকট আইল। কিন্তু ফারিসিরা ও অধ্যাপকেরা
কচৎ করিয়া বলিল সে পাপিরদিগকে মর্য্যাদা করিয়া
৩ খায় তাহারদের সহিৎ। তখন তিনি বলিলেন এ উপ
৪ দেশ তাহারদিগকে কহিয়া তোমারদের কোন জনের
যদি এক শত মেষ ও তাহারদের একটা যদি হরিয়া
যায় তবে বনে সে নিরানববই ছাড়িবে না ও যাইয়া
চেষ্টা না করিবে সে হরনীয়কে তাহা পাওন পর্য্যন্ত।
৫ এবং তাহা পাইয়া হৃষ্ট মনে স্কন্ধে থুইবে। পরে
৬ বাটিতে আসিয়া ডাকিবে তাহার চিত্রমিত্রকে কহিতেং
আমার সহিৎ আনন্দ কর একারন পাইয়াছি আমার
৭ হরনীয় মেষকে। আমি কহি তোমারদিগকে আনন্দ
ও হইবে স্বর্গের রাজ্যে এক জন খেদিৎ পাপি লোকের
বিষয় নিরানববই ধার্ম্মিকেরদিগ হইতে অধিক যাহার
৮ দের খেদের আবশ্যক নহে। কিন্তু কোন স্ত্রী
লোকের দশ খান রুপা হইয়া যদি এক খান হারায়

তবে প্রদীপ না জালাইবে ও ঘর মার্জ্জিয়া বহু চেষ্টা
৯ করে তাহা পাওন পর্য্যন্ত পরে তাহা পাইলে সখীরা
ও পরসীরদিগকে ডাকিয়া বলে আনন্দ কর আমার
১০ সহিৎ একারণ পাইয়াছি আমার হরনীয় থান। আমি
ও কহি তোমারদিগকে আনন্দ হইবে ঈশ্বরের দূতের
সাখ্যাতে এক খেদিৎ পাপি লোকের বিষয়।
১১ তিনি ও বলিলেন এক জনের ছিল দুই পুত্র এবং
১২ কনিষ্ঠ বলিল তাহার পিতাকে হে পিতা আমার ধনের
ভাগ দেহ। তাহাতে সে ভাগ করিয়া দিল তাহার
১৩ সম্পত্য। অল্প দিন তাহার পরে কনিষ্ঠ পুত্র তাহার
সকল ধন একত্তর করিয়া দূর দেশে গেল ও তাহার
১৪ সকল ধন খাইয়া ওড়াইল। সকল ফুরাইলে বড়
অকাল হইল সে দেশে তখন ভক্ত হিন হইতে লাগিল।
১৫ পরে যাইয়া রহিল সে দেশের এক গৃহস্থের সহিৎ ও
সে ক্ষেত্রে পাঠাইল তাহাকে সুকর রাখিবার কারন।
১৬ তৎকালে সে সুকরের খাইবার ছিমড়ায় পেট ভরাইতে
১৭ চাহিল বহুত কিন্তু কেহ দিল না তাহাকে। পরে
চেতন পাইয়া বলিল আমার পিতার কত মজুরের প্রচুর
ভক্ত এবং অধিক কিন্তু আমি ক্ষুধায় মরিতেছি।
১৮ আমি ওঠিয়া যাইব আমার পিতার স্থানে ও তাহাকে
বলিব স্বর্গের বিপরিতে ও তোমার দৃষ্টে পাপ করিয়াছি
১৯ ও তোমার পুত্রের নাম অয়োগ্য করাও আমাকে
২০ তোমার এক মজুরের মত। পরে সে ওঠিয়া গেল
তাহার পিতার স্থানে। কিন্তু এখন বহু দূর থাকিলে
তাহার পিতা তাহাকে দেখিতে পাইল এবং বহু দয়া

করিয়া দৌড়িল ও তাহার গলায় পড়িয়া চুম্বন করিল
২১ তাহাকে। তখন পুত্র বলিল তাহাকে হে পিতা আমি
পাপ করিয়াছি স্বর্গের বিপরিতে ও তোমার দৃষ্টে ও
২২ তোমার পুত্রের নাম যোগ্য নহি। কিন্তু পিতা
বলিল দাসেরদিগকে উত্তম বস্ত্র আনিয়া পরাও
তাহাকে ও আঙ্গুটি দিও তাহার অঙ্গুলিতে ও জুতা
২৩ তাহার পায়ে পুষ্ট বাজুরকে ও আনিয়া মার পরে
২৪ খাইয়া হৃষ্ট হইব একারন এ আমার পুত্র মৃত্যু
হইয়া জীবৎ আছে হরনীয় হইয়া পায়া গিয়াছে।
২৫ তখন তাহারা আনন্দ করিতে লাগিল। কিন্তু জ্যেষ্ঠ
পুত্র ছিল ক্ষেত্রে পরে ঘরের নিকট আসিতে২ শুনিল
২৬ বাদ্য ও নৃত্য শব্দ। তখন এক জন দাসকে ডাকিয়া
২৭ জিজ্ঞাসা করিল এ কি। সে বলিল তাহাকে তোমার
ভাই আসিয়াছে ও তোমার পিতা মারিয়াছেন পুষ্ট
২৮ বাজুর তাহাকে ভাল পাওনের জন্য। তখন সে কোপিৎ
হইয়া ঘরে যাইতে চাহিল না অতএব তাহার পিতা
২৯ বাহিরে আসিয়া সোভ করিল তাহাকে। কিন্তু সে
প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহার পিতাকে দেখ কত বৎ
সর তোমার সেবা করিলাম ও তোমার আজ্ঞা কখন
লঙ্ঘিলাম না কিন্তু আমাকে এক ছাগল বাচ্চা কখন
দিলা না আমার সখারদের সহিৎ আনন্দ করিতে
৩০ কিন্তু এ তোমার পুত্র যে অসৎ কার্য্য করিতে২ উড়াই
য়াছে তোমার সকল ধন সে আসিবা মাত্র মারিয়াছ
৩১ পুষ্ট বাজুর তাহার কারন। কিন্তু সে বলিল তাহাকে
পুত্র তুমি নিত্য আমার সহিৎ ও আমার সকল

৩২ তোমার উপযুক্ত আছে আনন্দ করিতে একারণ তোমার ভাই মৃত্যু হইয়া জীবৎ আছে ও হরনীয় হইয়া পায়া গিয়াছে।

পর্ব্ব ১৬ পরে তিনি বলিলেন তাঁহার শিষ্যরদিগকে এক জন ধনবান ছিল যাহার এক জন দেয়ান ও সে জন তাহার ধন ক্ষেতি করনের বিষয় ওল্লানিৎ ছিল। তখন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন এ কি যাহা শুনিতে পাই তোমার বিষয় তোমার কার্য্যের নিকাষ দেহ
৩ একারন দেয়ান আর হইতে পারিবা না। সে দেয়ান আপনার মনে বলিল আমি কি করিব আমার প্রভু এখন খণ্ডেন আমার কার্য্য। মৃত্তিকা খুদিতে
৪ পারি না ভিক্ষা মাগিতে লজ্জিৎ হইয়াছি। আমি জানি কি করিব তাহাতে আমার কার্য্য গেলে লোক
৫ আপনারদের ঘরে লইবে আমাকে। তখন তাহার প্রভুর সকল খাতককে ডকিয়া প্রথমকে বলিল তোমার কত বাঁকি দিতে আমার প্রভুকে। সে বলিল
৬ এক শত বাত তৈল। সে বলিল তোমার পত্র লইয়া
৭ বৈস ও শীঘ্র করিয়া পঞ্চাশ লেখ। তারপর বলিল আর একজনকে তোমার কত বাঁকি। সে বলিল এক শত স্কর গোম। সে বলিল তাহাকে তোমার পত্র
৮ লইয়া লেখ আশি। প্রভু ব্যাখ্যা করিল সে নিমকহারামি দেয়ান তাহার বুদ্ধিমন্ত কার্য্যের কারন। এ মত এ জগতের শিশুরা তাহারদের পুরুষে দীপ্তির

৯ শিশুগন হইতে বুদ্ধবান। আমি ও কহি তোমার দিগকে অধর্ম্ম ধনির বন্ধু করাও তাহাতে পড়িলে তাহারা অনন্ত নিবাসে লইতে পারিবে তোমারদিগকে।
১০ যে বিশ্বাসি অল্পে সে বিশ্বাসি অনেকে ও যে অতি অল্পে অপ্রকৃতার্থিক সে ও অনেকে অপ্রকৃতার্থিক।
১১ অধর্ম্ম ধনে যদি বিশ্বাসি না হইলা তবে সত্য ধন
১২ গচ্ছিৎ করিবে তোমারদের ঠাঁই কেডা। অন্যের ধনে ও বিশ্বাসি না হইলে কেডা তোমারদের
১৩ নিজ দিবে তোমারদিগকে। কেহ দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না একারন এককে ঘৃন্না করিলে অন্যকে প্রেম করিবে কিম্বা এক জনের পক্ষ হইয়া অন্যকে তুচ্ছ করিবে। তোমরা করিতে পার না ঈশ্বর ও ধনের সেবা।——
১৪ ধনৈচ্ছুক ফারিসিরা এ সকল শুনিয়া নিন্দা করিল
১৫ তাহাকে। তখন তিনি বলিলেন তাহারদিগকে তোমরা আপনারদের প্রকৃতার্থ কহিতেছ মানুষেরদের স্থানে কিন্তু ঈশ্বর জানেন তোমারদের অন্তঃকরন একারন যাহা মানুষ ব্যাখ্যা করে তাহা হারাম ঈশ্বরের
১৬ গোচরে। ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ বাক্য ছিল যোহন পর্য্যন্ত তাহার পরে ঈশ্বরের রাজ্যের মঙ্গল সমাচার প্রকাশ হইয়াছে ও প্রতি জন জোর করিয়া যায় তাহার
১৭ মধ্যে। স্বর্গ পৃথিবী ও বহিয়া যাইতে অনয়াসে
১৮ ব্যবস্থার এক বিন্দু গুন হইবার হইতে। যে আপনার ভার্য্যা ছাড়িয়া অন্য বিবাহ করে সে পরদার করে ও যে লয় সে ছাড়ানীয়কে সে পরদার করে।—

১৯ এক জন ধনবান ছিল সে বাগুনীয়ু ও মলমল পরিয়া
২০ নিত্য সুভক্ষন করিল। এক জন দরিদ্র ও ছিল
তাহার নাম লাজার যে ঘা পুর্ন্নিৎ হইয়া পড়িল তাহার
২১ দ্বারের নিকট। ও তাহার মেজ ঝাড়া ভাঙ্গা
চুরায় পেট পুরাইতে ইচ্ছা করিল কিন্তু কুকুরেরা
২২ আসিয়া চাটিল তাহার ঘা। পরে দরিদ্র মরিলে
দূতে বহিয়া গেল আবরহামের বক্ষে। ধনী ও
২৩ মরিলে কবরে থুয়া গেল। এবং নরকে ব্যেথিৎ
হইয়া চক্ষু ওঠাইল ও বহু দূর থাকিয়া দেখিল
২৪ আবরহাম ও লাজার তাহার বক্ষে। তখন
ডাকিয়া বলিল হে আবরহাম পিতা দয়া কর
আমাকে লাজারকে পাঠাও তাহার অঙ্গুলির আগা
জলে ডুবাইতে আমার জিহ্বা শীতল করিবারে
২৫ একারন এ অগ্নি শিখায় ব্যেথিৎ হই। কিন্তু
আবরহাম বলিলেন তাহাকে পুত্ররে মনে কর
পুর্ব্বাযুতে তুমি পাইয়াছ তোমার সুখ ও লাজার
দঃখ কিন্তু এখন সে শান্ত পায় তুমি যন্ত্রনা।
২৬ ইহা ছাড়া ও আমারদের ও তোমারদের মধ্য এক
মহা গভীর আছে তাহার কারন আমারদের
কেহ যাইতে পারে না তোমারদের সে স্থানে ও তোমার
দের কেহ আসিতে পারে না আমারদের এ স্থানে।
২৭ পরে সে বলিল হে আবরহাম পিতা আমি এ নিবেদন
২৮ করি তাহাকে পাঠাও আমার পিতার ঘরে একারন
আমার পাঁচটা ভাই আছে তাহারদিগকে সাক্ষী দিতে
নতুবা তাহারা ও পরে এ যন্ত্রনা দাইক স্থানে

২৯ আবরহাম বলিলেন তাহাকে তাহারদের আছে মোশা
৩০ ও ভবিষ্যৎ বাক্য তাহা শুনুক তাহারা। সে বলিল
হে আবরহাম পিতা তাহা নহে কিন্তু কেহ মৃত্যু হইতে
৩১ গেলে খেদ করিবে। তিনি বলিলেন তাহাকে
যদি তাহারা মোশা ও ভবিষ্যৎ বক্তারদের কথা
শুনে না তবে কেহ মৃত্যু হইতে ওঠিলে তাহারা প্রোভিৎ
হইবে না।

পর্ব্ব ১৭

পরে তিনি বলিলেন তাহার শিষ্যেরদিগকে অঘ্যাত
না আসিতে অসাধ্য কিন্তু সন্তাপ তাহাকে যাহার
২ করনক আইসে। যদি জাঁতা তাহার গলায় টাঙ্গিয়া
তাহাকে ফেলা হইত সমুদ্রে তবে তাহা তাহার
ভাল ইহার এক ক্ষুদ্র জনের অঘ্যাত করন হইত।
৩ সাবধান কর তোমার ভাই যদি তোমার বিপরিতে পাপ
করে তবে বুঝিতে দেহ তাহাকে ও খেদ করিলে মাফ
৪ কর তাহাকে দিনে ও যদি সাত বার পাপ করিলে
সাত বার ফিরে ও বলে আমি খেদ করি তবে মাফ
কর তাহাকে।

৫ প্রেরিতেরা বলিল তাহাকে প্রভু আমারদের ভক্তি
৬ বাড়াও। প্রভু বলিলেন তাহারদিগকে তোমারদের
ভক্তি যদি শরষার এক বিজের মত তবে কহিতে পার এ
সুকামীন বৃক্ষকে ওপড়ান হইয়া সমুদ্রে রোপন হও
৭ এবং তাহা হইবেক তোমারদের ইচ্ছার মত। একারন
তোমারদের কোন জন যাহার দাস হাল বহে কিম্বা
পশু চরায় সে দাস ক্ষেত্র হইতে আইলে বলিবে

৮ তাহাকে এখন আইস ভোজন করিতে বস এবং বলিবে না তাহাকে খাইবার রান্দ্ধ এবং আমার ভোজন পান করন শাঙ্গ পর্য্যন্ত কর আমার কার্য্য
৯ তারপর তুমি ভোজন কর সে দাস তাহার আজ্ঞা বর্ত্ত হওনের কারন মর্য্যাদা করিবে আমি বুঝি নহে॥
১০ এ রূপ তোমরা এ সকল করিলে যাহা আজ্ঞা দিয়াছে তোমারদিগকে তবে বল আমরা অনর্থিক কার্য্য কর্ত্তা আপনারদের নিয়মিৎ কার্য্য করিয়াছি।

১১ এ মত হইল য়িরোশলমে যাইতেং তিনি গেলেন
১২ শমরন ও গালিলির মধ্য দিয়া। এবং এক গ্রামে প্রবেশ করিলে দশ জন খাথর গৃহস্থ দূরে থাকিয়া
১৩ দেখা হইল তাহার সহিৎ। ও উচ্চ শ্বরে বলিল
১৪ হে য়েশু গুরু দয়া কর আমারদিগকে। তিনি দেখিয়া বলিলেন তাহারদিগকে যাইয়া যাজকের সাখ্যাৎ হও। তখন তাহারা যাইতেং শুচি হইল।
১৫ সুস্থ হইলে তাহারদের এক জন দেখিয়া ফিরিল এবং
১৬ উচ্চ শ্বরে করিল ঈশ্বরের নাম ও ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িল তাহার চরনে তাহাকে স্তব করিতেং সে জন ও
১৭ শমরনী। কিন্তু য়েশু উত্তর করিয়া বলিলেন দশ জন নহে যে শুচি পাইল কিন্তু নয় জন কোথায়।
১৮ ঈশ্বরের স্তব করিতে যে ফিরিয়া আইসে কহাকে
১৯ পায়া না যায় এ বিদেশি বিনা। পরে বলিলেন তাহাকে উঠিয়া যাও তোমার ভক্তি মুক্ত করিয়াছে তোমাকে।

২০ ফারিসিরা জিজ্ঞাছিল তাহাকে কখন আসিবে

ঈশ্বরের রাজ্য তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহার দিগকে ঈশ্বরের রাজ্য লক্ষন দেখিতে২ আইসে না।
২১ তাহারা ও বলিবে না এখানে দেখ কিম্বা ঐখানে দেখ একারন দেখ ঈশ্বরের রাজ্য তোমারদের মধ্যে।
২২ তিনি ও বলিলেন তাহার শিষ্যেরদিগকে কাল হইবে যাহাতে ইচ্ছা করিবা দেখিতে মনুষ্যের পুত্রের এক
২৩ দিন কিন্তু তাহা দেখিতে পাইবা না। যদি লোক বলে এখানে দেখ কিম্বা ঐখানে দেখ তবে যাইও না ও
২৪ তাহারদের পাছে যাইও না। একারন যেমন বিদ্যুৎ স্বর্গের এক দিগ হইতে ফুটিলে অন্য দিগে দীপ্তি করে
২৫ সে মত হইবে মানুষের পুত্র তাহার দিনে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তাহার আবশ্যক আছে বহু দুঃখ
২৬ খাইতে ও এ পুরুষে ওনিষ্কিৎ হইবার। যেমন ও হইল নোহের দিনে তেমন হইবে মানুষের পুত্রের
২৭ দিনে। তাহারা ভোজন ও পান করিল তাহারা বিবাহ করিল বিবাহ দিল সে দিন পর্য্যন্ত যাহাতে নোহ জাহাজে প্রবেশ করিল এবং জল
২৮ প্লাবিৎ আসিয়া সকল সর্ব্বনাশ করিল। সে মত ও যেমন ছিল লতের দিনে তাহারা ভোজন পান করিল তাহারা ক্রয় বিক্রয় করিল ও রুপিল ও গাথিল
২৯ কিন্তু যে দিন লত সদমকে ছাড়িয়া গেল সে দিনে অগ্নি ও গন্ধক স্বর্গ হইতে বর্ষিয়া ধ্বংস করিল
৩০ সকলে। এ মত ও হইবে সে দিনে যাহাতে মানুষের
৩১ পুত্র প্রকাশ হইবে। সে দিনে যে থাকে ঘরের ছাতের উপর ও তাহার সামিগ্রি ঘরে সে নামুক না তাহা

লইতে। ও যে হইবে ক্ষেত্রে সে ফিরুক না ছোড়া
৩২ বস্তুকে আনিতে। লতের জায়াকে মনে রাখ।
৩৩ যে কেহ আপনার প্রান রক্ষা করিতে চেষ্টা করে সে
হরাইবে তাহা ও যে কেহ আপনার প্রান হরায় সে
৩৪ রক্ষা করিবে তাহা। আমি বলি তোমারদিগকে সে
রাত্রে দুই জন হইবে এক শর্য্যে এক লইতে এক ছাড়িতে
৩৫ হইবে। দুই স্ত্রী লোক জাঁতায় পিসিতে২ হইবে
তাহারদের এক জন লইতে ও অন্যকে ছাড়িতে হইবে।
৩৬ দুই জন হইবে ক্ষেত্রে এক জন লইতে আর এক জনকে
৩৭ ছাড়িতে হইবে। তাহারা প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল
তাহাকে কোথায় প্রভুরে তিনি বলিলেন তাহারদিগকে
যেখানে মরা থাকে সেখানে সকুনেরা জড়
হইবে।

পর্ব্ব ১৮ তিনি এক হিৎ ওপদেশ বলিলেন তাহারদিগকে
তাহাতে মনুষ্যেরদের আবশ্যক আছে নিত্য ও নিরা
২ নুর কামনা করিতে তিনি বলিলেন এক সহরে ছিল
বিচার কর্ত্তা যে ঈশ্বরকে ভয় করিল না মানুষকে
৩ মানিল না। সে সহরে ও ছিল এক বিধবা এব
সে আসিয়া বলিল তাহাকে আমার শত্রুর ওপর দায়া
৪ কর আমার কারন। কত কালে সে করিল না
তাহা কিন্তু তাহার পরে আপনার মনে বলিল যদ্যাপি
৫ ঈশ্বরকে ভয় করি না ও মানুষকে মানি না তত্রাপি
এ বিধবার আমাকে ত্যাক্ত করনে দায়া করিব তাহার
কারন নতুবা নিত্য আসিতে২ পরিশ্রম করায় আমাকে।

৬ তখন প্রভু বলিলেন অপ্রকৃতার্থিক বিচার কর্ত্তার কথা
৭ শুন। ঈশ্বর ও যদি বহু কাল মৌন করেন দায়া
না করিবেন আপনার মননিতের জন্য যাহারা দিবা
৮ রাত্র নিবেদন করে তাহার ঠাঁই। আমি কহি
তোমারদিগকে অবশ্য শীঘ্র দায়া করিবেন তাহারদের
নিমিত্ত। কিন্তু মানুষের পুত্র আসিয়া ভক্তি পাইবেন
৯ পৃথিবীতে। কতক লোক বিদ্যমান হইল যাহারা
আপনার দিগকে বুঝিল প্রকৃতার্থিক ও অন্য লোককে
তুচ্ছ করিল তাহারদিগকে এ হিং উপদেশ করিলেন।
১০ দুই জন কামনা করিতে গেল স্বর্গিকে এক জন ফারিসি
১১ এক জন পাটোয়ারি। ফারিসি পথক ডাণ্ডাইয়া এমতে
নিবেদন করিল হে ঈশ্বর আমি অন্য লোকের মত নহি
যাহারা জুয়াচোর অযথার্থিক ও পরদারিক এবং এ
পাটোয়ারির মত নহে সেকারন স্তব করি তোমাকে
১২ সপ্তের মধ্যে দুইবার উপবাস করি আমার যে
১৩ সংস্থা আছে তাহার দশাংশ দেই। কিন্তু পাটোয়ারি
দূর থাকিয়া চক্ষু স্বর্গেরদিগে উঠাইতে চাহিল না কিন্তু
বুকে ঘাতিয়া বলিল ঈশ্বর ক্ষেমা করুন পাপিষ্ঠি
১৪ আমাকে। আমি কহি তোমারদিগকে এ মানুষ
গিয়াছে আপনার ঘরে অন্য হইতে প্রকৃতার্থিক হইয়া
একারন যে কেহ আপনাকে উচ্চ করায় তাহাকে অল্পতা
করিতে হইবে ও যে কেহ আপনাকে নিচ করায়
তাহাকে উঠাইতে হইবে।

১৫ তাহারা ও বালককে আনিল তাহার স্থানে তাহার
তাহারদিগকে স্পর্শার্থে কিন্তু তাহার শিষ্যেরা

১৬ দেখিয়া মানা করিল তাহারদিগকে। কিন্তু য়েশু তাহারদিগকে ডাকিয়া বলিলেন বালককে আমার ঠাঁই আসিতে দেহ ও বারন করিও না একারন ঈশ্বরের
১৭ রাজ্য এ প্রকারের। সত্য আমি কহি তোমারদিগকে যে কেহ ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহন করে না বালকের ন্যায় সে কোন মত যাইবে না তাহাতে।

১৮ হেন কালে এক জন অধ্যক্ষ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল এ কথা ধৰ্ম্ম মহাশয়হে কি করিয়া পাইব
১৯ অনন্ত প্রমায়ু। য়েশু বলিলেন আমাকে ধৰ্ম্ম কহিতেছ
২০ কেন এক ঈশ্বর বিনা কেহ ধৰ্ম্ম নহে। আজ্ঞা জ্ঞাত হইয়াছ পরদার করিও না খুন করিও না চুরি করিও না মিথ্যা প্রমান দেহ না তোমার পিতা মাতাকে সম্ভ্রম
২১ কর। সে বলিল এ সকল করিয়াছি আমার বালক
২২ কালাবধি। য়েশু তাহা শুনিয়া বলিলেন তাহাকে এখন এক কাৰ্য্য বাঁকি যাহা তোমার আছে তাহা বিক্রয় করিয়া দেহ দরিদ্রকে পরে স্বর্গে ধন পাইবা আমার
২৩ সঙ্গে ও আইস। সে জন এ কথা শুনিয়া বহু চিন্তিৎ হইল একারন তাহার ছিল অনেক সম্পত্য।
২৪ য়েশু তাহাকে চিন্তিৎ দেখিয়া বলিলেন ধনিরা ঈশ্বরের
২৫ রাজ্যে প্রবেশ করিতে কেমন দুর্গম। কাছি যাইতে শুচের ছিদ্র দিয়া সহজ ধনবান ঈশ্বরের রাজ্যে
২৬ প্রবেশ করন হইতে। যাহারা শুনিল তাহারা
২৭ বলিল তবে ত্রান পাইতে পারে কেডা। তিনি বলিলেন মানুষেরদের যাহা অসাধ্য তাহা ঈশ্বরের

২৮ সাধ্য। পিতর বলিল দেখ আমরা সকলকে
২৯ ছাড়িয়া তোমার সঙ্গে আসিয়াছি। কিন্তু তিনি বলিলেন
তাহারদিগকে সত্য আমি কহি তোমারদিগকে কেহ
ঘর কিম্বা মাতা পিতা কিম্বা ভাই কিম্বা ভার্য্যা কিম্বা
শিশুগন না ছাড়িয়াছে ঈশ্বরের রাজ্যের নিমিত্ত
৩০ যে বহু অধিক পাইবে না এ কালে এবং আসিবার
জগতে অনন্ত পরমায়ু।

৩১ তারপর সে দ্বাদশকে লইয়া বলিলেন দেখ আমরা
য়িরোশলমে যাই ও যাহা ভবিষ্যৎ বক্তারা লেখিল
৩২ তাহা সকল প্রত্যক্ষ হইবে মানুষের পুত্রে একারন
তাহারা অন্য বর্ন্নের গচ্ছিৎ করিবে তাহাকে ও
তাহাকে নিন্দা করিতে হইবে ও ছেপ দিতে হইবে
৩৩ তাহার গায়ে ও তাহারা প্রহার করিয়া খুন করিবে
৩৪ তাহাকে সে ও পুনর্ব্বার ওঠিবে তৃতীয় দিনে। কিন্তু
তাহারদের কেহ বুঝিল না সে বাক্য ও তাহা গুপ্ত ছিল
তাহারদিগ হইতে এবং তাহারা সে কথা জানিল না।
৩৫ তিনি য়িরিখোর নিকট ওপনিৎ হইলে এক জন
৩৬ অন্ধ বসিল পথের পার্শে ভিক্ষা মাঁগিতে। সে
মানবের কোলাহল শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল এ কি।
৩৭ তাহারা বলিল তাহাকে য়েশু নাজারেন সে পথ দিয়া
৩৮ যায়। তখন সে চেঁচাইয়া বলিল হে য়েশু দাওদের
৩৯ সন্তান দয়া কর আমাকে। যাহারা আগে গেল
তাহারা চুপ করনার্থে মানা করিল তাহাকে। কিন্তু
সে অতি অধিক চেঁচাইয়া বলিল হে দাওদের সন্তান

৪০ ক্ষেমা কর আমাকে। যেশু স্থকিৎ রহিয়া আজ্ঞা দিলেন আনিতে তাহাকে। পরে সে নিকটে আইলে ৪১ জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাকে বলিয়া আমি কি করিব তোমাকে কি চাহ। সে বলিল তাহাকে হে ৪২ প্রভু আমার চক্ষু পাইতে চাহি। যেশু বলিলেন তাহাকে চক্ষু পাও তোমার ভক্তি ত্রান করিয়াছে ৪৩ তোমাকে। সে ততক্ষনে চক্ষু পাইলে তাহার সহিৎ যাইয়া স্তুব করিল ঈশ্বরকে। সকল লোক ও তাহা দেখিয়া স্তুব করিল ঈশ্বরকে।

পর্ব্ব ১৯ তখন তিনি প্রবেশ করিয়া গেলেন যিরিখো দিয়া এবং দেখ সেখানে এক জন প্রধান পাটোয়ারি সে ও ৩ ধনবান তাহার নাম জাখাইয়স। সে চেষ্টা করিল দেখিতে তিনি কি প্রকার লোক কিন্তু খাটো মানুষ হইয়া ৪ মানষেরার্থে পারিল না। অতএব আগে দৌড়িয়া চড়িল এক সুকামোর বৃক্ষে তাহাকে দেখনের জন্য ৫ একারন তাহার সেখানে যাইবার হইল। যেশু সে স্থানে উপনিৎ হইলে চক্ষু ওঠাইয়া দেখিলেন তাহাকে ও বলিলেন জাখাইয়স শীঘ্র করিয়া নাম একারন আজি আমার রহিতে হইবে তোমার ঘরে। ৬ তাহাতে সে সত্তর নামিয়া মর্য্যাদা করিল তাহাকে ৭ হরিষ মনে। যাহারা দেখিল তাহারা সকল কচ২ করিয়া বলিল তিনি পাপি লোকের নিমন্ত্রনে ৮ গিয়াছেন। তখন জাখাইয়স ডাণ্ডাইয়া বলিল প্রভুকে হে প্রভু দেখ আমার অর্দ্ধেক সংস্থা দেই

দরিদ্রেরদিগকে এবং ভণ্ড করিয়া যদি কিছু লইয়াছি
৯ তবে চারিগুন ফিরিয়া দেই তাহা। কিন্তু
য়েশু কহিলেন তাহাকে আদ্য ত্রান আসিয়াছে এ ঘরে
১০ একারন সে ও আবরহামের সন্তান। মনুষ্যের
সন্তান আসিয়াছেন হরনীয়কে চেষ্টা ও ত্রান করিতে।

১১ তাহারা এ কথা শুনিতেং তিনি আর হিৎ ওপদেশ
করিলেন একারন তিনি ছিলেন য়িরোশলমের নিকট
তাহারা ও বুঝিল যে ঈশ্বরের রাজ্য ততক্ষনে প্রকাশ
১২ হইবে। অতএব তিনি বলিলেন এক জন মহৎ
লোক দূর দেশে গেল রাজ্য লইতে আপনার কারন
১৩ তারপর ফিরিয়া আসিতে। তখন তাহার দশ দাসকে
ডাকিয়া দিলেন দশটা মিনা থান ও তাহারদিগকে
বলিল বানিজ্য কর আমার আইসন পর্য্যন্ত।
১৪ কিন্তু তাহার প্রজারা ঘৃন্না করিল তাহাকে এবং লোক
পাঠাইল তাহার পাছে কহিতে এ লোককে চাহি না
১৫ শাসন করিতে আমারদিগকে। অতঃপরে সে
রাজ্য লইবার হইতে ফিরিয়া তিনি সে দাসেরদিগকে
ডাকিতে বলিলেন যাহারা পাইয়া ছিল সে তঙ্কা
জানিবারার্থে কি তাহারদের লভ্য বানিজ্য কার্য্যেতে
১৬ তখন প্রথম আসিয়া বলিল মহাশয়হে তোমার এক
১৭ থানেতে দশ থান লাভ পাইয়াছি। তিনি বলিলেন ভাল
করিয়াছ বিশ্বাসি দাস অল্পে বিশ্বাসি হইলা সে
১৮ কারন কর্ত্তৃত্ত কর দশ সহরের ওপর দ্বিতীয় আসিয়া
বলিল মহাশয়হে তোমার এক থানেতে পাঁচ থান লাভ

১৯ হইয়াছে। তিনি বলিলেন তাহাকে তুমি হও পাঁচ
২০ সহরের কর্ত্তা। আর এক জন আসিয়া বলিল
হে মহাশয় দেখ তোমার মিনা থান যাহা গামচা
২১ বন্দিয়া রাখিয়াছি। একারন তোমাকে ভয়
করিলাম জানিয়া তুমি কঠিন লোক যাহা না থুইয়াছ
তাহা তুলিতেছ ও যাহা না বুনিয়াছ তাহার ফসল
২২ কাটিতেছ। তিনি বলিলেন তাহাকে হে নেমক
হারমি দাস আপনার মুখ হইতে বিচার করিব তোকে
তুই জানিলি আমি কঠিন মানুষ যাহা থুইলাম না
তাহা তুলি ও যাহা বুনিলাম না তাহার ফসল কাটি
২৩ তবে কি কারনে আমার তঙ্কা দিলি না কুঠিতে তখন
আমার আইসনে পাইতাম আমার নিজ সুদ সুদ্ধা
২৪ তখন বলিল তাহারদিগকে যাহারা নিকট ডাণ্ডাইল
সে থান তাহা হইতে লইয়া তাহাকে দেহ যাহার দশ
২৫ থান আছে। তাহারা বলিল তাহাকে মহাশয়রে
২৬ তাহার আছে দশ থান। একারন কহি তোমার
দিগকে যাহার আছে সে পুতি জনকে দিতে হইবে ও
যাহার নহে তাহার যাহা আছে লইতে হইবে।
২৭ কিন্তু আমার সে কুশান যাহারা আমার কতৃত্ত ইচ্ছা
করিল না তাহারদিগকে আনিয়া বধ কর আমার
সন্মুখে।

২৮ এ কথা কহিয়া তিনি যিরোশিলমে যাইতে২ গেলেন
তাহারদের আগে।

২৯ তখন এ মত হইল যখন বীতপাজ ও বীর্ত্তানিয়ায়

ওত্তরিয়া ছিলেন জীত বৃক্ষের পর্ব্বতে তখন পাঠাইলেন
৩০ তাহার দুই জন শিষ্যকে কহিয়া তোমারদের সন্মুখে
যে গ্রামে যাও এবং তাহার মধ্যে সান্দিয়া পাইবা
এক বন্দিৎ বাছুর যাহার ওপর কেহ কখন চড়িল না
৩১ তাহা খুলিয়া আন। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে বাছুর
কেন খুল তবে কহ তাহাকে প্রভুর কিছু কার্য্য আছে
৩২ তাহার। যাহারা পাঠান হইল তাহারা যাইয়া পাইল
৩৩ যেমন বলিয়া ছিলেন তাহারদিগকে। তাহারা বাছুরকে
খুলিতেং তাহার কর্ত্তারা বলিল বাছুর কি জন্য
৩৪ খুলিতেছ। তখন তাহারা বলিল প্রভুর কার্য্য আছে
৩৫ তাহার পরে তাহারা লইয়া গেল তাহাকে য়েশুর
স্থানে এবং আপনারদের পরিচ্ছদ তাহার ওপর দিয়া
৩৬ চড়াইল য়েশুকে তাহার ওপর। ও যাহারা সহিৎ
গেল তাহারা আপনারদের কাপড় বিছাইল পথে।
৩৭ যখন তাহারা ওত্তরিয়া ছিল জীত বৃক্ষ পর্ব্বতের নামি
বার স্থানের নিকট তখন শিষ্যেরদের মানব্য সকল
হরিষ মনে ঈশ্বরকে ওচ্চস্বরে স্তুব করিতে লগিল সে
৩৮ সকল পরাক্রমের কারন যাহা তাহারা দেখিল কহিতেং
জয়ং রাজার যিনি আসিতেছেন য়িহুহার নামে।
৩৯ স্বর্গে কুশল মহাং নাম তাহার। কিন্তু কতক
ফারিসিরা মানব্যকে দেখিয়া বলিল মহাশয়হে তোমার
৪০ শিষ্যেরদিগকে বারন কর। তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া
বলিলেন তাহারদিগকে আমি বলি এ কথা যদি ইহারা
৪১ চুপ করে তবে পাথর চেঁচাইবে। সহরের নিকট
আসিয়া তিনি তাহা দেখিয়া ক্রন্দন করিলেন তাহার

৪২ উত্তর এবং বলিলেন আহা যদি এ তোমার দিনে জানিতা তোমার কুশলের কিং কার্য্য কিন্তু এখন তাহা সদা
৪৩ কাল গুপ্ত তোমার চক্ষু হইতে। একারণ দিন আসি তেছে যখন তোমার শত্রুগণ পগার খনন করিবে
৪৪ তোমার চতুর্দ্দিগে ও বেড়িবে তোমাকে ও করিবে তোমাকে মৃত্তিকার সমান ও তোমার সন্তান তোমার মধ্যে তোমার এক পাথর ও রাখিবে না অন্যের ওপর একারণ আপনার সাস্তির দিন জানিলা না।

৪৫ পরে মন্দিরে যাইয়া বাহিরে ফেলিতে লাগিলেন
৪৬ ক্রয় বিক্রয় কর্ত্তারদিগকে তাহারদিগকে কহিয়া এমন লিপি আছে আমার ঘর প্রার্থনার ঘর কিন্তু তোমরা করিলা তাহা চোরের খাদ।

৪৭ দিন বদিন তিনি শিক্ষাইতে ছিলেন মন্দিরে কিন্তু প্রধান যাজক ও অধ্যাপকেরা তাহাকে খুন করিতে
৪৮ চেষ্টা করিল কিন্তু ইতর লোককে ভয় করিল এবং তাহারা কিছু করিতে পাইল না একারণ সর্ব্ব লোক তাহাকে শুনিতে চাহিল।

পর্ব্ব ২০ সে কালের এক দিনে তিনি মন্দিরে শিক্ষাইতে ও মঙ্গল সমাচার কহিতে ছিলেন তখন প্রধান যাজকেরা
২ ও অধ্যাপক ও প্রাচিন লোক আইল তাহার স্থানে ও বলিল তাহাকে কি পরাক্রমে করিতেছ এ কার্য্য এবং
৩ কেতা দিল এ পরাক্রম তোমাকে। তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে আমি ও এক কথা জিজ্ঞাসা করিব তোমারদিগকে তোমরা কহ আমাকে

৪ য়োহনের ডুব স্বর্গ হইতে কি মানুষ হইতে।
৫ তাহারা পরস্পর বড় পরামর্শ করিল কহিতেং আমরা যদি কহি স্বর্গ হইতে তবে বলিবে কি
৬ কারন আস্থা করিলা না তাহাকে কিন্তু যদি বলি মনুষ্য হইতে তবে সকল লোক পাথর মারিবে আমার দিগকে একারন তাহারা মনে স্থির বুঝে য়োহন
৭ আছে ভবিষ্যৎ বক্তা। তাহারা প্রত্যুত্তর করিল
৮ আমরা জানি না কোথা হইতে। তখন য়েশু বলিলেন আমি ও বলি না তোমারদিগকে কি পরাক্রমে এ কার্য্য করি।

৯ পরে এ হিৎওপদেশ করিতে লাগিলেন লোককে এক জন কৃষিল দ্রাক্ষা ক্ষেত্র ও তাহাতে প্রজাগন পত্তন
১০ করিয়া দূর দেশে গেল চির কালের কারন। পরে কাল হইলে পাঠাইলেন এক দাস তাহারদের স্থানে সে দ্রাক্ষা ফল পাইবার জন্য। কিন্তু প্রজারা তাহাকে মারিয়া
১১ বিদায় করিল কষ্ম হাতে। পরে আর এক জন দাস পাঠাইলেন ও তাহারা মারিল ও বড় অভ্রম করিল তাহাকে পরে কষ্ম হাতে বিদায় করিল তাহাকে।
১২ তৎপরে তৃতীয়া দাস পাঠাইলেন এবং তাহারা
১৩ তাহাকে হানিয়া বাহির ফেলিল। পরে সে দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের কর্ত্তা বলিল আমি কি করিব আমি পাঠাইব আমার একা পুত্রকে কি জানি তাহারা তাহাকে দেখিয়া
১৪ সম্ভ্রম করিবে। কিন্তু প্রজারা তাহাকে দেখিয়া পরস্পর যুক্তি করিল এ আছে অধিকারি আইস তাহাকে
১৫ মারিব তখন অধিকার হইবে আমারদের। পরে

তাহারা তাহাকে দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া হত্যা করিল। অতএব সে দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের কর্ত্তা কি
১৬ করিবেন তাহারদিগকে। তিনি আসিয়া সংহার করিবেন এ পুজারদিগকে ও তাহার দ্রাক্ষা ক্ষেত্র দিবেন অন্য লোককে। তাহারা তাহা শুনিয়া বলিল হওক
১৭ না তাহা। কিন্তু তিনি তাহারদিগকে নিরক্ষন করিয়া বলিলেন তবে এ কি যাহা লেখা হইয়াছে যে পাথর রাজ লোক তুচ্ছ করিল তাহা হইয়াছে কোনার
১৮ পুধান যে পড়ে সে পাথরের ওপর বহু চেষ্টা হইবে কিন্তু যাহার ওপর তাহা পড়ে তাহাকে চুর্ন করিবে।
১৯ সে দণ্ডে পুধান যাজক ও অধ্যাপকেরা হাতে ধরিতে চাহিল তাহাকে কিন্তু লোককে ভয় করিল একারন তাহারা বুঝিল যে তিনি এ হিংওপদেশ কহিয়া ছিলেন তাহারদের বিপরিতে।

২০ অতএব তাহারা সাবধানে পাঠাইল মিথ্যা লোক যাহারা কপটতা করিয়া আপনারদিগকে বলিবে সত্যবাদি তাহার বাক্য ধরিবারে ও তাহাকে আদলত ও অধ্যক্ষের
২১ গচ্ছিৎ করিবার জন্য। এবং তাহারা এ কথা জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে হে মহাশয় আমরা জানি তুমি সত্য কহিতেছ ও শিক্ষা করাইতেছ একারন মুখাবলোকন না করিতেছ কিন্তু সত্য শিক্ষাইতেছ
২২ ঈশ্বরের পথ আমারদের কর্ত্তব্য আছে কি না
২৩ রাজস্য দিতে কাইসরকে। তিনি তাহারদের কপটতা বুঝিয়া বলিলেন কেন পরখাইতেছ আমাকে

২৪ এক সিকা দেখাও আমাকে এ কাহার ছবি ও উপর
লেখা তাহারা প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহাকে
২৫ কাইসরের। তখন তিনি বলিলেন তাহারদিগকে
কাইসরকে দেহ কাইসরের ও ঈশ্বরকে দেহ
২৬ ঈশ্বরের। অতএব তাহারা তাহার বাক্য ধরিতে
পারিল না লোকের সাক্ষাতে কিন্তু তাহার প্রত্যুত্তরে
চমৎকৃত হইয়া চুপ মারিল।

২৭ কতক শাদুকী যাহারা বলে পুনরুত্থান নহে তাহার
২৮ স্থানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে কহিয়া মহাশয়
মোশা লেখিলেন আমারদিগকে কোন কাহার ভাই যদি
অপত্য না জন্মাইয়া মরে তখন তাহার ভাই তাহার বধূকে
বিবাহ করিয়া বিজ উৎপন্ন করুক তাহার ভ্রাতার কারন।
২৯ অতএব সাত ভাই ছিল এবং প্রথম বিবাহ করিয়া মরিল
৩০ শিশু হিন পরে দ্বিতীয় বিবাহ করিয়া শিশু হিন
৩১ মরিল তৃতীয় ও তাহাকে বিবাহ করিল সে মত ও
৩২ সপ্ত জন তাহারা ও শিশু হিন মরিল। অবশেষে
৩৩ সে নারী মরিল। অতএব পুনরুত্থানে সে হইবে
কাহার বধূ একারন সাত জন বিবাহ করিল তাহাকে।
৩৪ যেশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে এ
৩৫ জগতের শিশুরা বিবাহ করে ও বিবাহ দেয় কিন্তু
যাহারা ও জগতের ও মৃত্যুর পুনরুত্থানের যোগ্য
৩৬ হইয়াছে বিবাহ করে না ও বিবাহ দেয় না তাহারা
ও আর মরিতে পারিবে না কিন্তু থাকে দূতের সমান
ও পুনরুত্থানের শিশু হইয়া ঈশ্বরের শিশু হয়।
৩৭ কিন্তু মৃত্যু লোকের পুনরুত্থানের বিষয় মোশা জ্ঞাপেছে

দেখাইল যখন বলিল যিহুহা আছেন আবরহাম ও
৩৮ ইজহাক ও যাঁকবের ঈশ্বর। তিনি মরার ঈশ্বর
নহেন কিন্তু জীবতের সে কারন সকল বাঁচে তাহার
৩৯ জন্য। কতক অধ্যাপক প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল
৪০ মহাশয় তুমি বিলক্ষন কহিয়াছ। পরে আর কেহ
তাহাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে শক্তি ছিল না।—
৪১ তিনি বলিলেন তাহারদিগাকে লোক কেমন বলে
৪২ খ্রীষ্ট দাঊদের সন্তান এবং দাঊদ আপনি গীতের
পুস্তকে বলিল যিহুহা কহিলেন আমার ভগবানকে
৪৩ বস আমার দক্ষিনে যাবৎ তোমার সত্রুদিগাকে
৪৪ করাই তোমার পদাসন। অতএব দাঊদ তাহাকে
৪৫ ভগবান বলিলে তিনি তাহার সন্তান কেমনে। পরে
সকল লোকের শ্রবনে বলিলেন তাহার শিষ্যেরদিগাকে
৪৬ বড় সাবধান করিয়া আপনারদিগাকে রাখ অধ্যাপকের
দিগ হইতে যাহারা দীর্ঘ পরিচ্ছদ পরিয়া যাইতে চাহে
ও নমস্কার চাহে বাজারে ও প্রধান আসন সিনাগগে ও
৪৭ প্রথম স্থান নিমন্ত্রনে যাহারা খাইয়া ফেলে বিধবার
ঘর কিন্তু নামের কারন দীর্ঘ প্রার্থনা করে ইহারদের
হইবে অধিক সাস্তি।————

পর্ব্ব ২১ তিনি দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন ধনী লোক দান
দিতেং ভাণ্ডারে। তিনি ও দেখিলেন এক জন বড়
৩ দরিদ্র বিধবা যে দিয়াছে দশ গণ্ডা পরে তিনি
বলিলেন সত্য আমি কহি তোমারদিগাকে এ দরিদ্র
৪ বিধবা দিয়াছে সকল হইতে অধিক একারন সে

সকল তাহারদের বহু ধনের কিছু দিয়াছে ঈশ্বরের দানে কিন্তু এই তাহার দারিদ্রতা হইতে দিয়াছে তাহার সকল সংস্থা।

৫ তৎকালে কতক লোক বলিতে ছিল মন্দিরের
৬ বিষয় রত্ন ও দানের গঠনে কেমন সুন্দর। তিনি বলিলেন এ সকল যাহা তোমরা দেখিতেছ দিন আসিবে যাহাতে পাথর থাকিবে না পাথরের ওপর যাহা
৭ সর্ব্বনাশ হইবে না তাহারা ও এ কথা জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে এ সকল কখন হইবে এবং এ সকল হইবার কি লক্ষন।

৮ কিন্তু তিনি বলিলেন সাবধান হও ভ্রান্তি যাইও না একারন অনেক লোক আসিবে কহিতেং আমি খ্রীষ্ট ও কাল হইয়াছে। অতএব তাহারদের সহিৎ
৯ হইও না। যখন তোমরা রন ও হুড়াহুড়ি সমাচার পাও তখন ভয়াম্বিত হইও না একারন এ সকল কার্য্যের আবশ্যক আছে প্রথমে কিন্তু শেষ কাল এখন নহে।
১০ তখন তিনি বলিলেন তাহারদিগকে বর্ন্ন ওঠিবে বর্ন্নের
১১ বিপরিতে ও রাজ্য রাজ্যর বিপরিতে স্থানেং হইবে বড় ভুমিকম্প ও দর্ভিক্ষ্য ও মরক এবং ভয়ানক চিহ্ন
১২ ও বড় কুলক্ষন স্বর্গে। এ সকলের পুর্ব্বে তাহারা হাতে ধরিবে তোমারদিগকে ও বিপক্ষতা করিবে ও সিনাগগ ও আদলাতে গচ্ছিৎ করিবে তোমারদিগকে তাহাতে আমার নামেরার্থে তোমারদিগকে লইতে
১৩ হইবে রাজা এবং অধ্যক্ষরদের সাক্ষাত এই

১৪ হইবে তোমারদের গতি সাক্ষীর নিমিত্ত। অতএব মনে ইহা স্থির কর আগে চিন্তা না করিতে কিং ১৫ প্রত্যুত্তর করিবা এ জন্য আমি মুখ ও জ্ঞান দিব তোমারদিগকে যাহাতে তোমারদের কোন শত্রু প্রত্যুত্তর ১৬ কিম্বা বিপরিত করিতে পারে না। কিন্তু তোমার দিগকে কপটে গচ্ছিৎ করিতে হইবে পিতা মাতা ভ্রাতা জ্ঞাতি বন্ধুরদিগ হইতে এবং তোমারদের ১৭ কতককে হত্যা করাইতে হইবে। তোমরা ও সকলের ১৮ দৃন্না যাইবা আমার নামেরার্থে। কিন্তু তোমারদের ১৯ মাথার এক চুল বিংশ হইবে না। অতএব ধৈর্য্য ২০ করিতেং মন স্থির কর ; কিন্তু যখন তোমরা দেখ য়িরোশলমে সেনা বেড়ান তখন জান তাহার সর্ব্বনাশ ২১ নিকট। তখন যাহারা য়িহোদা দেশে তাহারা পর্ব্বতে পলাইয়া যাওক ও যে থাকে তাহার মধ্যে সে যাওক প্রস্থান করিয়া যে লোক চতুর্দ্দিগ গ্রামে থাকে ২২ তাহারা ও তাহাতে প্রবেশ করুক না। একারন এ দায়া করনের দিন পূর্ব্ব লেখা প্রত্যক্ষ করিতে ৷ ২৩ কিন্তু সন্তাপ তাহারদিগকে যাহারা গর্ব্ভবতি ও যাহারা স্তন পান করায় সে দিনে। একারন বড় বিস্ময় কাল হইবে পৃথিবীতে ও কোপ লোকেরদের মধ্যে ২৪ তাহারা পড়িবে তলোয়ারের মুখে ও সকল বর্ন্নের মধ্যে লইয়া যাওন হইবে এবং য়িরোশলমকে দলাইতে হইবে বর্ন্নেরদের পদতলি অন্য বর্ন্নেরদের ২৫ কাল পূর্ন্ন হওন পর্য্যন্ত। তখন সূর্য্যে ও চন্দ্রে ও তারায় হইবে লক্ষন পৃথিবীতে বর্ন্নের দুর্গতি ও বিস্ময়

২৬ ভাবনা সমুদ্র ও তাহার ঢেওর গর্জ্জন মনুষ্যেরদের মন আকুল হইয়া ভয় এবং অপিক্ষা করিতেং কিং হইবে একারন স্বর্গের পরাক্রমকে লড়াইতে হইবে।

২৭ তখন তাহারা দেখিবে মানুষের সন্তান পরাক্রম ও মহা তেজ সাতে করিয়া শূন্যর মেঘে আসিতেং।

২৮ এ সকলের আরম্ভ হইলে নিরক্ষন কর এবং ওঠাও তোমারদের মাথা একারন তোমারদের ওদ্ধার নিকট হইয়াছে।

২৯ তিনি ও বলিলেন এ দৃষ্টান্ত কথা তাহারদিগকে। দেখ

৩০ ডুম্বুর ও সকল বৃক্ষ তাহারা যখন মুঞ্জুরি করে তখন তোমরা আপনারদের চিত্তে দেখিতেছ ও জ্ঞাত

৩১ হইতেছ যে গ্রীষ্মে কাল সন্নিকট হইয়াছে সে মত ও তোমরা এ সকল দেখিয়া জান ঈশ্বরের রাজ্য

৩২ সান্নিধ্য। সত্য আমি কহি তোমারদিগকে এ সকল

৩৩ না হইলে এ পুরুষ ক্ষয় হইবে না। স্বর্গ ও পৃথিবী বহিয়া যাইবে কিন্তু আমার বচন বহিয়া যাইবে না।

৩৪ সাবধান হও নতুবা পেটুকতা করিতেং ও মদ খাইতেং ও এ জগতের কারন চিন্তা করিতেং তোমারদের হৃদয় ভারি হয় তাহাতে সে দিন অকস্মাৎ আইসে তোমার

৩৫ দের ওপর। একারন তাহা আসিবে যেমন ফাঁদ

৩৬ পৃথিবীর সকল বাসীরদের ওপর। অতএব নিত্য কামনা করিতেং চৌকি রাখ তোমারদের ওচিৎ হওনের কারন এ সকল ছাড়িয়া পলাইতে ও ডাণ্ডাইতে মানুষের সন্তানের সন্মুখে।

৩৭ দিনে তিনি ছিলেন মন্দিরে শিক্ষাইতেং ও রাত্রে

৩৮ যাইয়া থাকিলেন জিত বৃক্ষ পর্ব্বতে। এবং সকল লোক একত্তর হইল তাহার স্থানে সুপ্রিকে শুনিতে তাহার কথা।

পর্ব্ব ২২ বেথমির রুটির পর্ব্ব হইল যাহা বলে পেশাক্ক। তখন প্রধান যাজক ও অধ্যাপকেরা চেষ্টা করিল কেমন বধ করিতে পারিত তাহাকে কিন্তু ভয় করিল ইতর

৩ লোককে। তখন সয়তান প্রবেশ করিল য়িহোদায় যাহার খ্যাত নাম স্কারিওটা সে দ্বাদশের এক জন।

৪ পরে সে যাইয়া কথা বার্ত্তা কহিল প্রধান যাজক ও শাসন কর্ত্তারদের সহিৎ কি মত গচ্ছিৎ করিতে

৫ তাহাকে তাহারদের হাতে। এবং তাহারা আনন্দিৎ

৬ হইয়া চুক্তি করিল তাহাকে তঙ্কা দিতে। তখন পন করিয়া সে মানব্য নিকট না থাকিলে অপকাস চেষ্টা করিল তাহাকে গচ্ছিৎ করিতে।

৭ হেন কালে বেথমির রুটির দিন হইল যাহাতে

৮ পেশাক্ক মারা যায়। তিনি পাঠাইলেন পিতর ও য়োহনকে কহিয়া তোমরা যাইয়া পেশাক্ক প্রস্তুত কর

৯ আমারদের তাহা খাইবার কারন। তাহারা বলিল তাহাকে আমরা কোথায় প্রস্তুত করিব তোমার কি

১০ ইচ্ছা। তিনি বলিলেন তাহারদিগকে সহরে গেলে এক জন জলের কলস বহিতেং তোমার সহিৎ দেখা করিবে যে ঘরে যায় সে ঘরে যাও তাহার পাছেং।

১১ পরে বল সে ঘরের কর্ত্তাকে প্রভু বলেন তোমকে ভোজন সালা কোথায় সেখানে আমার শিষ্যেরদের

১২ সহিৎ পেশাক্ষ খাইব। তখন এক বড় কুটরি দেখাইবে তোমারদিগকে যাহা সাজ হইয়াছে সেখানে
১৩ প্রস্তুত কর। অতএব তাহারা যাইয়া পাইল যে মত তিনি বলিয়া ছিলেন তাহারদিগকে এবং পেশাক্ষকে প্রস্তুত করিল।
১৪ সে দণ্ড বর্ত্তমান হইলে তিনি বসিলেন ও দ্বাদশ
১৫ প্রেরিৎ তাহার সহিৎ। তখন তিনি বলিলেন তাহার দিগকে আমি বড় ইচ্ছা করিয়াছি এ পেশাক্ষ ভোজন করিতে তোমারদের সহিৎ আমার মরনের পর্ব্বে
১৬ একারন কহি তোমারদিগকে ঈশ্বরের রাজ্যে পূর্ণ
১৭ হওন পর্য্যন্ত আমি আর খাইব না তাহা। তখন বাটী লইলে তিনি স্তব করিয়া বলিলেন ইহা লইয়া
১৮ ভাগ কর আপনারদের মধ্যে একারন তোমারদিগকে কহি আমি দ্রাক্ষা ফলের কিছু আর পীব না ঈশ্বরের
১৯ রাজ্য আইসন পর্য্যন্ত। পরে রুটি লইলে তিনি স্তব করিয়া ভাঙ্গিলেন ও তাহারদিগকে দিলেন কহিয়া এ আমার শরীর যাহা দাতৃব্য হইয়াছে তোমার
২০ দের কারন ইহা কর আমার স্মরনার্থে। ভোজনের পরে ও বাটী সে মত লইলেন কহিয়া এ বাটী আছে নূতন বন্দবস্ত আমার রক্তে যাহা পাত হইয়াছে তোমার
২১ দের নিমিত্ত। কিন্তু যে দাগাবাজ করিয়া গচ্ছিৎ করিবে আমাকে দেখ তাহার হাত মেজের ওপর আমার সহিৎ।
২২ মানুষের পুত্রের গতি যেমন নিরুপিৎ হইল সে সত্য কিন্তু সন্তাপ সে মানুষকে যাহার দাগাবাজে মনুষ্যের
২৩ পুত্র গচ্ছিৎ হয়। তখন তাহারা বড় বিচার করিতে

লাগিন তাহারদের কোন জন ইহা করিবে।

২৪ তাঁহারদের পরস্পর কথা বার্ত্তা ও হইল তাহারদের ২৫ মধ্যে কোন জন বড়। তিনি বলিলেন তাহারদিগকে বর্ন্নেরদের রাজারা শাসন করে তাহারদের ওপর ও যাহারদের পরাক্রম আছে তাহারদিগকে বলে প্রতি ২৬ পালক। তোমারদের এ মত নহে কিন্তু তোমারদের যে বড় হইতে চাহে সে হওক কনিষ্ঠের মত ও যে প্রধান ২৭ সে হওক সেবকের ন্যায়। এক্কারন বড় কেডা যে ভোজনে বসে কিম্বা যে সেবা করে সে নহে যে বসে কিন্তু আমি তোমারদের মধ্যে যেমন সেবক। ২৮ তোমরা হইয়া ছিলা আমার সহিৎ আমার পরিক্ষা ২৯ কালে আমি ও রাজ্য দেই তোমারদিগকে যে মত ৩০ আমার পিতা দিয়াছেন আমাকে তোমারদের ভোজন পান করিবার কারন আমার রাজ্যে আমার মেজে ও সিংহাসনের ওপর বসিয়া বিচার করিতে য়িশরালের দ্বাদশ গোষ্ঠিকে।

৩১ পরে প্রভু বলিলেন শীমন শীমনরে সয়তান তোমাকে লড়াইতে চাহে যেমন গোম ঝাড়া হইয়াছে ৩২ চালুনিতে। কিন্তু আমি নিবেদন করিয়াছি তোমার কারন তোমার ভক্তি ওন না হইবারার্থে এবং তুমি ৩৩ ফিরিলে শক্তি করাও তোমার ভ্রাতারদিগকে। সে বলিল তাহাকে মহাশয় আমি প্রস্তুত হই কারাগারে ৩৪ কিম্বা মরনে যাইতে তোমার সহিৎ। তিনি বলিলেন তাহাকে হে পিতর আমি কহি তোমাকে কুক্কুট অদ্য

ডাকিবে না তুমি তিন বার আমাকে চিনিতে হেয়জ্ঞান না করিলে ।———

৩৫ তিনি ও বলিলেন তাহারদিগকে যখন মোট তোড়া ও জুতা বিহিন পাঠাইলাম তোমারদিগকে তখন তোমারদের

৩৬ কমি ছিল কিছু তাহারা বলিল কিছু নহে । অতএব তিনি বলিলেন তাহারদিগকে এখন যাহার মোট আছে সে লওক তাহা সে মত তাহার তোড়া এবং যাহার তলোয়ার নহে সে বস্ত্র বিক্রয় করিয়া একটা ক্রয় করুক ।

৩৭ একারন আমি কহি তোমারদিগকে যাহা লেখা হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার আবশ্যক আছে আমারে তিনি গনন হইলেন ব্যবস্থা বহির্ভূতেরদের সহিৎ একারন যাহা আমার বিষয় তাহার শেষ হইয়াছে ।

৩৮ তাহারা বলিল তাহাকে প্রভূহে দেখ এখানে দুই তলোয়ার । তিনি বলিলেন তাহারদিগকে তাহা প্রচুর ।———

৩৯ পরে তাহার ব্যবহারের মত তিনি গেলেন জিত বৃক্ষ পর্ব্বতে তাহার শিষ্যেরা ও গেল তাহার পশ্চাৎ ।

৪০ এবং সে স্থানে হইয়া তিনি বলিলেন তাহারদিগকে

৪১ পরিক্ষায় না পড়নের জন্য কামনা কর । পরে তিনি তাহারদিগ হইতে তফাৎ হইয়া যত দুর পাথর ফেলিতে

৪২ পারে হাঁটুতে পড়িয়া কামনা করিলেন ও কহিলেন হে পিতা যদি তোমার ইচ্ছা তবে লওতাও এ বাটী আমা হইতে কিন্তু তোমার ইচ্ছা হওক আমার ইচ্ছা নহে ।

৪৩ তখন স্বর্গ হইতে এক দূত দেখা দিল তাহার স্থানে

৪৪ তাহাকে শান্তনা করিতে । এবং বড় মনস্তাপিৎ

হইয়া তিনি আর২ নিবেদন করিল তাহাতে তাহার ঘাম
৪৪ হইল যেমন রক্তের টিপ মৃত্তিকায় পড়িতে২। তখন
কায়না হইতে উঠিয়া ও তাহার শিষ্যেরদের স্থানে
আসিয়া পাইলেন তাহারদিগকে নিদ্রিৎ দুঃখেতে।
৪৬ তিনি বলিলেন তাহারদিগকে ঘুমাইতেছ কেন উঠিয়া
কায়না কর তোমরা পরিক্ষায় না পড়নের কারন।
৪৭ তাহারদের সহিৎ কহিতে২ দেখ মানব্য ও দ্বাদশের
এক জন যাহাকে বলে য়িহোদা তাহারদের আগে
৪৮ যাইয়া নিকট গেল তাহাকে চুম্বন করিতে। কিন্তু
য়েশু বলিলেন তাহাকে হে য়িহোদা চুম্বন করিয়া
দাগাবাজে গচ্ছিৎ করিতেছ মনুষ্যের পুত্রকে।
৪৯ তাহার চতুর্দ্দিগের লোক দেখিয়া কি২ হইবে বলিল
৫০ তাহাকে প্রভু তলোয়ারে মারিব তখন তাহারদের
এক জন মারিল প্রধান যাজকের দাসকে ও কাটিয়া
৫১ ফেলিল তাহার দক্ষিন কর্ন। য়েশু উত্তর করিয়া
বলিলেন এ পর্য্যন্ত থাক। পরে তাহার কর্ন স্পর্শ
৫২ করিয়া সুস্থ করিলেন তাহাকে। তখন প্রধান
যাজক ও মন্দিরের কর্ত্তা ও প্রাচিন লোক তাহার নিকট
আইলে য়েশু বলিলেন তাহারদিগকে চোর ধরিবার
মত আইলা তলোয়ার ও ঠেঙ্গা হাতে করিয়া।
৫৩ যখন নিত্য ছিলাম মন্দিরে তোমারদের সহিৎ তখন
হাত দিলা না আমার উপর কিন্তু এ তোমারদের ও
অন্ধকারের পরাক্রমের দণ্ড।

৫৪ পরে তাহারা লইয়া গেল তাহাকে প্রধান যাজকের

মারে। কিন্তু পিতর দূর থাকিয়া পাছেং গেল।
৫৫ কুটরির মধ্যে জলনু অগ্নি হইল এবং পিতর বসিল
তাহারদের সহিৎ যাহারা বসিল তাহার চতুর্দ্দিগে।
৫৬ এক দাস দেখিল তাহাকে দিপ্তিতে বসিল এবং
তাহাকে ভল্মত দেখিয়া বলিল এই ছিল তাহার সঙ্গি।
৫৭ কিন্তু সে হেয়জ্ঞান করিয়া বলিল নারী আমি চিনি না
৫৮ তাহাকে। কিছু কাল পরে আর এক জন তাহাকে
দেখিয়া বলিল তুমি ও তাহারদের এক জন। তাহাতে
৫৯ পিতর বলিল মানুষ আমি তাহা নহি। পরে দণ্ডেক
ব্যাজে আর এক জন শক্ত বলিল সত্য তুমি তাহার
৬০ দের এক জন একারন তুমি হইয়াছ গালিলী। পিতর
বলিল মানুষ আমি জানি না কি কহিতেছ। এবং
ততক্ষনে যাবৎ কহিতেং ছিল তাবৎ কুক্কুট ডাকিল।
৬১ তখন প্রভু মুখ ফিরিয়া নিরক্ষন করিল পিতরের দিগে
ও পিতর মনে পাইল প্রভুর বচন কি মত বলিয়া ছিলেন
তাহাকে কুক্কুট ডাকনের পূর্ব্বে তিন বার আমাকে
৬২ হেয়জ্ঞান করিবা। পরে পিতর বাহিরে যাইয়া বহু
কান্দিল।

৬৩ যাহারা ধরিল য়েশুকে তাহারা নিন্দা করিল ও
৬৪ মারিল তাহাকে পরে তাহারা চক্ষে পটি দিয়া
মারিল তাহার মুখে ও জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে কহিয়া
৬৫ ভবিষ্যৎ বাক্য কহ কেডা মারিল তোমাকে। তাহারা
ও আর অনেক বিদ্রূপ কথা কহিল তাহাকে।

৬৬ এবং দিন হইলে ইতরের সভা ও প্রধান যাজক ও
অধ্যাপকেরা একত্তর হইয়া লইল তাহাকে সভায়

কহিতেং তুমি খ্রীষ্ট কি না কহ আমারদিগকে।
৬৭ তিনি বলিলেন তাহারদিগকে যদি কহি তোমারদিগকে
৬৮ তবে প্রত্যয় করিবা না আমি ও যদি জিজ্ঞাসা করি
তোমারদিগকে তবে প্রত্যুত্তর করিবা না কিম্বা
৬৯ ছাড়িয়া দিবা না আমাকে। ইহার পরে মানুষের
পুত্র পরাক্রমে বসিবেন ঈশ্বরের দক্ষিণে তাহারা
৭০ সকল বলিল তবে তুমি ঈশ্বরের পুত্র। তিনি
বলিলেন তাহারদিগকে তোমরা কহিয়াছ যাহা আমি
৭১ হই। পরে তাহারা বলিল আমারদের আর
সাক্ষীর কি আবশ্যক একারণ শুনয়াছ তাহার আপনার
মুখের কথা।

পর্ব্ব পরে তাহারদের সকল মানব্য ওঠিয়া লইল তাহাকে
১৯ পীলাতের স্থানে এবং তাহাকে ওল্লানা করিতে
লাগিল কহিতেং আমরা এ জন পাইয়াছি বর্গকে
ঘুটিতেং ও কাইসারের রাজস্য দিবার মানা করিতেং
৩ কহিয়া আপনি এক রাজা তখন পীলাত এ কথা
জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে তুমি য়িহোদীরদের রাজা।
তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহাকে তুমি সত্য
৪ কহিয়াছ। অতএব পীলাত বলিল প্রধান যাজক ও
লোকেরদিগকে এ মানুষের কিছু দোষ পাই না।
৫ কিন্তু তাহারা হইল আর দুরন্ত কহিয়া সে ঘুটে
লোকেরদিগকে সমস্ত য়িহোদা দেশ দিয়া শিক্ষাইতেং
৬ গালিলি হইতে এ স্থানে। পীলাত গালিলির কথা
শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল সে মানুষ গালিলী কি না।

৭ এবং জ্ঞাত হইয়া যে তিনি হইলেন হেরোদের সুভায় পাঠাইল তাহাকে হেরোদের স্থানে যে ও আপনি হইল য়িরোশলয়ে সে কালে।

৮ হেরোদ য়েশুকে দেখিয়া বড় আনন্দিত হইল তাহার বিষয় অনেক কথা শুনিয়া সে কারন আশ্চর্য্য
৯ কার্য্য দেখিতে চহিল তাহার করনক। সে জন্য তাহাকে অনেক জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু তিনি কিছু ওত্তর করিলেন
১০ না। প্রধান যাজকগন ও অধ্যাপকেরা ডাগুইয়া বড়
১১ ওল্লানা করিল তাহাকে। এবং হেরোদ ও তাহার যোদ্ধা তুচ্ছ করিল ও নিন্দা করিল তাহাকে এবং বড় সুন্দর পরিচ্ছদ পরাইয়া পাঠাইল তাহাকে পীলাতের স্থানে।
১২ সে দিন পীলাত ও হেরোর দোস্তালি করিল একারন
১৩ তাহার পূর্ব্বে তাহারদের পরস্পর সত্রূতা ছিল। এবং পীলাত প্রধান যাজক এবং লোকের অধ্যক্ষেরদিগকে
১৪ একত্তর ডাকিয়া বলিল তোমরা আনিয়াছ এ মানুষ আমার স্থানে এক তরের মত যে লোককে ভুলায় কিন্তু দেখ তোমারদের সাক্ষাতে তাহাকে বিচার করিয়া কিছু দোষ তাহার পাই না সে সকল বিষয়ে যাহা
১৫ তোমরা ওল্লানা করিতেছ তাহাকে। হেরোদ ও কিছু পাইল না একারন তাহার স্থানে পাঠাইলাম তাহাকে কিন্তু দেখ মৃত্যু যোগ্য কিছু না করিয়াছে তাহাকে।
১৬ অতএব সাজা দিয়া ছাড়িয়া দিব তাহাকে। একারন
১৭ তাহার আবশ্যক হইল এক জন মুক্ত করিতে তাহার
১৮ দের স্থানে সে পর্ব্বে। কিন্তু তাহারা সকল একিবার চেঁচাইয়া বলিল ইহা দূর কর ও মুক্ত কর বারাব্বা

১৯ আমারদের কারন যে সহরের মধ্যের কোলাহল
২০ ও খুনের কারন কারাগারে ছিল। অতএব
পীলাত য়েশুকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা করিয়া বলিল
২১ তাহারদিগকে পুনর্ব্বার। কিন্তু তাহারা চেঁচাইয়া
২২ বলিল ক্রুসে মার তাহাকে ক্রুসে মার তাহাকে। তৃতীয়
বার সে বলিল তাহারদিগকে কেন কি দোষ করিয়াছে
আমি মৃত্যুর হেতু দেখি না তাহার মধ্যে অতএব
২৩ সাস্তি দিয়া ছাড়িয়া দিব তাহাকে। তখন তাহারা বড়
চেঁচাইতে লাগিল তাহাকে ক্রুসে মারিবার চাহিতেং
এবং তাহারদের ও প্রধান যাজকেরদের রব জিনিল।
২৪ অতএব পীলাত আজ্ঞা দিল করিতে যেমন তাহারা চাহিয়া
২৫ ছিল। তখন যে জন হুড়াহুড়ি ও খুনের কারন
কএদে ছিল যাহাকে তাহারা চাহিয়া ছিল তাহাকে
মুক্ত করিয়া দিল তাহারদিগকে কিন্তু য়েশুকে দিল
তাহারদের ইচ্ছায়।

২৬ তাহারা তাহাকে লইয়া যাইতেং ধরিল এক জন
কুরীনি তাহার নাম শীমন মাট হইতে আসিয়া
তখন ক্রুস থুইল তাহার স্কন্ধে তাহা বহিবার
২৭ কারন য়েশুর পাছে। তাহার পাছে ও বড় মানবা
এবং বহু স্ত্রী লোক আইল যাহারা হাহাকার করিল
২৮ ও কাঁদিল তাহার কারন। কিন্তু য়েশু তাহারদের
দিগে ফিরিয়া বলিলেন য়িরোশলমের কন্যাভো
আমার কারন ক্রন্দন করিও না কিন্তু আপনারদের
২৯ ও আপনারদের শিশুরদের জন্য। একারন দিন
আসিতেছে যাহাতে লোক বলিবে ধন্য বন্ধ্যারা ও

ওদর যে কখন গর্ব্ভবতি হইল না এবং স্তন যে পান
৩০ করাইল না কখন। তখন তাহারা পর্ব্বতেরদিগকে
কহিতে লাগিবে পড় আমারদের ওপর এবং গিরিকে
৩১ ঢাক আমারদিগিকে। একারন যদি তাহারা ইহা করে
৩২ তাজা বৃক্ষে তবে কি করিতে হইবে সুক্ষে। আর
দুই দোষ গৃহস্থ ও লয়া গিয়া ছিল তাহার সহিৎ
মারিবারে।

৩৩ তৎকালে তাহারা কাল্বরি স্থানে ওত্তরিয়া ক্রুসে
টাঙ্গিয়া দিল তাহাকে ও সে দোষিরদিগকে এক জন
৩৪ তাহার দক্ষিনে আর এক জন তাহার বামে। তখন
য়েশু বলিলেন হে পিতা মাফ কর তাহারদিগকে
তাহারা জানে না কি করিতেছে। তাহারা ও গুলিবাঁট
৩৫ দিয়া ভাগং করিল তাহার পরিচ্ছদ। এবং লোক দূরে
ডাণ্ডাইল দেখিতেং অধ্যক্ষেরা তাহারদের সহিৎ ও
বিদ্রূপ করিল তাহাকে কহিতেং সে অন্য লোককে
ত্রান করিল যদি সে হয় খ্রীষ্ট ঈশ্বরের মনোনিৎ তবে
৩৬ আপনাকে ত্রান করুক। সেনা ও বিদ্রূপ করিল
৩৭ তাহাকে আসিয়া সির্কা দিতে তাহাকে ও কহিয়া
যদি হইস য়িহোদীর রাজা তবে আপনাকে ত্রান
৩৮ করিস। তাহার ওপর ও এক লেখন দেয়া গেল
গ্রীক ও লাতিন ও এব্রি অক্ষরে লেখিয়া এ য়িহোদীর
দের রাজা।

৩৯ সে দুই দোষগৃহস্থের এক জন যে টাঙ্গিৎ ছিল
হেলন করিল তাহাকে কহিয়া যদি তুমি খ্রীষ্ট তবে
৪০ আপনাকে ও আমারদিগকে ত্রান কর। কিন্তু আর

এক জন ওতর করিয়া বিরুক্ত করিল তাহাকে কহিতে২ তুমি ঈশ্বরকে ভয় না করিতেছ একারন তোমার সে
৪১ একে দোষাঘাত। আমরা প্রকৃত সে সত্য একারন আমরা পাইতেছি আপনারদের কর্ম্মের ফলোদয়
৪২ কিন্তু এ মানুষ কিছু ত্রুটি করিল না। সে ও বলিল যেশুকে প্রভূহে তুমি তোমার রাজ্যে আইলে মনে
৪৩ রাখ আমাকে। যেশু ও বলিলেন তাঁহাকে সত্য আমি কহি তোমাকে তুমি অদ্য হইবা ফারদীশে আমার সহিৎ।

৪৪ দুই প্রহর দিন আন্দাজ অন্ধকার ছিল সকল
৪৫ পৃথিবীর ওপর তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সূর্য্য অন্ধকার হইয়া গেল ও মন্দিরের পরদা ছিড়িয়া গেল মাঝা
৪৬ মাঝে। যেশু বড় চেঁচাইয়া বলিলেন পিতা তোমার হাতে আমার আত্মা দেই। এবং ইহা বলিয়া প্রান
৪৭ ত্যাগ করিলেন। যখন সে এক শত সেনার পতি দেখিয়া ছিল কিং হইল তখন সে স্তব করিল ঈশ্বরকে
৪৮ কহিয়া অবশ্য এ ছিল প্রকৃতার্থিক মানুষ। সকল লোক ও যাহারা দেখিতে আইল সে সকল বর্ত্তমান কার্য্য দেখিয়া বক্ষে মারিল ও ফিরিয়া গেল।
৪৯ তাহার সকল মিত্র ও নারী লোক যাহারা আইল তাহার সহিৎ গালিলি হইতে দূরে ডাণ্ডাইল এ সকল দেখিতে২।

●

৫০ এবং দেখ এক জন মন্ত্রি তাহার নাম যুসফ

৫১ এক ভাল এবং পৃকৃতার্থিক মানুষ সে মন না মিলিয়া ছিল তাহারদের পরামর্শ ও কার্য্যে সে য়িহোদীরদের এক নগর আরিমাতেয়ার লোক এবং
৫২ আপনি অপিক্ষা করিল ঈশ্বরের রাজ্যের কারন। এ জন পীলাতের স্থানে যাইয়া য়েশুর শরীর ভিক্ষা
৫৩ মাগিল। পরে তাহা নামাইয়া জড়ো করিল মেহি কাপড়ে এবং তাহা থুইল এক কবরে যাহা পাথরে খনন হইল যাহার মধ্যে মানুষ শুইল না তাহার
৫৪ পূর্ব্বে। সে দিন হইল আয়োজন দিন ও শাবাত নিকট হইল।

৫৫ স্ত্রী লোক ও যাহারা আইল তাহার সহিৎ গালিলি হইতে তাহারা পশ্চাৎ যাইয়া দেখিল কবর ও কি
৫৬ মত তাহার শরীর থুয়া গেল তখন তাহারা ফিরিয়া গেলে মসলা ও তৈল পুস্তুত করিল পরে আজ্ঞার নুয়ায়ি বিশ্রম করিল শাবাত দিনে।

পর্ব্ব ২৪ পরে সপ্তের পৃথম দিনে অতি পুত্যুষায় তাহারা কবরে আইল সে মসলা সাতে লইয়া যাহা পুস্তুত করিয়া ছিল তাহারদের সহিৎ ও আর কতক লোক।
২ ও তাহারা দেখিতে পাইল পাথর সরিয়া গেল কবরের
৩ মুখ হইতে। কিন্তু তাহারা পুবেশ করিয়া পাইল না
৪ পুভু য়েশুর শরীর। তখন বহু ওৎকণ্ঠিৎ হইয়া তাহার বিষয় দেখ দুই জন দাণ্ডাইল তাহারদের নিকট
৫ তেজস্কার পরিচ্ছদ পরিয়া। তাহারা ভয়ার্থ হইলে ও মুখ হেট করিলে মৃত্তিকায় সে লোক বলিল

তাহারদিগকে জীবতকে চেষ্টা করিতেছ মবার মধ্যে
৬ কেন তিনি এখানে নহেন কিন্তু উঠিয়াছেন। মনে কর
তিনি গালিলিতে থাকিয়া কি কহিলেন তোমারদিগকে
৭ মানুষের পুত্রের পাপি লোকের গচ্ছিৎ হইবার এবং
ক্রূসে মারন ও তৃতীয়া দিনে উঠিবার আবশ্যক
৮ আছে। তখন তাহারা তাহার কথা মনে পাইল।
৯ এবং কবর হইতে ফিরিয়া বলিল এ কথা সে একা
১০ দশকে ও আরং সকলকে। মারিয়া মাগ্দলেন ও
য়োহানা ও যাঁকুবের মাতা মারিয়া ও অন্যেরা তাহার
দের সহিৎ যাহারা বলিল এ কথা প্রেরিতেরদিগকে।
১১ কিন্তু তাহারদের কথা দেখিল বিহুদা কাহিনির মত
তাহারদের ঠাই ও তাহারা আস্থা করিল না তাহার
১২ দেত বচন। তখন পিতর উঠিয়া দৌড়িল কবরে এবং
হেট হইয়া দেখিল কাপড় মতনুর থোয়া গেল পরে
প্রস্থান করিল মনে চমৎকৃত হইয়া তাহার বিষয় যাহা
হইল।

১৩ দেখ তাহারদের দুই জন গেল সে দিন এক গ্রামে
তাহার নাম এমাওশ যাহা য়িরোশলম হইতে ক্রোষ
১৪ চারেক। এবং তাহারা কথা কহিল সে সকল
১৫ বিষয় যাহাং হইল। তাহারা কথা বার্ত্তা কহিতেং
ও বিচার করিতেং এ মত হইল য়েশু আপনি নিকট
১৬ আসিয়া গেল তাহারদের সহিৎ কিন্তু তাহারদের
অক্ষি বন্দ হইল তাহাতে তাহাকে চিনিতে পারিল না।
১৭ তিনি বলিলেন তাহারদিগকে তোমারদের কি কথা বার্ত্তা
১৮ দুঃখিৎ গমন করিতেং। তাহারদের এক জন ক্লেয়োপা

নামে প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহাকে তুমি কেবল বিদেশি য়িরোশলমে ও জানিতে না পাইয়াছ কি কার্য্য
১৯ হইয়াছে সেখানে। তিনি বলিলেন তাহারদিগকে কি কার্য্য। তাহারা বলিল তাহাকে য়েশু নাজরেনের বিষয় যিনি এক ভবিষ্যৎ বক্তা বানী ও কর্ম্মে পরিক্রান্ত
২০ ঈশ্বর ও সকল লোকের গোচরে এবং প্রধান যাজক ও আমারদের অধ্যক্ষেরা তাহাকে গচ্ছিৎ করিল মৃত্যুর বিচারাজ্ঞা পাওনের কারন এবং ক্রুসে
২১ মারিল তাহাকে কিন্তু আমরা বিশ্বাস পাইলাম যে তিনি হইতেন সে জন যিনি মুক্ত করিবেন য়িশরালকে ইহা ছাড়া ও এ আছে তৃতীয় দিন এ সকল কার্য্যের পরে।
২২ বটে ও আমারদের প্রথের কতক স্ত্রী লোক যাহারা প্রত্যুষায় গেল কবরে তাহারা চমকিৎ করাইল আমার
২৩ দিগকে এক্কারন তাহারা তাহার শরীর না পাইয়া আইল কহিতে২ যে দূতগনের দর্শনীয় দেখিতে
২৪ পাইয়া ছিল যাহারা বলিল যে তিনি জীবৎ। পরে আমারদের প্রথের কতক লোক কবরে যাইয়া পাইল যেমন সে স্ত্রী লোক বলিয়া ছিল কিন্তু তাহাকে দেখিতে
২৫ পাইল না। তখন তিনি বলিলেন তাহারদিগকে হে ক্ষিপ্তেরা ও অন্তঃকরনে স্থির আস্থা করিতে ভবিষ্যৎ
২৬ বক্তারদের সকল কথা। খ্রীষ্টের আবশ্যক নহে এ সকল দুঃখ পাইতে ও প্রবেশ করিতে আপনার
২৭ মোক্ষে। পরে তিনি মোশা ও সকল ভবিষ্যৎ বক্তার দের কথা আরম্ভ করিয়া ধর্ম্ম পুস্তকের অর্থ দিলেন
২৮ আপনার বিষয়। সে গ্রামের নিকট আইল যাহাতে

তাহারদের গমন তিনি দেখাইলেন আগে যাইবার
২৯ মত। কিন্তু তাহারা ভক্তি করিল তাহাকে কহিয়া সায়ং
কাল প্রায় হইয়াছে এবং অল্প বেলা আছে থাক আমা
রদের সহিত। অতএব তিনি প্রবাস করিতে গেলেন
৩০ তাহারদের সহিত। পরে এ মত হইল তিনি তাহার
দের সহিত ভোজন করিতে বসিয়া লইলেন রুটি ও
৩১ আশীর্ব্বাদ দিয়া ভাঙ্গিলেন ও দিলেন তাহারদিগকে।
তখন তাহারদের চক্ষু খোলা হইল এবং তাহারা চিনিল
৩২ তাহাকে। তখন তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন। তাহাতে
তাহারা বলিল এক জন আর একজনকে আমারদের চিত্ত
জলিল না আপনারদের মধ্যে যাবৎ কথা কহিলেন
ও ধর্ম্ম পুস্তকের অর্থ দিলেন আমারদিগকে পথে।
৩৩ অতএব তাহারা উঠিল সে দণ্ড এবং যিরোশলমে যাইয়া
পাইল সে একাদশ জন ও যাহারা তাহারদের সহিত
৩৪ সভা হইয়া কহিতেং সত্য প্রভু উঠিয়াছেন ও
৩৫ শীমনের ঠাঁই প্রকাশ হইয়াছেন। তাহারা তখন
বলিল কিং বিষয় হইল পথে ও কেমন রুটি ভাঙ্গিতেং
চিনা গেলেন তাহারদের ঠাঁই।

৩৬ তাহারা এ কথা কহিতেং য়েশু আপনি তাণ্ডাইলেন
মধ্যখানে ও বলিলেন তাহারদিগকে কুশল হওক
৩৭ তোমারদের। কিন্তু তাহারা বড় ত্রাস ও ভয় পাইল
৩৮ বুঝিয়া তাহা ভূত। তিনি বলিলেন তাহারদিগকে
৩৯ কেন ভাবনা করিতেছ ও চিত্তে মনোদ্ভব কেন দেখ
আমার হাত ও পদ যাহাতে আমি আপনি হাত দেহ

এবং দেখ আমাকে একারন ভূতের হাড় ও মাংস
৪০ নহে যেমন আমার দেখিতেছ। তিনি এ কথা কহিয়া
৪১ দেখাইলেন তাহার হাত ও পদ তাহারদিগকে। যাবৎ
তাহারা আল্হাদ হইতেং আস্থা করিল না ও চমকিৎ
হইল তিনি বলিলেন তাহারদিগকে তোমারদের কিছু
৪২ খাইবার আছে তখন তাহারা দিল তাহাকে এক
৪৩ টুক্রি ভাজা মৎস্য ও একটা মধু চাক। পরে তিনি
৪৪ তাহা লইয়া খাইলেন তাহারদের গোচরে। এবং
তিনি বলিলেন তাহারদিগকে আমি এ কথা কহিয়াছি
তোমারদিগকে যাবৎ ছিলাম তোমারদের সহিৎ যে
সকল কথা পুত্যক্ষ করিবার আবশ্যক আছে যাহা
লেখা আছে মোশার ব্যবস্থায় ও ভবিষ্যৎ বাক্যে
৪৫ ও গীতে আমার বিশয়। তখন তাহারদের বুদ্ধি
বাড়াইলেন তাহারদের বুঝনের কারন ধর্ম্ম পুস্তক।
৪৬ এবং বলিলেন তাহারদিগকে এ মত লেখা আছে
এবং খ্রীষ্টের আবশ্যক হইল এ মত মরিতে ও তৃতীয়
৪৭ দিনে ওঠিতে মৃত্যু হইতে এবং খেদ ও পাপ মোচন
তাহার নামে চেড়ি দিতে সকল বর্ন্নের মধ্যে
৪৮ য়িরোশলমে আরম্ভ করিয়া। তোমরা ও এ কার্য্যের
৪৯ সাক্ষীরা। দেখ আমি পাঠাই পিতার অঙ্গিকার
তোমারদের ওপর কিন্তু তোমরা থাক য়িরোশলম
সহরে ওপর হইতে পরাক্রম পাওন পর্য্যন্ত।

৫০ পরে তিনি লইয়া গেলেন তাহারদিগকে যত দূর
বৈথনিয়া এবং তাহার হাত ওঠাইয়া আশীর্ব্বাদ

৫১ দিলেন তাহারদিগকে। তখন এ মত হইল তাহার
দিগকে আশীর্ব্বাদ দিতেং তাহাকে সতন্তর করিয়া
৫২ লইয়া গিলেন স্বর্গে। পরে তাহারা তাহাকে ভজনা
৫৩ করিয়া বড় হর্ষে গেল য়িরোশলয়ে পুনর্ব্বার। এ
নিত্য থাকিল মন্দিরে ঈশ্বরকে স্তব করিতেং ও বর
কহিতেং আমেন।

মঙ্গল সমাচার য়োহনের রচিত

১ প্রথম পর্ব্ব

১ প্রথমে ছিল বাক্য বাক্য ছিল ঈশ্বরের সহিৎ
২ এবং বাক্য ঈশ্বর আপনি। তাহা প্রথমে ছিল
৩ ঈশ্বরের সহিৎ। সমস্ত নির্ম্মিত হইল তাহার
করনক এবং যাহা নির্ম্মিত ছিল তাহার এক বস্তু
৪ তাহার ব্যেতরেক নির্ম্মিত হইল না। তাহার মধ্যে
৫ জীবন সে জীবন মনুষ্যের দীপ্তি। সে আলো
দীপ্তি করিল অন্ধকারে কিন্তু অন্ধকার তাহা গ্রহন
করিল না।

৬ এক জন পাঠান হইল ঈশ্বর হইতে তাহার নাম
৭ য়োহন সেই আইল এক সাক্ষী প্রমান দিতে আলোর
৮ বিষয় সকল তাহা দিয়া আস্থা করিবার নিমিত্ত। সে
জন সেই আলো নহে কিন্তু সে আলোর বিষয়
৯ প্রমান দেওনের কারন। সত্য আলো তাহা যাহা
১০ জগতে আসিয়া দীপ্তি দেয় প্রতি জনকে। তিনি
জগতের মধ্যে ছিলেন এবং জগত নির্ম্মিত হইল
তাহার করনক কিন্তু জগত তাঁহাকে চিনিল না।
১১ তিনি আপনার অধিকারে আইলেন তাহার লোক ও
১২ তাঁহাকে আদর করিল না। কিন্তু যত লোক আদর

করিল তাঁহাকে ও আস্থা করিল তাহার নামে তাহার দিগকে তিনি দিলেন ঈশ্বরের পুত্র হইবার পরাক্রম।
১৩ যাহারদের জন্ম রক্ত হইতে নহে শরীরের ইচ্ছা হইতে নহে মানুষের ইচ্ছা হইতে নহে কিন্তু ঈশ্বরের।

১৪ এবং বাক্য অবতার হইয়া বসতি করিলেন আমারদের মধ্যে কৃপা ও সত্যতা পূর্ণিৎ আমরা ও দেখিলাম তাঁহার তেজ পিতার একা জন্মিতের তেজের মত।
১৫ য়োহন সাক্ষী দিল তাহার বিষয় ও চেঁচাইয়া বলিল এই তিনি যাহার বিষয় আমি কহিলাম যিনি আসিতেছেন আমার পশ্চাৎ তিনি হইয়াছেন আমার
১৬ অগ্রে একারন তিনি ছিলেন আমার পূর্ব্বে। তাহার পূর্ণতা হইতে ও আমরা সকল পাইয়াছি এবং গুন
১৭ গুনের আনুযায়ি। একারন ব্যবস্থা দাতৃব্য ছিল মোশার করনক কিন্তু কৃপা ও সত্যতা য়েশু খ্রীষ্টের
১৮ করনক। কোন কেহ ঈশ্বরকে কখন দেখিতে না পাইযাছে সে একা জন্মিত যিনি পিতার বুকে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাকে।

১৯ এই য়োহনের প্রমান যখন য়িহোদীরা পাঠাইয়া দিল যাজক ও লোঈরদিগকে য়িরোশলম হইতে তাহার ঠাঁই
২০ জিজ্ঞাসা করিতে তুমি কেতা। ও সে স্বীকার করিল এবং হেয়জ্ঞান করিল না কিন্তু স্বীকার করিল
২১ আমি খ্রীষ্ট নহি। অতএব তাহারা জিজ্ঞাসা করিল তবে কে আলীহা এবং সে বলিল নহি তুমি সে

ভবিষ্যত বক্তা সে প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল নহি ।
২২ এতদর্থে তাহারা বলিল তাহাকে তুমি কোন জন
আমারদের প্রত্যুত্তর করিবার জন্য তাহারদিগকে
যাহারা পাঠাইয়াছে আমারদিগকে কি বলিতেছ
২৩ আপনার বিষয় । সে বলিল আমি এক জনের
রব চেঁচাইয়া বলিতে২ অরন্যর মধ্যে সোজা কর
২৪ ঈশ্বরের পথ যেমন য়িশঙীহা ভবিষ্যত বক্তা বলিল ।
২৫ যাহারা প্রেরিত ছিল তাহারা ফারিসি লোক অতএব
তাহারা প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তবে কি কারন
ডুবাইতেছ যদি খ্রীষ্ট নহ আলীহা নহ ও ভবিষ্যত
২৬ বক্তা নহ । য়োহন প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহার
দিগকে আমি ডুবাই জলে কিন্তু এক জন দাণ্ডাইতেছে
২৭ তোমারদের মধ্যে যাঁহাকে তোমরা চিন না এ সে
জন যিনি আমার পরে আসিয়া হইয়াছেন আমার
অগ্রে যাহার জুতার শুতা খুলিতে আমি যোগ্য নহি ।
২৮ এ হইয়া ছিল য়ির্দনের ও পার বীতাবারায় যে স্থানে
য়োহন ছিল ডুবাইতে২ ।

২৯ পর দিনে য়োহন দেখিল য়েশুকে আসিতেছেন
তাহারদিগে ও বলিল দেখ ঈশ্বরের মেষের বাচ্চা যে
৩০ যাতে এই জগতের পাপ: এই তিনি যাহার বিষয় আমি
বলিলাম আমার পরে আসিতেছেন এক জন যিনি
হইয়াছেন আমার অগ্রে একারন তিনি আমার পূর্ব্বে
৩১ ছিলেন । এবং আমি তাহাকে চিনিলাম না কেবল
যে তিনি প্রকাশ হইবেন য়িশরালকে অতএব আমি
৩২ আইলাম ডুবাইতে জলে । য়োহন ও প্রমান করিল

বলিয়া আমি দেখিলাম আত্মা নামিতেং স্বর্গ হইতে
৩৩ ঘুঘুর মত তাহা ও বসিল তাঁহার ওপরে এবং
আমি তাঁহাকে চিনিলাম না কিন্তু যিনি পাঠাইলেন
আমাকে ডুবাইতে জলে তিনি বলিলেন আমাকে
যাহার ওপর দেখিবা আত্মা নামিয়া বসিতেং তিনি সে
৩৪ জন যিনি ডুবাইবেন পরমাত্মাতে। এবং আমি
দেখিয়া সাক্ষী দিলাম এই ঈশ্বরের পুত্র।
৩৫ পর দিনে য়োহন ও তাহার দুই জন শিষ্যেরা
৩৬ পুনর্ব্বার ডাণ্ডাইয়া ও য়েশুকে গমন করিতেং
দেখিয়া বলিল দেখং ঈশ্বরের মেষের বাচ্চা।
৩৭ তাহাতে সে দুই শিষ্যেরা তাহার কথা শুনিয়া গেল
৩৮ য়েশুর সহিৎ। তখন য়েশু ফিরিয়া ও তাহার
দিগকে তাঁহার পশ্চাৎ আসিতেং দেখিয়া বলিলেন
কি চেষ্টা কর। তাহারা বলিল তাহাকে রাব্বি তাহার
৩৯ অর্থ গুরু কোথায় বাসা করিয়াছ। তিনি বলিলেন
তাহারদিগকে আসিয়া দেখ। তাহারা যাইয়া দেখিল
কোন স্থানে বাস করিলেন এবং প্রহর তিনেক বেলা
৪০ গেলে থাকিল তাঁহার সঙ্গে সে দিন। যাহারা
য়োহনের কথা শুনিয়া গেল য়েশুর সঙ্গে তাহারদের
৪১ এক জন শীমন পিতরের ভাই আন্দ্রু। সে প্রথম তাহার
আপনার ভাই শীমনকে পাইয়া বলিল আমরা
৪২ পাইয়াছি মশীহা তাহার অর্থ খ্রীষ্ট। তাহাকে
য়েশুর নিকট আনিলে য়েশু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন
তুমি য়োনার পুত্র শীমন তোমার নাম হইবে কাইফা
যাহার অর্থ পাথর।

৪৩ পর দিনে য়েশু গালিলিতে যাইতে চাহিয়া পাইলেন ফিলিপকে ও বলিলেন তাহাকে আমার সহিৎ আইস।
৪৪ ফিলিপ ছিল আন্দ্রি ও পিতরের সহর বীতচৈদার
৪৫ এক জন। ফিলিপ নতনালকে পাইয়া বলিল আমরা পাইয়াছি তাহাকে যাহার বিষয় মোশা লেখিল ব্যবস্থায় ও ভবিষ্যৎ বক্তারা নাজারতের য়েশু য়ুসফের পুত্র।
৪৬ নতনাল বলিল তাহাকে কিছু ভাল আসিতে পারে নাজরেত হইতে। ফিলিপ বলিল তাহাকে আইস
৪৭ দেখ। নতনাল তাহারদিগে যাইতে২ য়েশু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন তাহার বিষয় দেখ এক নিতান্ত
৪৮ য়িশরালী যাহার মধ্যে প্রতারনা নহে। নতনাল বলিল তাহাকে কোথা হইতে জানিয়াছ আমাকে। য়েশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহাকে ফিলিপ তোমাকে ডাকনের পর্ব্বে তখন আমি দেখিলাম তোমাকে
৪৯ ডুম্বুর গাছের তলে। নতনাল প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহাকে রাব্বি তুমি ঈশ্বরের পুত্র তুমি
৫০ য়িশরালের রাজা। য়েশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহাকে আমি দেখিলাম তোমাকে ডুম্বুর গাছের তলে তাহা বলিলে আস্থা করিতেছ ইহা হইতে বড়
৫১ কর্ম্ম দেখিবা। এবং তিনি বলিলেন তাহাকে সারোক্কার আমি বলি তোমাকে ইহার পরে তোমরা দেখিবা স্বর্গ খোলা ও ঈশ্বরের দূতগন উঠিতে২ ও নামিতে২ মানুষের পুত্রের ওপরে।

পর্ব্ব
২ তৃতীয় দিনে বিবাহ হইল গালিলির কানায় তখন

২ দ্বিতীয় পর্ব্ব য়োহনের রচিত

২ য়েশুর মাতা সেখানে ছিল। য়েশু ও এবং তাহার
৩ শিষ্যগান নিমন্ত্রিৎ হইল সে বিবাহতে তখন দ্রাক্ষা
রস না হইলে য়েশুর মাতা বলিল তাহাকে দ্রাক্ষা রস
৪ নহে। য়েশু বলিলেন তাহাকে হে নারী তোমার
সঙ্গে কি কার্য্য আমার আমার কাল এখন পূর্ন্ন নহে।
৫ তাহার মাতা বলিল দাসেরদিগাকে যাহা তিনি
৬ বলিবেন তোমারদিগাকে তাহা কর। সেখানে
ছিল ছয়টা জালা য়িহোদীরদের শুচি করনের ব্যব
হারের মত যে জালা যোন দুই তিনেক করিয়া ধরে।
৭ য়েশু বলিলেন তাহারদিগাকে সে জালা জল দিয়া ভর।
৮ অতএব তাহারা তাহা করিল কানা পর্য্যন্ত। পরে
তিনি বলিলেন তাহারদিগাকে এখন ঢালিয়া বহ
নিমন্ত্রকের স্থানে। তখন তাহারা লইয়া গেল।
৯ দাস যাহারা তুলিয়া ছিল সে জল যাহা হইল দ্রাক্ষা
রস তাহারা জানিল কিন্তু নিমন্ত্রক তাহা কোথা হইতে
অজ্ঞাত হইলে চাকিয়া দেখিল পরে নিমন্ত্রক বরকে
১০ ডাকিয়া বলিল প্রতি জন প্রথমে ভাল দ্রাক্ষা রস দেয়
পরে লোক মত্ত হইলে মন্দ দেয় কিন্তু তুমি ভাল
১১ দ্রাক্ষা রস রাখিয়াছ এখন পর্য্যন্ত। য়েশু এ
আশ্চর্য্যের প্রথম কার্য্য গালিলির কানায় করিয়া
প্রকাশ করিলেন তাঁহার প্রাদুর্ভব তাহাতে তাহার
শিষ্যেরা আস্থা করিল তাহাকে।

১২ তারপর তিনি ও তাহার মাতা ও তাহার ভ্রাতারা
ও তাহার শিষ্যগান কফরনহুমে যাইয়া অচিরে

১৩ থাকিল। হেন কালে য়িহোদীয়দের পেশাক্ষ নিকট
১৪ হইল ও য়েশু য়িরোশলমে যাইয়া পাইলেন গরু ও
মেষ ও পায়রা বিক্রয় কর্ত্তারা মন্দিরে বসিয়া।
১৫ অতএব তিনি মেহি রসির এক চাবুক বানাইয়া তাড়িলেন
সমস্তকে মেষ গরু শুদ্ধ ও বানিয়ার তঙ্কা ঢালিলে
১৬ মেজ উলটিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন পায়রার দোকানির
দিগকে এ বস্তু লইয়া যাও আমার পিতার ঘর দোকান
১৭ করিও না। তখন তাহার শিষ্যেরা মনে পাইল
যাহাতে লিপি আছে তোমার ঘরের নিমিত্তের তাপ
১৮ খাইয়া ফেলিয়াছে আমাকে। তাহাতে য়িহোদীরা
প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহাকে ইহা করনের কারন
১৯ কি চিহ্ন দেখাইতেছ আমারদিগকে। য়েশু প্রত্যুত্তর
করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে এ মন্দিরকে ভাঙ্গিয়া
ফেল পরে তিন দিনের মধ্যে আমি তাহা গাঠিব
২০ পুনর্ব্বার। য়িহোদীরা বলিল এ মন্দিরের গাঁথন ছিল
ছচল্লিশ বৎসরের কার্য্য ও তুমি তাহা গাঠিবা তিন
২১ দিনের মধ্যে। কিন্তু তিনি বলিলেন আপনার শরীর
২২ মন্দিরের বিষয়। এতদর্থে তিনি মৃত্যু হইতে উত্থান
হইলে তাহার শিষ্যেরদের মনে হইল যে তিনি এ
কথা কহিয়া ছিলেন তাহারদিগকে এবং তাহারা
আস্থা করিল ধর্ম্ম গ্রন্থ ও সে কথা যাহা য়েশু বলিয়া
২৩ ছিলেন। পেশাক্ষ কালে তিনি পর্ব্ব দিনে য়িরোশ
লমে হইলে অনেকে তাহার আশ্চর্য্য দেখিয়া আস্থা
২৪ করিল তাঁহার নামে। কিন্তু য়েশু সকলকে জ্ঞাত
২৫ হইয়া বিশ্বাস করিলেন না তাহারদিগকে তিনি

জানিলেন মনুষ্যের অন্তরে কি অতএব মানুষেরদের প্রমান শুনিতে তাহার আবশ্যক নহে।

পর্ব্ব য়িহোদী লোকের এক জন অধ্যক্ষ ছিল তাহার নাম নিকদেমষ সে জন য়েশুর নিকট রাত্রে আসিয়া
৩ বলিল তাঁহাকে রাব্বি আমরা জানি যে তুমি এক গুরু ঈশ্বর হইতে একারন যে আশ্চর্য্য তুমি করিতেছ তাহা কোন কেহ করিতে পারে না ঈশ্বর তাহার সাতে
৩ না হইলে। য়েশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাঁহাকে সারোদ্ধার আমি বলি তোমাকে মানুষ আর বার জন্ম না হইলে ঈশ্বরের রাজ্যকে দেখিতে পারে না।
৪ নিকদেমষ বলিল তাঁহাকে মানুষ বৃদ্ধ হইয়া জন্ম হইবে কেমনে সে দ্বিতীয় বার মাতার গর্ব্ভে যাইয়া জন্ম
৫ লইবে। য়েশু প্রত্যুত্তর করিলেন সারোদ্ধার আমি বলি তোমাকে মানুষ জল ও আত্মা হইতে জন্ম না হইলে
৬ প্রবেশ করিতে পারে না ঈশ্বরের রাজ্যে। যাহা জন্মিত মাংস হইতে তাহা মাংস এবং যাহা জন্মিত
৭ আত্মা হইতে তাহা আত্মা। আমি বলিলাম তোমাকে তোমার আর বার জন্ম হওনের আবশ্যক আছে
৮ তাহাতে চমকিত হইও না। বায়ু বহে যেখানে তাহার ইচ্ছা তুমি শুনিতে পাইতেছ তাহার শব্দ কিন্তু কোথা হইতে আইসে ও কোথায় যায় তাহা জ্ঞাত নহ হেন
৯ মতে প্রতি জন যে জন্মিত আত্মা হইতে। নিকদেমষ প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাঁহাকে ইহা কি মতে হইতে
১০ পারে। য়েশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাঁহাকে

তুমি য়িশরালের এক গুরু হইলে ইহা জান না।
১১ সারোদ্ধার আমি বলি তোমাকে আমরা যাহা জানি তাহা বলি ও যাহা দেখিয়াছি তাহার প্রমান দেই কিন্তু
১২ তোমরা লও না আমারদের বাক্য। আমি তোমার দিগিকে পৃথিবীর কথা কহিয়া যদি তাহা আস্থা করিলা না তবে স্বর্গের কথা কহিলে আস্থা করিবা কেমনে।
১৩ এবং কেহ স্বর্গে না চড়িয়াছে বিনা তিনি যিনি স্বর্গ হইতে নামিলেন তাহা মনুষ্যের পুত্র যিনি স্বর্গে
১৪ আছেন। যেমন মোশা সর্প ওঠাইলেন অরন্যে
১৫ তেমন ও মনুষ্যের পুত্রকে ওঠাইতে হইবে তাহার দের আকল্পনারক্ষী না হওনের কারন যাহারা আস্থা করে তাহাকে কিন্তু প্রতি জন অনন্ত প্রমায়ু পাইবার
১৬ জন্য। ঈশ্বর এ মত প্রেম করিলেন এ জগতকে তিনি দিলেন তাঁহার একা জন্মিত পুত্র প্রতি জনের সর্ব্বনাশের নিবারন ও অনন্ত প্রমায়ু পাওনের জন্য যে প্রতায় করে তাহাকে!
১৭ একারন ঈশ্বর পাঠাইলেন না তাহার পুত্রকে জগতে জগতের দোষ করনের নিমিত্ত কিন্তু জগতের ত্রানের জন্য তাঁহার করনক।
১৮ যে কেহ বিশ্বাস করে তাঁহারে সে দোষ গৃহস্থ নহে কিন্তু যে কেহ বিশ্বাস করে না সে এখন দোষ গৃহস্থ একারন বিশ্বাস না করিয়াছে ঈশ্বরের একা জন্মিত
১৯ পুত্রের নামে। সে দোষাঘাত এই আলো প্রকাশ হইয়াছে এ জগতে কিন্তু মনুষ্যেরদের কার্য্য মন্দ হইলে তাহারা ভাল বাসিল অন্ধকার আলো হইতে
২০ অধিক। একারন যে কেহ মন্দ কার্য্য করে সে

আলোকে ঘৃণা করে ও আইসে না আলোতে তাঁহার
২১ ক্রিয়া বিরুদ্ধ না হওনেরার্থে। কিন্তু যে কেহ সত্য
ক্রিয়া করে সে আলোতে আইসে তাহার কার্য্য প্রকাশ
করিতে একারন তাহা করা হইয়াছে ঈশ্বরে।
২২ ইহার পর য়েশু ও তাঁহার শিষ্যেরা য়িহোদা দেশে
২৩ গেলে তিনি সে স্থানে বাস করিলেন তাহারদের সাতে
ও ডুবাইলেন। য়োহন ও ডুবাইতে ছিল ঔনিনে তাহা
শালেমের নিকট অনেক জল সেখানে হইয়া তাহাতে
২৪ লোকেরা আসিয়া ডুবিত হইল। একারন য়োহন
২৫ তখন কএদে নহে। তৎকালে য়োহনের কএক শিষ্য
২৬ ও য়িহোদীর বাদানুবাদ হইল পবিত্র করনের বিষয়।
অতএব তাহারা য়োহনের নিকট আসিয়া বলিল
তাহাকে রাব্বি যিনি ছিলেন তোমার সাতে য়িৰ্দ্দনের
ও পারে যাহার প্রমান তুমি কহিয়াছ দেখ তিনি ডবাই
২৭ তেছেন এবং সকল লোক আইসে তাঁহার স্থানে।
য়োহন প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন কোন কেহ পাইতে
২৮ পারে না কিছু যদি তাহাকে স্বর্গ হইতে দেয়া না থাকে।
তোমরা আপনারা আমার সাক্ষী যে আমি বলিলাম
আমি খ্রীষ্ট নহি কিন্তু তাঁহার অগ্রে প্রেরিত হইয়াছি।
২৯ যে জন কন্যা পায় সে বর কিন্তু বরের বন্ধু যে নিকট
দাণ্ডাইয়া শুনে সেই মহা উল্লাষ করে বরের রবের
কারন। অতএব এই আমার আনন্দ প্রত্যক্ষ হইয়াছে।
৩০ তিনি অবশ্য বাড়িবেন কিন্তু আমি হ্রাস হইয়া যাইব।
৩১ যে জন আইসে ওপর হইতে তিনি সকলের প্রধান যে

পৃথিবী হইতে সে পৃথিবীয় ও কহে পৃথিবীর বিষয়
৩২ যিনি স্বর্গ হইতে তিনি সকলের প্রধান। এবং
যাহা তিনি দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন তাহার প্রমাণ
তিনি কহিতেছেন কিন্তু কোন কেহ তাহার কথা
৩৩ পরিগ্রহ করে না। যে জন তাহার বানী পরিগ্রহ
করে সে তাহার মহর ইহাতে ছাপাইয়াছে ঈশ্বর
৩৪ আছেন সত্য। একারন যে জনকে ঈশ্বর পাঠাইয়াছেন
সে ঈশ্বরের কথা বলে এ হেতু ঈশ্বর আত্মা দেন না
৩৫ তাহাকে পরিমান করিয়া। পিতা পুত্রকে প্রেম করেন ও
৩৬ সকল দিয়াছেন তাহার হাতে। যে জন বিশ্বাস করে
পুত্রে তাহার আছে অনন্ত পরমায়ু ও যে কেহ পুত্রে
বিশ্বাস করে না সে পরমায়ু দেখিবে না কিন্তু ঈশ্বরের
ক্রোধ থাকে তাহার ওপর।———

পর্ব্ব ৪ ফারিসিরা শুনিয়া ছিল যে যেশু শিষ্য করিলেন
ও ডুবাইলেন যোহন হইতে অধিক যেশু আপনি
ডুবাইলেন না সে সত্য কিন্তু তাহার শিষ্যে করনক
৩ ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হইলে যিহোদা দেশ ছাড়িয়া
৪ পুনর্ব্বার গেলেন গালিলিতে। তাহার আবশ্যক ও
৫ ছিল শমরন দিয়া যাইতে। তিনি আইলেন
শমরনীরদের এক সহরে তাহার নাম শখির সে
ভূমির সান্নিধ্য যাহা যাঁকুব দিলেন তাহার পুত্র
৬ যসফকে। যাঁকুবের কুপ সেখানে। এতদর্থে
যেশু যাইতেং পরিশ্রান্ত হইয়া অমনি বসিলেন কুপের
৭ ওপর এ হইল দুই প্রহর বেলায়। এক জন

শমরনী নারী আইল জল তুলনের কারন।
যেশু বলিলেন তাহাকে পান করিতে দেহ আমাকে।
৮ একারন তাহার শিষ্যেরা নগরে গিয়া ছিল কিছু
৯ খাইবার ক্রয় করিতে। তখন সে শমরনী স্ত্রী বলিল
তাহাকে তুমি এক য়িহোদী আমি শমরনী স্ত্রী তুমি
পান করিতে চাহিতেছ আমার ঠাঁই এ কি কথা একারন
য়িহোদীরদের কিছু ব্যবাহার নহে শমরনীরদের
১০ সহিৎ। যেশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহাকে
যদি ঈশ্বরের দান জানিতা এবং কেডা বলিত তোমাকে
পান করিতে দেহ তবে তাহার ঠাঁই চাহিত তাহাতে
১১ তিনি দিতেন অমৃত জল তোমাকে। সে নারী
বলিল তাহাকে মহাশয় তোমার জল তুলনের পাত্র
নহে কূপ ও আছে গভীর অতএব কোথা হইতে সে
১২ তোমার অমৃত জল। তুমি আমারদের পিতৃ
যাঁকুব হইতে বড় যিনি কূপ দিয়াছেন আমারদিগকে
এবং আপনি ও তাহার ছালিয়া ও তাহার পশুগন
১৩ তাহার জল পান করিল। যেশু প্রত্যুত্তর করিয়া
বলিলেন তাহাকে যে কেহ এ জল পান করে সে
১৪ তৃষ্ণিত হইবে পুনর্ব্বার। কিন্তু যে কেহ পান করে
সে জল যাহা আমি দিব তাহাকে সে আর কখন
তৃষ্ণিত হইবে না কিন্তু যে জল আমি দিব তাহাকে
তাহা হইবে জলের এক ঢোয়া ওঠিতেৎ অনন্ত
১৫ পরমায়ুতে। সে স্ত্রী লোক বলিল তাঁহাকে মহাশয়
এই জল আমাকে দেহ আমি তৃষ্ণিত না হওন
ও এখানে জল তুলিতে না আইসনের জন্য।

১৬ যেশু বলিলেন তাহাকে যাও তোমার স্বামীকে ডাকিয়া
১৭ আইস এখানে। সে স্ত্রী প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল
আমার স্বামী নাহি। যেশু বলিলেন তাহাকে তুমি সত্য
১৮ কহিয়াছ আমার স্বামী নাহি একারন তোমার পাঁচ
স্বামী হইয়া ছিল কিন্তু যে জন থাকে এখন তোমার
সহিৎ সে তোমার স্বামী নহে ইহাতে সত্য কথা
১৯ কহিয়াছ। সে নারী বলিল তাহাকে মহাশয় আমি
২০ বুঝি তুমি এক ভবিষ্যৎ বক্তা। আমারদের
পিতৃরা ভজনা করিল এ পর্ব্বতের ওপর কিন্তু তোমরা
বল যিরোশলমে সে স্থান যাহাতে সকল লোকের
২১ আবশ্যক আছে ভজনা করিতে। যেশু বলিলেন
তাহাকে নারী আস্থা কর আমাকে সে দণ্ড আসি
তেছে যখন তোমরা এ পর্ব্বতের ওপর কিম্বা যিরো
২২ শলমে ভজনা না করিবা পিতাকে। তোমরা
ভজনা কর যাহা তোমরা জান না আমরা জানি কিং
আমরা ভজনা করি একারন ত্রান আছে যিহোদীদিগ
২৩ হইতে। কিন্তু সে দণ্ড আসিতেছে এখন ও হইয়াছে
যখন সত্য পূজক পিতাকে পূজা করিবে আত্মা ও
সত্যতায় একারন পিতা চাহেন সে মত লোক তাঁহাকে
২৪ পূজা করিতে। ঈশ্বর আছেন আত্মা এবং যাহারা
ভজনা করে তাঁহাকে তাহারদের আবশ্যক আছে
২৫ আত্মা ও সত্যতায় তাঁহাকে ভজনা করিতে। সে
নারী বলিল তাঁহাকে আমি জানি মশীহা আসিবেন
যাহাকে বলে খ্রীষ্ট তিনি আইলে কহিবেন আমার
২৬ দিগকে সকল কথা। যেশু বলিলেন তাহাকে

আমি সে জন যে কহিতেছি তোমাকে।
২৭ তিনি এ কথা বলিতেং তাহার শিষ্যগন আসিয়া চমৎকৃত হইল তাহার কথা কহনের কারন সে নারীর সহিৎ কিন্তু কেহ বলিল না তুমি কি চাহ কিম্বা কি কারন কথা কহিতেছ তাহার সহিৎ।
২৮ হেন কালে সে স্ত্রী লোক তাহার কলস ছাড়িয়া গেল
২৯ নগরে এবং লোককে বলিল আইস দেখ এক মানুষ যে কহিল আমাকে সকল যাহাং আমি কোন
৩০ সময় করিলাম সে খ্রীষ্ট কি না। অতএব তাহারা সহরের বাহিরে যাইয়া আইল তাঁহার নিকট।
৩১ সে সময় তাহার শিষ্যেরা সাবিনা করিল তাঁহাকে
৩২ বলিয়া মহাশয় কিছু খাও। কিন্তু তিনি বলিলেন তাহারদিগকে আমার ভক্ষ আছে যাহা তোমরা জান
৩৩ না। অতএব তাঁহার শিষ্যেরা বলিল এক জন আর এক জনকে কেহ কিছু খাইতে দিয়াছে তাঁহাকে।
৩৪ য়েশু বলিলেন তাহারদিগকে এই আমার ভক্ষ তাহার ইচ্ছা করিতে যিনি পাঠাইলেন আমাকে ও তাঁহার
৩৫ কার্য্য শান্ধি করিতে। বল না তোমরা আর চারি মাসের পরে ফসল হবে। আমি বলি তোমার দিগকে তোমারদের চক্ষু ওঠা করিয়া দৃষ্ট কর ক্ষেত্রে
৩৬ একারন এখন তাহা সাদা ফসলের ন্যায়। ও যে জন ফসল কাটে সে মাহিনা পায় ও ফল একত্তর করে অনন্ত পরমাযুতে বুনক ও ফসল কাটক এক কালে
৩৭ উল্লাষিত হওনের নিমিত্ত। ইহাতে ও এ কথা সত্য
৩৮ এক জন বুনে আর এক জন কাটে। আমি পাঠাইয়াছি

তোমারদিগকে সে ফসল কাটিতে যাহারে তোমরা কিছু শ্রম করিলা না অন্য লোক কর্ম্ম করিল ও তোমরা
৩৯ ভোগ করিয়াছ তাহারদের কার্য্য। তখন সে সহরের বহু শমরনীরা বিশ্বাস করিল তাঁহাকে সে নারীর বচনের জন্য যে এই প্রমান বলিল তিনি কহিলেন আমাকে সকল কার্য্য যা আমি কোন কালে করিলাম।
৪০ অতএব শমরনীরা তাহার স্থানে আসিয়া নিবেদন করিল তাঁহাকে তাহারদের সাতে বাস করিতে
৪১ তাহাতে তিনি থাকিলেন সে স্থানে দুই দিবস। তখন আর অনেক লোক আস্থা করিল তাহার আপনার
৪২ কথার কারন এবং বলিল সে নারীকে এখন আমরা আস্থা করি তোমার কথার জন্য নহে একারন আমরা আপনারা শুনিয়া জানি ওনি আছেন নিতান্ত খ্রীষ্ট এ জগতের ত্রান কর্ত্তা।

৪৩ আর দুই দিবসের পর তিনি সে স্থান ছাড়িয়া
৪৪ গালিলিতে গেলেন। একারন য়েশু আপনি এ প্রমান দিলেন ভবিষ্যৎ বক্তার সম্ভ্রম নহে আপনার দেশে।
৪৫ পরে তিনি গালিলিতে আসিয়া যাহারা দেখিয়া ছিল সমস্ত কার্য্য যাহা তিনি করিলেন য়িরোশলমে পর্ব্বের সময় সে গালিলীরা আল্হাদ করিয়া মর্য্যাদা করিল তাহাকে একারন তাহারা ও পর্ব্বে গেল।
৪৬ অতঃপরে য়েশু পুনর্ব্বার ওত্তরিলেন গালিলির কানায় যেখানে জল করিয়া ছিলেন দ্রাক্ষা রস। এবং খাফরনহুমে ছিল এক জন মহৎ যাহার পুত্র

৪৭ পীড়িৎ হইল সে জন তাহার নিকট যাইয়া কাকুতি করিল তাঁহাকে সেখানে যাইতে ও সুস্থ করিতে তাহার
৪৮ পুত্রকে একারন তাহার মৃত্যু কাল হইল। তাহাতে য়েশু বলিলেন তাহাকে তোমরা চিহ্ন ও আশ্চর্য্য না
৪৯ দেখিলে আস্থা করিবা না। সে মহৎ লোক বলিল তাঁহাকে মহাশয় আইস আমার পুত্রের মরনের
৫০ পূর্ব্বে। য়েশু বলিলেন তাহাকে যাও তোমার পুত্র বাঁচে। তখন সে মানুষ আস্থা করিল সে কথা যাহা
৫১ য়েশু কহিয়া ছিলেন তাহাকে ও চলি গেল। যাইতেং তাহার দাসেরা দেখা করিল তাঁহার সহিৎ এবং
৫২ বলিল তোমার পুত্র আরাম হইয়াছে। অতএব সে জিজ্ঞাসা করিল কত বেলায় আরাম পাইতে ধরিল। তাহারা বলিল তাহাকে কল্য দুই প্রহর আড়াই দণ্ড জ্বর
৫৩ ছাড়িল তাহাকে। অতএব সে পিতা জানিল এ হইল সে দণ্ডে যাহাতে য়েশু বলিয়া ছিলেন তাহাকে তোমার পুত্র বাঁচে অতএব সে ও তাহার বাটীর সমস্ত লোক
৫৪ আস্থা করিল। এই পুনর্ব্বার সে দ্বিতীয় আশ্চর্য্য যা য়েশু করিবেন যখন তিনি আসিয়া ছিলেন য়িহোদা দেশ হইতে গালিলিতে।

পর্ব্ব তারপর য়িহোদীরদের এক পর্ব্ব হইল য়েশু
৫ গেলেন য়িরোশলমে। য়িরোশলমের মেষ বাজারে এক পুষ্করিণী আছে যাহার এব্রি নাম বীতস্কেসদা সে
৩ পুকরের পাঁচ ঘাট আছে। তাহার মধ্যে থাকিল বহু পীড়িৎ লোক অন্ধ খোঁড়া নুলা জলের লড়ন

৪ অপিক্ষা করিতেং। একারন এক দূত নিরূপিত কালে পুষ্করিণিতে নামিয়া জল লড়াইল জল লড়নের পরে যে কেহ নামিল প্রথম সে আরাম পাইল তাহার
৫ যে কোন প্রকার পীড়া হইত। সেখানে ছিল এক জন
৬ আটত্রিশ বৎসর দুর্ব্বল। য়েশু জানিলেন যে তাহার এ পীড়া বহু কাল হইল অতএব তাহাকে শয়নে
৭ দেখিয়া বলিলেন আরাম হইতে চাহ। সে পীড়িত প্রত্যুত্তর করিল তাঁহাকে মহাশয় যখন জল লড়ে তখন আমার কেহ নহে আমাকে নামাইতে পুষ্করিণিতে আমি ও যাইতেং আর কেহ নামে আমার পূর্ব্বে।
৮ য়েশু বলিলেন তাহাকে ওঠ তোমার বিছানা তুলিয়া
৯ চল। সে মানুষ সত্ত্বর আরাম হইল এবং তাহার বিছানা তুলিয়া চলি গেল। এই হইল শাবত দিনে।
১০ অতএব য়িহোদীরা বলিল তাহাকে যে আরাম পাইয়া
১১ ছিল শাবত দিন আছে বিছানা বহিতে অকর্ত্তব্য সে প্রত্যুত্তর করিল তাহারদিগকে যিনি আরাম করাইলেন আমাকে তিনি বলিলেন তোমার বিছানা তুলিয়া চল
১২ পরে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে সে মানুষ কেডা যে বলিল তোমাকে তোমার বিছানা তুলিয়া চল।
১৩ যে জন আরাম পাইয়া ছিল সে জানিল না কেডা একারন য়েশু সে স্থান ছাড়িয়া গিয়া ছিলেন অনেক
১৪ লোক সেখানে হইয়া। তৎপরে য়েশু তাহাকে মন্দিরে পাইয়া বলিলেন দেখ তুমি আরাম পাইয়াছ আর কখন পাপ করিও না কি জানি তোমার ইহা
১৫ হইতে দুর্ভাগ্য হইবে। সে মানুষ যাইয়া কহিল

য়িহোদীয়দিগকে যে য়েশু সে জন যিনি তাহাকে
১৬ আরাম করাইয়া ছিলেন। অতএব য়িহোদীরা বিপক্ষতা
করিল ও চাওরিল বধ করিতে য়েশুকে একারন এ
কার্য্য করিয়া ছিলেন শাবত দিনে।
১৭ কিন্তু য়েশু প্রত্যুত্তর করিলেন তাহারদিগকে আমার
১৮ পিতা এখন পর্য্যন্ত কার্য্য করেন আমি ও করি অতএব
য়িহোদীরা আর চেষ্টা করিল বধ করিতে তাহাকে
একারন তিনি শাবতকে ব্যবহারি করিয়া ছিলেন না
কেবল কিন্তু বলিয়া ছিলেন ঈশ্বর তাহার পিতা
১৯ আপনাকে ঈশ্বরের সমান করিয়া। অতএব য়েশু
প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে সত্যং আমি
বলি তোমারদিগকে পুত্র আপনার যোগ্যতায় কিছু
করিতে পারে না কিন্তু যাহা দেখে পিতা করিতেছেন
একারন যে কার্য্য তিনি করেন সেই ও পুত্র করে সে মত।
২০ পিতা পুত্রকে প্রেম করেন ও যে সমস্ত তিনি আপনি
করেন তাহা দেখান তাহাকে তিনি ও দেখাইবেন
তাহাকে ইহা হইতে বড় কার্য্য তোমারদের চমৎকিৎ
২১ হওনের জন্য। যে মত পিতা উঠান ও জীবান
মৃত্যুরদিগকে সে মত পুত্র ও জীবান যে কাহাকে
২২ ইচ্ছা করে। একারন পিতা কোন কাহাকে
বিচার করেন না কিন্তু সমস্ত বিচার গচ্ছিত করিয়াছেন
২৩ পুত্রকে সমস্ত লোক পিতার মত পুত্রকে সম্ভ্রম
করনার্থে। যে কেহ সম্ভ্রম না করে পুত্রকে
সে ও সম্ভ্রম করে না পিতাকে যিনি পাঠাইয়াছেন

২৪ তাহাকে। সত্যং আমি বলি তোমারদিগকে যে কেহ আমার কথা শুনিয়া আস্থা করে তাঁহাকে যিনি পাঠাইয়াছেন আমাকে তাহার আছে অনন্ত প্রমায়ু এবং দোষাঘাতে পড়িবে না কিন্তু মৃত্যু ছাড়িয়া জীবনে
২৫ গিয়াছে। সত্যং আমি বলি তোমারদিগকে সে দণ্ড আসিতেছে এখন ও হইয়াছে যাহাতে মৃত্যু মানুষেরা শুনিতে পাইবে ঈশ্বরের পুত্রের রব ও
২৬ যাহারা শুনে তাহারা বাঁচিবেক। একারন যে মত পিতা আছেন স্বয়ংজীবী সে মত স্বয়ংজীবী হইতে
২৭ দিয়াছেন পুত্রকে। তিনি ও মনুষ্যের পুত্র হইয়া
২৮ তাহাকে বিচার করনার্থে পরাক্রম দিয়াছেন। ইহাতে চমৎকৃত হইও না একারন সে দণ্ড আসিতেছে যাহাতে
২৯ সমস্ত যাহারা কবরে হইয়াছে তাহারা তাহার রব শুনিবে ও যাহারা ভাল ক্রিয়া করিয়াছে তাহারা বাহিরে আসিবে জীবনের পুনরুত্থানের জন্য কিন্তু
৩০ যাহারা দুষ্ট করিয়াছে দোষাঘাতের পুনরুত্থানের জন্য। আমি আপনার য়োগ্যতায় কিছু করিতে পারি না যেমন শুনি তেমন বিচার করি এবং আমার বিচার প্রকৃত একারন আমি আপনার ইচ্ছা চেষ্টা করি না কিন্তু পিতার ইচ্ছা যিনি পাঠাইয়াছেন আমাকে।——

৩১ যদি আমি প্রমান দেই আপনার বিষয় তবে আমার
৩২ প্রমান সত্য নহে আর এক আছে যিনি প্রমান দিতেছেন আমার বিষয় আমি ও জানি সে প্রমান সত্য
৩৩ যাহা দিতেছেন আমার বিষয়। তোমরা পাঠাইলা য়োহনের ঠাঁই এবং সে প্রমান দিল সত্যতার বিষয়।

৩৪ আমি প্রমান লই না মানুষ হইতে কিন্তু আমি ইহা
৩৫ বলি তোমারদের ত্রানের নিমিত্ত । সে হইল এক প্রজ্বলিৎ ও তেজ যুক্ত প্রদীপ এবং তোমরা ঐচ্ছুক ছিলা
৩৬ কিছু কাল আনন্দ করিতে তাহার আলোতে । কিন্তু আমার প্রমান আছে য়োহনের প্রমান হইতে বড় একারন যে কার্য্য পিতা দিয়াছেন আমাকে পূর্ন্ন করিতে যেই কার্য্য আমি করি সেই প্রমান দেয় আমার বিষয়
৩৭ যে পিতা পাঠাইয়াছেন আমাকে । পিতা ও যিনি পাঠাইয়াছেন আমাকে তিনি আপনি প্রমান দিয়াছেন আমার বিষয় তোমরা তাঁহার রব কথন শুনিলা
৩৮ না ও তাঁহার মূর্ত্তি দেখিলা না । তাঁহার বাক্য ও তোমারদের মধ্যে নহে একারন যে জন তিনি পাঠাইয়াছেন তাঁহাকে তোমরা আস্থা
৩৯ কর না । ধর্ম্ম গ্রন্থকে তজবিজ কর একারন তাহার মধ্যে তোমরা বুঝ অনন্ত পরমায়ু আছে তাহা ও সেই
৪০ যে প্রমান দেয় আমার বিষয় । কিন্তু তোমরা আসিতে চাহ না আমার স্থানে জীবনের কারন ।
৪১ আমি লই না সম্ভ্রম মানুষের ঠাঁই । কিন্তু আমি
৪২ জানি তোমারদিগকে তোমারদের মধ্যে ঈশ্বরের
৪৩ প্রেম নহে । আমি আইলাম আমার পিতার নামে ও তোমরা আমাকে গ্রহন করিলা না । যদি আর কেহ আইসে আপনার নামে তাহাকে তোমরা গ্রহন
৪৪ করিবা । তোমরা সম্ভ্রম লইতে২ এক জন আর এক জনের ঠাঁই ও যে সম্ভ্রম ঈশ্বর হইতে কেবল চেষ্টা
৪৫ না করিয়া আস্থা করিতে পার কেমনে । মনে করিও

না যে আমি ওল্লানা করিব তোমারদিগকে পিতার স্থানে এক জন আছে যে ওল্লানা করিবে তোমার দিগকে তিনি মোশা যাহারে তোমরা বিশ্বাস কর।
৪৬ তোমরা মোশাকে আস্থা করিলে আস্থা করিতা আমাকে একারন সে লেখিল আমার বিষয়।
৪৭ কিন্তু যদি তোমরা প্রত্যয় কর না তাহার লেখন তবে কেমনে প্রত্যয় করিবা আমার কথা।

পর্ব্ব ৬ ইহার পর য়েশু গালিলির তিবেরিয়া সমুদ্র পার হইলেন। তখন বড় মানষ্য তাহার পশ্চাৎ বর্ত্তি হইল তাহার আশ্চর্য্য দেখিলে যাহা করিলেন
৩ পীড়িতের ওপর। পরে য়েশু এক পর্ব্বতের ওপর
৪ যাইয়া বসিলেন তাহার শিষ্যেরদের সহিৎ। হেন কালে য়িহোদীরদের পেশাক্ক পর্ব্ব নিকট হইল।
৫ য়েশু ওর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন বড় মানষ্য তাহার দিগে আসিতেং তখন তিনি বলিলেন ফিলিপকে এ সকলের খাইবার কারন রুটি ক্রয় করিব কোথায়
৬ তিনি ইহা বলিলেন তাহার পরিক্ষা লইতে এহারে।
৭ আপনি জানিলেন কি করিতে। ফিলিপ প্রত্যুত্তর করিল তাহাকে পাঁচ শত শুকার রুটি হবে না তাহার
৮ দের প্রতি জন অল্পং লইতে। তাহার শিষ্যেরদের এক জন শীমন পিতরের ভাই আন্দ্রু বলিল তাহাকে এক
৯ ছোক্রা এখানে যাহার আছে পাঁচটা যবের রুটি। ও দুইটা মৎস্য কিন্তু তাহা কি হইবে এত লোকের জন্য।
১০ য়েশু বলিলেন লোককে বসাও। অনেক ঘাশ সে

স্থানে হইল অতএব তাহারা বসিল জন সহশ্র
১১ পাঁচেক। তখন য়েশু সে রুটি লইলেন এবং স্তব
করিয়া ভাগং করিলেন ও তাহা দিলেন শিষ্যেরদিগকে
ও শিষ্যেরা দিল লোকেরদিগকে এবং মৎস্য ও যত
১২ চাহিল। তাহাতে পরিতোষ হইয়া তিনি বলিলেন
তাহার শিষ্যরদিগকে সকল ওব্বর্ত্ত গুঁড়া গাঁড়া কুড়াও
১৩ তাহাতে কিছু অপচয় না হয়। অতএব তাহারা
সকল একত্তর করিয়া পূর্ণ করিল দ্বাদশ ডালা সে
পাঁচটা যবের রুটির ওব্বর্ত্ত চুর দিয়া যাহা থাকিল
১৪ লোকের ভোজনের পর। সে মনুষ্যেরা য়েশুর
এ আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিয়া বলিল এই নিতান্ত সেই
ভবিষ্যৎ বক্তা যাহার জগতে আগমন অপিক্ষা হইয়া
১৫ ছিল। লোক আসিতে চাহিল জোর করিয়া রাজা
করাইতে তাহাকে অতএব য়েশু তাহা জাত হইয়া একা
গেলেন পর্ব্বতের ওপর পুনর্ব্বার।

১৬ সন্ধ্যা কালে তাঁহার শিষ্যগন সমুদ্রের তিরে গেল
১৭ এবং ডিঙ্গায় চড়িয়া সমুদ্রের পার হইতে লগিল
খাফরনহুমের দিগে তখন অন্ধকার হইলে
১৮ য়েশু আসিয়া ছিলেন না তাহারদের স্থানে। তৎ
১৯ কালে মহা বায়ু বহিতেং সমুদ্রের ঢেও হইল। তখন
তাহারা দাঁড় বাহিতেং ক্রোশ দুই তিনেক চলিয়া
দেখিল য়েশুকে হাঁটিতেং সমুদ্রের ওপর ও ডিঙ্গায়
নিকট আসিতেং অতএব তাহারা ভয় করিল। কিন্তু
২০ তিনি বলিলেন তাহারদিগকে এই আমি ভয় নাই।
২১ তবে তাহারা আনন্দিত হইয়া লইল তাহাকে ডিঙ্গায়

এবং তাহারা সত্তর ওপস্থিৎ হইল সে স্থানে যাহাতে তাহারদের গমন।

২২ পর দিনে যে লোক ডাণ্ডাইল সমুদ্রের ও পার দেখিতে পাইল সেখানে আর কোন নৌকা নাহি সে একটা বিনা যাহাতে তাঁহার শিষ্যেরা গিয়া ছিল এবং য়েশু তাহার শিষ্যেরদের সহিৎ গেলেন না কিন্তু কেবল

২৩ তাহার শিষ্য আর নৌকা আইল তিবেরিয়া হইতে সে স্থানের নিকট যাহাতে তাহারা রুটি খাইয়া ছিল

২৪ প্রভু স্তব করনের পরে য়েশু কিম্বা তাঁহার শিষ্যেরা সে স্থানে নহে তাহা লোক দেখিতে পাইলে ডিঙ্গায় চড়িয়া ওত্তরিল খাফরনহুমে য়েশুকে চেষ্টা করিতে২।

২৫ তখন তাহারা সমুদ্রের ও পার তাহার সহিৎ সাখ্যাৎ

২৬ হইলে বলিল রাব্বি কখন আইলেন এখানে। য়েশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে সারোদ্ধার আমি বলি তোমারদিগকে তোমরা সে আশ্চর্য্য দেখিলে সেকারন চেষ্টা কর না আমাকে কিন্তু একারন রুটি

২৭ খাইয়া তৃপ্তি হইল। শ্রম করিও না ক্ষয় ভক্ষ্যের জন্য কিন্তু সে ভক্ষ্যের জন্য যে থাকে অনন্ত প্রমায়ু পর্য্যন্ত যাহা মানুষের পুত্র দিবেন তোমারদিগকে একারন ঈশ্বর পিতা মহরে চপাইয়াছেন তাহাকে।

২৮ তখন তাহারা বলিল তাঁহাকে ঈশ্বরের ক্রিয়া করিতে

২৯ কি করিব। য়েশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহার দিগকে এ ঈশ্বরের ক্রিয়া আস্থা করিতে তাহারে

৩০ যাহাকে তিনি পাঠাইয়া দিয়াছেন। অতএব তাহারা বলিল তাঁহাকে কি চিহ্ন দেখাইতেছ আমার দেখন ও

তোমাকে আস্থা করনার্থে তুমি কি করিতেছ।
৩১ আমারদের পিতৃ লোক মান্ন খাইল অরন্যে যেমন লিপি আছে তিনি দিলেন তাহারদিগকে ভোজন করি
৩২ বার দ্রব্য স্বর্গ হইতে। তখন য়েশু বলিলেন তাহার দিগকে সত্যং আমি বলি তোমারদিগকে মোশা দিলেন না তোমারদিগকে সে ভক্ষ্য স্বর্গ হইতে কিন্তু আমার পিতা দিতেছেন তোমারদিগকে সত্য ভক্ষ্য স্বর্গ
৩৩ হইতে। একারন যিনি স্বর্গ হইতে নামিয়া জীবন
৩৪ দেন জগতকে তিনি ঈশ্বর দত্ত ভক্ষ্য। অতএব তাহারা বলিল তাহাকে প্রভুহে এই ভক্ষ্য দহে আমার
৩৫ গিদকে নিত্য। য়েশু বলিলেন তাহারদিগকে আমি জীবনের ভক্ষ্য যে কেহ আমার স্থানে আইসে সে কখন ক্ষুধিৎ হইবে না ও যে কেহ বিশ্বাস করে
৩৬ আমারে সে কখন তৃষ্ণিত হইবে না। কিন্তু আমি ইহা বলিয়াছি তোমারিদগকে তোমরা আমাকে দেখিলে
৩৭ আস্থা কর না। যাহারদিগকে পিতা দিয়াছেন আমাকে তাহারা সকল আসিবে আমার স্থানে এবং য কেহ আইসে আমার ঠাঁই তাহাকে আমি কোন
৩৮ মতে বাহিরে ফেলিব না একারন আমি নামিলাম স্বর্গ হইতে আপনার ইচ্ছা করিবার কারন নহে কিন্তু
৩৯ তাহার ইচ্ছা যিনি পাঠাইলেন আমাকে। এই পিতার ইচ্ছা যিনি পাঠাইলেন আমাকে আমি তাহারদের কিছু না হরাইতে যাহা তিনি দিয়াছেন আমাকে কিন্তু সমস্ত
৪০ উত্থান করিতে শেষ দিনে। যিনি পাঠাইলেন আমাকে তাহার ও এ ইচ্ছা প্রতি জন যে পুত্রকে দেখিয়া বিশ্বাস

করে সে জন পাইতে অনন্ত পরমায়ু ও আমি জীবাইব তাহাকে শেষ দিনে।

৪১ তাহাতে য়িহোদীরা কচ্‌চ করিল তাহার ঠাঁই এ কারন তিনি বলিয়া ছিলেন আমি সে ভক্ষ্য যাহা
৪২ নামিল স্বর্গ হইতে। ও তাহারা বলিল এ যুসফের পুত্র য়েশু নহে যাহার পিতা মাতাকে আমরা জানি তবে সে কেমন বলে আমি স্বর্গ হইতে নামিলাম।
৪৩ অতএব য়েশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে
৪৪ পরস্পর কচ্‌চ করিও না। কোন কেহ আমার ঠাই আসিতে পারে না পিতা যিনি পাঠাইলেন আমাকে তাহাকে না টানিলে ও আমি জীবাইব তাহাকে শেষ
৪৫ দিনে। ভবিষ্যৎ বাক্যে ইহা লিপি আছে তাহারা সমস্ত হইবে ঈশ্বরের শিক্ষিৎ। অতএব প্রতি জন যে শুনে ও শিক্ষে পিতার স্থানে সে আইসে আমার
৪৬ ঠাঁই। কোন কেহ পিতাকে দেখিতে পায় নাহি সে জন ব্যতিরেক যে আছে ঈশ্বর হইতে সেই পিতাকে
৪৭ দেখিয়াছে। সত্য আমি বলি তোমারদিগকে যে কেহ আস্থা করে আমারে তাহার আছে অনন্ত পরমায়ু।
৪৮ আমি জীবনের আহার। তোমারদের পিতৃগন মান্
৪৯ খাইল অরন্যে ও তাহারা মৃত্যু হইয়াছে। এই সে
৫০ ভক্ষ্য যে স্বর্গ হইতে আইসে এ হেতু মানুষ তাহা
৫১ খাইয়া মরিবে না। আমি সে অমৃত আহার যাহা আইল স্বর্গ হইতে যদি কেহ এ ভক্ষ্য খায় তবে সে বাঁচিবে সদা কাল এবং যে আহার আমি দিব তাহা আমার মাংস যাহা আমি দিব এ জগতের জীবনের জন্য।

৫২ অতএব য়িহোদীরা পরস্পর কন্দল করিল বলিতেং এ মানুষ আপনার মাংস খাইবারে দিতে পারে
৫৩ কেমনে। তাহাতে য়েশু বলিলেন তাঁহারদিগকে মানুষের পুত্রের মাংস না খাইলে ও তাহার রক্ত না
৫৪ পীলে তোমারদের কিছু জীবন নহে। যে কেহ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পীয়ে তাহার আছে অনন্ত পুরায়ু ও আমি উঠাইব তাহাকে শেষ
৫৫ দিনে। একারন আমার মাংস নিশ্চয় ভক্ষ্য ও
৫৬ আমার রক্ত নিশ্চয় পানীয়। যে কেহ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পীয়ে সে থাকে আমার
৫৭ মধ্যে ও আমি তাহার মধ্যে। যে মত জীবৎ পিতা আমাকে পাঠাইয়াছেন ও আমি বাঁচি পিতার করনক সে মত যে কেহ খায় আমাকে সে ও বাঁচিবে
৫৮ আমার করনক। এই সে ভক্ষ্য যে নামিল স্বর্গ হইতে যে মত তোমারদের পিতৃগন মান খাইয়াছে ও মরা হইয়াছে তেমন নহে যে কেহ এ ভক্ষ্য খায় সে বাঁচিবে সদাকাল।

৫৯ তিনি শিক্ষা করাইতেং খাফরনহুমে বলিলেন এ
৬০ বাক্য সিনগাগে। অতএব তাঁহার অনেক জন শিষ্য তাহা শুনিয়া বলিল এই কঠিন কথা কেডা
৬১ শুনিতে পারে তাহা। য়েশু আপনার মধ্যে জ্ঞাত হইয়া যে তাহার শিষ্যগন ইহার বিষয় কচং করিল
৬২ বলিলেন তাহারদিগকে এ তোমারদের বাধক। যদি তোমরা দেখ মানুষের পুত্র ওপর যায় তাহার পূর্ব্ব

৬৩ স্থানে আত্মা জীবায় মাংস কিছু প্রাপ্তি দেয় না যে কথা আমি বলি তোমারদিগকে সে কথা আত্মা

৬৪ এবং জীবন। কিন্তু তোমারদের কেহং আছে যে আস্থা করে না। একারন য়েশু প্রথমাবধি জানিলেন কাহারং ভক্তি নহে এবং কেডা দাগাবাজি

৬৫ গাচ্ছিৎ করিবে তাহাকে। অতএব তিনি বলিলেন এ নিমিত্ত আমি বলিলাম তোমারদিগকে আমার পিতৃ দত্ত না হইলে কোন কেহ আমার ঠাঁই আসিতে

৬৬ পারে না। সে কালাবধি তাহার অনেক শিষ্য

৬৭ ফিরিয়া আর গেল না তাহার সহিৎ। তাহাতে

৬৮ য়েশু বলিলেন দ্বাদশকে তোমরা ও যাবা। শীমন পিতর প্রত্যুত্তর করিল তাহাকে প্রভু আমরা কাহার

৬৯ ঠাঁই যহিব অনন্ত প্রমায়ুর কথা তোমার। আমরা ও আস্থা করি এবং ধ্রুব জানি তুমি খ্রীষ্ট অমর

৭০ ঈশ্বরের পুত্র। য়েশু প্রত্যুত্তর করিলেন তাহার দিগকে আমি পছন্দ না করিয়াছি তোমরা দ্বাদশ জনকে কিন্তু তোমারদের এক জন আছে সয়তান।

৭১ তিনি কহিলেন শীমনের পুত্র য়িহোদা স্কারিওটার বিষয় একারন সেই দ্বাদশের এক জন হইয়া দাগাবাজি গাচ্ছিৎ করিবে তাহাকে।

পর্ব্ব ইহার পরে য়িহোদীরা য়েশুকে বধ করিতে চাহিল

৭ সে নিমিত্ত তিনি আর বেড়াইতে চহিলেন না য়িহোদা

২ দেশে কিন্তু বেড়াইলেন গালিলেতে। তৎকালে য়িহোদীরদের তাম্বু বাস করন পর্ব্ব নিকট হইল।

৩ তখন তাহার ভ্রাতাগন বলিল তাঁহাকে এ স্থান ছাড়িয়া যাও য়িহোদা দেশে তোমার শিষ্য তোমার ক্রিয়া
৪ দেখনার্থে একারন কোন কেহ গুপ্ত কার্য্য করিয়া খ্যাত হইতে চাহে আপনি। যদি এ কার্য্য কর
৫ তবে প্রকাশ কর আপনাকে জগতে। একারন
৬ তাহার ভ্রাতারা আস্থা করিল না তাঁহাকে। তখন য়শু বলিলেন তাহারদিগকে আমার কাল এখন নহে
৭ কিন্তু তোমারদের সময় সদত আছে। জগত ঘৃন্না করিতে পারে না তোমারদিগকে কিন্তু তাহা ঘৃন্না করে আমাকে একারন আমি প্রমান দিতেছি যে তাহার
৮ কার্য্য দুষ্ট। তোমরা যাও এ পর্ব্বে আমি এখন যাই না এ পর্ব্বে একারন আমার কাল এখন পূর্ন্ন
৯ নহে। তিনি এ কথা তাহারদিগকে কহিয়া থাকিলেন গালিলিতে

১০ কিন্তু তাহার ভ্রাতা গেলে তিনি ও গেলেন পর্ব্বে
১১ প্রকাশ নহে কিন্তু গুপ্ত মত। তখন য়িহোদীরা তাঁহাকে পর্ব্বে তল্লাস করিয়া বলিল সে কোথায়।
১২ লোকের পরম্পর বড় কচ২ ও হইল তাঁহার বিষয় একারন কেহ২ বলিল তিনি ভাল মানুষ। আর২ লোক বলিল নহে সে ফাঁকি দেয় লোকেরদিগকে।
১৩ কিন্তু য়িহোদীরদের ভয়েতে কেহ প্রকাশ কথা কহিল না তাঁহার বিষয়।

১৪ পর্ব্বের মধ্যে কালে য়েশু মন্দিরে যাইয়া শিক্ষা
১৫ করাইলেন। তখন য়িহোদীরা চমৎকৃত হইয়া বলিল এ মানষ কখন শিক্ষা না করিয়া অক্ষর জানে

১৬ কেন। যেশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহার দিগকে আমার প্রকরন আমার নহে কিন্তু তাহার যিনি
১৭ পাঠাইয়া দিয়াছেন আমাকে। যদি কেহ তাঁহার ইচ্ছা করিতে চাহে তবে সে জানিবে প্রকরনের বিষয় যদি ঈশ্বরের কিম্বা বলি আপনার মন হইতে।
১৮ যে কহে আপনার বিষয় সে চেষ্টা করে আপনার সম্ভ্রম। কিন্তু যে চেষ্টা করে তাহার সম্ভ্রম যে পাঠাইয়া দিয়াছে তাহাকে সেই জন সত্যবাদি এবং কিছু
১৯ অযথার্থ তাহার মধ্যে নহে। মোশা ব্যবস্থা না দিয়াছে তোমারদিগকে কিন্তু তোমারদের কেহ ব্যবস্থা মানে না। আমাকে খুন করিতে বেড়াইতেছ কেন।
২০ মানব্য প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তুমি ভূতে ধরা হই
২১ য়াছে কেডা বেড়ায় মারিয়া ফেলিতে তোমাকে। যেশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে আমি এক কার্য্য করিলে তোমরা সকল চমকিত হইয়াছ।
২২ মোশা তক্ছেদ দিল তোমারদিগকে একারন তাহা মোশা হইতে নহে কিন্তু পিতৃগন হইতে তোমরা ও
২৩ শাবত দিনে মানুষের তক্ছেদন কর যদি কোন কাহার তক্ছেদ হয় শাবত দিনে মোশার ব্যবস্থা ভঙ্গ না হইবার কারন তবে তোমরা ক্রোধিৎ আমার ওপর একারন এক জন মানুষ আরাম করিয়াছি শাবত
২৪ দিনে। বিচার কর না যেমন দেখায় কিন্তু বিচার কর প্রকৃত।

২৫ তখন যিরোশলমের কেহ২ বলিল এ সে জন
২৬ নহে যাহাকে তাহারা বধ করিতে চাহে কিন্তু

দেখ সে প্রকাশমান বলিলে তাহারা কিছু বলে না তাঁহাকে। অধ্যক্ষ লোক অবশ্য জানে এ নিতান্ত
২৭ খ্রীষ্ট। আমরা জানে কোথা হইতে এ মানুষ কিন্তু খ্রীষ্ট আইলে কেহ জানি না কোথা হইতে তিনি।
২৮ তৎপরে য়েশু মন্দিরে শিক্ষা করাইতেং চেঁচাইয়া বলিলেন তোমরা জান আমাকে তোমরা ও জান আমি কোথা হইতে আমি ও আইলাম না আপনার ইচ্ছায় কিন্তু যিনি পাঠাইলেন আমাকে তিনি সত্য যাঁহাকে তোমরা
২৯ জান না। কিন্তু আমি জানি তাঁহাকে একারন আমি তাঁহা হইতে ও তিনি পাঠাইয়াছেন আমাকে।
৩০ তখন তাহারা ধরিতে চাহিল তাঁহাকে কিন্তু কেহ হস্ত দিল না তাঁহার ওপর একারন তাঁহার দণ্ড তখন
৩১ নহে। তাহাতে মানুষ্যের অনেক লোক তাহারে প্রত্যয় করিয়া বলিল খ্রীষ্ট আইলে করিবেন এ
৩২ মানুষের আশ্চর্য্য ক্রিয়া হইতে অধিক। ফারিসিরা শুনিতে পাইল যে লোক এমন কচং করিল তাঁহার বিষয়। অতএব ফারিসি ও প্রধান যাজক পাইক
৩৩ পাঠাইল তাঁহাকে ধরিতে। তাহাতে য়েশু বলিলেন তাহারদিগকে আর কিঞ্চিৎ কাল আমি থাকি তোমার দের সহিৎ তারপর আমি যাই তাহার স্থানে যিনি
৩৪ পাঠাইলেন আমাকে। তোমরা চেষ্টা করিবা আমাকে কিন্তু পাইবা না এবং যে স্থানে আমি সে
৩৫ স্থানে তোমরা আসিতে পারিবা না। তখন য়িহোদীরা পরস্পর বলিল সে কোথায় যাবে যাহাতে আমরা পাইতে পারিব না তাহাকে সে অন্য বর্ণের

মধ্যে ছড়ানীয়ারদের স্থানে যাইয়া শিক্ষা করায় অন্য
৩৬ বর্ন্নেরদিগকে। সে কেমন কথা কহিয়াছে। তোমরা
তল্লাস করিবা আমাকে কিন্তু পাইবা না এবং যেখানে
৩৭ আমি সেখানে তোমরা আসিতে পারিবা না। শেষ
দিনে তাহা পর্ব্বের বড় দিন যেশু ডাণ্ডাইয়া বলিলেন
যদি কেহ তৃষ্ণিত হয় আমার ঠাঁই আইসক ও পিয়ুক
৩৮ সে। যে জন বিশ্বাস করে আমারে তাহার ওদর
ছাড়িয়া চলিবে অমৃত জলের নদী যেমন ধর্ম্ম গ্রন্থে বলে।
৩৯ কিন্তু এ তিনি বলিলেন আত্মার বিষয় যাহা তাহারা
পাইবে যাহারা বিশ্বাস করে তাহারে একারন পরমাত্মা
৪০ তখন দেয়া গেল না য়েশু মোক্ষিৎ না হইয়া। অতএব
অনেক লোক সে কথা শুনিয়া বলিল এই ভবিষ্যৎ
৪১ বক্তা নিতান্ত। আর লোক বলিল এ আছে খ্রীষ্ট। কিন্তু
৪২ কেহ২ বলিল খ্রীষ্ট আসিবেন গালিলি হইতে। ধর্ম্ম
পুস্তকে বলে না যে খ্রীষ্ট আসিবেন দাওদের বীজ ও
বীতলহম নগর হইতে যে স্থানে দাওদ ছিলেন।
৪৩ অতএব লোক ভিন্ন২ হইল তাঁহার বিষয়। এবং
৪৪ কেহ২ ধরিতে চাহিল তাঁহাকে কিন্তু কোন কেহ হাত
৪৫ দিল না তাঁহার ওপরে। তৎকালে পাইক প্রধান
যাজক ও ফারিসিরদের ঠাঁই আইলে তাহারা বলিল
তাহারদিগকে তোমরা আনিলা না তাহাকে কেন।
৪৬ পাইক প্রত্যুত্তর করিল কেহ কখন কহিল না এ
৪৭ মানুষের মত। ফারিসিরা প্রত্যুত্তর করিল তাহার
৪৮ দিগকে তোমরা ও ভ্রান্ত। কোন অধ্যক্ষ কি ফারিসি
৪৯ আস্থা করিল তাঁহাকে। কিন্তু এ সাঁপ গৃহস্থ লোক

৫০ ধর্ম্ম গ্রন্থ জানে না। নিকদেমষ যে রাত্রে আইল য়েশুর স্থানে সে তাহারদের এক জন বলিল তাহার
৫১ দিগকে আমারদের ব্যবস্থা কোন মানুষকে বিচার করে তাহাকে শুনন এবং কি করিয়াছে জাননের
৫২ পূর্ব্বে। তাহারা প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহাকে তুমি ও গালিলির এক জন। তল্লাস কর এবং দেখ
৫৩ একারন গালিলি হইতে ভবিষ্যৎ বক্তা নহে। পরে সমস্ত লোক আপনারদের ঘরে গেল।

পর্ব্ব ৮ য়েশু গেলেন জিত বৃক্ষ পর্ব্বতের ওপর। এবং প্রত্যুষায় তিনি ফিরিয়া আইলেন মন্দিরে তখন সকল লোক তাহার নিকটে হইয়া তিনি বসিলেন ও শিক্ষা
৩ করাইলেন তাহারদিগকে। তৎকালে অধ্যাপক ও ফরিসিরা আনিল তাহার ঠাঁই এক জন স্ত্রী যাহাকে ব্যভিচারিনী ক্রিয়ায় ধরা গেল পরে তাহাকে মধ্যে
৪ স্থলে বসাইলে বলিল হে গুরু এ স্ত্রী লোক ধরা
৫ গেল ওপপতি সমসর্গে মোশা আজ্ঞা দিল আমার দিগকে ব্যবস্থার মধ্যে এ মত লোককে পাথর মারিতে
৬ কিন্তু তুমি কি কহিতেছ। তাহারা এ কথা কহিল পরিক্ষা করিতে তাহাকে কিছু বরামদ করিবার জন্য। কিন্তু য়েশু হেঁট হইয়া অঙ্গুলি দিয়া মৃত্তিকার ওপর
৭ লেখিলেন। তখন তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেং তিনি ওঠিয়া বলিলেন তাহারদিগকে তোমারদের যে জন নিষ্পাপি সে প্রথম পাথর ফেলুক তাহার ওপরে।
৮ পরে আরবার হেঁট হইয়া মৃত্তিকার ওপর লেখিলেন।

৯ এবং যাহারা শুনিল তাহারা আপনারদের মনে প্রবোধ পাইয়া একে২ বহিরে গেল জ্যেষ্ঠ হইতে কনিষ্ঠ পর্য্যন্ত। তাহাতে য়েশু একা রহিলেন ও সে নারী
১০ মধ্য স্থলে ডাণ্ডাইয়া। যখন য়েশু উঠিয়া দেখিলেন সে স্ত্রী লোক ব্যতিরেক কেহ নহে তখন তিনি বলিলেন তাহাকে হে নারী তোমার ওল্লানা কর্ত্তা কোথায় কেহ
১১ দোষাদাতি করিল না তোমাকে। সে বলিল কেহ নহে প্রভু। য়েশু বলিলেন আমি ও দোষাদাতি করি না তোমাকে যাও আরবার পাপ করিও না।
১২ পরে য়েশু কহিলেন তাহারদিগকে পুনর্ব্বার আমি জগতের দীপ্তি আমার পশ্চাত বর্ত্তি যে জন সে বেড়াইবে না অন্ধকারে কিন্তু জীবনের দীপ্তি পাইবে।
১৩ অতএব ফারিসিরা বলিল তাঁহাকে তুমি প্রমান দিতেছ
১৪ আপনার বিষয় তোমার প্রমান সত্য নহে। য়েশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগকে আপনার প্রমান দিলে আমার প্রমান আছে সত্য একারন আমি জানি কোথা হইতে আসিয়াছি ও কোথায় যাই কিন্তু তোমরা বলিতে পার না আমি কোথা হইতে আইসি
১৫ কিম্বা কোথায় যাই। তোমরা বিচার কর শরীরের
১৬ মত আমি কাহাকে বিচার করি না। কিন্তু বিচার করিলে আমার বিচার আছে সত্য একারন আমি একা নহি কিন্তু আমি ও পিতা যিনি পাঠাইলেন আমাকে।
১৭ তোমারদের ব্যবস্থায় ও লিপি আছে দুই জনের প্রমান
১৮ সত্য। আমি এক জন যে প্রমান দেয় আপনার বিষয় এবং পিতা যিনি পাঠাইলেন আমাকে তিনি

১৯ ও প্রমান দেন আমার বিষয়। তখন তাহারা বলিল তাঁহাকে তোমার পিতা কোথায়। য়েশু প্রত্যুত্তর করিলেন তোমরা জান না আমাকে কিম্বা আমার পিতাকে। যদি জানিতা আমাকে তবে জানিতা
২০ আমার পিতাকে। য়েশু মন্দিরে শিক্ষাইতেং এ কথা বলিলেন ভাণ্ডার ঘরে কিন্তু কেহ হাত দিল না তাঁহার ওপরে একারন তাহার দণ্ড তখন নহে।
২১ পরে য়েশু আর বার বলিলেন তাহারদিগকে আমি যাই তোমরা চেষ্টা করিবা আমাকে ও মরিবা তোমারদের পাপে যেখানে আমি যাই সেখানে তোমরা
২২ আসিতে পারিবা না। অতএব য়িহোদীরা বলিল আপনাকে বধ করিবে একারন বলে যেখানে আমি
২৩ যাই সেখানে তোমরা আসিতে পার না। তিনি বলিলেন তাহারদিগকে তোমরা নিচে হইতে আমি ওপর হইতে তোমরা এ জগত হইতে আমি এ জগত হইতে নহি।
২৪ তেকারন বলিলাম তোমারদিগকে তোমরা মরিবা তোমারদের পাপে একারন যদি তোমরা প্রত্যয় কর না যে আমি হই সেই জন তবে তোমারদের পাপে মরিবা।
২৫ পরে তাহারা বলিল তাঁহাকে তুমি কে। য়েশু বলিলেন তাহারদিগকে আমি সেই যাহা প্রথমে
২৬ বলিলাম তোমারদিগকে। আমার আছে অনেক বলিতে ও বিচার করিতে তোমারদের বিষয়। কিন্তু যিনি পাঠাইয়াছেন আমাকে তিনি সত্য ও যে কথা আমি শুনিয়াছি তাঁহার ঠাঁই তাহা বলি জগতকে।

২৭ তাহারা বুঝিল না যে তিনি কহিলেন তাহারদিগকে
২৮ পিতার বিষয় । পরে য়েশু বলিলেন তাহারদিগকে
যখন মানুষের পুত্রকে ওঠাইয়াছ তখন জানিবা যে
আমি হই আমি ও কিছু করি না আপনার মন হইতে
কিন্তু যেমন পিতা শিক্ষা করাইয়াছেন আমাকে তেমন
২৯ কহি । যিনি পাঠাইয়া দিয়াছেন আমাকে তিনি ও
আমার সাতে পিতা ছাড়িয়া না দিয়াছেন আমাকে একা
একারন আমি নিত্য করি যাহাং তাঁহার সন্তোষ ।
৩০ তিনি এ কথা কহিলে অনেক লোক আস্থা করিল
তাঁহাকে ।

৩১ পরে য়েশু বলিলেন সে য়িহোদীরদিগকে যাহারা
প্রত্যয় করিল তাঁহারে যদি তোমরা থাক আমার বাক্যে
৩২ তবে তোমরা আমার শিষ্য নিতান্ত । তোমরা ও
সত্যতা জানিবা এবং সত্যতা ওদ্ধার করিবে তোমার
৩৩ দিগকে । তাহারা প্রত্যুত্তর করিল তাঁহাকে
আমরা আবরহামের সন্তান এবং কাহার গোলাম
কখন হইলাম না কি রূপে বলিতেছ তোমরা ওদ্ধার
৩৪ হইবা । য়েশু প্রত্যুত্তর করিলেন তাহারদিগকে
সত্য আমি বলি তোমারদিগকে যে কেহ পাপ করে সে
৩৫ পাপের গোলাম । এবং গোলাম ঘরে থাকে না
৩৬ সদাকাল কিন্তু পুত্র থাকে সদাকাল অতএব যদি পুত্র
ওদ্ধার করেন তোমারদিগকে তবে নিতান্ত ওদ্ধার হবা ।
৩৭ আমি জানি তোমরা আবরহামের সন্তান কিন্তু তোমরা
মনে কর খুন করিতে আমাকে একারন আমার কথা
৩৮ স্থান পায় না তোমারদের মধ্যে । যা আমি দেখিয়াছি

আমার পিতার স্থানে তা আমি বলি এবং যা তোমরা দেখিয়াছ তোমারদের পিতার স্থানে তাহা তোমরা কর ।
৩৯ তাহারা প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাঁহাকে আবরহাম আমারদের পিতা । যেশু বলিলেন তাহারদিগকে যদি তোমরা আবরহামের সন্তান হইতা তবে
৪০ আবরহামের কার্য্য করিতা । কিন্তু তোমরা মনে কর বধ করিতে আমাকে এক জন যে কহিয়াছি সত্যতা তোমারদিগকে যা আমি শুনিয়াছি ঈশ্বর হইতে
৪১ আবরহাম এ মত করিলেন না । তোমরা কর আপনারদের পিতার কার্য্য । তখন তাহারা বলিল তাহাকে আমরা না জন্মিয়াছি পরদার হইতে আমার
৪২ দের এক পিতা আছেন তিনি ঈশ্বর । যেশু বলিলেন তাহারদিগকে যদি ঈশ্বর তোমারদের পিতা তবে তোমরা আমাকে প্রেম করিতা একারন আমি বাহির হইলাম ঈশ্বর হইতে আমি ও আপনার মনে আইলাম না কিন্তু তিনি পাঠাইয়াছেন আমাকে ।
৪৩ আমার বাক্য বুঝ না কেন একারন তোমরা
৪৪ আমার কথা শুনিতে পার না । তোমরা তোমার দের সয়তান পিতা হইতে তোমারদের পিতার ইচ্ছা করিতে চাহ । সে আছিল বধ কর্ত্তা প্রথমাবধি এবং রহিল না সত্যতায় একারন কিছু সত্যতা তাহার মধ্যে নহে । যখন মিথ্যা বলে তখন বলে আপন হইতে একারন সে আছে মিথ্যা বক্তা ও তাহার পিতা ।
৪৫ আমি কহি সত্য কথা সে কারন তোমরা আস্থা কর
৪৬ না আমাকে । তোমারদের কোন মানুষ আমার

পাপের প্রমাণ করে। এবং যদি আমি সত্য বাণী
৪৭ বলি তবে কি জন্য আস্থা কর না আমাকে। যে
জন আছে ঈশ্বরের সে শুনে ঈশ্বরের কথা অতএব
ঈশ্বরের না হইলে তোমরা সে কথা শুন না।—
৪৮ তখন যিহোদীরা প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহাকে
আমরা কহি তুমি শমরনী ও ভূৎ গৃহস্থ এ সত্য
৪৯ কথা নহে। য়েশু প্রতুত্তর করিলেন আমার ভূৎ নহে
কিন্তু আমি সম্ভ্রম করি আমার পিতাকে এবং তোমরা
৫০ অসম্ভ্রম কর আমাকে। কিন্তু আমি চেষ্টা করি না
আপনার নাম এক জন আছে যে চেষ্টা করে ও বিচার
৫১ করে। সত্যং আমি বলি তোমারদিগকে যদি
কেহ আমার কথা মানে তবে সে জন মৃত্যু কখন
৫২ দেখিবে না। তাহাতে যিহোদীরা বলিল তাঁহাকে এখন
আমরা জানি তোমার এক ভূৎ আছে। আবরহাম
ও ভবিষ্যৎ বক্তা সকলে মরিয়াছে কিন্তু তুমি কহিতেছ
যদি কেহ মানে আমার কথা তবে সে মৃত্যুকে কখন
৫৩ চাকিবেক না। তুমি আমারদের আবরহাম পিতা
হইতে বড় যিনি মরিয়াছেন ভবিষ্যৎ বক্তা ও সব
৫৪ মরিয়া গিয়াছে আপনকে করিতেছ কে। য়েশু
প্রত্যুত্তর করিলেন যদি আমি সম্ভ্রম করি আপনাকে
তবে আমার সম্ভ্রম কিছু নহে সে আমার পিতা যিনি
সম্ভ্রম করেন আমাকে যাঁহাকে তোমরা বল তোমারদের
৫৫ ঈশ্বর তোমরা তাঁহাকে জান না কিন্তু আমি জানি
তাঁহাকে ও যদি বলি আমি তাঁহাকে জানি না তবে
তোমারদের মত মিথ্যা বক্তা হইব কিন্তু আমি জানি

৫৬ তাঁহাকে ও মানি তাঁহার কথা। তোমারদের পিতা আবরহাম আনন্দিত ছিল আমার দিন দেখিতে তিনি
৫৭ ও তাহা দেখিয়া উল্লাষিত হইল। তাহাতে য়িহোদীরা বলিল তাঁহাকে তোমার বয়ক্রম পঞ্চাশ বৎ-
৫৮ সর নহে ও তুমি আবরহামকে দেখিয়াছ। য়েশু বলিলেন তাহারদিগাকে সত্যং আমি বলি তোমার
৫৯ দিগকে আমি হই আবরহামের পূর্ব্বে। অতএব তাহারা পাথর লইল মারিতে তাহাকে কিন্তু য়েশু আপনাকে গুপ্ত করিলেন এবং তাহারদের মধ্য খান দিয়া প্রস্থান করিলেন মন্দির হইতে এবং এ মত লঙ্ঘিলেন তাহারদিগকে।

পর্ব্ব এবং য়েশু যাইতেং দেখিলেন এক মানুষ তাহার
৯ জন্মাবধি অন্ধ। তখন তাহার শিষ্যগান জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে হে প্রভু পাপ করিল কে এ মানুষ কি তাহার
৩ পিতা মাতা তাহাতে সে অন্ধ জন্মিয়াছে। য়েশু প্রত্যুত্তর করিলেন এ মানুষ কিম্বা তাহার পিতা মাতা পাপ না করিয়াছে কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্য তাহার মধ্যে
৪ প্রকাশ হওনের জন্য। আমার আবশ্যক আছে দিন থাকিতে করিতে তাঁহার কার্য্য যিনি পাঠাইয়াছেন আমাকে রাত্র হইলে কেহ কর্ম্ম করিতে পারে না।
৫ যাবৎ আমি জগতের মধ্যে তাবৎ আমি জগতের
৬ আলো। তিনি এ কথা বলিয়া ছেপ দিলেন মৃত্তিকায় এবং সে ছেপ দিয়া করিলেন ছিন্না মৃত্তিকা পরে সে ছিন্না মৃত্তিকা অন্ধ মানুষের চক্ষের উপর

৭ লাগাইয়া বলিলেন তাহাকে যাইয়া স্নান কর শিলোয়া পুষ্কর্ণিতে তাহার অর্থ প্রেরিত। অতএব সে যাইয়া ধুইল এবং দৃষ্টি পাইয়া আইল।

৮ অতএব তাহার প্রতিবাসি ও যাহারা পূর্ব্ব কাল অন্ধ দেখিয়া ছিল তাহাকে তাহারা বলিল এ সে মানুষ নহে
৯ যে বসিল ও ভিক্ষা চাহিল। কেহ২ বলিল এ সে জন আর কেহ২ বলিল সে তাহার মত। কিন্তু সে
১০ আপনি বলিল আমি সেই জন। অতএব তাহারা বলিল তাহাকে তোমার চক্ষু ভাল হইয়াছে কেমনে।
১১ সে বলিল এক জন তাহার নাম য়েশু চিক্কা মৃত্তিকা বানাইয়া লাগাইলেন আমার চক্ষের ওপর ও বলিলেন শিলোয়া পুষ্কর্ণিতে স্নান কর তাহাতে আমি যাইয়া
১২ ধুইলাম ও চক্ষু পাইলাম। তখন তাহারা বলিল তাহাকে সে জন কোথায়। সে বলিল আমি জানি না।

১৩ তাহারা আনিল ফারিসিরদের স্থানে সে জন যে
১৪ পূর্ব্বকাল অন্ধ ছিল। য়েশু শাবত দিনে সে চিক্কা মৃত্তিকা বানাইয়া ভাল করিয়া ছিলেন তাহার চক্ষু।
১৫ অতএব ফারিসিরা আরবার জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে তাহার চক্ষু পাইয়াছে কেমনে। সে বলিল তাহার দিগিকে তিনি চিক্কা মৃত্তিকা লাগাইলেন আমার চক্ষের ওপর পরে আমি ধুইয়া দেখিতে পাইলাম।
১৬ অতএব কতক জন ফারিসি বলিল এই মানুষ ঈশ্বর হইতে নহে একারন শাবত দিন মানে না। আর২ লোক বলিল পাপি লোক এই আশ্চর্য্য করিতে পারে

১৭ কেমনে। তাহারদের এ মত কন্দল হইল। তাহারা আরবার বলিল সে অন্ধকে তিনি ভাল করিয়াছেন তোমার চক্ষু তাহাতে কি কহিতেছ তাহার বিষয়। সে
১৮ বলিল তিনি এক ভবিষ্যৎ বক্তা। কিন্তু য়িহোদীরা তাহার পিতা মাতা যে চক্ষু পাইয়া ছিল না ডাকিয়া আস্থা করিল না যে সে অন্ধ হইয়া চক্ষু পাইয়া ছিল।
১৯ অতএব তাহারা জিজ্ঞাসা করিল তাহারদিগকে বলিয়া এই তোমারদের পুত্র যে তোমরা বল অন্ধ জন্মিল।
২০ এখন সে কেমন করিয়া দেখিতে পায়। তাহার পিতা মাতা প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল আমরা জানি এই আমার
২১ দের পুত্র ও সে অন্ধ জন্মিল কিন্তু এখন কেমনে দেখিতে পায় কিম্বা কে তাহার চক্ষু ভাল করিয়াছে তাহা আমরা জানি না সে বড় হইয়াছে জিজ্ঞাসা কর
২২ তাহাকে সে বলিবে আপনার কথা। য়িহোদীরা ইহার পূর্ব্বে ব্যবস্থা করিয়া ছিল যদি কেহ বলিত যে তিনি খ্রীষ্ট তবে তাহাকে সিনগগা হইতে বাহিরে ফেলিতে তেকারন তাহার পিতা মাতা এ কথা কহিল
২৩ য়িহোদীরদের ভয়েতে। এ নিমিত্ত তাহার পিতা মাতা বলিল সে বড় হইয়াছে জিজ্ঞাসা কর তাহাকে।
২৪ অতএব যে মানুষ অন্ধ ছিল তাহাকে আরবার ডাকিয়া বলিল ঈশ্বরকে স্তব কর আমরা জানি এই
২৫ আছে পাপি মানুষ। সে প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল যদি পাপি কি না আমি জানি না আমি এক কথা জানি পূর্ব্ব কাল আমি অন্ধ ছিলাম এখন দেখিতে পাই।
২৬ পরে তাহারা পুনর্ব্বার বলিল তাহাকে সে কি করিল

২৭ তোমাকে তোমার চক্ষু ভাল করিয়াছেন কেমন। সে প্রত্যুত্তর করিল তাহারদিগকে আমি একবার কহিয়াছি তোমারদিগকে কিন্তু তোমরা শুনিলা না। কি জন্য শুনিবা আরবার তোমরা ও তাহার শিষ্য হবা।
২৮ তখন তাহারা গালাগালি দিল তাহাকে ও বলিল তুই
২৯ তাহার শিষ্য কিন্তু আমরা মোশার শিষ্য। আমরা জানি যে ঈশ্বর কহিলেন মোশাকে কিন্তু এই লোক
৩০ কোথা হইতে তা আমরা জানি না। সে মানুষ প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহারদিগকে নিতান্ত এই এক চমৎকার কথা তিনি ভাল করিয়াছেন আমার চক্ষু
৩১ কিন্তু তোমরা জান না তিনি কোথা হইতে। আমরা জানি ঈশ্বর পাপি লোককে শুনেন না কিন্তু যদি কোন কেহ ঈশ্বরের পূজক ও করে তাহার ইচ্ছা তবে তিনি
৩২ শুনেন তাহাকে। পৃথমাবধি কখন শুনা যায় না যে কোন কেহ ভাল করিল এক জনের চক্ষু যে অন্ধ জন্মিল।
৩৩ যদি এই জন ঈশ্বর হইতে না হইতেন তবে তিনি কিছু
৩৪ করিতে পারিতেন না। তাহারা প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহাকে তুই অবশ্য পাপি জন্মিলি ও তুই শিক্ষাইতেছিস আমারদিগকে। তখন তাহারা বাহিরে ফেলিল তাহাকে।

৩৫ য়েশু শুনিতে পাইলেন যে তাহারা বাহিরে করিয়া ছিল তাহাকে অতএব তিনি তাহাকে পাইয়া বলিলেন
৩৬ ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস করিতেছ। সে প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল প্রভু হে তিনি কেডা আমি তাঁহারে বিশ্বাস
৩৭ করনের জন্য। য়েশু বলিলেন তাহাকে তুমি দেখিয়াছ

তাঁহাকে তিনি ও কথা কহিতেছেন তোমার সহিৎ ।
৩৮ সে বলিল হে প্রভু আমি বিশ্বাস করি । তাহাতে
৩৯ ভজনা করিল তাঁহাকে । পরে য়েশু বলিলেন
বিচারের জন্য আসিয়াছি এ জগতে যাহারা দেখিতে
না পায় তাহারদের দেখনের নিমিত্ত এবং যাহারা
৪০ দেখিতে পায় তাহারা অন্ধ হওনের নিমিত্ত । তখন
কতক ফারিসি যাহারা তাহার সহিৎ এই কথা
৪১ শুনিয়া বলিল আমরা ও অন্ধ । য়েশু বলিলেন
তাহারদিগকে অন্ধ হইলে তোমারদের পাপ হইত না
কিন্তু আমরা দেখিতে পাই বলিলে তোমারদের পাপ
থাকে ।

পর্ব্ব ১০ সত্যং আমি বলি তোমারদিগকে যে কেহ প্রবেশ
করে না মেষালয়ের দ্বার দিয়া কিন্তু আর কোন দিগে
২ চড়ে সে আছে চোর ও ডাকাইত । কিন্তু যে জন
দ্বার দিয়া প্রবেশ করে সে আছে মেষের রাখাল ।
৩ দ্বারি তাহার কারন দ্বার খুলে এবং মেষ শুনে তাহার
রব সে ও আপনার মেষ নামেং ডাকে ও তাহার
৪ দিগকে বাহিরে লইয়া যায় । সে ও আপনার মেষ
বাহির করিয়া যায় তাহারদের আগেং ও মেষ যায়
তাহার পাছেং একারন তাহারা জানে তাহার রব ।
৫ তাহারা ও যায় না অন্যের পাছেং কিন্তু পলাবে তাহা
৬ হইতে একারন অন্যের রব জানে না । য়েশু বলিলেন
এ উপদেশ তাহারদিগকে কিন্তু তাহারা বুঝিল না

তিনি কিং কহিয়া ছিলেন তাহারদিগকে ৷
৭ আর বার য়েশু বলিলেন তাহারদিগকে সত্যং আমি বলি তোমারদিগকে আমি হই মেষালয়ের দ্বার ৷
৮ যত লোক আইল আমার পুর্ব্বে তাহারা সমস্ত চোর ও ডাকাইত কিন্তু মেষ শুনিল না তাহারদিগকে ৷
৯ আমি হই দ্বার আমা দিয়া যদি কেহ প্রবেশ করে তবে সে পাইবে পরিত্রান এবং ভিতরে বাহিরে যাইতেং
১০ ভাল চারন পাইবে ৷ চোর আইসে কেবল চুরি ও মারন ও নষ্ট করনার্থে ৷ আমি আইলাম তাহারদের জীবন প্রাপ্তি ও তাহারা তাহা অতি
১১ অধিক প্রাপ্ত্যর্থে ৷ আমি হই ভাল রাখাল ভাল রাখাল আপনার জীবন দেয় মেষের কারন ৷
১২ কিন্তু যে জন যাগ্রিয়ান ও রাখাল নহে যাহার নিজ মেষ নহে সে কেন্দুয়ার আগমন দেখিলে মেষ ছাড়িয়া পলায় এবং কেন্দুয়া তাহারদিগকে ধরিয়া
১৩ ছড়াইয়া দেয় মেষকে ৷ সে যাগ্রিয়ান পলায় একারন যাগ্রিয়ান আছে এবং ভাবনা করে না
১৪ মেষের কারন ৷ আমি হই ভাল মেষ রাখাল ও জানি আমার মেষ আমার মেষ ও জানে আমাকে ৷
১৫ যেমন পিতা জানেন আমাকে তেমন আমি জানি পিতাকে আমি ও আপনার জীবন দেই মেষের কারন ৷
১৬ আমার আর মেষ ও যাহারা এ আলয়ের নহে তাহারদিগকে ও আমি আনিব এবং তাহারা শুনিবে আমার রব পরে এক আলয় হইবেক ও এক রাখাল ৷
১৭ অতএব আমার পিতা প্রেম করেন আমাকে একারন

আমি আপনার জীবন দেই তাহা পুনর্ব্বার লইবার জন্য।
১৮ কেহ লয় না তাহা আমা হইতে কিন্তু আপনার মনে তাহা দেই আমার শক্তি আছে তাহা থুইতে ও পুনর্ব্বার লইতে। এই আজ্ঞা আমি পাইয়াছি আমার পিতার
১৯ স্থানে। অতএব য়িহোদীরদের পরস্পর বিরোধ
২০ হইল আরবার এই কথার জন্য। তাহারদের মধ্যে কতক বলিল তাহার ভূৎ আছে সে ও আছে পাগল
২১ তাহাকে শুনিতেছ কেন। আর কেহ বলিল এই তাহার কথা নহে যাহার ভূৎ আছে ভূৎ অন্ধ লোকের চক্ষু ভাল করিতে পারে।

২২ তৎকালে য়িরোশলমে পবিত্র করনের পর্ব্ব হইলো
২৩ তাহা ও শীত কাল যেশু গেলেন সুলিমানের শলমার
২৪ পিঁড়ায়। তখন য়িহোদীরা তাহার চতুর্দ্দিগে আসিয়া বলিল কতক্ষন পর্য্যন্তু ওশ্বাস করাইতেছ আমারদিগকে
২৫ যদি তুমি খ্রীষ্ট তবে স্পষ্ট কহ আমারদিগকে। যেশু প্রত্যুত্তর করিলেন আমি কহিয়াছি তোমার দিগকে কিন্তু তোমরা আস্থা করিলা না যে কার্য্য আমি করি আমার পিতার নামে সে কার্য্য আমার
২৬ প্রমান দেয়। কিন্তু তোমরা আস্থা কর না একারন তোমরা আমার মেষ নহে। যেমন বলিয়াছি তোমার
২৭ দিগকে আমার মেষ শুনে আমার রব আমি ও তাহারদিগকে জানি এবং তাহারা আমার পশ্চাৎ
২৮ বর্ত্তি হয় আমি ও অনন্ত পুমায়ু দেই তাহারদিগকে এবং তাহারা কখন ধ্বংশ হবে না ও কোন কেহ

কাড়িবে না তাহারদিগকে আমার হস্ত হইতে।
২৯ আমার পিতা যিনি দিলেন তাহারদিগকে আমার ঠাঁই
তিনি সকল হইতে অধিক এবং কোন কেহ তাহার
দিগকে কাড়িতে পারে না আমার পিতার হাত হইতে।
৩০ আমি ও পিতা এক। তখন য়িহোদীরা আরবার
৩১ পাথর লইল মারিতে তাঁহাকে। য়েশু প্রত্যুত্তর
৩২ করিলেন তাহারদিগকে অনেক ভাল কার্য্য দেখাইয়াছি
তোমারদিগকে আমার পিতা হইতে তাহার কোন
৩৩ কার্য্যের নিমিত্ত পাথর মার আমাকে। য়িহোদীরা
প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহাকে ভাল কার্য্যের নিমিত্ত
আমরা পাথর মারি না তোমাকে কিন্তু পাষণ্ডতার
নিমিত্ত এবং এ নিমিত্ত তুমি মানুষ হইয়া আপনাকে
৩৪ করিতেছ ঈশ্বর। য়েশু প্রত্যুত্তর করিলেন তাহার
দিগকে তোমারদের ব্যবস্থায় লিপি নহে আমি বলিলাম
৩৫ তোমরা ঈশ্বর যদি তিনি বলিলেন তাহারা ঈশ্বর
যাহারদিগকে ঈশ্বরের কথা আইল এবং ধর্ম্ম গ্রন্থ
৩৬ ভঙ্গ হইতে পারিবে না তবে বলিবা তাহার বিষয়
যাহাকে পিতা পবিত্র করিয়া পঠাইয়াছেন জগতে তুমি
পাষণ্ডতা করিতেছ একারন বলিয়াছি আমি ঈশ্বরের
৩৭ পুত্র। যদি আমার পিতার কার্য্য করি না তবে আস্থা
৩৮ কর না আমাকে কিন্তু যদি তাহা করি তবে
আমাকে আস্থা না করিলে কার্য্য আস্থা কর এই জানন
ও প্রত্যয় করনের জন্য পিতা আমাতে ও আমি
৩৯ তাঁহাতে। অতএব তাহারা আরবার তাঁহাকে
ধরিতে চাহিল কিন্তু তিনি তাহারদের হাত ছাড়িয়া

১০ পুনর্ব্বার গেলেন য়র্দনের ও পার সে স্থানে যাহাতে য়োহন প্রথমে ডুবাইল এবং তিনি বাস করিলেন
৪১ সে স্থানে। তখন অনেক লোক তাহার ঠাঁই আসিয়া বলিল য়োহন কিছু আশ্চর্য্য করিল না কিন্তু যাহা য়োহন বলিল এ মানুষের বিষয় তাহা সকল
৪২ সত্য। এবং অনেক লোক প্রত্যয় করিল তাহারে সে স্থানে।

পর্ব্ব ১১ পরে মারিয়া ও তারার ভগিনী মার্ত্তার বৈতানিয়া নগরের এক জন পীড়িৎ ছিল তাহার নাম লাসার।
২ সে মারিয়া যে সুগন্ধ তৈল মাখাইল প্রভুক ও তাহার চুল দিয়া মুছিল তাহার পদ তাহার ভাই লাসার
৩ পীড়িৎ ছিল। অতএব তাহার ভগিনী লোক পাঠাইয়া বলিল তাহাকে হে প্রভু যে জনকে তুমি প্রেম
৪ করিতেছ সে পীড়িৎ আছে। য়েশু তাহা শুনিয়া বলিলেন এ পীড়া মরনের জন্য নহে কিন্তু ঈশ্বরের নামের জন্য ঈশ্বরের পুত্র যশ পাইবার কারন।
৫ য়েশু প্রেম করিলেন মার্ত্তা ও তাহার ভগিনী ও লাসার
৬ কে। অতএব তিনি সে পীড়ার সমাচার পাইয়া
৭ থাকিলেন আর দুই দিন সে স্থানে। তারপর তিনি বলিলেন তাহার শিষ্যেরদিগকে আমরা আরবার
৮ যাই য়িহোদা দেশে। তাহার শিষ্যেরা বলিল তাহাকে প্রভু হে কিঞ্চিৎ কাল পুর্ব্বে য়িহোদীরা চেষ্টা করিল পাথর মারিতে তোমাকে তবে সেখানে
৯ যাবা আরবার। য়েশু প্রত্যুত্তর করিলেন ত্রিশ

ঘন্ত দিন নহে কেহ দিনে গতি করিলে পড়ে না
১০ একারন দেখে এ জগতের আলো কিন্তু কেহ রাত্রে
গতি করিলে পড়ে একারন আলো তাহার মধ্যে নহে।
১১ তিনি এ কথা কহিলেন তারপর বলিলেন তাহারদিগকে
আমারদের বন্ধু লাজার ঘুমাইতেছেন কিন্তু আমি যাই
১২ তাহাকে জাগাইতে। তাহার শিষ্যগন বলিল
১৩ প্রভু যদি ঘুমায় তবে ভাল হইবে। য়েশু কহিলেন
তাহার মরনের বিষয় কিন্তু তাহারা বুঝিল যে তিনি
১৪ কহিলেন ঘুমে বিশ্রম পাওনের বিষয়। পরে য়েশু প্রকৃত
১৫ বলিলেন তাহারদিগকে লাজার মরিয়া গিয়াছে। এবং
আমি সেখানে না হইয়া আনন্দিত হই তোমারদেরার্থে
তোমারদের প্রত্যয় করনের হেতু কিন্তু এখন আমরা
১৬ যাই তাহার স্থানে। তখন তমা তাহার খ্যাত নাম
দ্বিদিমস বলিল তাহার সহ শিষ্যরদিগকে আমরা ও
যাই মরিতে তাহার সহিৎ।

১৭ য়েশু ওতুরিয়া জানিতে পাইলেন সে তখন কবরে
১৮ চারি দিন শুইয়া ছিল। বীতানিয়া য়িরোশলমের
১৯ নিকট তাহা ক্রোশেক পথ। অতএব অনেক য়িহোদীরা
আইল মারিয়ার স্থানে শান্তনা করিতে তাহারদিগকে
২০ তাহারদের ভাইর কারনে। মার্ত্তা য়েশুর আগমনের
সংবাদ পাইয়া গেল দেখা করিতে তাহার সহিৎ
২১ কিন্তু মারিয়া ঘরে বসিল। তখন মার্ত্তা বলিল হে
প্রভু আপনি এখানে রহিলে আমার ভাই মরিত
২২ না। কিন্তু এখন আমি জানি যদি তুমি চাহ
কোন কিছু ঈশ্বরের স্থানে ঈশ্বর তাহা দিবেন

২৩ তোমাকে। যেশু বলিলেন তাহাকে তোমার ভাই
২৪ আরবার ওঠিবে। মার্ত্তা বলিল তাহাকে আমি জানি
২৫ সে পুনর্ব্বার ওঠিবে পুনরুত্থানে শেষ দিনে। যেশু
বলিলেন তাহাকে আমি হই পুনরুত্থান ও জীবন যে
কেহ বিশ্বাস করে আমারে সে মরা হইলে বাঁচিবে
২৬ এবং যে কেহ জীবৎ হইয়া বিশ্বাস করে আমারে
সে কখন মরিবে না ইহা আস্থা করিতেছ।
২৭ সে বলিল হাঁ পৃভু আমি আস্থা করি যে তুমি ঈশ্বরের
পুত্র খ্রীষ্ট যাহার এ জগতে অবতারের আবশ্যক
২৮ হইল। সে এ কথা বলিয়া গেল এবং তাহার ভগিনী
মারিয়াকে গুপ্ত ডাকিল বলিয়া পৃভু আসিয়া ডাকেন
২৯ তোমাকে। তখন সে তাহা শুনিলে শীঘ্র ওঠিয়া গেল
৩০ তাহার ঠাঁই। যেশু তখন গ্রামে ওপস্থিত নহেন
কিন্তু সে স্থানে যেখানে মার্ত্তা ভেটিল তাহার সহিৎ।
৩১ তাহাতে য়িহোদী যাহারা ঘরে তাহার সহিৎ হইয়া
শান্তনা করিল তাহাকে যখন তাহারা দেখিল মারিয়া
শীঘ্র ওঠিয়া বাহিরে গিয়াছিল তখন তাহারা তাহার
পশ্চাৎ বর্ত্তি হইল বলিয়া সে কবরে যায় রোদন
৩২ করিতে সেখানে। মারিয়া যেশুর স্থানে ওপনিৎ
হইয়া ও তাহাকে দেখিয়া পড়িল তাহার চরনে কহিতে২
হে পৃভু তুমি এখানে হইলে আমার ভাই মরিত না।
৩৩ অতএব যেশু তাহাকে ও য়িহোদী যাহারা আইল
তাহার সহিৎ রোদন করিতে২ দেখিয়া আত্মায়
৩৪ কোঁকাইলেন এবং মনস্তাপি হইয়া বলিলেন কোথায়
থুইয়াছ তাহাকে। তাহারা বলিল তাঁহাকে হে পৃভু

৩৫ আইস দেখ। য়েশু রোদন করিলেন। তখন
৩৬ য়িহোদীরা বলিল দেখ তিনি কেমন প্রেম করিলেন
৩৭ তাহাকে। এবং তাহারদের কেহ২ বলিল এ মানুষ
অন্ধ লোকের চক্ষু ভাল করে তাহার শক্তি নহে এ
৩৮ মানুষের মৃত্যু বারন করিতে। অতএব য়েশু আরবার
আপনার মধ্যে কোঁকাইয়া আইলেন কবরের কাছে।
৩৯ তাহা এক গভর ও তাহার ওপর একটা পাথর। য়েশু
বলিলেন পাথর সরাও। সে মরার ভগিনি মার্থা
বলিল প্রভু এ সময়ে দুর্গন্ধ হইয়াছে একারন এখন
৪০ মরিয়াছে চারি দিবস। য়েশু বলিলেন তাহাকে আমি
না বলিয়াছি তোমাকে যদি আস্থা করিবা তবে ঈশ্বরের
৪১ বৈভব দেখিবা। তখন তাহারা সরাইল পাথরকে
শবের স্থান হইতে। য়েশু ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া বলিলেন
ওরে পিতা আমি স্তব করি তোমাকে একারন শুনিয়াছ
৪২ আমার কথা। এবং আমি জানিলাম যে তুমি সদাকাল
শুনিতেছ আমাকে কিন্তু যাহারা নিকট ডাণ্ডাই তাহার
দের কারন আমি বলিয়াছি তাহারদের আস্থা করনের
৪৩ জন্য যে তুমি পাঠাইয়াছ আমাকে। তিনি এ কথা
বলিয়া ওচ্চই রবে ডাকিলেন হে লাজার বাহিরে
৪৪ আইস। তখন মৃত্যু মানুষ বাহিরে আইল হাত পা
কবর কাপড়ে বন্দিত এবং একটা রুমাল তাহার
মুখের ওপর। য়েশু বলিলেন তাহারদিগকে খোল
৪৫ এবং ছাড়িয়া দেহ তাহাকে। তখন অনেক য়িহোদী
যাহারা মারিয়ার ঠাঁই আইলে দেখিয়া ছিল যাহা২
৪৬ য়েশুর ক্রিয়া প্রত্যয় করিল তাঁহাকে। কিন্তু তাহারদের

কেহ২ ফারিসির ঠাঁই যাইয়া বলিল কি২ কার্য্য তেঁহ করিয়া ছিলেন।

৪৭ পরে প্রধান যাজক ও ফারিসিরা সভা হইয়া বলিল আমরা কি করি একারণ এ মানুষ করে অনেক
৪৮ আশ্চর্য্য ক্রিয়া। তাহার এ মত হইতে দিলে সকল লোক আস্থা করিবে তাহাকে এবং রোমন লোক আসিয়া লইবে আমারদের স্থান ও বর্ম্মাধিকার।
৪৯ তাহারদের এক জন সেই বৎসরের প্রধান যাজক ছিল তাহার নাম কাইয়াফা অতএব সে বলিল তাহারদিগকে
৫০ তোমরা কিছু জান না তোমরা মনে কর না যে আমারদের উচিত আছে এক জন মরিতে লোকের
৫১ বদলে এবং সকল বর্ম্ম সংহার না হইতে। সে এ কথা কহিল না আপনার মন হইতে কিন্তু সে বৎসর প্রধান যাজক হইয়া ভবিষ্যত কহিল যে য়েশু
৫২ মরিবেন সে বর্ম্মের বদলে এবং সে বর্ম্মের বদলে নহে কেবল কিন্তু ঈশ্বরের সকল ছিন্ন ভিন্ন শিশু
৫৩ একত্তর করিতে। পরে সে দিনাবধি তাহারা পরস্পর
৫৪ বলিল তাহাকে মারিয়া ফেলিতে। অতএব য়েশু আর বার প্রকাশ বেড়াইলেন না য়িহোদীরদের মধ্যে কিন্তু সে স্থান ছাড়িয়া গেলেন এক দেশে অরন্যের নিকট এক নগরে তাহার নাম আফ্রিম এবং সেখানে বসতি করিলেন তাহার শিষ্যেরদের সহিত।
৫৫ তখন য়িহোদীরদের পেশাক নিকট হইল ও সে পর্ব্বের পূর্ব্বে অনেক লোক সর্ব্ব দেশ হইতে য়িরোশলমে

গেল পবিত্র করিবার জন্য। সে কালে তাহারা চেষ্টা করিল য়েশুকে এবং পরস্পর কহিল স্বস্তিকে কি
৫৭ বুঝ সে আসিবে না পর্ব্বে। একারণ প্রধান যাজক ও ফারিসিরা আজ্ঞা দিয়া ছিল যদি কেহ জানিত কোথায় তিনি তবে তাহা বলিতে তাহারা তাঁহাকে ধরনের কারন।

পর্ব্ব ১২

পেশাক্কের পূর্ব্বে ছয় দিন য়েশু আইলেন বীতাঁনিয়ায় যেখানে লাজারের ঘর যে মরা ছিল যাহাকে
২ তিনি উঠাইয়া ছিলেন মৃত্যু হইতে। সেখানে তাহারা রাত্রের ভক্ষ্য পুস্তুত করিল তাহার জন্য ও মার্ত্তা পরিবেসন করিল কিন্তু লাজার ছিল তাহারদের
৩ মধ্যে যাহারা যেজে বসিল তাহার সহিৎ। সে কালে মারিয়া অর্দ্ধসের অতি মুল্য জটামাংশি তৈল লইয়া মাখাইল য়েশুর পায় ও তাহার চুল দিয়া মুছিল তাঁহার পা তাহাতে সমস্ত ঘর সে তৈলের সুগন্ধে
৪ আমোদ হইল। তখন তাহার এক জন শিষ্য তাহা শীমনের পুত্র য়িহোদা স্কারিওটা দাগাবাজ বলিল
৫ তাহাকে এ তৈল বিক্রয় নহে তিন শত শুকার কারন
৬ ও দরিদ্রকে না দেয়া গেল কেন। সে কহিল না এ কথা দরিদ্র ভাবিতের কারন কিন্তু একারন সে হইল চোর এবং থৈলা পাইয়া বহিল যাহা তাহার মধ্যে।
৭ তখন য়েশু বলিলেন ছাড়িয়া দেহ তাহাকে আমার কবরে শয়ন দিনের কারন ইহা রাখিয়াছে।
৮ একারন গরিব লোক সদা কাল তোমারদের সহিৎ কিন্তু আমি সর্ব্বক্ষন তোমারদের সহিৎ নহে।

৯ অতএব অনেক য়িহোদীরা জ্ঞাত হইয়া সেখানে আইল য়েশুরার্থে কেবল নহে কিন্তু লাজার ও দেখিতে
১০ যাহাকে তিনি ওঠাইয়া ছিলেন মৃত্যু হইতে কিন্তু প্রধান যাজক যুক্তি করিল লাজারকে ও খুন করিতে
১১ একারন তাহার নিমিত্ত অনেক য়িহোদীরা যাইয়া
১২ আস্থা করিল য়েশুকে। পর দিনে অনেক লোক যে পর্ব্বের কারন আইল যখন তাহারা শুনিয়া ছিল
১৩ য়েশুর য়িরোশলমে আগমনেরসমাচার তখন তাল গাছের বাগুড়া লইয়া বাহিরে গেল দেখা করিতে তাঁহার সহিৎ ও চেঁচাইতেং বলিল হোশানা জয় হওক য়িশরালের রাজার যিনি আসিতেছেন ঈশ্বরের
১৪ নামে। পরে য়েশু এক যুবা গাধা পাইয়া চড়িলেন
১৫ তাহার ওপরে যে মত লিপি আছে জীয়নের কন্যাভো ভয় করিও না দেখ তোমার রাজা আসিতেছেন গাধার বাচ্চার ওপরে চড়িয়া।
১৬ এ কথা তাহার শিষ্যগন সে শময় বুঝিল না কিন্তু য়েশুর বৈভব হইলে তাহারা মনে পাইল যে এ সমস্ত লিপি হইল তাহার বিষয় ও যে তাহারা করিয়া ছিল এ
১৭ সকল তাঁহাকে। অতএব যে লোক থাকিল তাহার সহিৎ যখন তিনি ডাকিলেন লাজরকে কবর হইতে ও ওঠাইলেন তাহাকে মৃত্যু হইতে তাহারা প্রমান
১৮ দিল। এতদর্থে মানব্য শুনিতে পাইয়া যে তিনি এ আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়া ছিলেন দেখা করিতে গেল
১৯ তাহার সহিৎ। তন্নিমিত্ত ফারিসিরা পরস্পর বলিল

দেখ না যে তোমরা কিছু করিতে পার না দেখ সমস্ত লোক গিয়াছে তাহার পুছে।

২০ এবং তাহারদের মধ্যে ও আছিল কতক গ্রীক
২১ লোক যাহারা পর্ব্বে ভজন করিতে আইল। অতএব সে লোক গালিলির বীতচিদার ফিলিপের ঠাঁই আইলে জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে বলিয়া মহাশয় আমরা
২২ য়েশুকে দেখিতে চাহি। ফিলিপ আসিয়া কহিল আন্দ্রাকে তারপর আন্দ্রা ও ফিলিপ বলিল য়েশুকে।
২৩ তখন য়েশু উত্তর করিলেন তাহারদিগকে মনুষ্যের
২৪ পুত্রের বৈভবের দণ্ড আছে। সত্যং আমি বলি তোমারদিগকে গোমের এক দানা মৃত্তিকায় পড়ন ও মরন ব্যতিরেক একা থাকে কিন্তু মরিলে বহুত ফল
২৫ ফলে। যে কেহ আপনার প্রান মায়া করে সে তাহা হরিবে এবং যে কেহ আপনার প্রান দৃষ্ম করে এ জগতের মধ্যে সে তাহা রাখিবে অনন্ত পরমায়ু
২৬ পর্য্যন্ত। যে কেহ আমার সেবা করে সে হওক আমার পশ্চাৎ বর্ত্তি এবং যেখানে আমি থাকি সে স্থানে আমার সেবক ও থাকিবে যদি কোন কেহ আমার সেবা করে তবে আমার পিতা মর্য্যাদা করিবেন তাহাকে।

২৭ এখন আমার প্রান মনস্তাপিৎ হইয়াছে আমি ও কি বলিব হে পিতা ত্রান কর আমাকে এ দণ্ড হইতে কিন্তু
২৮ ইহার কারন আমি আইলাম এ দণ্ডে। ওরে পিতা কর তোমার নামের পৌরষ। তখন স্বর্গ হইতে রব হইল আমি তাহার পৌরষ করিয়াছি ও আরবার

তাহা করিব অতএব যাহারা নিকট ডাণ্ডাইয়া
২৯ শুনিল তাহা তাহারা বলিল সন্ধ্যা গর্জ্জন হইল আর
লোক বলিল এক দূত বলিতেছে তাহার সহিৎ। য়েশু
৩০ প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন এ রব আমার জন্য নহে
কিন্তু তোমারদেরার্থে। এখন এ জগতের বিচার
৩১ হয়। এ জগতের রাজা বাহিরে ফেলিতে হইয়াছে।
আমি ও যদি তোলান হই পৃথিবী হইতে তবে টানিব
৩২ সকল লোককে আমাতে। তিনি এ কথা কহিলেন
৩৩ জানাইতে কি প্রকার মৃত্যু মরিবেন। লোক
৩৪ প্রত্যুত্তর করিল তাঁহাকে আমরা শুনিয়াছি ধর্ম্ম
পুস্তক হইতে যে খ্রীষ্ট সাদকাল রহিবেন এবং তুমি
কেমন বলিতেছ মানুষের পুত্রকে তোলান হইবা এই
৩৫ মানুষের পুত্র কে। য়েশু বলিলেন তাহারদিগকে আর
কিঞ্চিৎ কাল আলো আছে তোমারদের সহিৎ আলো
থাকিতে গতি কর তাহাতে অন্ধকার ধরে না তোমার
৩৬ দিগকে। যে গতি কর অন্ধকারে সে জানে না কোথায়
যায়। যাবৎ আলো থাকে তাবৎ আলোতে বিশ্বাস
কর আলোর শিশু হইবার জন্য। য়েশু এ কথা কহিয়া
৩৭ প্রস্থান করিয়া নুকাইলেন তাহারদিগ হইতে। তিনি
সে মত অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিলেন তাহারদের
সন্মুখে কিন্তু তথাচ তাহারা আস্থা করিল না তাঁহাকে।
৩৮ তাহাতে প্রত্যক্ষ হইল য়িশঈহা ভবিষ্যত বক্তার কথা
যাহা কহিল আরে প্রভু কেতা প্রত্যয় করিয়াছে
আমারদের সমাচার ও কাহার ঠাঁই ঈশ্বরের হস্ত
৩৯ প্রকাশ হইয়াছে। অতএব তাহারা ভক্তি করিতে

পারিল না একারন য়িশওীহা আরবার বলিয়াছিল
৪০ তিনি তাহারদের চক্ষু অন্ধ করাইল ও তাহারদের অন্তঃ
করন কঠিন করাইল তাহারা চক্ষে না দেখন ও অন্তঃকরনে
না বুঝনের জন্য কি জানি ফিরিয়া আমি সুস্থ করাই
৪১ তাম তাহারদিগাকে। য়িশওীহা তাহার তেজ দেখিয়া
৪২ ও তাঁহার বিষয় বলিয়া কহিলেন এ কথা। অধ্যক্ষের
দের অনেক লোক ও আস্থা করিল তাঁহাকে কিন্তু
ফারিসিরদের কারন কবুল করিল না নতুবা তাহারা
৪৩ সিনাগাগ হইতে ফেলা হইত। একারন তাহারা মানু
ষের ব্যাখ্যান চাহিল ঈশ্বরের ব্যাখ্যান হইতে অধিক
৪৪ য়েশু চেঁচাইয়া বলিলেন যে কেহ আস্থা করে
আমাকে সে আস্থা করে না আমাকে কিন্তু তাঁহাকে
৪৫ যিনি পাঠাইয়াছেন আমাকে। এবং যে কেহ আমাকে
দেখে সে দেখে তাঁহাকে যিনি পাঠাইয়াছেন আমাকে।
৪৬ আমি আইলাম এক দীপ্তি জগতে সে জন অন্ধকারে
৪৭ না থাকনের কারন যে ভক্তি করে আমারে কেহ যদি
আমার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করে না তবে আমি
তাহাকে বিচার করি না একারন আমি আইলাম না
জগত বিচার করিবারে কিন্তু জগত ত্রান করিবার কারন।
৪৮ যে কেহ অশ্রদ্ধা করে আমাকে ও আমার কথা লয়
না এক আছে বিচার করিতে তাহাকে যে কথা আমি
বলিয়াছি সেই বিচার করিবে তাহাকে শেষ দিনে।
৪৯ একারন আমি কহি না আপনার মন হইতে কিন্তু
পিতা যিনি পাঠাইয়াছেন আমাকে তিনি আজ্ঞা দিয়াছেন
৫০ কি বলিতে ও কি কহিতে। আমি ও জানি তাঁহার

আজ্ঞা আছে অনন্ত পুয়াযু অতএব যাহা আমি কহি
তাহা বলি যেমন পিতা কহিয়াছেন আমাকে।

পর্ব্ব এখন পেশাক্ষের পর্ব্বে যখন য়েশু জানিলেন
১৩ তাঁহার দণ্ড হইয়াছে এ জগত ছাড়িয়া যাইতে পিতার
স্থানে তিনি তাহার নিজ যাহারা জগতে থাকে প্রেম
করিয়া প্রেম করিলেন তাহারদিগকে শেষ পর্য্যন্ত।
২ সয়তান তখন দিয়া ছিল শীমনের পুত্র য়িহোদা
স্কারিওটার অন্তঃকরনে দাগাবাজি গছিৎ করিতে
৩ তাহাকে। রাত্রের ভোজন হইলে ও য়েশু জ্ঞাত হইয়া
যে পিতা সমস্ত গছিৎ করিয়া ছিলেন তাহার হাতে
এবং যে তিনি ঈশ্বর হইতে আসিয়া ছিলেন ও
৪ ঈশ্বরের স্থানে যাবেন তখন তিনি রাত্রের ভোজন
ছাড়িয়া ওঠিলেন ও বস্ত্র খুলিয়া গামছা কমরে
৫ বন্দিলেন তৎপরে তিনি জল ঢালিয়া পাত্রে শিষ্যের
দের পদ ধুইতে ও মুছিতে লাগিলেন সে গামছা
৬ দিয়া যাহাতে বন্দিৎ ছিলেন। পরে তিনি শীমন
পিতরের ঠাঁই আইলেন ও পিতর বলিল তাহাকে
৭ প্রভুহে আমার পা ধুইবা। য়েশু ওত্তর করিয়া
বলিলেন তাহাকে যাহা করি তাহা এখন তুমি জ্ঞাত নহ
৮ কিন্তু শেষে জানিবা। পিতর বলিল তাঁহাকে তুমি
কখন ধুইবা না আমার পদ য়েশু প্রত্যুত্তর করি
লেন তাহাকে যদি তোমাকে না ধুই তবে তোমার
৯ কিছু ভাগ নাহি আমার সহিৎ। শীমন পিতর
বলিল তাহাকে প্রভুহে আমার পা কেবল নহে কিন্তু

১০ আমার হাত ও আমার মাথা। য়েশু বলিলেন তাহাকে যাহার স্নান হইয়াছে তাহার আবশ্যক নহে ধুইতে বিনা তাহার পা কিন্তু সকলে পরিষ্কার হইয়াছে
১১ তোমরা ও পরিষ্কার কিন্তু প্রতি জন নহে। তিনি জানিলেন কে দাগাবাজি গচ্ছিৎ করিবে তাহাকে অতএব বলিলেন তোমরা সকল পরিষ্কার নহ।
১২ তিনি তাহারদের পা ধুইয়া ও পরিচ্ছদ লইয়া এবং আরবার বসিয়া বলিলেন তাহারদিগকে জান তোমরা
১৩ আমি কি করিয়াছি তোমারদিগকে। তোমরা কহিতেছ আমাকে গুরু ও প্রভু এবং তোমরা ভাল কহ
১৪ একারন আমি তাহা হই। অতএব আমি তোমারদের গুরু ও প্রভু যদি ধুইয়াছি তোমারদের পা
১৫ তবে তোমরা পরস্পর পা ধুইতে জুয়ায়। একারন আমি নমুনা দিয়াছি তোমারদিগকে তোমারদের করিবার কারন যে মত আমি করিয়াছি তোমারদিগকে।
১৬ সত্যং আমি বলি তোমারগিকে দাস প্রভু হইতে বড় নহে কিম্বা প্রেরিত তাঁহা হইতে বড় যে
১৭ পাঠাইল তাহাকে। ইহা জানিলে করিয়া ভাগ্যমন্ত
১৮ তোমরা। আমি বলি না তোমারদের সকলের বিষয় আমি জানি কাহারদিগকে পছন্দ করিয়াছি কিন্তু ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রত্যক্ষের জন্য যে খায়ে আমার অন্ন
১৯ সে গুড় মুড়া ওঠাইয়াছে আমার বিপরিতে। এখন প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে আমি বলি তোমারদিগকে তোমরা তাহা হইলে আস্থা করিবার কারন যে আমি হই সে
২০ জন। সত্যং আমি বলি তোমারদিগকে যে কেহ

অতীথি করে আমার কোন প্রেরিত সে অতীথি করে আমাকে ও যে কেহ অতীথি করে আমাকে সে অতীথি করে তাঁহাকে যিনি পাঠাইলেন আমাকে।

২১ য়েশু এ কথা কহিলে আত্মায় দুঃখিৎ হইয়া প্রমান দিলেন ও বলিলেন সত্যং আমি বলি তোমারদিগকে তোমারদের এক জন দুর্গচ্ছিৎ করিবে আমাকে।
২২ তাহাতে শিষ্যগন পরস্পর দেখিতেং ভাবিল কাহার
২৩ বিষয় ইহা কহিলেন। সে সময় য়েশুর এক জন শিষ্য আড় হইয়া রহিল তাঁহার বুকে য়েশু প্রেম
২৪ করিলেন তাহাকে। অতএব শীমন পিতর ঠারিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে কাহার বিষয় কহিলেন।
২৫ অতএব সে য়েশুর বুকে শুইয়া বলিল প্রভু সে জন
২৬ কে। য়েশু প্রত্যুত্তর করিলেন যাহাকে আমি এক টুক্রা ভিজাইয়া দেই সেই জন পরে তিনি তাহা ভিজাইয়া দিলেন শীমনের পুত্র য়িহোদা স্কারিয়টাকে।
২৭ সে ভিজা খাইলে সয়তান প্রবেশ করিল তাহার মধ্যে তখন য়েশু বলিলেন তাহাকে যাহা করিতে চাহ তাহা
২৮ শীঘ্র করিয়া কর। যাহারা মেজে বসিল তাহারদের কেহ জানিল না কি কারন এ কথা কহিয়া ছিলেন
২৯ তাহাকে। য়িহোদার ঠাঁই থৈলি ছিল সেকারন কেহং ভাবিল যে য়েশু বলিয়া ছিলেন তাহাকে ক্রয় কর যাহা আমরা চাহি পর্ব্বের জন্য কিম্বা কিছু দিতে
৩০ দরিদ্রকে। পরে য়িহোদা সে ভিজান পাইবা মাত্র বাহিরে গেল ও গেলে রাত্র হইল।

৩১ সে বাহিরে গেলে য়েশু বলিলেন এখন মানুষের পুত্রের নাম হইল এবং তাহারে ঈশ্বরের নাম ও
৩২ হইল। ঈশ্বরের নাম প্রাপ্তি তাহারে হইলে ঈশ্বর তাহার ঘোষন ও করিবেন আপনার মধ্যে এবং
৩৩ ততক্ষনে করিবেন তাহার ঘোষন। ক্ষুদ্র শিশুরে তোমারদের সঙ্গে আর কিঞ্চিৎ কাল থাকি তোমরা খুজিবা আমাকে ও যেমন বলিয়াছি য়িহোদীর দিগকে যেখানে আমি যাই সেখানে তোমরা আসিতে
৩৪ পার না সে মত বলি তোমারদিগকে। এক নুতন আজ্ঞা আমি দেই তোমারদিগকে পরস্পর প্রেম কর যে মত আমি প্রেম করিয়াছি তোমারদিগকে
৩৫ সে মত প্রেম কর এক জন আর এক জনকে। যদি তোমরা এ মত পরস্পর প্রেম কর তবে সকলে জানিবে
৩৬ যে তোমরা আমার শিষ্যগন। শীমন পিতর বলিল তাহাকে প্রভু কোথায় যাইতেছ। য়েশু প্রত্যুত্তর করিলেন যেখানে আমি যাই সেখানে এখন যাইতে পার না আমার সহিৎ কিন্তু পরে যাইবা আমার
৩৭ পশ্চাৎ। পিতর বলিল তাহাকে তোমার সঙ্গে এখন যাইতে পারি না কেন আমি আপনার প্রান দিব
৩৮ তোমারার্থে। যেশু প্রত্যুত্তর করিলেন তোমার প্রান দিবা আমারার্থে সত্য২ আমি বলি তোমাকে কুক্কুড়া বাঁক দিবে না তুমি তিন বার আমাকে জানিতে হেয় জ্ঞান না করিলে।

পর্ব্ব অন্তঃকরনে দঃখিৎ হইও না। তোমরা ঈশ্বরকে
১৪ আস্থা কর আমাতে ও আস্থা করহ। আমার

পিতার ঘরে অনেক কুঠরি যদি এমন নহে তবে বলিতাম তোমারদিগকে। আমি যাই স্থান প্রস্তুত করিতে
৩ তোমরদের নিমিত্ত। এবং আমি যদি যাইয়া স্থান প্রস্তুত করি তোমারদের নিমিত্ত তবে পুনর্ব্বার আসিয়া লইব তোমারদিগকে আপনার ঠাঁই। তাহাতে যে স্থানি আমি থাকি সে স্থানে তোমরা ও হইবা।
৪ কোথায় আমি যাই তাহা তোমরা জান তোমরা সে পথ
৫ ও জান। তমা বলিল তাহাকে প্রভু হে আমরা জানি না কোথায় তোমার গমন অতএব পথ জানিব কেমন
৬ করিয়া। য়েশু বলিলেন তাহাকে আমি পথ ও সত্যতা ও জীবন কোন কেহ আমা দিয়া না গেলে আইসে না
৭ পিতার স্থানে। তোমরা আমাকে জানিলে জানিতা আমার পিতাকে এ কালাবধি ও তোমরা জান ও দেখিয়াছ
৮ তাঁহাকে। ফিলিপ বলিল তাহাকে হে প্রভু আমার
৯ দিগকে পিতাকে দেখাইলে আমরা তৃপ্তি হই। য়েশু বলিলেন তাহাকে হে ফিলিপ আমি এত দিন তোমার সহিৎ থাকিলে জানিলা না আমাকে। যে কেহ আমাকে দেখিয়াছে সে পিতাকে দেখিয়াছে অতএব
১০ কেমন বলিতেছ দেখাও পিতাকে আমারদিগকে। প্রত্যয় না করিতেছ যে আমি পিতার মধ্যে ও পিতা আমার মধ্যে। যে কথা আমি বলি তোমারদিগকে তাহা আপনার মন হইতে বলি না কিন্তু পিতা যিনি থাকেন
১১ আমার মধ্যে তিনি সে কার্য্য করেন। প্রত্যয় কর আমাকে যে আমি পিতার মধ্যে ও পিতা আমার মধ্যে কিম্বা প্রত্যয় কর আমাকে সে কার্য্যের কারন।

১২ সত্যং আমি বলি তোমারদিগকে যে কেহ বিশ্বাষ করে আমারে যে কার্য্য আমি করি তাহা সে ও করিবে বটে ইহা হইতে বড় কার্য্য করিবেক একারন আমি যাই
১৩ পিতার স্থানে। যাহা তোমরা চাহিবা আমার নামে তাহা ও আমি করিব পিতার পৌরষ পুত্রে হাওনের জন্য।
১৪ তোমরা কিছু চাহিলে আমার নামে আমি তাহা করিব।
১৫ যদি আমাকে প্রেম কর তবে আমার আজ্ঞা মান।
১৬ আমি ও কামনা করিব পিতাকে এবং তিনি দিবেন আর এক শান্তনা কর্ত্তা তোমারদিগকে তোমারদের
১৭ সহিৎ সর্ব্বক্ষন থাকনের জন্য তিনি সত্যতার আত্মা যাঁহাকে জগত গ্রহন করিতে পারে না একারন তাহাকে দেখে না জানে না কিন্তু তোমরা জান তাঁহাকে একারন তিনি বসতি করেন তোমারদের
১৮ সহিৎ ও হইবেন তোমারদের মধ্যে। আমি শান্তনা হিন ছাড়াইব না তোমারদিগকে আমি আসিব তোমার
১৯ দের ঠাঁই। আর কিঞ্চিৎ কাল পরে জগত দেখিবে না আমাকে কিন্তু তোমরা দেখিবা আমাকে
২০ আমি বাঁচি সেকারন তোমরা ও বাঁচিবে। সে দিনে তোমরা জানিবা যে আমি পিতার মধ্যে ও তোমরা
২১ আমার মধ্যে ও আমি তোমারদের মধ্যে। যে জন আমার আজ্ঞা পাইয়া মানে সে প্রেম করে আমাকে ও যে জন প্রেম করে আমাকে তাহাকে আমার পিতা প্রেম করিবেন ও আমি প্রেম করিব তাহাকে ও প্রকাশ
২২ হইব তাহার ঠাঁই। স্কারিওটী ভিন্ন অন্য য়িহোদা বলিল তাহাকে প্রভু এ কেমন তুমি প্রকাশ হইয়া

আমারদের স্থানে কিন্তু জগতের স্থানে নহে।
২৩ যেশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহাকে কোন কেহ আমাকে প্রেম করিলে মানিবে আমার কথা আমার পিতা ও প্রেম করিবেন তাহাকে এবং আমরা আসিয়া
২৪ বাস করিব তাহার সহিৎ। যে জন প্রেম করে না আমাকে সে মানে না আমার কথা এবং যে কথা তোমরা শুনিতেছ তাহা আমার নহে কিন্তু পিতার যিনি পাঠাইয়াছেন আমাকে।
২৫ আমি তোমারদের সহিৎ থাকিয়া বলিয়াছি এ কথা
২৬ তোমারদিগকে। কিন্তু শান্তনা কর্ত্তা তিনি ধর্ম্মাত্মা যাহাকে পিতা পাঠাইয়া দিবেন আমার নামে তিনি সকল শিক্ষাইবেন তোমারদিগকে ও তোমারদের মনে দিবেন সকল যাহা আমি বলিয়াছি তোমারদিগকে।
২৭ কুশল আমি থুই তোমারদের ঠাঁই আমার কুশল দেই তোমারদিগকে যে মত জগতের লোক দেয় তেমন আমি দেই না। তোমারদের অন্তঃকরন দুঃখিৎ
২৮ কিম্বা ভয়ান্বিৎ হওক না। তোমরা শুনিয়াছ যে আমি কহিলাম তোমারদিগকে আমি যাই তারপর ফিরিয়া আসিব তোমারদের স্থানে। আমাকে প্রেম করিলে আনন্দিত হইতা আমার বচনের কারন যে আমি পিতার স্থানে যাই একারন আমার
২৯ পিতা আমা হইতে বড়। আমি এখন তাহা প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে কহিয়াছি তোমারদিগকে তাহাতে তাহা হইলে তোমরা আস্থা করিবা।
৩০ ইহার পরে আমি অনেক কথা কহিব না তোমার

দের সহিৎ একারন এ জগতের রাজা আসিতেছে ও
৩১ তাহার কিছু নহে আমার মধ্যে। কিন্তু জগতের
লোক জানিবার জন্য যে আমি প্রেম করি পিতাকে এবং
যে মত আজ্ঞা দিয়াছেন আমাকে সে মত আমি করি।
উঠ আমরা এখান হইতে যাই।

পর্ব্ব আমি সত্য দ্রাক্ষা গাছ ও আমার পিতা কৃশান।
১৫ আমার প্রতি ডাল যে ফল ফলে না তিনি কাটেন ও
প্রতি ডাল যে ফল ফলে তাহা পরিষ্কার করেন তাহা
৩ আর ফল ফলনের জন্য। এখন তোমরা পরিষ্কার
হইয়াছ সে বাক্য করনের যাহা আমি কহিয়াছি
৪ তোমারদিগকে। তোমরা থাক আমার মধ্যে ও
আমি তোমারদের মধ্যে। যেমন ডাল আপনি ফল
ফলিতে পারে না দ্রাক্ষা বৃক্ষে না থাকিলে তেমন
৫ তোমরা আমার মধ্যে না থাকিলে। আমি দ্রাক্ষা
গাছ তোমরা ডাল যে কেহ থাকে আমার মধ্যে ও
আমি তাহার মধ্যে সে অনেক ফল ফলে একারন
৬ তোমরা কিছু করিতে পার না আমা বই। কোন কেহ
আমার মধ্যে না থাকিলে কাটিয়া ফেলিতে হয় ডালের
মত ও সুখু হইবে পরে লোক তাহারদিগকে একত্তর
৭ করিয়া অগ্নিতে ফেলে তাহাতে পুড়িয়া যায়। যদি
তোমরা থাক আমার মধ্যে এবং আমার কথা থাকে
তোমারদের মধ্যে তবে যাহা২ তোমারদের ইচ্ছা তাহা
নিবেদন করিলে করিতে হবে তোমারদের জন্য।
৮ তোমরা অনেক ফল ফলিতে২ আমার পিতার নাম হয় ও

৯ তোমরা হইবা আমার নিতান্ত শিষ্য। যেমন পিতা প্রেম করিয়াছেন আমাকে তেমন আমি প্রেম করিয়াছি
১০ তোমারদিগকে থাক আমার প্রেমে। আমার আজ্ঞা মানিলে থাকিবা আমার প্রেমে যেমন আমি
১১ আমার পিতার আজ্ঞা মানিয়া থাকি তাহার প্রেমে। আমার হৃষ্ট থাকিবার কারন তোমারদের মধ্যে ও তোমারদের আনন্দ পূর্ণ হওনের জন্য আমি কহিয়াছি এ কথা তোমারদিগকে।

১২ তোমরা পরস্পর প্রেম কর যে মত আমি প্রেম করি
১৩ য়াছি তোমারদিগকে এ আমার আজ্ঞা। কোন কাহার প্রেম ইহা হইতে বড় নহে কেহ আপনার
১৪ জীবন দিতে তাহার বন্ধুর নিমিত্ত। যাহা২ আমি আজ্ঞা দেই তোমারদিগকে তাহা করিলে তোমরা
১৫ আমার বন্ধু। ইহারপর আমি দাস বলি না তোমার দিগকে একারন দাস জানে না তাহার প্রভু কি করেন কিন্তু আমি বন্ধু বলিয়াছি তোমারদিগকে একারন যাহা আমি শুনিয়াছি আমার পিতার স্থানে তাহা
১৬ সকল জানাইয়াছি তোমারদিগকে। তোমরা পছন্দ না করিয়াছ আমাকে কিন্তু আমি পছন্দ করিয়াছি তোমারদিগকে এবং নিযুক্ত করিয়াছি তোমারদিগকে যাইয়া অনেক ফল ফলিতে ও তোমারদের ফল থাকিতে তাহাতে যাহা তোমরা চাহ আমার পিতার ঠাঁই আমার নামে তাহা তিনি দিবেন তোমারদিগকে।
১৭ আমি এ আজ্ঞা করি তোমারদিগকে পরস্পর প্রেম কর।
১৮ যদি জগত ঘৃন্না করে তোমারদিগকে জান তাহ

১৯ ঘৃন্না করিল আমাকে তোমারদের পুর্ব্বে। যদি তোমরা হইতা এ জগতের লোক তবে জগত আপনার প্রেম করিত তোমরা এ জগতের লোক নহ কিন্তু আমি পছন্দ করিয়াছি তোমারদিগকে জগত হইতে এ নিমিত্ত জগত
২০ ঘৃন্না করে তোমারদিগকে। মনে রাখ আমার যে কথা কহিয়াছি তোমারদিগকে দাস প্রভু হইতে বড় নহে। তাহারা আমাকে বিপক্ষতা করিলে বিপক্ষতা করিবে তোমারদিগকে। আমার কথা মানিলে মানিবে
২১ তোমারদের। তাহারা তাহাকে জানে নাই যিনি পাঠাইয়াছেন আমাকে সেকারন এ সমস্ত করিবে
২২ তোমারদিগকে আমার নামেরার্থে। যদি আমি না আসিয়া বলিতাম তাহারদিগকে তবে তাহারদের পাপ হইত না কিন্তু এখন তাহারদের পাপের আচ্ছাদন
২৩ নহে। যে জন ঘৃন্না করে আমাকে সে ও ঘৃন্না
২৪ করে আমার পিতাকে। যদি সে কার্য্য না করিতাম তাহারদের মধ্যে যাহা আর কেহ না করিয়াছে তবে তাহারদের পাপ হইত না কিন্তু এখন তাহারা দেখিয়াছে ও ঘৃন্না করিয়াছে আমাকে ও আমার
২৫ পিতাকে। কিন্তু এ হইল সে কথা পুত্যক্ষে রজন্য যাহা তাহারদের ব্যবস্থায় লিপি আছে তাহারা অকারন
২৬ ঘৃন্না করিয়াছে আমাকে। শান্তনা কর্ত্তা যাহাকে আমি পাঠাইব তোমারদের ঠাঁই পিতা হইতে তিনি পিতারোদ্ভব সত্যতার আত্মাই তিনি আসিয়া পুমান
২৭ দিবেন আমার বিষয়। তোমরা ও পুথমাবধি হইয়া ছিলা আমার সহিৎ সে নিমিত্ত তোমরা ও পুমান দিবা।

পর্ব্ব তোমরা বেজার না হইবার কারন কহিয়াছি এ
১৫ কথা তোমারদিগাকে। তাহারা ফেলিবে তোমার
দিগাকে সিনগগ হইতে বটে সে সময় ও আসিতেছে
যখন কেহ তোমারদিগাকে বধ করিলে বুঝিবে তাহা
৩ ঈশ্বরের সেবা। তাহারা জানি নাই পিতা কিম্বা
আমাকে সে নিমিত্ত এ সমস্ত করিবে তোমারদিগাকে।
৪ কিন্তু এ সমস্ত আমি কহিয়াছি তোমারদিগাকে ইহাতে
সে সময় আইলে তোমরা মনে পাইবা যে আমি
কহিয়াছি এ কথা তোমারদিগাকে। আমি ও আছিলাম
তোমারদের সহিৎ সে কারন এ কথা কহিলাম না
৫ তোমারদিগাকে প্রথমে। কিন্তু এখন আমি যাই
তাঁহার স্থানে যিনি পাঠাইয়াছেন আমাকে ও তোমার
দের কেহ জিজ্ঞাসা করে না আমাকে কোথায় যাইতেছ।
৬ কিন্তু আমি এ কথা কহিলাম তোমারদিগাকে তন্নিমিত্ত
৭ তোমারদের অন্তঃকরন দুঃখ পূর্ন্নিৎ। কিন্তু আমি
সত্য কথা কহি তোমারদিগাকে আমার আবশ্যক
আছে এখান ছাড়িয়া যাইতে একারন না গেলে
শান্তনা কর্ত্তা আসিবে না তোমারদের ঠাঁই কিন্তু আমি
৮ যাইয়া পাঠাইব তাহাকে তোমারদের ঠাঁই। এবং
তিনি আইলে বিরুক্ত করিবেন জগতকে পাপ পুকৃতার্থ
৯ ও বিচারের বিষয় তাহারা বিশ্বাস করে না আমারে
১০ সে নিমিত্ত পাপের বিষয় আমি যাই আমার পিতার
স্থানে ও তোমরা আর বার দেখিবা না আমাকে সে
১১ হেতু পুকৃতার্থের বিষয় এ জগতের রাজা বিচারে

জিল সে কারন বিচারের বিষয়।

১২ আমার আর অনেক বচন বলিতে তোমারদিগকে
১৩ কিন্তু এখন তোমরা সহিতে পার না তাহা। কিন্তু তিনি তাহা সত্যতার আত্মা আসিয়া সমস্ত সত্যতাতে পথ দেখাইবেন তোমারদিগকে একারন তিনি বলিবেন না আপনা হইতে কিন্তু যাহা শুনিবেন তাহা বলিবেন। এবং দেখাইবেন ভবিষ্যৎ কার্য্য তোমারদিগকে।
১৪ তিনি দুষিবেন আমাকে একারন তিনি আমার লইয়া
১৫ দেখাইবেন তোমারদিগকে। যাহা পিতার সে সমস্ত আমার অতএব আমি বলিলাম তিনি আমার লইয়া দেখাইবেন তোমারদিগকে।

১৬ কিঞ্চিৎ কাল পরে তোমরা দেখিতে পাইবা না আমাকে পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ কাল পরে তোমরা দেখিতে পাইবা আমাকে একারন আমি যাই পিতার স্থানে।
১৭ তখন তাহার কতক জন শিষ্য পরস্পর বলিল তিনি কি বলেন আমারদিগকে কিঞ্চিৎ কাল পরে দেখিতে না পাইবা আমাকে পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ কাল পরে দেখিতে পাইবা আমাকে একারন আমি যাই পিতার স্থানে।
১৮ অতএব তাহারা বলিল তিনি কি কথা কহেন কিঞ্চিৎ
১৯ কাল আমরা বলিতে পারি না কি কহেন। য়েশু জানিলেন যে তাহারা জিজ্ঞাসা করিতে চাহিল তাহাকে অতএব বলিলেন তাহারদিগকে তোমরা পরস্পর জিজ্ঞাসা কর যাহা আমি বলিলাম কিছু কাল পরে দেখিতে না পাইবা আমাকে এবং পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ কাল পরে
২০ দেখিতে পাইবা আমাকে। সাক্ষোদ্ধার আমি

বলি তোমারদিগকে তোমরা রোদন ও হাহাকার করিবা কিন্তু সংসার আনন্দিৎ হবে তোমরা ও দুস্থিৎ হবা কিন্তু তোমারদের দুঃখ বদল হবে
২১ আনন্দতে। স্ত্রী লোক প্রসব ব্যথিৎ হইয়া দুস্থ পায় একারন তাহার কাল হইয়াছে কিন্তু পুত্র প্রসব হইলে সে জন্ত্রনা মনে থাকে না পুত্র সন্তান সংসারে
২২ প্রসবের আনন্দের কারন। এ নিমিত্ত তোমারদের দুঃখ এখন কিন্তু আমি তোমারদিগকে পুনর্ব্বার দেখিলে আনন্দিৎ হইবা অন্তঃকরনে ও কেহ লয়েতে না তোমারদের
২৩ আনন্দ। সে দিনে তোমরা কিছু জিজ্ঞাসা করিবা না আমাকে সত্যং আমি বলি তোমারদিগকে যাহা তোমরা চাহিবা পিতার ঠাঁই আমার নামে তাহা
২৪ তিনি দিবেন তোমারদিগকে। এখন পর্য্যন্ত তোমরা কিছু চাহিলা না আমার নামে চাহ তখন
২৫ পাইবা তোমারদের আনন্দ পুর্ন হইবার জন্য। এ সমস্ত দ্বার্থ কথা কহিয়া বলিয়াছি তোমারদিগকে কিন্তু কাল আসিতেছে যাহাতে আর দ্বার্থ কথা কহিব না কিন্তু প্রকাশে দেখাইব তোমারদিগকে পিতার
২৬ বিষয়। সে দিনে তোমরা চাহিবা আমার নামে এবং আমি কহি না যে আমি কামনা করিব পিতাকে
২৭ তোমারদের বিষয় একারন তোমরা আমাকে প্রেম করিলে ও প্রত্যয় করিলে যে আমার আগমন পিতা হইতে পিতা আপনি প্রেম করেন তোমারদিগকে।
২৮ আমি পিতা হইতে আসিয়া জগতে আইলাম পরে জগত্ত ছাড়িয়া যাই পিতার স্থানে।

২৯ তাঁহার শিষ্য বলিল তাঁহাকে দেখ এখন শুদ্ধ কথা
৩০ বলিয়াছ ও কিছু দৃষ্টান্ত কথা নহে। এখন আমরা নিশ্চয় জানি যে তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও তোমার আবশ্যক নহে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে তোমাকে ইহাতে আমরা আস্থা
৩১ করি যে তুমি আসিয়াছ ঈশ্বর হইতে। যেশু প্রত্যুত্তর
৩২ করিলেন এখন আস্থা কর তোমরা। দেখ দণ্ড আসিতেছে বটে এখন আছে যখন তোমরা সকল ভিন্ন ভিন্ন হবা প্রতি জন আপনার সম্পদে এবং ছাড়িবে আমাকে একা কিন্তু আমি একা নহে একারন পিতা
৩৩ আমার সহিৎ। আমি এ কথা কহিয়াছি তোমার দিগকে তোমরা আমাতে কুশল প্রাপ্তির কারন। জগতে হইবে তোমারদের দুঃখ কিন্তু নির্ভয় হও আমি পরাভব করিয়াছি জগতকে।

পর্ব্ব যেশু এ কথা বলিয়া স্বর্গেরদিগে দৃষ্টি করিলেন ও
১৭ বলিলেন হে পিতা সে দণ্ড আসিয়াছে তোমার পুত্রের বৈভব ঘোষাও তোমার পুত্র ও তোমার ঘোষনা
২ করিবার নিমিত্ত। যে মত শাসন করিবার পরাক্রম দিয়াছ তাঁহাকে সকল লোকের ওপরে অনন্ত পরমায়ু
৩ দিবার কারন সকলকে যাহারা দিয়াছ তাহাকে। এ আছে অনন্ত পরমায়ু জানিতে তোমাকে এক সত্য
৪ ঈশ্বর ও যেশু খ্রীষ্ট যাহাকে তুমি পাঠাইয়াছ। আমি করিয়াছি তোমার ঘোষনা পৃথিবীর ওপর যে কার্য্য দিয়াছ আমাকে করিবার জন্য তাহা আমি পুর্ন্ন করি
৫ য়াছি। আরে পিতা এখন করাও আমার তেজ

সে তেজে যাহা আছিল তোমার আপনার সহিৎ
৬ জগতের পূর্ব্ব। তোমার নাম প্রকাশ করিয়াছি তাহার
দিগকে যাহারদিগকে তুমি দিয়াছ আমাকে এ জগত
হইতে তাহারা ছিল তোমার ও তুমি দিয়াছ তাহার
দিগকে আমাকে এবং তাহারা পালন করিয়াছে
৭ তোমার কথা। এখন তাহারা জানিতে পাইয়াছে
যে সমস্ত তোমা হইতে যাহাং দিয়াছ আমাকে।
৮ একারন যে কথা দিয়াছ আমাকে তাহা দিয়াছি
তাহারদিগকে এবং তাহারা তাহা গ্রহন করিয়াছে
এবং নিশ্চয় জ্ঞাত হইয়াছে যে আমি আইলাম তোমা
হইতে তাহারা ও আস্থা করিয়াছে যে তুমি পাঠাইয়া
৯ দিয়াছ আমাকে। আমি কামনা করি তাহারদের
কারন আমি কামনা করি না জগতের কারন কিন্তু তাহার
দের কারন যাহারদিগকে দিয়াছ আমাকে একারন
১০ তাহারা তোমার। এবং আমার তোমার ও তোমার
আমার ও আমার নাম হইয়াছে তাহারদের মধ্যে।
১১ আমি ও এখন জগতে আর থাকি না কিন্তু ইহারা
জগতে এবং আমি আসিতেছি তোমার স্থানে আরে
ধর্ম্ম পিতা আপনার নাম দিয়া রক্ষা কর তাহারদিগকে
যাহারদিগকে দিয়াছ আমাকে তাহারদের এক হওনের
১২ জন্য যেমন আমরা। যাবৎ আমি ছিলাম জগতে
তাবৎ রক্ষা করিলাম তাহারদিগকে তোমার নামে
যাহারাদিগকে তুমি দিয়াছ আমাকে তাহারদিগকে
রক্ষা করিয়াছি ও তাহারদের এক জন হারায় নাই বিনা
১৩ সর্ব্বনাশের পুত্র ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রত্যক্ষের জন্য। এখন

আইসি তোমার ঠাঁই এবং এ কথা কহি জগতে আমার
আনন্দ পূর্ণ হইবার কারন তাহারদের মধ্যে।
১৪ তাহারদিগকে দিয়াছি তোমার কথা এবং জগত ঘৃন্না
করিয়াছে তাহারদিগকে একারন তাহারা এ জগতের
১৫ লোক নহে যে মত আমি এ জগতের নহি। আমি
কামনা করি না যে তুমি লইবা তাহারদিগকে এ জগত
হইতে কিন্তু তাহারদিগকে রক্ষা করিতে দোষ হইতে।
১৬ তাহারা এ জগতের লোক নহে যে মত আমি এ
১৭ জগতের নহি। পুন্য করাও তাহারদিগকে তোমার
১৮ সত্যতাতে তোমার কথা সত্যতা। যে মত তুমি
পাঠাইয়াছ আমাকে এ জগতে তেমন আমি ও পাঠাই
১৯ য়াছি তাহারদিগকে জগতের মধ্যে। তাহারদেরার্থে
ও আমি আপনাকে পবিত্র করাই তাহারা ও পবিত্র
২০ হওনের জন্য সত্যতায়। আমি কামনা করি না
ইহারদের কারন কেবল কিন্তু তাহারদের কারন ও
যাহারা আস্থা করিবে আমাকে তাহারদের কথা
২১ শুনিয়া তাহারদের সকল এক হওনের কারন যে
মত তুমি আরে পিতা আমার মধ্যে ও আমি তোমার
মধ্যে তাহাতে তাহারা আমারদের মধ্যে এক হইবার
ও জগত আস্থা করিবার কারন যে তুমি পাঠাইয়াছ
২২ আমাকে। এবং যে সম্ভ্রম তুমি দিয়াছ আমাকে
তা আমি দিয়াছি তাহারদিগকে তাহারদের এক হইবার
২৩ জন্য যে মত আমরা এক আমি তাহারদের মধ্যে ও
তুমি আমার মধ্যে তাহারা একে শুদ্ধ হইবার জন্য এবং
জগত জানিবার নিমিত্ত যে তুমি পাঠাইয়াছ আমাকে

ও প্রেম করিয়াছ তাহারদিগকে যে মত প্রেম করিয়াছ
২৪ আমাকে। হে পিতা যাহারদিগকে তুমি দিয়াছ আমাকে
তাহারদিগকে ও আমি ইচ্ছা করি রহিতে আমার
নিকট যে স্থানে আমি থাকি আমার সে তেজ দেখিতে
যাহা তুমি দিয়াছ আমাকে একারণ তুমি প্রেম করি
২৫ য়াছ আমাকে জগতের ভিৎ করনের পুর্ব্বে। আরে
প্রকৃতার্থিক পিতা এ জগত জানে নাই তোমাকে কিন্তু
আমি জানিয়াছি তোমাকে ইহারা ও জ্ঞাত হইয়াছে যে
২৬ তুমি পাঠাইয়াছ আমাকে। আমি প্রকাশ করিয়াছি
তোমার নাম তাহারদিগকে ও তাহা প্রকাশ করিব
যে প্রেমে প্রেম করিয়াছ আমাকে তাহারদের মধ্যে
হওনের জন্য এবং আমি তাহারদের মধ্যে।

পর্ব্ব ১৮ য়েশু এ কথা কহিয়া তাহার শিষ্যেরদের সাতে
কেদ্রোন নদী পার হইলেন যে স্থানে এক বাগান
যাহাতে তিনি ও তাঁহার শিষ্য প্রবেশ করিল।
২ য়িহোদা দাগাবাজ ও তাহা চিনিল একারণ য়েশু পুনঃ
সেখানে গেলেন তাহার শিষ্যেরদের সহিৎ।
৩ তখন য়িহোদা সেনা ও আমলদার প্রধান যাজক ও
ফারিসিরা হইতে পাইয়া আইল সেখানে লাণ্ঠান
৪ ও তামর ও অস্ত্র হাতে করিয়া। অতএব য়েশু সমস্ত
জ্ঞাত হইয়া যাহা আসিবে তাঁহার ওপর বাহিরে
গেলেন এবং বলিলেন তাহারদিগকে কাহাকে চেষ্টা
৫ করিতেছ। তাহারা প্রত্যুত্তর করিল য়েশু নাজরেন।
তাহাতে য়েশু বলিলেন আমি সে জন। য়িহোদা

৬ দাগাবাজ ও ডাণ্ডাইল তাহারদের সঙ্গে। যখন তিনি কহিয়া ছিলেন তাহারদিগকে আমি সে জন তখন
৭ তাহারা পাছেং যাইয়া পড়িল মৃত্তিকায়। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারদিগকে আরবার কাহাকে চেষ্টা করিতেছ তোমরা। তাহারা বলিল য়েশু
৮ নাজরেন। য়েশু প্রত্যুত্তর করিলেন আমি কহিয়াছি তোমারদিগকে যে আমি সে জন অতএব যদি আমাকে
৯ চেষ্টা করিতেছ তবে ইহারদিগকে যাইতে দেহ সে কথা প্রত্যক্ষের জন্য যাহা তিনি কহিয়া ছিলেন যাহারদিগকে তুমি দিয়াছ আমাকে তাহারদের এক জন হারাইলাম
১০ না। তখন শীমন পিতরের এক তলোয়ার হইয়া সে তাহা বাহির করিয়া মারিল প্রধান যাজকের দাসকে ও কাটিয়া ফেলিল তাহার কর্ণ। সে দাসের
১১ নাম মলখ। তখন য়েশু বলিলেন পিতরকে তোমার তলোয়ার ফিরিয়া দেহ তাহার খাপে যে বাটী আমার পিতা দিয়াছেন আমাকে তাহা পীব না।
১২ অতঃপর সেনাগন ও সেনাপতি ও য়িহোদীর প্রধানেরা
১৩ য়েশুকে ধরিয়া বন্দ করিল। ও লইয়া গেল হন্নার ঠাঁই প্রথমে তিনি সে বৎসরের প্রধান যাজক
১৪ কাইয়াফার শ্বশুর। কাইয়াফা সে জন যে পরামর্শ দিল য়িহোদীরদিগকে এক জন মরিতে লোকের কারন
১৫ উপযুক্ত। শীমন পিতর ও আর এক শিষ্য য়েশুর পশ্চাৎ গেল। সে শিষ্য চিনা গেল প্রধান যাজকে এবং সঙ্গে গেল প্রধান যাজকের অট্টালিকায়।
১৬ কিন্তু পিতর বাহিরে ডাণ্ডাইল দ্বারের কাছে তখন সে

শিষ্য প্রবীন যাজকে জ্ঞাত হইল সে বাহিরে গেল এবং দ্বারীকে কহিয়া ভিতরে আনিল পিতরকে।
১৭ তখন সে দ্বারী দাসী পিতরকে বলিল তুমি এ মানুষের
১৮ এক শিষ্য। সে বলিল নহে। দাসেরা ও সরদার লোক সেখানে ডাণ্ডাইয়া ও শীতের জন্য কয়লার আগুন জালাইয়া পোহাইল। তখন পিতর তাহারদের সঙ্গে ডাণ্ডাইয়া অগ্নি পোহাইল।
১৯ পরে প্রবীন যাজক জিজ্ঞাসা করিল য়েশুকে তাহার
২০ শিষ্য ও প্রকরণের বিষয়। য়েশু প্রত্যুত্তর করিলেন তাহাকে আমি প্রকাশ করিয়া কহিলাম জগতকে আমি সর্ব্বক্ষন শিক্ষাইলাম সিনাগগ ও মন্দিরে যেখানে য়িহোদীরা নিত্য যায় এবং অপ্রকাশে কিছু
২১ কহিলাম না। কি জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছ আমাকে যাহারা শুনিয়াছে আমাকে তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা কর
২২ আমি কি কথা বলিলাম। তিনি এ কথা কহিয়া এক জন প্রবীন যে নিকট ডাণ্ডাইল য়েশুকে চড় মারিল বলিয়া এ মত প্রত্যুত্তর করিস প্রবীন যাজককে তুই।
২৩ য়েশু প্রত্যুত্তর করিলেন তাহাকে যদি মন্দ কথা কহিয়াছি তবে সে মন্দ কথার প্রমান দেহ কিন্তু
২৪ ভাল কহিলে আমাকে মারিতেছ কেন। হন্না তাহাকে বন্দিত পাঠাইয়া ছিল কাইয়াফা প্রবীন যাজকের ঠাই।
২৫ শীমন পিতর ডাণ্ডাইয়া আগুন পোহাইল। তৎকালে তাহারা বলিল তাহাকে তুমি এ মানুষের এক শিষ্য নহ। সে তাহা হেয়জ্ঞান করিয়া কহিল আমি

২৬ তাহা নহি। প্রধান যাজকের এক জন দাস তাঁহার কুটুম্ব যাহার কর্ন পিতর কাটিয়া ফেলিয়া ছিল সে বলিল তোমাকে দেখিলাম না বাগানে তাহার সাতে।
২৭ তখন পিতর আরবার হেযজ্ঞান করিল এবং কুক্কুটা বাঁক দিল সত্তর।

২৮ তারপর তাহারা ভোরে লইয়া গেল য়েশুকে কাইয়াফা হইতে আদালত ঘরে এবং তাহারা আপনারা আদালত ঘরে গেল না অশুচি না হওনের জন্য তাহাতে পেশাক্ক
২৯ খাইতে পারিত। তখন পীলাত বাহিরে যাইয়া বলিল কি বরাযদ করিতেছ এ মানুষের বিপরিতে।
৩০ তাহারা প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহাকে যদি কুকর্ত্তা না হইত তবে আমরা না দিতাম তাহাকে তোমার হাতুতে।
৩১ তবে পীলাত বলিল তাহারদিগকে তোমরা লইয়া বিচার কর তাহাকে আপনারদের ব্যেবস্থারানুযায়ি। তাহাতে য়িহোদীরা বলিল তাহাকে কোন কাহাকে বধ
৩২ করিতে আমারদের অকর্ত্তব্য। য়েশুর কথা প্রত্যক্ষের জন্য যাহা তিনি কহিলেন জানাইতে কি প্রকার
৩৩ মরনে মরিবেন। তখন পীলাত আরবার আদালত ঘরে যাইয়া ও য়েশুকে ডাকিয়া বলিল তুমি
৩৪ য়িহোদীরদের রাজা। য়েশু প্রত্যুত্তর করিলেন তাহাকে এই বাণী বলিতেছ আপনার মন হইতে কিম্বা
৩৫ আর কেহ কহিল তোমাকে আমার বিষয়। পীলাত প্রত্যুত্তর করিল আমি য়িহোদী। তোমার নিজ বর্গ ও প্রধান যাজক আনিয়া দিয়াছে তোমাকে আমার

৩৬ গিটুিতে কি করিয়াছ। যেশু প্রত্যুত্তর করিলেন আমার রাজ্য এ জগতের নহে আমার রাজ্য এ জগতে হইলে আমার দাস যুদ্ধ করিত আমার য়িহোদীরদের গাছুিতে না পড়িবার কারন কিন্তু এখন আমার রাজ্য
৩৭ এ স্থানের নহে। অতএব পীলাত বলিল তুমি রাজা যেশু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তুমি সত্য কহিতেছ আমি এক রাজা। এ নিমিত্ত জন্ম হইয়া ছিলাম ও এ হেতু আমি আইলাম এ জগতে সত্যতার প্রমান দিতে। প্রতি জন যে সত্যতার পক্ষ সে শুনে আমার কথা।
৩৮ পীলাত বলিল তাঁহাকে সত্যতা কি। এবং ইহা বলিয়া আরবার বাহিরে গেল য়িহোদীরদের ঠাঁই ও তাহার দিগকে বলিল আমি তাহার কিছু দোষ পাই না।
৩৯ কিন্তু তোমারদের ব্যবহার আছে যে আমি এক জন খালাস করি তোমারদের ঠাঁই পেশাক্ষ সময়ে অতএব তোমার ইচ্ছা হইলে মুক্ত করিব য়িহোদীরদের রাজা।
৪০ তখন তাহারা সকল চেঁচাইয়া বলিল এ মানুষ নহে কিন্তু বরাব্বা। বরাব্বা হইল চোর

পর্ব্ব ১ অতএব পীলাত যেশুকে ধরিয়া কোড়া মারিল পরে সেনাগন কণ্টকের এক মুকুট বানাইয়া দিল তাঁহার
৩ মাথায় ও এক বাগুনিয়া জামা তাহাকে পরাইয়া বলিল নমস্কার য়িহোদীরদের রাজারে। তাহারা ও চড়
৪ মারিল তাঁহাকে। অতএব পীলাত আরবার বাহিরে যাইয়া বলিল তাহারদিগকে দেখ আমি আনি তাঁহাকে তোমারদের স্থানে তোমারদের জানিবার
৫ কারন যে আমি তাঁহার কিছু দোষ পাই না। তখন

যেশু বাহিরে আইলেন সে কন্টকের মুকুট ও বাগুনিয়া জামা গায়ে দিয়া। তাহাতে পীলাত বলিল তাহারদিগকে দেখ সে মানুষকে।

৬ অতএব প্রধান যাজক ও প্রধান লোক তাঁহাকে দেখিলে চেঁচাইয়া বলিল ক্রুসে খুন কর তাহাকে ক্রুসে খুন কর তাহাকে। পীলাত বলিল তাহারদিগকে তাঁহাকে লইয়া ক্রুসে খুন কর

৭ একারণ আমি তাঁহার কিছু দোষ দেখি না। যিহোদীরা প্রত্যুত্তর করিল তাহাকে আমারদের এক ব্যবস্থা আছে সে ব্যবস্থার মত তাহার মরণ উচিৎ একারণ আপনাকে করাইল ঈশ্বরের পুত্র

৮ অতএব পীলাত সে কথা শুনিয়া আর ভীত হইল

৯ এবং আরবার আদলাত ঘরে যাইয়া বলিল যেশুকে তুমি কোথা হইতে। কিন্তু যেশু প্রত্যুত্তর করিলেন না

১০ তাহাকে। তখন পীলাত বলিল তাহাকে আমাকে উত্তর না দিতেছ জান না যে আমার পরাক্রম আছে ক্রুসে খুন করিতে কি মুক্ত করিতে তোমাকে।

১১ যেশু প্রত্যুত্তর করিলেন উপর হইতে দেয়া না হইলে তোমার কিছু পরাক্রম হইতে পারিত না আমার বিপরিতে এ নিমিত্ত যে জন গচ্ছিৎ করিয়াছে আমাকে

১২ তোমার হাতে তাহার অধিক পাপ আছে। এবং সে কালাবধি পীলাত তাহাকে মুক্ত করিতে যত্ন করিল। কিন্তু যিহোদীরা চেঁচাইয়া বলিল তুমি এ মানুষকে ছাড়িলে কাইসরের প্রিয় নহ যে জন আপনাকে রাজা করায় সে কাইসরের বিপরিতে

১৩ বলে। অতএব পীলাত সে কথা শুনিয়া বাহিরে

করিল য়েশুকে এবং বিচার আসনে বসিল এক
স্থানে তাহার নাম পাথর বান্ধা কিন্তু এব্রি ভাষায়
১৪ গাব্বথা। এ হইল পেশাক আয়োজন দিন প্রহর
দুই এক বেলায় তখন সে বলিল য়িহোদীরদিগকে
১৫ দেখ তোমারদের রাজা। কিন্তু তাহারা চেচাইয়া
বলিল দূর কর দূর কর ক্রুসে খুন কর তাহাকে। পীলাত
বলিল তাহারদিগকে ক্রুসে খুন করিব তোমারদের
রাজাকে; প্রধান যাজক প্রত্যুত্তর করিল কাইসার
১৬ বই আমারদের রাজা নহে। তখন তাহাকে ক্রুসে
খুন করিবার জন্য তাহারদের গচ্ছিৎ করিলে তাহারা
য়েশুকে লইয়া গেল।

১৭ পরে তিনি আপনার ক্রুস বহিতেং গেলেন এক স্থানে
তাহার নাম মাথা খুলির স্থান তাহা এব্রি ভাষায়
১৮ গল্গতা। তাহারা সেখানে ক্রুসে টাঙ্গাইল তাহাকে
ও আর দুই জন তাহার সহিৎ একং দিগে একং জন ও
১৯ য়েশু মধ্য স্থলে। এবং পীলাত এক পত্র দিল ক্রুসের
ওপর সে লেখা য়েশু নাজারেন য়িহোদীরদের রাজা।
২০ তখন অনেক য়িহোদীরা সে পত্র পড়িল একারন নগ
রের নিকট সে জায়গা যাহাতে য়েশু ক্রুসে খুন হইল
সে পত্র ও ছিল এব্রি ও গ্রীক ও লাতিন কথা।
২১ তখন য়িহোদীরদের প্রধান যাজক বলিল পীলাতকে
লেখিও না য়িহোদীরদের রাজা কিন্তু সে বলিল আমি
২২ য়িহোদীরদের রাজা। পীলাত প্রত্যুত্তর করিল যাহা
২৩ লেখিয়াছি তাহা লেখিয়াছি। তখন সেনাগন য়েশুকে
ক্রুসে টাঙ্গাইলে তাহার পরিচ্ছদ লইয়া চারি ভাগ

করিল প্রতি সেনা এক২ ভাগ ও তাহার জামা। সে জামার কিছু জোড়া নহে ঊপর হইতে সমস্ত বুনা।
২৪ অতএব তাহারা পরস্পর বলিল আমরা ছিড়িব না তাহা কিন্তু গুলিবাঁট করিয়া দেখিব কাহার হয়। গ্রন্থ প্রত্যক্ষ করিতে যাহা বলে তাহারা ভাগ করিয়া লইল আমার পরিচ্ছদ এবং আমার কারন গুলিবাঁট করিল। অতএব এ সমস্ত সেপাহা করিল।

২৫ য়েশুর ক্রুসের নিকট ডাণ্ডাইল তাহার মাতা এবং তাহার মাসি ও ক্লেওপার জায়া মারিয়া ও মারিয়া
২৬ মাগ্দলেন এ নিমিত্ত য়েশু তাহার মাতাকে ও প্রিয় শিষ্য ডাণ্ডাইয়া দেখিলে বলিলেন তাহার মাতাকে হে নারী দেখ তোমার পুত্রকে। পরে তিনি বলিলেন
২৭ সে শিষ্যকে দেখ তোমার মাতাকে। এবং সে দণ্ডাবধি সে শিষ্য লইয়া গেল তাহাকে আপনর দ্বারে।
২৮ ইহারপর য়েশু জ্ঞাত হইয়া যে সকল পূর্ন হইল ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রত্যক্ষের জন্য বলিলেন আমি তৃষ্ণিত হইয়াছি।
২৯ সে সময় এক পাত্র সির্কা পূর্ন্নিৎ ছিল সেখানে অতএব তাহারা এক স্পঞ্জ সির্কা পূর্ন্নিৎ করিয়া তাহা
৩০ হেজবের ঊপর দিলে দিল তাহার মুখে। অতএব য়েশু সে সির্কা চাকিয়া বলিলেন সাঙ্গ হইযাছে পরে মাথা ডণ্ডবৎ করিয়া প্রান ত্যাগ করিলেন।

৩১ আয়োজন সময় হইলে ও শরীর ক্রুসের ঊপর শাবত দিনে না থাকনের জন্য য়িহোদীরা নিবেদন করিল পীলাতকে তাহারদের পা ভাঙ্গিবার ও তাহার দিগকে লইয়া যাইবার কারন এ নিমিত্ত সে শাবত্র

৩২ অতি বড় দিন। তখন সেনা আসিয়া ভাঙ্গিল প্রথমের পা ও অন্য জন যে ক্রুসে খুন হইল তাহার
৩৩ সহিত। কিন্তু য়েশুর ঠাঁই আসিয়া ও তাহাকে এখন
৩৪ মৃত্যু দেখিয়া ভাঙ্গিল না তাহার পদ। কিন্তু এক জন সেনা তলোয়ারে বিন্ধিল তাহার কোঁকে তাহাতে রক্ত
৩৫ ও জল বাহিরিল সত্তর। এবং এক জন যে দেখিল প্রমাণ দিয়াছে ও তাহার প্রমাণ সত্য সে ও জানে যে তাহার কথা সত্য তোমারদের আস্থা করনের জন্য।
৩৬ এ সমস্ত হইল ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রত্যক্ষের জন্য তাহার এক
৩৭ হাড় ভাঙ্গিতে হবে না। আরবার আর এক গ্রন্থ বলে তাহারা দৃষ্টি করিবে তাঁহার ওপর যাহাকে হানিল।

৩৮ ইহারপর রামার যূসফ সে ও য়েশুর এক শিষ্য কিন্তু অপ্রকাশ করিয়া য়িহোদীরদের ভয়েতে সে পীলাতকে সাধনা করিল য়েশুর শরীর লইবার কারন। তখন পীলাত তাহা করিতে দিল। অতএব সে আসিয়া য়েশুর শরীর লইয়া গেল।
৩৯ নিকদেমষ ও যে প্রথম আইল য়েশুর নিকট রাত্রে সে আসিয়া আনিল মর্ই ও অগুর মিশ্রিত সের পঞ্চাশেক।
৪০ পরে তাহারা য়েশুর শরীর লইয়া কাপড়ে জড়াইল মসালা দিয়া যেমন য়িহোদীরদের ব্যবহার কবরে
৪১ শুয়াইতে। যে স্থান য়েশু ক্রুসে খুন হইলেন তাহার নিকট এক বাগান ও বাগানের মধ্যে এক নুতন পাকা
৪২ কবর যাহাতে মানুষ কখন শুইল না। অতএব

সে স্থানে তাহারা শুয়াইল য়েশুকে য়িহোদীরদের আয়োজন দিনের জন্য একারন সে পাকা কবর নিকট ছিল।

পর্ব্ব ২০

১ সপ্তার প্রথম দিনে বড় ভোরে অন্ধকার থাকিতে মারিয়া মাগ্দলেন সে কবরের কাছে আসিয়া দেখিল পাথর সরিয়া গেল কবর হইতে। ২ তখন সে দৌড়িয়া আইল শীমন পিতর ও অন্য শিষ্যের ঠাঁই যাহাকে য়েশু প্রেম করিলেন ও বলিল তাহারদিগকে কেহ লইয়া গিয়াছে তাহার প্রভু কবর হইতে কোথায় রাখিয়াছে তাঁহাকে আমি জানি না। ৩ এ নিমিত্ত পিতর ও সে অন্য শিষ্য বাহিরিলে আইল কবরের কাছে। ৪ একারন তাহারা সাতেং দৌড়িল কিন্তু অন্য শিষ্য পিতর হইতে শীঘ্র দৌড়িয়া উত্তরিল প্রথমে কবরে। ৫ এবং হেঁট হইয়া দেখিল সে কাপড় থুয়া গেল কিন্তু ভিতরে গেল না। ৬ পরে শীমন পিতর ও পাছেং আসিয়া গেল কবরের ভিতরে ও দেখিল সে কাপড় থুয়া হইল ৭ ও কমাল যাহাতে মাথা বন্দ ছিল সে কাপড়ের সহিৎ নহে কিন্তু মুড়ি হইয়া আলাদা রাখিল। ৮ পরে সে অন্য শিষ্য ও যে প্রথম উত্তরিল কবরে ভিতরে যাইয়া দেখিল এবং আস্থা করিল। ৯ একারন তাহারা সে কাল পর্য্যন্ত ধর্ম্ম গ্রন্থ জানিল না যে তিনি নিশ্চয় পুনর্ব্বার উঠিবেন। ১০ পরে শিষ্যেরা আরবার প্রস্থান করিল আপনং ঘরে।

১১ কিন্তু মারিয়া কবরের বাহিরেডাণ্ডাইল ক্রন্দন

করিতেং এবং ক্রন্দন করিতেং হেঁট হইয়া দৃষ্টি করিল
১২ কবরে ও দেখিল দুই দূত শুক্ল বস্ত্রে বসিয়া এক জন
শিয়রে ও আর এক জন পৈতানেযে স্থানে য়েশুর
১৩ শরীর শোয়াইয়া ছিল। এবং তাহারা বলিল তাহাকে
হে নারী কি জন্য ক্রন্দন করিতেছ। সে বলিল তাহার
দিগকে একারন কেহ লইয়া গিয়াছে আমার প্রভুকে ও
১৪ কোথায় রাখিল তাঁহাকে আমি জানি না। সে
এ কথা কহিয়া ফিরিল এবং য়েশুকে তাগুাইয়া দেখিল
১৫ কিন্তু জানিল না যে তিনি য়েশু। য়েশু বলিলেন তাহাকে
নারীভো ক্রন্দন করিতেছ কেন কাহাকে চেষ্টা করিতেছ।
সে মনে করিল এ মালি সেকারন বলিল তাহাকে
মহাশয় যদি তুমি তাহাকে লইয়া গিয়াছ তবে বল
কোথায় থুইয়াছ তাহাকে ও আমি লইয়া যাই তাহাকে
১৬ সেখান হইতে। য়েশু বলিলেন তাহাকে মারিয়াগো
সে ফিরিয়া বলিল তাহাকে রাব্বোনি তাহার অর্থ হে
১৭ আমার গুরু। য়েশু বলিলেন তাহাকে স্পর্শ করিও
না আমাকে একারন এখন ওঠিলাম না আমার পিতার
স্থানে কিন্তু আমার ভ্রাতারদের ঠাঁই যাইয়া বল তাহার
দিগকে আমি ওঠিব আমার ও তোমারদের পিতা এবং
১৮ আমার ও তোমারদের ঈশ্বরের স্থানে। মারিয়া
মাগ্দলেন আসিয়া বলিল শিষ্যগনকে যে সে পাইয়া
ছিল প্রভুর দর্শন ও তিনি কহিয়া ছিলেন এ কথা
তাহাকে।

১৯ ইহা সপ্তার প্রথম দিন সে দিন শায়ং কালে ঘরের কপাট রুদ্ধ হইয়া য়িহোদীরদের ভয়েতে ও শিষ্যেরা সভা হইলে য়েশু আসিয়া ডাণ্ডাইলেন মধ্য স্থানে ও বলিলেন তাহারদিগকে কুশল হওক তোমারদের ।
২০ তিনি এ কথা কহিয়া দেখাইলেন তাহার হাত ও কোঁক তাহারদিগকে । তখন শিষ্যগন আনন্দিত হইল
২১ প্রভুকে দেখিয়া। তৎকালে য়েশু আরবার বলিলেন তাহারদিগকে কুশল হওক তোমারদের । যেমন আমার পিতা পাঠাইয়াছেন আমাকে তেমন আমি পাঠাই
২২ তোমারদিগকে । এবং তিনি এ কথা কহিয়া মুখের হাঁই দিলেন তাহারদের ওপরে ও বলিলেন ধর্ম্মাত্মা
২৩ লও । যাহারদের পাপ তোমরা মাফ কর তাহা মাফ হইয়াছে তাহারদের ঠাঁই ও যাহারদের পাপ তোমরা অমনি রাখ তাহা অমনি থাকে ।

২৪ কিন্তু তমা দ্বাদশের এক জন যাহার খ্যাত নাম দ্বিদিমষ তাহারদের সহিৎ ছিল না যখন য়েশু
২৫ আইলেন । অতএব অন্য শিষ্যেরা বলিল তাহাকে আমরা দেখিয়াছি প্রভুকে । কিন্তু সে বলিল আমি সে খিলের দাগ তাহার হাতে না দেখিয়া ও আমার অঙ্গুলি খিলের দাগে না দিয়া ও তাহার কোঁকে আমার
২৬ হাত না দিয়া আস্থা করিব না । অষ্ট দিনের পরে তাহার শিষ্যেরা আরবার ভিতরে ছিল ও তমা তাহারদের সহিৎ তখন কপাট রুদ্ধ হইয়া য়েশু বিদ্যমান ডাণ্ডাইলেন মধ্য স্থানে ও বলিলেন কুশল হওক
২৭ তোমারদের । পরে তিনি বলিলেন তমাকে অঙ্গুলি

বাড়াইয়া দেখ আমার হস্ত ও তোমার হাত বাড়াইয়া দেহ আমার কোঁকে এবং অনাস্থিক হইও না কিন্তু
২৮ ভক্তি যুক্ত। তাহাতে তমা প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল
২৯ তাহাকে হে আমার প্রভু ও আমার ঈশ্বর। যেশু বলিলেন তাহাকে তমা আমাকে দেখিলে আস্থা করিয়াছ ধন্য তাহারা যাহারা না দেখিয়া আস্থা করিয়াছে।

৩০ যেশু আর অনেক চিহ্ন করিলেন তাহার শিষ্যের
৩১ দের গোচরে যাহা লেখা নহে এ পুস্তকে। কিন্তু এ লেখা হইয়াছে তোমরা আস্থা করিবার কারন যে যেশু আছেন খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র এবং আস্থা করিয়া জীবন পাইবা তাঁহার নামের করনক।

পর্ব্ব ২১ ইহার পরে যেশু আপনাকে আরবার দেখাইলেন শিষ্যেরদিগকে তিবেরিয়া সমুদ্রের তীরে। এই মত
২ তিনি আপনাকে দেখাইলেন। শীমন পিতর ও তমা যাহার খ্যাত নাম দ্বিদিমঘ ও গালিলির কানার নতনাল ও জেবদির পুত্র ও তাহার আর দুই শিষ্য এক স্থানে
৩ হইয়া শীমন পিতর বলিল তাহারদিগকে আমি মৎস্য মারিতে যাই। তাহারা বলিল আমরা ও যাই তোমার সহিৎ। তাহারা তখন যাইয়া নৌকায় প্রবেশ
৪ করিল ও সে রাত্রে কিছু ধরিল না। প্রাত কাল হইলে যেশু তীরে ডাণ্ডাইলেন কিন্তু শিষ্যেরা জানিল
৫ না ইনি যেশু। তখন যেশু বলিলেন তাহারদিগকে শিশুরা কিছু খাইবার আছে রে। তাহারা প্রত্যুত্তর

৬ করিল তাহাকে নহে। তিনি বলিলেন তাহারদিগকে জাল ফেল নৌকার দক্ষিন পার্শ্বে তখন পাইবা। অতএব তাহারা তাহা ফেলিয়া টানিতে পারিল না অনেক
৭ মৎস্যের কারন। অতএব য়েশুর প্রিয় শিষ্য বলিল পিতরকে এ প্রভু। শীমন পিতর শুনি প্রভু কথা শুনিয়া বন্দ করিল তাহার জালিয়ার বস্ত্র একারন উলঙ্গ ছিল
৮ পরে ঝাঁপ দিল সমুদ্রেতে। অন্য শিষ্যেরা ও নৌকায় আইল জাল মৎস্য সমেত টানিতেং একারন ভুমি
৯ বহুত দুর নহে কিন্তু হাত শত দুই এক। তাহারা কিনারায় লাগিয়া কয়লার প্রজলিত আগুন দেখিল সে স্থানে
১০ এবং মৎস্য ও রুটি তাহার উপর। য়েশু বলিলেন তাহারদিগকে যে মৎস্য এখন ধরিয়াছ তাহার কিছু
১১ আনহ। শীমন পিতর যাইয়া জাল কিনারায় টানিল বড় মৎস্য পূর্ন এক শত তিপান্ন কিন্তু এত অনেক
১২ হইয়া জাল ছিড়িল না। য়েশু বলিলেন তাহার দিগকে আইস খাও। এবং কোন শিষ্যের শক্তি ছিল না জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহাকে তুমি কে একারন
১৩ তাহারা জানিল তিনি প্রভু। তখন য়েশু আসিয়া
১৪ রুটি ও মৎস্য লইয়া দিলেন তাহারদিগকে। এ আছে তৃতীয় বার যাহাতে য়েশু দর্শন দিলেন তাহার শিষ্যেরদিগকে তাহার মৃত্যু হইতে উঠনের পরে।—
১৫ খাইলে পরে য়েশু বলিলেন শীমন পিতরকে য়োনার পুত্র শীমনরে এ সমস্ত হইতে প্রেম করিতেছ আমাকে। সে বলিল তাঁহাকে হাঁ প্রভু তুমি জানিতেছ যে আমি প্রেম করি তোমাকে। তিনি বলিলেন তাহাকে আমার

১৬ মেষের বাচ্চাকে প্রতি পালন কর। তিনি দ্বিতীয় বার ও বলিলেন তাহাকে য়োনার পুত্র শীমন প্রেম করিতেছ আমাকে সে বলিল তাঁহাকে হাঁ প্রভু তুমি জানিতেছ যে আমি প্রেম করি তোমাকে। তিনি বলিলেন তাহাকে
১৭ আমার মেষকে প্রতি পালন কর। তিনি বলিলেন তাহাকে তৃতীয় বার য়োনার পুত্র শীমন প্রেম করিতেছ আমাকে। তাহাকে তৃতীয়া বার বলিলে প্রেম করিতেছ আমাকে পিতর দুঃখিৎ হইয়া বলিল প্রভু তুমি সর্ব্বজ্ঞ তুমি জানিতেছ যে আমি প্রেম করি তোমাকে। য়েশু বলিলেন তাহাকে আমার মেষকে
১৮ প্রতি পালন কর। সত্যং আমি বলি তোমাকে তুমি যুবা হইলে আপনাকে বন্দিয়া গিয়াছ যেথানে তোমার ইচ্ছা কিন্তু বৃদ্ধ হইয়া হাত মেলিবা ও অন্য কেহ তোমাকে বন্দিয়া লইয়া যাবে সে স্থানে তোমার
১৯ ইচ্ছা নহে। এ কথা কহিলেন জানাইতে কি প্রকার মরনে করিবে ঈশ্বরের সুখ্যাত। তিনি এ কথা কহিয়া
২০ বলিলেন তাহাকে আমার পশ্চাৎ আইস। তখন পিতর মুখ ফিরিয়া দেখিল সে শিষ্য যাহাকে য়েশু প্রেম করিলেন পাছে আসিতেং সে ও তাহার বুকের ওপর হেলান দিল রাত্রে ভোজনে ও বলিল প্রভু কেডা
২১ দুর্গচ্ছিৎ করিবে তোমাকে। পিতর তাহাকে দেখিয়া
২২ বলিল য়েশুকে এ মানুষ ও কি করিবে। য়েশু বলিলেন তাহাকে যদি আমার ইচ্ছা যে সে থাকে আমার আইসন পর্য্যন্ত তবে তাহা কি কর্ম্ম তোমার।
২৩ আমার পশ্চাৎ বর্ত্তি হও তুমি। তখন এ কথা

বাহিরে গেল ভ্রাতাগনের মধ্যে যে সে শিষ্য মরিবে না কিন্তু য়েশু বলিলেন না যে সে মরিবে না কিন্তু যদি আমার ইচ্ছা যে সে থাকে আমার আইসন পর্য্যন্ত
২৪ তাহা কি কার্য্য তোমার। এ সে শিষ্য যে এ সকলের প্রমান দেয় ও লেখিয়াছে এ সমস্ত। এবং আমরা
২৫ জানি তাহার প্রমান সত্য। আরং অনেক কথা ও আছে যাহা য়েশু করিলেন এবং যদি প্রতি কথা লেখা যায় তবে আমি বুঝি এ জগত ধরিবে না সে সমস্ত পুথি যাহা লেখিতে হবে। আমেন।

প্রেরিতের ক্রিয়া

১ প্রথম পর্ব্ব

১ হে তেয়ফিলস আমি রচিয়াছি সে প্রথম গ্রন্থ সকলের বিষয় যাহা য়েশু করিতে ও শিক্ষাইতে
২ লাগিলেন সে দিন পর্য্যন্ত যাহাতে ধর্ম্মাত্মা করনক তাহার মনোনিত প্রেরিতেরদিগকে আজ্ঞা করিয়া ওপরে
৩ গ্রহনিৎ হইলেন। যাহারদিগকে ও তাহার মরনের পরে অনেক লক্ষনে প্রকাশ হইলেন চল্লিশ দিন তাহারদের ঠাঁই দর্শন দিয়া ও কাথা কহিতেং ঈশ্বরের
৪ রাজ্যের বিষয়। এবং সভা হইয়া তিনি অনুমতি দিলেন তাহারদিগকে য়িরোশলম না ছাড়িতে কিন্তু অপিক্ষ করিতে পিতার অঙ্গিকার যাহা শুনিতে পাইয়াছ
৫ আমার ঠাঁই। একারন য়োহন জলে ডুবাইল সে সত্য কিন্তু তোমরা ডুবিত হইবা ধর্ম্মাত্মায় অল্প দিন
৬ পরে। অতএব তাহারা সভা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে বলিতেং ঈশ্বরহে এখন পুন স্থির করিয়া
৭ দিবা রাজ্য য়িশ্রায়েলকে। তিনি বলিলেন তাহারদিগকে এ তোমারদের কার্য্য নহে জানিতে কাল ও সুকাল যাহা পিতা থুইয়াছেন আপনার শাসনে।
৮ কিন্তু তোমরা পাইবা ধর্ম্মাত্মার বিক্রম ওপর হইতে

আসিতেং তোমারদের ওপরে তাহাতে আমার সাক্ষী হইবা য়িরোশলম ও য়িহোদা ও শমরন দেশে ও
৯ পৃথিবীর শীমা পর্য্যন্ত। এ বানী বলিতেং তাহাকে ওপরে লইয়া গেল ও মেঘ ঢাকিল তাহাকে তাহার
১০ দের দৃষ্টি হইতে। তাহারা তাহার ওপর গমন
১১ দেখিতেং দুই জন শুক্ল পরিচ্ছদে বিদ্যমান হইল যাহারা ও বলিল গালিলি লোকরে স্বর্গেরদিগে দেখিতেং কেন তাগুাইতেছ এই য়েশু যাহাকে স্বর্গে লইয়াছে তোমারদিগ হইতে তিনি আসিবেন যেমন তোমরা
১২ দেখিয়াছ তাহার স্বর্গে গমন। পরে তাহারা ফিরিয়া গেল য়িরোশলমে সে পর্ব্বত হইতে যাহা বলে তিত্ত বৃক্ষের যাহা য়িরোশলম হইতে এক শাবত দিনের গমন।

১৩ এবং তাহারা প্রবেশ করিয়া গেল এক ওপর কুটরিতে যেখানে থাকিল পিতর ও যাঁকুব ও য়োহন ও আন্দ্রি ও ফিলিপ ও তমা ও বার্তোলমি ও মাত্তিও ও ক্লপয়ির পুত্র যাঁকুব ও শীমন জলন্ত ও যাঁকুবের পুত্র
১৪ য়িহোদা। ইহারা সকল নিত্য এক মনে কামনা ও নিবেদন করিতেং ছিল নারীগন ও য়েশুর মাতা মারিয়া ও তাহার ভ্রাতারদের সহিৎ।

১৫ তৎকালে পিতর খাড়া হইল শিষ্যেরদের মধ্যখানে তাহারা হইল নামং এক শত কুড়ি জন তখন
১৬ বলিলেন মনুষ্য ভাইরে এ গ্রন্থ প্রত্যক্ষ করিতে জুয়ায় যাহা ধর্ম্মাত্মা বলিলেন দাওদের মুখ দিয়া য়িহোদার

বিষয় যে পথ দেখাইল তাহারদিগকে যাহারা ধরিল
১৭ য়েশুকে একারন সে জন গননা গেল আমারদের
১৮ সহিৎ ও তাহার ছিল এ সেবার মহাংশ। এ
মানুষ অধর্ম্মার্থের ভাড়া দিয়া ক্ষেত্র ক্রয় করিল পরে
অধমুখে মৃত্তিকায় পড়িয়া ফাটিল মধ্যে খানে ও তাহার
১৯ সকল নাড়ী ভুড়ি বাহির হইল। এ কার্য্য জানা গেল
য়িরোশলমের সমস্ত গৃহস্থেরদিগকে তাহাতে তাহার
দের ভাষায় সে ক্ষেত্রের নাম হইল হকেলদমা তাহার
২০ অর্থ রক্ত ক্ষেত্র। গীতের পুস্তকে ও লেখা হইয়াছে
হওক তাহার বসতি অরন্য ও নর শূন্য আর এক জন
২১ ও লওক তাহার কার্য্য। অতএব সে লোকেরদের
মধ্যে যাহারা হইয়া ছিল আমারদের সহিৎ যে কালে
প্রভু য়েশু ভিতরে বাহিরে গেলেন আমারদের দৃষ্টে
২২ য়োহনের ডুব হইতে সে দিন পর্য্যন্ত যাহাতে তাহাকে
লইয়া গিয়াছে আমারদিগ হইতে আবশ্যক আছে
তাহারদের এক জন করাইতে তাহার পুনরুত্থানের
২৩ সাক্ষী। এতদর্থে তাহারা নিযুক্ত করিল দুই জন
যুসফ যাহাকে বলে বারশবা ও যাহার খ্যাত নাম
২৪ য়ুস্তস এবং মতীয়া। তখন নিবেদন করিয়া বলিল
হে য়িহহা সর্ব্ব অন্তঃকরন জ্ঞাত দেখাও এ দুই জনের
২৫ কাহাকে পছন্দ করিয়াছ এ সেবা ও প্রেরিতের ভার
লইতে যাহা হইতে য়িহোদা ঘাইট করিয়া পড়িল
২৬ আপনার স্থানে যাইবার কারন। পরে গুলিবাঁট

করিয়া হাঁট পড়িল মতীয়ার ওপর ও সে গননা গেল একাদশ প্রেরিতের সহিৎ ।

পর্ব্ব ২ পেন্তেকস্ত দিন পূর্ন্ন হইলে তাহারা সকল এক মনে সভা হইল এক স্থানে তৎকালে আচম্বিত শব্দ হইল স্বর্গ হইতে মহা প্রচণ্ড বায়ুর মত ও ভরাইল সে সমস্ত ঘর ৩ যাহাতে তাহারা বসিয়া থাকিল। তখন অগ্নির ন্যায় দুই ভাগ চিড়া জুব্বা দেখা গেল ও বসিল সকলের মাথায়। ৪ তাহাতে তাহারা হইল ধর্ম্মাত্মা পূর্ন্নিৎ ও অন্য ভাষা কহিতে লাগিল যেমন আত্মা কহিতে দিলেন তাহার ৫ দিগকে। তৎকালে পুন্যবান য়িহোদীরা বাস করিল ৬ য়িরোশলমে স্বর্গের নিচে প্রতি বর্ন্ন হইতে। এ কার্য্য প্রকাশ হইলে মানুব্য দৌড়িল এক ঠাঁই ও প্রতি জন তাহারদিগকে আপনার নিজ ভাষা কহিতে২ শুনিয়া ৭ বিশ্ময় হইল। অতএব সকল মূর্চ্ছিৎ ও চমকিত হইল পরস্পর বলিতে২ ইহারা সকল গালিলী নহে ৮ যাহারা কথা কহে তবে আমরা প্রতি জন কেমনে ৯ শুনি আপনার২ জন্ম দেশের ভাষা পার্ত্তী ও মাদী ও আইলমী ও মেসপোতামি ও য়িহোদা দেশি ও ১০ কপদোকি ও পন্তুষ ও আসিয়া ফ্রিগিয়া ও পাম্ফলিয়া ও মিসর ও লিবিয়া কিরেনের নিকট ভাগের প্রজা ১১ রোমে প্রবাসি য়িহোদীরা ও অন্য গতি কারক ক্রেতী ও ঔরাবীরা আমরা তাহারদিগকে শুনি আমারদের ১২ নিজ ভাষায় কহিতে২ ঈশ্বরের মহা কার্য্য। অতএব মানব্য চমকিত হইল ও মনে দিধা থাকিয়া পরস্পর

১৩ বলিল এ কি। আর কেহ২ শ্লেষ করিতে২ বলিল ইহারা নূতন দ্রাক্ষা রস পূর্ন্নিত।
১৪ তাঁহাতে পিতর একাদশের সহিৎ চেঁচাইয়া বলিল য়িহোদী লোক ও য়িরোশলমের গৃহস্থরে ইহা জ্ঞাত
১৫ হও ও শুন আমার বচন একারন দিন এক প্রহর কেবল হইলে ইহারা বেশুর নহে যেমন তোমরা মনে
১৬ কর কিন্তু এ য়োএল ভবিষ্যৎ বক্তার যাহা বলিল
১৭ য়িহুহা বলেন সে দিনে এমন হইবে আম্বার আত্মা ঢালিব সমস্ত প্রানির ওপর তাহাতে তোমারদের পুত্র কন্যা কহিবে ভবিষ্যৎ বাক্য তোমারদের যুবা দর্শনীয় দেখিবে ও তোমারদের জীর্ন লোক স্বপ্ন দেখিবে।
১৮ আমার দাস দাসীরদের ওপর ও আমার আত্মা ঢালিব
১৯ তাহাতে তাহারা ভবিষ্যৎ বাক্য বলিবে আমি ও করিব লক্ষন স্বর্গে যাহা ওপরে ও চিহ্ন পৃথিবীতে যাহা
২০ নিচে রক্ত ও অগ্নি ও ধুমা কুঙ্কুটি সূর্য্য হইবে অন্ধকার ও চন্দ্র রক্ত য়িহুহার সে বড় ও অদ্ভুৎ দিনের
২১ পূর্ব্বে। কিন্তু যে কেহ নিবেদন করে য়িহুহার নামে
২২ সেই পাইবে পরিত্রান। হে য়িশরাল লোক শুন এ কথা য়েশু নাজরেন এক জন যিনি পরাক্রম ও অদ্ভুৎ ক্রিয়া ও লক্ষন দিয়া ঈশ্বরে ব্যাখ্য হইল যাহা ঈশ্বর করিলেন তাহার করনক তোমারদের মধ্যে যেমন তোমরা
২৩ ও জান তিনি ঈশ্বরের নিলা ও পূর্ব্ব জ্ঞানে গচ্ছিত হইলে তোমরা লইয়া ক্রুসে টাঙ্গাইয়াছ ও বধ করিয়াছ
২৪ পামর হাত দিয়া তাহাকে ঈশ্বর জীবাইয়াছেন মৃত্যুর জন্ত্রনা ঘুচিয়া একারন অসাধ্য তাহাকে

২৫ তাহারে ধরিয়া রাখিতে। দাঊদ ও বলিলেন
তাহার বিষয় আমি যিহুহাকে দেখিয়াছি আমার
সন্মুখে তিনি আমার দক্ষিনে সে কারন আমি লড়িব
২৬ না সে কারন ও আমার হৃদয় হর্ষ ও আমার
জিহ্বা আনন্দিৎ আমার দেহ ও ভরসায় শুইবে
২৭ একারন আমার প্রান নরকে ছাড়িবা না ও তোমার
২৮ ধার্ম্মিককে ও ক্ষয় দেখিতে দিবা না। আমার
স্থানে জানাইয়াছ জীবনের পথ তোমার মুখ দেখাইয়া
২৯ ওল্লাষ পূর্ন করিয়াছ আমাকে। লোক ভাইরে
আমি পষ্ট কথা কহি তোমারদিগকে দাঊদ পিতৃর
বিষয় তিনি মরিয়াছেন ও কবরে শয়ন হইয়াছেন
তাহার কবর ও থাকে আমারদের এখানে আজি পর্য্যন্ত
৩০ তিনি ভবিষ্যৎ বক্তা হইয়া ও জ্ঞাত হইয়া যে ঈশ্বর
কিরা করিয়া বলিয়া ছিলেন তাহাকে তাহার ওরস
সন্তান হইতে খ্রীষ্ট ওৎপন্ন করিতে বসিবার জন্য
৩১ তাহার সিংহাসনের ওপর ইহা পূর্ব্ব জ্ঞাত হইয়া
বলিলেন খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বিষয় যে তাহার প্রান
নরকে ছাড়া থাকে না ও তাহার শরীর ক্ষয় দেখিল
৩২ না। এ য়েশুকে ঈশ্বর ওঠাইয়াছেন যাহার সাক্ষী
৩৩ আমরা সকল তিনি ঈশ্বরের দক্ষিনে ওত্থান হইয়া
ও পিতার স্থানে ধর্ম্মাত্মা অঙ্গিকার পাইয়া ইহা ঢালি
য়াছেন আমারদের ওপর যাহা তোমরা দেখিতেছ ও
৩৪ শুনিতেছ। দাঊদ স্বর্গে না গিয়াছেন বটে কিন্তু
আপনি বলিলেন যিহুহা বলিলেন আমার ভগবানকে
৩৫ বস আমার দক্ষিনে যাবৎ পর্য্যন্ত আমি করি তোমার

৩৬ শত্রু তোমার পদাসন। অতএব য়িশরালের সকল বংশ নিশ্চয় জানুক যে ঈশ্বর করিয়াছেন এই য়েশু যাহাকে তোমরা ক্রুসে হত্যা করিলা দুই প্রভু ও খ্রীষ্ট।

৩৭ তাহারা এ কথা শুনিয়া অন্তঃকরনে বিদ্ধিৎ হইল এবং পিতর ও অন্য প্রেরিতকে বলিল লোক ভাইরে

৩৮ আমরা কি করিব। কিন্তু পিতর বলিলেন তাহার দিগকে খেদ কর ও পাপ মোচন চিহ্নে প্রতি জন ডুবিত হও য়েশু খ্রীষ্টের নামে তাহাতে পাইবা ধর্ম্মাত্মা দান।

৩৯ একারন সে অঙ্গিকার তোমার ও তোমার সন্তানের দিগে ও যে লোক দূরে থাকে বটে যত লোক য়িহুহা

৪০ আমারদের ঈশ্বর ডাকিবেন। পরে আরং এমন কথা কহিয়া প্রমান দিলেন ও হিতার্থে বলিলেন

৪১ কহিয়া নিস্তার হও এ পামর পুরুষ হইতে। তাহাতে যত লোক মনে লইল তাহার বানী তত ডুবিত হইল এবং সেই দিন সহস্র তিনেক লোক তাহারদের সমযোগি হইল।

৪২ তাহারা ও নিত্য থাকিল প্রেরিতেরদের প্রকরন এ সম্ভাসে ও রুটি ভাঙ্গিতেং ও কামনা করিতেং।

৪৩ সকলের ওপর ও বড় ভয় পড়িল এবং প্রেরিতেরদের

৪৪ হাত দিয়া হইল অদ্ভুৎ ক্রিয়া ও চিহ্ন। সমস্ত যাহারা প্রত্যয় করিল তাহারা ও হইল একে ও সমস্ত দ্রব্য

৪৫ হইল সমান তাহারদের অধিকার ও ধন ও বিক্রয় করিয়া ভাগং করিল সকলের ঠাঁই যেমন প্রতি জনের

৪৬ আবশ্যক হইল। তাহারা ও সারা দিন মৃত্তিকা

থাকিল এক মনে ও ঘরেং রুটি ভাঙ্গিতেং খাইল তাহারদের আহার হরিষ ও মনের এক সন্ধান হইয়া
৪৭ ঈশ্বরকে স্তব করিতেং ও সকলের সুখ্যাত পাইয়া। এবং য়িহুহা ত্রান প্রাপ্য লোক নিত্য বাড়িলেন মণ্ডলিতে।

পর্ব্ব ৩ তৎকালে পিতর ও য়োহন মন্দিরকে গেল এ হইল প্রার্থনা কালে তাহা তিন প্রহর দিনে। সেখানে এক জন মাতার গর্ব্ভাবধি খোড়া থাকিল যাহাকে লোক বহিয়া খুইল দিন রদিন মন্দিরের সে দ্বারে যাহা বলে সুন্দর ভীক্ষা মাঁগিতে তাহারদের ঠাঁই যাহারা মন্দিরকে
৩ যায় সে জন পিতর ও য়োহনকে মন্দিরকে যাইবার
৪ মত দেখিয়া ভীক্ষা মাঁগিল। তখন পিতর ও য়োহন তাহারদিগে দৃষ্টি করিয়া বলিল আমারদের দিগে
৫ দেখ। সে মানিল তাহারদের কথা ভরসা করিয়া
৬ কিছু পাইতে তাহারদের ঠাঁই। তাহাতে পিতর বলিল রূপা সোনা আমার কিছু নহে কিন্তু আমার যাহা আছে তাহা দেই তোমাকে য়েশু খ্রীষ্ট নাজরেনের
৭ নামে ওঠ বেড়াও। পরে তাহার দক্ষিন হাত ধরিয়া ওঠাইল তাহাকে তাহাতে তাহার পদ ও গোড়াগাইট
৮ জোর পাইল। তাহাতে সে লাফ দিল ও খাড়া হইল ও বেড়াইল ও মন্দিরকে তাহারদের সঙ্গে যাইয়া হাঁটিল
৯ লাফ দিতেং ও ঈশ্বরকে স্তব করিতেং। তখন সকল লোক তাহাকে বেড়াইতেং ও ঈশ্বরকে স্তব
১০ করিতেং দেখিয়া জানিল এ সে জন যে বসিল ভীক্ষা

৩ তৃতীয় পর্ব্ব প্রেরিতের ক্রিয়া

যাঁগিতে মন্দিরের সুন্দর দ্বারে তাহাতে মহা চমৎকিৎ হইল সে ক্রিয়াতে।

১১ সে খোড়া সুস্থ পায়া মানুষ পিতর ও য়োহনকে ধরিলে সমস্ত লোক বিস্ময় হইয়া দৌড়িতে২ আইল
১২ তাহারদের ঠাঁই শলমার পীড়ায়। তখন পিতর হেড়িয়া বলিল লোককে য়িশরালী মানুষেরারে ইহাতে বিস্ময় বদনে কেন ও আমারদিগকে দেখিতেছ কেন যেমন আপনারদের বিক্রম কিম্বা ধর্ম্মে ইহাকে
১৩ হাঁটাইতাম। আবরহাম য়িজহ্বক ও যাঁকুবের ঈশ্বর আমারদের পিতৃরদের ঈশ্বর করিয়াছেন তাহার পুত্র য়েশুর বড় নাম যাহাকে তোমরা কুণ্ঠিত করিলা ও তাহাকে হেজ্ঞান করিলা পীলতের সাখ্যাতে যে বিচার
১৪ করিয়া চাহিল তাহাকে ছাড়িয়া দিতে কিন্তু তোমরা সে ধার্ম্মিক ও প্রকৃতার্থিককে হেজ্ঞান করিয়া চাহিলা
১৫ এক জন খুন কর্ত্তার মুক্ত ও হত্যা করিলা জীবনের রাজা যাহাকে ঈশ্বর পুনঃ জীবাইলেন যাহাতে আমরা
১৬ সাক্ষী তাহার নাম সে নামে ভক্তি করনক ও এ মানুষকে বলবান করাইয়াছে যাহাকে তোমরা দেখ এবং চিন বটে সে ভক্তি যাহা তাহারে দিয়াছে তাহাকে এ সুস্থতা তোমারদের সকলের গোচার
১৭ এখন ভাইরে আমি জানি যে তোমরা ও তোমারদের
১৮ অধ্যক্ষ অজ্ঞাত হইয়া ইহা করিল কিন্তু ঈশ্বর যাহা বলিয়াছেন তাহার সকল ভবিষ্যৎ বক্তার মুখ দিয়া যে খ্রীষ্ট মরিবেন তাহা এমন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।
১৯ অতএব খেদ কর ও অন্য মনে হও তোমারদের পাপ

বিমোচনের কারন তাহতে বিশ্রাম কাল আসিতে পারিবে
২০ যিহুহার স্বস্থান হইতে ও তিনি পাঠাইবেন য়েশু খ্রীষ্ট
২১ যাহার বিষয় পূর্ব্ব কহা গেল তোমারদিগকে যাহাকে
স্বর্গে ধরিতে জুয়ায় সমস্তের পুনঃ সাজনে কাল পর্য্যন্ত
যাহা ঈশ্বর কহিয়াছেন তাহার সকল পুন্য ভবিষ্যৎ
বক্তার মুখ দিয়া যাহারা হইল কালের প্রথমাবধি।
২২ মোশা ও বলিলেন পিতৃরদিগকে যিহুহা তোমারদের
ঈশ্বর আমার ন্যায় ভবিষ্যৎ বক্তা উৎপন্ন করিবেন তো
মারদের কারন আপনারদের ভ্রাতারদিগ হইতে তাহার
২৩ বচন শুন সকলে যাহাং বলেন তোমারদিগকে এবং
প্রতি প্রানি যে শুনে না সে ভবিষ্যৎ বক্তা ছেদন করিতে
২৪ হইবে তাহার লোক হইতে। সর্ব্ব ভবিষ্যৎ বক্তা
ও শামুএল অবধি ও তারপর যত কহিয়াছে বলি
২৫ য়াছে এ দিন হইবা। তোমরা ভবিষ্যৎ বক্তা ও সে
বন্দবস্তের সন্তান যাহা ঈশ্বর করিলেন আমারদের
পিতৃরদের সহিৎ আবরহামকে কহিয়া তোমার সন্তানে
পৃথিবীর সর্ব্ব বংশ আশির্ব্বাদ প্রাপ্য হইবেক।
২৬ ঈশ্বর তাহার পুত্র য়েশুকে উঠাইয়া পাঠাইয়াছেন তোমার
দের স্থানে প্রথমে তোমারদের প্রতি জন তাহার পাপ
হইতে ফিরাইতেং আশির্ব্বাদ দিতে তোমারদিগকে।

পর্ব্ব ৪

তাহারা লোককে কথা কহিতেং যাজক ও মন্দিরের
কর্ত্তা ও শাদুকিরা আইল তাহারদের ঠাঁই কষ্ট
হইয়া যে তাহারা শিক্ষাইল লোককে ও জানাইল
৩ মৃত্যুর পুনরুত্থান য়েশু করনক। অতএব তাহারা

হাতে ধরিয়া কএদ করিল তাহারদিগকে পর দিন
৪ পর্য্যন্ত সন্ধ্যা তখন হইয়া। কিন্তু অনেক যাহারা
বাক্য শুনিয়া ছিল আস্থা করিল তাহারদের সঙ্খ্যা জন
৫ সহশ্র পাঁচেক। পর দিনে য়িরোশলমে সভা
হইল তাহারদের অধ্যক্ষ ও প্রাচিন ও অধ্যাপকেরা
৬ ও হনা প্রধান যাজক ও কায়াফা ও য়োহন ও
৭ আলেক্সান্দ্র ও যত লোক প্রধান যাজকের কুটুম্ব। পরে
তাহারদিগকে মধ্যে স্থানে বসাইলে তাহারা জিজ্ঞাসা
করিল কি পরাক্রমে কিম্বা কি নামে ইহা করিয়াছ।
৮ তাহাতে পিতর ধর্ম্মাত্মা পূর্ণিৎ হইয়া বলিল তাহার
দিগকে হে লোকের প্রধান ও য়িশরালের প্রাচিন
৯ অদ্য যদি আমরা বিচার্য্য হই সে ভাল কর্ম্মের বিষয়
যাহা সে দুর্ব্বল মানুষকে সে কেমনে আরাম
১০ পাইয়াছে। তবে জান তোমরা ও য়িশরালের
সর্ব্ব লোক জানুক যে য়েশু খ্রীষ্ট নাজরেন যাহাকে
তোমরা ক্রুসে খুন করিয়াছ যাহাকে ঈশ্বর উঠাইলেন
মৃত্যু হইতে তাহার নামে এ মানুষ সুস্থ ডাণ্ডায়
১১ তোমারদের গোচরে। এ সে পাথর যাহা তোমরা
রাজেরা তুচ্ছ করিলা তাহা হইয়াছে কোনের প্রধান
১২ আর কোন কাহারে ও ত্রান নহে একারন স্বর্গের তলে
মনষ্যেরদের মধ্যে আর কোন নাম নহে যাহা দিয়া
১৩ আমারদের ত্রান হইতে জুয়ায়। তাহারা পিতর ও
য়োহনের নির্ভয় মন দেখিয়া এবং বুঝিয়া যে তাহারা
অজ্ঞান ও মুর্খ লোক চমকিৎ হইল ও জানিতে পাইল যে

১৪ তাহারা হইয়া ছিল য়েশুর সহিৎ। পরে সে সুস্থ মানুষকে দেখিলে তাহারদের মধ্যখানে খাড়া থাকিয়া
১৫ কিছু বিপরিত কহিতে পারিল না। কিন্তু সভার বাহিরে যাইতে বলিলে তাহারা পরস্পর যুক্তি করিল
১৬ কহিয়া আমরা কি করিব এ লোককে একারন য়িরোশমের সর্ব্ব গৃহস্থের ঠাঁই এ বড় আশ্চর্য্য প্রকাশ হইয়াছে তাহারদের করনক আমরা ও তাহা হেয়জ্ঞান
১৭ করিতে পারি না। কিন্তু তাহা আর না ঘোষিবার কারন লোকের মধ্যে আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া মানা করি তাহারদিগকে কোন কাহাকে এ নামে কহিতে।
১৮ পরে তাহারদিগকে ডাকিয়া তাহারা মানা করিল
১৯ কাহাকে কহিতে কি শিক্ষাইতে য়েশুর নামে। কিন্তু পিতর ও য়োহন প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহারদিগকে ঈশ্বরের দৃষ্টে প্রকৃত তোমারদিগকে শুনিতে ঈশ্বরের
২০ আগে তাহা বিচার কর তোমরা একারন যাহা আমরা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহা কহিতে লঙ্ঘিতে পারি না।
২১ পরে তাহারা আর প্রতিজ্ঞা করিয়া বিদায় করিল তাহারদিগকে সাস্তি দিবার কিছু না পাইয়া লোকের নিমিত্ত একারন এ কার্য্যে সমস্ত লোক করিল ঈশ্বরের
২২ নাম। সে মানুষ হইল চল্লিশ বৎসর বয়ক্রমাধিক যাহারে এ সুস্থ করনের লক্ষন হইল।

২৩ তাহারা বিদায় পাইয়া গেল আপনারদের সহায়ের ঠাঁই ও বলিল যত কহিয়া ছিল তাহারদিগকে প্রধান
২৪ যাজক ও প্রাচিন লোক। তাহারা শুনিয়া এক মনে চেঁচাইয়া বলিল ঈশ্বরকে হে য়িহুহা তুমি ঈশ্বর তুমি

সৃজন করিয়াছ স্বর্গ পৃথিবী সমুদ্র ও যাহাং তাহার
২৫ দের মধ্যে তোমার দাস দাঙদের মুখ দিয়া কহিয়াছ
বর্ন্নগন কেন ওদ্ধ হই ও লোক কেন অনর্থক কার্য্য
২৬ চাওরে পৃথিবীর রাজা খাড়া হয় ও অধ্যক্ষেরা পরামর্শ
করে য়িহুহা ও তাহার অভিশেকির বিপরিতে।
২৭ একারন নিশ্চয় তোমার ধার্ম্মিক শিশু য়েশু যাহাকে
তুমি অভিশেক করিয়াছ তাহার বিপরিতে হেরোদ ও
পন্তিয়ষ পীলাত অন্য বর্ন্ন ও যিশরাল লোক সুদ্ধ সভা
২৮ হইল করিতে যাহা তোমার হাত ও তোমার নিয়ত নিরুপন
২৯ করিল করিতে। এমন অরে য়িহুহা দেখ তাহারদের
প্রতিজ্ঞা ও তোমার দাসেরদিগকে দেহ নির্ভয় কহিতে
৩০ তোমার বচন তোমার হাত বাড়াইয়া সুস্থ করিতে
এবং চিহ্ন ও আশ্চর্য্য কার্য্য করিতে তোমার ধার্ম্মিক
৩১ শিশু য়েশুর নাম দিয়া। তাহারা কামনা করিতেং
স্থান লড়িল যাহাতে তাহারা সভা হইল ও তাহারা
সকল ধর্ম্মাত্মা পূর্ন্নিৎ হইয়া নির্ভয় বলিল ঈশ্বরের
কথা।

৩২ ও যাহারা আস্থা করিল তাহারদের মণ্ডলির হইল
এক অন্তঃকরন ও এক প্রান এবং কেহ তাহার ধন নিজ
বলিল না একারন সকল হইল সকলের সমান।
৩৩ প্রেরিতেরা ও মহা পরাক্রমে দিল প্রভু য়েশুর পুনরুত্থা
নের প্রমান এবং মহা অনুগ্রহ হইল সকলের ওপর।
৩৪ তাহারদের কেহ ভন্নাস্তিক হইল না একারন যাহারা ভূমি
কি আলয়ের অধিকারি তাহারা তাহা বিক্রয় করিলে

৩৫ মূল্য আনিয়া ফেলিল প্রেরিতেরদের পায়ে ও তাহা ভাগ হইল প্রতি জনকে তাহার প্রয়োজনের মত।
৩৬ য়োশে তাহার নাম প্রেরিতেরা বলিল বারনাবা তাহার
৩৭ অর্থ শান্তনার শিশু কুপ্রস দেশের এক লোক তাহার ভূমি হইয়া তাহা বিক্রয় করিল এবং মূল্য আনিয়া দিল প্রেরিতেরদের চরনে।

পর্ব্ব ৫

১ কিন্তু এক জন তাহার নাম হননীয়া ও তাহার জাইয়া শফীরা অধিকার বিক্রয়
২ করিল ও মূল্য কিছু গুপ্তে রাখিল তাহার পত্নী ও জ্ঞাত হইয়া পরে কিছু টাকা আনিয়া দিল প্রেরিতের
৩ দের পদে। তাহাতে পিতর বলিল হে হননীয়া সয়তান কেমনে ভরিয়াছে তোমার অন্তঃকরন মিথ্যা কথা কহিতে ধর্ম্মাত্মাকে ও ভূমির তঙ্কা কিছু গুপ্তে
৪ রাখিতে। তাহা থাকিলে তোমার নিজ হইল না ও বিক্রয় হইলে তোমার পরাক্রমে নহে। তবে অন্তঃকরনে কেন স্থির করিতে এ কার্য্য মনুষ্যকে মিথ্যা
৫ কথা না কহিয়াছ কিন্তু ঈশ্বরকে। হননীয়া এ বচন শুনিয়া পড়িয়া মরিল তাহাতে যত লোক ইহা শুনিল
৬ সে সকলের মহা ত্রাস হইল। ও যুবারা তাহাকে
৭ বহিয়া বাহির করিল ও কবরে শোয়াইল। দণ্ড তিনেক ইহার পরে তাহার পত্নী এ সকল অজ্ঞাত
৮ হইয়া ভিতরে আইল। তাহাতে পিতর উত্তর করিল তাহাকে কহ আমাকে এত মূল্যের কারন ভূমি বিক্রয় করিয়াছ। সে বলিল তাহাকে সত্য এত মূল্যে।
৯ পিতর বলিল তাহাকে এ কি তোমরা এমন মন মিলিয়াছ য়িহুহার আত্মায় পরিক্ষা করিতে। দেখ যাহারা

তোমার স্বামীকে কবরে শোয়াইয়াছে তাহারদের পা
১০ দ্বারে ও লয়া যাবে তোমাকে। তাহাতে সে সত্তর তাহার
চরনে পড়িয়া মরিল ও যুবারা প্রবেশ করিলে তাহাকে
দেখিল মরা পরে বহিয়া কবরে শোয়াইল তাহার পত্তির
১১ বগলে। ইহাতে সকল মণ্ডলি ও যত লোক শুনিতে পাইল
১২ এ সমাচার ইহারদের বড় ভয় হইল। প্রেরিতেরদের
হাত দিয়া ও অনেক লক্ষন ও আশ্চর্য্য কার্য্য করা
হইল লোকেরদের মধ্যে ও তাহারা সর্ব্ব জন এক মনে
১৩ থাকিল শলমার পীড়ায় আর কেহ নির্ভয় হইল
না তাহারদের সময়োগ হইবারে কিন্তু সমস্ত করিল
১৪ তাহারদের বড় নাম ও প্রভুর ভক্ত বহু বাড়িল
১৫ অনেক২ পুরুষ ও স্ত্রী তাহাতে গলিতে আনিল
পীড়িতকে বিছানা ও খাটায় শুয়াইয়া পিতর সে দিগা
যাইয়া ছাইবার কারন তাহারদের কতক জন।
১৬ অনেক লোক একত্তর আইল য়িরোশলমের চতুর্দ্দিগের
নগর হইতে পীড়িৎ ও ভূতে ধরা সঙ্গে আনিয়া
যাহারা সকলে সুস্থ হইল।

১৭ তাহাতে প্রধান যাজক ও তাহার সহায় শাদুকী বর্ন
১৮ প্রজ্বলিত হইয়া ওঠিল ও প্রেরিতেরদিগকে ধরিয়া
১৯ ইতরের কারাগারে ফেলিল। কিন্তু রাত্রে য়িহুহার
দূত কারগারের দ্বার খুলিয়া বাহির করিলেন তাহার
২০ দিগকে কহিয়া যাও এবং মন্দিরের দ্বারে ডাণ্ডাইয়া
কহ এ প্রমাত্রর সমস্ত বচন লোকেরদের শ্রবনে।
২১ তাহারা সে বানী শুনিলে ভোরে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া
শিক্ষাইল। তৎকালে প্রধান যাজক ও তাহার

সহায় সভা ও য়িশরালের সন্তানের মন্ত্রীরদিগকে একত্তর ডাকিয়া পাঠাইল কারগারে তাহাদিগকে আনি
২২ বার কারন। কটোয়ালেরা যাইয়া পাইল না তাহার দিগকে কারাগারে। অতএব ফিরিলে সমাচার দিল
২৩ বলিয়া আমরা কারাগার বড় সাবধান রুদ্ধ পাইলাম ও চৌকিদার ডাণ্ডাইয়া দ্বারের সন্মুখে সে সত্য কিন্তু
২৪ দ্বার খুলিয়া কাহাক ওদ্দেশ পাইলাম না। যাজক ও মন্দিরের কর্ত্তা ও প্রধান যাজক এ কথা শুনিয়া বড়
২৫ ভাবনা করিল এ কি হইবে। তাহাতে এক জন আসিয়া সমাচার দিল বলিয়া দেখ যে লোক তোমরা রুদ্ধ করিলা তাহারা মন্দিরে খাড়া হইয়া শিক্ষাইতেছে
২৬ লোকেরদিকে। তখন সেনাপতি ও কটোয়ালেরা গেল ও জোর না করিয়া আনিল তাহারদিগকে একারন তাহারা বড় ভয় করিল লোক পাথর মারিবে তাহার
২৭ দিগকে কি না তাহারা তাহারদিগকে আনিয়া বসাইল
২৮ সভায়। পরে প্রধান যাজক জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল তাহারদিগকে আমরা এ নামে শিক্ষাইতে নিশ্চয় মানা না করিলাম তোমারদিগকে কিন্তু দেখ তোমার শিক্ষন পূর্ন্ন করিয়াছ য়িরোশলম ও এ মানুষের খুন
২৯ আনিতে চাহ আমারদের ওপর। তখন পিতর ও প্রেরিতেরা প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল ঈশ্বরকে মানিতে
৩০ জুয়ায় মনুষ্য হইতে অধিক। আমারদের পিতৃর দের ঈশ্বর জীবাইলেন য়েশুকে যাহাকে তোমরা গাছের
৩১ ওপরে টাঙ্গাইয়া খুন করিলা ঈশ্বর তাহাকে আপনার দক্ষিনে ওচ্চা করাইয়া করিয়াছেন অধ্যক্ষ

ও ত্রান কর্ত্তা খেদ ও পাপ মোচন দিবার জন্য য়িশরালি
৩২ কে। আমরা এবং ধর্ম্মাত্মা ও যাহা ঈশ্বর দিয়া
ছেন তাহার আজ্ঞা বর্ত্তেরদিগকে এ কথার সাক্ষী।
৩৩ তাহারা এ কথা শুনিয়া ক্রোধাভিষ্ঠ হইল ও যুক্তি
৩৪ করিল বধ করিতে তাহারদিগকে সকল। তখন
এক জন ফারিসি গুরু বিজ্ঞ ও সকল লোকে সম্ভ্রান্ত
তাহার নাম গমালিএল ওঠিয়া আজ্ঞা দিল প্রেরিতের
৩৫ দিগকে কিঞ্চিত কাল বাহির করিতে পরে বলিল
তাহারদিগকে য়িশরালী লোকরে সাবধান কি করিতে
৩৬ চাহ এ মানুষেরদিগকে একারন এ কালের পূর্ব্বে
তদা ওৎপন্ন হইল বলিতেং আপনি কেহ বড় তাহার
সহিৎ হইল জন শত চারেক সে বিনাশ হইল ও
তাহার যত সহায় ছড়িয়া গেল ও হইল কিছু নহে।
৩৭ তারপর জন ঘর্দ কালে গালিলির য়িহোদা ওৎপন্ন
হইল ও তাহার সহায় করিল অনেক লোক সে বিনাশ
৩৮ হইল ও তাহার সহায় সমস্ত ছড়িয়া গেল। অতএব
আমি বলি তোমারদিগকে এ লোককে ত্যাগ কর ও
তাহারদিগকে কিছু করিও না একারন এ যুক্তি ও এ
৩৯ কার্য্য যদি মনুষ্য হইতে তবে আলিয়া যাইবে কিন্তু
যদি ঈশ্বর হইতে তবে তাহা পরাজয় করিতে পার না
নতুবা খ্যাত হইবা রন করিতে ঈশ্বরের সহিৎ।
৪০ তাহারা মনে লইল তাহার কথা পরে প্রেরিতেরদিগকে
ডাকিল ও মারিয়া আজ্ঞা দিল য়েশুর নামে না কহিতে
৪১ পরে বিদায় করিল তাহারদিগকে। অতএব তাহারা
প্রস্থান করিল সভা হইতে আনন্দিৎ হইয়া যে তাহারা

৪২ তাহার নামেরার্থে লজ্জা পাওনের যোগ্য। এবং মন্দিরেতে ও ঘরে২ তাহারা সমস্ত দিন ত্যাগ করিল না শিক্ষাইতে ও ঢোঁড়ি দিতে য়েশু খ্রীষ্ট।

পর্ব্ব ৬ সে কালে শিষ্যেরা বহু বৃদ্ধ হইয়া গ্রীকের কন্দল হইল ইব্রীরদের সহিত এক্কারন নিত্য দানে তাহারদের বিধবাকে ছাড়িয়া গেল।

২ তাহাতে দ্বাদশ জন মানব্যকে ডাকিয়া বলিল আমরা ঈশ্বরের কথা

৩ ছাড়িয়া মেজের কার্য্য করিতে উচিৎ নহে অতএব ভাইরে তোমরা আপনারদিগ হইতে পছন্দ কর সাত জন সুখ্যাত ধর্ম্মাত্মা ও জ্ঞান পূর্ণিৎ যাহারদিগকে নিযুক্ত

৪ করিতে পারি এ কার্য্য করিতে কিন্তু আমরা নিত্য

৫ করিব কামনা ও বাক্য বলন সেবা। এ কথা তুষিল সমস্ত মানব্যকে তাহাতে তাহারা পছন্দ করিল স্তিফানস এক জন ধর্ম্মাত্মা ও ভক্তি পূর্ণিত ও ফিলিপ ও প্রখোরস ও নিকানর ও টিমোন ও পরমেনা

৬ ও আন্তিয়োখের এক ভক্তি ধরা নিকলা ইহারদিগকে তাহারা আনিল প্রেরিতেরদের সম্মুখে যাহারা প্রার্থনা

৭ করিয়া হাত দিল তাহারদের উপর। ঈশ্বরের বাক্য বাড়িল এবং য়িরোশলমে শিষ্যেরদের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধ হইল এবং অনেক যাজক ভক্তি মানিল।

৮ স্তিফানস ও ধর্ম্মাত্মা ও পরাক্রম পূর্ণিৎ হইয়া করিলেন লক্ষন ও আশ্চর্য্য কার্য্য লোকের গোচরে।

৯ তাহাতে লিবর্ত্তীন ও কিরীনী ও আলেক্সান্দ্রী ও কিলিকিয়া

ও আসিয়ার মিনগোর কতক লোক উঠিয়া রদবদল
১০ করিল স্তিফানের সহিত। কিন্তু সে জ্ঞান ও
আত্মা যাহাতে বলিল তাহা হেয়জ্ঞান করিতে না
১১ পারিলে তাহারা লোককে উসকাইল যাহারা
বলিল আমরা শুনিলাম তাহাকে পাষণ্ডা কথা
১২ কহিতে২ মোশা ও ঈশ্বরের বিপরিতে। তাহাতে
লোক ও অধ্যাপক ও প্রাচিনেরা প্রজ্বলিত হইলে দৌড়িয়া
১৩ ধরিল এবং আনিল তাহারদিগকে সভায়। পরে
মিথ্যা সাক্ষী নিযুক্ত করিল যে বলিল এ বেটা পাষণ্ডা
কথা কহিতে ছাড়ে না এ পবিত্র স্থান ও ব্যবস্থার
১৪ বিপরিতে একারন আমরা শুনিলাম তাহাকে কহিতে২
যে এই য়েশু নাজরেন আলাইবে এ স্থান ও বদল করিবে
সর্ব্ব ব্যবহার যাহা মোশা দিয়াছেন আমারদিগকে।
১৫ তৎকালে যে লোক সভায় বসিল তাহারা দেখিল
তাহার মুখ ধর্ম্ম দূতের মুখের মত।

পর্ব্ব ৭ তখন প্রধান যাজক কহিল এ কার্য্য এমন।
তাহাতে সে কহিল মনুষ্য ভাই পিতারে অবধান কর
তেজোময় ঈশ্বর দেখা দিলেন আমারদের পিতা
আবরহামকে মেশপোটামিয়ায় থাকিতে তাহার হারানে
৩ বাস করনের পূর্ব্বে ও কহিলেন তাহাকে তোমার
দেশ ও তোমার কুটুম্ব ছাড়িয়া আইস সে দেশে যাহা
৪ আমি দেখাইব তোমাকে। তখন তিনি খাশিদী
দেশ ছাড়িয়া বাস করিলেন হারানে পরে তাহার
পিতা মরিলে সেখান ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন এ দেশে
৫ যাহাতে তোমরা এখন বসতি কর। তিনি তাহার

মধ্যে দিলেন না কিছু অধিকার তাহাকে বটে এক পদ
ভূমি নহে কিন্তু তাহা অধিকার দিতে অঙ্গিকার
করিলেন তাহাকে ও তাহার সন্তানকে তাহার পরে
৬ তাহার কোন শিশু তখন না হইয়া। ঈশ্বর ও ইহা
কহিলেন যে তাহার সন্তান বসতি করিবে অন্য দেশে
তাহাতে সে লোক তাহারদিগকে গোলামে করাইবে
ও ক্লেশ দিবে তাহারদিগকে চারি শত বৎসর।
৭ ঈশ্বর ও বলিলেন তারপরে আমি অবশ্য বিচার করিব
সে বর্গ যাহারদের বস তাহারা হয় তৎপরে তাহারা
বাহিরে আসিয়া আমার সেবা করিবে এ স্থানে।
৮ তিনি ও দিলেন তকচেদ বন্ধবস্ত তাহাকে পরে সে
য়িজক্ককে জন্ম দিলে করিল তাহার তকচেদ অষ্টম দিনে
ও য়িজক্কর জন্ম দিল যাঁকুবকে ও যাঁকুব দ্বাদস পিতৃর
৯ দিগকে। পিতৃরা দ্বেশাভিষ্ট হইয়া বিক্রয় করিল
যুসফকে মিজরে কিন্তু ঈশ্বর হইলেন তাহার সাতে।
১০ ও পরিত্রান করিলেন তাহাকে তাহার সকল দুঃখ
হইতে এবং দিলেন তাহাকে অনুগ্রহ ও জ্ঞান
মিজরের রাজা ফারোউার গোচরে তাহাতে সে নিযুক্ত
করিল তাহাকে মিজরের দেশ ও আপনার সকল ঘরের
১১ কর্ত্তা। তারপরে মন্বন্তর ও বড় দুঃখ হইল মিজর ও
খনাঁয়ন সকল দেশে তাহাতে আমারদের পিতৃরা ভক্ষ্য
১২ পাইল না। কিন্তু যাঁকুব শুনিল শস্য আছে মিজরে
তাহার পরে পাঠাইল আমারদের পিতৃগন প্রথমে
১৩ পরে দ্বিতীয় বার গেলে যুসফ চিনা গেল তাহার ভ্রাতার
দের ঠাঁই ও যুসফের পরিজন চিনা গেল ফারোউার

১৪ ঠাঁই। এবং যুসফ লোক পাঠাইয়া ডাকিল আপনার নিকট তাহার পিতা যাঁকুব ও তাহার সকল কুটুম্বকে পঁচাত্তর প্রানি।——'
১৫ তখন যাঁকুব গেলেন মিসরে এবং তিনি ও আমারদের
১৬ পিতৃগন মরিল সেখানে পরে তাহারদিগকে শিখমে বহিয়া গেলে শোয়াইল সেকবরে যাহা আব রহাম মূল্য দিয়া কিনিয়া ছিল শিখমের পিতা হ্মমরের
১৭ সন্তানেরদিগ হইতে। কিন্তু সে অঙ্গিকার প্রত্যক্ষ সময় নিকট হইলে যাহা ঈশ্বর কিরা করিয়া ছিলেন
১৮ আবরহামকে লোক বৃদ্ধং হইল মিসরে আর এক
১৯ রাজা ওৎপন্ন পর্য্যন্ত যে যুসফকে চিনিল না। সে দুর্যতি হইল আমারদের কুটুম্বের বিপরিতে ও বড় জোর করিল আমারদের পিতৃরদের ওপর তাহারদের সকল বালক বাহির করিয়া বংস বিনাশ করনার্থে।
২০ সে কালে মোশা জন্ম হইল এবং অতি সুন্দর হইয়া তিন মাস প্রতি পালন হইল আপনার পিতার ঘরে
২১ পরে বাহিরে ফেলা হইলে ফারোওর কন্যা তাহাকে পাইয়া প্রতি পালন করিল আপনার পুত্রের কারন তাহাতে
২২ মোশা হইল মিসরীরদের সকল শাস্ত্রজ্ঞ এবং ভাষা
২৩ ও ক্রিয়ায় শক্তি। পরে তাহার চল্লিশ বৎসর বয়ক্রম হইয়া মনে হইল তাহার ভ্রাতারা য়িশ
২৪ রালের সন্তান দেখিবার জন্য যাইতে। তখন তাহারদের এক জন হিংসিত দেখিয়া ওপগার করিল
২৫ তাহাকে ও বধ করিল সে মিসরীকে। একারন মনে ভাবিল যে তাহার ভ্রাতাগন ইহা বুঝিবে ঈশ্বর তাহার

হাত দিয়া পরিত্রান করিবেন তাহারদিগকে কিন্তু
২৬ তাহারা তাহা বুঝিল না। পর দিবস তাহারদের
ঝকড়া হইলে আপনি বিদ্যমান হইয়া তাহার
দিগকে কহিল মানুষরে তোমরা ভাই২ পরস্পর হিংসা
২৭ কর কেন। কিন্তু যে হিংসা করিল তাহার
প্রতিবাসিকে ঠেলিল তাহাকে কহিয়া কেডা নিযুক্ত
করিল তোমাকে আমারদের পতি ও বিচার কর্ত্তা
২৮ আমাকে খুন করিবা যেমন করিয়াছ মিজরীকে
২৯ কল্য। তখন মোশা এ কথা শুনিয়া পলাইল ও
প্রবাসি হইল মদিন দেশে যেখানে জন্মা দিল দুই
৩০ পুত্রকে। পরে চল্লিশ বৎসর পূর্ন্ন হইয়া
ঈশ্বরের দূত দেখা দিল তাহাকে অগ্নির শিখায় এক
৩১ ঝোপের মধ্যে শিনাই পর্ব্বতের অরন্যে। মোশা
তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইল সে দর্শনীয়তে এবং
দেখিতে নিকট আসিয়া শুনিল যিহহা এ কথা
৩২ বলিতে২ আমি হই তোমার পিতৃরদের ঈশ্বর
আবরহাম ও য়িজহ্কক ও যাঁকুবের ঈশ্বর। তাহাতে
৩৩ মোশা কম্পমান হইয়া দেখিতে ভয় করিল। তখন
য়িহহা কহিলেন তাহাকে তোমার পদের জুতা খুল
একারন যে স্থানে ডাণ্ডাইতেছ তাহা পবিত্র ভূমি।
৩৪ আমি নিতান্ত দেখিয়াছি আমার লোকের দুঃখ যাহারা
মিজরে ও শুনিয়াছি তাহারদের কোঁকান ও নামিয়াছি
পরিত্রান করিতে তাহারদিগকে অতএব এবে আইস
৩৫ আমি পাঠাইব তোমাকে মিজরে। এ মোশা যাহাকে
তাহারা হেলন করিল কহিয়া কেড়া করিল তোমাকে

পতি ও বিচার কর্ত্তা এই জন ঈশ্বর পাঠাইলেন পরিত্রান কর্ত্তার কারন সে দূতের হাতে যে দেখা দিল
৩৬ তাহাকে ঝোপে। তিনি মিজর দেশ ও ওরাবি সমুদ্রে ও অরন্যে চল্লিশ বৎসর আশ্চর্য্য করিয়া বাহির করিলেন তাহারদিগকে।

৩৭ এই সে মোশা যে কহিল য়িশরালের সন্তানের দিগকে য়িহুহা তোমারদের ঈশ্বর ওৎপত্তি করাইবেন আমার মত এক জন ভবিষ্যৎ বক্তা তোমারদের কারন তোমারদের ভ্রাতারদিগ হইতে তাহাকে অবধান
৩৮ করিও। এই সে জন যে ছিল অরন্যে মণ্ডলির মধ্যে সে দূতের সহিৎ যে কহিল তাহাকে শিনাই পর্ব্বতের ওপর এবং আমারদের পিতৃরদের সহিৎ যে পাইল
৩৯ সে জীবন দাইক বাণী দিতে আমারদিগকে। যাহাকে আমারদের পিতৃগন মানিল না কিন্তু ঠেলিল তাহাকে তাহারদিগ হইতে ও অন্তঃকরনে বাহুড়িল
৪০ মিজরে কহিয়া আহারনকে ঠাকুর নির্ম্মান কর আমারদের কারন যে গতি করিবেক আমারদের অগ্রে একারন এ মোশা যে আনিল আমারদিগকে মিজর
৪১ দেশ হইতে আমরা জানি না কোথায় গিয়াছে। সে কালে তাহারা এক বাছুর বানাইল এবং সে প্রতিমাতে ওৎসর্গ করিয়া আনন্দ করিল আপনারদের হাতের
৪২ কর্ম্মে। কিন্তু ভগবান ফিরিলেন ও ছাড়িয়া দিলেন তাহারদিগকে পূজা করিতে স্বর্গের সেনাগনকে যেমন লিপি আছে ভবিষ্যৎ বাক্য পুস্তিতে য়িশরালের বংশেরে তোমরা ওৎসর্গ করিয়াছ আমাকে

৪৩ আহুতি ও বলিদান অরন্যে। বটে তোমরা লইলা মলখের তাম্বু ও তোমারদের ঠাকুর রেম্ফানের তারা প্রতিমা যাহা ভজনার্থে নির্ম্মান করিলা আমি ও লইয়া
৪৪ যাইব তোমারদিগকে বাবেলের ও দিগ। সাক্ষী তাম্বু ছিল অরন্যে আমারদের পিতৃরদের সহিৎ যে মত তিনি নিরূপন করিয়া ছিলেন মোশাকে কহিয়া তাহা
৪৫ করিতে সে নমূনা মত যাহা দেখিয়া ছিল। যাহা ও আমারদের পিতৃগন লইয়া আনিল য়িহশুয়াঁর সহিৎ অন্য বর্ন্নের অধিকারে যাহারদিগকে ঈশ্বর খেদিয়া দিলেন আমারদের পিতৃরদের সন্মুখে হইতে দাঊদের
৪৬ দিন পর্য্যন্ত যে অনুগ্রহ পাইল ঈশ্বরের গোচরে এবং নিবেদন করিল এক বসতি পাইতে যাঁকুবের
৪৭ ঈশ্বরের কারন। কিন্তু শলমা গাঁথিল তাঁহার এক
৪৮ ঘর কিন্তু সর্ব্বাধ্যক্ষ হস্তকৃত মন্দিরে বাস করেন
৪৯ না যে মত ভবিষ্যৎ বক্তা বলিল য়িহহা বলেন স্বর্গ আমার সিংহাসন ও পৃথিবী আমার পদাসন কি ঘর
৫০ গাঁথিবা আমার কারন ও আমার আশ্রয় কি এ সমস্ত আমার হস্তকৃত নহে

৫১ অরে তোমরা একগুঁয়া এবং অন্তঃকরন ও কর্ন্নে অত্বকচ্ছেদি তোমরা সর্ব্বদা বিপরিত করিতেছ ধর্ম্মাত্মা
৫২ কে যেমন তোমারদের পিতৃ তেমন তোমরা। ভবিষ্যৎ বক্তার কোন জন বিপক্ষতা করিল না তোমারদের পিতৃগন বটে তাহারা বধ করিল তাহারদিগকে যাহারা আগে বলিল সে পুন্যার্থিক জনের আগমনের বিষয় যাঁহার দাগাবাজি গচ্ছিৎ ও খুন কর্ত্তা

৫৩ তোমরা। যাহারা ব্যবস্থা পাইয়াছ দূতের সাক্ষি
৫৪ দিয়া ও তাহা মানিল না। তাহারা ইহা শুনিয়া
অন্তঃকরনে বিদ্ধিৎ হইল এবং দন্তে২ ঘর্ষিল তাহার
৫৫ দিগে। কিন্তু সে ধর্ম্মাত্মা পূর্ণিৎ হইয়া স্থির দৃষ্টি
করিল স্বর্গেরদিগে ও ঈশ্বরের তেজ ও য়েশু ঈশ্বরের
৫৬ দক্ষিনে ডাণ্ডাইয়া দেখিলে কহিল আমি নিশ্চয় দেখি
স্বর্গ মুখুল ও মানুষের পুত্র ডাণ্ডাইয়া ঈশ্বরের
৫৭ দক্ষিনে। তাহাতে তাহারা চেঁচাইয়া কর্ন্ন বন্দ করিল
৫৮ ও দৌড়িল এক মনে তাহার ওপর। এবং সহর
হইতে বাহির করিলে পাথর মারিয়া বধ করিল
তাহাকে এবং সাক্ষীরা থুইল তাহারদের বস্ত্র এক যুবা
৫৯ মানুষের পায়ে তাহার নাম শাওল। এবং তাহারা
পাথর মারিল স্তিফানষকে নিবেদন করিতে২ ও
৬০ কহিতে২ হে প্রভু য়েশু লও আমার আত্মাকে। পরে
হাঁটু গাড়িয়া ওচ্চ স্বরে কহিল ওরে প্রভু এ পাপের
ভোগ করাইও না তাহারদের ওপর। এবং ইহা
কহিয়া নিদ্রিত পড়িল। এবং শাওল তাহার খুনের
প্রচ্ছে হইল।

পর্ব্ব ৮

সে দিন ও য়িরোশলমের মণ্ডলির বড় বিপক্ষতা
হইল তাহাতে প্রেরিতেরা বিহনে সকলে ভিন্ন ভিন্ন
২ হইল য়িহোদা ও শমরন দেশান্তরে। তখন সাধু লোক
লইয়া গেল স্তিফানষকে ও বহু কান্দিল তাহার জন্য।
৩ কিন্তু শাওল মণ্ডলির বড় নাশ করিল ঘরে২ যাইয়া
৪ ও পুরুষ নারীকে জোর করিয়া কএদ করিল। কিন্তু

যাহারা ভিন্ন ভিন্ন হইল তাহারা বেড়াইল কথা ঢেড়ি দিতেং।

৫ তৎকালে ফিলিপ শমরনে যাইয়া ঢেড়ি দিল খ্রীষ্ট
৬ তাহারদের শুবনে। তাহাতে লোক এক মনে মানিল ফিলিপের বাক্য সে আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিয়া ও শুনিয়া
৭ যাহা সে করিল। একারন অশুচি আত্মা যাহা অনেককে ধরিয়া ছিল চেঁচাইয়া বাহির হইল এবং
৮ অনেক অর্দ্ধ অবস ও খোঁড়া সুস্থ হইল। তাহাতে
৯ বড় আনন্দ হইল সে পুরে। কিন্তু এক জন বিদ্যমান হইল তাহার নাম শীমন যে পূর্ব্ব কাল ছিল সে সহরে গুনি এবং ভেলকি লাগাইয়া ছিল শমরনের
১০ লোককে আত্মশ্লাঘা করিয়া তাহাকে সকল লোক ছোট বড়াদি মানিল কহিতেং এ মানুষ ঈশ্বরের বড়
১১ পরাক্রম। তাহারা মানিল তাহাকে একারন অনেক দিন অবধি সে মন্ত্র করিয়া মত্ত করাইয়া ছিল তাহার
১২ দিগকে। তাহারা ফিলিপের ঢেড়ি দেয়া প্রসঙ্গ ঈশ্বরের রাজ্য ও য়েশু খ্রীষ্টের নামের বিষয় শুনিয়া
১৩ ডুবিৎ হইল দুহে পুরুষ ও স্ত্রী। তাহাতে শীমন আপনি ও আস্থা করিল এবং ডুবিৎ হইয়া রহিল ফিলিপের নিকট এবং সে বড় ও মহা আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিয়া চমকিৎ হইল।

১৪ তৎকালে প্রেরিত যাহারা য়িরোশলমে থাকিল শমরনীদের ঈশ্বরের ধরন সমাচার পাইয়া পাঠাইল
১৫ পীতর ও য়োহন তাহারদের ঠাঁই যাহারা যাইয়া

কামনা করিল তাহারদের কারন তাহারা ধর্ম্মাত্মা
১৬ পাইবারার্থে একারন তখন সে পড়িয়া ছিল না তাহার
দের কোন কাহার ওপর কেবল তাহারা ডুবিৎ হইল প্রভু
১৭ য়েশুর নামে। তখন তাহারা হাত দিল তাহারদের
১৮ ওপর ও তাহারা পাইল ধর্ম্মাত্মা। প্রেরিতেরা হাত
দিলে ধর্ম্মাত্মা দেয়া গেল অতএব শীমন তাহা দেখিয়া
১৯ তঙ্কা দিতে চাহিল তাহারদিগকে কহিয়া এ পরাক্রম
দেহ আমাকে তাহাতে আমি কোন কাহার ওপর হাত
২০ দিলে সে পাইবে ধর্ম্মাত্মা। কিন্তু পিতর কহিলেন
তাহাকে তুমি তোমার টাকা সমেত সর্ব্বনাশ হও
একারন ভাবিয়াছ যে ঈশ্বরের দান কেনা হইতে পারে
২১ তঙ্কা দিয়া। এ বাক্যে তোমার ভাগ নাহ আংশ
নহে একারন তোমার অন্তঃকরন শুদ্ধ নহে ঈশ্বরের
২২ গোচরে। অতএব তোমার এ পাপের কারন খেদ কর
ও নিবেদন কর ঈশ্বরকে কি জানি তোমার অন্তঃকরনের
২৩ ওদ্ভব মাফ হইবে একারন আমি জানি যে তুমি পিত্তির
২৪ তিক্ততা ও অযথার্থের বন্দে। তখন শিমন প্রত্যুত্তর
করিয়া বলিল তোমরা কামনা কর প্রভুকে আমারার্থে
এ তোমার কোন কথা যেন পড়ে না আমার ওপর।
২৫ অতএব তাহারা তাহারদের সাক্ষী দিয়া ও ঈশ্বরের
কথা কহিয়া ফিরিল য়িরোশলমে এবং মঙ্গল শমাচার
চেড়ি দিল শমরনীরদের অনেক গ্রামে।

২৬ ভগবানের এক দূত ও কহিল ফিলিপকে ওঠ দক্ষিন
দিগে যাও সে পথে যাহা যায় য়িরোশলম হইতে ঊজায়

২৭ যাহা বনে। তাহাতে সে উঠিয়া গেল এবং দেখ এক জন
যুশ দেশের খোজা সে যুশের কাণ্ডাকি রানির অধ্যক্ষ
যে তাহার সকল ধনের উপর ও য়িরোশলমে
২৮ ভজনার্থে যাইয়া বাহুড়িতে ছিল এবং রথে বসিয়া পাঠ
২৯ করিল য়িশঈহার ভবিষ্যৎ বাক্য পুস্তক। তখন
আত্মা কহিল ফিলিপকে নিকট যাইয়া সে রথের
৩০ সঙ্গে হও। তাহাতে ফিলিপ দৌড়িয়া শুনিল
তাহাকে পাঠ করিতেং য়িশঈহার ভবিষ্যৎ বাক্য
পুস্তক এবং কহিল বুঝিতে পার কিং পাঠ করিতেছ।
৩১ সে বলিল কেহ আমাকে না শিক্ষাইলে কেমনে পারি
তখন ফিলিপকে বলিল চড়িয়া বসিতে তাহার সহিৎ।
৩২ গ্রন্থের যে ঠাঁই পাঠ করিতে ছিল এই তিনি খুনের
নিমিত্ত আনয়ন ছিলেন মেষের মত ও যেমন মেষের
বাচ্চা গোপ্পা লোম কাটকের সন্মুখে তেমন তিনি মুখ
৩৩ খুলিলেন না। তাঁহার অল্পতাতে তাঁহার বিচার
কাড়িয়া লইল এবং কে কহিবে তাঁহার পুরুষাবলি
একারন তাঁহার পুমায়ু ছেদন হইল পৃথিবী হইতে।
৩৪ এবং সে খোজা উত্তর করিয়া বলিল ফিলিপকে আমি
সাধনা করি তোমাকে কহ কাহার বিষয় ভবিষ্যৎ
বক্তা এ কথা কহেন আপনার কিম্বা আর কোন কাহার
৩৫ বিষয়। তখন ফিলিপ মুখ খুলিল এবং সে গ্রন্থতে
৩৬ আরম্ভ করিয়া য়েশুর সমাচার দিল তাহাকে। তাহারা
যাইতেং উত্তরিল জলের এক স্থানে তখন খোজা কহিল
দেখ এথায় জল আমার ডুব পাইতে কি নিশেধ
৩৭ হইয়াছে। তাহাতে ফিলিপ কহিলেন তোমার সকল

অন্তঃকরনে আম্থা করিলে হইতে পারিবে। সে প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল আমি প্রত্যয় করি য়েশু খ্রীষ্ট
৩৮ আছেন ঈশ্বরের পুত্র। তখন আজ্ঞা করিল রথ স্থগিৎ করাইতে এবং তাহারা দুই জন ফিলিপ ও খোজা
৩৯ জলে নামিলে সে ডুবাইল তাহাকে। তাহারা জল ছাড়িয়া আইলে য়িহুহার আত্মা ছোঁ দিয়া লইয়া গেল ফিলিপকে যাহাতে খোজা আর দেখিল না তাহাকে পরে
৪০ হরিষ মনে চলিয়া গেল। কিন্তু ফিলিপকে পায়া গেল আজোতমে এবং সে স্থান হইতে যাইতেং মঙ্গল সমাচার চেড়ি দিল সকল সহরে কাইসারিয়ায় ওতরন পর্য্যন্ত।

পর্ব্ব
১ এবং শাওল তখন প্রতিজ্ঞা ও বধ প্রভুর শিষ্যর বিপরিতে ভাপাইতেং গেল প্রধান যাজকের নিকট ও তাহারদের পত্র চাহিল দমাশেক শিনগোগের প্রতি তাহাতে সে প্রকার কোন লোক পুরুষ কিম্বা নারী পাইলে
৩ বন্দিত আনিতে পারিত য়িরোশলমে। তখন যাইতেং দমাশেকের নিকট ওত্তরিলে সত্তর স্বর্গ হইতে মহা
৪ আলো দীপ্তি করিল তাহার চতুর্দ্দিগে তাহাতে সে মৃত্তিকাতে পড়িয়া শুনিল এক রব কহিতেং তাহাকে শাওলরেং আমাকে বিপক্ষতা কারতেছ কি নিমিত্ত।
৫ সে বলিল হে মহাশয় তুমি কেডা। তাহাতে প্রভু বলিলেন আমি য়েশু যাহাকে বিপক্ষতা করিতেছ লাত
৬ মারিতে কণ্টকে বড় কঠিন কার্য্য তোমার। তখন সে কম্পমান ও চমৎকৃত হইয়া বলিল। প্রভুহে তোমার

কি আজ্ঞা আমি কি করিব। প্রভু বলিলেন তাহাকে
ওঠ সহরে যাও পরে কি করিতে জুয়ায় কহিতে হইবে
৭ তোমাকে। তাঁহার সহ লোক ও চমকিৎ হইয়া ডাণ্ডাইল
৮ সে রব শুনিলে কিন্তু কাহাকে না দেখিলে। তখন
শাওল ওঠিল মৃত্তিকা হইতে ও তাহার চক্ষু খুলা হইয়া
কাহাকে দেখিতে পাইল না কিন্তু তাহারা হাত ধরিয়া
৯ আনিল তাহাকে দমাশেকে। সে তারপর তিন দিন হইল
১০ দৃষ্টি হিন এবং কিছু খাইল না পীল না দমাশেকে
থাকিল এক জন শিষ্য তাহার নাম হ্বননীহা এবং
প্রভু দর্শনীয়তে কহিল তাহাকে হ্বননীহারে সে বলিল
১১ আমি এখানে প্রভু হে। প্রভু কহিলেন তাহাকে
ওঠিয়া চল সে গলিতে যাহা বলে সোজা এবং
য়িহোদার বাড়িতে জিজ্ঞাসা কর টার্ষসের শাওল
১২ কোথায় এ জন্য সে কামনা করে ও দর্শনীয়তে
দেখিয়াছে এক জন তাহার নাম হ্বননীহা ঘরে আসিয়া
তাহার ওপর হাত দিল তাহার দৃষ্টি পাওনের কারন।
১৩ তখন হ্বননীহা প্রত্যুত্তর করিলেন হে প্রভু আমি শুনি
য়াছি এ মানুষের বিষয় অনেক লোকের মুখে কত
হিংসা করিয়াছে তোমার পুন্য লোককে য়িরোশলমে
১৪ এখানে ও তাহার পরাক্রম আছে প্রধান যাজক হইতে
বন্দ করিতে তাহারদিগকে যাহারা নিবেদন করে
১৫ তোমার নামে। কিন্তু প্রভু বলিলেন তাহাকে তুমি যাও
একারন সে আমার এক মননিত পাত্র আমার নাম
বহিতে বর্ন্ন ও রাজাগন ও য়িশরালের সন্তানের

১৬ দিগকে এক্ষণে আমি দেখাইব তাহাকে কত কষ্ট পাইবে আমার নামেরর্থে।

১৭ অতএব হ্বননীয়া যাইয়া প্রবেশ করিল ঘরে ও তাহার ওপর হাত দিয়া বলিল ভাই শাওলরে যে প্রভু য়েশু তোমার পথে দেখা হইলেন তোমার সহিৎ সেই পাঠাইয়াছেন আমাকে তোমার ঠাঁই তোমার দৃষ্টি পাওন ও

১৮ ধর্ম্মআত্মা পূর্ন্নিৎ হওনের জন্য। সওর তাহার চক্ষু হইতে পড়িল যেমন আঁইষ ও সে তখন দৃষ্টি পাইল ও

১৯ ওঠিয়া ডুবিৎ হইল পরে কিছু খাইলে বল পাইল। শাওল ও থাকিল তিন দিবস দমাশেকে শিষ্যর

২০ সহিৎ। সে ও তৎকালে খ্রীষ্টকে চেতি দিল

২১ সিনগগে যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র। লোক তাহার কথা শুনিয়া চমকিৎ হইল ও কহিল এ সে জন নহে যে য়িরোশলমে এত বিনাশ করিল তাহারদিগকে যাহারা এ নামে নিবেদন করে ও সে হেতু আইল এখানে তাহারদিগকে বন্দিত লইয়া যাইতে প্রধান যাজকের

২২ দের ঠাঁই। কিন্তু শাওল অধিক হেম্মতি হইয়া অপ্রতিব করিল য়িহোদীরদিগকে যাহারা বাস করিল দমাশেকে

২৩ প্রমান দিতে২ যে এই নিতান্ত খ্রীষ্ট। কিন্তু অনেক দিন গেলে য়িহোদীরা পরামর্শ করিল খুন করিতে

২৪ তাহাকে কিন্তু তাহারদের কপটতা জানা গেল শাওলের ঠাঁই তাহারা ও দিবা রাত্রে চৌকি দিল সমস্ত দ্বারে

২৫ খুন করিতে তাহাকে। কিন্তু শিষ্যগান রাত্রে তাহাকে

২৬ লইয়া নামাইল ডালিতে দেয়াল দিয়া। তৎপরে শাওল য়িরোশলমে ওপনিৎ হইয়া শিষ্যগানের সঙ্গে হইতে

চাহিল কিন্তু সকল ভয় করিল তাহাকে ও প্রত্যয় করিল
২৭ না যে সেই হইল শিষ্য। কিন্তু বার্ণবা তাহাকে
লইয়া আনিল প্রেরিতেরদের ঠাঁই ও কহিল তাহার
দিগকে কি মত সে দেখিয়া ছিল প্রভু পথে ও তিনি
কহিয়া ছিলেন তাহাকে সে ও কি মত নির্ভয় চেড়ি
২৮ দিয়া ছিল য়েশুর নামে দম্মাশেকে। অতএব সে
হইল তাহারদের সাতে গমনাগমন করিতে২ য়িরোশা
২৯ লমে ও নির্ভয় কথা কহিতে২ প্রভু য়েশুর নামে।
সে ও রদবদল করিল গ্রীক লোকের সহিৎ কিন্তু
৩০ তাহারা চেষ্টা করিল বধ করিতে তাহাকে ভ্রাতাগন
তাহা জানিয়া লইল তাহাকে কাইসারিয়ায় ও পাঠাইয়া
৩১ দিল তাহাকে টার্সসে। তখন য়িহোদা দেশ ও
গালিলি ও শমরনের মণ্ডলি নিত শিক্ষিৎ হইয়া বিশ্রম
পাইল এবং প্রভুর ভয় ও ধর্ম্মাত্মার অনন্দে চলিতে২
বাড়িল।

৩২ তৎকালে এ মত হইল পিতর সে সকল দেশে
যাইতে২ আইল পুন্যবানেরদের ঠাঁই যাহারা লদ্দায়
৩৩ বাস করিল। ও সেখানে পাইল এক জন তাহার
নাম আইনেয়াস যে আট বৎসর সর্য্যাগত অর্দ্ধ অবস
৩৪ হইল। তখন পিতর কহিল তাহাকে আইনেয়াসরে
য়েশু খ্রীষ্ট সুস্থ করেন তোমাকে ওঠ বিছানা সোজা
৩৫ কর। তাহাতে সে ততক্ষনে ওঠিল। বএং লদ্দা
ও শারনের সকল প্রজাগন তাহাকে দেখিয়া ফিরিল
প্রভুর দিগে।

৩৬ যাফায় ও ছিল এক জন নারী শিষ্য তাহার নাম টাবিতা তাহার অর্থ দর্কাস সে হইল সুক্রিয়া ও দানে
৩৭ ক্রিয়া পূর্ণিৎ। তৎকালে সে পীড়িতা হইয়া মরিল। এবং তাহারা তাহাকে ধুইয়া থুইল ওপর কুঠরিতে।
৩৮ এবং লদ্দা যাফার নিকট হইয়া শিষ্যেরা পিতরের সেখানে হইবার সমাচার পাইয়া পাঠাইল দুই জন তাহাকে বিলম্ব না করিয়া আসিতে তাহারদের স্থানে।
৩৯ তখন পিতর ওঠিয়া গেলেন তাহারদের সাহৎ। সে ওত্তরিলে তাহারা আনিল তাহাকে সে ওপর কুঠরিতে ও সমস্ত বিবীরা চতুর্দ্দিগে ডাণ্ডাইল ক্রন্দন করিতেং ও দেখাইতেং জামা ও বস্ত্র যাহা দর্কাস বনাইয়া ছিল
৪০ জীবৎ কালে। কিন্তু পিতর তাহারগিকে সকল বাহির করিয়া হাঁটু গাড়িল ও কামনা করিল পরে শরীরের দিগে ফিরিয়া বলিল টাবিতা ওঠ। তাহাতে চক্ষু খুলিল
৪১ এবং পিতরকে দেখিয়া বসিল। তখন সে হাত দিয়া ওঠাইল তাহাকে পরে পুন্যবান ও বিবীবাকে
৪২ ডাকিয়া জীবৎ দিল তাহাকে। এ কার্য্যের সংবাদ গেল যাফার বরাবরি তাহাতে অনেক লোক আস্থা
৪৩ করিল প্রভুরে। তারপরে সে যাফায় বাস করিল অনেক দিন শীমন চামারের ঘরে।

পর্ব্ব ১০

কাইসারিয়ায় হইল এক জন তাঁহার নাম কর্নেলিয়স সে পল্টনের এক শত সেনারপতি যাহা বলে ইতালিয়া
২ পল্টন সে জন ধার্ম্মিক ও তাহার সকল ঘর সুদ্ধ ঈশ্বরকে ভয় করিল অনেক দান করিতেং লোককে

৩ ও নিত্য নিবেদন করিতেং ঈশ্বরকে। সে জন দিন
প্রহর তিনেক বেলায় নিশ্চিত দর্শনীয় দেখিল ঈশ্বরের
এক দুত তাহার নিকট প্রবেশ করিয়া কহিতেং হে
৪ কর্নেলিয়স। সে বড় ভয়ার্থ হইলে তাহার দিগে
দৃষ্টি করিয়া বলিল এ কি প্রভুহে। সে বলিল তাহাকে
তোমার নিবেদন ও তোমার দান আসিয়াছে ঈশ্বরের
৫ স্বস্থানে স্মরনার্থের মত। অতএব এখন লোককে
যাফোয় পাঠাইয়া আনহ শীমন যাহার খ্যাত নাম পিতর
৬ সে বাস করে এক জন শীমন চামারের সহিৎ
যাহার ঘর সমুদ্রের তিরে সে কহিবে তোমাকে কি
৭ কার্য্য করিতে জুয়ায়। সে দুত যে কহিল কর্নেলি
য়সকে গেলে সে ডাকিল দুই দাস ও এক জন ধার্ম্মিক
সেনা তাহারদিগ হইতে যাহারা ঘরের কার্য্য নিত্য
৮ করিল এবং এ সকল কথা কহিয়া পাঠাইল তাহার
৯ দিগকে যাফোয়। পর দিনে তাহারা যাইতেং সহরের
নিকট আইল তৎকালে পিতর দিন দুই প্রহর বেলা
হইয়া গেল ঘরের ছাতের উপর নিবেদন করিবার কারন
১০ তখন সে বড় ক্ষুধিৎ হইয়া কিছু খাইতে চাহিল
কিন্তু তাহারা রান্ধিতেং অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং
১১ স্বর্গ মুক্তা হইয়া দেখিল বড় চাদরের মত এক বস্তু
১২ চারি কোনায় জোড়া নামিতেং নামিল পৃথিবীতে যাহাতে
পৃথিবীর সকল প্রকার চতুষ্পদ বন পশু উরগীয়াদি
১৩ ও শূন্যের পক্ষ। পরে এক রব আইল তাহার ঠাঁই
১৪ হে পিতর উঠ মার খাও। কিন্তু পিতর কহিল এমন নহে
প্রভু একারন আমি কখন খাইলাম না কোন সামান্য

১৫ কিম্বা হারাম বস্তু। দ্বিতীয় বার সে রব কহিল তাহাকে যাহা ভগবান পবিত্র করাইয়াছেন তাহা
১৬ সামান্য কহিও না। এ হইল তিন বার পরে সে
১৭ চাদর পুনর্ব্বার লইয়া গেল স্বর্গে। পিতর অন্তরে ভাবিতেং সে দর্শনীয়ের অর্থ কি দেখ যে লোক পাঠান হইল কর্নেলিয়স হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলে
১৮ শীমনের ঘর কোথায় ও দ্বারে ডাণ্ডাইলে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল যদি শীমন যাহার খ্যাত নাম পিতর
১৯ বাস করিল সে স্থানে। পিতর সে দর্শনীয়ের বিষয় ভাবনা করিতেং আত্মা কহিলেন তাহাকে দেখ তিন
২০ মনুষ্য খুজিতেছে তোমাকে অতএব উঠ নামিয়া নির্ভাবিৎ চল তাহারদের সহিৎ একারন আমি
২১ পাঠাইয়াছি তাহারদিগকে। তখন পিতর নামিয়া গেল সে লোকের কাছে যাহারা পাঠান হইল কর্নেলিয়স হইতে এবং বলিলেন দেখ আমি সে জন যাহাকে তোমরা খুজিতেছ তোমরা কি কারন আইলা এখানে।
২২ তাহারা কহিল কর্নেলিয়স এক শত সেনারপতি প্রকৃতার্থিক মানুষ যিনি ভয় করেন ঈশ্বরকে ও যাহার সুখ্যাত হইয়াছে সকল য়িহোদীরদের মধ্যে তিনি ধর্ম্ম দূতে প্রত্যাদেশ হইলেন পাঠাইতে তোমাকে আনিতে আপনার ঘরে এবং কথা শুনিতে তোমার ঠাঁই।
২৩ অতএব তিনি তাহারদিগকে ঘরে ডাকিয়া অতীথি করিল এবং পর দিবস পিতর যাত্রা করিল তাহারদের সহিৎ যাফার কতক ভ্রাতারা ও গেল তাহার সঙ্গে।

২৪ পর দিনে তাহারা ওত্তরিল কাইসারিয়ায় ও কর্নেলিয়ুস তাহারদের কারন অপিক্ষা করিতেং এক স্থানে ডাকিয়া জিল তাহার চিত্র মৈত্রকে ।——

২৫ পিতর ঘরে প্রবেশ করিতেং কর্নেলিয়ুস ভেটিল তাহাকে ও তাহার চরনে পড়িয়া পূজা করিল তাহাকে।

২৬ কিন্তু পিতর তাহাকে ওঠাইল বলিয়া ওঠ আমি ও এক

২৭ মানুষ । এবং কথা বার্ত্তা কহিতেং ঘরে গেলে

২৮ অনেক লোক সভা পাইল । তাহাতে কহিল তাহারদিগকে তোমরা জান কেহ য়িহোদী সম্ভাষ করিতে কিম্বা অন্য বর্ন্নের ঘরে যাইতে অকর্ত্তব্য কিন্তু ঈশ্বর দেখাইয়াছেন আমাকে কোন কাহাকে সামান্য

২৯ কিম্বা অপবিত্র না কহিতে । অতএব তুমি লোক পাঠাইলে আমি নির্ভাবিত আসিয়াছি অতএব আমি

৩০ জানিতে চাহি কেন আনিয়াছ আমাকে । কর্নেলিয়ুস বলিল চারি দিন গেলে আমি ওপবাস করিতে ছিলাম এ বেলা পর্য্যন্ত তাহাতে তিন প্রহরের সময় আমি কামনা করিলাম আপনার ঘরে এবং দেখ এক জন ডাণ্ডাইল

৩১ আমার বিদ্যমান তেজ যুক্ত পরিচ্ছদে সে বলিল হে কর্নেলিয়ুস তোমার নিবেদন শুনা গেল ও তোমার

৩২ দান ঈশ্বরের মনে বর্ত্তমান হইয়াছে অতএব লোককে যাফায় পাঠাইয়া ডাক শীমন যাহার খ্যাত নাম পিতর সে বাস করে শীমন চামারের ঘরে সমুদ্রের তিরে ও

৩৩ আসিয়া বলিবে তোমাকে । অতএব ততক্ষনে আমি পাঠাইলাম তোমার কারন ও তুমি আইলে ভাল করিয়াছ এখন ও আমরা সকল এখানে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ

শুনিতে সকল কথা যাহা ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়াছেন তোমাকে।——

৩৪ তখন পিতর মুখ খুলিয়া কহিলেন সত্য আমি জানিতে পাই যে ঈশ্বর মুখাবলোকন কর্ত্তা নহেন।
৩৫ কিন্তু প্রতি বর্ণের যে কেহ ভয় করে তাঁহাকে ও প্রকৃত
৩৬ কার্য্য করে সে গ্রহনিৎ তাঁহার ঠাঁই। যে কথা ঈশ্বর পাঠাইলেন য়িশরালের সন্তানের ঠাঁই আনন্দ ঢেড়ি
৩৭ দিতে য়েশু খ্রীষ্ট দিয়া তিনি সকলের প্রভু। সে কথা তোমরা জান যাহা প্রকাশ হইল য়িহোদা সকল দেশে গালিলিতে আরম্ভিলে সে ডুবের পরে যাহা য়োহন ঢেড়ি
৩৮ দিল য়েশু নাজরেনের বিষয় ঈশ্বর কেমন অভিশেক করিলেন তাঁহাকে ধর্ম্মাত্মা ও পরাক্রম দিয়া যিনি বেড়াইলেন সুক্রিয়া করিতেৎ ও সুস্থ করিতেৎ সয়তানা কর্ষিত পীড়িতকে একারন ঈশ্বর হইলেন তাঁহার
৩৯ সহিৎ। আমরা ও সে কার্য্যের সাক্ষী যাহাৎ তিনি করিলেন দুই য়িহোদা দেশ ও য়িরোশলমে যাহাকে
৪০ তাহারা বৃক্ষের ওপর টাঙ্গিয়া বধ করিল। তাঁহাকে ঈশ্বর তৃতীয় দিনে ওঠাইয়া প্রকাশ করিয়া দেখাইলেন
৪১ সমস্ত লোককে নহে কিন্তু ঈশ্বরের পূর্ব্বে নিয়োজিৎ সাক্ষীরদিগকে তাহা আমরা যে ভোজন পান করিলাম তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মৃত্যু ছাড়িয়া ওঠনের পরে।
৪২ এবং তিনি আজ্ঞা দিলেন আমারদিগকে ঢেড়ি দিতে ও প্রমান কহিতে সকল লোককে যে এই তিনি যিনি নিযুক্ত হইয়া ছিলেন জীবৎ ও মৃত্যুরদের বিচার কর্ত্তা।
৪৩ সকল ভবিষ্যৎ বক্তা তাঁহার এ প্রমান দেয় যে জন

আস্থা করে তাঁহারে সে পাইবে পাপ মোচন তাঁহার
৪৪ নাম দিয়া। পিতর এ কথা কহিতেং ধর্ম্মাত্মা পড়িল
৪৫ সকলের ওপর যাহারা কথা শুনিতে ছিল এবং
ত্বকছেদি যেং লোক আস্থা করিল যত লোক পিতরের
সহিৎ তাহারা চমকিৎ হইল এ জন্য ধর্ম্মাত্মার দান
৪৬ ঢালা গেল অন্য বর্ণের ওপর ও একারণ তাহারা
শুনিল তাহারদিগকে নানান ভাষা কহিতেং ও
৪৭ ঈশ্বরকে স্তব করিতেং। তখন পিতর উত্তর করিল
কেহ জল মানা করিতে পারে এ লোকের ডুবাইবারার্থে
৪৮ যাহারা ধর্ম্মাত্মা পাইয়াছে যেমন আমরা। অতএব
আজ্ঞা দিল প্রভুর নামে ডুবাইতে তাহারদিগকে। পরে
তাহারা সাধনা করিল তাহাকে আর কতক দিবস
রহিতে তাহারদের সহিৎ।

পর্ব্ব ১১ প্রেরিত ও ভ্রাতাগন যাহারা য়িহোদা দেশে শুনিতে
পাইল যে অন্য বর্ন লইয়া ছিল ঈশ্বরের কথা।
২ পরে পিতর য়িরোশলমে ওত্তরিলে কতক ত্বকছেদি
৩ বিরুক্ত করিল তাহাকে কহিয়া তুমি অত্বকছেদির
দের স্থানে যাইয়া খাইয়াছ তাহারদের সহিৎ।
৪ তখন পিতর সে সকল কথা পৃথকং কহিতে লাগিল
৫ তাহারদিগকে বলিয়া আমি নিবেদন করিতে ছিলাম
যাফো নগরে এবং অবসন্ন হইয়া দর্শনীয় দেখিলাম
এক বস্তু বড় চাদরের মত স্বর্গ হইতে নামিতেং নামি
য়া ছিল চারি কোনা দিয়া এবং তাহা আইল আমার
৬ কাছে আমি তাহাতে ঠিক দৃষ্টি করিয়া ত্বজবিজ

করিলাম ও দেখিলাম পৃথিবীর চতুষ্পদ ও বন পশু ও
৭ উরগীয় ও শূন্যের পক্ষ পরে রব শুনিতে পাইলাম
৮ কহিতেং পিতররে উঠ মার খাও কিন্তু আমি
কহিলাম হে প্রভু এ মত নহে একারন কিছু সামান্য
কি হারাম বস্তু আমার মুখে কখন সান্দিল না
৯ সে রব দ্বিতীয় বার হইয়া প্রত্যুত্তর করিল আমাকে
স্বর্গ হইতে যাহাং ভগবান পবিত্র করিয়াছেন তাহা
১০ সামান্য কহিও না। এ সকল হইল তিন বার।
১১ পরে সমস্ত টানিয়া গেল স্বর্গে তৎকালে দেখ
তিন জন কাইসারিয়া হইতে প্রেরিত আসিয়া ছিল সে
১২ ঘরে যাহাতে আমি ছিলাম। আত্মা ও আজ্ঞা
করিলেন আমাকে নির্ভাবিত যাইতে তাহারদের সহিৎ
এ ছয় ভ্রাতা ও আমার সঙ্গে গেল। আমরা তখন
১৩ প্রবেশ করিলাম সে মানুষের ঘরে ও সে কহিল
আমারদিগকে কেমন দেখিয়া ছিল এক দূত তাহার
ঘরে তাণ্ডাইয়া কহিতেং তাহাকে লোককে যাফায়
পাঠাইয়া আনহ এখানে শীমন যাহার খ্যাত নাম
১৪ পিতর সে কথা কহিবে তোমাকে যাহাতে তুমি ও
১৫ তোমার সকল পরিজন ত্রান পাইবেক। পরে আমি
কহিতেং ধর্ম্মাত্মা পড়িল তাহারদের ওপর যেমন প্রথমে
১৬ আমারদের ওপর! তখন আমি মনে পাইলাম
প্রভুর কথা কেমন বলিলেন য়োহন অবশ্য জলে
ডুবাইলেন কিন্তু তোমরা ধর্ম্মাত্মায় ডুবিতে হইবা।
১৭ অতএব ঈশ্বর তাহারদিগকে সে একি দান দিয়া যাহা
দিয়া ছিলেন আমারদিগকে যে আস্থা করিলাম প্রভু য়েশু

খ্রীষ্টে আমি কে যে ঈশ্বরকে বারন করিতে
১৮ পারিলাম। তাহারা এ কথা শুনিয়া চুপ করিল পরে
ঈশ্বরকে স্তব করিল কহিতে২ এমন হইলে ঈশ্বর
জীবনার্থে খেদ দিয়াছেন অন্য বর্নকে।

১৯ তৎকালে যাহারা ছিন্ন ভিন্ন হইল সে বিপক্ষেরার্থে
যাহা উৎপত্তি হইল স্তিফানেষের বিষয় তাহারা
বেড়াইল যত দূর ফনিকি ও কুপ্রস ও আন্তিয়োখে
২০ য়িহোদা বর্গ্নে কাহাকে কথা না কহিয়া। তাহার
দের ও হইল কতক লোক কুপ্রসী ও কিরীনী যাহারা
আন্তিয়োখে যাইয়া গ্রীক লোককে কহিল প্রভু য়েশুকে
২১ চেড়ি দিয়া। এবং প্রভুর হাত হইল তাহারদের
সহিৎ তাহাতে অনেকে আস্থা করিয়া ফিরিল প্রভুর
২২ দিগে। তাহারদের এ সমাচার আইল য়িরোশলমের
মণ্ডলির শ্রবনে তখন তাহারা পাঠাইল বার্নবাকে
২৩ আন্তিয়োখে যাইবার কারন। সে আন্তিয়োখে
ওত্তরিয়া ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখিয়া আনন্দ করিল
এবং স্তোভ দিল তাহারদিগকে অন্তঃকরনের নিয়ম
২৪ করিয়া রহিতে প্রভুকে একারন সে হইল পুন্যবান
ধর্ম্মাত্মা ও ভক্তি পুর্নিত এবং অনেক লোক হইল
২৫ প্রভুর প্রষ্ঠে। পরে বার্নবা গেল টার্সসে শাওল
২৬ খুজনার্থে এবং তাহাকে পাইয়া আনিল আন্তিয়োখে।
তাহাতে তাহারা বৎসরেক মণ্ডলির সহিৎ সভা
হইয়া শিক্ষাইল অনেক লোককে পরে শিষ্যেরা
ঈশ্বরের নিয়তে খ্রিষ্টিয়ান নাম খ্যাত হইল আন্তি

২৭ য়োখে পুয়ায়। সে কালে ভবিষ্যত বক্তা আইল
২৮ য়িরোশলয় হইতে আন্টিয়োখে। এবং তাহার
দের এক জন আগাবস নামে ওঠিয়া জানাইল আত্মা
দিয়া যে বড় মন্বন্তর হইবে সকল দেশে কিছু কাল
২৯ পরে তাহা হইল ক্লদিয়ষ কাইসরের দিনে। অতএব
শিষ্যেরা নিয়ম করিল কিছু দান পাঠাইতে প্রতি জনের
শক্ত্যানুসারি য়িহোদা দেশে নিবাসি ভ্রাতারদের ঠাঁই।
৩০ পরে ইহা করিয়া তাহা পাঠাইল প্রাচিন লোকের ঠাঁই
বার্নবা ও শাওলের হাত দিয়া।

পর্ব্ব ১২ সে কালে হেরোদ রাজা দুঃখ দিবারার্থে ধরিল
মণ্ডলির কতক লোককে। এবং য়োহনের ভাই
৩ যাঁকুবকে তলোয়ারে বধ করিল। পরে দেখিয়া তাহা
য়িহোদীরদের সন্তোষ পিতরকে ধরিতে লাগিল
৪ তৎকালে হইল বেখমির রুটির দিন। তখন তাহাকে
ধরিয়া কএদ করিল চারি গণ্ডা সেনার জিম্মায় মনে
করিয়া পেশাক্কের পরে বাহির করিতে তাহাকে
৫ লোক্কের ঠাঁই। অতএব পিতরকে রাখা হইল
কারাগারে কিন্তু সমস্ত মণ্ডলি কামনা করিল
ঈশ্বরের স্থানে তাহারার্থে।

৬ যে কালে হেরোদ মনে করিল তাহাকে বাহির
করিতে সে রাত্রে পিতর শুইতে ছিল দুই সেনার
মাঝখানে দুই জিঞ্জিরে বন্দিত আর সকল চৌকিদার
৭ ও দ্বারের কাছে ডাণ্ডাইয়া কারাগারের চৌকি দিল।
হেন কালে দেখ ঈশ্বরের এক দূত দর্শন দিল তাহাকে

এবং আলো তেজিল ঘরে তখন সে পিতরের কোঁকে
ঘাড়ি মারিলে চৈতন্য করাইল তাহাকে কহিয়া শীঘ্র
করিয়া ওঠ তাহাতে জিঞ্জির খসিয়া পড়িল তাহার
৮ হাত হইতে। পরে দূত কহিল তাহাকে তোমার
কমর বন্দ ও বাধা পায় দেহ তখন তাহা করিল
তারপর সে বলিল তাহাকে তোমার বস্ত্র গায় দিয়া
৯ আইস আমার পাছে২। পরে বাহিরে যাইতে২
গেল তাহার পাছে২ সে ও জানিল না এই সত্য যাহা
সে দূতে করিল কিন্তু মনে ভাবিল এক দর্শনীয়
১০ দেখিল। তাহারা প্রথম ও দ্বিতীয় চৌকি ছাড়িয়া
আইল সে লোহার কপাটের কাছে যাহা যায় সহরে
যাহা আপনি খুলিয়া গেল। এবং বাহির হইয়া
তাহারা গেল এক গলি দিয়া তখন দূত ছাড়িল
১১ তাহাকে। পিতর চৈতন্য হইয়া বলিল এখন আমি
নিতান্ত জানি প্রভু তাহার দূতকে পাঠাইয়া পরিত্রাণ
করিয়াছেন আমাকে হেরোদের হাত ও সমস্ত য়িহো
১২ দীরদের অপেক্ষা হইতে। এবং সে মনে পাইয়া
আইল য়োহন যাহার খ্যাত নাম মার্কের মাতা মরিয়ার
ঘরে যেখানে অনেক লোক সভা হইল নিবেদন
করিতে২।

১৩ তখন পিতর দ্বারে ঘাতে২ এক কন্যা তাহার নাম
১৪ রোদা আইল জিজ্ঞাসা করিতে কে আছে। এবং
পিতরের রব চিনিয়া হরিষ মনে কপাট খুলিল না
কিন্তু দৌড়িয়া বলিল পিতর ডাণ্ডাইতেছে দ্বারে।
১৫ তাহাতে তাহারা বলিল তাহাকে তুমি জ্ঞান হরিয়াছ

কিন্তু সে কহিল অবশ্য এমন হইয়াছে। তখন
১৬ তাহারা বলিল এ তাহার দূত। কিন্তু পিতর ঘাতেং
রহিলেন পরে তাহারা কপাট খুলিয়া ও তাহাকে
১৭ দেখিয়া চমকিৎ হইল। এবং সে তাহারদিগকে
চুপ করাইতে ঠার করিয়া কহিল কেমন প্রভু নিস্তার
করিয়া ছিলেন তাহাকে কারাগার হইতে। তারপর
বলিল এ সমাচার দেহ যাকুব ও অন্য ভ্রাতারদিগকে
১৮ তাহাতে প্রস্থান করিয়া গেল অন্য স্থানে। দিন
হইলে বড় কোলাহল হইল সেনাগণের মধ্যে পিতর
১৯ কোথায় গেল। পরে হেরোদ খুজিলে কিন্তু তাহার
উদ্দেশ না পাইলে তজবিজ করিল চৌকিদারকে ও
আজ্ঞা দিল বধ করিতে তাহারদিগকে। কিন্তু সে
য়িহোদা দেশ ছাড়িয়া গেল কাইসারিয়ায় ও বাস
২০ করিল সেখানে। সে কালে হেরোদ জোর ও
চীদন লোকের ওপর বড় ক্রোধিৎ হইল কিন্তু
তাহারা এক মনে তাহার সাক্ষাতে আইল এবং রাজার
দেয়ান ব্লাষ্টস তাহারদের পক্ষে করিয়া অন্বেন চাহিল
একারন তাহারদের দেশ পালা হইল রাজার দেশ
২১ হইতে। পরে এক নিরূপিত দিনে হেরোদ রাজার
পরিচ্ছদ পরিয়া বসিল সিংহাসনের ওপর ও কাহিনি
২২ করিল তাহারদিগকে। তাহাতে লোক চেঁচাইয়া
২৩ বলিল এ ঈশ্বরের রব মানুষের নহে। তরিত ঈশ্বরের
দূত ঘাত দিল তাহাকে এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে স্তব দিল
২৪ না তাহাতে সে কীটে খাইয়া মরিল। কিন্তু ঈশ্বরের

২৫ কথা বাড়িতেং বৃদ্ধ হইল। তখন বার্নবা ও শাওল তাহারদের সেবা পূর্ণিত হইয়া বাহুড়িল য়িরোশলম হইতে এবং য়োহনকে সাতে লইল যাহার খ্যাত নাম মার্ক।

পর্ব্ব ১৩

সে কালে আন্তিয়োখের মণ্ডলিতে হইল কতক ভবিষ্যৎ বক্তা ও শিক্ষক বার্নবা ও শীমন যাহার খ্যাত নাম নিগের ও কিরীনির লূক ও মনাএন যে তরিবৎ হইল হেরোদ চৌর্থাংশের কর্ত্তার সহিৎ ও শাওল। ২ তাহারা প্রভুর সেবা করিতেং ও ওপবাস করিতেং ধর্ম্মাত্মা বলিলেন আমারার্থে আলাদা কর বার্নবা ও শাওলকে সে কার্য্যের নিমিত্ত যাহাতে নিযুক্ত করিয়াছি ৩ তাহারদিগিকে। অতএব তাহারা ওপবাস ও কামনা করিতে তাহারদের ওপর হাত দিয়া বিদায় করিল ৪ তাহারদিগিকে। তখন তাহারা ধর্ম্মাত্মায় পাঠান হইয়া গেল সলুকিয়ায় ও সেখান হইতে বাযুগমন করিল কুপ্রসে ৫ পরে সলামিসে ওপস্থিৎ হইয়া চেঁড় দিল ঈশ্বরের কথা য়িহোদীরদের সিনাগোগে য়োহন ও ছিল তাহারদের ৬ সহকর্ত্তা। তাহারা সে ওপদীপ আদ্যন্ত পফোস পর্য্যন্ত যাইয়া পাইল এক জন য়িহোদী গুনি মিথ্যা ভবিষ্যৎ ৭ বক্তা তাহার নাম বারয়েশু সে হইল প্রকন্নলের সহিৎ তাহার নাম সর্গিয়স পাওলষ এক সাবধানি মানুষ যে বার্নবা ও শাওলকে ডাকিয়া শুনিতে চাহিল ঈশ্বরের ৮ কথা। কিন্তু আলিমাস গুনি এ তাহার নামের অর্থ বারন

করিল তাহারদিগকে চেষ্টা করিয়া প্রকন্সলকে ফিরাইতে
৯ ভক্তি হইতে। তখন শাঔল তাহার নাম ও পাঔল বের্ম্মাত্মা
১০ পূর্ণিৎ হইয়া ঠিক তাহাকে দৃষ্টি করিয়া বলিল। হে
তুই চাতুরা ও দুরন্ত পূর্ণিৎ সয়তানের বেটা সকল
পুকভার্থের শত্রু প্রভুর সোজা পথ ফিরাইতে ছাড়িবি
১১ না। অতএব দেখ এখন ঈশ্বরের হাত তোমার ওপরে
তাহাতে অন্ধ হইবা ও কিছু কাল সূর্য্য দেখিতে পাইবা
না। তাহাতে ততক্ষণে এক কুহ ও অন্ধকার
পড়িল তাহার ওপর ও সে বেড়াইতে২ চেষ্টা করিল
১২ কাহাকে তাহার হাত ধরিয়া পথ দেখাইতে। তখন
প্রকন্সল তাহা দেখিলে আস্থা করিল চমৎকৃৎ হইয়া
প্রভুর প্রকরনে।

১৩ পরে পাঔল ও তাহার সহায় পফোস ছাড়িয়া আইল
পম্ফুলিয়ার পর্গায় কিন্তু য়োহন তাহারদিগকে ছাড়িয়া
১৪ বাহুড়িল য়িরোশলমে। পরে তাহারা পর্গা ছাড়িয়া
ওতরিল পসিদিয়ার আন্টিয়োখে এবং শাবত দিনে
১৫ সিনগোগে প্রবেশ করিয়া বসিল। তখন ব্যবস্থা
ও ভবিষ্যত বাক্য পাঠ করনের পরে সিনগোগের কর্ত্তা
তাহারদের ঠাঁই পাঠাইয়া কহিল মনুষ্য ও ভ্রাতাগনরে
তোমারদের যদি কিছু ওপদেশ কথা লোকেরদিগকে
১৬ তবে কহ। তখন পাঔল তাণ্ডাইয়া হাত ঠারিল ও
কহিল তোমরা য়িশরাল লোকরে ও যে জন ভয় করে
১৭ ঈশ্বরকে অবধান কর। এ য়িশরাল লোকের ঈশ্বর
পসন্দ করিলেন আমারদের পিতৃরদিগকে এবং লোক
মিজর দেশে বাসী হইয়া মুক্ত করিলেন ও হাত

১৮ ওঠাইয়া বাহির করিলেন তাহারদিগকে। পরে বৎসর চল্লিশেক সহিলেন তাহারদের ক্রিয়া
১৯ আরন্যাতে। পরে কনায়ন দেশে সাত বর্ন বিনাশ করিয়া ভাগং করিয়া অধিকার দিলেন তাহারদের
২০ ভূমি তাহারদিগকে। তাহা হইলে বৎসর চারি শত পঞ্চাশেক তিনি দিলেন তাহারদিগকে বিচার কর্ত্তা
২১ শামুএল ভবিষ্যৎ বক্তা পর্য্যন্ত। তারপর তাহারা রাজা চাহিলে ঈশ্বর দিলেন তাহারদিগকে বেনিমিনের
২২ গোষ্ঠির কিশের পুত্র শাওল চল্লিশ বৎসর। পরে তাহাকে ছাড়িয়া ওৎপাত করিলেন দাওদ তাহারদের রাজা হইবার কারন যাহার বিষয় ও সাক্ষীর প্রমান দিলেন ও বলিলেন আমি পাইয়াছি য়িশির পুত্র দাওদ এক জন আমার অন্তঃকরনের মত সে করিবে আমার
২৩ ইচ্ছা। এ মানুষের বীজ হইতে তিনি যেমন অঙ্গিকার করিয়া ছিলেন ওৎপন্ন করিয়াছেন য়েশু ত্রান
২৪ কর্ত্তা য়িশরালের জন্য য়োহন তাহার অগ্রগামি হইয়া য়েদের ডুব চেড়ি দিলে য়িশরালের সকল লোকের ঠাঁই তাহার অবতার মর্য্যাদা করিতে।
২৫ য়োহন ও তাহার স্বকর্ম্ম পূর্ন্ন করিতেং বলিলেন তোমরা কি কহ আমি কে আমি সে জন নহি কিন্তু দেখ এক জন আসিতেছেন আমার পশ্চাত যাহার পদের
২৬ জুতা খুলিতে যোগ্য নহি। হে মানুষ ভ্রাতাগন আব্রাহামের গোষ্ঠির সন্তান ও তোমারদের মধ্যে যেং জন ডরে ঈশ্বরকে তোমারদিগকে এ ত্রানের কথা
২৭ পাঠান হইয়াছে এ কারন য়িরোশলমের প্রজা ও

অর্থাৎ সে ভবিষ্যৎ বাক্য না বুঝিয়া যাহা পাঠান হইয়াছে প্রতি শাবত তাহার দোষাদোষ করিয়া পুর্ন্ন
২৮ করিয়াছে। এবং মৃত্যুর হেতু না পাইয়া নিবেদন করিল পীলাতকে বধ করাইতে তাঁহাকে। তাহারা
২৯ সকল যাহাং লিপি আছে তাহার বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাকে ক্রুস হইতে নামাইয়া কবরে শোয়াইল।
৩০ কিন্তু ঈশ্বর ওঠাইলেন তাহাকে মৃত্যু হইতে এবং
৩১ তিনি অনেক দিন দর্শন দিলেন তাহারদিগকে যাহারা আইল তাহার সহিৎ গালিলি হইতে য়িরোশলমে
৩২ যাহারা তাহার সাক্ষী লোকেরদের প্রতি। আমরা ও সে মঙ্গল সমাচার আনিয়া দেই তোমারদিগকে
৩৩ যে অঙ্গিকার দেয়া গিয়াছে পিতৃগনকে তাহা ঈশ্বর য়েশুকে ওঠাইয়া এখন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন আমার দের ঠাঁই তাহারদের সন্তান যেমন লিপি আছে দ্বিতীয় গীতে তুমি আমার পুত্র আজি জন্ম দিয়াছি তোমাকে।
৩৪ তিনি ওঠাইয়াছেন তাহাকে মৃত্যু হইতে ক্ষয়েতে না ফিরিতে সে বিবরন এমন কহিয়াছেন আমি দিব
৩৫ তোমাকে দাঊদের স্থির ক্ষেমা। এতদার্থে ও তিনি কহেন আর এক ঠাঁই তোমার ধার্ম্মিককে ক্ষয় দেখিতে
৩৬ দিবা না। একারন দাঊদ যখন ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনার পুরুষের কাজ করিয়া ছিল নিদ্রিৎ পড়িয়া একত্তর হইল তাহার পিতৃরদের সহিৎ ও ক্ষয় দেখিল।
৩৭ কিন্তু যাহাকে ঈশ্বর পুন ওঠাইলেন তিনি কিছু ক্ষয়
৩৮ দেখিলেন না। অতএব মানুষ ও ভ্রাতাগনেরা ইহা জ্ঞাত হওক তোমারদের ঠাঁই পাপ মোচন ছেড়ি দেয়া

৩৯ হইয়াছে তাহার করনক এবং প্রতি জন যে আস্থা করে তাহাকে প্রকৃতার্থিক করাইয়াছে সকল দোষ হইতে যাহা হইতে প্রকৃতার্থিক হইতে পারিলা না মোশার ব্যবস্থার কার্য্য করিয়া। অতএব
৪০ সাবধান কর কি জানি সে গতি হইবে তোমারদের
৪১ যাহা লিপি আছে ভবিষ্যৎ বাক্যে দেখ তোমরা তুচ্ছক ও চমকিত ও সর্ব্বনাশ হও একারন আমি এক কার্য্য করি তোমারদের দিনে এক কার্য্য যাহা তোমরা কোন মত প্রত্যয় করিবা না যদি কেহ তাহা কহে তোমারদিগিকে।

৪২ কিন্তু য়িহোদীরা সিনগগা ছাড়িয়া যাইতেং অন্য বর্ন্ন চাহিল যে এ কথা কহিতে হইবে তাহারদিগিকে
৪৩ তারপর শাবতে। এখন মণ্ডলি সকল ভঙ্গ হইলে অনেক য়িহোদী ও অন্য গতি কারক য়োগি গেল পাওল ও বার্নবার পশ্চাত যাহারা তাহারদিগিকে কহিয়া স্তোভ করিল রহিতে ঈশ্বরের অনুগ্রহতে।

৪৪ তারপর শাবত প্রায় সকল সহর সভা হইল
৪৫ ঈশ্বরের কথা শুনিতে। কিন্তু য়িহোদীরা মানব্যকে দেখিয়া দ্বেশ পূর্ন্নিত ছিল ও যাহাং পাওল ও বার্নবা কহিল তাহা নিশেধি কহিল বিপরিত ও নিন্দা করিতেং।
৪৬ তখন পাওল ও বার্নবা প্রেমসা বাক্য বলিল প্রয়োজন হইল যে ঈশ্বরের কথা প্রথম কহিয়া যাইত তোমার দের ঠাঁই কিন্তু তোমরা তাহা দূর করিয়া ও আপনার দিগিকে অনন্ত জীবনের অযোগ্য মনে করিয়া দেখ
৪৭ আমরা মুখ ফিরাই অন্য বর্ন্নেরদিগে। একারন প্রভু

এমন আজ্ঞা দিয়াছেন আমারদিগকে কহিয়া আমি নিযুক্ত করিয়াছি তোমাকে অন্য বর্ণের আলো তুমি ৪৮ ত্রানের কারন হইবারার্থে পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত। অন্য বর্ণের লোক ইহা শুনিলে উল্লাষিৎ হইয়া স্তব করিল প্রভুর কথায় ও যত লোক নিযুক্ত হইল অনন্ত প্রমায়ু ৪৯ পাইবার কারন তত লোক আস্থা করিল। এবং ৫০ প্রভুর কথা ব্যপিল সে সমস্ত দেশে। কিন্তু য়িহোদীরা কতক মহা যোগিনী স্ত্রী লোককে ও সে নগরের অধ্য ক্ষকে দুটিয়া বিপক্ষ উৎপন্ন করিল পাওল ও বার্নবার বিপরিতে ও খেদিয়া দিল তাহারদিগকে তাহারদের ৫১ সীমা হইতে। কিন্তু তাহারা ঝাড়িল তাহারদের পদের ধুলা তাহারদের বিপরিতে পরে উত্তরিল ৫২ ইকোনিয়মে। এবং শিষ্যগন আনন্দ ও ধর্ম্মাত্মা পরিপূর্ন্নিত হইল।———

পর্ব্ব ১৪ ইকোনিয়মে এ মত হইল তাহারা দুই জন য়িহোদীর সিনগগে সাতে যাইয়া কহিল যে মতে অনেক ২ য়িহোদী ও গ্রীক আস্থা করিল কিন্তু অনাস্থিক য়িহোদীরা অন্য বর্ণের মন দুটিল ও দুর্মতি করাইল ৩ তাহারদিগকে ভ্রাতাগনের বিপরিতে অতএব তাহারা অনেক কাল স্থিতি করিয়া খোলসা মুখে কহিল প্রভুর বিষয় যিনি ও দিলেন তাঁহার অনুগ্রহ কথার প্রমান এবং চিহ্ন ও আশ্চর্য্য কার্য্য করিতে দিলেন তাহার ৪ দের হাতে। কিন্তু সহরের মানব্য ভিন্ন২ হইল তাহাতে একাংশ হইল য়িহোদী ও আর একাংশ

৫ প্রেরিতেরদের সহিৎ। কিন্তু যখন অন্য বর্ণ ও য়িহোদীরা ও তাহারদের অধ্যক্ষ সমেৎ বলাৎকার করিয়া জিল হিংসা করিতে ও পাথর মারিতে তাহার ৬ দিগকে তখন তাহারা তাহা জাত হইয়া পলাইল লকায়োনিয়ার সহর লস্ত্রা ও দর্ব্বে ও তাহার নিকট ৭ দেশে ও সেখানে মঙ্গল সমাচার চেড়ি দিল।

৮ লস্ত্রার এক জন পদে দুর্ব্বল বসিল খোঁড়া তাহার মাতার গর্ব্ভ হইতে যে কখন হাঁটিতে পারিল না। ৯ সে জন শুনিল পাওলের কথা যে ও তাহারে দেখিলে ১০ বুঝিল তাহার সুস্থ পাইবার ভক্তি হইল অতএব চেঁচাইয়া কহিল তোমার পায় খাড়া হও। তাহাতে সে লাফ ১১ দিয়া হাঁটিল। পরে লোক পাওলের সে ক্রিয়া দেখিলে চেঁচাইয়া কহিল লকায়োনিয়া ভাষায় দেবতা মনুষ্যের মুর্ত্তি ধরিয়া নামিয়াছে আমারদের ঠাঁই। ১২ ও বার্নবার নাম বলিল যুপিতর ও পাওলের মর্স্করি ১৩ একারণ সে প্রধান বক্তা। তখন যুপিতরের যাজক যে থাকিল তাহাদের সহরের সন্মুখে আনিল বলদ ও ফুলের মালা দ্বারের কাছে এবং লোকের সহিৎ ১৪ বলিদান উৎসর্গ করিতে লাগিল। কিন্তু বার্নবা ও পাওল প্রেরিত তাহা শুনিয়া ছিড়িল তাহারদের বস্ত্রকে ১৫ এবং লোকের মধ্যে দৌড়িল চেঁচাইয়া কহিতেৎ মহাশয়রাহে এ কার্য্য করিতেছ কেন আমরা ও মানুষ যাহারদের দুর্ব্বলতা তোমারদের মত এবং এ মঙ্গল সমাচার চেড়ি দেই তোমারদের প্রতি যেন তোমারদের এ অনর্থক বস্তু ছাড়িয়া ফিরনের জন্য

জীবৎ ভগবানের দিগে যিনি নির্ম্মান করিলেন স্বর্গ ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও তাহারদের মধ্যে যাহা২ আছে
১৬ যিনি পূর্ব্ব কালে সকল বর্ন্ন আপন২ পথে যাইতে
১৭ দিয়াছেন কিন্তু আপনি সাক্ষী হিন থাকিলেন না সুক্রিয়া করিয়া ও বৃষ্টি বর্ষাইয়া স্বর্গ হইতে ও ফল যুক্ত কাল দিলে আমারদের অন্তঃকরন আনন্দ ও
১৮ হরিষ পূর্ন্ন করাইয়া। এবং তাহারা এ কথা কহিয়া অনেক আকঞ্চনে বারন করিল লোককে ভৎস্বর্গ করিতে তাহারদের স্থানে।————
১৯ কিন্তু কতক য়িহোদীরা আন্টিয়োখ ও ইকোনিয়ম হইতে আসিয়া লোককে স্তোভ করিল এবং পাওলকে পাথর মারিয়া টানিল নগরের বাহিরে ভাবিয়া সে
২০ মৃত্যু। কিন্তু শিষ্যেরা তাহার চতুর্দ্দিগে ডাণ্ডাইলে সে ওঠিয়া গেল সহরের ভিতরে ও পর দিনে গেল
২১ দর্ব্বেতে বার্নবার সহিৎ। ও সে নগরে মঙ্গল সমাচার চেতি দিল এবং অনেককে শিক্ষাইয়া পুনর্ব্বার গেল লস্ত্রা ও ইকোনিয়ম ও আন্টিয়োখে শিষ্যেরদের
২২ মন স্থির করিতে২ ও ভক্তিতে থাকিবারে স্তোভ করিতে২ ও কহিতে২ যে আমারদের আবশ্যক আছে অনেক দুঃখ খাইয়া প্রবেশ করিতে ঈশ্বরের
২৩ রাজ্যে। এবং প্রতি মণ্ডলিতে তাহারদের কারন প্রাচিন লোক নিযুক্ত করিয়া তাহারা ওপবাস ও কামনা করিয়া দিল তাহারদিগকে প্রভুর জিম্মা যাহারে তাহারা
২৪ আস্থা করিয়া ছিল। পরে তাহারা পসিদিয়া

২৫ দিয়া গেলে ওত্তরিল পম্ফুলিয়ায় ও পর্গায় কথা চেষ্টা
২৬ দিয়া গেল আটালিয়ায়। এবং সেখান হইতে বাহু গমন করিল আন্টিয়োখে যেখান হইতে ব্যাখ্যিত হইয়া ছিল ঈশ্বরের অনুগ্রহতে তাহারদের সে কার্য্যের
২৭ নিমিত্ত। তাহারা সেখানে ওপনিত হইয়া ও মণ্ডলি একত্তর করিয়া কহিল কিং ঈশ্বর করিয়া ছিলেন তাহারদের করনক ও ভক্তি দ্বার কেমনে খুলিয়া ছিলেন,
২৮ অন্য বর্ন্নেরদের গোচরে। তাহারা ও বহু কাল বাস করিল সেখানে শিষ্যগনের সহিৎ।

পর্ব্ব ১৫ পরে কতক লোক য়িহোদা দেশ হইতে যাইয়া শিক্ষাইল ভ্রাতাগনকে কহিয়া তোমরা মোশার ব্যবস্থার মত তকছেদি না হইলে ত্রান পাইতে পারিবা না।
২ অতএব পাওল ও বার্নবার বহু বিরোধ ও ন্যায় তাহার দের সহিৎ হইলে তাহারা নিয়ম করিল পাঠাইতে পাওল ও বার্নবা ও তাহারদের আর লোককে য়িরোশলমে প্রেরিত ও প্রাচিন লোকেরদের ঠাঁই ইহা জানিবার কারন।
৩ অতএব তাহারা তাহারদের গমনে মণ্ডলির ওপকার পাইয়া গেল ফৈনিকিয়া ও শমরন দিয়া অন্য বর্ন্নের মতি ফিরনের সংবাদ কহিতেং তাহাতে বড় আনন্দ
৪ করাইল সকল ভ্রাতাগনকে। তাহারা য়িরোশলমে ওত্তরিয়া সকল মণ্ডলি ও প্রেরিত ও প্রাচিন লোকেতে মর্য্যাদিক হইলে কহিল কেমন কার্য্য ঈশ্বর করিয়া
৫ ছিলেন তাহারদের করনক। কিন্তু ফারিসি বর্ন্ন কতক লোক যাহারা আস্থা করিল ওঠিয়া বলিল প্রয়োজন আছে তাহারদের তকছেদ করিতে ও মোশার

৬ ব্যবস্থা মানিবার আজ্ঞা করিতে। তখন প্রেরিত ও প্রাচিন লোক সভা হইল ইহা বিচার
৭ করিতে। এবং অনেক বাদানুবাদ হইলে পিতর উঠিয়া কহিলেন তাহারদিগকে মানুষ ভ্রাতাগনরে তোমরা জান কিছু কাল পূর্ব্বে ঈশ্বর পছন্দ করিলেন যে আমারদের মধ্যে অন্য বর্ন্ন মঙ্গল সমচার আমার
৮ মুখেতে শুনিয়া আস্থা করিবে। অন্তঃকরন বিজ্ঞ ঈশ্বর ও প্রমান দিলেন তাহারদিগকে ধর্ম্মাত্মা দিয়া যেমন
৯ আমারদিগকে এবং আমারদের তাহারদের কিছু ভেদ করিলেন না তাহারদের অন্তঃকরন ভক্তিতে
১০ পবিত্র করিয়া। অতএব এবে কেন পরিক্ষা কর ঈশ্বরকে শিষ্যেরদের গলায় বাঁক দিয়া যাহা আমরা কি আমারদের পিতৃগন সহিতে পারিলাম না।
১১ কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে আমারদের ত্রান হইবে প্রভু যেশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহতে যেমন তাহারদের।
১২ তখন সকল মানব্য চুপ করিয়া অবিধান করিল বার্নবা ও পাওলকে কহিতেং কেমন চিহ্ন ও চমৎকার কার্য্য ঈশ্বর করিয়া ছিলেন অন্য বর্ন্নের মধ্যে তাহার
১৩ দের হাতে। তাহারা কথা কহিতে শান্ত করিয়া যাকুব প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল মানুষ ভাইরে অবধান কর
১৪ আমার কথা। শিমওন পূর্ব্বে কহিয়াছে কেমন ঈশ্বর প্রথম দৃষ্টি করিলেন অন্য বর্ন্নের ওপর লোক লইতে
১৫ তাহারদিগ হইতে তাহার নামের কারন। ভবিষ্যৎ
১৬ বক্তার কথা মিলে ইহার সঙ্গে যে মত লিপি আছে ইহার পরে আমি ফিরিব এবং গাথন করিব দাঁওদের তাম্বু

যাহা পড়িয়াছে বটে আমি বাহুড়িয়া গাঁথিব তাহার
১৭ রাইস ও তাহা আরবার খাড়া করিব বক্রি মানুষ ও
সকল বর্ন্ন যাহারদের ওপর আমার নাম কহিয়া যায়
য়িহুহাকে চেষ্টা করনার্থে কহেন য়িহুহা যিনি করেন
১৮ এ সকলকে। প্রথমাবধি আপনার সকল কার্য্য
১৯ বিজ্ঞ আছেন ঈশ্বর। অতএব আমি যুক্তি করি
তাহারদিগকে ব্যামহ না দিতে যাহারা অন্য বর্ন্নের
২০ মধ্যে হইতে ফিরিয়াছে ঈশ্বরের দিগে কিন্তু
লেখিতে তাহারদিগকে দেবের মল ও পরদার ও
২১ টুসিং বস্তু ও রক্ত ত্যাগ করিতে। একারন পূর্ব্ব
পুরুষাবধি মোশার আছে যেং বলে তাহার কথা
প্রতি সহরে প্রতি শাবত দিনে পাঠ হইয়া তাহারদের
সিনগগে।

২২ তখন প্রেরিত ও প্রচিন লোক ও সকল মণ্ডলির তুষ্টি
হইল পাঠাইতে পছন্দিত লোক আপনারদিগ হইতে
অন্তিয়োখে পাওল ও বার্নবার সহিৎ তাহা য়িহোদা
যাহার খ্যাত নাম বার্শবা ও সীলাশ যাহারা ভ্রাতা
২৩ গনের মধ্যে মুখ্যি তাহারদের মারফত ইহা লেখিয়া।

প্রেরিত ও প্রাচিন লোক ও ভ্রাতাগন নমস্কার পাঠায়
ভ্রাতারদিগকে যাহারা অন্য বর্ন্নের মধ্যে আন্তিয়োখে
ও সিরিয়ায় ও কলিকিয়ায়।

২৪ আমরা সমাচার পাইয়াছি যে কতক লোক আমারদিগ
হইতে যাইয়া ওদ্বিগ্নিত করিয়াছে তোমারদিগকে তাহার
দের কথা কহিয়া অস্থির করাইয়া তোমারদের মনকে

কহিয়া তোমরদের আবশ্যক আছে ত্বকছেদ হইতে ও ব্যবস্থা মানিতে যাহারদিগকে আমরা কোন আজ্ঞা
২৫ দিলায় না আমরা এক মনে সভা হইয়া ঠাওরিলাম এ উপযুক্ত পাঠাইতে মনোনিত লোক আমারদের প্রেমি
২৬ বার্নবা ও পাওলের সহিৎ লোক যাহারা আপনারদের প্রান ঔদাস্য করিয়াছি আমারদের প্রভু য়েশু
২৭ খ্রীষ্টের নামেরার্থে। অতএব আমরা পাঠাইয়াছি য়িহোদা ও সীলাশকে যাহারা ও মুখে কহিবে সেই
২৮ কথা। একারন ইহা ধর্ম্মাত্মার তুষ্টি হইল আর কিছু ভার না দিতে তোমারদের উপর কেবল এ অলঙ্ঘ্য
২৯ কার্য্য। দেবতার প্রসাদ ও রক্ত ও টুমি বস্তু ও পরদার ত্যাগ করিতে ইহা হইতে আপনারদিগকে রক্ষা করিলে ভাল করিবা। ইতি।

৩০ অতএব তাহারা বিদায় হইয়া আন্তিয়োখে উতরিল এবং মানব্য একত্তর করিয়া পত্র দিল তাহারদিগকে।
৩১ তাহারা পাঠ করিয়া আনন্দিৎ ছিল সে বাক্যতে।
৩২ য়িহোদা ও সীলাশ ভবিষ্যৎ বক্তা হইয়া অনেক কথা কহিতেং নিত শিক্ষাইল ও শক্ত করাইল ভ্রাতাগনকে।
৩৩ তাহারা কিছু কাল থাকিয়া কুশলে বিদায় পাইল ভ্রাতা
৩৪ গন হইতে প্রেরিতেরদের স্থানে। কিন্তু সীলাশ সেখানে
৩৫ বাস করিতে মনে করিল। পাওল ও বার্নবা স্থিতি করিল আন্তিয়োখে শিক্ষাইতেং ও প্রভুর কথা ছেড়ি দিতেং আর অনেক ও ছিল তাহারদের সহিৎ।

৩৬ কতক দিনের পরে পাওল কহিল বার্নবাকে আমরা

পুনর্ব্বার যাইয়া দেখিব আমারদের ভ্রাতারদিগকে সমস্ত নগারে যেখানে মঙ্গল সমাচার ছেড়ি দিয়াছি
৩৭ জিজ্ঞাসা করিতে তাহারা কেমন আছে। এবং বার্নবা পরামর্শ দিল য়োহন যাহার খ্যাত নাম মার্ক
৩৮ সঙ্গে লইতে। কিন্তু পাওল ভাবিল তাহা উপযুক্ত নহে সে জন সঙ্গে লইতে যে ছাড়িয়া দিল তাহার দিগকে পম্ফুলিয়ায় এবং গেল না তাহারদের সহিৎ
৩৯ সে কর্ম্মেতে। অতএব তাহারদের এমন বিরোধ হইল যে তাহারা ভিন্ন২ হইল এক জন আর এক জন হইতে পরে বার্নবা মার্ককে সঙ্গে লইয়া বাযুগমন
৪০ করিল কপ্রুসে। ও পাওল পছন্দ করিল সীলাশকে ও গেল ভগবানের অনুগ্রহতে ব্যাখ্যিত হইয়া ভ্রাতাগন
৪১ হইতে। ও গেল সকল সিরিয়া ও কলিকিয়া দিয়া স্থির করিতে২ মণ্ডলিরদিগকে।

পর্ব্ব ১৬ পরে সে আইল দর্ব্বে ও লস্ত্রায় এবং দেখ এক শিষ্য সেখানে তাহার নাম টিমোতিয়ষ তাহার মাতা য়িহোদী
২ যে আস্থা করিল কিন্তু তাহার পিতা হইল গ্রীক তাহার সুখ্যাত ছিল লস্ত্রা ও ইকোনিয়মের ভ্রাতারদের মধ্যে।
৩ তাহাকে পাওল সঙ্গে যাইতে চাহিল তাহাতে লইয়া তাহার তকচ্ছেদ করাইল সে য়িহোদীরদেরার্থে যাহারা বাস করিল সে অঞ্চলে একারন সকলে জানিল
৪ তাহার পিতা গ্রীক। এবং তাহারা সে সহর দিয়া যাইতে২ দিল তাহারদের জিম্মা সে আজ্ঞা যাহা য়িরোশলমে নিরূপন হইল প্রেরিত ও প্রাচিন

৫ লোকে। অতএব মণ্ডলি সকল ভক্তিতে স্থির হইয়া নিত্য বৃদ্ধ২ হইল।

৬ পরে তাহারা গেল ফ্রুগিয়া ও গালাতিয়া দেশ দিয়া ও আসিয়ায় কথা কহিতে ধর্ম্মাত্মা নিবারন হইলে
৭ মিসিয়ার দিগে যাইয়া বতিনিয়ায় প্রস্থান করিতে লাগিল কিন্তু আত্মা যাইতে দিলেন না তাহারদিগকে।
৮ অতএব তাহারা মিসিয়া ছাড়িয়া ওত্তরিল ত্রোয়াসে।
৯ তৎকালে রাত্রে এক দর্শনীয় দেখা গেল পাওলের ঠাঁই মাকিদনিয়ার এক জন ডাণ্ডাইয়া সাধনা করিল তাহাকে কহিতে২ মাকিদনিয়ায় পার হইয়া ওপগার
১০ কর আমারদিগকে। সে এ দর্শনীয় দেখিলে আমরা তত্ক্ষনে মাকিদনিয়ায় যাইতে লাগিলাম ভাবিয়া প্রভু অবশ্য ডাকিয়াছেন আমারদিগকে মঙ্গল সমাচার
১১ চেড়ি দিতে তাহারদের শ্রবনে। অতএব আমরা ত্রোয়াস ছাড়িয়া সোজা পথে গেলাম সামোথ্রাকিয়ায়
১২ ও পর দিবসে নেয়াপোলিসে। এবং সেখান হইতে ফিলিপিতে যাহা মাকিদনিয়ার অগ্র ভাগের এক সহর ও জিলা ও সে সহরে আমরা রহিলাম কতক দিন।

১৩ শাবত দিনে আমরা গেলাম সহরের বাহিরে নদীর তিরে যে স্থানে ব্যবহারের মত একটা কামনা ঠাঁই ও আমরা বসিয়া কহিলাম সে স্ত্রী লোককে
১৪ যাহারা তড় হইল সেখানে। তয়াটীরা সহরের এক জন নারী শুনিল তাহার নাম লদিয়া এক বাগুনীয়া রঙ্গের বানির্জ্যা যে করিল ঈশ্বরের সেবা তাহার

অন্তঃকরনকে প্রভু খুলিয়া ছিল অবধান করিত্তে সেই
১৫ কথা যাহা পাওল কহিল। এবং সে সকল পরিজনের
সহিৎ ডুবিত হইয়া সাধনা করিল আমারদিগকে
কহিতেং যদি তোমরা বিচার করিয়াছ যে আমি
বিশ্বাসি প্রভুকে তবে আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া স্থিতি
কর। এবং সে অনেক স্তোভ দিল আমারদিগকে।
১৬ হেন কালে এ মত হইল আমরা সেখানে কামনা
করিবারে যাইয়া এক জন ছোক্রি যাহার ছিল এক গুনী
কার আত্মা দেখা করিল আমারদের সহিৎ সে জন মন্ত্র
১৭ করিত্তেং অনেক ধন করাইল তাহার মনিবের সে
পাওল ও আমারদের পাছে যাইত্তেং চেঁচাইয়া বলিল
এ লোক মহা ঈশ্বরের সেবক যাহারা প্রকাস করে
১৮ ত্রানের পথ আমারদিকে। সে এমন করিল অনেক
দিন। কিন্তু পাওল দুঃখিত হইয়া ফিরিল ও কহিল
সে আত্মাকে আমি আজ্ঞা দেই তোকে য়েশু খ্রীষ্টের
নামে তাহাকে ছাড়িয়া আয়। এবং তাহা ছাড়িল
১৯ তাহাকে সেই দণ্ড। কিন্তু যখন তাহার প্রভুরা
দেখিল তাহারদের প্রাপ্তির ভরসা গিয়া ছিল তখন
তাহারা পাওল ও সীলাশকে ধরিলে টানিয়া লইল
২০ বাজারে কর্ত্তারদের ঠাঁই পরে তাহারদিগকে অধ্যক্ষের
দের ঠাঁই আনিয়া কহিল ইহারা য়িহোদী হইয়া বহুত
২১ গোল করে আমারদের সহরে এবং শিক্ষায়
ব্যেবহার যাহা আমারদের অকর্ত্তব্য লইতে ও মানিত্তে
২২ রোমন হইয়া। তখন ইতর লোক এক সঙ্গে ওঠিল
তাহারদের বিপরিত্তে অধ্যক্ষেরা ও তাহারদের বস্ত্রকে

চিরিয়া খুলিতেং আজ্ঞা করিল বেত মারিতে তাহার
২৩ দিগকে। তাহারা অনেক মারি খায়াইলে কএদ
করিল ও আজ্ঞা দিল কএদের রক্ষককে সাবধান
২৪ করিয়া রাখিতে তাহারদিগকে। সে এমন আজ্ঞা
পাইয়া ঠেলিল তাহারদিগকে ভিতরে কএদে ও
২৫ তাহারদের পা হাড়ে বন্দিল। কিন্তু মধ্য রাত্রে
পাওল ও সীলাশ কামনা করিল ও স্তব গীত গাইল
ঈশ্বরের স্থানে এবং বন্দিত লোক শুনিল তাহারদের
২৬ গান। তাহাতে ততক্ষনে বড় ভুমি কম্প হইল যেমন
কারাগারের ভীত লড়িল ও সকল কপাট সত্তর
২৭ খুলিয়া গেল প্রত্তি জনের বন্দ ও খসিল। তখন
কএদের রক্ষক তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া চৈতন্য হইল ও
কএদের কপাট খলা দেখিয়া তলোয়ার খুলিল এবং
আপনাকে বধ করিতে লাগিল ভাবিয়া বন্দিত লোক
২৮ পলিয়া গিয়াছে। কিন্তু পাওল চেঁচাইয়া বলিল
আপনার হিংসা করিও না আমরা সকল এখানে।
২৯ তখন সে আলো মাঙ্গিলে লাফ দিয়া ভিতরে আইল
ও কম্পমান হইয়া পড়িল পাওল ও সীলাশরে সন্মুখে
৩০ ও তাহারদিগকে বাহির করিয়া বলিল হে মহাশয়
৩১ কি করিব ত্রান পাইবার কারন। তাহারা বলিল
বিশ্বাস কর প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের ওপর তাহাতে তুমি ও
৩২ তোমার সমস্ত ঘর পাইবা পরিত্রান। পরে তাহারা
কহিল ঈশ্বরের কথা তাহাকে ও তাহার ঘরের সকল
৩৩ লোককে। তখন রাত্রের সে দণ্ড তাহারদিগকে

ঋং

লইয়া ধুইল তাহারদের মারের দাগ ও তৎকালে
৩৪ সে ও তাহার সকলে ডুবিত হইল। পরে সে
আপনার ঘরে আনিয়া খাইতে দিল তাহারদিগকে
তাহার ঘরের সকল সুদ্ধ ঈশ্বরে প্রত্যয় করিয়া
উল্লাসিত হইল।

৩৫ দিন হইলে অধ্যক্ষেরা পাইক পাঠাইয়া বলিল
৩৬ ছাড়িয়া দেহ এ লোককে। তাহাতে কএদের রক্ষক
এ কথা কহিল পাওলকে অধ্যক্ষেরা পাঠাইয়া দিয়াছে
খালাস দিতে তোমারদিগকে অতএব এখন কুশলে
৩৭ প্রস্থান কর। কিন্তু পাওল কহিল তাহারদিগকে
৩৮ আমরা রোমান লোক তাহারা সকলের গোচরে
ও দোষ ছিন মারিয়াছে ও কএদ করিয়াছে এবং
এবে গুপ্তে বহির করিতে চাহে আমারদিগকে।
নহে কিন্তু আপনারা আসিয়া মুক্ত করুক আমার
৩৯ দিগকে। পেয়াদা এ কথা কহিল অধ্যক্ষকে।
তখন তাহারা রোমান লোকের কথা শুনিয়া ভয় করিল
এবং আসিয়া কাকুতি করিল ও বাহির করিয়া সাধনা
করিল তাহারদিগকে যাইতে সে নগর হইতে। ও
৪০ তাহারা কএদ ছাড়িয়া প্রবেশ করিল লদিয়ার বাড়িতে
ও ভ্রাতাগনেক দেখিয়া ও শান্তনা করিয়া গেল সেখান
হইতে।

পর্ব্ব ১৭ পরে তাহারা আম্ফিপোলিস ও আপলোনিয়া দিয়া
গেলে উত্তরিল তসলোনিকায় যেখানে য়িহোদীরদের
২ এক সিনগগ। ও পাওল ব্যেবহারের মত প্রবেশ

করিলেন তাহারদের স্থানে ও ধর্ম্ম গ্রন্থের কথা বার্ত্তা
৩ কহিল তাহারদের সহিৎ তিন শাবত দিন অর্থ
দিতেং ও খ্রীষ্টের মরন ও মৃত্যু ছাড়িয়া ওঠনের আব
শ্যক প্রমান দিতেং ও যে এই য়েশু যাহার কথা আমি
৪ কহি তোমারদিগকে তিনি আছেন খ্রীষ্ট। তাহাতে
তাহারদের কতক লোক আস্থা করিল এবং থাকিল
পাওল ও সীলাশের সহিৎ এবং অনেক ভক্ত গ্রীক ও
৫ মহত নারী অল্প নহে। কিন্তু অনাস্থিক য়িহোদীরা
দ্বেশ পূর্ন্নিৎ হইয়া একত্তর করিল কতক দুরাচার ও
পামর লোক ও বড় কোলাহল করিয়া সকল সহর
হুড়াহুড়ি করাইল পরে য়াসনের ঘর ভাঙ্গিতে লাগিল
যত্ন করিয়া বাহির করিতে তাহারদিগকে লোকের ঠাঁই।
৬ কিন্তু তাহারদিগকে না পাইয়া তাহারা টানিয়া লইল
য়াসন ও কতক ভ্রাতারা সহরের কর্ত্তার কাছে
চেঁচাইয়া বলিতেং যে লোক জগতকে ওল্টিয়া
৭ ফেলিয়াছে তাহারা অসিয়াছে এখানে যাহারদিগকে
য়াসন অতীথি করিয়াছে। ইহারা সকল ও করে
কাইসরের আজ্ঞার বিপরিতে কহিয়া আর এক রাজা
৮ আছে তাহার নাম য়েশু। তাহারা বড় বিঘ্ন দিল
মানব্য ও সহরের কর্ত্তাকে যখন তাহারা শুনিতে পাইল
৯ এ কথা। পরে য়াসন ও অন্য লোকের জামিন
১০ লইয়া ছাড়িল তাহারদিগকে। কিন্তু তৎকালে
ভ্রাতাগন পাঠাইল পাওল ও সীলাশকে রাত্রে বেরৈয়ায়
ও তাহারা সে স্থানে ওত্তরিয়া গেল য়িহোদীরদের
১১ সিনগগে। ইহারা তসলোনিকা লোক হইতে

সুমতি একারন মনের বাঞ্ছা করিয়া লইল সে কথা
এবং ধর্ম্ম গ্রন্থ নিত্য তজবিজ করিল দেখিতে এ কথা
১২ সে মত কি নহে। অতএব তাহারদের অনেক লোক
আস্থা করিল ও গ্রীক সুমতি স্ত্রী লোক ও পুরুষ অল্প
১৩ নহে। কিন্তু তসলোনিকার য়িহোদীরা জ্ঞাত হইয়া
যে ঈশ্বরের কথা কহা গেল বেরৈয়ায় পাওলের মুখে
১৪ সেখানে আইলে দুটিল ইতর লোককে। তখন
ভ্রাতাগন পাঠাইল পাওলকে যেমন সমুদ্রে যাইবারে।
১৫ কিন্তু টিমোতিয়ষ রহিল সে স্থানে। যাহারা পাওলের
পথ দেখাইল তাহারা লইয়া গেল তাহাকে আতেনসে
ও আজ্ঞা পাইয়া সীলাশ ও টিমোতিয়ষ শীঘ্র করিয়া
আসিতে তাহার ঠাঁই তাহারা বিদায় পাইল।

১৬ পাওল আতেনসে অপিক্ষা করিতেং তাহারদের
কারন তাহার আত্মা আপনার মধ্যে দুঃখিত হইল সে
১৭ সহর দেরের বস সল্লোয়ানা দেখিয়া। অতএব তিনি
কথা বার্ত্তা কহিলেন সিনগগে য়িহোদীরদের
ও সুমতি লোকেরদের সহিৎ ও দিন বদিন বাজারে
তাহারদের সহিৎ যাহারা দেখা করিল তাহার সঙ্গে।
১৮ কিন্তু এপিকুর ও স্তোইক ভট্টাচার্য্য কতক লোক তাহার
সহিৎ বিরোধ করিল এবং কেহং বলিল এ ডালমা
দালে কি কহিবে আর কেহং বলিল বুঝি অন্য দেবের
প্রশংস বক্তা একারন য়েশু ও পুনরুত্থান চেড়ি দিয়া বলিল
১৯ তাহারদিগকে। অতএব তাহারা তাহাকে ধরিয়া
লইল আরেওপাগসে কহিয়া আমরা জানিতে চাহি এ
২০ নূতন প্রকরন কি যাহা কহিতেছ। একারন

জানিতেছ কতক অসম্ভব কথা আমারদের কর্ণে অতএব আমরা জানিতে চাহি এ সকলের কি অনুমান।
২১ একারন সকল আতেনসী ও বিদেশি যে বাস করে তাহারদের সহিৎ তাহারদের সকল অপকাসে চাহে আর কিছু নহে কেবল কহিতে শুনিতে কোন নূতন কথা।

২২ অতএব পাওল আরেওপাগিসের মাঝে তাণ্ডাইয়া কহিল তোমরা আতেনসী আমি জানিতে পাই যে
২৩ তোমরা বহুত পূজা কর অজ্ঞাত দেরতার একারন আমি বেড়াইতেং তোমারদের পূজ্য দেখিয় পাইলাম এক যজ্ঞ কুণ্ড যাহার ওপর ইহা লেখা হইল অজ্ঞাত ঈশ্বরের অতএব যাহাকে তোমরা অজ্ঞাত ভজনা কর
২৪ তাহার কথা আমি কহি তোমারদিগকে। ঈশ্বর যিনি নির্ম্মান করিলেন জগত ও তাহার মধ্যের সমস্তকে তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু হইয়া বসতি করেন,
২৫ না হাতে গাঁথন ঘরে তাহার সেবা ও নহে মানুষের হাত দিয়া যেন তাহার কিছু ওন হইত একারন আপনি দেন জীবন ও বায়ু নিশ্বরন ও সকল বস্তু সমস্তকে।
২৬ তিনি ও এক রক্ত হইতে ওদ্ভব করিয়াছেন মানুষের সকল বর্ন্নকে বাস করিতে পৃথিবীর সমস্ত মুখের ওপর পূর্ব্বে নিরূপিৎ সময় ও প্রতি জনের বসতির
২৭ সীমানা নিয়ম করিয়া তিনি আমারদের কোন কাহা হইতে দূর নহেন কিন্তু তাহারদের প্রভু চেষ্টা করনার্থে যেন কোন মতে হাতিড়েং পাইতে পারে
২৮ তাঁহাকে একারন তাহার মধ্যে আমরা বাঁচি ও লড়ি

ও হই যে মত ও তোমারদের কতক কবি কহিয়াছে
২৯ আমরা তাঁহার বংশ। অতএব আমরা ঈশ্বরের
বংশ হইয়া আমারদের অকর্ত্তব্য আছে ভাবিতে
ঈশ্বরত্ব আছে সোনা কি রূপা কি পাথরের রূপ যাহা
৩০ গড়ন আছে মানুষের হিকমত ও জ্ঞান দিয়া। ঈশ্বর
ও আলাভালি করিলেন এ অজ্ঞান কালে কিন্তু এখন
খেদ করিতে আজ্ঞা দেন সকল লোক সমস্ত স্থানে
৩১ একারন তিনি এক দিন নিরূপন করিয়াছেন যাহাতে
পুকৃত করিয়া বিচার করিবেন জগতকে সে মানুষের
করনক যাঁহাকে তিনি নিযুক্ত করিয়াছেন ও যাহাকে
৩২ মৃত্যু হইতে ওঠাইয়া দিয়াছেন নিশ্চয় পুমান। এবং
তাহারা মৃত্যু লোকের পুনরুত্থানের কথা শুনিয়া শ্লেষ
করিল আর কেহ২ কহিল আমরা আরবার শুনিব
৩৩ তোমাকে ইহার বিষয়। তৎকালে পাওল গেল
৩৪ তাহারদিগ হইতে। কিন্তু কতক লোক থাকিল
তাহার সহিত ও আস্থা করিল যাহারদের মধ্যে
দিওনিসিয়স আরেওপাগী ও এক জন স্ত্রী তাহার নাম
দামারিস ও আর কেহ২ তাহারদের সহিৎ।

পর্ব্ব ১৮ এ সকলের পরে পাওল আতেনস ছাড়িয়া ওত্তরিল
কোরিন্তে এক জন য়িহোদী পন্তসে জন্মিত তাহার
নাম আকল্লা ইতালিয়া হইতে অল্প দিন ওত্তরিয়া
তাহার জায়া প্রিস্কিলার সহিৎ একারন ক্লদিয়ষ আজ্ঞা
দিয়া ছিল সকল য়িহোদীরদিগকে রোম ছাড়িয়া যাইতে
সে তাহার ওদ্দেশ পাইয়া গেল তাহারদের ঠাঁই।

৩ এবং তাহারদের মত কর্ম্ম কারক হইলে তাহারদের সহিৎ থাকিয়া খাটিল একারন তাহারদের ব্যবসা
৪ তাম্বু কারক। কিন্তু প্রতি শাবত দিন ন্যায় করিল সিনগগে ও স্তোভ করিল দুই য়িহোদী ও
৫ গ্রীককে। সীলাশ ও টিমোতিয়ষ মাকিদনিয়া ছাড়িয়া উপস্থিৎ হইলে পাওল আত্মায় আকর্ষিৎ হইয়া প্রমান দিল য়িহোদীরদিগকে যে য়েশু আছেন খ্রীষ্ট।
৬ কিন্তু তাহারা বিপরিত হইয়া ও পাষণ্ডতা করিয়া সে আপনার বস্ত্র ঝাড়িয়া কহিল তাহারদিগকে হওক তোমারদের রক্ত আপনারদের মাথায় আমি নির্দোষি। এখান হইতে আমি যাব অন্য বর্ন্নেরদের ঠাঁই।
৭ পরে সে স্থান ছাড়িয়া গেল এক জনের ঘরে তাহার নাম য়ষ্টস ঈশ্বরের এক পূজক যাহার ঘর
৮ হইল সিনগগের কাছে। কিন্তু সিনগগের কর্ত্তা কৃস্পষ তাহার সকল ঘর সুদ্ধ আস্থা করিল প্রভুকে অনেক কোরিন্থীরা ও শুনিয়া আস্থা করিল এবং
৯ ডুবিত হইল। তখন প্রভু রাত্রে দর্শনীয়তে কহিনে
১০ পাওলকে ভয় নহে কিন্তু কহ চুপ করিও না একারন আমি হই তোমার সহিত ও কেহ হিংসনার্থে স্পর্শ করিতে পাইবে না তোমাকে একারন আমার অনেক
১১ লোক এ সহরে। পরে সে দেড় বৎসর বাস করিল ঈশ্বরের কথা শিক্ষাইতেং তাহারদের মধ্যে।
১২ কিন্তু গালিও আখায়ার প্রকন্সল হইয়া য়িহোদীরা এক মনে জোরে লইয়া গেল পাওলকে আদলতে
১৩ কহিতেং এ বেটা স্তোভ দেয় মানুষকে ঈশ্বর ভজন

১৪ করিতে ব্যবস্থার বিপরিত মত। তখন পাঁওল মুখ খুলিতে লগিলে গালিও কহিলেন য়িহোদীর দিগকে শুনরে তোরা য়িহোদীরা যদি এ হইত হিংসা কিম্বা দৌরাত্মা দুষ্টতার বরামদ তবে
১৫ তোরদিগকে দৈর্য্য করিতে কর্ত্তব্য হইত। কিন্তু যদি কথা কি নাম কি ব্যবস্থা বাক্য মাত্র তবে সাবধান হও একারন আমি এ মকর্দ্দমার বিচার কর্ত্তা হইব না।
১৬ তাহাতে খেদিয়া দিলেন তাহারদিগকে সকল বিচার
১৭ স্থান হইতে। তখন সকল গ্রীক লোক সিনগগের কর্ত্তা সস্থেনসকে লইয়া মারিল আদলতের সন্মুখে
১৮ কিন্তু গালিও ইহার কিছু মানিল না। ইহার পরে পাঁওল বহু দিন বাস করিল সে স্থানে তারপর বিদায় পাইয়া ভ্রাতাগন হইতে বাহু গমন করিল সেখান হইতে সিরিয়ায় এবং প্রিস্কিলা ও আকল্লা তাহার সহিৎ তাহার চুল ক্ষৌরি করিয়া কেঙ্ক্রেয়ায়
১৯ তাহার এক মানন হইয়া। এবং সে এফেসসে উপনিৎ হইয়া ছাড়িল তাহারদিগকে কিন্তু আপনি সিনগগে প্রবেশ করিয়া কথা বার্ত্তা কহিল য়িহোদীর
২০ দের সহিৎ। তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে আর কিছু কাল রহিতে তাহারদের সহিৎ সে তাহা
২১ বাঞ্ছা করিল না কিন্তু বিদায় লইল তাহারদিগ হইতে কহিয়া আমার বড় আবশ্যক আছে আসিবার পর্ব্ব করিতে য়িরোশলমে কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে ফিরিব তোমারদের ঠাঁই। তাহাতে বাহু গমন করিল
২২ এফেসস হইতে। ও কাইসারিয়ায় উত্তরিলে যাইয়া

নমস্কার করিল মণ্ডলিকে তৎপর গেল আন্তিয়োখে ।
২৩ ও কিছু কাল স্থিতি করিলে প্রস্থান করিল ক্রমেং যাইয়া গালাতিয়া ও ফ্রুগিয়া দেশান্তর শিষ্যগনকে স্থির করিতেং ।

২৪ তৎকালে আলেক্সান্দ্রিয়া দেশের য়িহোদী এক জন তাহার নাম আপল্লুষ প্লোসা বক্তা ও ব্যবস্থা বিজ্ঞ
২৫ আইল এফেসসে । এ মানুষ প্রভুর গমনে শিক্ষিত ও মনে তপ্ত হইয়া সদর্থ কহিল ও শিক্ষাইল প্রভুর
২৬ কথা কেবল য়োহনের ডুব জ্ঞাত হইয়া । সে জন নির্ভয় কহিতে লাগিল সিনগগে । তাহাতে আকল্লা ও প্রিস্কিলা তাহার কথা শুনিয়া লইল তাহাকে তাহার
২৭ দের ঘরে ও ঈশ্বরের পথ আর ঠিক বুঝাইল । ও যখন সে মনে করিল আখায়ায় যাইতে তখন ভ্রাতাগন লেখিল শিষ্যেরদিগকে তাহাকে মর্য্যাদা করিতে । পরে সে স্থানে ওত্তরিয়া উপকার করিল তাহারদিগকে
২৮ যাহারা অনুগ্রহ পাইয়া আস্থা করিয়া ছিল । একারন সে শক্ত ন্যায় করিল য়িহোদীরদের সহিৎ ও নিশ্চয় দেখাইল ব্যবস্থা হইতে যে য়েশু আছেন খ্রীষ্ট ।

পৰ্ব্ব ১৯ তৎকালে এ মত হইল আপল্লুষ করিন্থে থাকিলে পাওল উপর দেশ দিয়া যাইতেং ওত্তরিল এফেসসে
২ পরে কতক শিষ্য পাইয়া কহিল তাহারদিগকে তোমরা আস্থা করনের পরে ধর্ম্মাত্মা পাইয়াছ । তাহারা প্রত্যুত্তর করিল তাহাকে আমরা শুনিতে না পাইয়াছি

৩ ধর্ম্মাত্মা আছে কি না। সে কহিল তাহারদিগকে তবে কাহাতে ডুবিত হইয়া ছিলা। তাহারা কহিল
৪ য়োহনের ডুবেতে। পাওল কহিল য়োহন যেদের ডুব দেয়াইল সে সত্য লোককে কহিয়া আস্থা করিতে তাঁহাকে যাহার আগমন হইবে তাহার পরে
৫ তিনি য়েশু খ্রীষ্ট। তখন তাহারা ইহা শুনিয়া
৬ ডুবিত হইল প্রভু য়েশুর নামে। পাওল ও তাহারদের ওপর হাত দিলে ধর্ম্মাত্মা পড়িল তাহারদের ওপর ও তাহারা নূতন ভাষা বলিতে২ ভবিষ্যত বাক্য কহিল।
৭ সে সকল লোক ছিল জন বারো। পরে সে
৮ সিনগগে যাইয়া নির্ভয় কথা কহিল ন্যায় করিতে২ মাস তিনেক এবং ঈশ্বরের রাজ্যের সকল কথার
৯ প্রমান দিতে২। কিন্তু কতক লোক কঠিন হইল ও আস্থা করিতে চাহিল না এ গতি নিন্দা করিতে২ মানুষ্যের সাক্ষাত তেকারন সে তাহারদিগ হইতে যাইয়া আলাদা করিল শিষ্যেদিগকে দিন বদিন ন্যায় করিতে২ এক জনের পাঠসালে তাহার নাম
১০ তরান্নস। এ হইল বৎসর দুএক তাহাতে আসিয়ার সকল প্রজা দুহে য়িহোদী ও গ্রীক শুনিতে পাইল
১১ প্রভু য়েশুর কথা। এবং ঈশ্বর করাইলেন
১২ অসম্ভব আশ্চর্য্য কার্য্য পাওলের করনক তাহাতে কমাল কি বুতি লইয়া গেল তাহার অঙ্গ হইতে পীড়িত লোকের ঠাঁই ও পীড়া ছাড়িল তাহারদিগকে
১৩ ও ভূত গেল তাহারদিগকে ছাড়িয়া। তখন কতক পাজি য়িহোদী গুনি কহিতে লাগিল প্রভু য়েশুর নাম

তাহারদের ওপর যাহারাদের ভূৎ ছিল কহিয়া আমরা আজ্ঞা দেই তোমারদিগকে য়েশুর নামে যাহার কথা
১৪ পাওল কহে। য়িহোদীরদের প্রধান যাজক স্কেবা নামে
১৫ এক জনের সাত পুত্র এমন করিল। কিন্তু ভূৎ ওত্তর করিয়া বলিল য়েশুকে চিনি ও পাওলকে চিনি কিন্তু
১৬ তোমরা কে। পরে সে ভূত গৃহস্থ লাফ দিল তাহারদের ওপর ও জোর করিয়া জিনিল তাহারদিগকে তেকারন তাহারা পলাইল সে ঘর ছাড়িয়া ওলঙ্গ ও
১৭ য়েতলা। তখন এ সমাচার গেল সকল য়িহোদী ও গ্রীকের স্থানে যাহারা বসতি করে এফেসসে তাহাতে ভয় পড়িল সকলের ওপর ও প্রভু য়েশুর
১৮ নামের স্তব হইল। অনেক ভক্তরা ও আসিয়া
১৯ স্বীকার করিল ও জানাইল তাহারদের ক্রিয়া। অনেক মন্ত্রি ও তাহারদের পুস্তককে একত্তর আনিয়া পুড়াইয়া ফেলিল সকলের সন্মুখে পরে সে সকলের মূল্য হিসাব করিয়া বুঝিল তাহা পঞ্চাশ হাজার থান রুপা
২০ প্রভুর কথা এমন পরাক্রান্ত হইয়া বাড়িল ও জয় করিল।

২১ এ সকল হইলে পরে পাওল মনে ঠাওরিল মাকিদনিয়া ও আখায়া দিয়া যাইতে য়িরোশলয়েতে কহিয়া আমি সেখানে গেলে পর রোমকে দেখিতে
২২ জুয়ায়। পরে তাহার দুই জন সেবক টিমোত্তিয়ষ ও এরাস্তষকে মাকিদনিয়ায় পাঠাইলে আপনি তিষ্ঠিল কিছু
২৩ কাল আসিয়ায়। তৎকালে বড় হুড়াহুড়ি হইল সে
২৪ পথের বিষয়। একারন এক জন রুপাকার

তাহার নাম দেমেত্রিয়ষ যে দিয়ানার রূপার পুতুলা
২৫ বানাইয়া প্রাপ্তি করাইল বহু কারকের যাহার
দিগকে সভা ডাকিল সকল সে কর্ম্ম কারকের সহিত
পরে বলিল ভাইরে তোমরা জান আমারদের ধন
২৬ আছে এ কার্য্য হইতে তোমরা ও দেখিতেছ
ও শুনিতেছ যে এ পাওল ক্ষোভ করিয়াছে অনেক২
লোককে কেবল এফেসসে নহে কিন্তু প্রায় সকল
আসিয়ায় এবং ফিরাইয়াছে তাহারদিগকে কহিতে২
২৭ যাহা হাতে নির্ম্মান হইয়াছে তাহা ঈশ্বর নহে অতএব
কেবল আমারদের কার্য্য হেলনাপন্ন নহে কিন্তু মহা দেবী
দিয়ানার দলান হেলা ও তাহার মহিমার ধ্বংসনাপন্ন
আছে যাহাকে আসিয়া কেবল ভজনা করে না কিন্তু
২৮ সমস্ত জগত। এবং তাহারা ইহা শুনিয়া ক্রোধ পূর্ন্নিত
ছিল ও চেঁচাইয়া বলিল মহা২ এফেসীর দিয়ানা।
২৯ তখন সকল সহর হুড়াহুড়ি পূর্ন্নিত হইল তাহাতে
এক মনে তামসিক ঘরে দৌড়িলে টানিয়া লইয়া গেল
পাওলের সহকারি মাকিদনিয়ার গাইয়ষ ও আরি
৩০ ষ্টার্খষ। যখন পাওল প্রবেশ করিতে চাহিয়াছে
লোকের ঠাঁই তখন শিষ্যগন যাইতে দিল না তাহাকে।
৩১ আসিয়ার কতক অধ্যক্ষ ও তাহার বন্ধু হইয়া পাঠাইল
তাহার ঠাঁই ও বিনয় করিল তাহাকে তামসিক ঘরে
৩২ না যাইতে। অতএব কেহ কহিল এক কথা আর কেহ
আর২ কথা একারন মানব্য হুড়াহুড়ি হইল এবং অধি
৩৩ কাংশ জানিল না কি কারন সভা হইল। পরে তাহারা
টানিয়া দিল আলেক্সান্দর মানব্য হইতে য়িহোদীরা ও

অগ্রে ঠেলিতেং তাহাকে। তখন আলেক্সান্দর হাতে
৩৪ ঠারিয়া পরিচয় দিতে চাহিল লোককে। কিন্তু
যখন তাহারা চিনিল সে এক য়িহোদী তখন সকল
এক রবে চেঁচাইয়া বলিল পাঁচ দণ্ড সরাসর মহাং
৩৫ এফেসীরদের দিয়ানা। পরে সহরের দেয়ান
লোককে চুপ করাইয়া বলিল শুনরে তোমরা এফেসী
লোক কে আছে যে জানে না এফেসীর সকল সহর
পূজা করে মহা দেবী দিয়ানা যে পড়িল যুপিতর হইতে।
৩৬ অতএব এ সকল অটল বিষয় হইয়া তোমারদের
আবশ্যক আছে থামিতে এবং কিছু না করিতে
৩৭ তরায় একারন তোমরা আনিয়াছ এ লোককে যে দেব
স্থানের চোর কিম্বা তোমারদের দেবীর পাষণ্ড কর্ত্তা নহে
৩৮ অতএব যদি দেমেত্রিয়ষ ও তাহার সহায় কর্ম্ম কারকের
কিছু বরামদ কোন কাহার সহিৎ তবে আদালত এবং
৩৯ ওকিল আছে তাহারা সায়াল যায়াব দেওক। কিন্তু যদি
কিছু জিজ্ঞাসা কর আর কোন কার্য্যের বিষয় তবে
৪০ তাহা রফা হবে ওপযুক্ত সভায়। একারন অবশ্য
আমার আপদ আছে আজিকার হড়বড়ির প্রমান
৪১ দিতে এ কোলাহলের হেতু করিবার কিছু না হইয়া।
সে এ কথা কহিয়া বিদায় করিল সভাকে।

পর্ব্ব ২০ সে হড়াহড়ি গেলে পাওল শিষ্যগনকে ডাকিয়া ও
আলিঙ্গন করিয়া প্রস্থান করিল মাকিদনিয়ায় যাইতে
২ ও সে দেশে অনেক বেড়াইয়া ও তাহারদিগকে স্তোভ
৩ দিয়া ওতুরিল গ্রীক দেশে। ও সেখানে তিন মাস
বাস করিয়া জাহাজে যাইতে লগিল সিরিয়ায় কিন্তু

য়িহোদীরা তৎকালে তাহাকে মারিতে নেওয়াতি রাখিলে
তাহার মনে হইল বাহুড়িতে মাকিদনিয়ার পথে।
৪ তখন তাহার সাতে গেল আসিয়ার বেরৈয়ার সোপাটর
ও তসলোনিকার আরিষ্টার্খষ ও সেকন্দষ ও দর্ব্বের
টিমোতিয়ষ ও আসিয়ার টিখিকস ও ট্রুফিমস।
৫ এ সকল আগে যাইয়া তিষ্ঠিল ট্রোয়াসে আমারদের
৬ কারন। বেখমির রুটির দিনের পরে আমরা ও
ফিলিপি ছাড়িয়া পাঁচ দিন বাযু গমন করিতেং আসি
-লাম তাহারদের নিকটে ট্রোয়াসে যেখানে আমরা
৭ তিষ্ঠিলাম সাত দিন। তখন শাবতের প্রথমে
শিষ্যেরা রুটি ভাঙ্গিতে সভা হইলে পাওল প্রস্তুত হইয়া
পর দিনে যাইতে হিৎ উপদেশ করিল তাহারদিগকে ও
৮ তাহার উপদেশ করিল মধ্যে রাত্রে পর্য্যন্তু। অনেক
প্রদীপ হইল সে উপর কুঠরিতে যাহাতে তাহারদের
৯ মণ্ডলি এক জন যুবা মানুষ গবাক্ষে বসিয়া নিদ্রিত
পড়িল তখন পাওল অনেক্ষন তাহার উপদেশ
কহিতেং সে নিদ্রিত হইয়া পড়িল তৃতীয় তালা হইতে
এবং তুলন হইল মরা তাহার নাম ইওটিখস।
১০ তাহাতে পাওল নামিয়া পড়িল তাহার উপর এবং
তাহাকে কোলে করিয়া কহিল কিছু নাদ করিও না
১১ তাহার প্রান আছে তাহাতে। পরে পুনর্ব্বার উপর
যাইয়া ও রুটি ভাঙ্গিয়া ও খাইয়া সে আর বহু কাল
কথা বার্ত্তা কহিল তাহারদের সহিৎ ভোর পর্য্যন্তু
১২ তারপর গেল। এবং তাহারা সে যুবা আনিয়া
১৩ বহুত শান্তু পাইল। কিন্তু আমরা জাহাজে আগে

ঘাইয়া বাবু গমন করিলাম আসসে যেখানে পাওলকে লইতে হইল একারন সে তেমন নিরুপন করিয়া ছিল
১৪ আপনি পছন্দ করিয়া পদব্রজে যাইতে। তখন সে আমারদের সহিৎ আসসে মিলিলে ও আমরা
১৫ তাহাকে লইয়া ওত্তরিলাম মিটলেনেতে। এবং সেখান হইতে বাবু গমন করিয়া ওত্তরিলাম খিয়সের সন্মুখে পর দিনে ও তার পর দিন লাগিলাম সামসে ও স্থিতি করিলাম ত্রোগালিয়মে ও তার পর দিবস আমরা
১৬ ওত্তরিলাম মিলেটসে। একারন পাওল নিয়ম করিয়া ছিল এফেসস দিয়া যাইতে আসিয়ায় আর না থাকনার্থে একারন সে চেষ্টা করিল যদি সাধ্য য়িরোশিলমে ওপনিৎ হইতে পেন্তেকস্তে।
১৭ এবং মিলেটস হইতে লোক পাঠাইয়া এফেসসে
১৮ ডাকিল মণ্ডলির প্রাচিন লোককে। তাহারা তাহার নিকট ওত্তরিলে সে কহিল এ কথা তাহারদিগকে তোমরা জান কেমন আমি রহিলাম তোমারদের মধ্যে সে সকল সময় প্রথম দিনাবধি যাহাতে
১৯ আসিলাম আসিয়ায় বহু নম্রাত্মায় হইয়া ও নেত্রাশ্রু বহু করিয়া অনেক পরিক্ষার মধ্যে যাহা প্রভুর সেবা করিতেং পড়িল আমার ওপর য়িহোদীরদের নেওয়াতিতে
২০ ও কেমনে আমি কিছু প্রাপ্তি দাইক ছাপিয়া রাখিলাম
২১ না কিন্তু জানাইলাম ও শিক্ষাইলাম তোমারদিগকে প্রকাশমান ও ঘরে ঘরে সাক্ষী দিতেং দুই য়িহোদী ও গ্রীকের ঠাঁই খেদ ভগবানের দিগে ও ভক্তি আমার
২২ দের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টে। এখন ও আমি আত্মায় বন্দিৎ

হইয়া যাইতেছি যিরোশলমে অজ্ঞাত হইয়া আমার কিং
২৩ গতি হইবে সেখানে ইহা ব্যতিরেক প্রতি সহরে
ধর্ম্মাত্মা সাক্ষী দেয় কহিতেং বন্দ ও দুঃখ অপিক্ষা
২৪ করে আমার কারন। কিন্তু আমি ইহার কোন
বিষয়তে উদ্বিগ্নিৎ নহি ও আপনার জীবনকে বলে না
আত্মাপ্রিয় আমার সকল কার্য্য আনন্দ পূর্ব্বক পূর্ন
করনার্থে ও যে সেবা আমি পাইয়াছি প্রভু য়েশুর ঠাই
ঈশ্বরের অনুগ্রহের মঙ্গল সমাচারের প্রমান দিতে।
২৫ এখন আমি জানি যে তোমরা সকল যাহারদের মধ্যে
আমি ঈশ্বরের রাজ্যের কথা কহিতেং গিয়াছি আর
২৬ কখন দেখিবা না আমার মুখ। অতএব আমি
আজি তোমারদের মনে দেই যে আমি পরিস্কার সকল
২৭ লোকের রক্ত হইতে। একারন আমি না ছাড়িয়াছি
জানাইতে তোমারদিগকে ঈশ্বরের সকল প্রশপ্ন।
২৮ অতএব সাবধান হও আপনারদিগকে ও সে সকল
পালকে যাহার উপর ধর্ম্মাত্মা নিযুক্ত করিয়াছে তোমার
দিগকে ওত্তরসাইক প্রতি পালন করিতে ঈশ্বরের
মণ্ডলিকে যাঁহা ক্রয় করিয়াছেন আপনার রক্ত দিয়া।
২৯ একারন আমি জানি যে আমার যাওনের পরে দুরন্ত
কেন্দুয়া আসিবে তোমারদের মধ্যে পালকে কিছু দয়া
৩০ না করিয়া। বটে তোমার আপনারদের মধ্যে
হইতে লোক উৎপন্ন হইবে যাহারা বিপরিত কথা
৩১ কহিবে টানিয়া লইতে শিষ্যগনকে। অতএব চৌকি
দেহ ও মনে রাখ কি মত তিন বৎসর সরাসর
আমি ত্যাগ করিলাম না প্রবোধ করিতে প্রতি জনকে

৩২ দিবা রাত্রে নেত্রাশ্রু পড়িয়া। অতএব এবে ভ্রাতাগন আমি ব্যাখ্যা করি তোমারদিগকে ঈশ্বর ও তাঁহার অনুগ্রহের কথাকে যিনি তোমারদের হিত করিতে পারেন এবং অধিকার দিতে পারেন তোমারদিগকে ৩৩ সকলের মধ্যে যাহারা পবিত্র হইয়াছে। আমি লোভ করিলাম না কোন কাহার রূপা কিম্বা সোনা ৩৪ কিম্বা পরিচ্ছদ। বটে তোমরা আপনারা জান এই হস্ত সেবা করিয়াছে আমার তন্নাস্তিতে ও তাহারদের ৩৫ যাহারা আমার সহিৎ। আমি দেখাইয়াছি তোমার দিগকে সকল কার্য্য কেমন এ মত মেহনত করিতেং জুয়ায় অশক্তিকে ওপগার করিতে ও প্রভু য়েশুর কথা মনে করিতে যিনি কহিলেন দেওন লওন হইতে ভাল। ৩৬ সে এ কথা কহিয়া হাঁটু গাড়িল ও কামনা করিল ৩৭ তাহারদের সহিৎ। এবং তাহারা সকল বড় হাহাকার করিলে পাওলের গলায় পড়িয়া চুম্বন করিল ৩৮ তাহাকে সকল হইতে শোকিত হইয়া সে কথাতে যাহা কহিয়া ছিল যে তাহারা আর কখন দেখিবে না তাহার মুখ। পরে তাহারা জাহাজে গেল তাহার সহিৎ।

পর্ব্ব ২১ তারপর আমরা তাহারদিগকে ছাড়িয়া ও পাল ওঠাইয়া সোজা যাইতেং ওত্তরিলাম কোওসে ও পর ২ দিনে রোদসে এবং সেখান হইতে পাটারায়। এবং যাইবার এক জাহাজ পাইলে তাহাতে চড়িয়া পাল

৩ গুটাইলাম। তখন কুপ্রসের দেখা পাইয়া বামে ছাড়িলাম তাহা ও বাযুগমন করিলাম সিরিয়ায় ও সেখান হইতে জোরে গেলাম একারন সেখানে
৪ জাহাজের বোজ নামাইতে হইল। আমরা সেখানে শিষ্যগন পাইয়া তিষ্ঠিলাম সাত দিন ও তাহারা আত্মায়
৫ বাণী কহিল পাওলকে য়িরোশলমে না যাইতে। সে সাত দিন পূর্ন্ন হইলে আমরা প্রস্থান করিলাম এবং তাহারা সকল স্ত্রী জায়াল সুদ্ধ আমারদের সাতে গেল সহরের বাহিরে তখন আমরা হাঁটু গাড়িয়া কামনা
৬ করিলাম সমুদ্রের তিরে। পরে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া চড়িলাম জাহাজে ও তাহারা ফিরিল নিজ ঘরে।
৭ এবং আমরা জোরে গমন ছাড়িয়া ওত্তরিলাম প্তলমাইসে ও ভ্রাতারদিগকে আলিঙ্গন করিয়া
৮ তিষ্ঠিলাম এক দিন তাহারদের সহিৎ। পর দিবসে পাওল ও তাহার সহায় তাহা ছাড়িয়া ওত্তরিল কাইসারিয়ায় এবং ফিলিপ মঙ্গল সমাচার বক্তার ঘরে যাইয়া স্থিতি করিলাম তাহার সহিৎ সে হইল
৯ সাত দিকনের এক জন। তাহার ও হইল চারি
১০ জনা ভবিষ্যত বক্তা আইবড় কন্যা। আমরা অনেক দিবস সেখানে থাকিতেং এক জন ভবিষ্যত বক্তা আইল য়িহোদা দেশ হইতে তাহার নাম আগবস
১১ সে আমারদের নিকট আসিয়া লইল পাওলের বন্দ ও আপনার হাত পা বন্দ করিয়া বলিল ধর্ম্মাত্মা এ কথা কহে যে জনের এ বন্দ তাহাকে য়িরোশলমের য়েহোদীরা এ মত বন্দ করিবে ও গছিত করিবে অন্য

১২ বর্ণের হাতে। সে কথা শুনিলে আমরা ও সে স্থানের গৃহস্থ দুহে সাধিনা করিলাম তাহাকে না
১৩ যাইতে য়িরোশলমে। কিন্তু পাওল প্রত্যুত্তর করিল কান্দিতেং ও আমার অন্তঃকরন ভাঙ্গিতেং কি কর তোমরা একারন আমি কেবল বন্দিত হইবারে প্রস্তুত নহি কিন্তু মরিতে ও য়িরোশলমে প্রভু য়েশুর
১৪ নামের জন্য। অতএব সে আমারদের যুক্তি না মানিলে আমরা চুপ করিলাম কহিয়া প্রভুর ইচ্ছা
১৫ হওক। এ কালের পরে আমরা আমারদের সামিগ্রি একত্তর করিয়া গেলাম য়িরোশলমে।
১৬ কাইসারিয়ার কতক শিষ্য আমারদের সাতি গেল আমারদিগকে আনিয়া এক জন কপ্রসী প্রাচিন শিষ্যের ঠাঁই তাহার নাম ম্নাসন যাহার ঘরে আমারদের তিষ্ঠিতে হইল।

১৭ পরে আমরা য়িরোশলমে ওত্তরিলে ভ্রাতাগন হরিষ
১৮ মনে মর্য্যাদা করিল আমারদিগকে। পর দিনে পাওল প্রবেশ করিল আমারদের সহিৎ যাঁকুবের ঘরে
১৯ সকল প্রাচিন লোক ও বিদ্যমান থাকিল। এবং সে তাহারদিগকে আলিঙ্গন করিলে বিস্তার করিয়া কহিল যাহাং ঈশ্বর করিয়া ছিলেন অন্য বর্ণের মধ্যে
২০ তাহারদের করনক। তাহারা তাহা শুনিয়া ঈশ্বকে স্তব করিল এবং বলিল তাহাকে ভাইরে তুমি দেখিতেছ কত লক্ষ ভক্ত আছে য়িহোদীরদের মধ্যে
২১ এবং তাহারা সকল ব্যবস্থার কারন বড় ওত্তপ্ত। এবং

তাহারা সংবাদ পাইয়াছে তোমার বিষয় যে তুমি শিক্ষা করাইতেছ সকল য়িহোদীরদিগকে যাহারা অন্য বর্ণের মধ্যে মোশা ত্যাগ করিতে কহিয়া বালকের ত্বকচ্ছেদ করিতে কিম্বা ব্যেবহারে চলিতে
২২ অনোচিৎ। তবে এ কি মানব্য অবশ্য সভা আসিবে একারন শুনিতে পাইবে তোমার আইসনের
২৩ কথা। অতএব যাহা আমরা কহি তাহা কর আমার দের এখানে চারি জন আছে যাহারদের এক মানন
২৪ তাহারদিগকে লও ও আপনাকে পবিত্র কর ও মাথা মুড়াবার খরচ কর তাহারদের সহিৎ সকলের জানি বারে যে তোমার যেং কথা শুনিয়াছে তাহা কিছু নহে কিন্তু তুমি ব্যবহারের মত চলিতেং ব্যবস্থাকে মানিতেছ।
২৫ কিন্তু অন্য বর্ণের ভক্তের বিষয় আমরা লেখিয়াছি ও নিরূপন করিয়াছি ইহার কিছু না মানিতে ইহা ব্যতিরেক দেবতার প্রসাদ ও রক্ত ও টুসিৎ বস্তু
২৬ ও পরদার ত্যাগ করিতে। তখন পাওল সে লোককে লইল এবং পর দিনে পবিত্র হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল তাহারদের সহিৎ জানাইতে যে পবিত্র করনের দিন পূর্ণ হইল প্রতি জনের ওৎসর্গ দেওন
২৭ পর্য্যন্ত। কিন্তু সে সাত দিন প্রায় পূর্ণ হইলে আসিয়ার কতক য়িহোদী তাহাকে মন্দিরে দেখিয়া বড় হুড়াহুড়ি করিল ও ধরিল তাহাকে
২৮ ডাকিতেং য়িশরাল লোকরে ওপগার কর এ সে মানুষ যে প্রতি স্থানে শিক্ষা করায় লোক ও ব্যবস্থা ও এ পবিত্র স্থানের বিপরিতে সে ও আনিয়াছে গ্রীক লোক

মন্দিরকে ও অশুচি করিয়াছে এ পবিত্র স্থান।
২৯ তাহারা পূর্ব্বে দেখিয়া ছিল ট্রফিমস এফেসী সহরে
তাহার সহিৎ অতএব ভাবিল যে পাওল আনিয়াছিল
৩০ তাহাকে মন্দিরে। এবং সকল সহর হুড়াহুড়ি
হইল এবং লোকের বড় কোলাহল তাহাতে তাহারা
পাওলকে টানিতেং মন্দিরের বাহির করিল তখন
৩১ সত্বর কপাট বন্ধ হইল। তাহারা তাহাকে বধ করিতে
চাওরিতেং সমাচার গেল প্রধান শেনাপতির স্থানে যে
৩২ সকল য়িরোশলমে কোলাহল হইল অতএব সে শৈন্য
ও এক শত শেনার পতিকে লইয়া দৌড়িল তাহারদের
মধ্যে। ও তাহারা শেনাপতি ও শেনাগনকে দেখিলে
৩৩ পাওলকে মারিতে নিরস্ত হইল। তখন শেনাপতি
নিকট আসিয়া ধরিল তাহাকে ও আজ্ঞা করিল
তাহাকে দুই জিঞ্জিরে বন্ধিতে পরে জিজ্ঞাসা করিল
৩৪ সে কে ও কি করিয়া ছিল। তখন মানবের কেহং
চেঁচাইয়া বলিল এক কথা আরং বলিল আর
কথা তাহাতে সে কিছু ঠিকানা না পাইয়া আজ্ঞা
৩৫ দিল লইয়া যাইতে তাহাকে গড়ে। কিন্তু
সিড়ির ওপর হইয়া এ মত হইল লোকের জোরেতে
৩৬ শৈন্য তুলিয়া বহিল তাহাকে। একারন লোকের
মানব্য পাছেং গেলে চেঁচাইয়া বলিল দূর কর
তাহাকে।

৩৭ কিন্তু পাওলকে গড়ে আনিতেং সে কহিল শেনা
পতিকে আমাকে কিছু কহিতে দেহ তোমাকে এবং
৩৮ সে বলিল গ্রীক ভাষা কহিতে পার। তুমি সে

মিচরী নহে যে এ সময়ের পূর্ব্বে করিয়াছ বড় কোলাহল ও সঙ্গে লইয়াছ অরন্যতে চারি হাজার হত্যা
৩৯ কর্ত্তা। কিন্তু পাওল কহিল আমি নিতান্ত কিলিকিয়ার তার্সসের এক য়িহোদী ইতর সহরের গৃহস্থ নহে আমি ও সাধনা করি তোমাকে আমাকে কহিতে দেহ লোককে।

৪০ তখন পাওল অনুমতি পাইয়া ডাণ্ডাইল সিঁড়ির ওপর ও হাত চারিল লোককে তাহাতে বড় নিঃশব্দ হইলে কহিল তাহারদিগকে এব্রি ভাষায় বলিয়া মানুষ

পর্ব্ব ২২

ভাই ও পিতারে অবধান কর আমার ওত্তর যাহা
২ আমি করি তোমারদিগকে। সে কহিল এব্রি ভাষায় তাহারদিগকে অতএব তাহারা তাহা শুনিয়া
৩ অধিক নিঃশব্দ হইল তখন সে বলিল সত্য আমি এক জন য়িহোদী কিলিকিয়ার তার্সসে জন্মিত কিন্তু গমালিএলের পদে শিক্ষিৎ এ সহরে ও আমারদের ব্যবস্থা ক্রিয়া বিজ্ঞ ও তপ্ত ছিলাম ঈশ্বরের নিতে যেন
৪ তোমরা সকল অদ্য হইয়াছ এবং আমি বিপক্ষতা করিলাম এ পথ মৃত্যু পর্য্যন্ত দূহে পুরুষ ও নারী
৫ বন্দিয়া কএদে গচ্ছিৎ করিতেং প্রধান যাজক ও প্রাচিন লোকের সভা আমার এ সাক্ষী যাহারদিগ হইতে ও আমি দমাশেকের ভ্রাতারদের ঠাঁই পত্র পাইয়া গেলাম সেখানকার লোককে বন্দিত আনিতে য়িরোশলমে
৬ সাজা পাইবারার্থে। এবং এ মত হইল আমি যাইতেং ওত্তরিলাম দমাশেকের নিকট ও দুই প্রহর বেলা এক মহা দীপ্তি সত্তর তেজিল আমার চতুর্দ্দিগে স্বর্গ হইতে

৭ এবং আমি মৃত্তিকাতে পড়িয়া শুনিলাম এক রব
কহিতেং আমাকে শাওলরে শাওলরে কেন বিপক্ষতা
৮ করিতেছ আমাকে কিন্তু আমি প্রত্যুত্তর করিলাম
প্রভুহে তুমি কে তিনি কহিলেন আমি য়েশু নাজরেন
৯ যাহাকে তুমি বিপক্ষতা করিতেছ। আমার সহিৎ
লোক ও নিশ্চয় দেখিল সে দীপ্তি ও ভীত হইল
কিন্তু শুনিল না তাঁহার রব যে কহিল আমাকে।
১০ তখন আমি কহিলাম হে প্রভু কি করিব প্রভু কহিলেন
আমাকে ওঠ দমাশেকে যাও সেখানে কহিতে হইবে
তোমাকে সকল যাহাং নিরুপন হইয়াছে তোমার
১১ করনের কারন। এবং সে দীপ্তির তেজের হেতু
আমি দেখিতে পারিলাম না কিন্তু আমার সমিভ্যারি
১২ দের হাতে লায়্গি হইয়া গুত্তরিলাম দমাশেকে। তখন
হ্ননীহা এক জন পরমার্থিক ব্যবস্থারানুয়ায়ি যাহার
ভাল নাম হইল সকল য়িহোদীরদের মধ্যে যাহারা
১৩ বাস করিল সেখানে আমার নিকট আসিয়া এ
ডাগুাইয়া বলিল আমাকে ভাই শাওলরে দেখিতে
১৪ পাও। এবং সে দণ্ড আমি দৃষ্টি করিলাম তাহার
ওপর। পরে সে কহিল আমারদের পিতৃরদের
ঈশ্বর পূর্ব্বে নিযুক্ত করিয়াছেন তোমাকে তাহার
ইচ্ছা জানিতে ও দেখিতে সে ধার্ম্মিককে ও তাঁহার
১৫ মুখের কথা শুনিতে একারন তুমি হবা তাঁহার
সাক্ষী সকল লোককে যেং বিষয়তে দেখিয়াছ
১৬ ও শুনিয়াছ। এবং এখন বিলম্ব করিতেছ কেন ওঠ
ডুবিৎ হও এবং কামনা করিতেং প্রভুর নামে ধুইয়া

১৭ যেন তোমার পাপকে। পরে এ মত হইল আমি
য়িরোশলমে ফিরিয়া ও মন্দিরে নিবেদন করিতেং
১৮ অবসন্ন হইলাম ও দেখিলাম তাঁহাকে কহিতেং
শীঘ্র করিয়া প্রস্থান কর য়িরোশলম হইতে একারন
তাহারা লইবে না তোমার প্রমান আমার বিষয়।
১৯ আমি কহিলাম হে প্রভু তাহারা জানে কেমন আমি
কএদ করিলাম ও সিনগগে মারিলাম তাহারদিগকে
২০ যাহারা আস্থা করিল তোমাকে এবং যখন তোমার
সাক্ষী স্তিফানঘের রক্ত পাত হইল তখন আমি ও নিকট
দাণ্ডাইয়া এক শীল ছিলাম তাহার বধেতে ও তাহার
২১ হত্যা কর্ত্তারদের বস্ত্র রাখিলাম। পরে তিনি
কহিলেন প্রস্থান কর একারন আমি দূরে পাঠাইব
তোমাকে অন্য বর্ন্নের ঠাঁই

২২ তখন তাহারা অবধান করিল তাহার এ কথা ও
তারপর চেঁচাইয়া বলিল দূর কর এমন বেটা পৃথিবী
২৩ হইতে তাহাকে বাঁচিতে উপযুক্ত নহে। তখন
তাহারা শব্দ করিতেং ও পরিচ্ছদ খুলিতেং ও ধূলা
২৪ শূন্যে ফেলিতেং শেনাপতি আজ্ঞা দিল গড়ে
আনিতে তাহাকে পরে আজ্ঞা করিল মারিতেং
তজবিজ করিতে তাহাকে জানিবার জন্য কিকারন
তাহারা এ মত কোলাহল করিল তাহার বিপরিতে।
২৫ তাহাতে তাহারা চামাটি দিয়া তাহাকে বন্দিতেং পাওল
বলিল এক শং শেনারপতিকে যে নিকটে দাণ্ডাইল এ
কর্ত্তব্য কেহ রোমানকে মারিতে যাহাকে মারিতে
২৬ আদলতের আজ্ঞা নহে। এক শং শেনারপতি ইহা

শুনিয়া প্রস্থান করিল ও কহিল শেনাপতিকে সাবধান কর কি করিতেছ একারণ এ মানুষ আছে
২৭ রোমান। তখন শেনাপতি আসিয়া কহিল তাহাকে কহ আমাকে তুমি রোমান সে বলিল হাঁ বটে।
২৮ শেনাপতি প্রত্যুত্তর করিল আমি বহু অর্থ দিয়া পাইয়াছি এ উদ্ধার। কিন্তু পাওল প্রত্যুত্তর করিল আমি
২৯ উদ্ধার জন্মিত ছিলাম। অতএব যাহারা তাহাকে তজবিজ করিতে নিযোজিত ছিল তাহারা গেল তাহা হইতে শেনাপতি ও তাহাকে রোমান জানিয়া ও তাহাকে বন্দ করনার্থে ভয়ান্বিত হইল।

৩০ পর দিনে জানিবার কারন সে কেন য়িহোদী করনক উল্লানিত হইয়া ছিল সে খুলিল তাহার বন্দ ও আজ্ঞা করিল প্রধান যাজক ও সকল সভা আসিতে তখন পাওলকে নামাইয়া বসাইল তাহারদের সাক্ষাত। পাওল

পর্ব্ব ২৩

ও সভাতে দৃঢ় দৃষ্টি করিয়া কহিলেন মনুষ্য ভাইরে আমি সুমতি করিয়াছি ঈশ্বরের গোচরে আজি
২ পর্য্যন্ত কিন্তু হননীহা প্রধান যাজক আজ্ঞা দিল তাহার দিগিকে যাহারা নিকট ডাণ্ডাইল তাহাকে মুখে মারিতে।
৩ তখন পাওল কহিলেন তাহাকে ঈশ্বর মারিবেন তোমাকে ওরে তুমি শাদা দেয়াল আমাকে ব্যবস্থা মত বিচার করিতে বসিলে অব্যবস্থা আজ্ঞা করিতেছ
৪ মারিতে আমাকে। কিন্তু যাহারা নিকট ডাণ্ডাইল কহিল ঈশ্বরের প্রধান যাজককে নিন্দা করিতেছ
৫ তুমি। পাওল কহিল ভাইরে আমি জানিলাম না

ওনি প্রধান যাজক একারন লিপি আছে কুকথা কহিও
৬ না তোমার লোকের কর্ত্তার বিপরিতে। পরে
পাওল বুঝিতে পাইলে যে একাংশ হইল শাদুকি ও
আর একাংশ ফারিসি চেঁচাইয়া কহিল সভাতে মানুষ
ভাইরে আমি আছি ফারিসি ফারিসির নন্দন
সে ভরসা ও মৃত্যুর পুনরুত্থানের কারন আমি
৭ বিচার্য্য হইতেছি। এ কথা কহিয়া ফারিসি ও
শাদুকির ঝকড়া হইল তাহাতে মানব্য ভিন্নং হইল।
৮ একারন শাদুকি কহে পুনরুত্থান নহে দূত নহে
৯ ভূৎ নহে কিন্তু ফারিসি দুহে স্বিকার করে। তখন
বড় গোল হইলে ফারিসির পক্ষে অধ্যাপক ওঠিল
ও ঝকড়া করিল কহিতেং আমরা এ মানুষের কিছু
দোষ পাই না কিন্তু যদি কোন আত্মা কি দূত
কহিয়াছে তাহাকে তবে আমরা রন করি না ঈশ্বরের
১০ সহিৎ। এবং বড় কোলাহল হইতেং শেনাপতি
ভাবিল পাছে পাওলকে নাগুং চিরিতে হবে তাহার
দের জোরেতে অতএব আজ্ঞা দিল শেনাগনকে যাইয়া
জোরে লইলে গড়ে আনিতে তাহাকে তাহারদের
মধ্যে হইতে।

১১ তারপর রাত্রে প্রভু তাহার কাছে ডাণ্ডাইয়া কহিলেন
নির্ভয় হও পাওল একারন যেমন সাক্ষী দিয়াছ আমার
বিষয় যিরোশলমে তেমন তোমার সাক্ষী দিবার
১২ আবশ্যক আছে রোমে। এবং দিন হইলে কতক
জন য়িহোদী মিলন করিয়া সাঁপে বন্দিল আপনার

দিগকে ভোজন পান না করিতে পাওলকে বধ না
১৩ করিয়া। এ দুর্যোগ করিয়া ছিল চল্লিশ জনের
১৪ অধিক। পরে তাহারা প্রধান যাজক ও প্রাচিন
লোকের ঠাঁই আসিয়া বলিল আ.রা বড় শাপ করিয়া
বন্দিয়াছি আপনারদিগকে পাওলকে হত্যা না করিয়া
১৫ কিছু চাকিব না অতএব তুমি সভা সুদ্ধ নিবেদন
কর শেনাপতিকে কল্য আনিতে তাঁহাকে তোমারদের
স্থানে যেমন আর ঠিক তজবিজ করিতে চাহিত তাহার
বিষয় তখন আমরা প্রস্তুত হই বধ করিতে তাহাকে
১৬ তোমার নিকট আইসনের পূর্ব্বে। পাওলের
ভাগিনেয় তাহারদের নেওয়াতির বিষয় শুনিলে আসিয়া
১৭ ও গড়ে প্রবেশ করিয়া কহিল পাওলকে। পরে
পাওল এক জন একশত শেনারপতিকে ডাকিয়া কহিল
লইয়া যাও ও যুবা মানুষ শেনাপতির স্থানে একারণ
১৮ সে কিছু কহিতে চাহে তাহাকে। অতএব সে
তাহাকে লইয়া গেল শেনাপতির ঠাঁই ও কহিল পাওল
বন্দিত আমাকে ডাকিয়া বলিল এ যুবা মানুষকে
আনিতে তোমার স্থানে যাহার কিছু আছে কহিতে
১৯ তোমাকে। তাহাতে শেনাপতি তাহার হাত ধরিয়া
লইল তাহাকে এক গুপ্ত স্থানে এবং জিজ্ঞাসা করিল
২০ তুমি কি কহিতে চাহ আমাকে। সে কহিল
য়িহোদীরা পরামর্শ করিয়াছে চাহিতে তোমার স্থানে
পাওলকে কল্য আনিবারে সভাতে যেমন আর কিছু
২১ জিজ্ঞাসা করিতে চাহিত তাহার বিষয়। কিন্তু তুমি
তাহা করিও না একারণ তাহাকে মারিতে চল্লিশ জন

অধিক নেওয়াতি থাকে সাঁপে আপনারদিগকে বন্দিয়া তাহাকে হত্যা না করিলে ভোজন পান না করিতে এখন ও তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে তোমার আজ্ঞা
২২ অপিক্ষা করিতেং। অতএব শেনাপতি সে যুবা মানুষকে বিদায় করিয়া কহিল সাবধান কোন কাহাকে কহিও না যে ইহা জানাইয়াছ আমাকে।
২৩ তখন সে দুই জন একশত শেনারপতিকে ডাকিয়া বলিল প্রস্তুত কর দুই শত শেনা ও সত্তরি আসোয়ারি ও দুই শত বর্শিধারী কাইসারিয়ায় যাইতে এক প্রহর
২৪ রাত্রে এবং প্রস্তুত কর বাহন পাওলের আরোহনের জন্য ও সাবধান করিয়া তাহাকে লইয়া যাও ফেলিক্স
২৫ অধ্যক্ষের স্থানে। সে ও পত্র লেখিল তাহার নকল এই।

২৬ ক্লদিয়ষ লিসিয়া শ্রী যুত মহা মহীম ফেলিক্স অধ্যক্ষকে

২৭ এ মানুষকে য়িহোদীরে হত্যার্থে ধরা হইলে আমি সশৈন্য সহিৎ আসিয়া পরিত্রান করিলাম
২৮ জানিতে পাইয়া যে সে রোমান। পরে জানিতে ইচ্ছা করিলে কি নিমিত্ত তাহারা ওল্লানা করিল
২৯ তাহাকে আমি আনিলাম তাহাকে সভাতে তাহাতে জানিতে পাইলাম যে সে ওল্লানিত হইল তাহারদের ব্যবস্থার কতক ন্যায়েতে কিন্তু মৃত্যু কিম্বা বন্দের কিছু
৩০ যোগ্য নহে। পরে সমাচার পাইয়া যে য়িহোদীরা সেওয়াতি করিল সে মানুষের কারন আমি শীঘ্র

পাঠাইলাম তাহাকে তোমার নিকট তাহার ওল্লানা কর্ত্তাকে ও আজ্ঞা করিয়া কহিতে তোমার সদনে যাহাং কহিতে চাহে তাহার বিপরিতে। ইতি।

৩১ তখন শেনাগন যেমন আজ্ঞা পাইয়া ছিল পাওলকে
৩২ লইয়া গেল রাত্রে আন্টিপট্রিসে। ও পর দিনে ফিরিল গড়ে আসোয়ারিকে ছাড়িয়া তাহার সাতে যাইবার
৩৩ জন্য যাহারা কাইসারিয়ায় প্রবেশ করিয়া ও অধ্যক্ষকে
৩৪ পত্র দিয়া পাওলকে দিল তাহার গোচরে। অধ্যক্ষ পত্র পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল কোন জিলা হইতে সে
৩৫ ও কিলিকিয়া হইতে জ্ঞাত হইয়া কহিল তোমার ওল্লানা কর্ত্তা ও ওস্তরিলে শুনিব তোমার কথা। তখন আজ্ঞা করিল তাহাকে রক্ষা করিতে হেরোদের প্রেত্তোরিয়ামে।

পর্ব্ব ২৪ তখন পাঁচ দিনের পরে হ্রনানীহা প্রধান যাজক ও প্রাচিন লোক সুদ্ধ ও এক জন বক্তা তাহার নাম তের্ত্তল্লুস ওস্তরিয়া গেল অধ্যক্ষের সদনে পাওলের
২ বিপরিতে। ও তাহাকে ডাকিলে তের্ত্তল্লুস তাহাকে ওল্লানা করিতে লাগিল কহিতেং হে মহা মহিম ফেলিক্স আমরা বড় ভাগ্য পাই তোমার পালেতে ও বড়
৩ পৌরষি ক্রিয়া হয় এ বর্ণ্নের দিগে সেকারন আমরা সুখ্যাত কহিতেং স্বীকার করি তাহা সর্ব্বকাল ও প্রতি
৪ স্থানে কিন্তু আর তোমাকে ত্যক্ত না করনার্থে আমি প্রার্থনা করি তোমাকে অনুগ্রহ করিয়া শুনিতে আমার

৫ দের মন্দ কথা   একারন আমরা দেখিয়াছি এ
মানুষ বড় দুরন্ত ও দন্দ জনক জগতের সকল য়িহো
৬ দীরদের মধ্যে ও নাজারেন বর্ম্মের এক প্রধান সে ও
মন্দিরকে ব্যবহারি করিতে লাগিয়াছে তাহাতে আমরা
তাহাকে ধরিয়া বিচার করিতে চাহিলাম আমারদের
৭ ব্যবস্থার মত   কিন্তু লিসিয়াষ প্রধান সেনাপতি আমার
দের ঠাঁই আইলে জোর করিয়া লইল তাহাকে আমার
৮ দের হাত হইতে   তাহার গুল্লানা কর্ত্তাকে আজ্ঞা
দিয়া আসিতে তোমার নিকট যাহাতে আপনি তত্ত্ববিত্ত
করিয়া জানিতে পারিবা সকল যাহাং আমরা
৯ গুল্লানা করি তাহাকে।   য়িহোদীরা ও তাহাতে সায়
দিল কহিতেং এ কথা সত্য।

১০   তখন পাওলকে কহিতে ঠারিলে সে প্রত্যুত্তর করিল
আমি জানি তুমি এ বর্ম্মের বিচার কর্ত্তা অনেক বৎ
সর অবধি আমি সেকারন আর হরিষ মনে আপনার
১১ প্রত্যুত্তর করি   যাহাতে তুমি জানিতে পারিবা যে
এখন বারো দিন অধিক নহে যে আমি গিয়াছি য়িরো
১২ শলমে ভজনা করনের কারন   ও তাহারা মন্দিরকে
পাইল না আমাকে ন্যায় করিতেং কোন কাহার
সহিৎ কিম্বা লোকের কোলাহল উৎপন্ন করাইতেং
১৩ সিনগগে কিম্বা সহরে   তাহারা ও এ সকল আমার
১৪ গুল্লানার প্রমান করিতে পারে না।   কিন্তু এ
আমি স্বীকার করি তোমার সাক্ষাত যে মতে
তাহারা বলে হেরেশি সে মতে আমি ভজনা করি
আমার পিতৃর ঈশ্বরকে সকল যাহাং লিপি আছে

১৫ ব্যবস্থা ও ভবিষ্যত বাক্যে আস্থা করিয়া যাহা তাহারা ও অপিক্ষা করে সে ভরসা ও আমি পাই ঈশ্বরে যে মরার পুনরুত্থান হইবে দুহে যথার্থিক ও
১৬ অযথার্থিকের। এবং ইহতে আমি যত্ন করি অনপরাধি বিবেচনা রাখিতে দুহে ঈশ্বর ও মানুষের
১৭ দিগে। আমি অনেক বৎসর গেলে আইলাম দান ও
১৮ ওৎসর্গ আনিতে আমার বর্ন্নতে যাহাতে আসিয়ার কতক য়িহোদী স্থানিকে পবিত্র পাইল আমাকে মানবোর সহিৎ নহে কোলাহলের সহিৎ নহে
১৯ যাহারা বিদ্যমান হইয়া ওল্লানা করিতে জুয়ায় যদি
২০ তাহারদের কিছু আছে আমার বিপরিতে কিম্বা ইহারা আপনারা কহুক আমার কিছু দোইট দেখিয়াছে কি
২১ না যখন তাণ্ডাইলাম আদালতে এ এক কথার ব্যতিরেক যাহা কহিলাম তাহারদের মধ্যেখানে তাণ্ডাইয়া আজি আমি বিচার্য্য হই তোমারদের করনক পুনরুত্থানের বিষয়।—

২২ ফেলিক্স এ কথা শুনিয়া বিলম্ব করাইল তাহার দিগকে কহিয়া লিসিয়াষ শেনাপতি ওপস্থিৎ হইলে ও এ পাঁত একানু জাত হইয়া আমি ওজবিজ করিব তোমার
২৩ দের সকল মকদ্দমা। পরে আজ্ঞা করিল এক শত শেনারপতিকে রক্ষা করিতে পাওলকে ও অশক্ত বন্দ করিতে তাহাকে ও তাহার কোন বন্ধু বারন না করিতে ওপাগার করে কি আসিতে তাহার ঠাঁই।—
২৪ কতক দিনের পরে ফেলিক্স ও তাহার জায়া দ্রুসিল্লা সে য়িহোদী পাওলকে আনিয়া শুনিল খ্রিষ্টে ভক্তির

২৫ বিষয়। তখন পাওল পুরুতার্থ ও মধ্যম ও আসি
বার বিচারের কথা কহিতেং ফেলিক্স কম্পমান হইয়া
প্রত্যুত্তর করিল এ বার যাও অপকাশ হইলে আমি
২৬ ডাকিব তোমাকে। তাহার ভরসা ও হইল তঙ্কা
পাইতে পাওলের ঠাঁই তাহার ছাড়ানার্থে তেকারন
তাহাকে পুনঃ আনিয়া কথা কহিল তাহার সহিৎ।
২৭ তৎপরে দুই বৎসর পূর্ন্ন হইলে পর্কিয়স ফেষ্টস
আইল ফেলিক্সের বদলে তখন ফেলিক্স য়িহোদীর
দিগকে তোষনার্থে বন্দিৎ ছাড়িল পাওলকে।—

পর্ব্ব ২৫
অতএব ফেষ্টস সে জিলায় আসিয়া গেল কাইসা
রিয়া হইতে য়িরোশলমে তিন দিনের পরে তখন
প্রধান যাজক ও য়িহোদীরদের অধ্যক্ষ তাহার
সাক্ষাতে হইল পাওলের বিপরিতে এবং কাকুতি
৩ করিল তাহাকে অনুগ্রহ চাহিয়া তাহার বিপরিতে
তাহাকে য়িরোশলমে আনিতে নেওয়াতি করিয়া
৪ পথে তাহাকে বধ করনার্থে। কিন্তু ফেষ্টস
প্রত্যুত্তর করিল পাওলকে রাখিতে হবে কাইসারিয়ায়
ও আপনি কিঞ্চিৎ কাল পরে যাত্রা করিবেন সেখানে
৫ সে বলিল সেকারন তোমারদের যেং যাইতে পারে
আমার সহিৎ সে যাউক ও যদি এ মানুষের কিছু
৬ দোষ আছে ওল্লানা করুক তাহাকে। পরে সে
তাহারদের সহিৎ দশ দিন থাকিয়া গেল কাইসা
রেয়ায় ও তার পর দিনে বিচার আসনে বসিয়া আজ্ঞা
৭ করিলেন আনিতে পাওলকে। সে আইলে য়িহোদীরা
যে আসিয়া ছিল য়িরোশলম হইতে চতুর্ভিতে দাণ্ডাইয়া

অনেক ও ভারি গুল্লানা করিল পাওলের বিপরিতে
৮ যাহার প্রমান দিতে পারিল না। সে আপনার
প্রত্যুত্তর করিতেং য়িহোদীর ব্যবস্থা কিম্বা মন্দিরে
কিম্বা কাইসরের বিপরিতে আমি কিছু না করিয়াছি।
৯ কিন্তু ফেষ্টস য়িহোদীরদের তোষনার্থে প্রত্যুত্তর
করিয়া কহিল পাওলকে য়িরোশলমে যাইবা তুমি ও সে
১০ স্থানে ইহাতে বিচার্য্য হইবা আমার সাক্ষাৎ। পাওল
কহিল আমি দাণ্ডাইতেছি কাইসরের আদালতে যে
খানে আমাকে বিচার করিতে জুয়ায় আমি কিছু মন্দ
করিলাম না য়িহোদীরদিগকে যে মত তুমি খুব জ্ঞাত
১১ আছ। সেকারন যদি আমি কিছু দোষ কি
কোন মৃত্যু যোগ্য কার্য্য করিয়াছি তবে মরিতে
হেয়জ্ঞান করি না কিন্তু তাহারদের গুল্লানা যদি কিছু
নহে তবে কেহ সমর্পিত করিতে পারে না আমাকে
তাহারদের হাতে। আমি নালিস করি কাইসরের
১২ ঠাঁই। তখন ফেষ্টস পরামর্শ লইয়া প্রত্যুত্তর
করিল তাহাকে নালিস করিয়াছ কাইসরের ঠাঁই
তুমি কাইসরের ঠাঁই যাইবা।

১৩ কতক দিনের পরে আগ্রিপা রাজা ও বেরনিকে
আইল কাইসারিয়ায় নমস্কার করিতে ফেষ্টসকে।
১৪ তাহারা অনেক দিন সেখানে রহিলে ফেষ্টস জানাইল
পাওলের মকর্দ্দমা রাজাকে কহিয়া এক জন আছে
১৫ যাহাকে ফেলিক্স বন্দিৎ ছাড়িল যখন আমি ছিলাম
য়িরোশলমে তখন প্রধান যাজক ও য়িহোদীরদের

প্রাচিনেরা জানাইল আমাকে তাহার বিষয় বিচার
১৬ চাহিয়া তাহার বিপরিতে। যাহারদিগকে আমি
প্রত্যুত্তর করিলাম এ রোমান লোকের ব্যবহার নহে
কোন কাহাকে খুনেতে দিতে ওল্লানিত ওল্লানা কর্ত্তা
সন্মুখা সন্মুখি না হইলে ও আপনার সে দোষের
১৭ সয়াল জয়াব করিতে না পাইলে। অতএব তাহারা
এখানে ওত্তরিলে আমি অবিলম্বিৎ বসিলাম বিচার
আসনে ও আজ্ঞা করিলাম আনিতে সে মানুষকে।
১৮ যাহার বিপরিতে ওল্লানা কারক খাড়া হইলে কোন
১৯ এমন দোষ বলিল না যাহা আমি ভাবিয়া ছিলাম কিন্তু
করিল কতক বাদানুবাদ আপনারদের ভজনার বিষয়
এবং এক জন য়েশুর বিষয় যে মৃত্যু আছে যাহাকে
২০ পাওল কহিল জীবৎ। কিন্তু আমি ইহাতে
অস্থির মনে হইয়া কহিলাম য়িরোশলমে যাইয়া
২১ সেখানে বিচার্য্য হইবা এ সকলের বিষয়। কিন্তু
পাওল নালিস করিয়া রক্ষ পাইতে মহা চক্রবর্ত্তির
শুননের কারন আমি রক্ষা করিবার আজ্ঞা দিলাম
যাবৎ পর্য্যন্ত তাহাকে পাঠাইতে পারি কাইসরের
২২ নিকট। তখন আগ্রিপা কহিল ফেষ্টসকে আমি
আপনি এ মানুষকে শুনিতে চাহি। সে কহিল
কল্য তুমি শুনিতে পাইবা তাহার কথা।

২৩ অতএব পর দিনে আগ্রিপা ও বেরনিকে বড় ঐশ্বর্য্য
করিয়া ও সহরের অধ্যক্ষ সহিৎ আইলে প্রবেশ
করিল শুনিবার স্থানে তখন ফেষ্টস আজ্ঞা করিলে
২৪ পাওলকে আনয়ন ছিল। তখন ফেষ্টস কহিল

হে আগ্রিপ্পা রাজা ও তোমারা সকল যে বিদ্যমান হইয়াছ আমারদের সহিৎ তোমরা দেখিতেছ এ মানুষকে যাহার বিষয় য়িহোদীরদের মানব্য ওত্তর প্রত্যত্তর করিয়াছে আমার সহিৎ য়িরোশলমে ও এথায় কহিতেং তাহাকে আর কিছু কাল বাঁচিতে অনোচিত।
২৫ কিন্তু আমি মৃত্যুর যোগ্য কিছু না দেখিয়া ও সে আপনি মহা চক্রবর্ত্তিতে নালিস করিলে আমি নিয়ম
২৬ করিলাম পাঠাইতে তাহাকে। যাহার বিষয় আমার কিছু ঠিকানা নহে লেখিতে মহা রাজাকে অতএব তাহাকে বাহির করিয়াছি তোমারদের সকলের সাখ্যাৎ ও বরং তোমার সাখ্যাৎ আগ্রিপ্পা রাজা হে তাহাতে তজবিজ হইলে পর আমার কিছু লেখিতে
২৭ হইতে পারিবে একারন আমার মনে ভেকো লাগে পাঠাইতে কোন বন্দিত ও তাহার বাগ্দোষ না জানাইতে।

পর্ব্ব ২৬ তখন আগ্রিপ্পা কহিল পাওলকে আপনার জয়াব কহিতে কেহ বারন করিবে না। তাহাতে পাওল তাহার হাত বাড়াইয়া ওত্তর করিল।

২ আগ্রিপ্পা রাজাহে ওত্তর করিতে তোমার সাখ্যাত সে সকল বিষয় যাহাতে য়িহোদীর ওল্লানিত হইয়াছি
৩ আমার বড় ভাগ্য একারন তুমি সে সকল কার্য্য ও জিজ্ঞাসা জ্ঞাত হইয়াছ যাহা য়িহোদীরদের মধ্যে এত দার্থে আমি কাকুতি করি তোমাকে ধৈর্য্য করিয়া শুনিতে
৪ আমারকথা। আমার সকল ক্রিয়া যুবা কালাবধি

যাহা প্রথমে ছিল যিরোশলমে আপনার বর্ম্মের মধ্যে
৫ তাহা সমস্ত যিহোদীরা জ্ঞাত আছে যাহারা প্রথমা
বধি জানিল আমাকে যদি তাহারা সাক্ষী দিবে যে
আমি ফারিসির ক্রিয়া করিলাম আমারদের ভজনার
৬ অতি সাবধানী বর্ম্মের মত। এবং এবে আমি বিচারে
ডাণ্ডাই সে অঙ্গিকারের ভরসার নিমিত্ত যাহা ঈশ্বর
৭ করিলেন পিতৃগনকে যাহাতে আমারদের দ্বাদশ
গোষ্ঠি পাইতে ভরসা করে রাত্র দিন নিত্য যত্ন করিতে২
সে ভরসার কারন হে আগ্রিপা রাজা আমি
৮ যিহোদীর ওল্লানিত হইয়াছি। ঈশ্বর মৃত্যু লোককে
৯ ওঠাইতে অগ্রাহ্যক কথা বুঝিবা কেন। আমি
নিতান্ত আপনার মনে ঠাওরিলাম কর্ত্তব্য অনেক কার্য্য
১০ করিতে য়েশু নাজারেনের নামের বিপরিতে। যাহা
ও আমি করিলাম যিরোশলমে এবং পরাক্রম পাইয়া
প্রধান যাজক হইতে কএদ করিলাম অনেক পূন্য
বানকে। ও তাহারদের হত্যা কালে কহিলাম তাহার
১১ দের বিপরিতে আমি ও সকল সিনগোগে সাস্তি
দিতে২ জোর করিয়া পাষণ্ডতা করাইলাম তাহারদিগকে
এবং তাহারদের বিপরিতে অতি রাগিচণ্ডালী হইয়া
বিপক্ষতা করিলাম তাহারদিগকে অন্য দেশের সহর
১২ পর্য্যন্ত। ইহা করিতে২ আমি পরাক্রম ও আজ্ঞা
প্রধান যাজক হইতে পাইলে যাইতে ছিলাম দমাশেকে
১৩ তৎকালে ওহে রাজা আমি মধ্যাহ্নে দেখিলাম পথে
এক আলো স্বর্গ হইতে সূর্য্যের অধিক তেজ করিয়া
আমার ও তাহারদের চতুর্দ্দিগে যাহারা যাত্রা করিল

১৪ আমার সহিত। পরে সকলে মৃত্তিকায় পড়িয়া আমি শুনিলাম এক রব ওব্রি ভাষায় কহিতেং আমাকে শাওলরে শাওলরে বিপক্ষতা করিতেছ আমাকে কেন কণ্টকে লাথ মারিতে বড় কঠিন।
১৫ তখন আমি কহিলাম প্রভু তুমি কে তিনি বলিলেন
১৬ আমি য়েশু যাহাকে তুমি বিপক্ষতা করিতেছ। কিন্তু ওঠ এবং পায় খাড়া হও এ কারণ আমি দেখা দিয়াছি তোমাকে এ হেতু সেবক ও সাক্ষী নিযুক্ত করিতে তোমাকে দুহে যাহা তুমি দেখিয়াছ এবং যাহাতে
১৭ আমি প্রকাশ হইব তোমার ঠাঁই তোমাকে পরিত্রাণ করিয়া লোক ও অন্য বর্ন্ন হইতে যাহারদের স্থানে
১৮ আমি এখন পাঠাই তোমাকে তাহারদের চক্ষু খুলিতে ও ফিরাইতে তাহারদিগকে অন্ধকার হইতে দীপ্তিতে ও সয়তানের পরাক্রম হইতে ঈশ্বরেরদিগে তাহারা পাপ বিমোচন ও অধিকার প্রাপ্ত্যর্থে তাহার দের সহিৎ যাহারা পবিত্র হয় আমারে সে ভক্তি
১৯ করনক। সে কালাবধি ও আগ্রিপা রাজাহে
২০ আমি সে স্বর্গীয় দর্শনীয়তে অমানন ছিলাম না কিন্তু প্রথমে দমাশেক লোককে ও য়িরোশলমে ও য়িহোদা সকল দেশে ও তারপর অন্য বর্ন্নকে জানাইলাম খেদ করিতে তাহারদের পাপেতে ও ফিরাইতে ঈশ্বরেরদিগে
২১ ও খেদের উপযুক্ত কার্য্য করিতে। এ কার্য্যের কারন য়িহোদীরা ধরিল ও আপনারদের হাত দিয়া
২২ খুন করিতে লাগিল আমাকে। কিন্তু উপগার পাইয়া আমি আজি পর্য্যন্ত বাঁচি সাক্ষী দিতেং দুহে

বড় ও ক্ষুদ্র লোককে আর কিছু না কহিয়া কেবল
২৩ যাহা২ ভবিষ্যত বক্তা ও মোশা কহিল হইবে যে
খ্রীষ্ট মরিয়া ও মৃত্যু ছাড়িয়া প্রথম জন হইলে দেখাই
বেন আলো লোক ও অন্য বর্ন্নকে।
২৪ তখন সে এমন আপনার প্রত্যুত্তর করিতে২ ফেষ্টস
চেঁচাইয়া কহিল হে পাওল তুমি পাগল হইয়াছ অনেক
২৫ শিক্ষিলে পাগল হইয়াছ। কিন্তু সে বলিল আমি
পাগল নহি মহা মহীম ফেষ্টস কিন্তু সত্য ও সজ্ঞানি
২৬ কথা কহি। এ কারন রাজা জানেন এ সকল
কথা যাহাকে আমি স্পষ্ট বাক্য কহি আমি ও
জানি এ কার্য্য গুপ্ত নহে তাহা হইতে এ কারন এ কার্য্য
২৭ কোনায় হইল না। হে আগ্রিপা রাজা ভবিষ্যৎ
বাক্য আস্থা করিতেছ আমি জানি তুমি আস্থা
২৮ করিতেছ। তখন আগ্রিপা কহিল পাওলকে তুমি
প্রায় স্তোভ করিয়াছ আমাকে খ্রিষ্টিয়ান লইতে।
২৯ তাহাতে পাওল কহিল আমি ইচ্ছান্বিৎ হই যে তুমি
কেবল নহে কিন্তু যত লোক আজি শুনে আমার কথা
হইত দুহে প্রায় ও ষোলোয়ানা আমার মত এ বন্ধ
৩০ বিনা। সে ইহা কহিলে রাজা ও কর্ত্তা ও বেরনিকে
৩১ ও যাহারা বসিল তাহারদের সহিৎ উঠিল এবং
এক পার্শ্বে যাইয়া যুক্তি করিল ও পরস্পর কহিল এ
মানুষ মৃত্যু কিম্বা বন্ধের যোগ্য কিছু করে না।
৩২ পরে আগ্রিপা কহিল ফেষ্টসকে এ মানুষ কাইসরের
ঠাঁই নালিস না করিলে খালাস হইতে
পারিত

পর্ব্ব ২২ আমরা ইতালিয়ায় জাহাজে গমন করিতে নিয়ম হইলে তাহারা দিল পাওল ও আর কতক বন্দিং অগাষ্টান পল্টনের এক শত শেনারপতির জিম্মায় তাহার
২ নাম যুলিয়ষ। তখন আমরা আদ্রামিত্তির এক জাহাজে চড়িয়া নঙ্গর ওঠাইলাম আসিয়ার কেনারাং যাইতে ঠাওরিয়া তসলোনিকার আরিষ্টার্খষ মাকিদনী
৩ আমারদের সহিৎ হইয়া। পর দিনে আমরা লাগিলাম চীদনে এবং যুলিয়ষ দয়া করিয়া পাওলকে যাইতে দিল তাহার বন্ধুর সহিৎ দেখা করিতে ও
৪ বিশ্রম পাইতে। পরে নঙ্গর ওঠাইয়া আমরা বাযু গমন করিলাম সেখান হইতে কপ্রুসের কাছে
৫ একারন সন্মুখ বাতাস ছিল। পরে সে সমুদ্র দিয়া যাইতেং যাহা কিলিকিয়া ও পম্ফুলিয়ার সন্মুখে আমরা ওত্তরিলাম লিকিয়ার এক সহরে তাহার নাম
৬ মিরা। এক শত শেনারপতি সেখানে পাইয়া আলেক্সান্দ্রিয়ার এক জাহাজ যাহা ইতালিয়ায় যায়
৭ থুইল আমারদিগিকে তাহাতে। কিন্তু কতক দিন আস্তেং যাইয়া ও ক্নিদসের কাছে না ওত্তরিয়া সন্মুখ বাতাস বারনার্থে আমরা গেলাম ক্রেতের
৮ নিচে সাল্মোনের সন্মুখে এবং তাহা বড় আয়াসে লঙ্ঘিয়া ওত্তরিলাম এক স্থানে তার নাম সুন্দর কোল
৯ যাহার নিকট লাসিয়া সহর। তখন অনেক কাল গেলে ও ওপবাসের সময় বহিয়া বাযু গমন আপদি হইলে পাওল স্তোভ করিল তাহার
১০ দিগিকে কহিয়া মহাশয়রা আমি জানিতে পাই এ

যাত্রায় হবে অনেক কষ্ট ও অপচয় বোঝ ও জাহাজের
১১ কেবল নহে কিন্তু আমারদের জীবনের ও। তত্রাপি
এক শত শেনারপতি মানিল মাঁজি ও জাহাজের কর্ত্তার
১২ কথা পাওলের কথা হইতে অধিক। ও সে কোল
শীত কালে থাকিতে ভাল না হইলে অধিক লোক
পরামর্শ দিল তাহা ছাড়িতে যদিত কোন মত শীত
কালে থাকনার্থে ফনিকিতে ওতরিতে পারিত তাহা
ক্রেতের এক কোল ও তার মুখ দক্ষিন পশ্চিমে ও ওত্তর
১৩ পশ্চিমে। পরে দক্ষিন বায়ু মন্দ২ বহিলে তাহারা
ভাবিল এখন অবশ্য হবে অতএব নঙ্গর ওঠাইয়া ক্রেতের
১৪ কেনারা২ গেল। কিন্তু কিছু কাল পরে এক প্রচণ্ড
ঝড় ওঠল তাহারদের সন্মুখে তাহার নাম ইওরক্লিদন।
১৫ তাহাতে জাহাজ টল মল হইলে মুখ বাতাসে
লাগাইতে পারিল না অতএব তাহা ছাড়িয়া বাতাসে
১৬ চলিলাম। এবং এক ওপদীপের কাছে দৌড়িয়া
তাহার নাম ক্লদা আমারদের বড় ব্যামহ ছিল নৌকা
১৭ রক্ষা করিতে যাহা ওঠাইয়া তাহারা আর কার্য্য
করিল জাহাজ নিচে বন্ধ করিয়া পরে ভাবিতে২
পাছে পড়িবে আল্পা বালূর ওপর পাল ফেলিলে
১৮ বাতাসে চলিলাম। ও ঝড়ে বড় টল মল হইয়া
১৯ পর দিনে তাহারা হাল্কা করাইল জাহাজকে ও তৃতীয়
দিনে আপনার হাত দিয়া ফেলিয়া দিলাম জাহাজের
২০ সাজ। তখন কতক দিনে সূর্য্য কিম্বা তারা দেখা
না যাইয়া ও বড় ঝড় আমারদের ওপর হইয়া পরি
২১ ত্রানের সমস্ত ভরসা মরিল। কিন্তু বড় অনাহার

হইলে পর পাওল তাহারদের মধ্য স্থানে ডাণ্ডাইয়া বলিল মহাশয়রা তোমারদের উচিত হইত আমার কথা শুনিলে ক্রেত না ছাড়িতা ও এত প্রমাদ ও অপচয়
২২ না পাইতা। কিন্তু এখন আমি কহি তোমারদিগকে নির্ভয় হও একারন তোমারদের এক জনের জীবন
২৩ হরিবে না কেবল জাহাজের নাশ হইবে। একারন ঈশ্বর যাহার আমি হই এবং যাহার সেবা আমি করি তাহার দূত অদ্য রাত্রে ডাণ্ডাইল আমার কাছে
২৪ কহিয়া পাওলরে ভয় না তোমাকে আনিতে হইবে কাইসরের সাখ্যাতে এবং দেখ ঈশ্বর দিয়াছেন তোমাকে সকলে যাহারা যায় তোমার সহিৎ।
২৫ অতএব মহাশয়রা নির্ভয় হও একারন আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি যে যেমন কহিয়াছেন আমাকে তেমন
২৬ হইবে। কিন্তু আমরা ফেলিতে হইব এক ওপদীপে।
২৭ কিন্তু চর্তুদশম রাত্র হইলে আমারদিগকে বাতাসে এদিকে ওদিকে আছুিয়া সমুদ্রতে ঠেলাং যাইয়া দুই প্রহর রাত্রে জাহাজের লোক ভাবিল কোন
২৮ ওপদীপের নিকটে আসিল অতএব সিসা ফেলিয়া পাইল তাহা কুড়িটা বাঁহ পরে আর কিছু গেলে
২৯ আর বার সিসা ফেলিয়া পাইল পঞ্চদশ বাঁহ তখন ভাবিতেং পাছে কোন পাথর তিরে পড়িবে তাহারা পাছে জাহাজ হইতে চারি নঙ্গর ফেলিয়া ভোর ইচ্ছা
৩০ করিল। কিন্তু জাহাজের লোক জাহাজ ছাড়িয়া পলাইতে চেষ্টা করিল ও জাহাজের মাথা হইতে নঙ্গর

৩১ ফেলিবার মত নৌকা সমুদ্রে নামাইলে পাওল কহিল একশত সেনারপতি ও সেনাগনকে ইহারা জাহাজে না থাকিলে তোমারদের নিস্তার হইতে পারিবে না।
৩২ তখন সেনাগন নৌকার দড়ি কাটিয়া তাহা ছাড়িল।
৩৩ তখন দিন আসিতেং পাওল স্তোভ করিল তাহারদিগকে কিছু খাইতে কহিয়া অদ্য আজে চতুর্দ্দশম দিন যাহাতে তোমরা অনাহারে থাকিতেছ কিছু না খাইয়া।
৩৪ অতএব আমি কাকুতি করি তোমারদিগকে কিছু খাও এ ও তোমারদের রক্ষার জন্য একারন তোমারদের
৩৫ এক চুল হরিবে না। সে ইহা কহিলে রুটি লইল ও ঈশ্বরকে স্তব করিয়া তাহারদের সকলের গোচরে
৩৬ ও তাহা ভাঙ্গিয়া খাইতে লাগিল। তাহাতে তাহারা
৩৭ সকল আশ্বাস পাইয়া কিছু ও খাইল। এবং আমরা জাহাজে সকলে দুই শত জেয়াত্তর প্রানি।
৩৮ তখন তাহারা পরিতোষ হইয়া হাল্কা করাইল জাহাজকে
৩৯ এবং ফেলিয়া দিল বক্রি শস্য সমুদ্রে। তৎপরে দিন হইলে তাহারা চিনিল না সে ভূমি কিন্তু দেখিল একখান কোল যাহার ওপকোল হইল যাহাতে তাহারা জাহাজকে দৌড়াইতে চাহিল যদি পারিত।
৪০ এবং তাহারা নঙ্গর ওঠাইয়া সমুদ্রের দয়াতে হইল পরে পাটয়ালের বন্দ খসিয়া ও বড় পাল বাতাসে
৪১ ওঠাইয়া কেনারারদিগে গেল। কিন্তু এক ঠাঁই আইল যেখানে দুই সমুদ্র মিলিল অতএব তাহারা দৌড়াইল জাহাজকে মৃত্তিকার ওপর এবং আগে ভাগ বহুত লাগিয়া অলড় থাকিল কিন্তু পাছে ভাগ ভাঙ্গা হইল

৪২ চেওর জোরেতে। এবং শেনাগন যুক্তি করিল হত্যা করিতে বন্দিতকে তাহারদের কোন কেহ ছিলিতে২
৪৩ না পলায়নার্থে। কিন্তু একশত শেনারপতি পাওলকে রক্ষা করিতে চাহিয়া নিবারন করিল তাহারদের ঠাওর এবং আজ্ঞা দিল তাহারদিগকে যাহারা ছিলিতে পারে লাফ দিতে প্রথমে সমুদ্রে ও
৪৪ কেনারা পাইতে এবং বক্রি লোক কতক জন তক্তার ওপর ও কতক জন জাহাজের ভাঙ্গার ওপর। ও এমন হইলে তাহারা সকলে রক্ষা হইয়া ভূমি পাইল।

পর্ব্ব ২৮

তাহারা ভূমি পাইয়া জানিতে পাইল সে ওপদীপের নাম মেলীটা। তখন সে মুর্খ লোক অনেক প্রিত দেখাইল আমারদিগকে একারন অগ্নি জলাইলে তাহারা অতীথি করিল আমারদিগকে সে কালের বৃষ্টি ও
৩ শীতের নিমিত্ত। তখন পাওল কাষ্ঠের এক আটি একত্তর করিয়া দিল অগ্নির ওপর তাহাতে এক আঁচে সর্প অগ্নি তাপ ছাড়িয়া জড়াইল তাহার হাতের ওপর।
৪ সে অজ্ঞান লোক বিষধর তাহার হাতের ওপর জড়ান দেখিয়া কহিল পরস্পর অবশ্য এ মানষ আছে হত্যা কর্ত্তা যে সমুদ্র ছাড়িলে তথাচ ক্রোধ বাঁচিতে
৫ দেয় না। কিন্তু সে বিষধর অগ্নিতে লড়াইয়া
৬ ফেলিল কিছু হিংসা পাইল না। তাহারা ভাবিল সে ফুলিবে কিম্বা আচম্বিতে মরিবে কিন্তু কিছু কাল রহিতে২ ও তাহার কিছু হিংসা না দেখিলে মন
৭ ফিরিল এবং কহিল সেই দেবতা। সে অঞ্চলে

হইল ওপদীপের কর্ত্তার অধিকার তাহার নাম পব্লিয়স সে আপনার ঘরে লইয়া অতীথি করিল আমার
৮ দিগকে তিন দিন। তৎকালে পব্লিয়সের পিতা জ্বর ও আমরক্ত পীড়িত শুইয়া থাকিল তাহাতে পাওল তাহার নিকট যাইয়া ও কামনা করিয়া হাত দিলেক
৯ তাহার ওপর ও সুস্থ করিলেক তাহাকে। তাহা হইলে ওপদ্বীপের অন্য পীড়িত লোক ও আসিলে সুস্থ
১০ হইল। তাহারা ও অনেক সম্ভ্রম করিল আমার দিগকে ও আমারদের যাইবার সময় তাহাতে দিল
১১ যাহা২ আমরা চাহিলাম। তখন তিন মাসের পরে আমরা পূস্থান করিলাম আলেক্সাণ্ড্রিয়ার এক জাহাজে যাহা শীত কালে থাকিয়া ছিল ওপদীপে তাহার চিহ্ন
১২ কাষ্টর ও পলক্স। এবং আমরা সরাকুসে ওত্তরিয়া
১৩ বাস করিলাম তিন দিবস। সে স্থান ছাড়িয়া কেনারা যাইতে২ ওত্তরিলাম রেগিয়মের সন্মুখে। এবং এক দিন গেলে দক্ষিন বাতাস বহিতে২ আমরা
১৪ দুই দিনে ওত্তরিলাম পুটিওলিতে সেখানে আমরা পাইলাম ভ্রাতাগনকে ও তাহারদের বিনয়েতে তিষ্ঠিলাম সাত দিন তাহারদের সহিৎ সে মত আমরা গেলাম
১৫ রোমে। ভ্রাতারা আমারদের সংবাদ পাইয়া আইল ভেটিতে আমারদের সহিৎ আপীফোরম ও তিন ভেটিরি খানা পর্য্যন্ত যাহারদিগকে পাওল দেখিয়া স্তব করিল ঈশ্বরকে ও আশ্বাস পাইল।

১৬ পরে আমরা রোমে ওত্তরিলে এক শত সেনারপতি দিল

বন্দিত লোক পণ্টনের শেনাপতির জিম্মায় কিন্তু পাওল আলাদা বাস করিতে পাইল আপনার ঘরে এক শেনার সহিৎ যে চৌকি দিল তাহার ওপর।
১৭ তখন তিন দিনের পরে পাওল ডাকিল শ্রেষ্ঠ য়িহোদীরা এবং তাহারা সভা হইলে কহিল তাহারদিগকে মানুষ ভাইরে আমি লোক কিম্বা পিতৃরদের ব্যবহারের বিপরিতে কিছু না করিলে তত্রাপি বন্দিত গাছিৎ হইলাম য়িরোশলম হইতে রোমান লোকের হাতে
১৮ যাহারা আমাকে তজবিজ করিয়া খালাস করিতে চাহিল মৃত্যু হেতু না হইলে আমার মধ্যে।
১৯ কিন্তু য়িহোদীরা তাহার বিপরিত করিতে২ আমার আবশ্যক ছিল নালিস করিতে কাইসরের ঠাঁই যেমন আপনার বর্ন্নের ওল্লানা করিবার কিছু দেখিতাম তেমন
২০ নহে। য়িশরালের ভরসার হেতু আমি এ জিঞ্জিরে বন্দিত আছি সেকারন ডাকিয়াছি তোমারদিগকে
২১ দেখিতে ও কথা কহিতে তোমারদের সহিৎ। তখন তাহারা কহিল তাহাকে আমরা য়িহোদা দেশ হইতে পত্র পাইলাম না তোমার বিষয় কোন ভ্রাতা ও যে আসিয়াছে এ স্থানে বলিল কি কহিল না তোমার কিছু
২২ দোষ। কিন্তু আমরা শুনিতে চাহি তোমার বিচার কি একারন এ বর্ন্ন আমরা জানি তাহার মন্দ নাম
২৩ হইয়াছে প্রতি স্থানে। অতঃপরে তাহারা এক দিন নিরূপন করিয়া অনেক লোক আইল তাহার নিকট তাহার বাসায় যাহারদিগকে অর্থ দিল ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় প্রমান দিতে২ ও স্তোভ করিতে২ তাহার

দিগকে য়েশুর বিষয় প্রাত কালাবধি সায়ং কাল পর্য্যন্ত
২৪ মোশার ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ বাক্য হইতে। তাহাতে
কেহ২ আস্থা করিল সে কথায় ও কেহ২ আস্থা করিল না।
২৫ ও তাহারা পরস্পর মনে ভিন্ন২ হইলে সভা ভাঙ্গিল
পাওল এ এক কথা কহিয়া বটে ধর্ম্মাত্মা ভাল কহি
য়াছে এ কথা আমারদের পিতৃগনকে য়িশঙহা
২৬ ভবিষ্যৎ বক্তার মুখ হইতে এ লোকের ঠাঁই যাইয়া
বল শুনিতে২ শুনিবা কিন্তু বুঝিবা না ও দেখিতে২
২৭ দেখিবা কিন্তু জানিতে পাইবা না একারন এ লোকের
অন্তঃকরন জড়তা হইয়াছে ও তাহারদের কর্ন্ন ভারি
শুনিতে ও তাহারা চক্ষু বন্দ করিয়াছে পাছে তাহারা
চক্ষু দিয়া দেখিতে পায় ও কর্ন্নে শুনিতে পায় ও
অন্তঃকরনে বুঝিয়া বাহুড়ন হইলে আমি সুস্থ করিতাম
২৮ তাহারদিগকে! অতএব ইহা জ্ঞাত হওক তোমার
দিগকে ঈশ্বরের তারন পাঠান হইয়াছে অন্য২ বর্ন্নের
২৯ ঠাঁই ও তাহারা শুনিবে তাহা। এ কথা কহিলে
য়িহোদীরা প্রস্থান করিয়া বহুৎ কথা বার্ত্তা কহিতে
লাগিল পরস্পর।

৩০ ও পাওল রোমে বাস করিল দুই বৎসর আপনার
ভাড়া দিয়া ঘরে ও সকলকে অতীথি করিল যাহারা
৩১ আইল তাহার নিকটে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা
কহিতে২ ও শিক্ষাইতে২ প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের সকল
কথা নিভয় মনে কেহ কিছু নিবারন না করিয়া
তাহাকে।

পাওল প্রেরিতের পত্র রোমানকে

১ প্রথম পর্ব্ব

১ যেশু খ্রীষ্টের দাস পাওল প্রেরিত নিযোজিত ও
২ ভিন্ন হইল ঈশ্বরের মঙ্গল সমাচারের জন্য যাহা ভবিষ্যৎ বক্তার মুখ দিয়া পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিলেন
৩ ধর্ম্ম গ্রন্থে তাহার পুত্র যেশু খ্রীষ্ট আমারদের প্রভুর বিষয় যাহার মনুষ্যত্ব উৎপন্ন দাউদের বংশে
৪ এবং মৃতুরদের পুনরুত্থানে ঈশ্বরের পুত্র বিখ্যাত
৫ হইলেন ধর্ম্মাত্মাতে যাহার করনক আমরা পাইয়াছি অনুগ্রহ ও প্রেরিতত্ব ভক্তির মান্যের কারন
৬ সমস্ত বর্নের মধ্যে তাহার নামেরার্থ যাহারদের
৭ মধ্যে তোমরা ও যেশু খ্রীষ্টের নিযোজিত ঈশ্বরের সকল প্রিয় ও সকল নিযোজিত পুন্যবানকে যাহারা রোমে অনুগ্রহ ও কুশল হওক তোমারদিগের ঈশ্বর আমারদের পিতা ও প্রভু যেশু খ্রীষ্ট হইতে ।

৮ প্রথমে আমি স্তব করি আমার ঈশ্বরকে যেশু খ্রীষ্ট দিয়া তোমারদের সকলের কারন এ জন্য তোমারদের ভক্তির সমাচার কহা গিয়াছে সমস্ত পৃথিবীতে ।
৯ ঈশ্বর যাহার সেবা আমি আত্মা দিয়া করি তাহার

পুত্রের মঙ্গল সমাচারের কর্ম্মে তিনি আমার সাক্ষী
যে আমি সর্ব্ব কাল তোমারদের নাম কহি আমার
১০ নিবেদনে কামনা করিতেং ওস্তরিতে তোমারদের
ঠাঁই যদি কোন মত ঈশ্বরের প্রসাদাৎ আমার অকষ্ট
১১ যাত্রা হয়। একারন আমি বহু ইচ্ছা করি তোমার
দিগকে দেখিতে কোন পরমার্থিক দান দিতে তোমার
১২ দের স্থির হওনের জন্য ও তোমারদের সহিৎ
শান্তুনা পাইবারার্থে তোমার ও আমার পরস্পর ভক্তি
১৩ দিয়া। এখন ভ্রাতাগন আমি তোমারদিগকে
জানাইতে চাহি যে আমি বারং মনস্থ করিলাম তোমার
দিগের নিকট আসিতে আমার কিঞ্চিৎ ফল প্রাপ্তির
জন্য তোমারদের মধ্যে যেমন অন্য বর্নের মধ্যে কিন্তু
১৪ এখন পর্য্যন্ত নিশেধ হইলাম। আমি দুহে গ্রীক ও
১৫ অজ্ঞান পণ্ডিত ও মূর্খ লোকের দায়গ্রহস্থ অতএব
যেমন আমার সাধ্য তেমন আমি মঙ্গল সমাচার চেড়ি
দিতে প্রস্তুত হইয়াছি তোমারদিগকে ও যাহারা
রোমে।

১৬ আমি খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচারে লজ্জিৎ নহি একারন
তাহা ঈশ্বরের পরাক্রম ত্রানের জন্য প্রতি জনেরদিগে
যে আস্থা করে প্রথম যিহোদীরদিগে পরে গ্রীকের
১৭ দিগে ও। একারন তাহাতে ঈশ্বরের ধর্ম্ম ভক্তি
দিয়া প্রকাশ হইয়াছে ভক্তিতে যেমন লিপি আছে
১৮ প্রকৃতার্থিক ভক্তিতে বাঁচিবেক। একারন ঈশ্বরের
ক্রোধ স্বর্গ হইতে প্রকাশ হইয়াছে মানুষের সকল
অধর্ম্ম ও অপ্রকৃতার্থের বিপরিতে যাহারা অধর্ম্মে

১৯ সত্যতা বদ্ধিত রাখে। একারন ঈশ্বরের যাহা২ জানা যায় তাহা পৃচার হইয়াছে তাঁহার দের মধ্যে ঈশ্বর তাহা দেখাইয়া তাহারদিগকে।
২০ একারন তাঁহার যাহা২ অদর্শন পৃথিবীর সৃজন কালাবধি তাহা তাঁহার অনন্ত পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব ইহা দর্শনীয় বস্তুতে সুন্দর জানা যায় তাহাতে
২১ তাহারা নির্ব্বন্ধন হইয়াছে এ জন্য তাহারা ঈশ্বরকে জানিলে ঈশ্বরের মত সম্ভ্রম করিল না এবং স্তাবক হইল না কিন্তু আপনারদের মনে বিহ্বদা হইল ও তাহারদের ক্ষিপ্ত অন্তঃকরন অন্ধকারীয় হইলে
২২ আপনারদিগকে জ্ঞানমন্ত কহিতে২ পাগল হইল এবং
২৩ অক্ষয় ঈশ্বরের তেজ বদল করিল পৃতিমাতে ক্ষয় মনুষ্য ও পক্ষ ও চতুষ্পদ ও উরগ জন্তুর মত। এ নিমিত্ত ঈশ্বর
২৪ মলেতে ছাড়িয়া দিলেন তাহারদিগকে আপনারদের মনের অভিলাসে আপনারদের শরীর পরস্পর অসম্ভ্রম
২৫ করিতে। যাহারা ঈশ্বরের সত্যতা মিথ্যা বানীতে বদল করিল ও সৃষ্টির ভজনা ও সেবা করিল সৃজন কর্ত্তার বদলে যিনি সচ্চিদানন্দ। আমেন।
২৬ সেকারন ঈশ্বর ছাড়িয়া দিলেন তাহারদিগকে নিচ মায়াতে তাহাতে তাহারদের স্ত্রি লোক স্বভাবি
২৭ ব্যবহার ছাড়িয়া করিল যাহা পরভাবি। পুরুষ ও স্ত্রী ব্যবহার ছাড়িয়া পরস্পর কামে জালিল পুরুষ২ পরস্পর অশত ক্রিয়া করিতে২ আপনারদের চুকের
২৮ সমোচিত ফল ও পরস্পর পাইয়া। একারন যেমন

তাহারা ঈশ্বরকে জ্ঞানে রাখিতে চাহিল না তেমন ঈশ্বর ও তাহারদিগকে ছাড়িলেন অজ্ঞান মনেতে
২৯ অকর্ত্তব্য কার্য্য করিতে সকল অযথার্থ পরদার ক্রুরত্ব লোভ কুমতি পূর্ণিৎ হইয়া দ্বেশ বধ বিরোধ প্রতারনা
৩০ কুটীলতা ভরা ঘুসঘুসক চুকলখোর ঈশ্বরঘৃন্নক কপটি অহঙ্কারি শ্লাঘী কুৎপন্নী পিতা মাতা অমানক
৩১ অজ্ঞান স্বভাবি মায়া হিন নির্দয় নির্ম্মাইক। যাহারা
৩২ এমন কার্য্য করে তাহারা মরন যোগ্য কিন্তু ইহারা ঈশ্বরের সে প্রকৃত ব্যবস্থা জানিয়া ইহা কেবল করে না কিন্তু মিলে সে কার্য্য কর্ত্তার সহিৎ।

পর্ব্ব অতএব বিচার কারক মানুষরে তুমি কোন কেহ
১ হইলে স্বয়ংওত্তর রহিৎ হইয়াছ এ জন্য অন্যকে বিচার করিলে আপনার দোষ কহিতেছ এ হেতু তুমি
২ হে বিচার কারক সেই করিতেছ। কিন্তু আমরা জানি ঈশ্বরের বিচার সত্যতার আনুযায়ি এমন কার্য্য
৩ কারকেরদের বিপরিতে কিন্তু হে মানুষ এমন কর্ম্ম কারকের বিচার করিলে ও আপনি এমন করিলে
৪ ঈশ্বরের বিচার ছাড়িয়া পলাইবা বুঝ। কিম্বা তাহার কৃপার ধন ও ধৈর্য্যমন ও বহু কাল ক্ষেমাশীল তুচ্ছ করিতেছ অজ্ঞাত হইয়া যে ঈশ্বরের দয়া খেদ করায়
৫ তোমাকে। কিন্তু তোমার কঠিন ও অখেদিত অন্তঃকরনের আনুযায়ি আপনার কারন ক্রোধ সঞ্চয় করিতেছ ক্রোধের দিন ও ঈশ্বরের প্রকৃত বিচারের
৬ প্রকাশ পর্য্যন্ত। যিনি নিজ কর্ম্মের ফল দিবেন

৭ প্রতি জনকে যাহারা সুক্রিয়া নিত্য করিতেং চেষ্টা
করে মোক্ষ ও সম্ভ্রম ও অমৃত্যতা তাহারদিগকে
৮ অনন্ত পরমায়ু। কিন্তু যাহারা বিবাদ করিতেং
সত্যতা মানে না কিন্তু অন্যকৃত কার্য্য মানে তাহার
৯ দিগকে তাড়ন ও ক্রোধ। দুঃখ ও জন্ত্রনা প্রতি জনের
প্রানের ওপর যে কুকার্য্য করে প্রথম য়িহোদীরা
১০ পরে অন্য বর্ন্নকে ও। কিন্তু মোক্ষ সম্ভ্রম ও
কুশল য়িহোদী গ্রীকাদি প্রতি মানুষকে যে সুকর্ম্ম
১১ করে। একারন ভগবানের পক্ষা পাত নহে। যাহারা
১২ ব্যবস্থা হিন হইয়া পাপ করিয়াছে তাহারদিগকে
ব্যবস্থা হিন বিনাশ করিতে হইবে। ও যাহারা ব্যবস্থা
থাকিতে পাপ করিয়াছি তাহারদিগকে ব্যবস্থা দিয়া
১৩ বিচার করিতে হইবে এ জন্য ব্যবস্থা শ্রোতা প্রকৃতার্থক
নহে ঈশ্বরের দৃষ্টে কিন্তু ব্যবস্থা মানক প্রকৃতার্থিক
১৪ খ্যাত হইবে। অন্য বর্ন্ন যাহারদের ব্যবস্থা নহে
যদি স্ববাঞ্ছিত ব্যবস্থার কার্য্য করে তাহারদের ব্যবস্থা
১৫ না হইলে আপনারদের ব্যবস্থা হয় যাহারা ব্যবস্থার
ক্রিয়া দেখায় তাহারদের অন্তঃকরনে গ্রন্থিত তাহার
দের মনের প্রদীপ সম্ভ্রমান করিতেং ও মনোদ্ভব পরস্পর
১৬ গুল্লানা কিম্বা বন্ধন করিতেং সে দিনে যাহাতে
ঈশ্বর বিচার করিবেন মনুষ্যের গুপ্ত কার্য্য য়েশু
খ্রীষ্টের করনক যেমন আমার মঙ্গল সমাচার বলে।
১৭ দেখ তুমি য়িহোদী খ্যাত হইয়াছ ও ব্যবস্থায় বিশ্বাস
১৮ করিতেছ ও ঈশ্বরে দর্প কথা কহিতেছ ও ব্যবস্থা
বিজ্ঞ হইয়া জানিতেছ তাহার ইচ্ছা ও শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম মনে

১৯ লইতেছ ও সাহসি হইয়াছ যে তুমি অন্ধেরদের পথ
প্রদ্ধ তাহারদের দীপ্তি যাহারা অন্ধকারে বসে অজ্ঞা
২০ নেরদের অধ্যাপক বালকের শিক্ষক যাহার আছে
২১ জ্ঞান ও ব্যবস্থার সত্যতার আকার। অতএব পরের
২২ শিক্ষক হইয়া আপনারে শিক্ষা না করাও। পরদার
মানা করিলে পরদার কর দেবতাকে ঘৃণা করিলে
২৩ দেব স্থানে চুরি কর। ব্যবস্থার কথা কহিলে
২৪ ব্যবস্থা লঙ্ঘিয়া ঈশ্বরের অপমান কর। ঈশ্বরের
নাম অন্য বর্ণের মধ্যে ব্যবহারি আছে তোমারদের
২৫ করনক যেমন লিপি আছে। তকছেদের প্রাপ্তি অবশ্য
হয় যদি কেহ ব্যবস্থা পালন করে কিন্তু ব্যবস্থা লঙ্ঘিলে
২৬ তোমার তকছেদ হইয়াছে অতকছেদ। অতএব যদি
অতকছেদি ব্যবস্থার বিধি করে তবে তাহার অতকছেদ
২৭ তকছেদ সমান গনিতে হইবে না। অতকছেদ ও
যাহা স্বভাবি আছে যদি ব্যবস্থা পালন করে তাহা
বিচার করিবে না তোমাকে যে অক্ষর ও তকছেদ দিয়া
২৮ ব্যবস্থা লঙ্ঘিতেছ। প্রকাশ য়িহোদী য়িহোদী নহে
২৯ ও মাংসে প্রকাশ তকছেদ তকছেদ নহে। কিন্তু
অন্তরে যে জন য়িহোদী সে হয় ও অন্তঃকরনের
তকছেদ আত্মায় অক্ষরে নহে যাহার সুখ্যাত
মানুষ হইতে নহে কিন্তু ঈশ্বর হইতে।

পর্ব্ব ৩

অতএব য়িহোদীর কি অধিক ও তকছেদের প্রাপ্তি কি।
২ সর্ব্ব মতে বহুত প্রথমে এই ঈশ্বরের বাক্য দেয়া
৩ গেল তাহারদের গচ্ছিতে। তাহারদের কেহ২ যদি
আস্থা করিল না তবে তাহারদের অনাস্থা বৃথা করাইবে

৪ ঈশ্বরের ভক্তি তাহা হওক না। হওন ঈশ্বর সত্য ও প্রতি মানুষ মিথ্যা বক্তা যেমন লিপি আছে তুমি আপনার বাক্যে প্রকৃতার্থিক ও বিচারে জিনিবারার্থে।
৫ কিন্তু আমারদের অপ্রকৃত কার্য্য ঈশ্বরের প্রকৃতার্থকে ব্যাখ্যা করিলে কি বলিব ঈশ্বর সাজা দিয়া
৬ অধার্ম্মিক। আমি কহি মানুষের মত। তাহা হওক না। হইলে ঈশ্বর জগতের বিচার করিবেন কেমনে।
৭ একারন যদি ঈশ্বরের সত্যতা আমার মিথ্যতা দিয়া আরং অধিক হয় তাহার সম্ভ্রমের নিমিত্ত তবে আমি
৮ এখন বিচার্য্য হইয়াছি পাপির মত কেন। ও যেমন লোক আমারদের অপমান বলিয়া কহে যে আমরা বলি ভাল উৎপন্নার্থে মন্দ করি। যাহারদের সাস্তি প্রকৃত।

৯ তবে কি। আমরা তাহার দিগ হইতে ভাল তাহা নহে বটে। একারন পূর্ব্বে প্রমান দিয়াছি যে য়িহোদী
১০ ও অন্য বর্ন্ন সমস্ত পাপের বস যেমন লিপি আছে
১১ প্রকৃতার্থিক কেহ নহে বটে এক জন নহে কেহ বুদ্ধিমন্ত
১২ নহে কেহ ঈশ্বরের জন্য চেষ্টা করে না। সমস্ত পথ ছাড়িয়াছে তাহারা সকল একত্তর অকর্ম্মি হইয়াছে কেহ ভাল কার্য্য করে না বটে এক জন নহে।
১৩ তাহারদের নলি এক ওদল কবর তাহারদের জিহ্বায় চাতুর্য্য কহিয়াছে সর্পের গরল তাহারদের ওষ্ঠের
১৪ ওপর তাহারদের মুখ সাঁপ ও তিক্ততা ভরা।
১৫ তাহারদের পদ রক্ত পাত করিতে দ্রুত। সংহার
১৬ ও প্রমাদ তাহারদের গমনে। ও মঙ্গলের পথ জানিল

১৮ না। ঈশ্বরের ত্রাস কিছু নহে তাহারদের দৃষ্টে।
১৯ এখন আমরা জানি যাহা২ ব্যবস্থা বলে তাহা বলে তাহারদিগকে যাহারা ব্যবস্থার বস প্রতি মুখ চুপ রহন ও সমস্ত জগত অপরাধি হওনার্থে ঈশ্বরের
২০ দৃষ্টে। এ নিমিত্ত ব্যবস্থা কার্য্য করিতে২ কোন প্রানি ধার্ম্মিক হইবে না তাঁহার দৃষ্টে। এ হেতু ব্যবস্থা দিয়া পাপের জ্ঞান আছে।

২১ কিন্তু এখন ব্যবস্থা বিহিন ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রকাশ হইয়াছে ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ বাক্য তাহার প্রমান
২২ করিতে২ তাহা ঈশ্বরের ধর্ম্ম য়েশু খ্রীষ্ট দিয়া সকল ভক্তের ঠাঁই ও সকলের ওপর একারন ভেদ নহে
২৩ সমস্ত পাপি এবং ঈশ্বরের তেজে ঊন হইলে ধার্ম্মিক
২৪ হইয়া নিষ্কর তাহার অনুগ্রহতে সে মুক্ত দিয়া যাহা
২৫ য়েশু খ্রীষ্টে যাহাকে ঈশ্বর নিযুক্ত করিয়াছেন তোষনার্থে তাহার রক্তে ভক্তি দিয়া তাহার ধর্ম্ম প্রকাশনার্থে পূর্ব্বে পাপ বিমোচন দিয়া ঈশ্বরের
২৬ সহিষ্ণুতাআতে এ কালে প্রকাশিতে তাহার ধর্ম্ম আপনি ধার্ম্মিক হইয়া ও তাহার ধার্ম্মিক কারক যে
২৭ য়েশুরে ভক্তি করে। তবে দর্পের হেতু কোথায়। তাহা নিশেধ হইয়াছে। কোন ব্যবস্থায়। ক্রিয়ার।
২৮ নহে। কিন্তু ভক্তির ব্যবস্থায়। অতএব আমরা জানিতে পাই মানুষ ব্যবস্থার ক্রিয়া বই ভক্তিতে ধার্ম্মিক
২৯ হইয়াছে। তিনি য়িহোদীরদের ঈশ্বর কেবল। তিনি অন্য বর্ন্নের নহেন। বটে অন্য বর্ন্নের ও
৩০ ইহাতে যিনি ত্বকচ্ছেদি ভক্তিতে ও অত্বকচ্ছেদি ভক্তি

৩১ দিয়া ধার্ম্মিক করান তিনি যদি এক ঈশ্বর তবে আমরা ভক্তি দিয়া ব্যবস্থা বৃথা করি। তাহা হওক না বটে আমরা ব্যবস্থা দৃঢ় করি।

পর্ব্ব ৪

তবে আমারদের পৈতৃক আবরহাম ঐহিকের কি পাইয়াছে কি বলিতে পারি। এ নিমিত্ত আবরহাম যদি ক্রিয়াতে ধার্ম্মিক তবে তাহার কিছু আছে নিজ ৩ ব্যাখ্যা করিতে কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টে নহে। একারন ধর্ম্ম গ্রন্থ কি বলে। আবরহাম আস্থা করিল ঈশ্বরকে ও তাহা গনন হইল তাহার ঠাঁই ধর্ম্মেরার্থে। ৪ যে জন ক্রিয়া করে তাহার ফল অনুগ্রহতে বলে না ৫ কিন্তু দেনা হইতে। কিন্তু যে জন ক্রিয়া না করিয়া আস্থা করে তাহারে যিনি পামরকে ধার্ম্মিক করেন ৬ তাহার ভক্তি বলে ধর্ম্মার্থে। যে মত দাঔদ ও বলিল সে মানুষের আশীর্ব্বাদ যাহার ঠাঁই ঈশ্বর কার্য্যের ৭ বিনা ধর্ম্ম গনন করেন। ধন্য তাহারা যাহারদের অযথার্থ মাফ হইয়াছে যাহারদের পাপাচ্ছাদিত ৮ হইয়াছে। ধন্য সে জন যাহার ঠাঁই ঈশ্বর পাপ ৯ গনন করেন না। তবে এ আশীর্ব্বাদ ত্বকচ্ছেদি কেবল কি অত্বকচ্ছেদিরদের ওপর ও। একারন আমরা বলি ভক্তি ধর্ম্মেরার্থে গনন হইল আবরহামের ১০ ঠাঁই তবে কেমন গনন হইয়াছে। ত্বকচ্ছেদি কি অত্বকচ্ছেদি হইয়া। ত্বকচ্ছেদি নহে কিন্তু অত্বকচ্ছেদি। ১১ পরে ত্বকচ্ছেদের চিহ্ন পাইল সে ভক্তির ধর্ম্মের লক্ষন যাহা তাহার ছিল অত্বকচ্ছেদি হইয়া সকলের পিতা

ইওনের জন্য যাহারা অত্বকচ্ছেদি হইয়া প্রত্যয় করে
১২ বির্ম্ম তাহারদের ঠাঁই ও গনন হওনার্থে ও ত্বকচ্ছেদের
পিতা যাহারা ত্বকচ্ছেদি কেবল তাহারদের নহে কিন্তু
তাহারদের যাহারা যায় আমারদের পিতা আবরহামের
সে ভক্তির পদ দাগে যাহা তাহার হইল অত্বকচ্ছেদি
১৩ হইয়া। একারন জগতের অধিকারি হইবার অঙ্গিকার
হইল না আবরহাম ও তাহার সন্তানকে ব্যবস্থা করনক
১৪ কিন্তু ভক্তির ধর্ম্মের করনক। যাহারা ব্যবস্থা
হইতে যদি অধিকারি তবে ভক্তি বৃথা ও অঙ্গিকার
১৫ নিরর্থক। ব্যবস্থা ক্রোধোৎপন্ন করে একারন
১৬ যাহার ব্যবস্থা নহে তাহার পাপ নহে। এ নিমিত্ত
ভক্তি হইতে তাহা অনুগ্রহতে হওনের কারন ও অঙ্গি
কার সকল সন্ততিরদের ঠাঁই দৃঢ় হওনার্থে তাহা
কেবল নহে যাহা ব্যবস্থা হইতে কিন্তু তাহা ও যাহা
আবরহামের ভক্তি হইতে যে আছে আমারদের সকলের
১৭ পিতা যেমন লিপি আছে আমি করিয়াছি তোমাকে
অনেক বর্ন্নের পিতা তাহার গোচরে যাহাকে আস্থা করিল
তিনি ঈশ্বর মৃত্যুরদের জীবক ও যিনি অদ্ভুৎ দ্রব্যের
১৮ মত বলেন। সে ও ভরসা বিপরিতে ভরসা করিয়া
আস্থা করিল অনেক২ বর্ন্নের পিতা হওনের জন্য যেমন
১৯ কহা গিয়াছে এমন তোমার সন্তান হইবেক। অতএব
ভক্তিতে অশক্ত না হইয়া ও মৃত্যু ন্যায় ঠাওরিল না
তাহার শরীর প্রায় এক শত বৎসর বয়ক্রম হইয়া কিম্বা
২০ শারার গর্ব্ভের মৃত্যুতা। সে ভক্তি হিনার্থে হিচ
কিচিল না অঙ্গিকারেতে কিন্তু তাহার ভক্তি বলবন্ত

২১ হইয়া সম্ভ্রম করিল ঈশ্বরে ও নিশ্চয় জ্ঞাত হইয়া যে যাহা অঙ্গিকার করিয়া ছিলেন তাহা করিতে পারেন
২২ এ নিমিত্ত তাহা গননা হইল তাহার ঠাঁই ধর্ম্মেরার্থে।
২৩ ইহা লেখা হইল তাহারার্থে কেবল নহে যে তাহা
২৪ গননা হইল তাহার ঠাঁই কিন্তু আমারদেরার্থে ও যাহার দের ঠাঁই গননা হইবে যদি আমার আস্থা করি তাহারে যিনি ওঠাইলেন আমারদের প্রভু য়েশু মৃত্যু হইতে
২৫ যিনি আমারদের পাপেরার্থে মৃত্যুতে গচ্ছিৎ হইলেন ও আমরা ধার্ম্মিক হওনেরার্থে ওত্থান হইলেন।

পর্ব্ব ৫

অতএব ভক্তি করনক ধার্ম্মিক হইয়া আমারদের মিলন আছে ঈশ্বরের সহিৎ আমারদের প্রভু য়েশু
২ খ্রীষ্ট দিয়া যাহা দিয়া ভক্তিতে আমারদের গম্য আছে সে অনুগ্রহে যাহার মধ্যে আমরা স্থির হই ও
৩ ঈশ্বরের বৈভবে ভরসা করিতেং আনন্দ করি। ও তাহা কেবল নহে কিন্তু আমরা দুর্গতিতে দর্প হই
৪ জানিয়া দুঃখ ধৈর্য্যশীল করায় এবং ধৈর্য্যশীল জ্ঞান
৫ ও জ্ঞান ভরসা ও ভরসা নির্লজ্জিত করায় একারন ঈশ্বরের প্রেম পতন হইয়াছে আমারদের অন্তঃকরনে ধর্ম্মাত্মা করনক যাহা দেয়া গিয়াছে আমারদিগকে।
৬ একারন আমরা অশক্তি হইলে ওপযুক্ত সময়ে খ্রীষ্ট
৭ মরিলেন অধার্ম্মিকের কারন। প্রায় কেহ মরে না যথার্থিক মানুষের কারন তথাচ সাধু মানুষের কারন
৮ হইতে পারে যে কেহ মরিতে শক্তি আছে। কিন্তু ঈশ্বর

ইহাতে ব্যাখ্যা করিলেন তাহার প্রেম আমারদেরদিগে। আমরা পাপিষ্ঠ হইলে খ্রীষ্ট মরিলেন আমারদের
৯ বদলে। অতএব কত অধিক তাহার রক্তেতে ধার্ম্মিক
১০ হইয়া ক্রোধ হইতে ত্রান পাইব তাহার করনক। একারন যদি শত্রু হইলে ঈশ্বরের সহিৎ একশীল হইলাম তাহার পুত্রের মরণ দিয়া তবে কত অধিক একশীল হইলে ত্রান পাইব তাহার জীবন দিয়া।
১১ তাহা কেবল নহে কিন্তু আমরা ও ঈশ্বরে আনন্দিত হই আমারদের প্রভু যেশু খ্রীষ্ট দিয়া যাহা দিয়া
১২ আমরা মিলন পাইয়াছি। এতদর্থে যে মত এক জন দিয়া পাপ আইল জগতে ও পাপ দিয়া মৃত্যু ও মৃত্যু সকল মানুষে গিয়াছে ইহাতে সকলে পাপ করিয়াছে।
১৩ ব্যবস্থা না হইলে পাপ গননা নহে কিন্তু পাপ ছিল
১৪ জগতে ব্যবস্থা পর্য্যন্ত। একারন মৃত্যু কর্ত্তৃত্ব করিল আদম অবধি মোশা পর্য্যন্ত বটে তাহারদের উপর যাহারা পাপ করিয়া ছিল না আদমের পাপের মত যে তাঁহার নমুনা যাহার আগমন ভবিষ্যৎ হইল।
১৫ কিন্তু সেচ্ছা পূর্ব্বক দান দোষের মত নহে। এ জন্য যদি এক জনের দোষে অনেক মরিয়াছে তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও সে দয়াল দান যাহা এক জন তিনি যেশু খ্রীষ্টের করনক তাহা কত অধিক অনেক
১৬ লোকেরদিগে। ও যেমন এক জন পাপি দিয়া তেমন দান নহে একারন এক দোষে বিচার হইল শাস্তি দিবার আজ্ঞাতে কিন্তু সেচ্ছা পূর্ব্বক দান অনেক
১৭ দোষ খণ্ডন ধর্ম্মার্থে। একারন এক জন দোষ করিনে

যদি মৃত্যু কতৃত্ব করিল এক জন দিয়া তবে যাহারা বহুত অনুগ্রহ ও ধর্ম্ম দান পায় তাহারা কত অধিক জীবনে কতৃত্ব করিবে এক জন দিয়া তিনি য়েশু খ্রীষ্ট।
১৮ অতএব যেমন এক জনের দোষেতে বিচার হইল সকলের ওপর সাস্তি দিবার আজ্ঞাতে তেমন এক জনের ধর্ম্ম দিয়া সেচ্ছা পুর্ব্বক দান দেয়া যায় সর্ব্বকে জীবনের
১৯ ধর্ম্ম পাইবার জন্য। একারণ যেমন এক জনের অমান্যতে সকলের দোষাঘাত হইল তেমন এক জনের
২০ মান্যতে অনেককে ধার্ম্মিক করিতে হইবে। ব্যবস্থা ও আইল দোষ অধিক হওনের জন্য। কিন্তু যেখানে
২১ পাপ অধিক সেখানে অনুগ্রহ তাহা হইতে অধিক। অনুগ্রহ অনন্ত পরমায়ু পর্য্যন্ত কতৃত্ব করনের কারন ধর্ম্ম দিয়া আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের করনক যেমন পাপ কতৃত্ব করিয়া ছিল মৃত্যু পর্য্যন্ত।

পর্ব্ব ৬ তবে কি বলিব। পাপ করিব অনুগ্রহ অধিক
২ হওনের জন্য। তাহা হওক না। আমরা পাপের দিগে মরিলে আর বাঁচিব তাহার মধ্যে কেমনে।
৩ জান না আমারদের যত লোক ডুবিত হইয়াছে য়েশু খ্রীষ্টে তত লোক ডুবিত হইয়াছে তাহার মরনে।
৪ এ নিমিত্ত মরনে ডুবিত হইয়া কবরে শয়ন পাই তাহার সহিৎ তাহাতে যেমন পিতার তেজে খ্রীষ্টকে মৃত্যু হইতে উঠাইয়া ছিলেন তেমন আমারদের চলিতে হইবে জীবনের
৫ নুতনতায়। একারন তাহার মরনের রূপে একত্তর রোপন হইয়া হইব তাহার পুনরুত্থানের রূপে।

৬ ইহা জানিয়া আমারদের পুরাতন মানুষ ক্রুসে হত্যা হইয়াছে তাহার সহিৎ পাপের শরীর নাশের জন্য আমরা এ কালাবধি পাপের সেবা না করনার্থে।
৭ একারন কেহ মরিলে পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে।
৮ আমরা ও খ্রীষ্টের সহিৎ মৃত্যু হইয়া আস্থা করি যে
৯ আমরা বাঁচিব তাহার সহিৎ। জ্ঞাত হইয়া যে খ্রীষ্ট মৃত্যু হইতে উত্থান হইলে আর মরেন না মৃত্যুর আর
১০ পরাক্রম নহে তাহার উপর। একারন মরিলে এক বার মরিলেন পাপেরদিগে কিন্তু জীবত হইলে
১১ বাঁচেন ঈশ্বরেরদিগে। তোমরা ও আপনারদিগকে পাপেরদিগে নিতান্ত মরা গননা কর কিন্তু ঈশ্বরের দিগে জীবত আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্ট দিয়া।
১২ অতএব পাপকে কর্তৃত্ব করিতে দেহ না তোমারদের
১৩ মর শরীরে তাহার অভিলাষে মানিতে তাহা তোমারদের অঙ্গ ও অযথার্থের বস পাপ করনার্থে দেহ না কিন্তু আপনারদিগকে ঈশ্বরকে দেহ তাহারদের মত যাহারা মৃত্যু ছাড়িয়া জীবত আছে ও তোমারদের অঙ্গ
১৪ যথার্থের বস ঈশ্বরার্থে একারন তোমরা ব্যবস্থার বস নহে কিন্তু অনুগ্রহের বস হইলে পাপ কর্তৃত্ব করিতে পাইবে না তোমারদের উপর।

১৫ তবে কি। আমরা ব্যবস্থার বস নহে কিন্তু অনুগ্রহের
১৬ বস হইয়া পাপ করিব। তাহা হওক না। জান না যাহার বস দাস হওনার্থে হইয়াছ যে যাহাকে তোমরা মান তাহার দাস হইয়াছ মৃত্যুরার্থে পাপ হওক কি ধর্ম্মার্থে
১৭ ব্যবস্থা মানন। ঈশ্বরের স্তব হওক যে তোমরা হইলা

পাপের দাস কিন্তু তোমরা অন্তঃকরন দিয়া মানিয়াছ
সে সুন্দরনের নমুনা যাহা দেয়া গিয়াছে তোমার
১৮ দিগিকে। তবে পাপ হইতে মুক্ত হইলে তোমরা
১৯ ধর্ম্মের দাস হইয়াছ। আমি কহি মানুষের মত
তোমারদের শরীরের অশক্তের কারন যেমন
তোমারদের অঙ্গ মল ও অযথার্থের বস দিয়াছ তেমন
এখন দেহ তোমারদের অঙ্গ ধর্ম্মের বস পুন্য কার্য্যার্থে।
২০ এ জন্য তোমরা পাপের বস হইলে যথার্থ হইতে মুক্ত
২১ হইয়া ছিলা। তবে তোমারদের কি ফল হইল সে
কার্য্যে যাহাতে এখন তোমারদের লজ্জা। একারন সে
২২ কার্য্যের শেষ মৃত্যু। কিন্তু এখন পাপ হইতে মুক্ত
ও ঈশ্বরের বস হইলে তোমারদের ফল আছে পুন্যের
২৩ দিগে ও তাহার শেষ অনন্ত পরমায়ু। একারন
পাপের মাহিনা মৃত্যু কিন্তু ঈশ্বরের দান অনন্ত পরমায়ু
আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্ট দিয়া।

পর্ব্ব ৭ আমি কহি তোমারদিকে যাহারা ব্যবস্থা জান
ভাইরে তোমরা জ্ঞাত নহ যে যত দিন মানুষ বাঁচে
তত দিন ব্যবস্থা কর্ত্তৃত্ব করে তাহার ওপর। একারন স্ত্রী
যাহার স্বামী বর্ত্তমান যত দিন স্বামী বাঁচে সে ব্যবস্থায়
বন্দিৎ আছে তাহার সঙ্গে কিন্তু স্বামী মরিলে মুক্ত
৩ হইয়াছে তাহার স্বামীর ব্যবস্থা হইতে। তবে স্বামী
বর্ত্তমান হইয়া আর কাহার সহিৎ বিবাহ হইলে
বেশ্যা খ্যাত হইবে কিন্তু স্বামী মরিলে মুক্ত হইয়াছে
সে ব্যবস্থা হইতে তাহাতে আর কাহার বিবাহ হইলে
৪ বেশ্যা হবে না। অতএব আমার ভাইরে তোমারা

৪ খ্রীষ্টের শরীর দিয়া মৃত্যু হইয়াছ ব্যবস্থার দিগে আর
এক জনের সঙ্গে বিবাহ হওনের হেতু বটে তাহাকে
যিনি মৃত্যু ছাড়িয়া জীবত্ত হইয়াছেন ঈশ্বরের
৫ দিগে ফল ফলেনর জন্য। একারন আমরা ঐহিক
শীল হইলে যে পাপের মায়া ব্যবস্থা হইতে করিল
৬ আমারদের অঙ্গে মৃত্যু ফলোৎপন্ন করিতে। কিন্তু
এখন তাহা মরিলে যাহাতে বদ্ধা থাকিলাম আমরা
ব্যবস্থা হইতে মুক্ত হই আত্মার নূতন্যতায় সেবা
করনারথে ও অক্ষরের পুরাতন্যতায় নহে।—
৭ তবে আমরা কি বলিব। ব্যবস্থা পাপ। তাহা
হওক না। বটে আমি ব্যবস্থা বিনা পাপ জানিতাম
না। একারন ব্যবস্থা লোভ করন মানা না বলিলে
৮ আমি অভিলাষ জানিতাম না। কিন্তু পাপ আজ্ঞা
করনক অপকাস পাইয়া করিল সকল প্রকার
অভিলাষ আমার মধ্যে একারন ব্যবস্থা না থাকিলে
৯ পাপ মৃত্যু হইত। একারন পূর্ব্ব কাল আমি ব্যবস্থা
বিহীন হইয়া জীবত্ত ছিলাম কিন্তু ব্যবস্থা আইলে পাপ
১০ জীবিল ও আমি মরিলাম। ও আজ্ঞা যাহা জীবনের
১১ কারন তাহা আমি পাইলাম মৃত্যু কারক একারন পাপ
আজ্ঞা করনক ভ্রান্তি জন্মাইল আমারে ও তাহা দিয়া
১২ বধ করিল আমাকে। এতদর্থে ব্যবস্থা ধর্ম্ম ও
১৩ আজ্ঞা ধর্ম্ম ও প্রকৃত ও ভাল। তবে যা ভদ্র তা
হইল আমার মৃত্যু। তাহা হওক না। কিন্তু পাপ
পাপ দেখাইবারার্থে ভাল দিয়া আমারে মৃত্যু করিতেং
পাপ আজ্ঞা দিয়া অত্যন্ত পাপিষ্ঠ হওনের জন্য।

১৪ একারন আমরা জানি ব্যবস্থা পরমার্থিক কিন্তু আমি
১৫ মমত্বীক বিক্রয় হইয়াছি পাপের বসে। একারন
যাহা আমি করি তাহা মনে লই না একজন্য যাহা
আমি মনে লই তাহা করি না কিন্তু যাহা দৃন্না করি
১৬ তাহা করি। কিন্তু যদি করি যাহা মনে লই না
১৭ তবে ব্যবস্থা ভাল হইবার প্রমান দেই। অতএব
তাহা হইলে যে করি তাহা সে আমি নহে কিন্তু পাপ
১৮ যে বসতি করি আমাতে। আমি জানি যে আমাতে
তাহা আমার শরীরে কিছু ভাল বসতি করে না
একারন ইচ্ছা করিতে আছে কিন্তু ভাল কার্য্য করিতে
১৯ পাই না। একারন যে ভাল করিতে ইচ্ছা করি তাহা
করি না কিন্তু যে মন্দ করিতে ইচ্ছা করি না তাহা
২০ করি। যাহা করিতে চাহি না তাহা করিলে আমি
নহি যে করি তাহা কিন্তু পাপ যাহা বসতি করে
২১ আমার মধ্যে। তবে আমি এমন ব্যবস্থা পাই যে
ভাল করিতে চাহিলে মন্দ বিদ্যমান হইয়াছে।
২২ একারন অন্তর মনুষ্যতে আমার সন্তোষ আছে
২৩ ঈশ্বরের ব্যবস্থায়। কিন্তু অঙ্গে দেখি আর এক
ব্যবস্থা যুদ্ধ করিতেং আমার মনের ব্যবস্থার সহিৎ
ও আমাকে পাপের ব্যবস্থার বস করাইতেং যা
২৪ আমার অঙ্গে। আহা আমি বড় মনস্তাপি মানুষ
কেডা ওদ্ধারিবে আমাকে এ মৃত্যুর শরীর হইতে।
২৫ আমি আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্ট দিয়া স্তব করি
ঈশ্বরকে তবে আমি আপনি মনে ঈশ্বরের ব্যবস্থার

পর্ব্ব ৮ বস কিন্তু শরীরে পাপের ব্যবস্থার। অতএব এখন সাস্তি দিবার আজ্ঞা নহে তাহারদিগকে
২ যাহারা য়েশু খ্রীষ্টে যাহারা চলে না ঐহিকের মত কিন্তু আত্মার। একারন য়েশু খ্রীষ্টে জীবনের আত্মার ব্যবস্থা উদ্ধার করিয়াছে আমাকে পাপ ও
৩ মৃত্যুর ব্যবস্থা হইতে। একারন ব্যবস্থার অসাধ্য শরীরে অশক্ত হইয়া তাহা ঈশ্বর আপনার পুত্র পাপি শরীরের রূপে ও পাপের জন্য পাঠাইয়া করিয়াছেন
৪ পাপের অপযশ শরীরে ব্যবস্থার ক্রিয়া পূর্ণ হইবারার্থে আমারদের মধ্যে যে চলে না ঐহিকের মত কিন্তু আত্মার।

৫ একারন যাহারা ঐহিকের মত তাহারা ঐহিকের বস্তু মানে কিন্তু যাহারা আত্মার মত তাহারা আত্মার বস্তু
৬ মানে। একারন ঐহিকের মানন মৃত্যু কিন্তু পরমার্থিক
৭ মানন জীবন ও কুশল ঐহিকের মানন শত্রুতায় ঈশ্বরের বিপরিতে একারন ঈশ্বরের ব্যবস্থার
৮ বস নহে এবং নিতান্ত হইতে পারিবে না। তবে যাহারা ঐহিকি তাহারা ঈশ্বরকে তুষিতে পারে না।
৯ কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা তোমারদের মধ্যে বাস করিলে তোমরা ঐহিকি নহে কিন্তু আত্মার কোন কেহ খ্রীষ্টের আত্মা না পাইলে তাহার আধিকার নহে।
১০ এবং যদি খ্রীষ্ট তোমারদের মধ্যে তবে পাপার্থে শরীর
১১ মৃত্যু কিন্তু আত্মা জীবন পুণ্যার্থের কারন। যদি তাহার আত্মা যিনি য়েশু খ্রীষ্টেকে মৃত্যু হইতে

উঠাইলেন বসতি করে তোমারদের মধ্যে তবে যিনি খ্রীষ্টকে মৃত্যু হইতে উঠাইলেন তিনি ও তোমারদের মর শরীর বাঁচাইবেন তাঁহার আত্মা দিয়া যাহা
১২ বসতি করে তোমারদের মধ্যে। অতএব ভাইহে আমরা দায়গৃহস্থ শরীরের নহে শরীরের মত বাঁচিতে।
১৩ একারন শরীরেরানুযায়ি বাঁচিলে মরিবা কিন্তু আত্মা দিয়া শরীরের ক্রিয়া মারিয়া ফেলিলে বাঁচিবা।
১৪ একারন যত লোক ঈশ্বরের আত্মাবর্ত্তি তত লোক
১৫ ঈশ্বরের পুত্র। একারন তোমরা গোলামি আত্মা আর বার ভয় করিতে না পাইয়াছ কিন্তু তোমরা পুষ্য পুত্রের
১৬ আত্মা পাইয়াছ যাহাতে তোমরা বল পিতাং। আত্মা আপনি আমারদের আত্মার সহিৎ প্রমান দেয় যে
১৭ আমরা ঈশ্বরের শিশু। ও যদি শিশু তবে অধিকারি বটে ঈশ্বরের অধিকারি ও য়েশু খ্রীষ্টের সহাধিকারি তাহার সঙ্গে দুঃখ পাইলে সঙ্গে বৈভব পাইবারার্থে।

১৮ একারন আমি বুঝি এ কালের দুঃখ সে সুখের যোগ্য নহে যাহা প্রকাশ হইবে আমারদের মধ্যে।
১৯ একারন সৃষ্টির মহা হাপথ্যাসি অপিক্ষা করে
২০ ঈশ্বরের পুত্রের প্রকাশ একারন সৃষ্টি নিরার্থের বস হইয়াছে আপনার বাঞ্ছে নহে কিন্তু বসকের
২১ করনক ভরসা আছে যে সৃষ্টি আপনি ও ক্ষয়ের গোলামি হইতে মুক্ত হইবে ঈশ্বরের শিশুর তেজোময়
২২ মোক্ষেতে। একারন আমরা জানি সমস্ত সৃষ্টি

২৩ কোঁকায় এবং সহব্যথিত হইয়াছে এ কাল পর্য্যন্ত ও তাহা কেবল নহে কিন্তু আমরা ও যে পাইয়াছি আত্মার প্রথম ফল আমরা আপনারদের মধ্যে কাঁকাই পুত্র পাইন অপিক্ষা করিতেং তাহা আমার
২৪ দের শরীরের মোক্ষ। একারণ আমরা ভরসা করিতেং ত্রান পাই কিন্তু দর্শন ভরসা ভরসা নহে। একারন যাহা কেহ দেখে তাহার ভরসা করে কেন।
২৫ কিন্তু যাহা দেখি না তাহা ভরসা করিলে আমরা
২৬ ধৈর্য্যমলে অপিক্ষা করি তাহা আত্মা ও উপগার করে আমারদের দুর্ব্বল্যতা একারন আমরা জানি না কি কামনা করিতে জুথায় কিন্তু আত্মা আপনি ওপাসনা
২৭ করে অকথ্য কোঁকান করিয়া। এবং যিনি অন্তঃকরন বিচার করেন তিনি জানেন আত্মার মন কি একারন তিনি ওপাসনা করেন ঈশ্বরেরানুযায়ি পুন্য লোকের কারন।
২৮ এবং আমরা জানি সমস্ত বিষয় মিলিয়া করিতেছে তাহারদের কল্যান যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে যাহারা
২৯ ডাকিৎ হইয়াছে তাহার নিয়তানুযায়ি। একারন যাহাকে তিনি পূর্ব্বে চিনিলেন তাহাকে পূর্ব্বে নিয়োজিলেন তাহার পুত্রের সহবর্ন হইবার কারন তিনি অনেক ভাইর মধ্যে প্রথম জাত হওনের জন্য।
৩০ এবং যাহারদিগকে ও তিনি পূর্ব্বে নিযুক্ত করিলেন তাহারদিগকে ও তিনি ডাকিলেন ও যাহারদিগকে ডাকিলেন তাহারদিগকে ও ধার্ম্মিক করাইলেন যাহারদিগকে ধার্ম্মিক করাইলেন তাহারদিগকে ও মোক্ষ

৩১ দিলেন। তবে এ সমস্ত হইলে কি বলিব।
ঈশ্বর আমারদের পক্ষে হইলে কেডা হইতে পারে
৩২ আমারদের বিপরিতে। যিনি আপনার পুত্র দয়া না
করিলেন কিন্তু তাহাকে দিলেন আমারদের সকলের
কারন তিনি কেমনে তাহর সহিৎ ও সমস্ত দিবেন না
৩৩ আমারদিগকে। কেডা কিছু ওল্লানা করিবে ঈশ্বরের
৩৪ মননিতকে। ঈশ্বর যিনি ধার্ম্মিক করান। সাস্তি দিবার
আজ্ঞা করিবেক কে। খ্রীষ্ট যিনি মরিলেন বটে যিনি
আরবার ওঠিয়াছেন। যিনি ও এখন ঈশ্বরের দক্ষিনে
৩৫ যিনি ও ওপাস্না করেন আমারদের কারন। কেডা
ভিন্ন করিবে আমারদিগকে খ্রীষ্টের প্রেম হইতে। দুঃখ
কি অতিহিন কি বিপক্ষতা কি মন্বন্তর কি ওলঙ্গতা কি
৩৬ আপদ কি তলোয়র। যেমন লিপি আছে তোমারার্থে
আমরা মারা যাই সমস্ত দিনে আমরা গনন হইয়াছি
৩৭ মারিবার মেষের মত। বটে এ সমস্তে আমরা
জয়ি হইতে অধিক তাহার করনক যিনি প্রেম করিলেন
৩৮ আমারদিগকে। একারন আমি নিসন্দেহ হইয়াছি
যে মৃত্যু কি জীবন কি দূত কি রাজ্য কি পরাক্রম কি
৩৯ এখানকার বস্তু কি আসিবার বস্তু কি ওচ্চত্ব কি
গভীরত্ব কি আর কোন সৃষ্টি আমারদিগকে আলাদা
করিতে পারে না ঈশ্বরের প্রেম হইতে যাহা আমারদের
প্রভু য়েশু খ্রীষ্টে।——

পর্ব্ব
১ আমি খ্রীষ্টে সত্য কথা কহি আমি মিথ্য কহি না
——আমার মন ধর্ম্মাত্মায় ও শাক্ষী দিয়া। আমার

৩ বড় মনস্তাপ অন্তঃকরনে সদাকাল একারন আমি আপনাকে খ্রীষ্টে সাঁপ গ্রস্ত হইতে চাহি আমার ভ্রাতা ও আমার শরীরেরানুযায়ি কুটুম্বের কারন
৪ যাহারা য়িশরালী যাহারদের আছে পোষন ও বৈভব ও
৫ নিয়ম ও ব্যবস্থা দেওন ও সেবা ও অঙ্গিকার যাহারদের আছে পিতৃগন ও যাহারদিগ হইতে শরীরেরানুযায়ি খ্রীষ্ট উৎপন্ন হইলেন যিনি ঈশ্বর সকলের উপর
৬ সচ্চিদানন্দ। আমেন। যে মত ঈশ্বরের কথার কিছু ফল হইত না তেমন নহে। একারন সমস্ত
৭ য়িশরালী নহে যাহারা য়িশরাল হইতে। সমস্ত ও অবরহামের সন্তান হইবার কারন পুত্র নহে কিন্তু
৮ য়িজস্ককে তোমার বংশ খ্যাত হইবে। তাহা এই যাহারা শরীরের সন্তান তাহারা ঈশ্বরের সন্তান নহে কিন্তু অঙ্গিকারের সন্তান বংশ খ্যাত হইয়াছে। এ
৯ আছে অঙ্গিকারের কথা এ সময়েরানুযায়ি আসিব
১০ ও শারা পুত্র প্রসব হইবে। এ ও কেবল নহে কিন্তু রবেকা ও এক জনের ঔরষে গর্ব্ভবতি হইয়া
১১ সে আমারদের পিতৃ য়িজস্কক সে বালক জন্ম না হইয়া ও ভাল মন্দ না করিয়া ঈশ্বরের পছন্দ কারক নিয়ম স্থির হওনার্থে ক্রিয়ার প্রসাদে নহে কিন্তু তাহার
১২ যিনি ডাকেন তাহাকে কহা গিয়াছে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের
১৩ সেবা করিবে যে মত লিপি আছে যাকুবকে প্রেম করিয়াছে কিন্তু ঐসাকে ঘৃন্না করিয়াছি।

১৪ তবে আমরা কি বলিব। ঈশ্বরের অধর্ম্ম আছে।
১৫ তাহা হওক না। একারন মোশাকে কহিলেন

যাহাকে ক্ষেমা করিতে চাহি তাহাকে ক্ষেমা করিব ও
যাহাকে দয়া করিতে চাহি তাহাকে দয়া করিব।
১৬ অতএব ঐচ্ছুক কি দৌড়কের প্রসাদে নহে কিন্তু ক্ষেমা
১৭ দাইক ঈশ্বরের। ধর্ম্ম গ্রন্থে ও বলে ফারোউাকে
এ নিমিত্ত ওৎপন্ন করিয়াছি তোমাকে আমার পরাক্রম
তোমাতে প্রকাশ করন ও আমার নাম প্রচারনার্থে
১৮ সকল পৃথিবীতে। অতএব তিনি ক্ষেমা করেন
যাহাকে ইচ্ছা করেন ও যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে
১৯ কঠিন করান। তুমি বলিবা আমাকে তবে
দোষ বলেন কেন। তাহারইচ্ছা বারন করিয়াছে
২০ কে। নহে কিন্তু আরে মনুষ্য তুমি কে যে প্রত্যুত্তর
করিতেছ ভগবানের সহিৎ। সৃষ্টি সৃষ্টি কারককে
২১ বলিবে এমন বানাইয়াছ আমাকে কেন। কুম্ভকারের
পরাক্রম নহে মৃত্তিকার ওপর এক চাপ দিয়া গাড়িতে
এক পাত্র শ্রেষ্ঠ কার্য্যের কারন এবং আর একটা নিচ
২২ কার্য্যের কারন। যদি ঈশ্বর তাহার কোধ প্রকাশ
করিতে ও তাহার পরাক্রম দেখাইতে ইচ্ছা করিয়া
বহুকাল ধৈর্য্য করিতে২ সহেন ক্রোধের পাত্রকে যাহা
২৩ প্রস্তুত হইয়াছে সংহারার্থে। ও তাহার মোক্ষের
ধন প্রকাশ করিতে ক্ষেমা পাত্রের ওপর যাহারদিগকে
২৪ পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া ছিলেন মোক্ষের জন্য। তাহা
আমারদিগকে যাহারদিগকে তিনি ডাকিয়াছেন য়িহোদী
হইতে কেবল নহে কিন্তু অন্য বর্ন্ন হইতে ও।—

২৫ যে মত তিনি কহিলেন হোশেআ পুস্তকে যাহারা
ছিল না আমার লোক তাহারদিগকে বলিব আমার

২৬ লোক ও যে জন প্রিয় ছিল না তাহাকে প্রিয় বলিব ও যে স্থানে তাহারদিগকে কহা গিয়াছে তোমরা আমার লোক নহ সে স্থানে তাহারা বিখ্যাত হইবেক
২৭ জীবত ঈশ্বরের শিশু। য়িশঈহ ও চেঁচাইয়া কহেন য়িশরালের বিষয় য়িশরালের সন্তানের গনন সমুদ্রের বালুর মত কিন্তু তাহারদের মজুত ত্রান
২৮ পাইবে। একারন য়িহুহা ধর্ম্মার্থে তাহার কর্ম্ম শাঙ্গ ও খাটো করিতেছেন একারন য়িহুহা
২৯ খাটো হিসাব করিবেন পৃথিবীতে। যে মত য়িশঈহ পূর্ব্বে বলিয়া ছিল য়িহুহা শবাওত বীজ না রখিলে আমরা হইতাম সদমের মত ও উমরার মত
৩০ বিখ্যাত হইতাম। তবে কি বলিব। অন্য বর্ন যে ধর্ম্ম চেষ্টা করিল না ধর্ম্ম পাইয়াছে বটে ভক্তি
৩১ উৎপত্তি ধর্ম্ম। কিন্তু য়িশরাল যে ধর্ম্ম ব্যবস্থা পালন করিল ধর্ম্ম ব্যবস্থা প্রাপ্য না হইয়াছে।
৩২ কি জন্য। একারন তাহারা তাহা ভক্তিতে চেষ্টা করিল না কিন্তু ব্যবস্থা ক্রিয়াতে। একারন তাহারা
৩৩ সে বাধা পাথর লাগিয়া পড়িতে২ গেল। যে মত লিপি আছে দেখ আমি জীয়নে থুই বাধা পাথর ও বেজারি পর্ব্বত ও কেহ তাহারে প্রত্যয় করিলে লজ্জিত হইবে না।

পর্ব্ব ১০ ভ্রাতাগন এই আমার অন্তঃকরনের অভিলাষ ও কামনা ঈশ্বরের ঠাঁই য়িশরালের কারন তাহারদের
২ ত্রানের জন্য। একারন আমি তাহারদের প্রমান

দেই যে তাহারদের মনের তাপ আছে ঈশ্বরের নিমিত্ত
৩ কিন্তু বিদ্যা মত নহে। এক্কারন তাহারা ঈশ্বরের
ধর্ম্ম অজ্ঞাত হইয়া ও আপনারদের ধর্ম্ম স্থির করিতে
৪ যত্ন করিয়া হইল না ঈশ্বরের ধর্ম্মের বস। খ্রীষ্ট
আছেন প্রতি ভক্তের ব্যবস্থার অনুমান ধর্ম্মের জন্য।
৫ যে ধর্ম্ম ব্যবস্থার কার্য্যেতে তাহা মোশা এমন বর্ণ্নিন
৬ যে জন তাহা করে সে তাহাতে বাঁচিবে। কিন্তু
ভক্তি ওৎপন্ন ধর্ম্ম ইহা কহে অন্তঃকরনে বলিও না
কে ওঠিবে স্বর্গে তাহা খ্রীষ্ট সহিৎ আনিতে।
৭ কিম্বা গভীরে নামিবে কে তাহা খ্রীষ্টকে ফিরিয়া
৮ আনিতে মৃত্যু হইতে। কিন্তু তাহা কি বলে।
বাক্য তোমার নিকট বটে তোমার মুখ ও তোমার
অন্তঃকরনে। সেই ভক্তির কথা যাহা আমরা কহি
৯ যদি মুখ দিয়া স্বিকার ও অন্তঃকরনে আস্থা কর যে
ঈশ্বর ওঠাইলেন তাহাকে মৃত্যু হইতে তবে ত্রান
১০ পাইবা। একারন অন্তঃকরন দিয়া মানুষ আস্থা
করে ধর্ম্মার্থে ও মুখ দিয়া স্বিকার হইয়াছে ত্রানার্থে।
১১ একারন ধর্ম্ম পুস্তকে বলে যে কেহ আস্থা করে
১২ তাহারে সে লজ্জিৎ হইবে না যিহোদী ও গ্রীক
কিছু ভেদ নহে। একারন সকলের এক প্রভু ধনী
আছেন সকলেরদিগে যাহারা কামনা করে তাহাকে।
১৩ এজন্য যে কেহ যিহুহার নামে কামনা করে সে
ত্রান পাইবে।——

১৪ অতএব কেমন কামনা করিবে তাঁহাকে যাহারে
আস্থা না করিয়াছে। ও কেমন আস্থা করিবে

তাঁহাকে যাহার সমাচার না শুনিয়াছে। ও শুরু না
১৫ হইলে শুনিবে কেমনে। ও প্রেরিত না হইয়া বাক্য
প্রকাশ করিবে কেমনে। যেমন লিপি আছে কেমন
সুন্দর তাহারদের পদ যাহারা কুশলের মঙ্গল সমাচার
১৬ আনে। যাহারা সুসমাচার চেতি দেয়। কিন্তু
তাহারা সমস্ত মঙ্গল সমাচার মানিল না। একারন
য়িশঈহ কহে হে য়িহুহা আমারদের সমাচার মানি
১৭ য়াছে কে। শ্রবনে ভক্তি বটে ও ঈশ্বরের বাক্যে শ্রবন।
১৮ কিন্তু আমি বলি তাহারা শুনিতে না পাইয়াছে।
বটে তাহারদের ধ্বনি গিয়াছে সমস্ত পৃথিবীতে ও
১৯ তাহারদের কথা জগতের সীমা পর্য্যন্ত। কিন্তু
আমি বলি য়িশরাল জানিতে না পাইয়াছে। প্রথম
মোশা বলে আমি তপ্ত করাইব তোমারদিগকে তাহার
দের করনক যাহারা বর্ন্ন নহে ও কোপ করাইব
২০ তোমারদিগকে ক্ষিপ্ত বর্ন্নের করনক। কিন্তু য়িশঈহ
বড় নির্ভয় হইয়া বলে আমি প্রাপ্য হইয়া ছিলাম
তাহারদের ঠাঁই যাহারা আমাকে চেষ্টা করিল না
আমি প্রকাশ ছিলাম তাহারদের ঠাঁই যাহারা জিজ্ঞাসা
২১ করিল না আমার কারন। কিন্তু য়িশরালের বিষয়
বলে সমস্ত দিন হাত বাড়াইয়াছি অমান্য ও বিপরিত
লোকের দিগে।

পর্ব্ব ১১ অতএব আমি কি বলি। ঈশ্বর তাহার লোকের
দিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাহা হওক না। একারন
আমি ও বেনিমনের গোষ্ঠি আবরহামের সন্তানের

২ এক য়িশরালী। ঈশ্বর তাহার যে লোক পূর্ব্বে জানি
লেন ছাড়িয়া না দিয়াছেন। জান না ধর্ম্ম গ্রন্থে
কি বলে আলীহার বিষয় সে কেমন ওপাসনা করিল
৩ ঈশ্বরের ঠাঁই য়িশরালের বিপরিতে বলিয়া প্রভু তাহারা
হত্যা করিয়াছে তোমার ভবিষ্যৎ বক্তাকে ও খুঁদিয়া
ফেলিয়াছে তোমার যজ্ঞ কুণ্ড আমি ও রহি একাকি
৪ ও তাহারা আমার প্রান মারিতে চাহে। কিন্তু
ঈশ্বরের ওত্তর কি বলে তাহাকে আমি রাখিয়াছি
আপনার কারন সপ্ত সহস্র জন যাহারা হাঁটু না
৫ গাড়িয়াছে বাওলের স্থানে। অতএব এখন ও
৬ বক্রি আছে অনুগ্রহের পচন্দেরানুযায়ি। যদি
অনুগ্রহতে তবে ক্রিয়াতে নহে অন্য মত হইলে
অনুগ্রহ হইত না অনুগ্রহ। কিন্তু যদি ক্রিয়াতে
তবে অনুগ্রহতে নহে অন্য মত হইলে ক্রিয়া হইত না
৭ ক্রিয়া। তবে কি। য়িশরাল যাহা চেষ্টা করিয়াছে
তাহা না পাইয়াছে কিন্তু মননিত পাইয়াছে এবং
৮ অন্য লোক ভেকুয়া হইল। যে মত লিপি আছে
ঈশ্বর ব্যাকুব আত্মা দিয়াছেন তাহারদিগকে চক্ষু না
দেখনের জন্য ও কর্ন্ন না শুননের জন্য আজি পর্য্যন্ত।
৯ দাওদ ও কহে হওক তাহারদের মেজ তাহারদের
১০ ফাঁদ ও কল ও বাধা ও প্রতিফল। তাহারদের চক্ষু
অন্ধকারীয় হওক তাহারদের না দেখনার্থে ও তাহার
দের পিঠ সদাকাল বসাও।

১১ আমি বলি তাহারা বাধা লাগিয়াছে পড়নের কারণ।

১২ তাহা হওক না । কিন্তু তাহারদের পতন দিয়া ত্রাণ আসিয়াছে অন্য বর্ণের ঠাঁই তাহারদিগকে সমশীল করাইতে । কিন্তু যদি তাহারদের পরিচয় জগতের ধীন ও তাহারদের ওনত্ব অন্য বর্ণের ধীন তবে তাহার
১৩ দের পূর্ণতা কেমন অধিক । আমি কহি তোমরা অন্য বর্ণকে এ জন্য আমি অন্য বর্ণের প্রেরিত হইয়া
১৪ করি আমার কার্য্যের সুনাম যদি আমি কোন মত সমশীল করাইতে পারি আমার শরীরীয় লোককে
১৫ এবং তাহারদের কাহাকেং ত্রাণ করাই । একারণ তাহারদের ত্যাজন যদি জগতের মিলন তবে তাহারদের
১৬ গ্রহন কি তাহা জীবন মৃত্যু হইতে । ইহাতে প্রথম ফল পবিত্র হইলে চেলা ও পবিত্র। ও মূল পবিত্র
১৭ হইলে সে মত ও ডাল । ও কএক ডাল ভগ্ন হইলে ও তুমি এক বন তিত বৃক্ষের কলম তাহাতে জোড়াইলে পাইতেছ ডাল তিত বৃক্ষের মূল ও তেতত্বের রস
১৮ দর্প কথা কহিও না ডালের ওপরে কিন্তু দর্প কথা কহিলে তুমি মূলকে না ধরিতেছ কিন্তু মূল তোমাকে ।
১৯ তুমি বলিবা ডাল ভাঙ্গিয়া গেল আমার লাগনের
২০ জন্য। ভাল । অনাস্থার কারন তাহারা ভগ্ন হইয়া ছিল তুমি ও ভক্তিতে দাণ্ডাইতেছ গর্ব্বী হইও না কিন্তু
২১ ভয় কর । একারন যদি ঈশ্বর সে নিজ ডাল দয়া না করিলেন তবে সাবধান কর পাছে তোমাকে
২২ দয়া করিবেন না । অতএব দেখ ঈশ্বরের দয়া ও নির্দয়া পতনেরদিগে নির্দয়া কিন্তু তোমারদিগে দয়া যদি তাহার দয়াতে রহ । অন্য মত হইলে

২৩ তোমাকে ও খণ্ডিতে হইবেক। তাহারা ও অনাস্থাতে না থাকিয়া লাগাইতে হইবে একারন ঈশ্বর শক্ত আছেন তাহারদিগকে লাগাইতে পুনর্ব্বার।
২৪ তুমি প্রকৃতি জিত বৃক্ষ হইতে ছেদিত হইয়া যদি নিজ গুন বিপরিতে জোড়া হইয়া ছিলা ভাল জীত বৃক্ষে তবে কতোধিক এই সপ্রকৃতি ডাল জোড়াইতে হইবে নিজ জীত বৃক্ষে।
২৫ এ নিমিত্ত তোমরা আত্ম শ্লাঘা না হইবারার্থে আমি বাসনা করি যে তোমরা এ অপ্রকাশ অজ্ঞাত না হও যে য়িশরাল একাংশ অন্ধত্বায় মজিয়াছে অন্য বর্ন্নের
২৬ পূর্ন্নত্ব হওন পর্য্যন্ত। এবং সে মত সমস্ত য়িশরালের ত্রান হইবে যেমন লিপি আছে এক তারক চীয়ন হইতে
২৭ আসিয়া ফিরাইবেন অযথার্থ যাঁকুব হইতে। একারন এ আমার নিয়ম তাহারদের সহিৎ যখন তাহার
২৮ দের পাপকে খণ্ডি। মঙ্গল সমাচারের বিষয় তাহার শত্রু তোমারদেরার্থে কিন্তু মননিতের বিষয়
২৯ প্রেমি পিতৃরার্থে। একারন ঈশ্বরের দান ও প্রযুক্ত
৩০ অখণ্ড। তবে যেমন তোমরা অন্য বর্ন্ন পূর্ব্ব কালে ঈশ্বরকে আস্থা করিলা না কিন্তু এখন ক্ষেমা
৩১ পাইয়াছ তাহারদের অনাস্থা দিয়া তেমন তাহারা ও এখন আস্থা না করিয়াছে ক্ষেমা পাইবার জন্য ও
৩২ তোমারদের ক্ষেমা দিয়া। একারন ঈশ্বর তাহার দিগকে সমস্ত বন্দিয়াছেন অনাস্থার মধ্যে সকলকে
৩৩ ক্ষেমা করনার্থে। আহা ঈশ্বরের জ্ঞান ও বিদ্যার গভীরত্ব। তাহার বিচার কেমন অজ্ঞেয় ও তাহার

৩৪ গতি কেমন অপ্রাপ্য। একারন কে ঈশ্বরের মন
৩৫ জ্ঞাত হইয়াছে কিম্বা কে তাহার মন্ত্রি। কিম্বা কে
তাহাকে প্রথম দিয়াছে তাহা সকল ফিরিয়া দিতে
৩৬ হইবেক তাহাকে। একারন সমস্ত তাহা হইতে ও
তাহা দিয়া ও তাহার কারন। তাহাকে স্তব হওক
সদাকাল। আমেন।

পর্ব্ব ১২ অতএব ভাইরে আমি ঈশ্বরের ক্ষেমা লইয়া সাধনা
করি তোমারদিগকে তোমারদের শরীর দেহ ঈশ্বরকে
জীবত ওৎস্বর্গ পবিত্র ও সুগ্রাহ্যক এই তোমাররের
২ ওচিত কার্য্য। এবং এ জগতের সমশীল হইও না
কিন্তু মন নুতন হইতেং অন্য রূপে হও তোমারদের
জ্ঞানের কারন ঈশ্বরের মঙ্গল ও তোষক ও শুদ্ধ
৩ ইচ্ছা কি। একারন যে অনুগ্রহ দেয়া হইয়াছে
আমাকে তাহা লইয়া বলি তোমারদের প্রতি জনকে
আত্ম শ্লাঘা না করিতে ওচিত হইতে অধিক
কিন্তু সমোচিত বুঝিতে যেমন ঈশ্বর দিয়াছেন ভক্তির
৪ পরিমান প্রতি জনকে। একারন যে মত আমার
দের অনেকাংশ এক শরীরে এবং ও সকল ভাগের
৫ এক কার্য্য নহে সে মত আমরা অনেক হইলে হই
৬ এক শরীর খ্রীষ্টে ও প্রতি জন পরস্পর অংশ। তবে
আমারদের দান ভিন্ন হইয়া সে অনুগ্রহের মত যাহা
দেয়া হইয়াছে আমারদিগকে ভবিষ্যত বাক্য হইলে
৭ করি তাহা ভক্তির প্রমানেরানুযায়ি। কি সেবক
হইয়া সেবা করি কিম্বা শিক্ষক হইয়া শিক্ষা

৮ করি কিম্বা গুরু হইয়া হিতার্থে কহি যে জন
দান করে সে সুমনে করুক তাহা যে শাসক সে যত্ন
করিয়া করুক তাহা যে ক্ষেমা করে সে হর্ষ মনে তাহা
৯ করুক। প্রেম হওক প্রতারনা বিনা। কুকর্ম্ম দৃন্না
১০ কর ভাল কার্য্যের সহায় হও। ভ্রাতাশীল প্রেম
করিয়া পরস্পর প্রেম কর পরস্পর অধিক সম্ভ্রম করিতে২
১১ কার্য্যে অলস নহে তপ্তাত্মায়ি ঈশ্বরের সেবা করিতে২
১২ ভরসা পাইলে আনন্দ করিতে২ দুঃখ পাইলে ধৈর্য্য
১৩ করিতে২ সদাকাল কামনা করিতে২ পুন্য লোকের
১৪ হিনত্বের কারন দিতেং ও অতীথি করিতেং। যাহারা
বিপক্ষতা করে তোমারদিগকে তাহারদিগকে
আশীর্ব্বাদ কর আশীর্ব্বাদ কর এবং সাপ দিও
১৫ না। আনন্দিতের সঙ্গে আনন্দ কর ও ক্রন্দকের
১৬ সহিত ক্রন্দন কর। পরস্পর এক আত্মায়ি হও।
নাম লুব্ধ কার্য্য মানিও না কিন্তু মলিনের সমশীল
১৭ হও। কাহাকে মন্দের কারন মন্দ করিও না
১৮ জোগাও প্রকৃত বস্তু সমস্ত লোকের সন্মুখে। যদি
হইতে পারে তবে সকল লোকের সহিত নির্ব্বিরোধি
১৯ বসতি কর। প্রিয়রে আপনারদিগকে বৈপত্য
করিও না কিন্তু ক্রোধের নিকট হইতে যাও একারন
লিপি আছে বৈপত্য আমার যিহুহা ও বলেন আমি
২০ তাহা ইনসাফ করিব। অতএব তোমার শত্রু
ক্ষুধিত হইলে ভক্ষ্য দেহ তাহাকে তৃষ্ণিত হইলে পান
করিতে দেহ তাহাকে একারন এমন করিয়া জমা
২১ করিবা আগুনের তাহার মাথার উপর। কুকর্ম্মে

পরাজিত হইও না কিন্তু ভাল করিয়া জিন মন্দকে।

পর্ব্ব ১২ আদালত পরাক্রমের বস হওক পুতি জন। একারন ঈশ্বর বিনা পরাক্রম নহে। যে২ পরাক্রম আছে তাহা ২ ঈশ্বর নিরুপিত। অতএব যে জন পরাক্রমের বিপরিত করে সে ঈশ্বরের নিরুপনের বিপরিত করে ও বিপরিত ৩ করিলে পাইবে আপনার সঙ্খাত। একারন পতি সুকর্ম্মের ভয় নহে কিন্তু কুকর্ম্মের। অতএব পরাক্রম ভয় করিবা না সুকার্য্য কর তবে তাহাতে ৪ হইবে তোমার সুনাম একারন সে আছে ভগবানের সেবক তোমারদিগে ভালোর কারন। কিন্তু কুকার্য্য করিলে ভয় কর একারন তলোয়ার নিরার্থক বহে না একারন সে আছে ঈশ্বরের সেবক এক বৈপত্য কর্ত্তা ক্রোধ ইনসাফ করিতে তাহারদের ওপর যাহারা ৫ কুকার্য্য করে। এতদার্থে তোমারদের বস হওনের আবশ্যক আছে কেবল ক্রোধের জন্য নহে কিন্তু ৬ সজ্ঞানের জন্য ও। ইহার কারন ও তোমরা রাজস্ব দেহ এজন্য তাহারা ঈশ্বরের সেবক নিরবধি ৭ এই কার্য্য করিতে২। অতএব সকলকে তাহারদের পাওনা দেহ যাহার রাজস্ব তাহাকে রাজস্ব যাহার হাসিল তাহাকে হাসিল যাহার ভয় তাহাকে ভয় ৮ যাহার সম্ভ্রম তাহাকে সম্ভ্রম। কাহার দায়গ্রহস্থ হইও না কেবল পরস্পর প্রেম করিতে একারন যে জন অন্যকে প্রেম করে সে ব্যবস্থা কার্য্য পূর্ণ করিয়াছে।

৯ একারন এ আজ্ঞা পরদার করিও না বধ করিও না চুরি করিও না মিথ্যা প্রমান দেহ না লোভ করিও না ও যদি আর কোন আজ্ঞা তবে তাহা এ বাক্যে প্রেম কর তোমার প্রতিবাসিকে আপনার মত।
১০ প্রেম কিছু মন্দ করে না প্রতিবাসিকে অতএব প্রেম ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ।

১১ এবং কাল জ্ঞাত হইয়া ইহা কর একারন এখন নিদ্রা হইতে জাগিবার কাল আছে আমারদের ত্রান নিকট হইলে প্রথম আস্থা করনের সময় হইতে।
১২ রাত্রি বহু গিয়াছে দিন নিকট হইয়াছে অতএব আমরা অন্ধকারের কার্য্য ছাড়িয়া পরি আলোর সাজ।
১৩ আমরা মাপান ও বেশ্যরত্ব ও অশত কার্য্য ও কাম ও ঝকড়া ও তাপ ছাড়িয়া সম্ভ্রান্ত কার্য্য করি যেমন
১৪ দিনে। কিন্তু প্রভু য়েশু খ্রীষ্টকে পরিধান কর ও জোগাইও না শরীরের কারন তাহার আবেস পূর্ন্ন করনার্থে।

পর্ব্ব ১৪ যাহার ভক্তি ক্ষীন তাহাকে লইও কিন্তু অস্থির অনুযোগের কারন নহে। এক জন বুঝে সমস্ত দ্রব্য খাইতে পারে আর এক জন ক্ষীন হইয়া কেবল
৩ শাক খায়। যে খায় তাহাকে তুচ্ছ করুক না যে খায় না এবং যে খায় না সে তাহাকে বিচার করুক না যে খায় একারন ঈশ্বর গ্রহন করিয়াছেন
৪ তাহাকে। তুমি কে যে আর এক জনের দাসকে বিচার করিতেছ। সে আপনার প্রভুর ঠাঁই ডাণ্ডায়

কি পক্ষে বটে সে স্থির করিতে হবে একারন ঈশ্বর
৫ তাহাকে স্থির করিতে পারেন। কেহ দিনের
বিশেষ বুঝে আর কেহ প্রতি দিন সমান মানে।
৬ প্রতি জন করুক যেমন মনে লয়। যে জন দিন
মানে সে মানে তাহা প্রভুর প্রক্ষে ও যে জন দিন
মানে না সে প্রভুর প্রক্ষে তাহা মানে না। যে খায়
সে খায় প্রভুর প্রক্ষে একারন ঈশ্বরকে স্তব করে
ও যে খায় না সে খায় না প্রভুর প্রক্ষে ও ঈশ্বরকে
৭ স্তব করে। একারন আমারদের কেহ বাঁচে না
আপনার কারন ও কেহ মরে না আপনার কারন।
৮ একারন আমরা বাঁচিলে বাঁচি প্রভুর প্রক্ষে ও মরিলে
মরি প্রভুর প্রক্ষে অতএব বাঁচিলে কি মরিলে আমরা
৯ প্রভুর। ইহাতে ও খ্রীষ্ট মরিলেন ও পুনর্ব্বার
উঠিলেন ও পুনর্জীবিলেন জীবৎ ও মৃত্যুর প্রভু হইবা
১০ রার্থে। কিন্তু তোমার ভাইকে বিচার করিতেছ কেন।
কিম্বা তোমার ভ্রাতা তুচ্ছ করিতেছ কেন। আমরা
১১ সকল তাণ্ডাইব খ্রীষ্টের আদালতে একারন লিপি
আছে যিশৈহা কহেন আমি যদি বাঁচি প্রতি হাঁটু
গাড়িবে আমার স্থানে ও প্রতি জিহ্বা স্বিকার করিবে
১২ ঈশ্বরের ঠাঁই। তবে আমারদের প্রতি জন আত্ম
১৩ বিবরন কহিবে ঈশ্বরের সন্মুখে। অতএব আমরা
আরবার পরস্পর বিচার করি না কিন্তু বরং ইহা
বিচার করি যে কেহ বাধা কিম্বা পরিবাধন দেয় না
১৪ তাহার ভ্রাতার পথে। আমি জানি ও নিসন্দেহ
মনে হইয়াছি প্রভু য়েশুতে যে কোন দ্রব্য আপনি

অপবিত্র নহে কিন্তু যে বুঝে কোন দ্রব্য অপবিত্র তাহার
১৫ ঠাঁই অপবিত্র আছে। একারন যদি তোমার ভ্রাতা
তোমার ভক্ষ্য দেখিয়া দুঃখিত হয় তবে প্রিত মনে
না চলিতেছ। তোমার ভক্ষ্য দিয়া সংহার করিও না
১৬ তাহাকে যাহার কারন খ্রীষ্ট মরিলেন। অতএব
১৭ তোমার সুক্রিয়ার মন্দ নাম হওক না। একারন
ভগবানের রাজ্য ভক্ষ্য পানীয় নহে কিন্তু প্রকৃত
১৮ কার্য্য ও কুশল ও আনন্দ ধর্ম্মাত্মায়। একারন
যে কেহ ইহা করিয়া খ্রীষ্টের সেবা করে সে
ঈশ্বরের পছন্দিত ও সুনাম প্রাপক মানুষের মধ্যে।
১৯ অতএব কুশল দাইক ও পরস্পর হিতার্থ কার্য্য করিতে
২০ চেষ্টা করি। একারন ভক্ষ্য সংহার করে না
ঈশ্বরের কার্য্য। সমস্ত দ্রব্য পবিত্র সে সত্য কিন্তু
২১ তাহার মন্দ যে খায় অনহিতার্থে। মাংস খাইতে
ও সুরা কি আর কোন দ্রব্য পীতে ভাল নহে যাহা
করিয়া তোমার ভ্রাতা মলিন কিম্বা অশক্ত হইয়াছে।
২২ তোমার ভক্তি হইলে তাহা আপনার ঠাঁই রাখ
ঈশ্বরের সাক্ষাতে। ধন্য সে জন যে আপনার দোষ
২৩ করে না সে কার্য্যেতে যাহা মনে লয়। এবং
যাহার ওসাস আছে সে খাইলে সাস্তি ভুঞ্জিবে
একারন ভক্তি না করিয়া খায় এ জন্য যাহা২ ভক্তি
ওদ্ভব নহে তাহা পাপ।——

পর্ব্ব ১৫ অতএব আমরা শক্ত লোক অশক্তির দুর্ব্বল্যতা

সহিতে জুয়ায় এবং আপনারদের তুষ্টি না করিতে।
২ আমারদের প্রতি জন ভাল ক্রিয়াতে তুষুক তাহার প্রতি
৩ বাসিকে হিতার্থে। এ জন্য খ্রীষ্ট আপনার সন্তোষ
করিলেন না কিন্তু যে মত লিপি আছে যাহারা নিন্দা
করিল তোমাকে তাহারদের নিন্দা পড়িল আমার
৪ ওপর। একারন যাহা পূর্ব্ব কাল লেখা হইল
তাহা লেখা হইল আমারদের শিক্ষানার্থে তোমারদের
ধৈর্য্যমন ও ধর্ম্ম গ্রন্থের শান্তিতে ভরসা প্রাপ্তির
৫ জন্য। এখন ধৈর্য্য ও শান্তের ঈশ্বর তোমারদিগকে
পরস্পর সমশীপ হইতে দিওন য়েশু খ্রীষ্টের মত।
৬ তোমরা এক মন ও এক মুখ দিয়া করিতে ঈশ্বর
৭ আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের পিতার নায়। অতএব
পরস্পর অন্য অন্যকে গ্রহন কর যেমন খ্রীষ্ট
ও গ্রহন করিলেন আমারদিগকে ঈশ্বরের সম্ভ্রমে
৮ রার্থে: আমি ইহা বলি য়েশু খ্রীষ্ট ছিলেন
তকছেদির গুরু ঈশ্বরের সত্যতার জন্য সে অঙ্গিকার
৯ স্থির করিতে যাহা দেয়া গেল পতৃরদিগকে অন্য বর্ন
ঈশ্বরের নাম করনার্থে তাহার ক্ষেমার কারন যেমন
লিপি আছে এ নিমিত্ত আমি স্বিকার করিব তোমার
স্থানে অন্য বর্ন্নের মধ্যে ও গীত গাইব তোমার নামে।
১০ আর বার ও তিনি বলিলেন তোমরা অন্য বর্ন আনন্দ
১১ কর তাহার লোকের সহিৎ। এবং আর বার
তোমরা বর্ন্নেরে স্তব কর য়িহহাকে ও মহা স্তব কর
১২ তাহাকে তোমরা সমস্ত লোকহে। পুনর্ব্বার
য়িশঙীহ বলে এক মূল হবে য়িশি হইতে ও অন্য

বর্ম্ম কতৃত্ব করিতে ওঠ্ঠব যিনি হইবে তাহারে অন্য
১৩ বর্ম্ম বিশ্বাস করিবেক। ভরসার ঈশ্বর তোমারদের
অন্তঃকরন সমস্ত আনন্দ ও কুশল পূর্ন্ন করুন ভক্তি
করিয়া তোমারদের বিস্তারিত ভরসা হওনার্থে
ধর্ম্মাত্মার পরাক্রমে।
১৪ আমি ও নিজ মনে লই তোমারদের বিষয়
ভাইরে যে তোমরা প্রিত পূর্ন্নিৎ ও জ্ঞান পরিপূর্ন্নিৎ
১৫ হইয়াছ পরস্পর শিক্ষা করাইতে শক্ত। কিন্তু
আমি লিখিয়াছি আর কিছু নির্ভয় তোমারদিগকে যেমন
মনে দিতে তোমারদিগকে সে অনুগ্রহের করনক
১৬ যাহা ঈশ্বর হইতে দেয়া গিয়াছে আমাকে অন্য
বর্ন্ন ওৎসর্গ পবিত্র হইবার কারন ধর্ম্মাত্মার
১৭ করনক। অতএব ঈশ্বরের কার্য্যের বিষয় আমার
১৮ আছে দর্প কথা কহিতে য়েশু খ্রীষ্টে। একারন
আমার ভয় আছে তাহা কহিতে যাহা খ্রীষ্ট
না করিয়াছেন আমার করনক অন্য বর্ন্ন কথা ও ক্রিয়া
১৯ বশীভূত করাইতে। লক্ষন ও আশ্চর্য্য কার্য্যের বলে
ঈশ্বরের আত্মার পরাক্রমে তাহাতে য়িরোশলম হইতে
চতুর্দ্দিগে ইল্লিরিকা পর্য্যন্ত আমি য়েশু খ্রীষ্টের মঙ্গল
২০ সমাচার বরাবর বলিয়াছি। একারন মঙ্গল
সমাচার চেড়ি দিতে বড় বাঞ্ছা করিয়াছি যে স্থানে
য়েশু খ্রীষ্টের নাম চলে সেখানে নহে তাহা করিলে
পাছে গঠন করিতাম আর কাহার ভীতের ওপর।
২১ কিন্তু যে মত লিপি আছে যাহারদিগকে কহা না গেল
তাহার বিষয় তাহারা দেখিবে। ও যাহারা শুনিতে

২২ না পাইয়াছে তাহারা বুঝিবে। অতএব আমি তোমারদের নিকট আসিতে বহুকাল বারন হইয়াছি।
২৩ কিন্তু এখন এ দেশে আমার আর স্থান না হইয়া ও তোমারদের নিকট আসিতে অনেক বৎসরের বড়
২৪ ইচ্ছা করিয়া যখন স্পানিয়ায় যাত্রা করি তখন আসিব তোমারদের ঠাঁই একারন যাইতেং অপিক্ষা করি তোমারদিগকে দেখিতে ও তোমারদিগকে দেখিয়া প্রথম কিছু পরিতোষ হইলে তোমারদের যাইবার
২৫ ওপগার লইতে। কিন্তু এখন আমি যাইতেছি
২৬ য়িরোশলমে পুন্য লোকের সেবা করিতে। একারন মাকিদনিয়া ও আখায়ার লোকের মনে হইল কিছুং জমা করিয়া দিতে য়িরোশলমের দরিদ্র পুন্য লোকের
২৭ কারন। তাহারদের মনে হইয়া ছিল বাট ও তাহারা নিতান্ত তাহারদের দায়গৃহস্থ একারন যদি অন্য বর্ন্ন তাহারদের পরমার্থিক দ্রব্যের কিছু পাইয়াছে তবে তাহারদের নিত আছে তাহারদিগকে শরীরের
২৮ দ্রব্য দিতে। অতএব আমি ইহা করিয়া ও এ ফল তাহারদিগকে দিলে যাইব স্পানিয়ায় তোমারদের স্থান
২৯ দিয়া। আমি ও জানি তোমারদের স্থানে আইলে আসিব খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচারের পূর্ন্ন আশীর্ব্বাদ
৩০ সঙ্গে করিয়া। এখন ভ্রাতাগন আমি সাধনা করি তোমারদিগকে য়েশু খ্রীষ্টেরার্থে ও আত্মার প্রেমেরার্থে তোমরা যত্ন কর আমার সহিৎ কামনা
৩১ করিতেং আমার কারন ঈশ্বরকে আমার পরিত্রানার্থে য়িহোদা দেশের অনাস্থিকেরদিগ হইতে ও আমার

যিরোশলমে সেবা পুন্য লোকের গ্রাহ্যক হওনেরার্থে
৩২ ও ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে আমি হর্ষ মনে তোমার স্থানে
ওত্তরনার্থে ও তোমারদের সহিৎ আরাম পাইবার
৩৩ কারন। এখন কুশল দাতা ঈশ্বর হওন তোমার
দের সহিৎ। আমেন।

পর্ব্ব ১৬
আমারদের ফেবে ভগিনী ব্যাখ্যা করি তোমার
দিগিকে সে হইয়া কেনখ্রেয়ার মণ্ডলির এক দাসী
২ যে তোমরা তাহাকে মর্য্যাদা কর প্রভুতে যেমন পুন্য
বানের ব্যবহার ও তাহার ওপগার কর তাহার যেং
কার্য্যে তোমারদের ওপগার চাহে একারন সে অনেক
৩ লোকের পালক এবং আমার ও। নমস্কার কর প্রিস্কিলা
ও আকুল্লা আমার সহকারি খ্রীষ্টে যেশুর কার্য্যে।
৪ যাহারা আমার জীবনের কারন আপনারদের গলা
দিয়াছে যাহারদের সুখ্যাত আমি কেবল কহি না কিন্তু
৫ অন্য বর্ন্নের মণ্ডলি ও তাহারদের ঘরে সে মণ্ডলি ও
নমস্কার কর। নমস্কার কর আমার অতি প্রিয়
এপাইনেতসকে যে আখায়ার প্রথম ফল খ্রীষ্টের কারন।
৬ নমস্কার কর মারিয়া যে বহু যত্ন করিল আমারদের
৭ জন্য। নমস্কার দেহ আন্দ্রনিকস ও যুনিয়া আমার
অমাত্য ও সহবন্দিত যাহারা ও প্রেরিতেরদের মধ্যে
সম্ভ্রান্ত যাহারা ও খ্রীষ্টে ছিল আমার পূর্ব্বে।
৮ নমস্কার দেহ আমপ্লীয়ষ আমার অতি প্রেমি প্রভুতে।
৯ নমস্কার দেহ ওর্ব্বানস আমার সহকারি খ্রীষ্টে এবং
১০ স্তাখিষ আমার প্রেমি। নমস্কার দেহ আপেল্লষ যে

খ্রীষ্টে আনন্দিত। নমস্কার দেহ তাহারদিগকে যাহারা
১১ আরিষ্টবুলসের পরিজন। নমস্কার দেহ হেরোদিয়ান
আমার স্বজাতা তাহারদিগকে নমস্কার দেহ যাহারা
১২ নার্কিসসের পুষ্ঠে প্রভুতে। ত্রফাইনা ও ত্রফোসা প্রভুর
কার্য্য কারককে নমস্কার দেহ। প্রেমি পের্সিসকে
১৩ নমস্কার দেহ যে বহুত কর্ম্ম করিয়াছে প্রভুরে। রুফস
প্রভুর মনোনিতকে নমস্কার দেহ এবং তাহার ও আমার
১৪ মাতাকে। আসনক্রিতস ফ্লেগোন হের্মস পাত্রোবাস
হের্মেস ও সকল ভ্রাতাকে যাহারা তাহারদের সহিৎ
১৫ নমস্কার দেহ। ফিললগাস ও যুলিয়া ও নেরেয়স ও
তাহার ভগিনী ও ওলিম্পাস ও তাহারদের সহিৎ সমস্ত
১৬ পুন্য লোককে নমস্কার দেহ। পরস্পর নমস্কার
কর পবিত্র চুম্বন করিয়া। খ্রীষ্টের মণ্ডলি তোমার
দিগকে নমস্কার দেয়।

১৭ এবং আমি সাধনা করি তোমারদিগকে ভাইরে
তাহারদিগকে দেখ যাহারা পৃথক ও পরিবাধিন করে
সে প্রকরনের বিপরিতে যাহা তোমরা গ্রহন করিয়াছ
১৮ ও সতন্তর হও তাহারদিগ হইতে। একারন এ মত
লোক আমারদের প্রভু যেশু খ্রীষ্টের সেবা করে
না কিন্তু আপনারদের পেটের ও বিনয় কথা ও
আশীর্ব্বাদ কহিয়া প্রতারনা করে কাঁচা লোকের
১৯ অন্তঃকরনে। একারন তোমারদের মান্য প্রকাশ
হইয়াছে সকল লোকের ঠাঁই তাহাতে আমি আনন্দিত
হইয়াছি তোমারদের বিষয়। কিন্তু আমি তোমার
দিগকে সুক্রিয়াতে জ্ঞানবান চাহি ও কুক্রিয়াতে কাঁচা।

২০ এবং কুশলের ঈশ্বর কিঞ্চিৎ কাল পরে দলাইবেন সয়তানকে তোমারদের পদতলে। আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ হওক তোমারদের সাতে। আমেন।
২১ টিমোতিয়ষ আমার সহকারি ও লুক ও য়াসন ও সসিপাতর আমার অমাত্যগান নমস্কার দেয় তোমার
২২ দিগকে। আমি তর্ত্তিয় যে লেখিলাম এ পত্র নমস্কার
২৩ দেয় তোমারদিগকে প্রভুতে। গাইয়ষ আমার এবং সমস্ত মণ্ডলির আতীথেয় নমস্কার দেয় তোমার দিগকে এরাস্তুষ সহরের দেয়ান ও ভাই কর্ত্তষ
২৪ নমস্কার দেয় তোমারদিগকে। আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ হওক তোমারদের সহিৎ। আমেন।
২৫ এখন তাহাকে যাহার পরাক্রম আছে তোমার দিগকে স্থির করিতে আমার মঙ্গল সমাচার ও য়েশু খ্রীষ্টের চেড়ি দেয়ার মত সে নিয়ত প্রকাশে
২৬ রানুযায়ি যাহা গুপ্ত ছিল জগতের আরম্ভ হইতে কিন্তু এখন প্রকাশ হইয়াছে এবং অনন্ত ঈশ্বরের আজ্ঞায় ভবিষ্যৎ বক্তার লেখনে জ্ঞাত হইয়াছে সকল বর্ণ্নতে
২৭ ভক্তির মান্যের কারন একা বুদ্ধিবান ঈশ্বরকে নাম হওক সদা কাল য়েশু খ্রীষ্ট দিয়া। আমেন।

পাওলের প্রথম পত্র করিন্তীরদিগকে

১ প্রথম পর্ব্ব

১ পাওল যেশু খ্রীষ্টের নিযোজিৎ প্রেরিত ঈশ্বরের
২ ইচ্ছাতে ও সস্তেনস আমারদের ভাই ঈশ্বরের সে
মণ্ডলিকে যাহা করিন্তে যাহারা পবিত্র হইয়াছে যেশু
খ্রীষ্টে নিযোজিৎ পুন্যবান ও প্রতি স্থানের সমস্ত
লোক যাহারা নিবেদন করে আমারদের প্রভু যেশু
খ্রীষ্টের নামে তিনি তাহারদের ও আমারদের প্রভু।
৩ অনুগ্রহ ও কুশল হওক তোমারদের আমারদের
ঈশ্বর পিতা ও প্রভু যেশু খ্রীষ্ট হইতে।
৪ আমি সদাকাল স্তব করি আমার ঈশ্বরকে
তোমারদের নিমিত্ত ঈশ্বরের অনুগ্রহের কারন যাহা
দেয়া গিয়াছে তোমারদিগকে যেশু খ্রীষ্টের করনক
৫ তাহাতে প্রতি বিষয়তে তোমরা তাহারে সকল
৬ উর্ব্বন্য ও সকল জ্ঞানে ধনবান হইয়াছ যে মত
খ্রীষ্টের প্রমান স্থির হইয়াছে তোমারদের মধ্যে।
৭ তাহাতে তোমরা কোন দানে ঊন নহ অপিক্ষা
৮ করিতে২ প্রভু যেশু খ্রীষ্টের কারন যিনি ও শেষ
পর্য্যন্ত স্থির করিবেন তোমারদিগকে তোমার অনপরাধি
হওনের জন্য আমারদের প্রভু যেশু খ্রীষ্টের দিনে।

৯ ঈশ্বর আছেন বিশ্বাসি যাহার করণক তোমরা ডাকিত হইয়া ছিলা তাহার পুত্র য়েশু খ্রীষ্টের সম্ভাষে।——

১০ এখন ভাইরে আমি বিনয় করি তোমারদিগকে আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের নাম লইয়া সকলে এক প্রকার কথা কহ পৃথক যেন না হয় তোমারদের মধ্যে কিন্তু তোমরা সকল এক মন ও এক বিচারে
১১ সম্বন্ধ যেন হও একারন ভাইরে ইহা প্রকাশ হইয়া ছিল আমাকে তোমারদের বিষয় খ্লোএর এগানা লোক
১২ দিয়া যে বিবাদ থাকে তোমারদের মধ্যে। আমি ইহা কহি তোমারদের প্রতি জন বলে আমি পাওলের ও আমি আপল্লষের ও আমি কাইফার ও আমি
১৩ খ্রীষ্টের। খ্রীষ্ট ভিন্নং হইয়াছেন। পাওল ক্রুসে মৃন হইয়া ছিল তোমারদের কারন। কি ডুবিত
১৪ ছিলা পাওলের নামে। আমি ঈশ্বরকে স্তব করি যে আমি কৃষ্পষ ও গাইয়ষ বিনা তোমারদের কাহাকে
১৫ ডুবাইলাম না পাছে কেহ বলিত যে আমি আপনার
১৬ নামে ডুবাইতাম। আমি ও স্তিফানষের পরিজনকে ডুবাইলাম তাহার ব্যতিরেক আমি জানি না যে আমি আর কোন কাহাকে ডুবাইলাম।——

১৭ একারন খ্রীষ্ট ডুবাইবার কারন পাঠাইলেন না আমাকে কিন্তু মঙ্গল সমাচার চেতি দিবার কারন জ্ঞানি বচনে নহে পাছে খ্রীষ্টের ক্রুস নিরার্থক হইত।
১৮ একারন ক্রুসের কথা পাগলামি সংঘাত প্রাপকের

দিগকে কিন্তু আমরা ত্রান প্রাপকেরদিগকে তাহা
১৯ ঈশ্বরের পরাক্রম। একারন লিপি আছে আমি
সংহার করিব বিদ্যানেরদের বিদ্যা ও বিবেচকের
২০ জ্ঞান ক্ষয় করিব। বিদ্যান কোথায়। অধ্যাপক
কোথায়। এ জগতের ন্যায় কর্ত্তা কোথায়। ঈশ্বর
এ জগতের সকল বিদ্যা পাগলামি না করাইয়াছেন।
২১ একারন ঈশ্বরের জ্ঞানে এ জগত জ্ঞানেতে জানিল না
ঈশ্বরকে কিন্তু তাহার পর ঈশ্বরের সন্তোষ হইল
হিত ওপদেশের ক্ষিপ্ততা দিয়া ত্রান করিতে ভক্তের
২২ দিগকে। য়িহোদীরা চিহ্ন চাহে ও গ্রীক চেষ্টা
২৩ করে বিদ্যা কিন্তু আমরা ক্রুসে হত্যা খ্রীষ্টের কথা
কহি য়িহোদীরদের বাধা ও গ্রীকেরদের ঠাঁই ক্ষিপ্ততা
২৪ কিন্তু নিযোজিতেরদিগকে দুই য়িহোদী ও গ্রীক খ্রীষ্ট
২৫ ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের জ্ঞান। একারন
ঈশ্বরের ক্ষিপ্ততা মানুষের জ্ঞান হইতে বড় ও ঈশ্বরের
২৬ অশক্তি মানুষের শক্তি হইতে অধিক। একারন
ভ্রাতাগন দেখ তোমারদের ব্যবস্যা যে অনেক জ্ঞানবান
নহে ঐহিকেরানুযয়ি অনেক পরাক্রান্ত নহে অনেক
২৭ মহা মহীম নহে। কিন্তু ঈশ্বর পছন্দ করিয়াছেন
এ জগতের ক্ষিপ্ত লজ্জিৎ করাইতে জ্ঞানবানকে ও ঈশ্বর
পছন্দ করিয়াছেন এ জগতের বল হিন বলবানকে
২৮ লজ্জিৎ করাইতে ও এ জগতের মুর্খ ও তুচ্ছিৎ ভগবান
পছন্দ করিয়াছেন ও যাহা কিছু নহে লোপ করাইতে
২৯ যাহা আছে কোন প্রানি দর্প না হওনের জন্য তাহার
৩০ সন্মুখে। কিন্তু তাহা হইতে তোমরা খ্রীষ্ট য়িশুতে

১ প্রথম পত্র করিন্থীরদিগকে——

যাহাকে ঈশ্বর করিয়াছেন জ্ঞান ও ধর্ম্ম শোধন ও
৩১ ও মুক্ত আমারদের জন্য তাহাতে যে যত লিপি
আছে যে দর্প কথা কহে সে ঈশ্বরে দর্প কহুক'
পর্ব্ব আমি ও ভাইরে তোমারদের স্থানে আসিয়া আইলাম
২ না বাচক বাক্য কি বাচক বিদ্যায় প্রকাশ করিতে২
২ ঈশ্বরের প্রমান একারন আমি নিয়ম করিলাম কিছু
না জানিতে তোমারদের মধ্যে য়েশু খ্রীষ্ট সেই ক্রুসে
৩ হত্যা বিনা। এবং আমি তোমার সহিৎ ছিলাম
৪ অশক্ত ও ভয়ান্বিত ও কম্পমান। আমার বাক্য ও
আমার ওপদেশ ও মানুষ্যের বিদ্যার সদুৎপ্রেক্ষ নহে
৫ কিন্তু আত্মার ও পরাক্রমের প্রকাশে তোমারদের
ভক্তি মানুষের বিদ্যা না হওনার্থে কিন্তু ঈশ্বরের
পরাক্রমে।——

৬ কিন্তু শুদ্ধ লোকের মধ্যে আমরা বিদ্যা কহি কিন্তু
এ জগতের বিদ্যা নহে ও এ জগতের রাজার বিদ্যা নহে
৭ যাহারদের ক্ষয় হইবে। কিন্তু আমরা কহি ভগিবানের
বিদ্যা অদৃষ্টিতে সে নিয়ত যাহা ঈশ্বর পূর্ব্বে
৮ করিলেন আমারদের মোক্ষের জন্য যাহা এ
জগতের কোন নৃপতি জানিল না একারন তাহা জানিলে
৯ ক্রুসে না মারন করিত তেজোময় ঈশ্বরকে। কিন্তু যে যত
লিপি আছে চক্ষু না দেখিয়াছে ও কর্ন না শুনিয়াছে
ও মানুষের অন্তঃকরনে না গিয়াছে ঈশ্বর কিং
প্রস্তুত করিয়াছেন তাহারদের কারন যাহারা প্রেম
১০ করে তাহাকে। কিন্তু ঈশ্বর আপনার আত্মা দিয়া
তাহা প্রকাশ করিয়াছেন আমারদের ঠাঁই একারন

১০ আত্মা সকলে বিচার করে বটে ঈশ্বরের গভীর
১১ বিষয়। একারন মানুষের কে জানে মানুষের
বিষয় মানুষের আত্মা বই যাহা তাহার ভিতরে।
সে রূপ ঈশ্বরের বিষয় কেহ জানে না ভগবানের
১২ আত্মা বই। এখন আমরা জগতের আত্মা না
পাইয়াছি কিন্তু যে আত্মা ভগবান হইতে আমারদের
সে বিষয় জাননের কারন যাহা ঈশ্বর পূর্ব্বে দিয়াছেন
১৩ আমারদিগকে। যাহা ও আমরা কহি মানুষের
বিদ্যা শিক্ষিৎ কথা নহে কিন্তু ধর্ম্মাত্মা সিক্ষিৎ কথা
কহিয়া পরমার্থিক পরমার্থিকের সহিৎ সাদৃশ্য
১৪ করিতেং। কিন্তু স্বভাবি মানুষ লয় না ঈশ্বরের
আত্মার কথা তাহারা ও ক্ষিপ্ততা তাহার ঠাঁই তাহা
ও পরমার্থিকে জ্ঞাত হইলে সে জানিতে পারে না।
১৫ কিন্তু যে জন পরমার্থিক সে সকলে বিচার করে কিন্তু
১৬ আপনি কাহাক বিচারে মজে না। একারন ঈশ্বরের
মন জানিতে পাইয়াছে কে তাহাকে সিক্ষা করাইবার
কারন। কিন্তু আমরা জানিতে পাইয়াছি খ্রীষ্টের মন।

পর্ব্ব ৩

আমি ও ভাইরে কহিতে পারিলাম না তোমারে
দিগকে পরমার্থিকের মত কিন্তু ঐহিকের মত যেমন
২ বালক খ্রীষ্টে। আমি দুগ্ধ ও মাংস নহে
খাওয়াইয়াছি তোমারদিগকে একারন তোমরা তাহা
৩ সহিতে শক্ত ছিলা না এখন ও তোমরা শক্ত নহ
তোমরা এখন ঐহিকের এ জন্য দ্বেশ ও ঝকড়া ও পৃথক
তোমারদের মধ্যে হইলে ঐহিকের ও মানুষের মত
৪ চলিতেছ নহ। একারন এক জন আমি পাওলের

ও আর এক জন আমি আপল্লষের কহিলে ঐহিকের নহ তোমরা।

৫ পাওল কে ও আপল্লষ কে। কেবল দাস যাহারদের করনক আস্থা করিলা যেমন প্রভু দিলেন প্রতি ৬ জনকে। আমি রুপিয়াছি আপল্লষ জল দিয়াছে ৭ কিন্তু ভগবান ফল দিয়াছেন। অতএব যে রূপে ও যে জল দেয় সে কিছু নহে কিন্তু ঈশ্বর যিনি ৮ ফল দেন। যে রূপে ও যে জল দেয় এক ও প্রতি জন ৯ তাহার নিজ ফল পাইবে নিজ কার্য্যেরানুযায়ি। একারন আমরা ঈশ্বরের সহকর্ম্ম কর্ত্তা তোমরা ঈশ্বরের ক্ষেত্র ১০ তোমরা ঈশ্বরের গঠন। ঈশ্বরের অনুগ্রহেরানুযায়ি যাহা দেয়া গিয়াছে আমাকে আমি প্রধান শিল্পকারের মত ভিত করিয়াছি ও অন্য গাঁথিল তাহার ওপর। কিন্তু প্রতি জন সাবধান করুক কি মত গাঁথে তাহার ১১ ওপরে। একারন যে ভিত হইয়াছে তাহার ভিন্ন ১২ করিতে পারে না কেহ তাহা য়েশু খ্রীষ্ট। কেহ এ ভীতের ওপর স্বর্ন রুপা রত্ন কাঠ খড় নাড়া ১৩ গাঁথিলে প্রতি জনের কর্ম্ম প্রকাশ হবে। সে দিন প্রকাশ করিবে তাহা একারন অগ্নিতে প্রকাশ হবে ও অগ্নি জানাইবে প্রতি জনের কর্ম্ম কি প্রকার। ১৪ কোন কাহার কর্ম্ম যাহা তাহার ওপর গাঁথিয়াছে যদি ১৫ থাকে তবে ফল পাইবে। কোন কাহার কর্ম্ম পুড়িয়া গেলে তাহার ক্ষেতি হইবে সে তত্রাপি আপনি ১৬ ত্রান পাইবে কিন্তু যে মত অগ্নি হইতে। জান না যে তোমরা ঈশ্বরের মন্দির ও ঈশ্বরের

১৭ আত্মা বসতি করে তোমারদের মধ্যে। যদি কেহ অশুচি করে ঈশ্বরের মন্দির তাহাকে ভগবান সংহার করিবেন একারন ঈশ্বরের মন্দির পবিত্র
১৮ ও তোমরা তাহা। কেহ প্রতারনা করুক না আপনার মনে এ জগতে যদি তোমারদের কোন কেহ আপনি জ্ঞানবান বুঝে ভাবে সে ক্ষিপ্ত হওক জ্ঞানবান
১৯ হওনের জন্য। জগতের জ্ঞান ঈশ্বরের মনে ক্ষিপ্ততা একারন লিপি আছে তিনি বদ্ধ করেন
২০ জ্ঞানবানকে আপনারদের কুটতায়। ও আরবার যিহুহা জানেন বিদ্যানের ঠাওর যে তাহা
২১ নিরার্থক। অতএব কোন কেহ মানুষে দর্প করুক
২২ না একারন সমস্ত তোমারদের পাওল ও আপল্লুষ ও কাইফা ও জগত ও জীবন ও মৃত্যু ও এই ক্ষনের
২৩ বস্তু ও আসিবার বস্তু সমস্ত তোমারদের ও তোমরা খ্রীষ্টের ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরের।

পর্ব্ব ৪ কেহ আমারদিগকে গনন করুক যেমন খ্রীষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের নিয়তের দেয়ান। দেয়ানের কার্য্যতে
৩ ও বিশ্বাসি মানুষকে পাইতে জুয়ায়। তোমারদের কিম্বা মানুষের বিচারে বিচার্য্য হওন অতি ক্ষুদ্র বিষয়
৪ আমার। বটে আপনাকে বিচার করি না একারন আপনি আমি কিছু জ্ঞাত নহি কিন্তু ইহাতে ধার্ম্মিক নহি যিনি বিচার করেন আমাকে তিনি যিহুহা।
৫ অতএব কালের পূর্ব্বে কিছু বিচার কর না প্রভু না আইলে যিনি দীপ্তি করিবেন অন্ধকারের গুপ্ত কার্য্য ও প্রকাশ করিবেন অন্তঃকরনের সমস্ত উদ্ভব।

এখন প্রতি জন পাইবে সুখ্যাত ভগবান হইতে।
৬ ভাইহে আমি ইহা নিদর্শনে যোগ্য করিয়াছি আপনা
কে ও আপল্লষকে তোমারদেরার্থে তোমরা আমার
দিগ হইতে শিক্ষার জন্য কাহাকে না বুঝিতে লিখন
হইতে অধিক তাহাতে কেহ গুমানি না হয় এক জনের
৭ পক্ষে আর এক জনের বিপরিতে। একারণ কেবা
করিল তোমাকে অন্য মত তোমার ও কি আছে যাহা
না পাইয়াছ যদি তাহা পাইয়াছ তবে কি জন্য দর্প কহ
৮ যেমন না পাইতা তাহা। এখন তোমরা পূর্ন হইয়াছ
এখন ধনবান হইয়াছ তোমরা কর্তৃত্ব করিয়াছ যেমন
রাজা আমারদের বিনা ও আমি ইচ্ছা করি তোমারদের
কর্তৃত্ব আমারদের ও কর্তৃত্ব করনের নিমিত্ত তোমার
৯ দের সহিৎ। একারন আমি বুঝি ঈশ্বর প্রচারিয়া
ছেন আমরা প্রেরিতেরদিগেকে সকলের অন্ত যেমন
নিযুক্ত মৃত্যুর জন্য একারন আমরা হইয়াছি এ জগত
১০ ও দূত ও মনুষ্যের কৌতুক। আমরা খ্রীষ্টের জন্য
ক্ষিপ্ত কিন্তু তোমরা জ্ঞানবান খ্রীষ্টে আমরা অশক্ত
কিন্তু তোমরা শক্তিমন্ত তোমরা মর্য্যাদিক কিন্তু আমরা
১১ তুচ্ছিক। এই বর্ত্তমান দণ্ড পর্য্যন্ত আমরা ক্ষুধিৎ ও
তৃষ্ণিৎ ও উলঙ্গ হই ও মারি খাই ও আমারদের বসতি
১২ অস্থির ও আপনারদের হাতে শ্রম করিয়া কার্য্য
করি। গালাগালি খাইয়া আশীর্ব্বাদ দেই বিপক্ষতা
১৩ হইয়া তাহা সহিষ্ণুতা করি নিন্দিত হইয়া বিনয় বচন
বলি আমরা হইয়াছি এ জগতের মলের মত ও যেমন
১৪ সমস্তের কল্ক আজি পর্য্যন্ত। আমি ইহা লেখি না

তোমার লজ্জার্থে কিন্তু আমার প্রিয় পুত্রের মত বিনয়
১৫ কথা কহি তোমারদিগকে যদি তোমারদের এক লক্ষা
গুরু খ্রীষ্টে তথাচ তোমারদের অনেক পিতা নহে
একারন খ্রীষ্ট যেশুতে মঙ্গল সমাচারের করনক জন্ম
১৬ দিয়াছি তোমারদিগকে। অতএব আমি মাবিনা করি
১৭ তোমারদিগকে আমার মত হও। একারন আমি
পাঠাইলাম টিমোতিয়ষকে যে আমার প্রিয় পুত্র ও
বিশ্বাসি প্রভুর কার্য্যে সে আমার পরিচয় খ্রীষ্টে
তোমারদের মনে দিবে যে মত আমি শিক্ষা করাই
১৮ প্রতি মণ্ডলিতে। এখন কতক লোক গুমানি হয় যেমন
আমি আসিতে না চাহিতাম তোমারদের কাছে।
১৯ কিন্তু আমি অবিলম্বিত আসিব প্রভুর ইচ্ছা হইয়া ও
জানিব সে গর্ব্বীরদের বাক্য কেবল নহে কিন্তু তাহার
২০ দের পরাক্রম। একারন ঈশ্বরের রাজ্য কথায় নহে
২১ কিন্তু পরাক্রমে। কি চাহ। আমি তণ্ড লইয়া
আসিব তোমারদের ঠাঁই কি প্রেম ও মৃদু আত্মায়।

পর্ব্ব ৫ বহু মুখে প্রচার হইয়াছে যে তোমারদের মধ্যে লোচ্চা
গিরি আছে ও সে প্রকার লোচ্চাগিরি যাহার নাম বলে
না অন্য বর্ণের মধ্যে যে কেহ লয় আপনার পিতার
২ স্ত্রী। ও তোমরা অহঙ্কারি হইয়া শোক না করিয়াছ
তাহাকে তোমারদিগ হইতে খণ্ডনার্থে যে করিয়াছে
৩ এমন কার্য্য। একারন আমি যে মত শরীরে বিদ্যমান
নহি কিন্তু মনে বিদ্যমান এখন যেমন বিদ্যমান হইতাম
বিচার করিয়াছি তাহার বিষয় যে করিয়াছে এ কার্য্য

৪ তোমরা আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের নামে ও আমার আত্মা আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের পরাক্রম সহিৎ ৫ হইলে সভা হইয়া এমন বেকতি সয়তানের গাছুতে দিতে শরীরের সংহারার্থে আত্মা ত্রান পাওনের কারন ৬ প্রভু য়েশুর দিনে। তোমারদের দর্প ভাল নহে ৭ জান না অল্প খমির খমির করে সকল চেলা অতএব পুরাতন খমির বাহিরে ফেল নূতন চেলা হওনের জন্য যেমন এখন বেখমির হুক্ত হইয়াছ। একারন খ্রীষ্ট আমারদের পেশাক্ষ বলিদান হইয়াছে আমারদের ৮ জন্য। অতএব সে পর্ব্ব করি পুরাতন খমির কিম্বা নির্দ্দয় ও ক্রুরত্ব খমিরে নহে কিন্তু অকপট ও সত্যতার বেখমির রুটি লইয়া।

৯ আমি পত্রে লেখিলাম লোচ্চা লোকের সহিৎ ১০ সহবাস না করিতে। কিন্তু এ জগতের লোচ্চা কি লোভি কি জুয়াচোর কি প্রতিমা পূজকের সহিৎ নিতান্ত নহে একারন তাহাতে তোমারদের ১১ আবশ্যক হইত জগত ছাড়িয়া যাইতে। কিন্তু আমি লেখিলাম তোমারদিগকে কেহ যাহাকে ভ্রাতা বলে যদি লোচ্চা কিম্বা লোভি কিম্বা প্রতিমা পূজক কিম্বা নিন্দক কিম্বা বেশুর কিম্বা জুয়াচোর এ প্রকার লোকের ১২ সহিৎ না খাইতে। একারন কি কার্য্য আমার তাহারদিগকে বিচার করিতে যাহারা বাহিরে। তোমরা বিচার কর না তাহারদিগকে যাহারা ভিতরে। ১৩ কিন্তু যাহারা বাহিরে তাহারদিগকে ঈশ্বর বিচার

করেন। অতএব দূর কর তোমারদিগ হইতে সে দুষ্ট লোক।

পর্ব্ব ৬ তোমারদের কিছু ভয় নহে যদি কাহার মকদ্দমা আছে আর কোন কাহার ওপর সে বরামদ করিতে
২ অযথার্থিকের ঠাঁই ও পুন্যবানের ঠাঁই নহে। জান না যে পুন্য লোক জগতকে বিচার করিবে। ও যদি এ জগতের বিচার হবে তোমারদের করনক তবে ক্ষুদ্
৩ মকদ্দমা বিচার করিতে যোগ্য নহ। জ্ঞাত নহ যে আমরা দূতকে বিচার করিব। কিন্তু তাহা হইতে কত
৪ অধিক ঐহিকের মকদ্দমা। অতএব যদি ঐহিকের কার্য্যে তোমারদের বিরোধ হয় তবে যাহারা বেয়াবরু
৫ মণ্ডলির মধ্যে তাহারদিগকে বিচার করিতে দিবা আমি ইহা কহি তোমারদের লজ্জার জন্য। এ কি তোমার দের মধ্যে এক জন জ্ঞানবান নহে যে বিচার করিতে
৬ পারে তাহার ভ্রাতারদের মধ্যে। কিন্তু ভ্রাতা ভ্রাতার সহিৎ বরামদ করে ও তাহা অনাস্থিকের সাখ্যাতে।
৭ অতএব নিতান্ত তোমারদের দোষ আছে একারন তোমরা পরস্পর বরামদ কর। কি জন্য বরং ধৈর্য্য কর না। কি জন্য অপচয় সহিষ্ণুতা কর না।
৮ নহে তোমরা চুক ও অপচয় কর বটে তোমারদের
৯ ভ্রাতারদিগের। জান না যে অযথার্থিক ঈশ্বরের রাজ্যাধিকার পাইবে না। ভুলিও না পরদারক কি পুতিমা পুজক কি কসবিবাজ কি স্ত্রীত্ব কি লৌণ্ডি
১০ বাজ কি চোর কি লোভি কি বেশুর কি দুর্ম্মুখ

কি সুরাচোর ঈশ্বরের রাজ্যাধিকারি হইবে না।
১১ তোমারদের কেহ২ ছিল এমন লোক কিন্তু তোমারা ধৌত হইয়াছ কিন্তু তোমরা সুশীলক হইয়াছ কিন্তু তোমরা ধার্ম্মিক হইয়াছ আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের নামে ও আমারদের ঈশ্বরের আত্মা দিয়া।

১২ আমার কর্ত্তব্য সকলে কিন্তু সমস্ত ব্যবহার নহে সমস্ত আমার কর্ত্তব্য কিন্তু আমি কোন কিছুর বসিভূত
১৩ হইব না। ভক্ষ্য পেটের জন্য ও পেট ভক্ষ্যের জন্য কিন্তু ভগবান সংহার করিবেন দুহে ইহা ও তাহা। শরীর পরদারের জন্য নহে কিন্তু প্রভুর জন্য ও প্রভু
১৪ শরীরের জন্য। ঈশ্বর ওঠাইলেন প্রভুকে ও
১৫ আমারদিগকে ওঠাইবেন আপনার পরাক্রমে। জান না তোমরা তোমারদের শরীর খ্রীষ্টের অংশ তবে আমি খ্রীষ্টের অংশ লইয়া করি তাহা বেশ্যার অংশ।
১৬ তাহা হওক না। জান না তোমরা কেহ বেশ্য সমস্বর্গ করিলে আছে এক শরীর। একারন তিনি
১৭ কহেন দুই হবে এক শরীর। কিন্তু যে জন
১৮ ঈশ্বরের সমযোগ সে এক আত্মা। অশুভ কার্য্য ছড়িয়া পালাও। মানুষের আর প্রতি পাপ শরীরের বিনা কিন্তু যে জন কসবিবাজি করে সে আপনার
১৯ শরীরের বিপরিতে পাপ করে। জান না তোমরা যে তোমারদের শরীর ধর্ম্মাত্মার মন্দির যাহা তোমার দের মধ্যে যাহা তোমরা পাও ঈশ্বরের ঠাঁই। ও
২০ তোমরা আপনারদের নহ। কিন্তু মূল্য দিয়া ক্রয়

হইয়াছ। অতএব ঈশ্বরের সম্ভ্রম কর তোমারদের শরীর ও আত্মায় যাহা ঈশ্বরের।

পর্ব্ব ৭ যে কার্য্য তোমরা লিখিয়াছ আমার ঠাঁই এ তাহার প্রত্যুত্তর পুরুষ নারীকে স্পর্শ না করিতে ভাল। ২ কিন্তু অশক্ত ক্রিয়া বারনার্থে প্রতি পুরুষের নিজ বধু ও প্রতি ৩ স্ত্রীর নিজ স্বামী হওক। স্বামী জায়াকে ওচিত ৪ প্রিত করুক ও জায়া স্বামীকে। জায়ার পরাক্রম নহে আপনার শরীরের ওপর কিন্তু স্বামী সে মত স্বামীর পরাক্রম নহে আপনার শরীরের ওপর কিন্তু ৫ জায়া। অন্য অন্যকে ত্যাগ করিও না বিনা কিঞ্চিত কাল ওভয়ের ইচ্ছা করিলে আপনারদিগকে ওপবাস ও কামনায় মজিবারে তারপর একত্তর আইস আরবার সয়তান তোমারদিগকে পরিক্ষা না করনার্থে তোমার ৬ দের কামেতে। কিন্তু আমি ইহা কহি ওপরোধে ৭ ও আজ্ঞাতে নহে একারন আমি সকল লোক হইতে চাহি আমার মত। কিন্তু প্রতি জনের নিজ দান ঈশ্বর হইতে ইহা এ মত ওহা ও মত।

৮ অতএব আইবড় ও বিধবাকে কহি তাহারা আমার ৯ মত থাকিলে ভাল। কিন্তু ধৈর্য্য করিতে যদি না পারে তবে বিবাহ করুক একারন বিবাহ করন ১০ জলন হইতে ভাল। বিবাহান্বিতকে আমি আজ্ঞা দেই না কিন্তু প্রভু স্ত্রী তাহার স্বামীকে ত্যাগ করুক না। ১১ কিন্তু ত্যাগ করিলে অমনি রহুক আইবড় মত কিম্বা

আপনার স্বামীর সহিৎ মিলন হওক স্বামী ও
জায়াকে ছাড়ুক না।
১২ কিন্তু অরং বিষয় আমি কহি প্রভু নহে যদি কোন
ভ্রাতার জায়া আস্থা করিলে তাহার ইচ্ছা আছে তাহার
সহিৎ রহিতে তবে সে আপনার জায়াকে ছাড়ুক না।
১৩ সে নারী ও যাহার অনাস্থিক স্বামী তাহার সঙ্গে বাস
করিবার ইচ্ছা হইলে নারী তাহাকে ত্যাগ করুক না।
১৪ একারন অনাস্থিক স্বামী জায়াতে পবিত্র হইয়াছে এবং
অনাস্থিক জায়া স্বামীতে তাহা না হইলে তোমারদের
১৫ শিশু অপবিত্র হইত কিন্তু এখন তাহারা পবিত্র। কিন্তু
অনাস্থিক ভিন্ন হইতে চাহিলে ভিন্ন হওক। কোন ভাই
কি ভগিনী ইহাতে বদ্ধিত নহে কিন্তু ঈশ্বর ডাকিয়াছেন
১৬ আমারদিগকে নির্বিরোধে। একারন হে বধূ তুমি
কি জান তোমার স্বামীকে ত্রান করিবা কি না কিম্বা
হে পুরুষ তুমি কি জান তোমার বধূকে ত্রান করিবা
১৭ কি না। কিন্তু যে মত ঈশ্বর ভাগ দিয়াছেন প্রতি
জনকে যে মত প্রভু ডকিয়াছেন প্রতি জনকে সে মত
চলুক ও সে মত আমি নিরূপন করি সমস্ত মণ্ডলিতে।
কেহ ত্বকচ্ছেদি হইয়া ডাকিত হইলে অত্বকচ্ছেদি হওক
১৮ না। কেহ অত্বকচ্ছেদি হইয়া ডাকিত হইলে ত্বকচ্ছেদি
১৯ হওক না। ত্বকচ্ছেদ কিছু নহে অত্বকচ্ছেদ কিছু
২০ নহে কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন। প্রতি জন
থাকুক সে ব্যবসায় যাহাতে ডাকিত হইয়া ছিল।
২১ তুমি চাকর হইয়া ডাকিত হইলে ভাবিও না কিন্তু
যদি উদ্ধার হইতে পার তবে তাহা মনস্থ কর অধিক।

২২ একারন যে জন দাস হইয়া প্রভুতে ডাকিত হইয়াছে সে প্রভুর মুক্ত। সে মত ও যে জন উদ্ধার হইয়া
২৩ ডাকিত হইয়াছে সে খ্রীষ্টের দাস। তোমরা মূল্য দিয়া ক্রয় হইয়াছ এনিমিত্ত মানুষের দাস হইও
২৪ না। ভাইরে প্রতি জন যে পদে ডাকিত হইয়াছে তাহাতে থাকুক ঈশ্বরের সহিৎ।
২৫ আইবড় কন্যার বিষয় প্রভুর আজ্ঞা না পাইয়াছি কিন্তু আমি বিচার করি যেমন বিশ্বাসি হইবার
২৬ ক্ষেমা পাইয়া প্রভুর ঠাঁই। অতএব এ বর্ত্তমান প্রয়োজনের কারন আমি বুঝি ইহা ভাল পুরুষ
২৭ অমনি রহিতে। বধূতে বন্দিত হইলে মুক্ত চেষ্টা করিও না। জায়া হইতে মুক্ত হইলে জায়া
২৮ চেষ্টা করিও না। কিন্তু বিবাহ করিলে পাপ না করিয়াছ আইবড় কন্যা ও বিবাহ করিলে পাপ করে না তথাচ তাহারদের ঐহিকের দুঃখ হইবে কিন্তু আমি
২৯ ক্ষেমা করি তোমারদিগকে। ভাইরে আমি এ কথা কহি এখন অল্প সময় থাকে অতএব এ আমারদের কার্য্য যাহারদের বধূ আছে তাহারা চলুক যেমন না
৩০ হইত ও ক্রন্দক যেমন ক্রন্দন না করিত আনন্দিৎ যেমন আনন্দ না করিত ও যাদ্যার যেমন অধিকারি
৩১ না হইত ও যাহারা সংসারের কার্য্য করে যেমন অকর্ত্তব্য না করিত একারন এ জগতের রূপ যায়।
৩২ কিন্তু তোমারদিগকে সকল নির্ভাবিৎ চাহি। আইবড় ভাবে প্রভুর কার্য্যের কারন প্রভুকে কেমনে সন্তোষ
৩৩ করিতে কিন্তু বিবাহান্বিৎ ভাবে এ জগতের জন্য

৩৪ কি মত তাহার জায়ার সন্তোষ করিতে। জায়া ও আইবড়র ভেদ আছে আইবড় চাবে প্রভুর কার্য্যের বিষয় শরীরে ও প্রানে কেমন পুন্যবান হইতে পারে বিবাহান্বিৎ ভাবে এ জগতের বস্তুর
৩৫ কারন কি মত তাহার স্বামীর সন্তোষ দিতে। আমি ইহা কহি তোমারদের ওপর জাল না ফেলিতে কিন্তু তোমারদের প্রাপ্তির কারন ও যাহা কর্ত্তব্য ও শিষ্টতা কারন ও তোমারদের হড়মুড় বিনা যিহুহার সেবা
৩৬ করনার্থে। কিন্তু কেহ যদি ভাবে যে তাহার গতি অনোচিত তাহার আইবড় কন্যারদিগে যদিত তাহার যুবাকাল গত হইয়া থাকে ও আবশ্যক হয় তবে সে আপনার ইচ্ছা করুক তাহার পাপ নহে। তাহার
৩৭ দের বিবাহ হওক। কিন্তু যাহার অন্তঃকরন স্থির ও আবশ্যক নহে কিন্তু পরাক্রম আছে আপনার ইচ্ছার ওপর ও অন্তঃকরনে নিয়ম করিয়াছে তাহার আইবড়ত্ব
৩৮ রক্ষা করিতে সে ভাল করে। অতএব যে বিবাহ করে সে ভাল করে কিন্তু যে বিবাহ না করে সে অধিক ভাল করে।

৩৯ জায়া ব্যবস্থায় বন্দিৎ আছে যত কাল তাহার স্বামী বাঁচে কিন্তু স্বামী মরিলে ওদ্ধার হইয়াছে ও বিবাহ করিতে পারে যাহাকে তাহার ইচ্ছা কেবল
৪০ প্রভুতে। কিন্তু অমনি থাকিলে অধিক সুখি আমার বিচারানুযায়ি। ও আমি বুঝি যে ঈশ্বরের আত্মা আমারে।

পর্ব্ব ৮ এখন লিখি দেবের পুসাদের বিষয় আমরা জানি যে আমারদের সকলের জ্ঞান আছে। জ্ঞান গুমানি
২ করায় কিন্তু প্রেম হিত করে। কেহ যদি মনে করে যে আপনি জ্ঞানবান সে যেমন জুয়ায় কিছু জানে না।
৩ কিন্তু কেহ যদি প্রেম করে ঈশ্বরকে সে ও আপনি
৪ তাহার জ্ঞাত হইয়াছে। অতএব দেবতার পুসাদ খাওনের বিষয় এই আমরা জানি দেবতা কিছু নহে
৫ ও যে এক ঈশ্বর বই আর কেহ নাহি। স্বর্গে কি পৃথিবীতে বর্ত্তমান হয় যাহা বলে দেবতা সে সত্য যে
৬ মত অনেক আছে দেবতা ও পুভু কিন্তু আমারদের কেবল এক ঈশ্বর পিতা যাহা হইতে সমস্ত ও আমরা তাহার মধ্যে এবং এক পুভু য়েশু খ্রীষ্ট যাহার করনক
৭ সমস্ত ও আমরা তাহার করনক। কিন্তু প্রতি জনের এ জ্ঞান নহে একারন কতক লোক এ দণ্ড পর্য্যন্ত দেবতা জ্ঞানে দেবের পুসাদের মত খায় তাহা ও তাহারদের
৮ মন অশক্ত হইয়া অপরিষ্কার হইয়াছে। কিন্তু ভক্ষ্য খাদ্য করে না আমারাদিগকে ঈশ্বরের স্থানে খাইলে আমারদের আর ভাগ্য নহে ও না খাইলে আমারদের
৯ আর দুর্গতি নহে। কিন্তু সাবধান তোমরা পাছে কোন মত এ তোমারদের ক্ষমতা হয় অশক্ত লোকের
১০ বাধা। এজন্য যদি কেহ দেখে তুমি বুদ্ধিবান ভোজন করিতে বসিয়া দেবস্থানে তবে তাহার অশক্ত মন অসমসঙ্কিক্তিৎ হবে না খাইতে দেবের পুসাদকে।
১১ এবং তোমার অশক্ত ভাই যাহার কারন খ্রীষ্ট মরিলেন
১২ বিনাশ হইবে তোমার জ্ঞানেতে। কিন্তু তোমরা

ঐ মত পাপ করিলে ভ্রাতাগনের বিপরিতে ও তাহারদের অশক্ত মনকে হানিলে পাপ কর খ্রীষ্টের বিপরিতে।
১৩ অতএব যদি আমার ভক্ষ্য আমার ভাইকে দুর্ন্নিত করাই তবে আর মাংস কখন খাইব না পাছে দুর্ন্নিত করাই আমার ভাইকে।

পর্ব্ব ৯ আমি প্রেরিত নহি। আমি উদ্ধার নহি। আমি না দেখিয়াছি যেশু খ্রীষ্ট আমারদের প্রভুকে।
২ তোমরা নহ আমার ক্রিয়া প্রভুতে। যদি আমি আর কাহার ঠাঁই প্রেরিত নহি তত্রাপি আমি নিশ্চয় তোমারদের ঠাঁই একারন তোমরা আমার প্রেরিতত্বের মহর
৩ প্রভুতে। এ আমার প্রত্যুত্তর তাহারদিগকে যাহারা
৪ জিজ্ঞাসা করে আমার বিষয় আমারদের ভোজন
৫ পান করিবার পরাক্রম নহে। আমারদের পরাক্রম নাহে জন এক পরমার্থিক ভগিনী জায়া লইয়া বেড়াইতে যে মত আর২ প্রেরিত ও প্রভুর ভ্রাতারা ও কাইফা।
৬ কিম্বা আমি ও বার্নবা কেবল কার্য্য করন ত্যাগ
৭ করিতে পারি না। কে আপনার খরচ করিয়া যুদ্ধ করিতে যায়। কে কোন কালে দ্রাক্ষা ক্ষেত্র রুপিয়া তাহার ফল খায় না। কিম্বা কে পাল
৮ চরাইয়া তাহার দুগ্ধ খায় না। আমি এ কথা কহি
৯ মানুষের মত ও ব্যবস্থা এমন কহে না। একারন মোশার ব্যবস্থায় ইহা লিপি আছে শস্য মাড়া বলদের মুখ বন্দ করিও না। ঈশ্বর মনে করেন বলদের

১০ পালনার্থে। কিম্বা ইহা বলেন আমারদেরার্থে। ইহা নিতান্ত লিপি আছে আমারদেরার্থে চাসা ভরসা করিয়া হাল বাহনার্থে এবং শস্য মাড়ক তাহার
১১ ভরসা পাইবারার্থে। যদি আমরা বুনিয়াছি পরমার্থিক বস্তু তোমারদের স্থানে তবে এই বড় কথা
১২ তোমারদের ঐহিকের বস্তু প্রাপন করিতে। আর কাহার এ পরাক্রম হইলে তোমারদের ওপর তবে আমারদের অধিক নহে। আমরা কদাচ এ পরাক্রম ব্যেবহার না করিয়াছি কিন্তু সকল সহিষ্ণুতা করি
১৩ খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার বারন না করনার্থে। জান না তোমরা যাহারা পবিত্র কার্য্য সেবা করে তাহারা পবিত্র বস্তু খায় ও যাহারা যজ্ঞ কুণ্ডের কার্য্য করে
১৪ তাহার কুণ্ডের ভাগ পায়। সে মত প্রভু নিরূপন করিয়াছেন যাহারা মঙ্গল সমাচার দেয় তাহারা মঙ্গল
১৫ সমাচারে বাঁচিবে। কিন্তু আমি ইহার কোন কার্য্য করিলাম না ও ইহা না লেখিয়াছি আমাকে এমন হইবার জন্য। একারন মরিতে ভাল কেহ
১৬ আমার দর্প নিরার্থিক করন হইতে অধিক। মঙ্গল সমাচার চেড়ি দিলে আমার দর্প কহনের কিছু নহে একারন আমার আবশ্যক আছে বটে মঙ্গল সমাচার
১৭ চেড়ি না দিলে আমার বড় সন্তাপ হইত। একারন আপনার ইচ্ছায় ইহা করিলে আমার ফলোদয় হয় কিন্তু যদি আমার ইচ্ছা না করিয়া মঙ্গল সমাচারের
১৮ কার্য্য দাতৃব্য হইয়াছে আমার গচ্ছিতে। তবে আমার ফলোদয় কি। নিতান্ত এই মঙ্গল সমাচার

ছেড়ি দিলে তাহা নিষ্ফল করিতে আমার মঙ্গল সমাচারে
১৯ পরাক্রম অব্যভাজ্য না করনার্থে। একারণ আমি
সকল মানুষ হইতে মুক্ত হইয়া আপনাকে করিয়াছি
২০ সকলের দাস অধিককে লাভ করনের জন্য। আমি
য়িহোদীরদিগে হইলাম য়িহোদীরদের মত য়িহোদীর
দিগকে লাভ করনের জন্য ব্যবস্থা বসিভূতেরদিগে
হইলাম ব্যবস্থা বসিভূতের মত ব্যবস্থা বসিভূতেরদিগকে
২১ লভ্যার্থে ব্যবস্থা হিনেরদিগে যেমন ব্যবস্থা হিন ব্যবস্থা
হিনকে লভ্যার্থে ঈশ্বরেরদিগে ব্যবস্থা হিন না হইয়া
২২ কিন্তু খ্রীষ্টেরদিগে ব্যবস্থার বস। অশক্ত লোকের
দিগে যেমন অশক্ত অশক্ত লোককে লাভ করিতে।
আমি সকলি হইলাম সকলেরদিগে সর্ব্ব মত
২৩ কাহাকে২ ত্রান করনের জন্য। আমি ইহা করি
মঙ্গল সমাচারেরার্থে তাহার ভাগ পাইবার কারন।
২৪ জান না যে২ আড়ি করিয়া দৌড়ে সকলে দৌড়ে কিন্তু
এক জন বাজি পায় সে মত পাইবার নিমিত্ত দৌড়।
২৫ এবং যে জিনিবার জন্য প্রান পন করে সে সকল
বিষয়তে ধৈর্য্যমান আছে তাহারা ইহা করে ক্ষয় মুকুট
২৬ পাইতে কিন্তু আমরা অক্ষয় অতএব আমি দৌড়ি
হদার মত আমি যুদ্ধ না করি তাহার মত যে শূন্য
২৭ মারে কিন্তু আমার শরীরকে যেতলা করি ও তাহা
বস করি পাছে অন্যের ঠাঁই মঙ্গল সমাচার ছেড়ি
দিলে আপনি হইব ত্যাজ্য।

পর্ব্ব
১০ এখন ভাইরে তোমারদিগকে অজ্ঞাত হইতে চাহি

না কি যত আমারদের সকল পিতৃ ছিল মেঘের নিচে
২ ও সকল গেল সমুদ্র দিয়া ও সকল ডুবিৎ হইল
৩ মোশার পুচ্ছে মেঘ ও সমুদ্রে এবং সকল খাইল
৪ সে একা পার্থিক ভক্ষ্য এবং সকল পান করিল
সে একা পার্থিক পানীয় একারন তাহারা পীল সে
পার্থিক পর্ব্বত হইতে যাহা গেল তাহারদের পাছেং
৫ ও সে পর্ব্বত খ্রীষ্ট। কিন্তু তাহারদের অনেকে
ঈশ্বরের তুষ্টি ছিল না একারন তাহারা অরন্যে সংহার
৬ হইল। এই সমস্ত আমারদের জাননার্থে আমরা
মন্দ লোভ না করনের জন্য যে যত তাহারা ও লোভ
৭ করিল তোমরা ও হইও না প্রতিমা পুজক তাহার
দের কতক লোকের মত যেমন লিপি আছে
লোকেরা ভোজন পান করিতে বসিল পরে খেলাইতে
৮ উঠিল। আমরা ও পরদার করি না তাহারদের
কোনং লোকের মত তাহাতে তেইশ হাজার পড়িল
৯ এক দিনে। আমরা ও খ্রীষ্টের পরিক্ষা করি না
যে মত তাহারদের কেহং পরিক্ষা করিলে সর্পের
১০ দংসনে মরিল। কচং ও করিও না যে মত
তাহারদের কেহং কচং করিল এবং সংহার হইল
১১ সর্ব্বনাশকের হাত দিয়া। তাহারদের এই সমস্ত
হইল নমুনার কারন ও লিপি হইল আমারদের
হিতের জন্য যাহারদের উপর জগতের শেষ হইল।
১২ এতদর্থে যে জন বুঝে আপনি স্থির ডাণ্ডায় সে
১৩ সাবধান করুক পাছে পড়ে। কোন পরিক্ষা পড়িল
না তোমারদের উপর কিন্তু যাহা মনুর মানুষের

যাইবো। কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাসি যিনি তোমার দিগেকে শক্তির অধিক পরিক্ষা যাইতে দিবেন না কিন্তু পরিক্ষা হইয়া ওপায় করিবেন তোমারা তাহা সহিষ্ণুতার্থে।—

১৪ এ নিমিত্ত আমার প্রিয়রে দেবের পূজা হইতে দূর
১৫ হও। আমি কহি যে যত জ্ঞানবান লোককে তোমরা
১৬ বিচার কর আমার কথা। আশীর্ব্বাদ বাটী যাহাতে আমরা আশীর্ব্বাদ দেই তাহা খ্রীষ্টের রক্তের সমশীল নহে। যে রুটি আমরা ভাঙ্গি তাহা খ্রীষ্টের
১৭ শরীরের সমশীল নহে। একারন আমরা অনেক হইয়া এক রুটি ও এক শরীর হই একারন আমরা
১৮ সকল পাইয়াছি সে এক রুটির ভাগ। দেখ ঐহিকের য়িশরাল যাহারা ওৎস্বর্গ খায় তাহারা
১৯ যজ্ঞ কুণ্ডের ভাগি নহে। অতএব কি কহিব সে দেবতা কিছু কি যাহা ওৎস্বর্গ হইয়াছে দেবতার ঠাঁই
২০ কিছু। কিন্তু আমি ইহা কহি যাহা অন্য বর্ন ওৎস্বর্গ করে তাহা ওৎস্বর্গ করে দেবতার ঠাঁই ও ঈশ্বরের ঠাঁই নহে। তোমরা দেবের সাপক্ষতা হইতে
২১ চাহি না। তোমরা প্রভুর ও দেবতার বাটী পীতে পার না তোমরা প্রভু ও দেবতার মেজের ভাগ পাইতে
২২ পার না। আমরা প্রভুকে ক্ষুন্য করাই। আমরা তাহা হইতে বলবান।———

২৩ সকল দ্রব্য আমার কর্ত্তব্য কিন্তু সকলে ব্যবহার নহে। সমস্ত দ্রব্য আমার কর্ত্তব্য কিন্তু সকলে
২৪ হিতার্থে নহে। কেহ আপনার চেষ্টা করুক না কিন্তু
২৫ প্রতি জন অন্যের। যাহা বাজারে বিক্রয় তাহা খাও

১ না কি যত আমারদের সকল পিতৃ ছিল মেঘের নিচে
২ ও সকল গেল সমুদ্র দিয়া ও সকল ডুবিৎ হইল
৩ মোশার পৃষ্ঠে মেঘ ও সমুদ্রে এবং সকল খাইল
৪ সে একা পার্থিক ভক্ষ্য এবং সকল পান করিল
সে একা পার্থিক পানীয় একারন তাহারা পীল সে
পার্থিক পর্বত হইতে যাহা গেল তাহারদের পাছেং
৫ ও সে পর্বত খ্রীষ্ট। কিন্তু তাহারদের অনেকে
ঈশ্বরের তুষ্টি ছিল না একারন তাহারা অরন্যে সংহার
৬ হইল। এই সমস্ত আমারদের জাননার্থে আমরা
মন্দ লোভ না করনের জন্য যে যত তাহারা ও লোভ
৭ করিল তোমরা ও হইও না প্রতিমা পূজক তাহার
দের কতক লোকের মত যেমন লিপি আছে
লোকেরা ভোজন পান করিতে বসিল পরে খেলাইতে
৮ ওঠিল। আমরা ও পরদার করি না তাহারদের
কোনং লোকের মত তাহাতে তেইশ হাজার পড়িল
৯ এক দিনে। আমরা ও খ্রীষ্টের পরিক্ষা করি না
যে মত তাহারদের কেহং পরিক্ষা করিলে সর্পের
১০ দংসনে মরিল। কচং ও করিও না যে মত
তাহারদের কেহং কচং করিল এবং সংহার হইল
১১ সর্বনাশকের হাত দিয়া। তাহারদের এই সমস্ত
হইল নমুনার কারন ও লিপি হইল আমারদের
হিতের জন্য যাহারদের ওপর জগতের শেষ হইল।
১২ এতদর্থে যে জন বুঝে আপনি স্থির ডাণ্ডায় সে
১৩ সাবধান করুক পাছে পড়ে। কোন পরিক্ষা পড়িল
না তোমারদের ওপর কিন্তু যাহা মনুর মানুষের

যাবো। কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাসি যিনি তোমারদিগকে শক্তির অধিক পরিক্ষা যাইতে দিবেন না কিন্তু পরিক্ষা হইয়া ওপায় করিবেন তোমারা তাহা সহিষ্ণুতার্থে।

১৪ এ নিমিত্ত আমার প্রিয়রে দেবের পুজা হইতে দূর
১৫ হও। আমি কহি যে যত জ্ঞানবান লোককে তোমরা
১৬ বিচার কর আমার কথা। আশীর্ব্বাদ বাটী যাহাতে আমরা আশীর্ব্বাদ দেই তাহা খ্রীষ্টের রক্তের সমশীল নহে। যে রুটি আমরা ভাঙ্গি তাহা খ্রীষ্টের
১৭ শরীরের সমশীল নহে। একারন আমরা অনেক হইয়া এক রুটি ও এক শরীর হই একারন আমরা
১৮ সকল পাইয়াছি সে এক রুটির ভাগ। দেখ ঐহিকের য়িশরাল যাহারা ওৎসর্গ খায় তাহারা
১৯ যজ্ঞ কুণ্ডের ভাগি নহে। অতএব কি কহিব সে দেবতা কিছু কি যাহা ওৎসর্গ হইয়াছে দেবতার ঠাঁই
২০ কিছু। কিন্তু আমি ইহা কহি যাহা অন্য বর্ন ওৎসর্গ করে তাহা ওৎসর্গ করে দেবতার ঠাঁই ও ঈশ্বরের ঠাঁই নহে। তোমরা দেবের সাপক্ষতা হইতে
২১ চাহি না। তোমরা প্রভুর ও দেবতার বাটী পীতে পার না তোমরা প্রভু ও দেবতার যেজের ভাগ পাইতে
২২ পার না। আমরা প্রভুকে ক্ষুন্য করাই। আমরা তাহা হইতে বলবান।

২৩ সকল দ্রব্য আমার কর্ত্তব্য কিন্তু সকলে ব্যবহার নহে। সমস্ত দ্রব্য আমার কর্ত্তব্য কিন্তু সকলে
২৪ হিতার্থে নহে। কেহ আপনার চেষ্টা করুক না কিন্তু
২৫ প্রতি জন অন্যের। যাহা বাজারে বিক্রয় তাহা খাও

২৬ কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া বিবেচনার্থে। একারন
২৭ পৃথিবী ও তাহার পূর্ন্নত্ব য়িহুহার। কেহ অনাস্তিক
যদি তোমারদিগকে নিমন্ত্রন করে ও তোমরা যাইতে
চাহ তবে যাহাং দেয়া যাকে তোমারদের সন্মুখে
তাহা খাও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া বিবেচনার্থে।
২৮ কিন্তু যদি কেহ কহে এই উৎসর্গ হইয়াছে দেবতাকে
তবে খাইও না তাহারার্থে যে জানাইল তোমাকে ও
বিবেচনার্থে। একারন পৃথিবী ও তাহার পূর্ন্নত্ব
২৯ য়িহুহার। আমি বলি বিবেচনার্থে আপনার নহে
কিন্তু আর লোকের। একারন আমার মোক্ষ
৩০ অন্যের বিচারে বিচার হইল কেন। একারন যদি
আমি দয়াতে ভাগ পাই তবে আমি কেন নিন্দা খাই
তাহার কারন যাহার কারন আমি স্তব করি।
৩১ অতএব তোমরা খাইলে পীলে কিম্বা আর কোন কার্য্য
৩২ করিলে তাহা কর ঈশ্বরের সম্ভ্রমের জন্য। তোমরা
য়িহোদী ও গ্রীক ও ঈশ্বরের মণ্ডলির প্রতি অহিংসুক
৩৩ হও। যেমন আমি সকলের তুষ্টি করি সকল
কার্য্যে আপনার প্রাপ্তি চেষ্টা না করিয়া কিন্তু অনেক
পর্ব্ব লোকের তাহারদের ত্রানার্থে। আমার সম কর্ত্তা
১১ হও যেমন আমি ও খ্রীষ্টের।

২ ভাইরে আমি কহি তোমারদের সুনাম একারন
তোমরা সকল কার্য্যে মনে কর আমাকে ও ব্যবহার
পালন কর যে মত আমি দিলাম তোমারদিগকে।
৩ কিন্তু আমি ইহা জানাই তোমারদিগকে প্রতি মানুষের

মুরব্বি খ্রীষ্ট ও প্রতি নারীর মুরব্বি নর ও খ্রীষ্টের
৪ মুরব্বি ঈশ্বর। প্রতি নর তাহার মাথা ঢাকিয়া কামনা
করিলে কি ভবিষ্যৎ বাক্য কহিলে অসম্ভ্রম করে
৫ তাহার মাথাকে কিন্তু প্রতি নারী তাহার মাথা না
ঢাকিয়া কামনা করিলে কি ভবিষ্যৎ বাক্য কহিলে
অসম্ভ্রম করে তাহার মাথাকে একারন তাহা তাহার
৬ মাথা মুড়ানের তুল্য। একারন যদি নারী আচ্ছাদিত
নহে তবে তাহার মাথা মুড়াওক কিন্তু যদি নারীর মাথা
ছাটে কিম্বা মুড়ায় লজ্জা হয় তবে আচ্ছাদিত হওক।
৭ একারন নর ভগবানের প্রতিমূর্ত্তে ও সম্ভ্রম হইয়া
তাহার মাথা ঢাকিতে অনোচিত কিন্তু নারী নরের
৮ সম্ভ্রম। একারন নর নারী হইতে নহে কিন্তু নারী
৯ নর হইতে। নর ও সৃজন হইল না নারীর কারন
১০ কিন্তু নারী নরের কারন। এ হেতু নারী পরাক্রম
করিতে আপনার মাথার ওপর কর্ত্তব্য দূতের কারন।
১১ কিন্তু প্রভুতে নর নারীর ব্যতিরেক নহে ও নারী নরের
১২ ব্যতিরেক নহে একারন যে মত নারী নর হইতে সে
মত নর নারী হইতে। কিন্তু সমস্ত ঈশ্বর হইতে।
১৩ আপনারা বিচার কর নারী অনাচ্ছাদিত হইয়া ঈশ্বরকে
১৪ নিবেদন করিতে কর্ত্তব্য। প্রকৃতি আপনি শিক্ষা
করায় না তোমারদিগকে নরের দীর্ঘ কেশ হইলে তাহা
১৫ তাহার অভ্রম। কিন্তু নারীর দীর্ঘ কেশ হইলে তাহা
তাহার সম্ভ্রম একারন তাহার চুল দেয়া গিয়াছে তাহাকে
১৬ ঘোমটার জন্য। কিন্তু যদি কেহ চঞ্চুলিয়া হয় তবে
আমারদের কিম্বা ঈশ্বরের মণ্ডলির এমন ব্যবহার নহে।

১৭ আমি যাহাতে পরামর্শ দেই তোমারদের সুখ্যাত করি না এজন্য তোমরা সভা হইলে তাহা আর ভাল
১৮ হওনের জন্য নহে কিন্তু ক্ষেতির কারন। একারন প্রথমে আমি শুনিতে পাই ও প্রায় প্রত্যয় করি যখন তোমরা সভা হইলা মণ্ডলিতে তখন তোমারদের
১৯ পরস্পর কন্দল হইয়াছে। একারন তোমারদের মধ্যে অব্যবস্থা হইবার প্রয়োজন আছে সুখ্যাত্যারদের
২০ প্রচারনার্থে। অতএব তোমরা এক ঠাঁই সভা হইলে
২১ এই প্রভুর রাত্রের ভোজন না করিবারে একারন খাইতেং প্রতি জন পূর্ব্বে করে আপনার ভোজন
২২ তাহাতে এক জন ক্ষুধিৎ ও অন্য বেশুর। এ কি। তোমারদের ঘর নহে ভোজন পান করিতে। কিম্বা ঈশ্বরের মণ্ডলি তুচ্ছ কর ও তাহারদিগকে লজ্জিৎ করাও যাহারদের ঘর নহে। আমি কি কহিব তোমারদিগকে তোমারদের সুখ্যাত ইহাতে কহিব
২৩ তোমারদের সুখ্যাত কহিব না। একারন যাহা আমি ও দিলাম তোমারদিগকে তাহা পাইলাম প্রভু হইতে যে য়েশু খ্রীষ্ট সে রাত্রে রুটি লইলেন যাহাতে
২৪ দাগাবাজি গাছ্রিত হইলেন ও স্তব করিয়া তাহা ভাঙ্গিলেন ও বলিলেন লাও খাও এ আমার শরীর যাহা ভাঙ্গিয়াছে তোমারদের কারন ইহা কর আমার স্মরনার্থে।
২৫ সে মত ও রাত্রি ভোজন করিলে বাটী লইলেন বলিয়া এ বাটী আছে নূতন বন্দবস্ত আমার রক্তে তোমরা তাহা পান করিলে কর আমার স্মরনার্থে।
২৬ একারন যত বার এ রুটি খাও ও এ বাটী পান কর

তত বার তোমরা প্রকাশ কর প্রভুর মৃত্যু তাহার
২৭ আইসন পর্য্যন্ত। এ নিমিত্ত যে কেহ অযোগ্য এ
রুটি খায় কিম্বা এ বাটী পান করে সে হইবে প্রভুর
২৮ শরীর ও রক্ত অপরাধি। কিন্তু মানুষ আপনাকে
তজবিজ করুক ও সে মত খাওক এ রুটি ও পান করুক
২৯ এ বাটী। একারন যে কেহ অযোগ্য ভোজন পান
করে সে আপনার বিচার ভোজন পান করে প্রভুর
৩০ শরীর না বুঝিয়া। এই কারন তোমারদের অনেক
৩১ লোক অশক্ত ও পীড়িত ও অনেক নিদ্রিৎ। একারন
আমরা আপনারদিগকে বিচার করিলে বিচার্য্য হব না
৩২ কিন্তু আমরা বিচার্য্য হইয়া ঈশ্বরের সাস্তি পাই দোষী
৩৩ যাতে না হইবারার্থে জগতের সহিৎ। অতএব
আমার ভাইরে যখন তোমরা খাইবার কারন সভা হও
৩৪ তখন রহ এক জন আর এক জনের কারন। ও
কেহ ক্ষুধিত হইয়া আপনার ঘরে খাওক তোমরা
একত্তর বিচারে না আসিবারার্থে। এবং আর২
সকল আমি আইলে স্থৈ করিব।

পৰ্ব্ব ১২ পরমার্থিকের বিষয় ভাইরে তোমরা অজ্ঞান হইবার
চাহি না। তোমরা জান যে তোমরা ছিলা অন্য
বর্ন লইয়া গেল বোবা দেবের পাছে২ যে মত ল্যাউ
৩ হইলা। অতএব আমি জানাই তোমারদিগকে কোন
কেহ ঈশ্বরের আত্মায় বলিয়া বলে না য়েশু সাঁপ
গৃহস্থ ও ধর্ম্মাত্মা বিনা কেহ কহিতে পারে না য়েশু
আছেন প্রভু।

৪ এখন নানা অনুগ্রহ আছে কিন্তু সেই এক আত্মা।
৫ ও নানা সেবা কিন্তু সেই প্রভু। ও নানা ক্রিয়া
৬ কিন্তু সেই এক ঈশ্বর যিনি সকলে সকল করেন।
৭ কিন্তু আত্মার প্রকাশ দেয়া যায় প্রতি জনকে
৮ হিতার্থে। ইহাকে বিদ্যার কথা দেয়া যায়
আত্মা হইতে ওহাকে জ্ঞানের কথা সেই আত্মারা
৯ নুযায়ি অন্যকে ভক্তি সেই আত্মা করনক অন্যকে
১০ সুস্থ করনের দান সেই আত্মা করনক অন্যকে
আশ্চর্য্য করিতে অন্যকে ভবিষ্যৎ বাক্য কহিতে
অন্যকে আত্মার ভেদ জানিতে অন্যকে নানা প্রকার
১১ ভাষা অন্যকে ভাষার অর্থ করিতে। কিন্তু এ
সমস্ত সে এক আত্মা করেন ভাগ করিয়া এক২
জনকে দিতে২ যে মত আপনার অভিলাষ।——
১২ যে মত শরীর এক কিন্তু তাহার অনেক ভাগ
ও সে এক শরীরের ভাগ অনেক হইয়া এক শরীর
১৩ হয় সেই মত ও খ্রীষ্ট। একারন আমরা সকল
য়িহোদী হওক কি অন্য বর্ন্ন হওক দাস কি ওদ্ধার
হওক ডুবিৎ হইয়াছি এক শরীরে এক আত্মা দিয়া
১৪ ও সকল এক আত্মায় মজিয়াছি। এ জন্য শরীর
১৫ এক ভাগ নহে কিন্তু অনেক। পদ যদি বলে আমি হাত
নহি সে কারন শরীরের নহি এ নিমিত্ত শরীরের নহে।
১৬ ও কর্ন্ন যদি বলে আমি চক্ষু নহে সে কারন সরীরের
১৭ নহি তন্নিমিত্ত শরীরের নহে। সকল শরীর চক্ষু
হইলে শ্রবন কোথায়। সকল শ্রবন হইলে ঘ্রান
১৮ কোথায়। কিন্তু এখন ঈশ্বর প্রতি ভাগ পত্তন

করিয়াছেন শরীরের মধ্যে যে মত তাহার বাঞ্ছা
১৯ ও সকলে এক ভাগ হইলে শরীর কোথায়। কিন্তু
২০ এখন অনেক ভাগ আছে কেবল এক শরীর। চক্ষু
২১ হস্তকে কহিতে পারে না তোমার কার্য্য চাহি না
পুনর্ব্বার মস্তক পদকে তোমার কার্য্য চাহি না।
২২ কিন্তু বরং শরীরের যেং ভাগ অশক্তি বুঝি তাহার
২৩ আবশ্যক আছে শরীরের যাহাং আমরা বুঝি
অসম্ভ্রান্ত তাহারে আমরা অধিক সম্ভ্রম করি ও আমার
২৪ কুরূপ ভাগে অধিক সুন্দর করি। একারন আমারদের
সুন্দর ভাগের কিছু আবশ্যক নহে কিন্তু ঈশ্বর
শরীরকে সে মত করিয়াছেন আর বিস্তর সম্ভ্রম দিতে
২৫ রূপ হিন ভাগকে শরীরের বিভন্ন না হওনার্থে কিন্তু
২৬ ভাগের এক মত পরস্পর চিন্তা হওনার্থে তাহাতে এক
ভাগ দুঃখিত হইলে সকল ভাগ দুঃখিত হয় তাহার
সহিত কিম্বা এক ভাগ সম্ভ্রম পাইলে সকল ভাগ
২৭ আনন্দ করে তাহার সহিত। এখন তোমরা খ্রীষ্টের
শরীর ও প্রতি জন পরস্পর ভাগ।

২৮ ঈশ্বর ও মণ্ডলির মধ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন প্রথম কেহং
প্রেরিত দ্বিতীয় ভবিষ্যত বক্তা তৃতীয় গুরু তারপর
আশ্চার্য্য ক্রিয়া তারপর সুস্থ করনের দান উপকারি
২৯ কর্তৃত্ব নানা ভাষা। সকল প্রেরিত। সকল ভবিষ্যত
বক্তা। সকল গুরু। সকল আশ্চার্য্য কারক।
৩০ সকলের সুস্থ করনের দান। সকল নানা ভাষা
৩১ কহে। সকল অর্থ দেয়। উত্তম দান পাইবার

১২ দ্বাদশম পর্ব্ব করিন্তীরদিগকে——

বড় যত্ন কর কিন্তু আমি দেখাই তোমারদিগকে তাহা হইতে দিব্য পথ।——

পর্ব্ব ১৩

প্রেম না থাকিয়া আমি মানুষ ও দূতের সমস্ত ভাষা কহিলে শব্দ দাইক পিতল কি ঝনঝনিয়া
২ করতালের মত। ও যদি ভবিষ্যত বাক্য কহি ও সমস্ত অদর্শন জানি ও সর্ব্বজ্ঞ হই ও যদি আমার সর্ব্ব ভক্তি আছে তাহাতে পর্ব্বত লড়াইতে পারি আমার
৩ প্রেম না হইলে আমি কিছু নহে। যদি আমি দয়াক্রমে দেই আমার সকল সামিগ্রী ও যদি দগ্ধার্থে দেই আমার শরীর কিন্তু আমার প্রেম নহে
৪ তবে সকল অনার্থক। প্রেম বহু কাল ধৈর্য্য করে ও প্রিতযুক্ত আছে প্রেম দ্বেশ করে না প্রেম রাগ
৫ চণ্ডাল নহে গুমানি নহে অনোচিত কার্য্য করে না
৬ আপনার চেষ্ঠা করে না শীঘ্র কোপিত নহে অযথার্থে
৭ আনন্দ করে না কিন্তু আনন্দ করে সত্যতাতে সকল সহিষ্ণুতা করে সকল আস্থা করে সকল ভরসা
৮ করে সকলে ধৈর্য্য করে। প্রেম কদাচ ক্ষয় নহে, কিন্তু ভবিষ্যত বাক্য হইলে তাহা লোপ হবে ভাষা হইলে তাহার শেষ হবে জ্ঞান হইলে তাহা অন্তঃর্দ্ধান
৯ হবে। একারন আমরা জানি একাংশ ও আমরা
১০ ভবিষ্যত বাক্য কহি একাংশ কিন্তু যাহা শুদ্ধ হইলে
১১ যাহা অংশে লোপ হবে। আমি বালক হইয়া বালকের মত কহিলাম বালকের মত বুঝিলাম ও বালকের মত বিচার করিলাম কিন্তু মানুষ হইলে

১২ ছাড়িলাম বালকের কার্য্য। একারন আমরা এখন আলজা দেখি আরসি দিয়া কিন্তু তখন সন্মুখা সন্মুখি। এখন আমি একাংশ জানি কিন্তু তখন জানিব
১৩ যে মত জানিত হইয়াছি। এখন এ তিনটা বর্ত্তমান ভক্তি ভরসা প্রেম কিন্তু তাহার শ্রেষ্ঠ প্রেম।——

পর্ব্ব ১৪ প্রেমকে চেষ্টা কর ও পরমার্থিক দান চাহ সকল হইতে বড় ভবিষ্যৎ বাক্য কহিতে। যে জন অন্য ভাষা কহে সে কহে না মানুষকে কিন্তু ঈশ্বরকে সে আত্মারে অজ্ঞাত কহে তাহা সত্য কিন্তু কেহ বুঝে
৩ না তাহার কথা কিন্তু কেহ ভবিষ্যৎ বাক্য কহেলি
৪ কহে মানুষের হিত ও সুখিরের কারন। যে জন আর ভাষা কহে সে আপনার হিত করে কিন্তু যে জন ভবিষ্যৎ বাক্য কহে সে করে মণ্ডলির হিত।
৫ আমি বাঞ্ছা করি যে তোমরা সকল ভাষা কহিত কিন্তু বরং যে তোমরা ভবিষ্যৎ বাক্য কহিত একারন ভবিষ্যত বক্তা তাহা হইতে বড় যে ভাষা কহে যদি অর্থ না
৬ দেয় মণ্ডলির হিতার্থে। এখন ভাইরে আমি যদি ভাষা কহিতেং আইসি তোমারদের ঠাঁই তবে প্রকাশ কিম্বা জ্ঞান কিম্বা ভবিষ্যৎ বাক্য কিম্বা প্রকরন না কহিলে
৭ কি প্রাপ্তি হইবে তোমারদের। সে মত ও অজীবত শব্দ দাইক বস্তু বাসি হওক কিম্বা সেতারা হওক তাহারদের শব্দের বিশেষ শুর না করিয়া কেমন জানা
৮ যায় কি বাজন হইয়াছে। একারন তুরি এলোমেলো শব্দ করিলে কে আপনাকে প্রস্তুত করিবে রন

৯ করিতে। সে মত তোমরা স্পষ্ঠ কথা না কহিলে কেমন জ্ঞাত হইবা কি কহা যায় একারন শূন্যতে
১০ কহে। সংসারে এত ভাষা হয় এবং তাহারদের
১১ মধ্যে একটা নহে অর্থ হিন। কিন্তু আমি সে শব্দের অর্থ না জানিলে ম্লেচ্ছ জ্ঞাত হইব বক্তার প্রতি
১২ ও বক্তা হবে ম্লেচ্ছ আমার প্রতি। অতএব তোমরা পরমার্থিক দান চাহিলে অধিক হইবার চেষ্টা কর
১৩ মণ্ডলির হিতার্থে। অতএব যে ভাষা কহে সে অর্থ
১৪ দিবার নিবেদন করুক। একারন আমি অজ্ঞাত ভাষায় কামনা করিলে আমার আত্মা কামনা করে
১৫ কিন্তু আমার জ্ঞান নিষ্ফলি আছে। তবে কি করিব আমি কামনা করিব আত্মা দিয়া ও আমি কামনা করিব মন দিয়া। আমি গীত গাইব আত্মা দিয়া ও
১৬ আমি গীত গাইব মন দিয়া। তাহা না হইলে তুমি আত্মায় আশির্ব্বাদ দিলে মুর্খের স্থানে যে জন থাকে সে তোমার স্তবেতে আমেন কহিতে পারে কেমনে
১৭ একারন সে তোমার কথা বুঝে না। তুমি অবশ্য
১৮ ভাল স্তব করিতেছ কিন্তু অন্যের হিত নহে। আমার ঈশ্বরকে স্তব করি যে আমি তোমারদের সকল হইতে
১৯ অধিক ভাষা কহি কিন্তু মণ্ডলিতে অন্যের শিক্ষার্থে পাঁচ কথা কহিতে আমার ভুষ্টি এক লক্ষ কথা অজ্ঞাত ভাষায়।

২০ ভাইরে জ্ঞানে বালক হইও না দুর্মতিতে বালক
২১ হও কিন্তু জ্ঞানে মানুষ হও। ধর্ম্ম পুস্তকে লিপি আছে যিহুহা কহেন অন্য ভাষা ও অন্য ওষ্ঠবির

দিয়া কহিব এ লোকেরদিগকে কিন্তু এ মত তাঁহারা
২২ শুনিবে না আমার কথা। অতএব ভাষা চিহ্নের
কারন ভক্তকে নহে কিন্তু অনাস্থিককে ও ভবিষ্যৎ
বাক্য অনাস্থিকের কারন নহে কিন্তু ভক্তেরদের
২৩ কারন। অতএব যদি সমস্ত মণ্ডলি এক স্থানে হয়
ও সকল ভাষা কহে তখন কেহ মূর্খ কি অনাস্থিক
২৪ ভিতরে আইলে কহিবে না যে তোমরা পাগল। কিন্তু
যদি ভবিষ্যৎ বাক্য কহে ও এক জন অনাস্থিক কি
মূর্খ আইসে তবে সে সকলে প্রবোধি হইয়াছে ও
২৫ সকলে বিচার্য্য হইয়াছে ও সে মত তাহার
অন্তঃকরনের গুপ্ত প্রকাশ হয় তাহাতে সে ভূমিষ্ঠ
হইয়া ভগবানকে ভজনা করিবে ও অন্যকে কহিবে
২৬ নিতান্ত ঈশ্বর তোমারদের মধ্যে। তবে এ কি মত
কার্য্য ভাইরে তোমরা একত্তর হইলে তোমারদের প্রত্তি
জনের গীত আছে বাক্য আছে ভাষা আছে প্রকাশ
২৭ আছে অর্থ আছে। সমস্ত কর হিতার্থে। যদি
কেহ ভাষা কহে তবে দুই কি তিন জন তাহা করুক ও
২৮ এক জন অর্থ দিওক। কিন্তু যদি অর্থ দাতা নহে
তবে সে মণ্ডলিতে চুপ করিলে কহুক আপনাকে ও
২৯ ভগবানকে। ভবিষ্যৎ বক্তা দুই তিন জন কহুক
৩০ ও অন্য বিচার করুক। যদি কিছু প্রকাশ হয় আর
কাহাকে যে নিকট বসে তবে প্রথম চুপ করুক।
৩১ একারন তোমরা সকল একাএক ভবিষ্যৎ বাক্য
কহিতে পার সকল শিক্ষার্থে ও সকলের শান্তনার্থে।
৩২ একারন ভবিষ্যৎ বক্তার আত্মা ভবিষ্যৎ বক্তার বস

৩৩ এজন্য ঈশ্বর খড়াখড়ির কর্ত্তা নহেন কিন্তু কুশলের
৩৪ যেমন সকল পুন্য লোকের মণ্ডলিতে। তোমারদের নারী লোক চুপ রহুক মণ্ডলির মধ্যে একারন তাহারা কথা কহিতে বারন হইয়াছে কিন্তু তাহারা বস রহুক
৩৫ যে মত ব্যবস্থা ও বলে কিন্তু যদি তাহারা কিছু শিখিতে চাহে তবে আপনারদের স্বামীকে ঘরে জিজ্ঞাসা করুক একারন নারী মণ্ডলিতে কথা কহিতে লজ্জা।
৩৬ কি। ভগবানের কথা প্রকাশ হইল তোমারদিগ হইতে। কিম্বা আইল তাহা তোমারদের ঠাঁই
৩৭ কেবল। যদি কেহ আপনাকে বুঝে ভবিষ্যত বক্তা কি পরমার্থিক তবে সে স্বিকার করুক যাহা আমি
৩৮ লেখি তোমারদিগকে তাহা প্রভুর আজ্ঞা। কিন্তু কেহ
৩৯ যদি অজ্ঞান হয় তবে সে অজ্ঞান হওক। অতএব ভাইরে ভবিষ্যৎ বাক্য কহিতে যত্ন কর ও ভাষা
৪০ কহিতে মানা কর না। সমস্ত কার্য্য উপযুক্ত ও শুদ্ধ হওক।

পর্ব্ব ১৫ ভাইরে আমি জানাই তোমারদিগকে সে মঙ্গল সমাচার যাহা ছেড়ি দিলাম তোমারদিগকে যাহা
২ তোমরা লইয়াছ ও যাহাতে তোমরা দাণ্ডাও যাহা দিয়া ও আমারদের ত্রান সে কথা মনে রাখিলে যাহা আমি ছেড়ি দিলাম তোমারদের ঠাঁই অনার্থক
৩ আস্থা না করিয়া। একারন প্রথম আমি তাহা দিলাম তোমারদিগকে যাহা পাইয়া ছিলাম যে খ্রীষ্ট মরিলেন আমারদের পাপের জন্য যেমন ধর্ম্ম পুস্তক বলে।

৪ ও যে তিনি কবরে শুইলেন ও পুনর্ব্বার ওঠিলেন
৫ তৃতিয় দিনে যেমন ধর্ম্ম পুস্তকে বলে ও দর্শন দিলেন
৬ কাইফাকে তাহার পর দ্বাদশ জনকে তারপর একেবার দর্শন দিলেন পাঁচ শত ভাইর অধিককে যাহার দিগের অধিক অংশ এখন বাঁচে কিন্তু কেহ২ নিদ্রায়
৭ পড়িয়াছে তারপর যাকুবকে দর্শন দিলেন ও তারপর
৮ সমস্ত প্রেরিতকে সকলের শেষে ও আমাকে যে মত
৯ কাহাকে অকালে জন্মত আমি প্রেরিতের অতি নিচ যে প্রেরিতের নাম যোগ্য নহে একারন আমি
১০ বিনাস্তা করিলাম ভগবানের মণ্ডলিকে। কিন্তু যাহা হই তাহা হই ঈশ্বরের অনুগ্রহতে ও তাহার অনুগ্রহ নিরর্থক নহে আমারদিগে কিন্তু আমি করিলাম তাহারদের সকল হইতে অধিক কার্য্য তাহা আমি নহি কিন্তু ভগবানের অনুগ্রহ যাহা আমার
১১ সহিৎ। অতএব আমি হওক কিম্বা তাহারা হওক সে মত আমরা সমাচার দেহ ও সে মত তোমরা আস্থা করিলা।

১২ যদি খ্রীষ্টের সমাচার হয় যে তিনি ওঠিলেন মৃত্যু হইতে তবে তোমারদের কেহ২ কেমন কহে যে মৃত্যুর
১৩ পুনরুত্থান নহে। কিন্তু মৃত্যুর পুনরুত্থান যদি
১৪ নহে তবে খ্রীষ্ট না ওঠিয়াছেন। এবং খ্রীষ্ট যদি না ওঠিলেন তবে আমারদের সমাচার দেওন অনর্থক
১৫ তোমারদের ভক্তি ও অনর্থক। আমরা ও ঈশ্বরের মিথ্যা সাক্ষী একারন আমরা ঈশ্বরের প্রমান দেই

যে তিনি ওঠাইলেন খ্রীষ্টকে যাহাকে তিনি ওঠাইলেন
১৬ না যদ্যপিস্যাত মৃত্যুর পুনরুত্থান নহে। একারন
মৃত্যু লোক যদি ওঠে না তবে খ্রীষ্ট ওত্থান না হইয়া
১৭ ছেন ও খ্রীষ্ট না ওঠিলে তোমারদের ভক্তি নিরর্থক
১৮ আছে তোমরা এখন পর্য্যন্ত তোমারদের পাপে। ও
যাহারা নিদ্রায় পড়িল খ্রীষ্টে তাহারা ক্ষয় হইয়াছে।
১৯ আমারদের এ পুমায়ুতে কেবল ভরসা হইলে আমরা
২০ সমস্ত লোক হইতে দুঃখাচার। কিন্তু এখন খ্রীষ্ট মৃত্যু
হইতে ওঠিয়া হইয়াছেন তাহারদের প্রথম ফল যাহারা
২১ নিদ্রিত হইল। একারন যেমন মানুষের করনক
২২ মৃত্যু তেমন মানুষের করনক পুনরুত্থান। ও
যে মত আদমে সমস্ত মৃত্যু হয় সে মত খ্রীষ্টে
২৩ সমস্তকে জীবাইতে হইবে। কিন্তু প্রতি জন
আপনং সারে প্রথম ফল খ্রীষ্ট তারপর যাহারা
২৪ খ্রীষ্টের তাহার আগমনে। তারপর শেষ যে
কালে তিনি রাজ্য দিবেন ঈশ্বর পিতাকে সমস্ত
২৫ অধ্যক্ষতা ও শাসন ও পরাক্রম লোপ করিয়া। একারন
আবশ্যক আছে যে তিনি কর্ত্তৃত্ব করেন তাহার সমস্ত
২৬ শত্রু তাহার পদতলে করন পর্য্যন্ত। অন্ত শত্রু মৃত্যু
২৭ নাশ করিতে হইবে। একারন সকল করিয়াছে
তাহার বস। কিন্তু সকলে তাহার বস বলিলে জ্ঞাত
হইয়াছে এ তিনি বর্জ্জ যিনি সকলে করিয়াছেন তাহার
২৮ বস। সমস্ত ও তাহার বস হইলে পুত্র আপনি
ও হবে তাহার বস যে সকলকে তাহার বস করিল
২৯ ঈশ্বর সকলে সকল হইবারার্থে। ইহা না হইলে

তাহারা কি করিবে যাহারা ডুবিৎ হয় মৃত্যু লোকের
স্থানে। যদি মৃত্যু নিশ্চয় ওঠে না তবে তাহারা কেন
৩০ ডুবিত মৃত্যুর স্থানে। ও আমরা প্রতি দণ্ড আপদে
৩১ কেন। আমারদের যে আনন্দ আমারদের প্রভু
য়েশু খ্রীষ্টে তাহা লইয়া কিরা করি যে আমি নিত্য মরি।
৩২ মানুষের মত যদি আমি এফেসসে যুদ্ধ করিয়াছি
বন পশুর সহিৎ তবে মৃত্যু না ওঠিলে আমার কি
লাভ। আমরা ভোজন পান করি একারন কল্য
৩৩ মরিব। ভ্রান্তি যাইও না সুমতি নষ্ট হয় অধর্ম্ম
৩৪ বার্ত্তায়। চৈতন্য হও প্রকৃযাতেরদিগে ও পাপ
করিও না একারন কেহ২ ঈশ্বর অজ্ঞাত হইয়াছে ইহা
কহি তোমারদের লজ্জার জন্য ;———

৩৫ কিন্তু কেহ কহিবে মৃত্যু ওঠান হয় কি রূপে ও কি
৩৬ প্রকার শরীরে আসিবে। তুই অজ্ঞান যাহা বুনিতেছ
৩৭ তাহা না মরিলে অঙ্কুর ছাড়ে না। এবং যাহা
বুনিতেছ তাহা ভবিষ্যত আকার নহে কিন্তু শস্য মাত্র
৩৮ গোম হওক কি আর কোন প্রকার শস্য হওক কিন্তু
ঈশ্বর তাহার আকার দেন আপনার ইচ্ছার মত ও প্রতি
৩৯ বীজকে নিজ২ আকার। সকল জন্তু এক
প্রকার নহে কিন্তু মানুষ পশু মৎস্য পক্ষ সকলে
৪০ ভিন্ন প্রকার। স্বর্গীয় আকার ও পৃথিবীয় আকার
৪১ আছে কিন্তু স্বর্গীয় ও পৃথিবীয় তেজ ভিন্ন। সূর্য্য
চন্দ্র তারার তেজ ভিন্ন২ এক তারার তেজ ও অন্য তারার
৪২ তেজের মত নহে। সে মত ও মৃত্যুর পুনরুত্থান।
তাহা অসারে বুনন হইয়াছে সারে ওত্থান হইয়াছে।

৪৩ তাহা অপযশে বুনন ও যশে উত্থান হইয়াছে তাহা দুর্ব্বলতায় বুনন বিক্রমে উত্থান হইয়াছে তাহা
৪৪ স্বার্থিক বুনন হইয়াছে পরমার্থিক উত্থান হইয়াছে। স্বার্থিক ও পরমার্থিক আকার আছে।
৪৫ এমন লিপি আছে প্রথম আদম নির্মাণ হইয়া ছিল জীবৎ প্রান অন্ত আদম জীবন দাতা আত্মা।
৪৬ পরমার্থিক প্রথম ছিলেন না কিন্তু স্বার্থিক ও তারপর
৪৭ পরমারর্থিক। প্রথম মানুষ পৃথিবী হইতে পৃথিবীয়
৪৮ দ্বিতীয় মানুষ প্রভু স্বর্গ হইতে। যেমন পৃথিবীয় তেমন পৃথিবীয় লোক ও যেমন স্বর্গীয় তেমন স্বর্গীয়
৪৯ লোক। এবং যে মত আমরা পৃথিবীয় আকার লইয়াছি তেমন স্বর্গীয় আকার লইতে হইবে।

৫০ কিন্তু ভাইরে আমি ইহা কহি মাংশ রক্ত স্বর্গের রাজ্যাধিকার পাইতে পারে না অসারত্ব ও সারত্ব
৫১ অধিকার পাইতে পারে না। দেখ আমি কহি এক অদর্শন তোমারদিগেকে আমরা সকল ঘুমাব না
৫২ কিন্তু সকল বদল করিতে হব। এক তিলে নিমিসেকে যখন শেষ তুরি বাজে একারন তুরি বাজিবে ও মৃত্যু অক্ষর উঠাইতে হইবে ও আমরা অন্য মূর্ত্তি পাইব।
৫৩ একারন এ অসার সারত্ব পরিবে ও এ মরা অমৃত্যুতা
৫৪ পরিবে। কিন্তু এ অসারত্ব সারত্ব পরিলে ও এ মরা অমৃত্যুতা পরিলে পূর্ন্নিৎ হবে সে বাক্য যাহা লিপি
৫৫ আছে মৃত্যু জয়েতে গ্রাষ হইয়াছে। হে মৃত্যু তোমার হুল কোথায়। হে কবর তোমার জয় কোথায়।
৫৬ মৃত্যুর হুল পাপ ও পাপের বল ব্যবস্থা কিন্তু

৫৭ ঈশ্বরের স্তব হওক যিনি জয় করান আমারদিগকে
৫৮ আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্ট দিয়া। অতএব আমার প্রিয় ভাইরে স্থির ও অটড় হও সর্ব্বকাল প্রভুর কার্য্যে অধিক জানিয়া যে তোমারদের শ্রম নিরর্থক হবে না প্রভুতে।

পর্ব্ব ১৬ পুণ্য লোকের কারন চাঁদার বিষয় যেমন আজ্ঞা দিলাম গালাতিয়া মণ্ডলিকে তেমন তোমরা ও কর।
২ সপ্তার প্রথম দিনে তোমারদের প্রতি এক জন কিছু স্বতন্তর রাখ যে যত তাহার ভাগ্য হয় চাঁদা না
৩ হইবারার্থে যখন আমি আইসি। ও আমি ওত্তরিলে পাঠাইব সে লোক যাহারদিগকে তোমরা তোমারদের পত্রে নিদর্শন কর তোমারদের দান লইয়া
৪ যাইতে য়িরোশলমে। এবং যদি আমার যাইবার আবশ্যক আছে তবে তাহারা যাইবে আমার সঙ্গে।
৫ আমি মাকিদনিয়া দিয়া গেলে আসিব তোমারদের স্থানে একারন আমি কিঞ্চিৎ কাল পরে মাকিদনিয়াতে যাই।
৬ ও বুঝি তোমারদের সহিৎ থাকিব ও শীতকালে রহিব ইহাতে তোমরা আমার যাত্রায় ওপকার করিবা আমাকে
৭ যে কোন স্থানে আমি যাই। একারন এখন তোমার দিগকে পথে দেখিব না কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা হইলে ভরসা
৮ আছে কিছু কাল থাকিতে তোমারদের সহিৎ। কিন্তু
৯ পেন্তিকস্ত পর্য্যন্ত রহিব এফেসসে। একারন এক বড় ও ফল দাইক দ্বার খোলা হইয়াছে আমার ঠাঁই এবং অনেক বিপাকি আছে।

১০ টিমোতিয়ুষ যদি আইসে তবে সাবধান যে সে নির্ভয় থাকে তোমারদের সহিত একারন সে করে
১১ প্রভুর কার্য্য যেমন আমি করি। অতএব কেহ তাহাকে তুচ্ছ করুক না কিন্তু তাহাকে কুশলে ওপগার কর আমার ঠাঁই আইসনাথে একারন আমি অপিক্ষা
১২ করি তাহাকে ভ্রাতাগনের সহিৎ। আমারদের ভাই আপল্লসের বিষয় আমি অতি ইচ্ছা করিলাম যে সে আসিত ভ্রাতাগনের সহিত কিন্তু এখন তাহার মনে আসিতে কিছু ছিল না ওপযুক্ত সময়েতে সে আসিবে।
১৩ চৌকি রাখ ভক্তিতে স্থির হও মানুষের মত করহ
১৪ বলবান হও তোমারদের সমস্ত কর্ম্ম কর প্রেমেতে।
১৫ ভাইরে তোমরা জান স্তিফানষের পরিজন তাহা আখায়ার প্রথম ফল ও তাহারা আপনারদিগকে একান্তিক হইয়াছে পুন্যবানের সেবা করিতে অতএব আমি
১৬ সাধিনা করি তোমারদিগকে এ প্রকারের বস ও প্রতি
১৭ ওপগারি ও কর্ম্ম কারকের বস হও। স্তিফানষ ও ফর্তুনাতষ ও আখাইকসের আইসনে আমার বড় আনন্দ একারন তোমারদের যাহা কমি ছিল তাহা
১৮ তাহারা পূর্ন্ন করিয়াছে। একারন তাহারা বিশ্রাম করিয়াছে আমার ও তোমারদের আত্মাকে অতএব গ্রহন কর এ প্রকার লোককে। আসিয়ার মণ্ডলি
১৯ নমস্কার দেয় তোমারদিগকে। আকল্লা ও প্রিস্কিলা অতি স্নেহ করিয়া নমস্কার করে তোমারদিগকে প্রভুতে সে মণ্ডলি ও যাহা তাহারদের ঘরে।

২০ সকল ভ্রাতাগিন নমস্কার দেয় তোমারদিগকে পরস্পর নমস্কার কর পবিত্র চুম্বন দিয়া।———

২১ এই আমি পাওলের নমস্কার আপনার হাতে। যদি
২২ কেহ প্রেম করে না আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টকে
২৩ সে হওক অনাতিমা মারানাতা। আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ হওক তোমারদের সহিত
২৪ আমার প্রেম হওক তোমারদের সকলের সহিত খ্রীষ্ট য়েশুতে। আমেন।———

পাওল প্রেরিতের দ্বিতীয় পত্র করিন্তীরদিগকে—

১ প্রথম পর্ব্ব—

১ পাওল ঈশ্বরের ইচ্ছাতে য়েশু খ্রীষ্টের প্রেরিত ও আমারদের ভাই টিমোতিয়ষ ঈশ্বরের যে মণ্ডলি আছে করিন্তে ও আখায়ায় সমস্ত পুন্যবানকে লেখে
২ অনুগ্রহ ও কুশল হওক তোমারদের ঈশ্বর আমারদের পিতা ও প্রভু য়েশু খ্রীষ্ট হইতে।—

৩ আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা সদানন্দ হওন তিনি ক্ষেমার পিতা ও সকল শান্তনার ঈশ্বর
৪ যিনি আমারদিগকে শান্তনা করেন আমারদের সমস্ত দুঃখে আমরা শক্ত হইবারার্থে তাহারদিগকে শান্তনা করিতে যাহারা কোন দুর্গতিতে মজিয়াছে সে শান্তনা
৫ দিয়া যাহাতে আমরা ঈশ্বরে শান্ত হইয়াছি। একারন যেমন খ্রীষ্টের দুর্গতি অধিক আমারদের মধ্যে তেমন আমারদের শান্তনা অধিক হইয়াছে খ্রীষ্টে।
৬ আমরা যদি দুঃখ খাই তাহা তোমারদের শান্তনা ও ত্রানের কারন যাহা হইয়াছে সেই দুর্গতি ধৈর্য্য করিতেং যাহা আমরা ও খাই ও যদি আমরা শান্ত হই তাহা তোমারদের শান্তনা ও ত্রানের কারন।
৭ এবং আমারদের ভরসা তোমারদের বিষয় স্থির

হইয়াছে জ্ঞাত হইয়া যে তোমরা যেমন দুঃখের
৮ ভাগি তেমন হইবা সুখের। একারন তোমরা
সে দুঃখ অজ্ঞাত হইতে চাহি না যাহাতে আমরা
মজিয়াছি আসিয়ায় কি মত আমরা বড় চাপা
হইলাম বল হইতে অধিক তাহাতে বাঁচিতে নির্ভরসা
৯ ছিলাম। আপনারদের মধ্যে বিশ্বাস না করনের
কারন কিন্তু ভগবানে যিনি এত বড় মৃত্যু হইতে
১০ পরিত্রান করিলেন ও পরিত্রান করিতেছেন যাহারে
আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি পরিত্রান করিবেন
১১ তোমরা ও আমারদের ওপগার করিয়া নিবেদন করিতে২
আমারদের কারন অনেক লোক স্তব করনার্থে সে
১২ দানেতে যাহা দেয়া গিয়াছে আমারদিগকে। একারন
এ আমারদের দর্প আমারদের মনের সাক্ষী যে একতা
ও শুদ্ধশীলত্বায় ঐহিকের জ্ঞানে নহে কিন্তু ঈশ্বরের
অনুগ্রহতে আমারদের সকল ব্যবসা হইয়া ছিল এ
জগতে ও তোমারদেরদিগে অধিক।

১৩ একারন আমরা কিছু লেখি না তোমারদিগকে
তাহা বিনা যাহা তোমরা পাঠ করিয়াছ ও গ্রহন কর
ও আমারদের ভরসা আছে যে তোমরা তাহা গ্রহন
১৪ করিবা শেষ পর্য্যন্ত। যেমন তোমরা একাংশ
গ্রহন করিয়াছ যে আমরা তোমারদের দর্প যেমন ও
১৫ তোমরা আমারদের প্রভু য়েশুর দিনে। এ সাহস
ও পাইলে আমি পূর্ব্বে আসিতে চাহিলাম তোমারদের
১৬ ঠাঁই তোমারদের দ্বিতীয় হিতার্থে ও তোমারদের স্থান

দিয়া যাইতে মাকিদনিয়ায় ও পুনর্ব্বার মকিদনিয়া হইতে তোমারদের স্থানে ও তোমারদের প্রসাদে য়িহোদা
১৭ দেশে যাইবার ওপগার পাইতে। আমি ইহা ঠাওরিতেং অনাবিষ্ঠ ছিলাম কি যাহা ঠাওরি তাহা ঠাওরিলাম শরীরের হিতার্থে তাহাতে আমারদের
১৮ হইত হাঁ হাঁ না না। কিন্তু যদি ঈশ্বর বিশ্বাসি তবে আমারদের কথা তোমারদিগকে হাঁ না ছিল না।
১৯ একারন য়েশু খ্রীষ্ট ভগবানের পুত্র যাহাকে চেড়ি দেয়া গেল তোমারদের মধ্যে আমারদের করনক তাহা আমার ও সিল্বানষ ও তিমোতিয়ষের করনক তাহা
২০ ছিল না হাঁ না কিন্তু তাহারে ছিল হাঁ। একারন ঈশ্বরের সকল অঙ্গিকার তাহার মধ্যে হাঁ ও তাহার মধ্যে আমেন ঈশ্বরের সম্ভ্রমের কারন আমারদের
২১ করনক। যিনি খ্রীষ্টে স্থির করেন আমারদিগকে তোমারদের সহিৎ ও অভিশেক করিয়াছেন আমার
২২ দিগকে তিনি ঈশ্বর যিনি ও মহরে ছাপিয়াছেন আমারদিগকে ও আত্মার বায়না দিয়াছেন আমারদের
২৩ অন্তঃকরনে। কিন্তু আমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করি আমার প্রানের ওপর যে তোমারদিগকে ক্ষেমা করনের
২৪ জন্য আমি পূর্ব্বে আইলাম না করিন্তে। তোমারদের ভক্তি শাসনার্থে নহে কিন্তু তোমারদের আনন্দের ওপগারি হওনার্থে একারন ভক্তিতে তোমরা স্থির হইয়াছ।

পর্ব্ব কিন্তু আমি আপনার সহিৎ নিয়ম করিলাম যে আমি
২ পনর্ব্বার আসিব না দুঃখিত তোমারদের ঠাঁই। একারন

১ আমি তোমারদিগকে দুঃখিত করাইলে কে সুখি করায় আমাকে সে জন বস্তু যে দুঃখিত হইয়াছে আমার
৩ করনক। আমি ইহা লেখিয়াছি তোমারদের ঠাঁই আমি আইলে দুঃখ না পাইবার কারন তাহারদের বিষয় যাহারে আনন্দ করিতে ওচিত তোমারদের সকলে সাহস পাইয়া যে আমার আনন্দ আছে
৪ তোমারদের সকলের আনন্দ। একারন বহু দুঃখ ও অন্তঃকরনের যন্ত্রনা ও চক্ষের জল ফেলিয়া আমি লেখিয়াছি তোমরদের ঠাঁই তোমারদিগকে দুঃখিত করনের জন্য নহে কিন্তু তোমারদের জাননের জন্য কেমন বড় প্রেম আমার আছে তোমারদের
৫ দিগে। কিন্তু কেহ দুঃখ দিলে আমাকে দুঃখিৎ করাইয়াছে কেবল কিঞ্চিৎ তোমরদের
৬ সকলের অসাধ্য ভার না করাইবারার্থে। এমন লোককে এ সাস্তি প্রচুর যাহা অনেক লোকের
৭ করনক। অতএব বরং তাহাকে মাফ করিতে ও শান্তনা করিতে ওচিৎ পাছে এমন লোক অতি বড়
৮ শোকে গ্রাস হইত। অতএব আমি সাধনা করি তোমারদিগকে স্থির কর তোমারদের প্রেম তাহার
৯ দিগে। এ হেতু আমি লেখিলাম তোমারদের স্থানে তোমরা সকলে আজ্ঞা বহ কি না প্রমান পাইবার
১০ কারন। যাহাকে তোমরা কিছু মাফ কর তাহাকে ও আমি এবং যাহাকে কিছু মাফ করি তাহা করি
১১ তোমারদেরার্থে খ্রীষ্টের গোচরে সয়তান আমারদিগকে না জিননার্থে একারন আমরা তাহার ভ্রান্তি অজ্ঞাত নহে

১২ আমি খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার দেওনের হেতু ট্রোয়াসে আইলে ও প্রভুতে এক দ্বার মুখোলা হইলে আমার স্থানে আমার আত্মায়
১৩ কিছু বিশ্রাম ছিল না এজন্য আমার ভাই টিটসকে পাইলাম না কিন্তু তাহারদের ঠাঁই বিদায় পাইয়া
১৪ গেলাম মাকিদনিয়ায় সে স্থান ছাড়িয়া। কিন্তু ঈশ্বরের স্তব হওক যিনি সর্ব্বকাল জিৎ করান আমারদিগকে খ্রীষ্টে ও প্রতি স্থানে প্রকাশ করেন তাহার জ্ঞানের সুগন্ধ আমারদের হাত দিয়া।
১৫ একারন আমরা হইয়াছি খ্রীষ্টের এক সুগন্ধ ঈশ্বরের দিগে তাহারদের মধ্যে যাহারা ত্রান পায় ও তাহারদের মধ্যে যাহারা আকল্পনারকি হইবে।
১৬ অন্যের ঠাঁই আমরা মরিবার গন্ধ মৃত্যুর জন্য কিন্তু অন্যেরদিগে জীবনের গন্ধ জীবনের জন্য। এবং
১৭ কে আছে ইহার কারন শক্ত। একারন আমরা অনেক লোকের মত নহে যাহারা ভাঁজ দেয় ঈশ্বরের কথা কিন্তু যেমন একান্ত ভাব হইতে যেমন ঈশ্বর হইতে ঈশ্বরের গোচরে তেমন আমরা কহি খ্রীষ্টের নামে।

পর্ব্ব ৩

আমরা আপনারদিগকে পুনর্ব্বার ব্যাখ্যা করিতে লাগি কিম্বা আর কাহার২ মত আমারদের অবশ্যক আছে ব্যাখ্যান পত্র আনিতে তোমারদের ঠাঁই কি ব্যাখ্যান পত্র
২ তোমারদিগ হইতে। তোমরা আমারদের পত্র আমারদের অন্তঃকরনে লেখা সকল লোকে জ্ঞাত ও পাঠ
৩ হইয়া। তোমরা প্রকাশ হইয়াছ খ্রীষ্টের পত্র আমারদের সেবাতে জাত কালিতে না লেখা কিন্তু

জীবৎ ভগবানের আত্মাতে পাথরের তক্তার ওপর নহে কিন্তু অন্তঃকরনের মাংসীয় তক্তার ওপর।
৪ আমারদের এমন বিশ্বাস ঈশ্বরেরদিগে খ্রীষ্ট দিয়া।
৫ যেমন আমরা শক্ত হইতাম কিছু চর্চা করিতে যেমন আপনারদিগ হইতে তেমন নহে কিন্তু আমারদের
৬ সকল শক্তি ঈশ্বর হইতে। যিনি ও করিয়াছেন আমারদিগকে নূতন বন্দবস্তের শক্ত সেবক অক্ষরের নহে কিন্তু আত্মার একারন অক্ষর হত্যা করে কিন্তু আত্মা জীবায়।

৭ মৃত্যুর সেবা পাথরে গুন্থিৎ ও খোদিৎ যদি তেজ যুক্ত তাহাতে য়িশরালের সন্তান দৃষ্টি করিতে পারিল না মোশার মুখে তাহার মুখের ক্ষয় তেজের কারন
৮ তবে তাহা হইতে কেমন অধিক তেজ যুক্ত আত্মার
৯ সেবা। একারন যদি দোষাঘাতের সেবা তেজ যুক্ত তবে ধর্ম্মের সেবা তাহা হইতে কেমন অধিক তেজ যুক্ত।
১০ ও যাহা তেজ যুক্ত হইল তাহার কিছু তেজ নহে সে
১১ জিনিবার তেজের কারন। অতএব লোপ হইবার যদি তেজ যুক্ত তবে যাহা স্থির তাহা কেমন অধিক তেজ যুক্ত
১২ অতএব এ ভরসা পাইয়া আমরা বড় বিশ্বাস করি
১৩ মোশার মত নহে যে ঘোমটা দিল তাহার মুখের ওপর য়িশরালের সন্তান দৃষ্টি না করিবার কারন সে লোপ
১৪ হইবারের শেষ পর্য্যন্ত। কিন্তু তাহারদের মন অচৈতন্য হইল একারন আজি পর্য্যন্ত সে ঘোমটা অখণ্ডন থাকে পুরাতন বন্দবস্ত পাঠ করন কালে
১৫ যাহা খ্রীষ্টে খণ্ডন হইয়াছে। কিন্তু আজি পর্য্যন্ত

মোশা পাঠ হওনের কালে ঘোমটা আছে তাহারদের
১৬ অন্তঃকরনের ওপরে। কিন্তু তাহা য়িহুহারদিগে
১৭ ফিরিলে ঘোমটাকে খণ্ডিতে হইবে। য়িহুহা আছেন
সে আত্মা ও যেখানে য়িহুহার আত্মা সেখানে
১৮ মোক্ষ। আমরা সকল ও মেলা মুখে যেমন আরসি
দিয়া য়িহুহার তেজোময় দেখিতে২ বদল হই সেই
মূর্ত্তিতে তেজে তেজে যেমন য়িহুহার আত্মা দিয়া।

পর্ব্ব ৪ অতএব এ সেবা পাইয়া আমরা যেমন ক্ষেমা
পাইয়াছি হাপস্যা নহি কিন্তু অশুদ্ধ গুপ্ত কার্য্য
ছাড়িয়া দিয়াছি কাপট্যতায় না চলিয়া ও ঈশ্বরের
২ কথাতে ভাঁজ না দিয়া কিন্তু সত্যতা প্রকাশ করিয়া
আপনারদিগকে ব্যাখ্যা করিতে২ প্রতি জনের হৃদয়ে
৩ ঈশ্বরের গোচরে। কিন্তু যদি আমারদের মঙ্গল
সমাচার ঘোমটাচ্ছাদিৎ আছে তবে তাহা আচ্ছাদিৎ
৪ হইয়াছে তাহারদের ঠাঁই যাহারা আকল্পনারকি যাহার
দের মধ্যে এ জগতের ঈশ্বর অন্ধ করাইয়াছে
অনাস্থিকেরদের মনকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি খ্রীষ্টের
তেজোময় মঙ্গল সমাচার আভা তাহারদের হৃদয়ে
৫ দীপ্তি না করনার্থে। একারন আমরা আপনার
দের সমাচার বলি না কিন্তু প্রভু য়েশুর ও বলি যে
৬ আমরা তোমারদের সেবক য়েশুরার্থে। একারন
ঈশ্বর যিনি অন্ধকার হইতে আলো দীপ্তি করিতে
আজ্ঞা দিলেন তিনি দীপ্তি করিয়াছেন আমারদের
অন্তঃকরনে ঈশ্বরের তেজের জ্ঞান দীপ্তি করাইতে
য়েশু খ্রীষ্টের মুখে।

৭ কিন্তু আমারদের এ ধন আছে মৃত্তিকার পাত্রে সে পরাক্রমের উত্তমত্ব ঈশ্বরে হওনার্থে ও আমারদিগ
৮ হইতে নহে। আমরা সর্ব্বত্র দুঃখিত কিন্তু ব্যাকুল
৯ নহি আমরা সক্রন্দন কিন্তু নির্ভরসা নহি বিপক্ষিত
১০ কিন্তু ত্যাগী নহি কাতর কিন্তু সংহার নহি প্রভু য়েশুর মৃত্যু লইয়া নিত্য বহিতেং আমারদের শরীরে য়েশুর জীবন ও প্রকাশ হওনার্থে আমারদের শরীরে।
১১ একারন আমরা জীবত নিত্য মরিতে গচ্ছিৎ হইয়াছি য়েশুরার্থে য়েশুর জীবন ও প্রকাশ হইবারার্থে আমার
১২ দের মর শরীরে অতএব মৃত্যু করিতেছে কার্য্য আমারদের মধ্যে কিন্তু জীবন তোমারদের মধ্যে।
১৩ আমারদের সেই ভক্তির আত্মা হইয়া যেমন লিপি আছে আমি আস্থা করিলাম অতএব বলিলাম
১৪ তেমন আমরা ও আস্থা করিয়া বলি জ্ঞাত হইয়া যে যিনি ওঠাইলেন আমারদের প্রভু য়েশুকে তিনি ও ওঠাইবেন আমারদিগকে য়েশু দিয়া ও স্থির করিবেন
১৫ আমারদিগকে তোমারদের সহিৎ। একারন সমস্ত তোমারদেরার্থে অনুগ্রহ অনেকের স্তবেতে বিস্তারিত হইয়া অধিক হইবার কারন ঈশ্বরের সম্ভ্রমেতে।
১৬ একারন আমরা দুর্ব্বল নহি কিন্তু আমারদের বাহিরে মানুষ ক্ষয় হইলে তত্রাপি আমারদের ভিতরে
১৭ মানুষ নিত্য নূতনং হইয়াছে। একারন আমার দের দুঃখের নিমিসগামি হালকত্ব উৎপন্ন করে আমারদের কারন মহা শ্রেষ্ঠ ও অনন্ত বৈভবের ভার
১৮ আমরা দর্শনীয় বস্তু সন্ধান না করিতেং কিন্তু

অদর্শনীয় এক্কারন দর্শনীয় বস্তু অন্ত কিন্তু অদর্শনীয়
পর্ব্ব অনন্ত। এক্কারন আমরা জানি আমারদের এ
৫ তাম্বুর পৃথিবীর ঘর আলিয়া গেলে আমারদের এক
ভগবানের গাঁথন এক অহস্তকৃত অনন্ত ঘর স্বর্গের
২ মধ্যে। এক্কারন ইহাতে আমরা বড় কোঁকাই
আমারদের সে ঘর পরিচ্ছদান্বিত হইবার কারন যাহা
৩ স্বর্গ হইতে এতদর্থে পরিচ্ছদান্বিত হইলে ওলঙ্গ
৪ পায়া না যাই। আমরা ও এ তাম্বুতে হইয়া কোঁকাই
ভারাক্রান্ত হইয়া আমরা অপরিচ্ছদান্বিত হইতে চাহি
না বটে কিন্তু পরিচ্ছদান্বিত ওপরে মৃত্যু জীবনে গ্রাষ
৫ হইবারার্থে। যিনি ইহাতে এমন করিলেন আমার
দিগকে তিনি ঈশ্বর তিনি ও দিয়াছেন আমার
৬ দিগকে আত্মার বায়না। অতএব আমরা নিত্য
সাহসি জানিয়া যাবৎ শরীরে বসতি করি তাবৎ
৭ অন্তর হইয়াছি প্রভু হইতে এক্কারন আমরা
৮ ভক্তিতে গতি করি দৃষ্টিতে নহে অতএব আমরা
সাহসি হইয়া বুঝি ইহা ভাল শরীর হইতে অন্তর
৯ ও প্রভুর বিদ্যমান রহিতে। অতএব এ আমার
দের মহা আকিঞ্চন সঙ্গে কিম্বা অন্তরে থাকিলে
১০ তাহার তুষ্টি করিতে। এক্কারন আমরা সকল
খ্রীষ্টের বিচার আসনের সম্মুখে বিদ্যমান হইতে
জুয়ায় প্রতি জন নিজ শরীরে পাইবার জন্য আপনার
ক্রিয়ার ফল ভাল হওক কি মন্দ হওক।

১১ অতএব প্রভুর ভয়ানকত্ব জ্ঞাত হইলে আমরা মানুষকে
স্তোভ করি কিন্তু আমরা প্রকাশ হইয়াছি ঈশ্বরের

ঠাঁই ও ভরসা করি যে আমরা প্রকাশ হইয়াছি তোমার
১২ দের মনে। একারন আমরা আপনারদিগকে পুনর্ব্বার
ব্যাখ্যা করি না তোমারদের স্থানে কিন্তু তোমারদিগকে
দর্প কথা কহিবার কারন দেই আমারদের বিষয়
তোমারদের কিছু হইবার জন্য প্রত্যুত্তর করিতে
তাহারদিগকে যাহারা দর্শনে দর্পি হয় কিন্তু অন্তঃ
১৩ করনে নহে। একারন আমরা মত্ত হইলে তাহা
ঈশ্বরের স্থানে কিম্বা সল্লোক হইলে তাহা তোমার
১৪ দেরার্থে। এজন্য খ্রীষ্টের প্রেম জোর করে
আমারদিগকে এমন বিচার করিলে যদি এক জন
মরিলেন সকলের কারণ তবে সমস্ত মৃত্যু হইল।
১৫ ও তিনি মরিলেন সমস্তের কারন যাহারা বাঁচে
তাহারা এখন হইতে না বাঁচনার্থে আপনারদের প্রষ্ঠে
কিন্তু তাহার প্রষ্ঠে যিনি মরিলেন ও পুনর্ব্বার উঠিলেন
১৬ তাহারদের কারন। অতএব এখন হইতে আমরা
কাহাকে জানি না ঐহিকেরানুযায়ি ও খ্রীষ্টকে
ঐহিকেরানুযায়ি জানিয়া এখন হইতে তাঁহাকে
১৭ আর বার জানি না। অতএব কোন কেহ খ্রীষ্টে
হইলে নূতন সৃষ্টি আছে। পুরাতন যাইয়া সকলে
১৮ নূতন আছে। এবং সমস্ত ভগবান হইতে যিনি
মিলান করিয়াছেন আমারদিগকে আপনার সঙ্গে
য়েশু খ্রীষ্ট দিয়া ও মিলানের সেবা দিয়াছেন আমার
১৯ দিগকে তাহা এই ঈশ্বর হইলেন খ্রীষ্টে জগতকে
মিলান করিতে২ আপনার সঙ্গে তাহারদের পাপ

হিসাব না করিয়া তাহারদের ঠাঁই ও দিয়াছেন আমার
২০ দিগকে মিলনের কথা। অতএব আমরা খ্রীষ্টের
উকিল। তন্নিমিত্ত ঈশ্বর যেন সাধনা করিতেন
আমারদের মারফত আমরা খ্রীষ্টের বদলে সাধনা
করি তোমারদিগকে মিলন হও ঈশ্বরের সহিৎ।
২১ একারন যিনি পাপ জানিলেন না তাহাকে তিনি
করাইয়াছেন পাপীয় আমারদের কারন আমরা তাহাতে
ঈশ্বরের ধর্ম্মী বিখ্যাত হইবারার্থে। তবে আমরা সহ

পর্ব্ব ৬

কর্ত্তা হইয়া সাধনা করি তোমারদিগকে ভগবানের
২ অনুগ্রহ নিরর্থক না লইতে একারন তিনি কহেন
আমি গ্রহনিত কালে শুনিয়াছি তোমাকে ত্রানের
দিনে উপগার করিয়াছি তোমাকে দেখ এখন
৩ উপযুক্ত সময় এখন ত্রানের দিন। কোন চিত্ না
৪ দিয়া এ সেবার দোষ না হইবার জন্য কিন্তু সকল
কার্য্যেতে আপনারদিগকে প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরের
সেবকের মত অনেক ধৈর্য্যমান হইয়া দুঃখে উন্নাস্তিতে
৫ অনাথ কালে প্রহরে কারাগারে হুড়াহুড়িতে শ্রমে
৬ চৌকি করিতেং উপবাস করিতেং নির্ম্মল হইয়া জ্ঞানি
হইয়া বহুকাল ধৈর্য্যমান হইয়া প্রিত করিয়া ধর্ম্মাত্মা
৭ পাইয়া নির্ভাজঁ প্রেম করিয়া সত্যতার কথা কহিয়া
ভগবানের পরাক্রম লইয়া প্রকৃতার্থের সাজ দক্ষিন ও
৮ বামে করিয়া সম্ভ্রম ও অসম্ভ্রমে অপযশ ও যশে যেমন
প্রতারক কিন্তু সত্যবাদি যেমন অজ্ঞাত কিন্তু বহুজ্ঞাত
৯ যে মত মরিতেছি ও দেখ আমরা বাঁচি যেমন সাজা
১০ খাইয়া কিন্তু হত্যা নহি যেমন দুঃখিত কিন্তু সর্ব্ব

কাল আনন্দিত যেমন গরিব কিন্তু অনেক লোককে ধনবান করাইতেং যেমন অধিকার হিন কিন্তু সকলের অধিকারি হইয়া ।

১১ করিন্তিরে আমারদের মুখ খোলা হইয়াছে তোমারদের ঠাঁই আমারদের অন্তঃকরন বড় হইয়াছে ।
১২ তোমরা আমারদের মধ্যে গুন নহ কিন্তু আপনার
১৩ দের অন্তরে গুন হইয়াছ । এখন ইহার ফলের জন্য আমি কহি যেমন আমার শিশুকে তোমরা ও বড়
১৪ হও । অসমান জোট হইও না অভক্তেরদের সহিৎ একারন ধর্ম্ম অধর্ম্মের কি সমযোগ ও আলো
১৫ অন্ধকারের কি প্রিত খ্রীষ্ঠ বেলড়িলের কি সদ্ভাষ ও
১৬ ভক্ত অভক্তে কি সহভাগ ঈশ্বরের মন্দির ও দেবতার কি মিলন । একারন তোমরা জীবত ঈশ্বরের ঘর যেমন ঈশ্বর কহিয়াছেন আমি বাস করিব ও বেড়াইব তাহারদের মধ্যে আমি হইব তাহারদের ঈশ্বর ও
১৭ তাহারা হবে আমার লোক । অতএব যিহুহা বলেন বাহির হও তাহারদিগ হইতে ও আলাদা হও অশুচি স্পর্শ করিও না এবং আমি গ্রহন করিব তোমার
১৮ দিগকে আমি ও হইব তোমারদের পিতা ও তোমরা হবা আমার পুত্র কন্যা বলেন সর্ব্ব শক্তি যিহুহা ।

পর্ব্ব ৭

অতএব প্রিয়হে এমন অঙ্গিকার পাইয়া আমরা আপনার দিগকে পরিষ্কার করি শরীর ও আত্মার সমস্ত মল হইতে ভগবানের ভয়েতে পুন্য পূর্ন্ন করিতেং ।

২ আমারদিগকে গ্রহন কর আমরা কোন কাহার অপকার করিলাম না আমরা কাহাকে দুর্ম্মতি করাই

লাম না আমরা কোন কাহাকে ভ্রান্তি জন্মাইলাম না।
৩ আমি ইহা কহি না তোমারদের দোষাদোষার্থে একারন পূর্ব্বে কাহয়াছি যে তোমরা আমারদের হৃদয়ে বাঁচিতে
৪ মরিতে তোমারদের সহিৎ। তোমারদের ওপরে আমরা বড় সাহসি তোমারদের ওপরে আমরা বড় দর্পি। আমি শান্তনা পূর্ন্নিৎ আমি বড় আনন্দ
৫ করি আমারদের সকল দুঃখে। একারন যাকি দনিয়ায় আইলে আমারদের শরীর কিছু বিশ্রম পাইল না কিন্তু সর্ব্বত্র ব্যাম্রহ পাইলাম বাহিরে যুদ্ধ ভিতরে
৬ ভয়। কিন্তু মৃদুর শান্তানা কর্ত্তা ঈশ্বর শান্তানা
৭ করিলেন আমারদিগকে টিটসের আইসনে। এবং তাহার আইসনে কেবল নহে কিন্তু সে শান্তনা দিয়া যাহাতে সে শান্তনা পাইল তোমারদিগ হইতে তোমার দের অভিলাষ তোমারদের শোক তোমারদের ওষ্কত্ব আমার কারন কহিলে আমি আরং আনন্দ করিলাম।
৮ আমি তোমারদের ঠাঁই পত্র পাঠাইয়া আকুল করাইলাম তোমারদিগকে তথাচ আমি পূর্ব্ব খেদ করিলে খেদ করি না। একারন আমি দেখি সে পত্র আকুল
৯ করাইল তোমারদিগকে কেবল কিঞ্চিৎ কাল। এখন আমি আনন্দ করি নহে তোমারদের শোকাকুল হওনার্থে কিন্তু তোমারদের খেদেতে শোকিত করনার্থে একারন ঈশ্বরের মাননে শোকিত হইলা আমার
১০ দিগ হইতে কিছু অপচয় না পাওনের জন্য একারন ঈশ্বরের পুচ্ছে শোক অখেদ্য খেদ ওৎপন্ন করে ত্রান পর্য্যন্ত কিন্তু জগতের শোক মৃত্যু ওৎপন্ন করে।

১১ একারন দেখ ইহাতে তোমরা ঈশ্বরের প্রক্ষে শোকিৎ হইলে তাহা কেমন যত্ন ওৎপন্ন করিল তোমারদের মধ্যে বটে কেমন নিমিত্ত কথা কেমন কোপ কেমন ভয় কেমন অভিলাষ কেমন ওঞ্চত্ব কেমন দায়া এ
১২ সকলে তোমরা এ কার্য্যেতে নির্ম্মল আমি লেখিয়াছি কিন্তু তথাচ দোষগ্রহন্বের কারন নহে কিম্বা তাহার কারন যে হিংসা পাইল কিন্তু প্রকাশ করনের কারন আমারদের যত্ন তোমারদের জন্য যাহা ভগবানের
১৩ সম্মুখে। অতএব আমরা শান্ত হইয়াছে তোমার দের শান্তনায় এবং আমরা টিটসের আগমনে বিস্তর আনন্দ করিলাম একারন তাহার আত্মার বিশ্রম হইল
১৪ তোমারদের করনক। অতএব আমি তোমারদের বিষয় কোন দর্প কথা কহিলে লজ্জিৎ নাহি কিন্তু যেমন আমরা সকলে সত্য কথা কহিয়াছি তেমন আমারদের দর্প কথা যাহা কহিয়াছি টিটসের গোচরে
১৫ সত্য জ্ঞাত হইয়াছে এবং তাহার অতি স্নেহ আর বিস্তারিত আছে তোমারদের দিগে তোমারদের সকলের আজ্ঞা বর্ত্তিতা মনে পাইয়া কি মত তোমরা গ্রহন করিলা তাহাকে ভয় ও কাম্প করিতেং।
১৬ আমি সকলে তোমারদের কার্য্যে বিশ্বাস করিতে পারি অতএব হৃষ্ট হইয়াছি।

পর্ব্ব ৮ এখন ভ্রাতাগন আমরা ঈশ্বরের সে অনুগ্রহ জানাই তোমারদিগকে যাহা দেয়া গিয়াছে মাকিদনিয়ার
২ মণ্ডলিতে কি মত্ত সে বড় দুঃখের পরিক্ষায় তাহার

দের বিস্তর আনন্দ ও দারিদ্র্যতা অধিক হইল
৩ তাহারদের দাতাশীলের ধন পর্য্যন্ত। অতএব আমি
সাক্ষী দেই যে তাহারা সেচ্ছুক ছিল তাহারদের পর
ক্রমের মত বটে ও তাহারদের পরাক্রমের অধিক
৪ আমারদিগেকে বহু সাধনা করিয়া লইতে সে দান
৫ ও পুন্যবানকে সেবা করনের কার্য্য। এবং এই
আমারদের ভরসার মত নহে কিন্তু প্রথম আপনার
দিগেকে দিল প্রভুকে তারপর আমারদিগেকে ঈশ্বরের
৬ ইচ্ছায়। এনিমিত্ত আমরা টিটসকে বলিলাম যে
মত আরম্ভ করিয়া ছিল সে মত ও পুর্ন্ন করিতে সেই
৭ অনুগ্রহ তোমারদের মধ্যে। অতএব যেমন তোমরা
সকলে অধিক হইয়াছ ভক্তি ও ভাষা ও জ্ঞান ও যত্ন
ও প্রেমে আমারদেগেকে তেমন ও এ অনুগ্রহতে অধিক
৮ হও। আমি কর্ত্তার মত কহি না কিন্তু অন্যের
যত্ন দেখিয়া ও তোমারদের প্রেমের নির্ম্মল্যতাতে।
৯ একারন তোমরা জান আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের
অনুগ্রহ কেমন তিনি ধনবান হইয়া তোমারদেরার্থে
গরিব হইয়াছেন তোমরা তাহার দারিদ্র্যতায় ধনি
১০ হইবার নিমিত্ত। ও ইহাতে আমি পরামর্শ দেই
একারন এই তোমারদের উচিত কার্য্য যে গত বৎসরে
করিতে আরম্ভ করিলা কেবল করিতে না কিন্তু প্রানপন
১১ করিতে। অতএব এখন পুর্ন্ন কর তোমারদের সরবরা
তাহাতে যেমন ইচ্ছা করিবার মন ছিল তেমন করিবার
১২ হইতে পারিবে তোমারদের সামিগ্রীর মত। একারন
করিবার মন হইলে কার্য্য গ্রহন আছে সংস্থার মত

১৩ ও তাহার অসংস্থার মত নহে। আমি ইহা কহি
১৪ না অন্যের সুখ ও তোমারদের দুঃখের কারন কিন্তু
সমান হওনের জন্য তাহাতে এ সময় তোমারদের
অধিক হবে তাহারদের ঊনত্ব ও তাহারদের অধিক
হবে তোমাদের ঊনত্ব যোগানার্থে এক সমান হইবার
১৫ নিমিত্ত যেমন লিপি আছে যাহার বিস্তর তাহার
অধিক কিছু নহে ও যাহার অল্প তাহার কমি
কিছু নহে।

১৬ কিন্তু ঈশ্বরের স্তব হওক যিনি দিয়াছেন এ বড়
চিন্তা টিটসের অন্তঃকরনে তোমারদের কারন।
১৭ এজন্য সে নিতান্ত মানিল সে স্তোভ কিন্তু আর
ভাবিত হইয়া আপন ইচ্ছায় গেল তোমারদের ঠাঁই।
১৮ আমরা ও পাঠাইলাম তাহার সঙ্গে সে ভ্রাতা যাহার
১৯ মঙ্গল সমাচারে সুখ্যাত আছে সকল মণ্ডলিতে ও
তাহা কেবল নহে কিন্তু যে নিযুক্ত হইল মণ্ডলিতে
আমারদের সহগামি এ অনুগ্রহ বহিতে যাহা আমরা
প্রকাশ করি সেই প্রভুর গৌরবে ও তোমারদের ঐচ্ছিক
২০ মন প্রকাশ করিতে সাবধান করিয়া কেহ যেন
অপকীর্ত্তি করে না এ বিস্তারের জন্য যাহা সেবা
২১ হইয়াছে আমারদের করনক উপযুক্ত বস্তু যোগাইয়া
প্রভুর গোচরে কেবল নহে কিন্তু মানুষের ও।
২২ আমরা ও সঙ্গে পাঠাইলাম আমারদের ভ্রাতা যাহাকে
অনেকে বার২ জানিলাম নিরালিস্য কিন্তু এখন
আর নিরালিস্য সে বড় সাহসের কারন যাহা
২৩ তোমারদের উপর। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে

তিটসের বিষয় সে আমার সাথি ও সহকর্ত্তা তোমারদের কার্য্যে কিম্বা আমারদের ভ্রাতাগনের বিষয় তাহারা মণ্ডলির দূত ও খ্রীষ্টের মহিমা।
২৪ অতএব তাহারদের মধ্যে ও সকল মণ্ডলির গোচরে প্রকাশ কর তোমারদের প্রেমের প্রমান তাহারদিগকে ও আমারদের দর্পের প্রমান তোমারদের বিষয়।

পর্ব্ব ৯

তোমারদিগকে লেখিতে পুন্যবানকে সেবা করনের বিষয় আমার আবশ্যক নহে। একারন আমি জানি তোমারদের ঐচ্ছুক মন যাহাতে ও আমি দর্প কথা কহি তোমারদের বিষয় মাকিদনিয়া লোককে যে আখায়া প্রস্তুত ছিল গত বৎসর এবং তোমারদের
৩ তাপ অনেকের আসা চাগাইয়াছে। কিন্তু আমার দের দর্প কথা ইহাতে নিরর্থক না হওনার্থে আমি ভ্রাতাগনকে পাঠাইয়াছি তোমরা প্রস্তুত হওনার্থে যে
৪ মত আমি বলিয়াছি কি জানি মাকিদনিয়া লোক আমার সহিত আইসে ও তোমারদিগকে অপ্রস্তুত পাইলে আমারদের লজ্জা হইত এ সাহস দর্পে তোমার
৫ দের লজ্জা ও না কহিতে। অতএব আমি বিচার করিলাম এ [illegible] ভ্রাতাগনকে কহিতে তোমারদের নিকট ওতরিয়া পূর্ব্বে প্রস্তুত করিতে তোমারদের সে দান মঞ্জুর তাহা দানের মত ও বখিলির মত না
৬ হওনের জন্য। একারন যে কেহ কমি বুনে সে কমি ফসল পাইবে ও যে বেসি বুনে সে বেসি ফসল
৭ পাইবে। প্রতি জন যে মত আপনার অন্তঃকরনে

ঠাওরে তেমন দেওক বখিলে কিম্বা জোরেতে নহে
৮ একারন ঈশ্বর প্রেম করেন আল্হাদ দাতা। ঈশ্বর
ও সকল অনুগ্রহ বাড়াইতে পারেন তোমারদের দিগে
তাহাতে তোমরা সদা কাল সকল বিষয়তে পরিতোষ
হইয়া সকল ভাল কর্ম্মে অধিক হইতে পারিবা।
৯ যেমন লিপি আছে সে ছড়িয়াছে সে দিয়াছে
১০ দরিদ্রকে তাহার ধর্ম্ম থাকে সর্ব্ব কাল। যিনি
বীজ দেন বুনককে ও খাইবার কারন ভক্ষ্য তিনি
বাড়াওন তোমারদের বুনন ও বেসি করুন তোমারদের
১১ ধর্ম্মের ফল সকলে ধনবান হইয়া সকল একশীল
তাতে যাহা আমারদের করনক করে ঈশ্বরের স্তব।
১২ একারন দানের সেবা করিতে পুন্য লোকের ঊন্নাস্তি
কেবল যগুায় না কিন্তু অধিক হইয়াছে ঈশ্বরের
১৩ অনেকের স্তবেতে যাহারা এ সেবার প্রমান দেখিয়া
ঈশ্বরের স্তব করে তোমরা খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচারের
বস হওনের কারন এবং তোমারদের একান্ত দাতা
শীলের কারন যাহা তাহারদিগে এবং সকলের
১৪ দিগে ও যাহারা তাহারদের নিবেদনে তোমারদের
নিমিত্ত চাহে তোমারদের কল্যান ঈশ্বরের সে বিস্তর
১৫ অনুগ্রহের জন্য যাহা তোমারদিগে। ঈশ্বরকে হওক
স্তব তাহার অকথ্য দানের কারন।

পর্ব্ব ১০ এখন আমি পাওল আপনি খ্রীষ্টের মৃদুতা ও
নম্রাত্মাতা লইয়া সাধনা করি তোমারদিগকে আমি

যে বিদ্যমান হইয়া ক্ষীন হইয়াছি কিন্তু অবিদ্যমান
২ হইয়া নির্ভয় তোমারদের দিগে আমি মাবিনা করি
বিদ্যমান হইয়া যেন নির্ভয় হওনের আবিশ্যক হবে
না সে সাহসে যাহাতে আমি কহিতে মনে করি
কতক লোকেরদিগকে যাহারা আমারদের গতি ঠাওরে
৩ যেন আমরা চলিতাম ঐহিকের মত। একারন
আমরা ঐহিকের মত চলিলে তত্রাপি যুদ্ধ করি না
৪ ঐহিকের মত। একারন আমারদের সংগ্রামের
অস্ত্র ঐহিকের নহে কিন্তু ঈশ্বরে পরাক্রান্ত শক্ত গড়
৫ ভঙ্গনের জন্য ন্যায় ও প্রতি ওচ্চকে ওল্টিতেং
যাহা ঈশ্বর জ্ঞানের বিপরিতে খাড়া থাকে ও প্রতি
৬ মনোদ্ভব খ্রীষ্টের আজ্ঞার বস করিতেং এবং
আক্রোস হইয়া নির্ঘাত করিতে সকল অমাননকে
তোমারদের আজ্ঞা বর্ত্তিতা পূর্ন্ন হইয়া।———

৭ তোমরা দেখিতেছ বাহ্যে। যদি কোন কেহ সাহসি
হইয়া বলে আমি খ্রীষ্টের তবে সে আরবার বুঝুক
৮ যেমন সে তেমন আমরা ও খ্রীষ্টের। একারন
আমি আমারদের সে পরাক্রমের বিষয় কিছু দর্প
৯ কহিলে লজ্জিৎ হব না যাহা প্রভু দিয়াছেন আমার
দিগকে হিতার্থে ও সংহারার্থে নহে পত্র দিয়া
ভয় দেখানের মত না হইবারার্থে। একারন
১০ লোক বলে তাহার পত্র ভারি ও শক্ত কিন্তু তাহার
১১ শরীর অশক্ত ও তাহার বাক্য অপঘর্শি। এ
প্রকার লোক বুঝুক যে মত অবিদ্যমান হইয়া আমার
দের পত্রের কথা সে মত ও আমারদের কর্ম্ম হইবে

১২ বিদ্যমান হইয়া একারন আমরা আপনারদিগকে কহিতে পারি না তাহারদের মধ্যে কিম্বা তুলানা করিতে পারি না তাহারদের সহিৎ যাহারা ব্যাখ্যা করে আপনারদিগকে। কিন্তু তাহারা পরস্পর মাপিতেং ও তুলানা করিতেং অজ্ঞান হইল।
১৩ আমরা দর্প কথা কহি না আপনারদের অপরিমানে কিন্তু সে বিধানের মাপের মত যাহা ঈশ্বর ভাগ করিয়া দিয়াছেন আমারদিগকে সে পরিমান লাগিবে তোমার
১৪ দের ঠাঁই। আমরা আপনারদিগকে বাড়াই না যেন না লাগিতাম তোমারদিগকে একারন আমরা আইলাম তোমারদের ঠাঁই খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার
১৫ চেড়ি দিতেং। অতুল্য দর্প কথা না কহিতেং অন্যের কার্য্যের বিষয় কিন্তু ভরসা করিতেং যে তোমার দের ভক্তি বড় হইলে আমরা আমারদের বিধানের মত সম্ভ্রম পাইব তোমারদিগ হইতে যে মত আরং
১৬ বাড়িব মঙ্গল সমাচার চেড়ি দিতে তোমারদের ওদিগের দেশে এবং দর্প কথা না কহিতে অন্য লোকের বিধানে যাহা প্রস্তুত আমারদের কারনে।
১৭ কিন্তু যে জন দর্প কথা কহে সে কহুক যিহুহাতে একারন যে জন আপনাকে ব্যাখ্যা করে সে গ্রহনিত নহে কিন্তু যে জন যিহুহা ব্যাখ্যা করেন।

পর্ব্ব হে তোমরা আমার ক্ষিপ্ততায় কিছু সহিষ্ণুতা কর
১১ আমাকে বটে সহিষ্ণুতা কর আমাকে। একারন আমি ঈশ্বরীয় স্বনা তোমারদের বিষয় তোমার দিগকে দিতে খ্রীষ্টকে যেমন সতি আইবড় কন্যা

একারন আমি বরিয়াছি তোমারদিগকে এক স্বামীকে।
৩ কিন্তু আমি ভাবনা করি পাছে কোন মত যেমন সর্প
তাহার কুজ্ঞান দিয়া প্রতারিল হ্বায়াকে তেমন তোমরা
৪ দুর্ম্মতি হইত খ্রীষ্টের দিগের নির্ম্মাল্যতা হইতে। একারন
যে আইসে যদি ছেড়ি দেয় আর কোন য়েশুকে
যাহাকে আমরা ছেড়ি না দিয়াছি কিন্তু যদি তোমরা
পাও আর কোন আত্মা যাহাকে না পাইয়াছ কি আর
কোন মঙ্গল সমাচার যাহা তোমরা গ্রহন না
করিয়াছ তবে নিশ্চয় সহিষ্ণুতা করিতে জয়ায়।
৫ একারন আমি বুঝি যে আমি কোন মতে অতি শ্রেষ্ঠ
৬ প্রেরিতের পশ্চাৎ নাহি। একারন আমি বাক্যে
মূর্খ হইলে তত্রাপি জ্ঞানে নাহি। কিন্তু সকলে
প্রকাশ হইয়াছি তোমারদিগকে সমস্ত বিষয়তে।
৭ আপনাকে সম্ভ্রম করিয়া তোমারদের সম্ভ্রমার্থে
অপরাধ করিয়াছি আমি একারন আমি ঈশ্বরের মঙ্গল
৮ সমাচার তোমারদিগকে নিষ্কর ছেড়ি দিয়াছি আমি
চুরি করিলাম আর২ মণ্ডলিকে মাহিনা লইয়া তাহার
৯ দিগ হইতে তোমারদের কার্য্যের কারন। আমি
ও তোমারদের বিদ্যমান হইলে হীন হিন হইয়া কোন
কাহার কানোড়া ছিলাম না একারন জাহা২ আমি
চাহিয়াছি তাহা সে ভ্রাতাগন যোগাইল যাহারা আইল
মাকিদনিয়া হইতে সকল কার্য্যে ও আপনাকে তোমার
দের কানোড়া হইতে রাখিয়াছি ও সে মত আপনাকে
১০ রাখিব। খ্রীষ্টের সত্যতা আমারে থাকিলে কেহ আমার
এ দর্প কথা নিবারন করিতে না পাইবে আখায়ার সমস্ত

১১ সভায়। কেন। আমি তোমারদিগিকে প্রেম না
১২ করনার্থে। ঈশ্বর জানেন। কিন্তু যাহা করিতেছি তাহা করিব তাহারদের হেতু নিশেধ করিতে যাহার হেতু চাহে তাহাতে যাহারা সে বিষয়তে দর্প কথা
১৩ কহে প্রকাশ হইবে যে মত আমরা। একারন ইহারা মিথ্যা প্রেরিত চাতুরি কর্ত্তা আপনারদিগিকে বদল করিয়া
১৪ খ্রীষ্টের প্রেরিতে। ও এ অসম্ভব নহে একারন সয়তান
১৫ আপনি বদল হইয়াছে দীপ্তির দূতে। অতএব তাহার সেবক ও ধর্ম্মের সেবকের মতে বদল হইলে কি অসম্ভব যাহারদের শেষ হবে তাহারদের কার্য্যের
১৬ মত। পুনর্ব্বার আমি বলি কেহ বুঝুক না আমাকে অজ্ঞান। কিন্তু তাহা না হইলে অজ্ঞানের মত গ্রহন কর আমাকে আমি কিছু দর্প কথা কহিবার
১৭ জন্য। যাহা আমি কহি তাহা আমি কহি না য়িশুহার মত কিন্তু অজ্ঞানেতে এ দর্প কহনের
১৮ সাহসে। অনেক লোক ঐহিকের মত দর্প কথা
১৯ কহি সেকারন আমি ও দর্প কথা কহিব। তোমরা ও অতি জ্ঞানবান হইয়া অজ্ঞান লোককে অবশ্য
২০ সহিষ্ণুতা করিতে পার। একারন কেহ তোমার দিগিকে দাস করাইলে কিম্বা খাইয়া ফেলিলে কিম্বা জোর করিয়া লইলে তোমারদের ধন কেহ আপনাকে বাড়াইলে তোমারদিগিকে চড় মারিলে
২১ তোমরা তাহা সহিষ্ণুতা কর। আমি অপমানের কথা কহি যে মত আমরা অশক্ত হইতাম অবশ্য যাহাতে আর কেহ সাহসে আমি অজ্ঞানের মত কহি

২২ তাহাতে ও আমি সাহসি। তাহারা এব্রি। তাহা আমি। তাহারা য়িশরালী। আমি তাহা। তাহারা
২৩ আবরহামের সন্তান। আমি ও তাহা। তাহারা খ্রীষ্টের সেবক। আমি অজ্ঞানি কহি আমি তাহা হইতে অধিক। কার্য্যে অধিক প্রহারে অপ্রমিত কারাগারে
২৪ বারেং পুনঃং মৃত্যুতে পাঁচ বার এক কম চল্লিশ
২৫ মারি খাইলাম য়িহোদীরদের হাতে তিন বার আমি লাটির মারি খাইলাম এক বার পাথর মারি খাইলাম তিন বার জাহাজ ভগ্ন পাইলাম এক দিবা
২৬ রাত্রি গভীরে থাকিলাম পুনঃং যাত্রা করিতেং নদীর আপদে ডাকাইতের আপদে আমার সদেশির আপদে আপদে অন্য বর্ণের মধ্যে আপদে সহরে আপদে অরন্যতে আপদে সমুদ্রে আপদে মিথ্যা ভাইর মধ্যে
২৭ মেহনত ও শ্রমে পুনঃং জাগা থাকিয়া ক্ষুধিৎ ও তৃষ্ণিৎ হইয়া পুনঃং ওপবাস করিতেং শিত ও
২৮ অনগ্নতাতে বাহিরে কার্য্য বই সমস্ত মণ্ডলির চিন্তা
২৯ যাহা প্রতি দিনে আমার বর্ত্তমানে দৌড়ে। কে অশক্ত হইলে আমি অশক্ত নহি। কে তুচ্ছিৎ হইলে আমি
৩০ জলি না। আমার দর্প কথা কহিবার আবশ্যক হইলে দর্প কথা কহিব আমার অশক্তির বিষয়
৩১ আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা যিনি সচ্চিদানন্দ তিনি জানেন যে আমি মিথ্যা কথা কহি
৩২ না। দামাশেক সহরে আরেতাস রাজার দেয়ান চৌকি রাখিল দামাশীরদের সহরে নিয়ম করিয়া
৩৩ আমাকে ধরিতে তখন আমি খড়কি দিয়া ডালি

করিয়া নামিয়া ছিলাম দেয়ালের কাছে ও সে মত তাহার হাত ছাড়াইলাম।

পর্ব্ব ১২ আমি দর্প কথা কহিতে নিশ্চয় উপযুক্ত নহে আমি আসিব কহিতে যিশুহার দর্শন ও প্রকাশ। ইহার পূর্ব্বে বৎসর চদ্দেক আমি চিনিলাম এক জন খ্রীষ্টে শরীরের মধ্যে কি শরীরের বাহিরে আমি বলিতে পারি না ঈশ্বর জানেন এমন যাহাকে ছোঁ দিয়া লইয়া ৩ গেল তৃতীয় স্বর্গেতে। বটে আমি জানিলাম এমন মানুষকে শরীরের মধ্যে কি শরীরের বাহিরে ৪ আমি জানি না ঈশ্বর জানেন তাহাকে ফারদীশে আকর্ষিত হইল ও শুনিল অকথ্য কথা যাহা মানুষ ৫ কহিতে অকর্ত্তব্য। এমন লোকের বিষয় দর্প কথা কহিব কিন্তু আপনার বিষয় দর্প কথা কহিব না ৬ কেবল আমার অশক্তির বিষয়। আমি দর্প কথা কহিতে চাহিলে ক্ষিপ্ত হব না একারন আমি সত্য কথা কহি। কিন্তু চুপ করিয়া থাকি পাছে কেহ আমার বিষয় কথা কহে তাহা হইতে অধিক যাহা ৭ দেখে আমাতে কি শুনে আমার বিষয়। এবং আমি অতুল উল্লাশিত না হইবার কারন এ বিস্তর প্রকাশেতে আমাকে দাতব্য হইল এক কাঁটা অঙ্গে সয়তানের এক চর আমাকে মারিতে আমি অতি উল্লাষিৎ না ৮ হওনার্থে। পরে আমি তিন বার যিশুহাকে নিবেদন ৯ করিলাম তাহা ঘুচিতে। তাহাতে তিনি বলিলেন আমার অনুগ্রহ তোমার কারন প্রচুর এ জন্য আমার বল

তোমার অশক্তিতে শুদ্ধ। অতএব আমি হরিষ মনে দর্প কথা কহিব আমার অশক্তির বিষয় খ্রীষ্টের
১০ পরাক্রম আমারে বাস করনের জন্য। অতএব আমি অশক্তিতে নিন্দায় দারিদ্রতায় বিপক্ষতায় বিস্ময় গতিতে হৃষ্ট হইয়াছি খ্রীষ্টেরার্থে একারন আমি অশক্ত হইয়া বলবান হই।——

১১ আমি দর্প কথা কহিতেং অজ্ঞান হইয়াছি তোমরা তাহা করাইয়াছ আমাকে একারন আমার কর্ত্তব্য তোমারদের ব্যাখ্যা পাইতে এজন্য আমি কিছু না হইয়া তত্রাপি কোন মতে অতি শ্রেষ্ঠ প্রেরিতের কিছু
১২ কমি নাহি। নিতান্ত প্রেরিতের চিহ্ন প্রকাশ হইল তোমারদের মধ্যে সকল ধৈর্য্য করিয়া চিহ্ন ও চমৎ
১৩ কার ও পরাক্রমে। একারন তোমরা আর মণ্ডলির অসম কেন ইহা ব্যতিরেক আমি ভারি জিলাম না
১৪ তোমারদিকে। এ দোষ মাফ কর। দেখ এ তৃতীয় বার আমি প্রস্তুত হইয়াছি তোমারদের ঠাঁই যাইতে। এবং আমি ভারি হইব না তোমারদিগকে একারন আমি চেষ্টা করি না তোমারদের কিন্তু তোমারদিগকে ইহাতে শিশু সঞ্চয় করিতে পিতা মাতার নিমিত্ত অকর্ত্তব্য কিন্তু পিতা মাতা সঞ্চয় করিতে শিশুর
১৫ কারন কর্ত্তব্য। আমি ও হরিষ মনে খরচ ও শূন্য করিব তোমারদের প্রানের জন্য কিন্তু আমি তোমারদিগকে অতি প্রেম করিয়া তথাচ কমি প্রেম
১৬ পাই। কিন্তু হওক আমি বোঝা করিলাম না তোমারদিগকে কিন্তু চাতুরি হইয়া প্রতারনায় ধরিলাম

১৭ তোমারদিগকে। আমি লাভ পাইলাম তোমারদিগ হইতে কোন কাহার মারফত যাহাকে পাঠাইলাম
১৮ তোমারদের ঠাঁই আমি সাধনা করিলাম টিটসকে ও এক জন ভাই পাঠাইলাম তাহার সঙ্গে। টিটস লাভ পাইয়াছে তোমারদিগ হইতে। আমরা চলিলাম না এক আত্মাতে ও এক পথে।

১৯ পুনর্ব্বার বুঝ তোমরা যে আমরা বাহানা করিতেছি তোমারদরে ঠাঁই। আমরা খ্রীষ্টে কহি ভগবানের গোচরে ও সকল করি প্রিয়রে তোমারদের হিতার্থে।
২০ কিন্তু আমি ভয় করি পাছে আমি আইলে পাই না তোমারদিগকে যেমন আমার মন ও আমাকে প্রাপ্ত না হইবে যেমন তোমারদের মন পাছে কচকচ দ্বেশ ক্রোধ ঝকরা নিন্দা ফুসং গুমানি হুড়াহুড়ি হয়
২১ পাছে আমি আরবার তোমারদের মধ্যে আইলে আমার ঈশ্বর লজ্জা দিবেন আমাকে এবং আমি শোকিত হইব অনেক লোকের বিষয় যাহারা পাপ করিয়াছে ও খেদ করে না সে অসত ক্রিয়া ও পরদার ও কাম যাহা করিয়াছে।

পর্ব্ব ১৩ এ তৃতীয় বার আমি আসিতেছি তোমারদের ঠাঁই। দুই তিন সাক্ষীর মুখ হইতে প্রতি কথা স্থির হইবেক।
২ আমি পূর্ব্বে বলিলাম তোমারদিগকে এবং এখন বলি যে মত দ্বিতীয় বার উপস্থিৎ হইতাম ও অনুপস্থিৎ হইয়া এখন লেখি তাহারদের ঠাঁই যাহারা পূর্ব্বে পাপ

করিয়াছে ও আর সমস্তকে যে আমি আরবার আইলে
৩ তোমারদিগকে ক্ষেমা করিব না এ নিমিত্ত তোমরা
খ্রীষ্ট আমার মধ্যে বলনের প্রমান চেষ্টা কর যিনি
অশক্ত নহে তোমারদিগে কিন্তু মহাবলবন্ত তোমারদের
৪ মধ্যে। তিনি দুর্ব্বলতায় ক্রুসে খুন হইলেন সে
সত্য কিন্তু বাঁচেন ভগবানের পরাক্রমে আমরা ও
তাহার মধ্যে অশক্ত হইয়া বাঁচিব তাহার সঙ্গে
৫ ঈশ্বরের পরাক্রমে যাহা তোমারদের দিগে। আপনার
দিগকে বিচার কর যদি ভক্তিতে কি না আপনারদের
পরিক্ষা কর। আপনারা জ্ঞাত নহ যে তোমরা টকলবি
৬ না হইলে য়েশু খ্রীষ্ট তোমারদের মধ্যে। কিন্তু
আমার ভরসা আছে যে তোমরা জ্ঞাত হইবা যে
৭ আমরা টকলবি নহি এখন আমি তোমারদের দোষ
না করনার্থে প্রার্থনা করি ভগবানকে আমার
দের ব্যাখ্যানার্থে নহে কিন্তু তোমরা নির্ম্মল কার্য্য
৮ করনার্থে যদি আমরা টকলবি হই। একারন আমরা
কিছু করিতে পারি না সত্যতার বিপরিতে কিন্তু
৯ সত্যতার পক্ষে। একারন আমরা অশক্ত ও তোমরা
বলবান হইলে আমারদের আনন্দ। আমরা ও
১০ তোমারদের শুদ্ধতা চাহি। অতএব আমি অনুপস্থিৎ
হইয়া ইহা লেখি পাছে বিদ্যমান হইলে আমি জোর
করিব সে পরাক্রমানুযায়ি যাহা য়িহুহা দিয়াছেন
আমাকে হিতার্থে ও সংহারার্থে নহে।——

১১ আর কি ভাইরে। হৃষ্ট হও শুদ্ধ হও শান্ত হও এক
শীল হও নির্বিরোধি হও তাহাতে প্রেম ও বিরোধের

১২ ঈশ্বর হইবেন তোমারদের সহিৎ। এক জন আর
১৩ এক জনকে নমস্কার কর পবিত্র চুম্বন করিয়া। সকল
১৪ পুন্য লোক নমস্কার করে তোমারদিগকে। আমার
দের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও ঈশ্বরের প্রেম এবং
ধর্ম্মাত্মার সম্ভাষ হওক তোমারদের সকলের সহিৎ।
আমেন।——

পাঁওল প্রেরিতের পত্র গালাতীকে

১ প্রথম পর্ব্ব

১ পাঁওল প্রেরিত মানুষের নহে মানুষ হইতে নহে কিন্তু যেশু খ্রীষ্ট ও ভগবান পিতা হইতে যিনি মৃত্যু ছাড়িয়া
২ উঠাইলেন তাহাকে ও সে সমস্ত ভ্রাতা যাহারা
৩ আমার সঙ্গে গালাতিয়া মণ্ডলিকে তোমারদের অনুগ্রহ ও কুশল হওক ঈশ্বর পিতা ও আমারদের
৪ প্রভু যেশু খ্রীষ্ট হইতে যিনি আপনাকে দিয়াছেন আমারদের পাপের নিমিত্ত যেমন ঈশ্বর ও আমারদের পিতার মন আমারদিগকে তারিতে এই কুজগত
৫ হইতে যাহার সুখ্যাত হওক সদাসর্ব্বক্ষনে। আমেন।

৬ আমি চমকিৎ হইয়াছি ইহাতে তোমরা এ মত শীঘ্র গিয়াছ তাহাকে ছাড়িয়া যিনি ডাকিলেন তোমার দিগকে খ্রীষ্টের অনুগ্রহতে অন্য মঙ্গল সমাচারের
৭ প্রতি যাহা অন্য নহে কিন্তু কেহ২ আছে যাহারা অস্থির করায় তোমারদিগকে ও খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার
৮ উল্টিতে চাহে। কিন্তু যদি আমরা কিম্বা কোন দূত স্বর্গ হইতে ছেড়ি দেই আর কোন মঙ্গল সামাচর

তোমারদের ঠাঁই তাহা বই যাহা আমরা চেড়ি দিয়াছি
৯ সে সাঁপ গ্রস্থ হওক। যেমন আমরা পুর্ব্বে
বলিয়াছি তেমন এখন পুনর্ব্বার কহি যদি কোন কেহ
তোমারদের ঠাঁই আর কোন মঙ্গল সমাচার চেড়ি
দেয় তাহা ব্যতিরেক যাহা তোমরা গ্রহন করিয়াছ তবে
১০ সে সাঁপ গ্রস্থ হওক। আমি এখন মানুষ কি
ঈশ্বরের অনুগ্রহ চেষ্টা করি কিম্বা মানুষকে তোষিতে
চাহি। একারন মানুষকে তোষিতে চাহিলে খ্রীষ্টের
চাকর হইতে পারি না।
১১ কিন্তু ভাইরে আমি জানাই তোমারদিগকে যে মঙ্গল
সমাচার আমার করনক চেড়ি দেয়া তাহা মানুষের
১২ মত নহে। একারন আমি তাহা পাইলাম না মানুষ
হইতে কিম্বা তাহা শিক্ষিলাম কিন্তু কেবল যেশু
১৩ খ্রীষ্টের প্রকাশ দিয়া। তোমরা শুনিতে পাইয়াছ
আমার পূর্ব্ব গতির কথা য়িহোদীরদের আচারে কি
মত আমি অসঙ্খ্যা বিপক্ষতা ও অপচয় করিলাম
১৪ ভগবানের মণ্ডলিকে এবং সর্ব্বজ্ঞ হইলাম য়িহোদী
আচারে আমার বর্ন্নের অনেক লোকের অধিক যাহারা
১৫ ছিল আমার সমান পিতৃ ব্যবহারে তপ্ত হইয়া।
কিন্তু ঈশ্বর যিনি আমাকে মাতার গর্ব্ভ হইতে বিভিন্ন
করিলেন ও অনুগ্রহ করিয়া ডাকিলেন আমাকে
১৬ তাহার তুষ্টি হইয়া প্রকাশ করিতে আপনার পুত্র আমার
মধ্যে তাহাকে অন্য বর্ন্নের মধ্যে চেড়ি দিবার কারন
ততক্ষনে আমি কথা বার্ত্তা কহিলাম না মাংস রক্তের
১৭ সহিৎ য়িরোশলমে ও না গিয়াছি আমার পূর্ব্বে

প্রেরিতের ঠাঁই কিন্তু আরাবিতে গিয়াছি ও পুনর্ব্বার ফিরিয়া
১৮ আইলাম দম্মাশেকে। তিন বৎসর তারপরে
আমি যিরোশলমে গেলাম পিতরকে দেখনের জন্য
ও বসতি করিলাম তাহার সাতে পঞ্চদশ দিবস।
১৯ কিন্তু আর কোন প্রেরিত দেখিলাম না প্রভুর ভাই
২০ যাঁকুব বর্জ্জে। এখন যাহা আমি লেখি তোমারদিগকে
দেখ ঈশ্বরের সদনে আমি মিথ্যা কথা কহি না।
২১ তারপর আমি আইলাম সিরিয়া ও কিলিকিয়ায়।
২২ এবং মুখে অচিনা ছিলাম খ্রীষ্টের মণ্ডলিতে যাহা
২৩ যিহোদা দেশে কিন্তু তাহারা কেবল শুনিতে পাইয়া
ছিল যে জন পূর্ব্বকালে বিপক্ষিতা করিল আমারদিগকে
সে এখন ঢেড়ি দেয় সেই ভক্তি যাহা পূর্ব্বকালে
২৪ বিনাশ করিল অতএব তাহারা আমারার্থে করিল
ঈশ্বরের নাম।

পর্ব্ব ২

তবে চদ্দ বৎসর পরে আমি আরবার গেলাম
যিরোশলমে বার্নবার সঙ্গে ও টিটসকে লইয়া গেলাম
২ সহিৎ। এবং আমি প্রকাশ করিয়া যাইয়া কহিলাম
সে মঙ্গল সমাচার তাহারদিগকে যাহা আমি কহি অন্য
বর্ণের মধ্যে কিন্তু তাহা সতন্তর কহিলাম নেকনামি
লোককে পাছে আমি কোন মত দৌড়িতাম কিম্বা
৩ দৌড়িয়া যাইতাম অনর্থক। কিন্তু টিটস যে
আমার সঙ্গে গ্রিক লোক হইয়া জোর করিয়া ত্বকছেদি
৪ হইল না এ হইল মিথ্যা ভ্রাতাগনের জন্য যাহারা
আচানক ভিতরে প্রবেশিল ও যাহারা গুপ্ত আইল
আমারদের উদ্ধারত্ব দেখনের জন্য যাহা আছে খ্রীষ্টে

৫ য়েশুতে ও আমারদিগকে পর বস করিতে যাহার দিগকে আমরা এক দণ্ড বাহুল্য হইলাম না মঙ্গল সমাচারের সত্যতা তোমারদের সহিত থাকনের জন্য।
৬ কিন্তু যাহারা কিছু অধিক দেখা গেল তাহারা পূর্ব্ব কাল যাহা হইল তাহা আমার কিছু কার্য্য নহে ঈশ্বর কাহাকে ওপরোধ করেন না একারন যাহারা কিছু অধিক দেখা গেল তাহারা কথা কহিয়া কিছু করিল
৭ না আমাকে কিন্তু জ্ঞাত হইয়া যে অন্য বর্ন্নের মঙ্গল সমাচার পরিচারকতা দিয়া গেল আমাকে যে মত ত্বক
৮ ছেদির মঙ্গল সমাচার পিতরকে একারন যিনি মর্দানি করিলেন পিতরে ত্বকছেদির প্রেরিতত্বে তিনি ও মর্দানি
৯ করিলেন আমার মধ্যে অন্য বর্ন্নের কারন এবং যাঁকুব ও কাইফা ও য়োহন যাহারা স্তম্ভ খ্যাত হইল জানিতে পাইল সে অনুগ্রহ যাহা দেয়া গেল আমাকে তখন তাহারা আমাকে ও বার্নবাকে সম্ভাষের দক্ষিন হস্ত দিল আমরা অন্য বর্ন্নের ঠাঁই যাইতে ও তাহারা ত্বকছেদিরদের।———

১০ কিন্তু তাহারা চাহিল আমারদিগকে মনে রাখিতে গরিবকে তাহা ও আমি করিতে বহুত ইচ্ছা
১১ করিলাম। কিন্তু পিতর আন্টিয়খে ওত্তরিলে আমি সন্মুখা সন্মুখে বিরুদ্ধ করিলাম তাহাকে তিনি দোষি
১২ হওনার্থে একারন কথক লোক যাঁকুব হইতে আইসনের পূর্ব্বে সে খাইল অন্য বর্ন্নের সঙ্গে কিন্তু তাহারা আইলে ত্বকছেদিরদের ভয়ের কারন সতন্তর
১৩ হইল। অন্য য়িহুদীরা ও ভুকুটি করিল তাহার

সহিৎ তাহাতে বার্নবাকে লইয়া গেল তাহারদের
১৪ ভ্রুকুটিতে। তাহারা সোজা চলিল না মঙ্গল সমাচারের
সত্যতারানুযায়ি অতএব আমি তাহা দেখিয়া সকলের
সাখ্যাৎ বলিলাম পিতরকে

যদি তুমি য়িহোদী হইয়া কর অন্য বর্ন্নের মত ও
য়িহোদীর মত নহে তবে জোর করিয়া অন্য বর্ন্ন
১৫ করাইতেছ য়িহোদীরদের মত কেন। আমরা
১৬ স্বভাবি য়িহোদী ও অন্য বর্ন্নের পাপি নহি জ্ঞাত
হইয়া যে ব্যবস্থার কার্য্যেতে কোন কেহ ধার্ম্মিক নহে
কিন্তু কেবল য়েশু খ্রীষ্টে প্রত্যয় করিয়া আমরাই য়েশু
খ্রীষ্টে আস্থা করিয়াছি খ্রীষ্টের ভক্তিতে ধার্ম্মিক
হওনার্থে ও ব্যবস্থা কার্য্যেতে নহে একারন ব্যবস্থার
১৭ কার্য্যে কোন কেহ ধার্ম্মিক নহে। কিন্তু যদি আমরা
খ্রীষ্টে দিয়া ধার্ম্মিক হইবার চাহিতেৎ আপনারা
পাপিষ্ঠ পায়া যাই তবে এ নিমিত্ত খ্রীষ্ট পাপের সেবক।
তাহা হওক না।

১৮ যাহা পূর্ব্বে নষ্ট করিলাম তাহা যদি আরবার গঠন
১৯ করি তবে আপনাকে করি দোষি একারন আমি
ব্যবস্থা দিয়া হত্যা হই ব্যবস্থারদিগে ঈশ্বরেরদিগে
২০ বাঁচনের জন্য। আমি খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুসে হত
কিন্তু আমি বাঁচি তাহা ও আমি নহি কিন্তু খ্রীষ্ট
বাঁচেন আমার মধ্যে এবং এখন যাহা শরীরে বাঁচে
তাহা বাঁচি ভগবানের পুত্রে ভক্তিতে যিনি প্রেম
করিলেন আমাকে ও আপনাকে দিলেন আমার
২১ কারন। আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ নিরার্থক করি

না একারন ধর্ম্ম ব্যবস্থা হইতে হইলে খ্রীষ্ট অকারন মরিয়াছেন।

পর্ব্ব ৩

হে ক্ষিপ্ত গালাতীরা তোমারদের মন হরাইয়াছে কে তোমরা সত্যতা বর্ত্তি না হওনার্থে যাহারদের গোচরে য়েশু খ্রীষ্ট ক্রুসে হত প্রকাশ হইয়াছেন
২ তোমারদের মধ্যে। আমি কেবল ইহা জানিতে চাহি তোমারদের ঠাঁই ধর্ম্মাত্মা পাইয়াছ
৩ ব্যবস্থার কার্য্যেতে কি ভক্তির শ্রবনে। তোমরা এমন ক্ষিপ্ত। আত্মাতে আরম্ভিলে শুদ্ধ হবা শরীরে।
৪ এত দুঃখ খাইয়াছ নিরর্থক যদি এখন নিরর্থক।
৫ অতএব যে জন সেবা করিয়া আত্মা দেয় তোমারদিগকে ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া করে তোমারদের মধ্যে তাহা ব্যবস্থার
৬ কার্য্য হইতে কিম্বা ভক্তির শ্রবনে। যে মত আবরহাম আস্থা করিল ঈশ্বরকে ও তাহা গনন হইল তাহার
৭ ঠাঁই ধর্ম্মের জন্য অতএব জান যাহারা ভক্তি
৮ হইতে তাহারা আবরহামের সন্তান। ধর্ম্ম গ্রন্থ পূর্ব্বে দেখিয়া যে ঈশ্বর ধার্ম্মিক করাইবেন অন্য বর্ন্নকে ভক্তি করনক মঙ্গল সমাচার-পূর্ব্বে চেতি দিল আবরহামকে কহিয়া তোমার মধ্যে সমস্ত বর্ন্ন ধন্য
৯ হবেক। এ নিমিত্ত যাহারা ভক্তি হইতে তাহারা
১০ বিশ্বাসি আবরহামের সহধন্য যত লোক ব্যবস্থার কার্য্য হইতে তত সাঁপের বস একারন এমন লিপি আছে সাঁপ গৃহস্থ প্রতি জন যে থাকে না নিত্য

করিতে৲ সকল যাহা ব্যবস্থা পুস্তকে লিপি আছে ॥
১১ কিন্তু এমন বিখ্যাত হইয়াছে যে কোন কেহ ঈশ্বরের
গোচরে ধার্ম্মিক নহে ব্যবস্থা কার্য্যেতে একারন ধার্ম্মিক
১২ ভক্তিতে বাঁচিবে। ব্যবস্থা ভক্তি হইতে নহে কিন্তু
১৩ যে জন তাহা করে সে তাহাতে বাঁচিবে। খ্রীষ্ট
আমারদের বদলে সাঁপভুক্ত হইয়া মুক্ত করিয়াছেন
আমারদিগকে ব্যবস্থার সাঁপ হইতে একারন লিপি
আছে প্রতি জন সাঁপ গৃহস্থ যে বৃক্ষের ওপর টাঙ্গান
১৪ হয় আবরহামের আশীর্ব্বাদ অন্য বর্ণের ওপর
আইসনের জন্য যেশু খ্রীষ্ট দিয়া ও আমরা ভক্তিতে
আত্মার অঙ্গিকার পাইবার জন্য।

১৫ ভাইরে আমি বলি মানুষের মত কেবল মানুষের
বন্দবস্ত যদি সহি তবে কেহ কমি বেশি করে না
১৬ তাহা। এখন আবরহাম ও তাহার সন্তানকে
অঙ্গিকার করা হইল। তিনি বলেন না সন্তানেরা
যে মত অনেক কিন্তু যেমন এক তোমার সন্তান তিনি
১৭ খ্রীষ্ট। আমি ও ইহা কহি সে বন্দবস্ত যাহা ঈশ্বর
পূর্ব্বে সহি করিলেন খ্রীষ্টে তাহা ব্যবস্থা চারি শত
ত্রিশ বৎসর তারপরে হইলে বৃথা করিতে পারে না
১৮ সে অঙ্গিকার বিমোচন করিতে। একারন সে
অধিকার ব্যবস্থা হইতে হইলে অঙ্গিকার হইতে হইত
না কিন্তু ঈশ্বর তাহা অঙ্গিকার করিয়া দিলেন
১৯ আবরহামকে। তবে ব্যবস্থা কি কারন। তাহা
দোষের কারন দেয়া গিয়াছে সন্তান ওৎপন্ন পর্য্যন্ত
যাহাকে অঙ্গিকার হইল ও তাহা দূতের করনক

২০ নিরূপন হইল এক মধ্যস্থের হাতে। মধ্যস্থ এক
২১ জনের নহে কিন্তু ঈশ্বর আছেন এক। তবে ব্যবস্থা
ঈশ্বরের অঙ্গিকারের বিপরিতে। তাহা হওক না।
একারন ব্যবস্থা যাহা জীবন দিতে পারিত যদি দেয়া
২২ থাকিত তবে নিতান্ত ধর্ম্ম হইত ব্যবস্থা মানিয়া। কিন্তু
ধর্ম্ম গ্রন্থ সমস্ত লোককে রুদ্ধ করিয়াছে পাপের বস
সে অঙ্গিকার দাতৃব্য হইবার জন্য ভক্তেরদিগকে য়েশু
২৩ খ্রীষ্টে ভক্তি দিয়া। কিন্তু ভক্তি আইসনের পূর্ব্বে
আমরা সকল ব্যবস্থা বস রুদ্ধ হইয়া রক্ষা হইলাম
২৪ সে ভবিষ্যৎ ভক্তি পর্য্যন্ত। এতদর্থে ব্যবস্থা
আমারদের অধ্যাপক খ্রীষ্ট পর্য্যন্ত আমরা ভক্তি দিয়া
২৫ ধার্ম্মিক হওনের জন্য। কিন্তু ভক্তি আইলে আমরা
২৬ অধ্যাপকের বস নহে। তোমরা সকল ঈশ্বরের
২৭ শিশু খ্রীষ্ট য়েশুর ভক্তি দিয়া। একারন তোমারদের
যত লোক খ্রীষ্টে ডুবিৎ তাহারা খ্রীষ্টকে পরিধান
২৮ করিয়াছে। একারন য়েশু খ্রীষ্টে তোমরা সমস্ত এক
যেখানে য়িহোদী নহে গ্রীক নহে দাস নহে মুক্ত
নহে পুরুষ নহে স্ত্রী নহে য়েশু খ্রীষ্টে সকলে
২৯ এক। তোমরা ও খ্রীষ্টের হইয়া আবরহামের সন্তান
হও ও অধিকারি অঙ্গিকারেরানুযায়ি। আমি ইহা
পর্ব্ব ২ বলি অধিকারি সকলের নাথ হইয়া তথাচ বালক
হইলে দাস হইতে কিছু ভেদ নহে কিন্তু গুরু ও
৩ কর্ত্তার বস থাকে পিতার নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত। সে
মত ও আমরা ছায়াল হইয়া হইলাম সংসারের
৪ জানারম্ভের দমনে কিন্তু সময় পরিপূর্ণিৎ হইয়া

ঈশ্বর পাঠাইলেন তাহার পুত্র নারীর গর্ব্ভে ও
৫ ব্যবস্থার বস নির্ম্মিত তাহারদিগকে মুক্ত করিতে
যাহারা ব্যবস্থার বস আমরা পৃষ্য পুত্রতা পাওনের
৬ জন্য। তোমরা ও পুত্র হইলে ঈশ্বর তাহার পুত্রের
আত্মা পাঠাইয়াছেন তোমারদের অন্তঃকরনে পিতা২
৭ ডাকিতে২। এ নিমিত্ত তোমরা দাস নহ কিন্তু পুত্র
ও যদি পুত্র তবে ঈশ্বরের অধিকারি খ্রীষ্টের করনক।
৮ কিন্তু তখন তোমরা ঈশ্বরকে না জানিয়া করিলা তাহার
৯ দের সেবা যাহারা স্বাভাবিক ঈশ্বর নহে। কিন্তু
এখন ঈশ্বরকে জানিলে কি বরং ঈশ্বরে জ্ঞাত হইলে
আরবার কেমন ফির সে দুর্ব্বল ও কাঙ্গাল জানারম্ভেতে
১০ যাহার বস তোমরা হইতে চাহ। তোমরা দিবস
১১ ও মাস ও সময় ও বৎসর পালন কর। আমি
ভাবনা করি তোমারদের কারন পাছে আমি করিতাম
নিরর্থক কার্য্য তোমারদের ওপর।

১২ ভাইরে আমি সাধনা করি তোমারদিগকে আমার
মত হও একারন আমি তোমারদের হই তোমরা আমার
১৩ কিছু ক্ষেতি না করিয়াছ। তোমরা জান কি মত
আমি শরীরের অশক্তিতে প্রথম মঙ্গল সমাচার চেষ্টি
১৪ দিলাম তোমারদের স্থানে। এবং আমার পরিক্ষা
যাহা আমার শরীরে তাহা তোমরা তুচ্ছ করিলা না ও
নিগ্রহ করিলা না কিন্তু ঈশ্বরের এক দূতের মত
১৫ ও খ্রীষ্ট য়েশুর মত আমাকে গ্রহন করিলা। তবে
যে হর্ষ তোমরা বলিলা তাহা কোথায়। একারন
আমি তোমারদের সাক্ষী যে যদি সাধ্য হইত তবে

১৬ আপনারদের চক্ষু খুলিয়া দিতা আমাকে। অতএব আমি এখন তোমারদিগকে সত্যতা কহনের জন্য তোমারদের
১৭ শত্রু হইয়াছি। তাহারা তপ্ত করায় তোমারদিগকে কিন্তু ভাল নহে বটে তাহারা বাহিরে করিতে চাহে তোমারদিগকে তোমরা তাহারদিগকে তপ্ত করনার্থে।
১৮ কিন্তু সদাকাল ভাল কার্য্যে তপ্ত হওন ভাল ও আমার
১৯ বিদ্যমান কালে কেবল নহে। আমার ক্ষুদ্র ছাওয়ালেরা যাহারদের কারন আমি আরবার গর্ব্ভ জন্ত্রনা পাই
২০ খ্রীষ্ট তোমারদের অন্তরে জন্ম হওন পর্য্যন্ত এখন তোমারদের বিদ্যমান হওন ও অন্য রবে কহন চাহি ওদ্বিগ্নিত হইয়া তোমারদের বিষয়।
২১ আমাকে বল তোমরা যে ব্যবস্থার বস হইতে
২২ চাহ ব্যবস্থা শুনিতে পাও না। একারন লিপি আছে আবরহামের দুই পুত্র হইল এক জন দাসী
২৩ হইতে ও আর এক জন ওদ্ধারীর। যে হইল দাসী হইতে সে ঐহিকের মত কিন্তু যে ওদ্ধরী হইতে সে
২৪ অঙ্গিকারের। যাহা আছে নিদর্শন একারন এই দুই বন্দবস্ত তাহারদের একটা শিনাই পর্ব্বত হইতে যাহা পুত্র প্রসব করে গোলামির কারন তাহা॰ হাগার।
২৫ একারন এ হাগার আছে ওরাবির শিনাই পর্ব্বত যাহা এখানকার য়িরোশলমের মত এবং তাহার
২৬ ছালিয়া সুদ্ধ দাসী আছে। কিন্তু ওর্দ্ধ য়িরোশলম ওদ্ধার আছে তাহা আমারদের সমস্তের মাতা।
২৭ একারন এ মত লিপি আছে আনন্দ কর তুমি বন্ধ্যা যে গর্ব্ভবতি হইলা না ওল্লাষিত হইয়া ধ্বনি কর হে তুমি যে

গর্ব্ভ তন্ত্রনা পাইলা না একারন বিধবার ছালিয়া বধুর
২৮ হইতে অধিক। এখন ভাইরে আমরা অঙ্গিকারের
২৯ ছালিয়া য়িচহ্কের মত। কিন্তু যেমন যখন যে
জন জন্ম হইল ঐহিকের মত তাহাকে বিপক্ষতা করিল
৩০ জন জন্মিলে আত্মার মত তেমন ও এখন। কিন্তু ধর্ম্ম
পুস্তকে কি বলে দাসী ও তাহার পুত্রকে বাহির কর
একারন দাসীর পুত্র ওদ্ধারীর পুত্রের সহাধিকারি
৩১ হইবে না। তবে ভাইরে আমরা দাসীর ছালিয়া
পর্ব্ব নাহি কিন্তু ওদ্ধারীর। অতএব স্থির হও সে
৫ মোক্ষতে যাহা দিয়া খ্রীষ্ট ওদ্ধার করিয়াছেন আমার
দিগকে ও আরবার জালে ধরা হইও না দাসত্ব
জোঁয়াল দিয়া।

২ দেখ আমি পাওল বলি তোমারদিগকে ত্বকছেদি
হইলে খ্রীষ্ট তোমারদের কিছু প্রাপ্তি হবে না।
৩ একারন আমি পুনর্ব্বার প্রমান দেই প্রতি জনকে যাহার
ত্বকছেদ হইল সে সর্ব্ব ব্যবস্থা পালন করিতে দায়
৪ গ্রহস্থ আছে তোমরা খ্রীষ্টে তেজ্য যে কেহ ধর্ম্মিক
হইয়াছ ব্যবস্থা করিয়া তোমরা অনুগ্রহ হইতে
৫ পড়িয়াছ। আমরা আত্মা দিয়া ধর্ম্মের ভরসার
৬ অপিক্ষা করি ভক্তি করনক। একারন য়েশু খ্রীষ্টে
ত্বকছেদ কিম্বা অত্বকছেদ কিছু করে না কিন্তু
৭ ভক্তি যাহা কার্য্য করে প্রেম দিয়া। তোমরা ভাল মত
দৌড়িলা কে বারন করিয়াছে তোমারদিগকে তোমার
৮ দের সত্যতা না মাননের কারন। এ সাহস তাহা

৯ হইতে নহে যিনি ডাকিলেন তোমারদিগকে। অল্প
১০ খমির সকল চেলা খমির যুক্ত করে। আমার সাহস আছে তোমারদের বিষয় প্রভু করনক যে তোমারদের মন অন্য মত হবে না কিন্তু যে জন অস্থির করে তোমারদিগকে সে কোন লোক হইয়া
১১ আপনার ফল মিলিবে। আমি ও ভাইরে যদি এখন ত্বকছেদের কথা কহি তবে বিপক্ষতা খাই কেন
১২ এমন করিলে ক্রুসের লজ্জার শেষ হইত। আমি আসা করি যে জন অস্থির করে তোমারদিগকে সে ছেদন হওক।

১৩ একারন ভাইরে তোমরা মোক্ষেতে ডাকিৎ হইয়াছ তথাচ মোক্ষ করিও না শরীরের একাধিপত্য লইতে
১৪ কিন্তু প্রেম করিতে২ পরস্পর সেবা কর। একারন সমস্ত ব্যবস্থা এক কথায় পূর্ন আছে প্রেম কর
১৫ তোমার প্রতিবাসিকে আপনার মত। কিন্তু তোমরা পরস্পর কামড়াইলে ও খাইয়া ফেলিলে সাবধান পাছে পরস্পর সংহার হইবা।
১৬ তবে আমি এ কথা কহি আত্মায় চল ও শরীরের
১৭ কার্য্য পূর্ন করিবা না। একারন শরীর ইচ্ছা করে আত্মার বিপরিতে এবং আত্মা শরীরের বিপরিতে ও তাহারা পরস্পর বিপরিত এ নিমিত্ত যাহা তোমরা ইচ্ছা
১৮ কর তাহা করিতে পার না। কিন্তু আত্মায় ল্যাপ্ত
১৯ হইলে তোমরা ব্যবস্থার বস নহে। এখন ঐহিকের কার্য্য প্রকাশ হইয়াছে তাহা পরদার অশৌচ কার্য্য

২০ অশ্লিলাচারিতা জাদু প্রতিমা পূজা শত্রুতাই ঝকড়া চণ্ড হওয়ায় আক্রোষ গালাগালি হেরেসি
২১ দ্বেশ বধ মাতলামি অদ্ধরাদি যাহারদের বিষয় আমি কহি যে মত কহিয়াছি যাহারা এ কার্য্য করে তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না।
২২ কিন্তু আত্মার ফল প্রেম আনন্দ কুশল বহুকাল
২৩ ধৈর্য্যতা মাঙ্গুদায়ি ভাল ক্রিয়া ভক্তি মৃদুতা নম্রাত্মা
২৪ ইহার বিপরিতে কোন ব্যবস্থা নহে। ও যাহারা খ্রীষ্টের লোক তাহারা ক্রুসে খুন করিয়াছে শরীর
২৫ তাহার মায়া ও ইচ্ছা সহিৎ। যদি আমরা বাঁচি
২৬ আত্মাতে তবে আত্মাতে চলি। আমরা বেহুদা সম্ভ্রম লোভ করি না পরস্পর কষ্ট করাইতেং পরস্পর দ্বেশাদ্বেশ করিতেং

পর্ব্ব ৬ ভাইরে যদি কোন কেহ দোষ করে তবে তোমরা পরমার্থিক সে মত লোককে ফিরাও মৃদু আত্মা দিয়া আপনাকে ঠাওর করিতেং পাছে তুমি ও পরিক্ষিৎ
২ হইবা। পরস্পর ভার বহ ও এমন খ্রীষ্টের ব্যবস্থা
৩ পূর্ন কর। কেহ কিছু নহে হইয়া যদি আপনাকে
৪ ভাবে কিছু তবে সে আপনার ভ্রান্তি জন্মায়। কিন্তু প্রতি জন আপনার কার্য্যে প্রমান দিওক তাহাতে তাহার আনন্দ হবে কেবল আপনারে ও আর কোন কাহারে
৫ নহে। একারন প্রতি মানুষ আপনং ভার বহিবে।
৬ বাক্য শিক্ষিৎ শিক্ষকের সঙ্গে সকল ভাল বস্তু ভাগ
৭ করুক। ভুলিও না ঈশ্বর নিন্দিত নহেন একারন
৮ যাহাং কেহ বুনে তাহার ফল পাইবে। যে কেহ

ঐহিকেরদিগে বুনে সে ঐহিকের ক্ষয় ফল পাইবে কিন্তু যে জন আত্মাতে বুনে সে আত্মা হইতে অনন্ত পরমায়ু
৯ ফল পাইবে। ভাল কার্য্য করিতে২ শ্রান্ত হই না আমরা একারন শ্রান্ত না হইলে উপযুক্ত কালে ফল পাইব।
১০ অতএব যেমন আমারদের অপকাশ তেমন সকলকে ভাল কার্য্য করি বরং ভক্তির পরিজন লোককে।—

১১ তোমরা দেখিতে পাও কেমন বড় পত্র আমি আপনার
১২ হাত দিয়া লেখিয়াছি তোমারদিগকে। যত লোক চাহে ঐহিকের যশ তাহারা জোর করিয়া ত্বকছেদ করায় তোমারদিগকে কেবল খ্রীষ্টের ক্রুসের জন্য
১৩ বিপক্ততা না পাওনার্থে। একারন ত্বকছেদি আপনারা ব্যবস্থা পালন করে না কিন্তু তোমারদের শরীরে কীর্ত্তি প্রাপ্ত্যর্থে ইচ্ছা করে তোমারদের ত্বকছেদ।
১৪ কিন্তু আমার যশ হওক না কেবল আমার প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের ক্রুসে যাহা দিয়া জগত ক্রুসে খুন হইয়াছে
১৫ আমারদিগে ও আমি জগতেরদিগে। একারন খ্রীষ্ট য়েশুতে ত্বকছেদাত্বকছেদ কিছু নহে কিন্তু নূতন
১৬ সৃষ্টি কেবল। ও যত লোক চলে এ ব্যবস্থার মত কুশল ও ক্ষেমা হওক তাহারদিগকে ও ঈশ্বরের সকল
১৭ য়িশরালকে। এখান হইতে কেহ ত্যাক্ত করুক না আমাকে একারন আমার শরীরে বহি প্রভু য়েশু
১৮ খ্রীষ্টের দাগ। ভাইরে আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ হওক তোমারদের আত্মার সঙ্গে! আমেন।

পাওল প্রেরিতের পত্র এফেসীকে

১ প্রথম পর্ব্ব

১ পাওল ঈশ্বরের ইচ্ছায় য়েশু খ্রীষ্টের এক প্রেরিত সকল পুন্যবান ও য়েশু খ্রীষ্টের বিশ্বাসিকে যাহারা
২ এফেসসে অনুগ্রহ ও কুশল হওক তোমারদের ঈশ্বর আমারদের পিতা ও প্রভু য়েশু খ্রীষ্ট হইতে ।

৩ ধন্য আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা যিনি স্বর্গীয় স্থানের সমস্ত পরমার্থিক আশীর্ব্বাদে
৪ আশীর্ব্বাদ দিয়াছেন আমারদিগকে খ্রীষ্টে যেমন তাহারে পসন্দ করিয়া ছিলেন আমারদিগকে পৃথিবীর ভিত করনের পূর্ব্বে আমরা পুন্য ও নিরাপরাধি
৫ হওনার্থে প্রেম করিতে২ তাহার সম্মুখে আমার দিগকে পূর্ব্বে নিযুক্ত করিয়া পোষ্য পুত্রতা পাওনের কারন য়েশু খ্রীষ্ট দিয়া আপনার প্রতি যেমন তাহার ইচ্ছা
৬ তাহার অনুগ্রহের বৈভবের স্তবের কারন যাহা দিয়া তিনি করাইয়াছেন আমারদিগকে প্রিয়তে গ্রহনিত
৭ যাহারে আমরা উদ্ধার তাহা পাপ মোচন পাই তাহার
৮ রক্ত দিয়া যেমন তাহার অনুগ্রহ যাহাতে সকল বুদ্ধি ও সাবধানিশীলে বৃদ্ধি হইয়াছেন আমারদের

১ প্রথম পর্ব্ব এফেসীকে

৯ দিগে আপনার ইচ্ছায় তাহার মানস নিলা প্রকাশ করিয়া আমারদের ঠাঁই যাহা ঠাওরিয়া ছিলেন আপনার
১০ মধ্যে সময়ের পরিপূর্ণিৎ কালে সমস্ত যাহা স্বর্গে ও যাহা পৃথিবীতে একত্তর করিতে খ্রীষ্টে। তাহারে
১১ যাহাতে ও আমরা পত্তন্দিৎ হইলাম পূর্ব্বে নিযোজিৎ হইয়া তাহার নিয়তেরানুযায়ি যিনি সকল করেন তাহার
১২ ইচ্ছার যুক্তির মত আমরা যে প্রথম খ্রীষ্টে বিশ্বাস করিয়া হইবার কারন তাহার মহামহামের স্তবের
১৩ জন্য। যাহাতে ও তোমরা সত্যতার কথা তাহা ত্রানের মঙ্গল সমাচার শুনিলে পরে প্রত্যয় করিলা যাহারে ও তোমরা আস্থা করিলে সে অধিকারের
১৪ ধর্ম্মাত্মার মহরে চাপা হইল যাহা আমারদের অধিকারের বায়না সে কেনা অধিকারের মুক্ত পর্য্যন্ত তাহার মহীমার স্তবের কারন।

১৫ অতএব আমি ও তোমারদের ভক্তি যাহা আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টে এবং প্রেম সকল পুন্যবানকে তাহার
১৬ সমাচার শুনিয়া ত্যাগ করি না স্তব করিতে তোমারদের কারন তোমারদের নাম কহিতেং আমার কামনায়
১৭ আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর তেজের পিতা তত্ত্বজ্ঞান দিয়া বুদ্ধি ও প্রকাশেরাত্মা তোমারদিগকে
১৮ দিবার কারন তোমারদের মনের চক্ষু প্রসন্ন হইয়া জানিতে তাহার ডাকনের ভরসা কি ও তাহার
১৯ অধিকারের তেজের ধন পুন্যবানের মধ্যে কি ও তাহার পরাক্রমের অতিশয়ত্ব আমারদের দিগে যে আস্থা করে যেমন তাহার অতিশয় পরাক্রমের কার্য্য

২০ যাহা তিনি করিলেন খ্রীষ্টের মধ্যে যখন উঠাইলেন তাহাকে মৃত্যু হইতে ও তাহাকে বসাইলেন আপনার
২১ দক্ষিনে স্বর্গীয় স্থানে সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব ও পরাক্রম ও শক্তি ও বৈভব ও পৃতি নামের উপর যাহা পালন হইয়াছে এ জগতে কেবল নহে কিন্তু আইসনের
২২ জগতে ও এবং সমস্ত থুইয়াছেন তাহার চরনের নিচে ও তাহাকে দিয়াছেন সকলের শ্রেষ্ঠ হইবার
২৩ নিমিত্ত মণ্ডলির কারন যাহা তাহার শরীর তাহার পুর্নত্ব যিনি সকল করেন সকলের মধ্যে ।——

পর্ব্ব ২ তোমারদিগকে ও তিনি জীবাইয়াছেন যে অপরাধ ও পাপে মরা ছিল যাহাতে তোমরা পুর্ব্ব কালে চলিলা এ জগতের ব্যবহারেরানুযায়ি শূন্যর পরাক্রমের রাজা রানুযায়ি সে আত্মা যাহা এখন করিতেছে অনাজ্ঞাবর্ত্তি
৩ শিশুর মধ্যে যাহারদের মধ্যে আমরা ও সভ্রাম করিলাম শরীরের কামে শরীর ও মনের বাঞ্ছা পুর্ন্ন করিতে২ ও পৃকৃতিতে ক্রোধের সন্তান ছিলাম
৪ অন্য লোকের মত । কিন্তু ভগবান অতি ক্ষেমাবন্ত হইয়া তাহার মহা পেুমের কারন যাহাতে পেুম
৫ করিলেন আমারদিগকে আমরা ও পাপে মৃত্যু হইলে বাঁচাইলেন আমারদিগকে খ্রীষ্টের সহিৎ তোমারদের
৬ ত্রান অনুগৃহতে এবং সহজীবাইয়াছেন ও বসাইয়াছেন আমারদিগকে স্বর্গীয় স্থানে খৃষ্ট য়েশুতে ।
৭ আসিবার কালে দেখাইতে তাহার অনুগৃহের অতিশয়
৮ ধীন তাহার কৃপায় আমারদিগকে । একারন অনুগৃহতে তোমারদের ত্রান ভক্তি দিয়া ও তাহা

আপনারদিগ হইতে নহে তাহা ভগবানের দান।
৯ ক্রিয়াতে নহে পাছে কোন কেহ দর্প কথা কহিবে
১০ একারন আমরা তাহার নির্ম্মিত সৃষ্টন হইয়া ভাল ক্রিয়ার জন্য জাহা ভগবান পূর্ব্বে নিরূপন করিয়াছেন আমারদের তাহাতে চলনের কারন।
১১ এ নিমিত্ত মনে কর যে তোমরা পূর্ব্ব কালে ছিলা অন্য বর্ন শরীরেরানুযায়ি হস্তকৃত তকচ্ছেদির মধ্যে
১২ অতকচ্ছেদি খ্যাত সে সময় তোমরা ছিলা খ্রীষ্ট হিন যিশরালের স্বমপ্রধান হইতে চণ্ডাল ও অঙ্গিকারের বন্দবস্তের অন্য বর্ন ভরসা হিন ও ঈশ্বর হিন
১৩ জগতের মধ্যে। কিন্তু এখন খ্রীষ্ট য়েশুতে তোমরা পূর্ব্ব কালে অতি দূর হইলে খ্রীষ্টের রক্ত দিয়া নিকট
১৪ হইয়াছ। একারন তিনি আমারদের মিলন যিনি দুই করিয়াছেন একটা এবং সে মাঝি ভিন্ন করনের দেয়াল ভাঙ্গিয়াছেন যাহা ছিল আমারদের মধ্যে স্থানে
১৫ তাহার শরীরে লোপ করিয়া সে শত্রুতাই তাহা আজ্ঞার ব্যবস্থা বিধানে সে দুই আপনাতে একটা নূতন মানুষ নির্ম্মান করনের কারন এ মত মিলান করিয়া
১৬ এবং দুই এক শরীরে তাহার ক্রুস দিয়া মিলন করিতে ঈশ্বরের সহিৎ তাহাতে ও সে শত্রুতাই মারিয়া
১৭ ফেলিলেন এবং আসিয়া মিলন ছেড়ি দিলেন তোমার দিগকে যাহারা অতি দূর ও তাহারদিগকে যাহারা
১৮ নিকট। একারন তাহার করনক আমারদের
১৯ দুহাঁর পথ পিতার ঠাঁই এক আত্মা দিয়া। অতএব এখন আমরা আর অন্য বর্ন ও চণ্ডাল নহে কিন্তু

২০ পুন্যবানের সহবর্ন ও ঈশ্বরের পরিজন এবং গাঁথন হইয়াছ প্রেরিত ও ভবিষ্যৎ বক্তার ভিতের উপরে য়েশু
২১ খ্রীষ্ট আপনি শ্রেষ্ঠ কোনা হইয়া যাহাতে সকল গাঁথ জোড়া হইয়া বাড়ে এক পবিত্র মন্দির প্রভুতে
২২ কারন যাহাতে তোমরা ও সহগাঁথন হইয়াছ আত্মাতে ঈশ্বরের আশ্রয়ের কারন।

পর্ব্ব ৩ অতএব আমি পাওল য়েশু খ্রীষ্টের বন্দি তোমরা অন্য বর্ন্নের জন্য তোমরা যদি শুনিতে পাইয়াছ ঈশ্বরের অনুগ্রহের কার্য্যের কথা যাহা গচ্ছিৎ
৩ আমার ঠাই তোমারদের কারন কি মত তিনি প্রকাশ করিয়া জানাইলেন আমাকে সে অদৃষ্ট যে মতে
৪ পূর্ব্বে সংক্ষেপে লেখিলাম যাহা পড়িয়া তোমরা বুঝিতে পারিবা আমার জ্ঞান খ্রীষ্টের অদৃষ্টতে। যাহা
৫ অন্য পুরুষে জানা না গেল মানুষের সন্তানেরদের ঠাই যে মত এখন আত্মা দিয়া প্রকাশ হইয়াছে তাহার
৬ পবিত্র প্রেরিত ভবিষ্যৎ বক্তারদিগকে যে অন্য বর্ন্ন হইবে সহাধিকারি ও সহশরীরীর ও মঙ্গল সমাচার দিয়া তাহার খ্রীষ্টে অঙ্গিকারের সহাভাগি
৭ যাহার এক সেবক আমি নিযুক্ত হইলাম ঈশ্বরের অনুগ্রহের দানেরানুযায়ি যাহা তাহার পরাক্রমের
৮ জোরেতে দাতৃব্য হইয়াছে আমাকে। আমাকে যে সকল পুন্যবান হইতে ক্ষুদ্র এই অনুগ্রহ দাতৃব্য হইয়াছে খ্রীষ্টের অসংখ্যা ধন ঢেড়ি দিতে অন্য
৯ বর্ন্নের মধ্যে ও সকল লোককে দেখাইতে কি সে

৩ তৃতীয় পর্ব্ব এফেসীকে——

অদৃষ্টের সম্ভ্রান্ত যাহা পুরুষে গুপ্ত হইল ভগবানের
মধ্যে যিনি সকল সৃজন করিলেন য়েশু খ্রীষ্ট দিয়া।
১০ এখন মণ্ডলি দিয়া জানাইতে ঈশ্বরের নানা রূপ জ্ঞান
১১ স্বর্গীয় স্থানের শ্রেষ্ঠ ও পরাক্রমেরদিগকে তাহার
অনাদি নিয়তেরানুযায়ি যাহা করিলেন আমারদের প্রভু
১২ য়েশু খ্রীষ্টে যাহারে আমারদের বিশ্বাস ও সাহসে
১৩ গম্য তাহার ভক্তি দিয়া। অতএব আমি চাহি যে
তোমরা নিরাশ্বাসি না হও আমার দুঃখেতে যাহা
১৪ তোমারদের জন্য যাহা তোমারদের বৈভব। একারণ
আমি হাঁটু গাড়ি আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের পিতার
১৫ চাঁই যাহা দিয়া সকল পরিজনের নাম স্বর্গে ও
১৬ পৃথিবীতে তাহার বৈভবের ধনেরানুযায়ি তোমার
দের ভিতরে মানুষে অতি বলবন্ত হইবার দিতে তোমার
১৭ দিগকে তাহার আত্মা দিয়া খ্রীষ্ট বাস করিতে
তোমারদের অন্তঃকরণে ভক্তি দিয়া তোমরা প্রেমে
১৮ শিখড় গেড়ে ও মজবুত লেগে সকল পুণ্য
লোকের সহিৎ বুঝিতে পারিবার জন্য প্রস্থ. দির্ঘ
১৯ গভীরত্ব ও উচ্চত্ব কি ও খ্রীষ্টের প্রেম জানিবার কারণ
যাহা জ্ঞান হইতে অধিক তোমরা ঈশ্বরের সকল
২০ পূর্ণত্বে পূর্ণিৎ হওনার্থে। এখন যিনি করিতে পারেন
চাহন ও মানস হইতে অত্যন্ত অধিক তাহার পরাক্র
মেরানুযায়ি যাহা শক্ত কার্য্য করে আমারদের
অন্তরে তাহাকে স্তব হওক সকল পুরুষা
২১ নুক্রমে সদাসর্ব্বক্ষণে মণ্ডলির মধ্যে য়েশু খ্রীষ্টে।
আমেন।——

পর্ব্ব ৪ অতএব আমি যিশুহার বন্দিত সাধিনা করি তোমারদিগিকে চলিতে তোমারদের ব্যবসা যোগ্য
২ যাহা করিতে ডাকিৎ হইলা সকল নিরহঙ্কার ও মৃদুতা করিয়া বহুকাল ধৈর্য্য করিতেং প্রেম করিয়া
৩ পরস্পর সহিষ্ণুতা করিতেং আত্মার সমশীলতা
৪ নির্বিরোধি বন্ধে পালন করিবার যত্ন করিতেং। এক শরীর ও এক আত্মা যেমন ডাকিৎ হইলা তোমার
৫ দের ব্যবসার এক ভরসায় এক প্রভু এক ভক্তি এক
৬ ডুব সকলের এক ঈশ্বর ও পিতা যিনি সকলের ওপর ও সকলের সহিৎ ও তোমরা সকলের মধ্যে।
৭ কিন্তু আমারদের প্রতি জনকে অনুগ্রহ দেয়া গিয়াছে
৮ খ্রীষ্টের পরিমানেরানুযায়ি। অতএব বলেন তিনি ঊর্দ্ধেতে ওঠিয়া লুটিতকে লুটিলেন ও মানুষকে
৯ দান দিয়াছেন। এখন তাহার ওঠনের বিষয় কি যে তিনি প্রথম নামিলেন পৃথিবীর নিচে স্থানে।
১০ যিনি নামিলেন তিনি সেই জন যিনি ওঠিলেন অতি দূর সর্ব্ব স্বর্গ হইতে সমস্ত পূর্ন্ন করনের নিমিত্ত।
১১ এবং তিনি দিলেন কতক প্রেরিত ও কতক ভবিষ্যৎ বক্তা ও কতক মঙ্গল সমাচার বক্তা ও কতক রক্ষক ও কতক
১২ গুরু পুন্য লোকের শুদ্ধত্ব সেবক কার্য্য ও খ্রীষ্টের
১৩ শরীরের হিতার্থে আমরা সকল ভক্তি ও ঈশ্বরের পুত্রের জ্ঞানের একাশীজত্বে মিলন শুদ্ধ মনুষ্য
১৪ খ্রীষ্টের পূর্ন্নিতের পরিমানে হওন পর্য্যন্ত। আমারা এ কালাবধি বালক না হওনের জন্য এদিকে ওদিকে উল্টাপাল্টা ও প্রতি প্রকরন বাতাসে ওড়ান মনুষ্যের

কপট ও কুজ্ঞান দিয়া যাহাতে তাহারা চাতুরি
১৫ করিতে নেওয়াতি থাকে কিন্তু প্রেমেতে সত্য কথা
কহিতেং বাড়িতে পারি তাহার মধ্যে যিনি মাথা খ্রীষ্ট
১৬ যাহা হইতে সর্ব্ব শরীর জোড়ান ও মজবুত
হইয়া তাহা দিয়া যাহা প্রতি গিরা জোগায় প্রতি
ভাগের পরিমান কার্য্যেরানুযায়ি শরীরকে বাড়ায়
প্রেমেতে আপনার হিত করিতেং।

১৭ অতএব আমি ইহা কহি এবং যিহুহার সাক্ষী দেই
যে তোমরা এখন হইতে চল না অন্য বর্ণের মত
১৮ তোমারদের মনের বেহুদাতে বুদ্ধি অন্ধকারীয় হইয়া
ঈশ্বরের জীবনের পরজাতি হইয়া সে মূর্খত্ব দিয়া
যাহা তাহারদের মধ্যে অন্তঃকরনের অন্ধতার কারনে
১৯ যাহারা দুরন্ত হইয়া আপনারদিগকে দিয়াছে কামের
২০ গাছিতে সকল অশুত কার্য্য তড়তড়িয়া করিতে। কিন্তু
২১ তোমরা সে মত শিক্ষিলা না খ্রীষ্টকে তাহার প্রসঙ্গ
শুনিয়া ও তাহারে শিক্ষিত হইয়া যে মত সত্যতা আছে
২২ যেশুতে তোমরা পূর্ব্বাচারের বিষয় পুরাতন মানুষকে
২৩ ছাড়িয়া দেহ যাহা অসার সে ভুলনীয়া কামেরানুযায়ি ও
২৪ তোমারদের মনের আত্মায় নুতন হও ও পরিধান কর
নুতন মানুষ যাহা সৃষ্টি হইয়াছে পুন্যতার্থ ও সত্য
ধর্ম্মে ঈশ্বরের মত।

২৫ অতএব মিথ্যা বানী ত্যাগ করিয়া প্রতি জন সত্য কথা
কহুক তাহার প্রতিবাসির সহিৎ একারন আমরা
২৬ পরস্পর অঙ্গভাগ। কোপান্বিত হও পাপ করন বিনা

সূর্য্য অস্ত যাইতে দেহ না তোমারদের ক্রোধের ওপরে
২৭ ও সয়তানকে স্থান দেহ না। যে চুরি করিয়াছে
২৮ সে আরবার চুরি করুক না কিন্তু বরং কর্ম্ম করুক
আপনার হস্ত দিয়া প্রকৃত কার্য্য করিতে২ তাহার
২৯ দরিদ্রকে দিবার কিছু হওনার্থে। কোন অপ্রকৃত
কথা বাহির হওক না তোমারদের মুখ হইতে কিন্তু
যাহা হিতের কারন প্রকৃত তাহা অনুগ্রহ দিবারার্থে
৩০ শ্রোতারদিগকে। ঈশ্বরের ধর্ম্মাত্মাকে ও ত্যাক্ত
করিও না যাহা দিয়া তোমরা মহরে চাপা হইয়াছ
মুক্তির দিন পর্য্যন্ত।————

৩১ তোমারদিগ হইতে যাওন হওক সকল তিক্ততা ও
৩২ ক্রোধ ও কোপ ও হুড়াহুড়ি ও ঠকামি ও ক্রুরত্ব।
ও পরস্পর প্রিতযুক্ত ও স্নেহক হও পরস্পর মাফ করিতে২
যে মত ঈশ্বর মাফ করিয়াছেন তোমারদিগকে
পর্ব্ব খ্রীষ্টেরার্থে। অতএব তোমরা হও ঈশ্বরের সম
৫ কর্ত্তা প্রিয় শিশুর মত ও প্রেমে চল যেমন খ্রীষ্ট ও
প্রেম করিলেন আমারদিগকে ও আপনাকে আমার
দের কারন ওৎসর্গ ও বলিদান দিলেন ঈশ্বরকে
৩ সুগন্ধের কারন। কিন্তু পরদার ও সকল অশুচিত্ব
কিম্বা লোভ একবার কহন হওক না তোমারদের
৪ মধ্যে যেমন পুন্য লোকের ওচিত কিম্বা লোচ্চামি ও
মুর্খ কথা কিম্বা গালাগালি যাহা ওপযুক্ত নহে
৫ কিন্তু বরং স্তব। এ কারন তোমরা ইহা জান কোন লোচ্চা
কিম্বা অশুচি লোক কিম্বা কৃপন যে আছে প্রতিমা
পূজক তাহার কিছু অধিকার নহে খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের

৬ রাজ্যে। কোন কেহ অনর্থক কথা কহিয়া ঠাওরি করিতে দেহ না তোমারদিগকে একারন ইহার জন্য ঈশ্বরের ক্রোধ আইসে অনাজ্ঞা বর্ত্তির শিশুরদের
৭ ওপর! অতএব তোমরা তাহারদের সহভাগি
৮ হইও না! একারন পূর্ব্ব কাল তোমরা ছিলা অন্ধকার কিন্তু এখন আলো প্রভুতে আলোর শিশুর
৯ দের মত চল একারন আত্মার ফল আছে সমস্ত
১০ স্থিত ও পুকৃতার্থ ও সত্যতায় বিচার করিতে২ ঈশ্বরের
১১ তুষ্টি কি। অন্ধকারের নিষ্ফলি কর্ম্মের সহিৎ ও কিছু সম্ভাষ করিও না কিন্তু বরং তাহা বিরুক্ত
১২ কর। একারন কেবল কহিতে তাহারা কি কার্য্য
১৩ গুপ্তে করে লজ্জা। কিন্তু সমস্ত যাহা বিরুক্তিৎ আলোতে পুকাশ আছে একারন যাহা পুকাশ করে
১৪ তাহা আলো। অতএব তিনি বলেন হে নিদুক জাগ ও মৃত্যু ছাড়িয়া ওঠ ও খ্রীষ্ট দীপ্তি দিবেন তোমাকে।
১৫ তবে সাবধান কর ঠিক মত চল অজ্ঞানের মত
১৬ নহে কিন্তু জ্ঞানবানের মত কাল মুক্ত করিতে২
১৭ একারন দিন মন্দ। অতএব অজ্ঞান হইও না কিন্তু
১৮ য়িহুহার ইচ্ছা জ্ঞাত। এবং শুরা যাহাতে মাতলামি তাহা পীয়া বেশুর হইও না কিন্তু আত্মা পূর্ন্নিৎ
১৯ হও। পরস্পর কথা বার্ত্তা কহিতে২ স্তব গীত ও গীত ও ধর্ম্ম গীত গাইতে২ ও অন্তঃকরনে
২০ ওল্লাষ করিতে২ য়িহুহার প্রতি সর্ব্বকাল সর্ব্ব বস্তুর কারন ভগবান ও আমারদের পিতাকে স্তব করিতে২ আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের নামে

২১ ঈশ্বরের ভয়েতে পরস্পর বসিভূত হও।———

২২ পত্নিরে আপনং স্বামীর বস হও যেমন খ্রিষ্টহাকে

২৩ একারন স্বামী পত্নীর সির যে মত খ্রীষ্ট মণ্ডলির চুড়া

২৪ ও তিনি শরীরের ত্রান কর্ত্তা। এ নিমিত্ত ও যেমন মণ্ডলি খ্রীষ্টের বস তেমন পত্নী হওক আপনং

২৫ স্বামীর সমস্ত কার্য্যে। স্বামীগন প্রেম কর তোমারদের জায়াকে যেমন খ্রীষ্ট প্রেম করিলেন মণ্ডলিকে ও আপনাকে দিয়াছেন তাহার কারন।

২৬ তাহা জল প্রক্ষালন দিয়া পবিত্র ও পরিষ্কার করনার্থে

২৭ বাক্য করনক তাহা আপনার গোচরে দিবারার্থে এক তেজস্কর মণ্ডলি যাহার দাগ কি কোকড়া কি এ কোন প্রকার নহে কিন্তু তাহা পুন্য ও ত্রুটি হিন হওনের

২৮ জন্য। অতএব মনুষ্য তাহারদের জায়াকে প্রেম করিতে আপনারদের শরীরের মত জুয়ায় যে জন জায়াকে

২৯ প্রেম করে সে আপনাকে প্রেম করে একারন কোন কেহ আপনার শরীর ঘৃন্না করে না কিন্তু প্রতিপালন করে ও প্রিত করে তাহা যে মত প্রভু মণ্ডলিকে

৩০ একারন আমরা তাহার শরীর তাহার মাংস ও হাড়ের

৩১ অংশ। তন্নিমিত্ত মানুষ ত্যাগ করিবেক তাহার পিতা মাতাকে ও এক্কি হবে তাহার জায়ার সহিৎ এবং

৩২ সে দুই হইবে একাঙ্গি। এই আছে বড় অদর্শন

৩৩ কিন্তু আমি কহি খ্রীষ্ট ও মণ্ডলির বিষয়। কিন্তু তোমারদের প্রতি এক জন তাহার জায়াকে প্রেম করুক আপনার মত ও জায়া তাহার স্বামীকে ভয় মৈত্রতা করুক।———

পর্ব্ব শিশুরে প্রভুতে মান তোমারদের পিতা মাতাকে
১ একারন তাহা ভাল। সম্ভ্রম কর তোমারদের পিতা
মাতাকে যাহা প্রথম আজ্ঞা অঙ্গিকারের সহিৎ
৩ তোমার কল্যানের জন্য ও তোমারদের বহুকাল স্থিতি
৪ হওনের জন্য পৃথিবীতে। পিতাগনরে ক্রোধ করাইও না
তোমারদের শিশুরদিগকে কিন্তু তাহারদিগকে পালন
কর য়িহুহার তত্ত ও হিত ওপদেশে।

৫ দাসরে যাহারা তোমারদের ঐহিকের মনিব তাহার
দিগকে মান ভয় ও কম্প করিতেং অন্তঃকরনের
৬ শোজত্বে যেমন খ্রীষ্টকে সাখ্যাৎ সেবা না করিয়া
মানুষ তোষকের মত কিন্তু যেমন খ্রীষ্টের দাস
৭ ভগবানের ইচ্ছা মন দিয়া করিতেং ঐচ্ছুক সেবা
৮ করিতেং যেমন য়িহুহাকে ও মনুষ্যকে নহে জানিয়া
যেং কিছু ভাল ক্রিয়া কেহ করে তাহার ফল পাইবে
য়িহুহার স্থানে দাস হওক কি ওদ্ধার হওক।
৯ মনিবেরাহে সেই কার্য্য কর তাহারদের দিগে প্রতিজ্ঞা
না করিয়া ও জ্ঞাত হইয়া যে তোমারদের মনিব ও
স্বর্গে ও তাহার স্থানে ওপরোধ নহে।

১০ আর কি। আমার ভাইরে য়িহুহা ও তাহার
১১ বলের পরাক্রমে শক্ত হও। ঈশ্বরের সকল সাজ
তোমারদের গায়ে দেহ স্থির হইবার জন্য সয়তানের
১২ কপটের বিপরিতে। একারন আমরা যুদ্ধ করি না
মাংস রক্তের সহিৎ কিন্তু রাজ্য ও পরাক্রম ও এ
জগতের অন্ধকারের পতি ও আত্মীয় দুষ্টতার
১৩ সহিৎ স্বর্গীয় স্থানে। অতএব ঈশ্বরের সকল

সাজ লও তোমারদের ঠাঁই বিষম দিনে যুদ্ধ করন ও
১৪ সকল করিয়া স্থির হওনার্থে। অতএব স্থির হও কমর
সত্যতায় বন্দিত হইয়া ও ধর্ম্মের বুকপাটা পরিধান
১৫ করিয়া ও মঙ্গল সমাচারের আয়োজন তোমারদের
১৬ পায় দিয়া সকলের ওপর ভক্তির ঢাল লইয়া
১৭ সে দুষ্টের সকল প্রজ্বলিত বান নিবাইতে এবং লও
ত্রানের টোপর ও আত্মার তলোয়ার তাহা ভগবানের
১৮ বাক্য সকল কামনা ও আত্মার কাকুতি করিয়া
নিত্য নিবেদন করিতেং ও তাহাতে চৌকি দিতেং
সকল নিস্যোগ মনে এবং কামনা সমস্ত পুন্য
১৯ লোকের জন্য এবং আমার জন্য ও বাক্য আমাকে
দেওনার্থে আমার মুখ নির্ভয় খুলিয়া মঙ্গল সমাচারের
২০ অদৃষ্ট জানাইতে যাহার কারন আমি জিঞ্জিরে
বন্দিৎ হইয়া ওকিলত্ব করি আমার সে কথা নির্ভয়
কহনার্থে যেমন কহিতে জুয়ায়।

২১ কিন্তু তোমরা আমার পরিচয় ও কি করিতেছি
জানিবার কারন টিখিকস এক জন প্রিয় ভাই এবং
বিশ্বাসি সেবক ঈশ্বরের কর্ম্মে জানাইবে সমস্ত
২২ তোমারদিগকে যাহাকে আমি পাঠাইয়াছি এ হেতু
তোমরা আমারদের পরিচয় জানন ও তোমারদের
অন্তঃকরনকে শান্তনা করনের কারন। কুশল
২৩ ও প্রেম ও ভক্তি ভগবান পিতা ও প্রভু য়েশু
২৪ খ্রীষ্ট হইতে হওক সকল ভ্রাতারদিগকে। অনুগ্রহ
হওক সকল লোকেরদিগকে যাহারা মনে প্রেম করে
আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টকে। আমেন।

পাওল প্রেরিতের পত্র ফিলিপীকে

১ প্রথম পর্ব্ব

১ য়েশু খ্রীষ্টের সেবক পাওল ও টিমোতিয়ষ ফিলিপিতে যে সকল পুন্য লোককে য়েশু খ্রীষ্টে আচার্য্য ও
২ ডিকন সুদ্ধ অনুগ্রহ হওক তোমারদিগকে ও কুশল ভগবান আমারদের পিতা ও প্রভু য়েশু খ্রীষ্ট হইতে।
৩ তোমারদের স্মরন পাইয়া আমি নিত্য স্তব করি
৪ আমার ঈশ্বরকে সর্ব্ব কাল আমার প্রতি নিবেদনে তোমারদের কারন আনন্দ করিয়া কামনা করিতে২
৫ তোমারদের মঙ্গল সমাচারে সম্ভাষের কারন প্রথ
৬ দিনাবধি এখন পর্য্যন্ত। ইহাতে সাহসি হইয়া যে তিনি ভাল ক্রিয়া তোমারদের মধ্যে আরম্ভ করিয়া
৭ করিবেন তাহা য়েশু খ্রীষ্টের দিবস পর্য্যন্ত। যেমন আমার প্রকৃত এমন বুঝিতে তোমারদের সকলের বিষয় একারন তোমরা সকল আমার অন্তরে তাহাতে আমার বন্ধ ও মঙ্গল সমাচারের প্রমান দেওন ও স্থির করনে তোমরা সকল আমার অনুগ্রহের ভাগি।
৮ একারন ভগবান আমার সাক্ষী আমি কি মত ইচ্ছা
৯ করি তোমরা সকলকে য়েশু খ্রীষ্টের অন্তরে। আমি ও এ নিবেদন করি যে তোমারদের প্রেম আর২ বাড়িবে

১০ সকল জ্ঞানের বিবেচনায় তোমরা ওত্তম পছন্দ করিবার কারন তোমরা খ্রীষ্টের দিনে শুদ্ধশীল ও
১১ নিরপরাধি হইবার কারন ধর্ম্ম ফল পূর্ন্নৎ যাহা য়েশু খ্রীষ্টের করনক ভগবানের সম্ভ্রম ও স্তবের কারন।——

১২ কিন্তু ভ্রাতাগিন আমি জানাইতে চাহি তোমারদিগকে যে আমার যাহা হইল তাহা মঙ্গল সমাচারের বৃদ্ধ
১৩ হইবার কারন তাহাতে আমার বন্দ খ্রীষ্টের কারন
১৪ প্রকাশ হইয়াছে অট্টালিকা এবং আর২ সকল ঠাই ও প্রভুতে আর অনেক ভাই আমার বন্দেতে সাহসি হইয়া
১৫ নির্ভয় হইল অত্রাস বাক্য বলিতে। কেহ২ খ্রীষ্টের হিত ওপদেশ করে দ্বেশ ও ঝকড়াশীলে সে সত্য
১৬ ও কেহ২ আপনার ইচ্ছায়। ইহারা ন্যায়েতে খ্রীষ্টের হিত ওপদেশ করে শুদ্ধ মনে নহে চাওরিয়া
১৭ দুঃখ করিতে আমার বন্দের সহিৎ। কিন্তু ওহারা প্রেমেতে জ্ঞাত হইয়া যে আমি নিযুক্ত হইয়াছি
১৮ মঙ্গল সমাচার ওসলির জন্য। তবে কি প্রতি মত ভ্রুকুটিতে হওক কি সত্যতায় হওক খ্রীষ্টের হিত ওপদেশ হইয়াছে ও আমি তাহাতে আনন্দিত হই
১৯ বটে আমি ও আনন্দ করিব। একারন আমি জানি এ আমার ত্রান ওৎপন্ন করিবে তোমারদের কামনা ও আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের আত্মার জোগান
২০ করনক যেমন আমার বড় অপিক্ষা ও ভরসা যে আমি কোন বিষয়তে লজ্জিৎ হইব না কিন্তু সকল সাহসে যেমন সর্ব্বকাল তেমন এখন খ্রীষ্টের সম্ভ্রম

হবে আমার শরীরে যদি জীবনে হওক কি মৃত্যুতে হওক। একারন আমার বাঁচিতে খ্রীষ্ট মরিতে
২১ লভ্য। যদি শরীরে বাঁচি এই আমার কার্য্যের ফল।
২২ কিন্তু আমি জানি না কি পছন্দ করিব একারন
২৩ দুহেতে বদ্ধ হইয়াছি খ্রীষ্টের সহিৎ হইবারার্থে
২৪ যাইতে চাহিয়া যাহা ইহা হইতে অতি ভাল কিন্তু আবশ্যক আছে এখানে রহিতে তোমারদের কারন।
২৫ এবং এ বিশ্বাস পাইয়া জানি যে আমি রহিব ও বাস করিব তোমারদের সকলের সহিৎ তোমারদের হিত ও ভক্তিতে আনন্দের কারন তাহাতে আমি
২৬ পুনর্ব্বার তোমারদের বিদ্যমান হইয়া তোমারদের আনন্দ অতি বিস্তারিত হইতে পারে আমার কারন
২৭ য়েশু খ্রীষ্টে। কেবল হওক তোমারদের আচরন খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার যোগ্য তাহাতে আমি তোমার দিগকে দেখিতে আইলে কি অনুপস্থিত হইলে শুনিতে পাইব তোমারদের পরিচয় যে তোমরা স্থির হইয়াছ এক আত্মাতে পরস্পর যত্ন করিতেং এক মন দিয়া মঙ্গল
২৮ সমাচারের ভক্তিতে এবং কোন কিছুতে ভয়ার্থ নহে তোমারদের শত্রুতে যাহা তাহারদের ঠাঁই সংহারের চিহ্ন কিন্তু তোমারদের ঠাঁই ত্রানের এবং তাহা ঈশ্বর
২৯ হইতে। একারন তোমারদিগকে দাতব্য হইয়াছে খ্রীষ্টেরার্থে তাহারে কেবল আস্থা করিতে নহে কিন্তু
৩০ দুঃখ ও পাইতে তাহার কারন তোমারদের সেই রণ হইয়া যাহা দেখিলা আমাতে ও এখন শুন যে

পর্ব্ব আমারে আছে। অতএব যদি কোন শান্ত খ্রীষ্টে
২ যদি প্রেমের কিছু সুখ যদি আত্মার সদ্ভাব যদি কোন
২ অন্তর কিম্বা ক্ষেমা তবে পূর্ন কর আমার আনন্দ
ইহাতে সমশীল হও এক মত প্রেম করিয়া এক মনে
৩ হইয়া একি কর্ম্ম করিতে২। কিছু করিও না ঝকড়া কি
গৰ্ব্বীতে কিন্তু মৃদু মনে পরস্পর অন্যকে প্রেম কর আপ
৪ নারদিগ হইতে অধিক। কেহ আপনার লভ্য চেষ্টা
৫ করুক না কিন্তু প্রতি জন অন্যের ও। যে মন
৬ খ্রীষ্ট য়েশুতে ছিল তাহা হওক তোমারদিগের
যিনি ঈশ্বরাকার হইয়া ঈশ্বরের সমান হইবার
৭ ভাবিলেন না চৌর্য্য কিন্তু আপনাকে শূন্য করিলেন
দাসাকার লইয়া ও মানুষের প্রতিমূর্ত্তিতে নিম্মান
৮ হইয়া ও মানুষের প্রতিমূর্ত্তিতে প্রাপ্য হইলে
আপনাকে অল্পতা করিলেন মৃত্যুর বস হইয়া বটে
৯ ক্রুসের মৃত্যুর। অতএব ঈশ্বর অতি আধিক্যতা
করিয়াছেন তাহাকে ও নাম দিয়াছেন তাহাকে সমস্ত
১০ নাম হইতে বড় স্বর্গে ও পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নিচের
১১ প্রতি হাঁটু গাড়িতে য়েশু খ্রীষ্টের নামেতে ও প্রতি
জিহ্বা শ্বিকার করিতে যে য়েশু খ্রীষ্ট আছেন প্রভু
১২ ঈশ্বর পিতার সম্ভ্রমের জন্য। অতএব আমার
প্রেমিরে যেমন তোমরা সদাকাল আজ্ঞা বর্ত্তি হইলা
আমার গোচরে কেবল নহে কিন্তু তাহা হইতে অধিক
আমি অবিদ্যমান হইয়া আপনারদের ত্রান পূর্ন কর
১৩ ভয় এবং কম্প করিতে২ একারন ঈশ্বর আপনার
ইচ্ছাতে করেন তোমারদের মধ্যে ইচ্ছা ও কার্য্য

১৪ করিবারে। সকল কার্য্য কর কচ২ ও ন্যায় বিনা
১৫ নিরাপরাধি ও শুদ্ধাশীল ও ঈশ্বরের দোষ হিন শিশু
হইবার কারন এ দুষ্ট ও পামর পুরুষের মধ্যে যাহারে
১৬ তোমরা দীপ্তি কর যেমন আলো জগতে প্রকাশ করিতে২
জীবনের কথা আমি খ্রীষ্টের দিনে আনন্দ করনের
নিমিত্ত যে বৃথ্যা দৌড়িলাম না ও কার্য্য করিলাম
না।——

১৭ একারন আমি পানীয় বস্তু ওৎস্বর্গের মত
তোমারদের ভক্তির বলিদান ও সেবার উপর ঢালা
হইলে আনন্দিৎ হই ও আনন্দ করি তোমারদের
১৮ সকলের সহিৎ। এ হেতু ও তোমরা আনন্দিৎ হও
এবং আনন্দ কর আমার সহিৎ।——

১৯ কিন্তু আমার ভরসা আছে প্রভু য়েশুতে টিমোতিয়ষকে
শীঘ্র পাঠাইতে তোমারদের নিকট আমি ও তোমারদের
২০ পরিচয় জানিয়া আরাম পাইবারার্থে। একারন
এখানে আমার এমনশীলে কেহ নহে যে এমন সেচ্ছিত
২১ করিয়া চিন্তিত হইবে তোমারদের বিষয়। একারন
সকল চেষ্টা করে আপনারদের কেহ নহে য়েশু খ্রীষ্টের।
২২ তোমরা জান তাহার প্রমান সে কি মত করিয়াছে
আমার সহিৎ মঙ্গল সমাচারের কর্ম্মে যেমন পুত্র
২৩ পিতার সহিৎ। অতএব আমার ভরসা আছে
শীঘ্র পাঠাইতে তাহাকে আমার বিষয় কেমন হইবে
২৪ দেখিয়া। কিন্তু আমি প্রভুতে বিশ্বাস করি যে
আপনি আসিব তোমারদের নিকট কিঞ্চিত কাল পরে।
২৫ কিন্তু আমি ভাবিলাম আবশ্যক আছে তোমারদের

নিকট পাঠাইতে আমার ভাই ও সহকর্ত্তা ও সহ
ইশন্য এপাফ্রদীতষকে সে তোমারদের দূত ও সে
২৬ জন যে সেবা করিল আমার তন্নাস্তিতে একারন সে
তোমারদিগকে সকল দেখিতে বড় ইচ্ছা করিয়া দুঃখিত
হইল একারন তোমরা শুনিতে পাইয়া ছিলা যে সে
২৭ পীড়িত। সে পীড়িত ছিল বটে মরনের নিকট কিন্তু
ভগবান দয়া করিলেন তাহাকে ও তাহাকে কেবল নহে
কিন্তু আমাকে ও পাছে আমার শোকের ওপর শোক
২৮ হইত। অতএব আমি অধিক যত্ন করিয়া পাঠাইলাম
তাহাকে এজন্য তাহাকে আরবার দেখিয়া তোমারদের
২৯ আনন্দ হবে ও আমার শোক কমি। অতএব গ্রহন কর
তাহাকে প্রভুতে সকল আনন্দে ও ভালবাস এ প্রকার
৩০ একারন খ্রীষ্টের কার্য্যের জন্য মরনের নিকট ছিল
জীবন অসাবধান করিয়া পূর্ন করিতে তোমারদের
সেবার কমি আমারদিগে।

পর্ব্ব ৩ আর কি ভাইহে। আনন্দ কর প্রভুতে। সেই কথা
লেখিতে আমার ব্যামহ নাহে কিন্তু তোমারদের রক্ষা।
২ সাবধান কর কুকুরকে সাবধান কুকর্ত্তাকে সাবধান
৩ কর সহছেদিরদিগকে। একারন আমরা তকছেদি যে
ঈশ্বরের সেবা করি আত্মা দিয়া ও খ্রীষ্ট য়েশুতে
৪ আনন্দ করি ও শরীরে বিশ্বাস করি না। আমার
বিশ্বাস করিবার আছে শরীরে সে সত্য যদি আর
কেহ ভাবে যে তাহার শরীরে বিশ্বাস করিবার আছে
৫ আমার তাহা হইতে অধিক অষ্টম দিনে তাকছেদি

য়িশরালের বংশ বেনিযনের গোষ্ঠি হইতে ওব্রির
দিগ হইতে এক ওব্রি ব্যবস্থার বিষয় ফারিসি
৬ তপ্ততে মণ্ডলিকে বিপক্ষতা করিয়া ব্যবস্থার ধর্ম্মেতে
৭ নিরাপরাধি। কিন্তু যাহা ছিল আমার লাভ তাহা
সকল আমি অপচয় মনে করিয়াছি খ্রীষ্টের কারন।
৮ বটে ও আমি নিসন্দেহ মনে বুঝি সমস্তই কেবল অপচয়
আমার প্রভু খ্রীষ্ট য়েশু জ্ঞানের অতি দিব্যত্বের
তুল্য যাহার কারন আমি সকলে ক্ষেতি পাইয়াছি ও
তাহা সকল মনে করি কেবল বিষ্ঠা খ্রীষ্ট প্রাপ্ত্যর্থে
৯ ও তাহারে প্রাপ্ত্যর্থে আপনার ধর্ম্ম যাহা ব্যবস্থা
হইতে না পরিয়া কিন্তু তাহা যাহা খ্রীষ্টের ভক্তি হইতে
১০ সেই ধর্ম্ম যাহা ভক্তি দিয়া ঈশ্বর হইতে আমি
তাহাকে ও তাহার পুনরুত্থানের পরাক্রম ও যন্ত্রনার
সহশীল জাননের কারন তাহার মৃত্যুবত হইয়া
১১ যদি কোন মতে ধরিতে পারি মৃত্যুর পুনরুত্থান
১২ যেমন এখন ধরিতাম কিম্বা এখন শুদ্ধ হইতাম তেমন
নহে কিন্তু আমি পশ্চাৎ দৌড়ি তাহা ধরিতে যাহার
১৩ কারন ও আমি খ্রীষ্ট য়েশুরাকর্ষিত হইয়াছি। ভাইরে
আমি বুঝি না যে আপনি পাইয়াছি কিন্তু এক কর্ম্ম
করি পশ্চাৎ যাহা আছে তাহা বিস্মৃতি হইতেং ও
১৪ আগে যাহা আছে তাহাতে বাড়িতেং আমি প্রান
পন করি কোট ধরিতে ভগবানের মহা ব্যবস্থার
বাজির কারন যাহা খ্রীষ্ট য়েশুতে।——

১৫ অতএব আমরা যত লোক শুদ্ধ ইহা করি ও তোমার
দের কেহ অন্য মনে হইলে ঈশ্বর তাহাই জানাইবেন

১৬ তোমারদিগকে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আসিয়াছি সে
১৭ ব্যবহার মত চলি সেই পছন্দ করি। ভ্রাতাগন
আমার সমরকস্তা হও ও যাহারা এমন করে তাহার
দিগকে আমারদের মত দেখ নমুনার কারন।
১৮ অনেকে চলিতি করে যাহারদের বিষয় আমি বারং
কহিয়াছি তোমারদিগকে ও এখন ক্রন্দন করিতেং কহি
১৯ তাহারা খ্রীষ্টের ক্রুসের শত্রু। যাহারদের শেষ
সংহার যাহারদের ঈশ্বর আপনারদের পেট যাহার
দের সম্ভ্রম আপনারদের লজ্জা যাহারা মানে পৃথিবীয়
২০ কার্য্য। কিন্তু আমারদের আচরন স্বর্গে সেখান
হইতে অপিক্ষা করি ত্রান কর্ত্তা প্রভু যেশু খ্রীষ্ট
২১ যিনি অন্য মত করিবেন আমারদের দীন শরীরকে
তাহা তাহার তেজোময় শরীরের মত হওনার্থে তাহার
পরাক্রমেরানুযায়ি যাহা দিয়া তিনি সকলে আপনার
পর্ব্ব বস করাইতে পারেন। অতএব আমার অতি প্রেমি
৪ ও বাঞ্ছিত ভাইহে আমার আনন্দ ও মুকুট এমত স্থির
হও প্রভুতে আমার প্রেমিরে।—

২ আমি সাধিনা করি ইওদিয়া ও আমি সাধিনা করি
৩ সিন্তুখেকে প্রভুতে এক কার্য্য মান। আমি ও
সাধিনা করি তোমাকে সত্যবাদি সখা উপগার কর
সে নারী যাহারা মঙ্গল সমাচারের কর্ম্ম করিল
আমার সহিত ক্লেমেস ও অন্য সহকারি সুব্ব যাহার
দের নাম জীবনের পুস্তকে।—
৪ আনন্দ কর প্রভুতে সর্ব্বকাল পুনর্ব্বার আমি

৫ কহি আনন্দ কর। তোমারদের নম্রতা জানুক
৬ সকল লোকের ঠাঁই। প্রভু সান্নিধ্য। কিছুর
কারণ চিন্তিত হইও না কিন্তু প্রতি বিষয়েতে নিবেদন ও
কামনা ও স্তব করিতে২ জানাও তোমারদের নিবেদন
৭ ঈশ্বরের ঠাঁই। এবং ভগবানের কুশল যাহা
সকল জানিবার হইতে অধিক রাখুক তোমারদের
হৃদয় ও মন খ্রীষ্ট য়েশুতে।

৮ আর কি ভাইরে। যাহা২ সত্য যাহা২ শুদ্ধ যাহা২
প্রকৃত যাহা২ পরিষ্কার যাহা২ প্রিত জনক যাহা২
সদ্ব্রান্ত যদি কোন ধর্ম্ম কিম্বা যদি কোন স্তব তবে এ
৯ কার্য্য মনে কর। যাহা তোমরা শিক্ষা করিয়াছ ও
লইয়াছ ও শুনিয়াছ ও দেখিয়াছ আমাতে তাহা কর
ও কুশল দাতা ঈশ্বর হইবেন তোমারদের সহিত।

১০ কিন্তু আমি প্রভুতে অতি আনন্দ করিলাম তাহাতে
তোমারদের স্নেহ আরবার বাড়াইয়াছে আমারদিগে।
যাহার বিষয় বটে চিন্তিত ছিলা পূর্ব্বে কিন্তু অপকাশ
১১ হিন ছিলা। আমি কহি না হিনত্বের কথা একারণ
আমার কোন স্থিতিতে রাজি হইবার শিক্ষিয়াছি। হিন
১২ হইতে জানি ও অধিক ধরিতে জানি প্রতি জায়গায়
ও সমস্ত স্থিতিতে আমি শিক্ষিত হইয়াছি পূর্ণিত ও
১৩ ক্ষুধিত হইবারে অধিকত্ব ও হিনত্ব ভুগিতে। আমি
সকল করিতে পারি য়েশু খ্রীষ্ট দিয়া যিনি শক্ত করান
১৪ আমাকে। কিন্তু তোমরা ভাল করিয়াছ দিতে
১৫ আমার হিনত্ব ঘুচিবারে। হে ফিলিপীরা তোমরা
জান মঙ্গল সমাচারের প্রথমে যখন যাইতে ছিলাম

১৬ মাকিদনিয়া হইতে তখন কোন মণ্ডলি আমার সহিৎ হইল না দেওন পাওনের বিষয় কেবল তোমরা একারন তসলোনিকায় হইয়া তোমরা একবার দুইবার ১৭ পাঠাইলা আমার তন্নাস্তির কারন। আমার দান চাহিবার কারন নহে কিন্তু আমি ফল চাহি যাহা ১৮ অধিক হবে তোমারদের লভ্যাতে। কিন্তু আমার সকল এবং অধিক আছে। আমি এপাফ্রদীতষ হইতে তোমারদের দান পাইয়া পরিতোষ হয় তাহা এক সুগন্ধ ১৯ ও গ্রহনিত ও৲ম্বর্গ ঈশ্বরের তুষ্টি দাইক। কিন্তু আমার ঈশ্বর জোগাইবেন তোমারদের সকল তন্নাস্তিকে তাহার বৈভবের ধনেরানুযায়ি খ্রীষ্ট য়েশুতে। ২০ এখন ঈশ্বর ও আমারদের পিতাকে স্তুতি হওক সদা সর্ব্বক্ষন। আমেন।——

২১ নমস্কার কর প্রতি পুন্য জন খ্রীষ্ট য়েশুতে। যেই ভ্রাতাগন আমার সহিৎ তাহারা নমস্কার করে তোমার ২২ দিগকে। সকল পুন্যবান নমস্কার করে তোমার দিগকে কিন্তু যাহারা কাইসরের পরিজনের সকল ২৩ হইতে অধিক। আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ হওক তোমারদের সকলের সহিৎ। আমেন।——

পাওল প্রেরিতের পত্র কলসীকে।

১ প্রথম পর্ব্ব

১ পাওল ঈশ্বরের ইচ্ছাতে য়েশু খ্রীষ্টের এক প্রেরিত ও
২ ভাই টিমোতিয়ষ সে পুন্য লোক ও খ্রীষ্টে বিশ্বাসি ভ্রাতাগনকে যাহারা কলসে অনুগ্রহ ও কুশল হওক তোমারদিগকে ঈশ্বর আমারদের পিতা ও প্রভু য়েশু খ্রীষ্ট হইতে।
৩ আমরা স্তব করি ভগবান ও আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের পিতাকে সর্ব্বকাল কামনা করিতে২ তোমার
৪ দের কারন তোমারদের ভক্তি খ্রীষ্ট য়েশুতে ও পুন্য
৫ বানেরদিগে প্রেমের কথা শুনিয়া সে ভরসারার্থে যাহা স্বর্গে রক্ষা হইয়াছে তোমারদের কারন যাহার বিষয় তোমরা পূর্ব্বে শুনিতে পাইয়াছ মঙ্গল সমাচারের
৬ সত্যতার বাক্যে যাহা আসিয়াছে তোমারদের ঠাঁই যেমন সকল জগতে ও ফল ফলে তোমারদের মধ্যে সে দিনাবধি যাহাতে তোমরা ভগবানের সত্য অনুগ্রহ
৭ শুনিতে পাইলা ও জ্ঞাত হইলা। যেমন ও তোমরা শিক্ষিলা আমারদের প্রিয় সহদাস এপফ্রাষের ঠাঁই যে
৮ ও খ্রীষ্টের বিশ্বাসি সেবক তোমারদেরার্থে যে ও

প্রকাশ করিয়াছে আমারদিগকে তোমারদের মনের
৯ প্রেম। অতএব আমরা সে দিনাবধি যাহাতে
শুনিতে পাইয়াছি তোমারদের কারন কামনা ও নিবেদন
করিতে ত্যাগ করি না তোমরা তাহার ইচ্ছা পুর্ন্নিৎ
১০ হওনার্থে সকল জ্ঞান ও পরমার্থিক বিদ্যাতে তোমরা
সমস্ত তোষক কার্য্যে যিহুহা যোগ্য চলনার্থে সকল
সুকার্য্যে ফল পুর্ন্নিৎ হইয়া ও ঈশ্বর জ্ঞানে বাড়িতেং।
১১ সকল বলেতে শক্তি হইয়া তাহার তেজের পরাক্রমে
রানুযায়ি সকল ধৈর্য্যশীল ও আনন্দ পুর্ব্বক ও দীর্ঘ
১২ কাল ক্ষেমাতে পিতাকে স্তব করিতেং যিনি প্রস্তুত
করেন আমারদিগকে পুন্য লোকের অধিকারের
১৩ ভাগ জন্য যাহা দীপ্তিতে যিনি পরিত্রান করিয়াছেন
আমারদিগকে অন্ধকারের পরাক্রম হইতে ও তাহার
প্রেমি পুত্রের রাজ্যে স্থিতি করাইয়াছেন আমারদিগকে
১৪ যাহারে আমরা মুক্ত তাহা পাপের বিমোচন পাই
১৫ তাহার রক্ত দিয়া। যিনি অদর্শন ভগবানের
১৬ প্রতিমুর্ত্তি সমস্ত সৃষ্টির প্রথম জন্মিত একারন তাহার
করনক সকল হইল স্বর্গের ও পৃথিবীর দর্শন
ও অদর্শন বস্তু সিংহাসন হওক কি অধ্যক্ষতা কিম্বা
রাজ্য কিম্বা পরাক্রম হওক সমস্ত সৃজন হইল তাহার
১৭ করনক ও তাহার কারন তিনি ও সকলের পূর্ব্বে
১৮ ও তাহার করনক সমস্ত স্থির হইয়াছে। ও
তিনি মণ্ডলি তাহা শরীরের মাথা যিনি মৃত্যু হইতে
প্রথম জাত সমস্তে তাহার প্রথমত্ব হইবারার্থে।
১৯ একারন পিতার সন্তোষ যে সকল পুর্নত্ব বাস

২০ করিবে তাহার মধ্যে ও তাহার ক্রুসের রক্ত দিয়া মিলনোপায় করিয়া তাহার করনক আপনার সহিৎ মিলান করিতে সমস্তকে পৃথিবীর হওক কি স্বর্গের
২১ হওক। তোমরা ও যে পূর্ব্বে ছিলা অন্য বর্ন ও কুকার্য্য করিতেং মনে শত্রু তিনি এখন মিলন
২২ করিয়াছেন তাহার মাংসীয় শরীরে মৃত্যু দিয়া তোমার দিগকে করাইতে পুন্য ও নিরাপরাধি ও গুল্লানি হিন
২৩ তাহার নিজ গোচরে যদিত ভক্তিতে তিষ্ঠ স্থির ও শিথর গেড়ে ও ছাড় না মঙ্গল সমাচারের ভরসা যাহা শুনিয়াছ ও যাহা ঢেড়ি দেয়া হইল স্বর্গের নিচের সকল সৃষ্টির ঠাঁই যাহার এক সেবক আমি পাওল নিযুক্ত হইয়াছি।

২৪ এখন আমি আনন্দ করি আমার সকল দুঃখে যাহা তোমারদের জন্য ও খ্রীষ্টের দুঃখ যাহাং কমি তাহা পূর্ন্ন করি আমার শরীরে তাহার শরীরের জন্য
২৫ তাহা মণ্ডলি যাহার এক সেবক আমি নিযুক্ত হইয়াছি ঈশ্বরের সে সংঘটনেরানুযায়ি যাহা দেয়া গিয়াছে আমাকে তোমারদের কারন ঈশ্বরের বাক্য পূর্ন্ন প্রকাশ
২৬ করিতে সে নিগুড় যাহা গুপ্ত ছিল পূর্ব্ব পুরুষাবধি কিন্তু এখন প্রকাশ হইয়াছে তাহার পূন্যবানকে
২৭ যাহারদিগকে ভগবান জানাইতে ইচ্ছা করিলেন এই নিগুড়ের তেজের ধন কি অন্য বর্ন্নের মধ্যে তাহা খ্রীষ্ট
২৮ তোমারদের মধ্যে মোক্ষের ভরসা। যাহার সমাচার আমরা দেই প্রতি জনকে প্রবোধ করিতেং ও শিক্ষা করাইতেং প্রতি জনকে শুদ্ধ সুপারিষ করিতে খ্রীষ্ট

২৯ য়েশুতে। তেকারন আমি ও যত্ন করি প্রান পন করিতেং তাহার করনক যিনি অতিশয় করান আমার পর্ব্ব মধ্যে। একারন আমি তোমারদিগকে জানাইতে
২ চাহি আমার কেমন প্রান পন আছে তোমারদের ও লাওদিকেয়া লোক ও যত লোকের কারন যাহারা না
২ দেখিয়াছে আমার নিজ মুখ তাহারদের অন্তঃকরন সুখীর হওনের নিমিত্ত প্রেমে জোড়া হইয়া অতি পরিপূর্ন্ন ও নিশ্চয় জ্ঞানেতে ঈশ্বর ও পিতা ও খ্রীষ্টের গুপ্তের
৩ গ্রহনেতে যাহার মধ্যে জ্ঞান ও বিদ্যার সকল ধন
৪ গুপ্ত আছে। আমি ইহা কহি কোন কেহ যেন প্রতারনা করে না তোমারদিগকে ভোগা কথা কহিয়া।
৫ অতএব আমি শরীরে অনুপস্থিত হইয়া তত্রাপি আত্মাতে তোমারদের বিদ্যমান আনন্দ করিতেং ও দেখিতেং
৬ তোমারদের সুধারা ও ভক্তির স্থিরতা খ্রীষ্টে। অতএব যেমন তোমরা লইয়াছ খ্রীষ্ট য়েশু প্রভুকে তেমন চল
৭ তাহাতে শিখর গেড়ে ও গাঁথন হইয়া তাহার মধ্যে ও ভক্তিতে স্থির যেমন শিক্ষা হইয়া ছিলা তাহা করিবারে বিস্তর হইতেং স্তব করিয়া।——

৮ সবধান পাছে কোন কেহ ভগুন করে তোমারদিগকে জ্ঞান প্রেম ও অনর্থক চাতুরি করিয়া মনুষ্যের ব্যবহারেরানুযায়ি এ জগত জানারম্ভেরানুযায়ি কিন্তু
৯ খ্রীষ্টেরানুযায়ি নহে। একারন ঈশ্বরত্বের পূর্ন্নত্ব বসতি
১০ করে ষোলোয়ানা তাহার মধ্যে। ও তোমরা পরিপূর্ন তাহার মধ্যে যিনি সমস্ত রাজ্য ও পরাক্রমের
১১ চূড়া। যাহার মধ্যে ও তোমরা ত্বকচ্ছেদি হইয়াছ

অহস্তকৃত ত্বকছেদে মাংসের পাপের শরীরকে
১২ ছাড়িয়া দিলে খ্রীষ্টের ত্বকছেদ দিয়া। ডুবেতে
কবরে শুইয়া তাহার সহিৎ যাহাতে ও তোমরা
সহোত্থান হইয়াছ ঈশ্বরের ক্রিয়ায় ভক্তিতে যিনি
১৩ ওঠাইলেন তাহাকে মৃত্যু হইতে। তোমরা ও কলুষ
ও শরীরের অত্বকছেদে মৃত্যু হইলে জীবাইয়াছেন
তাহার সহিৎ তোমারদের সকল অপরাধ মাফ
১৪ করিয়া সে বিপরিত পুস্ত কাটিয়া যাহা ব্যবহার
দাইক যাহা আমারদের বিপরিতে এবং তাহা ঘুচিলেন
১৫ কাণ্ঠাতে বন্ধ করিয়া তাহার ক্রুসেতে এবং রাজ্য ও
পরাক্রম নষ্ট করিলে তামাসা করাইলেন তাহারদিগকে
১৬ তাহাতে জয় করিয়া তাহারদের ওপর। অতএব
কোন কেহ বিচার করুক না তোমারদিগকে ভক্ষ্য
পানীয়র বিষয় কিম্বা নিমন্ত্রণ কি প্রতিপদের চন্দ্র কিম্বা
১৭ শাবতের বিষয় যাহারা সকল আসিবার কার্য্যের
১৮ ছায়া কিন্তু শরীর খ্রীষ্টের। কেহ মিথ্যা বিচারে
তোমারদের বাজি নিশেধ করুক না ঐচ্ছুক মৃদু হইয়া
ও দূতের ভজনা করিয়া অদৃশ্যে এতরাজি করিতেং
১৯ বৃথ্যা গুমানি হইয়া তাহার সংসারিক মনেতে ও
মাথা না ধরিয়া যাহা হইতে সকল শরীর গিরা ও
জোড়াতে জোগান ও জোড় হইয়া বাড়ে ঈশ্বরের
বৃদ্ধতাতে।

২০ অতএব যদি তোমরা জগতের আমারম্ভ হইতে মরা
হইয়াছ খ্রীষ্টের সহিৎ কি কারন মান এ সকল নিরুপন
২১ কার্য্য যেমন জগতে বাঁচিয়া ছুইও না চাকিও না

২২ হাতে করিও না যাহা কার্য্যেতে সকল ক্ষয় হয়
২৩ মনুষ্যের আজ্ঞা ও নিরূপনেরানুযায়ি। যাহারা জ্ঞানের মত দেখা যায়ে সে সত্য ঐচ্ছিক ভজনা ও মনের বসত্ব ও শরীরের তন্ত্রনা দেওনে শরীরের অসম্ভ্রান্ত পরিতোষের কারন: অতএব যদি তোমরা ওত্থান হইয়াছ

পর্ব্ব ৩

খ্রীষ্টের সহিৎ তবে চেষ্টা কর যাহা ঊর্দ্ধ আছে যে স্থানে খ্রীষ্ট আছেন ঈশ্বরের দক্ষিনে বসিয়া।
২ যাহা ওপর তাহা মান যাহা পৃথিবীত নহে।
৩ একারন তোমরা মরা ও তোমারদের জীবন ঈশ্বর য়েশু
৪ খ্রীষ্টের সহিত। যখন খ্রীষ্ট আমারদের জীবন দেখা দিবেন তখন আমরা ও মোক্ষে দেখা যাব তাহার সহিৎ।

৫ অতএব মারিয়া ফেল তোমারদের যেং অংশ পৃথিবীর ওপর পরদার মল ক্রিয়া কাম দুরাসা অর্থ
৬ লোভ যাহা পুত্তিমা পূজা এই সকলের কারন ঈশ্বরের ক্রোধ আইসে অভক্ত শিশুগনের ওপর।
৭ যাহারদের মধ্যে তোমরা ও পূর্ব্বকাল চলিলা যাবত
৮ বাঁচিলা তাহারদের মধ্যে। কিন্তু এখন তোমরা দূর কর এ সমস্ত রাগ ক্রোধ দুর্ম্মতি কুকাহিনি কামি
৯ কথা তোমারদের মুখ হইতে তোমরা পরস্পর মিথ্যা কহিও না পূরাতন মানুষ তাহার ক্রিয়া সুদ্ধ ছাড়িয়া
১০ ও নূতন পরিধান করিয়া যে পুনর্ব্বার জ্ঞানেতে নূতন হইয়াছে তাহার রূপে যিনি সৃজন করিলেন তাহাকে।
১১ যে খানে গ্রীক নহে য়িহোদী নহে তকছেদি কিম্বা অতক ছেদি নহে মুর্খ স্কিতি দাস কিম্বা ওদ্ধার নহে কিন্তু

৩ তৃতীয় পর্ব্ব কলসীকে —

১২ খ্রীষ্ট সকল ও সকলে। অতএব যেমন ঈশ্বরের মননিত ধার্ম্মিক ও প্রেমি পরিধান কর স্নেহ ক্ষেমা হৃদয়
১৩ প্রিত নিরহঙ্কার নতিশীল বহুকাল ধৈর্য্যমন পরস্পর ধৈর্য্য করিতে২ পরস্পর মাফ করিতে২ যদি কাহার ঝকড়া থাকে অন্যর সহিৎ যেমন খ্রীষ্ট মাফ করিলেন তোমারদিগকে তেমন ও কর তোমরা।
১৪ ও সকল হইতে অধিক প্রেম পরিধান কর যাহা
১৫ শুদ্ধতার বন্ধ। ও ঈশ্বরের কুশল কতৃত্ব করুক তোমারদের অন্তঃকরনে যাহাতে ও তোমরা এক শরীরে
১৬ ডাকিত হইয়াছিলা ও স্তাবক হও। খ্রীষ্টের কথা সর্ব্ব জ্ঞানে বিস্তারিত হইয়া বাস করুক তোমারদের মধ্যে শিক্ষা করাইতে২ ও পরস্পর হিত করিতে২ গীত ও স্তব গীত ও পরমার্থিক গীত গাইতে২ যিহুহার ঠাঁই ধর্ম্ম
১৭ গুন তোমারদের অন্তঃকরনে হইয়া। ও কাহিনি কি ক্রিয়া যাহা তোমরা কর তাহা সকল কর প্রভু য়েশুর নামে ঈশ্বর ও পিতাকে স্তব করিতে২ তাহার করনক। —

১৮ জায়াতো আপনারদের স্বামীর বস হও যেমন
১৯ ওচিৎ যিহুহাতে। স্বামীরাহে আপনার জায়াকে প্রেম কর ও তিক্ত হইও না তাহারদের বিপরিতে।
২০ শিশুরে তোমারদের পিতা মাতার আজ্ঞা বর্ত্তি হও সকল
২১ কার্য্যে একারন এই যিহুহার সন্তোষ পিতাহে ক্রোধি করাইও না তোমারদের শিশুরদিগকে পাছে তাহারা
২২ নিরাশ্বসি হইবে। দাসরে তোমারদের ঐহিকের মোনিবের আজ্ঞা বর্ত্তি হও সকল কার্য্যে সাক্ষ্যাৎ

সেবা না করিয়া মনুষ্য তোষকের মত কিন্তু অন্তঃ
২৩ করনের সোজত্বতে ঈশ্বরকে ভয় করিয়া ও
যাহা২ তোমরা কর তাহা কর ঐটুক মত যেমন
২৪ প্রভুকে ও মনুষ্যকে নহে জ্ঞাত হইয়া যে তোমরা
পাইবা অধিকারের ফলোদয় প্রভুর ঠাঁই একারন
২৫ তোমরা প্রভু খ্রীষ্টের সেবা কর। কিন্তু যে কেহ
অপ্রকৃত করে সে পাইবে যেমন ক্ষেতি করিয়াছে ও
পর্ব্ব মুখাবলোকান নহে। যোনিবরে যাহা প্রকৃত তাহা
৪ দেহ তোমারদের দাসকে জানিয়া যে তোমারদের এক
যোনিব ও স্বর্গে।

২ নিরবধি কামনা কর ও তাহাতে চৌকি দেহ স্তব
৩ করিতে২ আমারদের কারন ও তখন নিবেদন করিতে২
যে ঈশ্বর কহিবার দ্বার খুলিবেন খ্রীষ্টের অজ্ঞাত
৪ বাক্য কহিতে যাহার কারন আমি ও বন্ধিৎ আমি
তাহা প্রকাশ করনের জন্য যেমন উপযুক্ত করিতে।
৫ জ্ঞানেতে চল বাহিরে লোকেরদিগকে কাল মুক্ত
৬ করিতে২। তোমারদের বচন স্বাদু হওক সর্ব্ব
কাল লবন দিয়া লুনি হইয়া তোমারদের জানদের জন্য
কি মত প্রত্যুত্তর করিতে প্রতি জনকে।

৭ আমার সকল পরিচয় টিখিকস এক জন প্রেমি ভাই
ও বিশ্বাসি দিকন ও সহদাষ খ্রিষ্টহার কর্ম্মে জানাইবেন
৮ তোমারদিগকে যাহাকে আমি পাঠাইয়াছি তোমারদের
নিকট তোমারদের পরিচয় জানিবার ও তোমারদের অন্তঃ
৯ করন সুস্থির করিবার জন্য ওনেসিমষ এক জন
বিশ্বাসি ও প্রেমি ভাইর সহিৎ যে তোমারদের এক জন।

তাহারা জানাইবে তোমারদিগকে এ স্থানের পরিচয় ।
১০ আরিষ্টার্খিষ আমার সহবন্দিত নমস্কার করে তোমার দিগকে ও মার্ক বার্নবার ভাগিনেয় যাহার বিষয় তোমরা আজ্ঞা পাইয়াছ যদি সে আইসে তবে মর্য্যাদা
১১ কর তাহাকে যেশু ও যাহার নাম য়ষ্টস । ইহারা ত্বকচ্ছেদি কেবল আমার সহকারি ঈশ্বরের কর্ম্মে
১২ যাহারা আমাকে সুস্থির করিয়াছে । এপফ্রাষ খ্রীষ্টের এক দাস ও তোমারদের এক জন নমস্কার করে তোমারদিগকে সর্ব্বকাল প্রান পন করিতে২ তোমার দের কারন কামনা করিতে২ তোমারদের স্থির হওনের
১৩ জন্য শুদ্ধ ও ঈশ্বরের সকল ইচ্ছা পুর্ন্নিৎ । একারন আমি সাক্ষী দেই তাহার বিষয় তাহার বড় তাপ আছে তোমারদের কারন এবং লাওদিকেয়া ও হিয়রাপলিষের
১৪ বাসিরদের কারন । লূক প্রেমি কবিরাজ ও
১৫ দেমষ নমস্কার করে তোমারদিগকে । লাওদিকেয়ার ভ্রাতারদিগকে নমস্কার কর নম্ফাস ও এবং যে মণ্ডলি
১৬ তাহার ঘরে । ও যখন এ পত্র পাঠ হইয়াছে তোমারদের শ্রবনে তখন ও পাঠ করাও তাহা লাওদিকেয়ার মণ্ডলিতে এবং তোমরা ও পাঠ কর
১৭ সে পত্র লাওদিকেয়া হইতে । ও আর্খিপষকে বল সাবধান কর সে সেবা যাহা পাইয়াছ প্রভু হইতে তাহা পূর্ন্ন করিতে ।

৪ চতুর্থ পৰ্ব্ব কলসীকে——

১৮ পাওলের নমস্কার আপনার হাতে। মনে রাখি আমার বন্ধন। অনুগ্রহ হওক তোমারদের সহিৎ। আমেন।——

পাওল প্রেরিতের প্রথম পত্র তসলোনীকে।—

১ প্রথম পর্ব্ব———

১ পাওল ও সল্বানষ ও টিমোতিয়ষ তসালোনীয়দের মণ্ডলিকে যাহা ঈশ্বর পিতা ও প্রভু য়েশু খ্রিষ্টে অনুগ্রহ ও কুশল হওক তোমারদেরদিগে ঈশ্বর আমারদের পিতা ও প্রভু য়েশু খ্রীষ্ট হইতে।——
২ আমরা নিত্য স্তব করি ঈশ্বরকে তোমারদের সকলের জন্য তোমারদের নাম কহিতেং আমারদের কামনায়।
৩ নিরবধি মনে করিতেং তোমারদের ভক্তির ক্রিয়া ও প্রেমের যত্ন ও ভরসার ধৈর্য্যতা আমারদের প্রভু য়েশু
৪ খ্রীষ্টে ঈশ্বর আমারদের পিতার গোচরে জানিয়া
৫ প্রেমি ভাইরে তোমারদের ঈশ্বরে মনন্থ। একারন আমারদের মঙ্গল সমাচার আইল না তোমারদিগাকে কেবল ভাষাতে কিন্তু পরাক্রম ও ধর্ম্মাত্মা ও বহু সাহসে যাহাতে তোমরা জান আমরা কেমন লোক
৬ ছিলাম তোমারদের মধ্যে তোমারদেরার্থে ও তোমরা ছিলা আমারদের ও প্রভুর সমকারক বড় দুঃখে এ
৭ বাক্য লইয়া ধর্ম্মাত্মার আনন্দে তাহাতে তোমরা ছিলা মাকিদনিয়া ও আখায়ার সকল ভক্তের নমুনা।
৮ একারন তোমারদিগ হইতে ঈশ্বরের কথার ধ্বনি

গেল মাকিদনিয়া ও আখায়ায় কেবল নহে কিন্তু সর্ব্ব
স্থানে তোমারদের ভক্তি ঈশ্বরের দিগে প্রকাশ হইয়াছে
তাহাতে আমারদের কিছু বলিবার প্রয়োজন নহে।
৯ একারন তাহারা প্রকাশ করে আমারদের কেমন প্রবেশ
ছিল তোমারদের মধ্যে ও তোমরা কেমন ফিরিলা
দেবতা হইতে ঈশ্বরের দিগে জীবত ও সত্যবাদি
১০ ঈশ্বরের সেবা করিতে তাহার তনয়ের অগমনাপিক্ষা
করিতে স্বর্গ হইতে তিনি য়েশু যিনি পরিত্রান করেন
আমারদিগকে আসিবার ক্রোধ হইতে।——

পর্ব্ব ২ ভাইরে তোমরা জান আমারদের প্রবেশ তোমারদের
মধ্যে যে তাহা নিরর্থক নহে। কিন্তু যখন আমরা
দুঃখ ও বিপক্ষিতা পাইয়া ছিলাম ফিলিপিতে যেমন
তোমরা জান তখন আমরা নির্ভয় ছিলাম ঈশ্বরের মঙ্গল
সমাচার কহিতে তোমারদিগকে অনেক ন্যায় করিয়া।
৩ একারন আমারদের স্তোভ ছিল না চাতুরি কিম্বা
৪ অপরিস্কারত্ব কিম্বা কুজ্ঞানের। কিন্তু যেমন ঈশ্বরে
পছন্দিত ছিলাম এ মঙ্গল সমাচার গচ্ছিত পাইতে
তেমন বলি মানুষের তোষকের মত নহে কিন্তু ঈশ্বর
৫ যিনি আমারদের অন্তঃকরন জ্ঞাত। একারন আমরা
কোন কালে প্রবঞ্চনা কথা কহিলাম না যেমন তোমরা
৬ জান কিম্বা লোভের ঢাপা করিলাম ঈশ্বর সাক্ষী
আছেন। ও সম্ভ্রম চেষ্টা করিলাম না মনুষ্যের ঠাঁই
কিম্বা তোমারদের ঠাঁই কিম্বা অন্য লোকের ঠাঁই যখন
৭ ভারি হইতে পারিতাম যেমন খ্রীষ্টের প্রেরিত। কিন্তু
কোমল ছিলাম তোমারদের মধ্যে যেমন ধাই তাহার

৮ বালককে প্রতিপালন করে। তাহাতে তোমার
দের দিগে বড় লোভ করিয়া মঙ্গল সমাচার কেবল
দিতে চাহিলাম না কিন্তু আপনারদের প্রান একারন
৯ তোমরা আমারদের প্রিয়। ভাইরে তোমরা মনে
কর আমারদের কার্য্য ও শ্রম একারন দিবা
রাত্রি মেহনত করিতে২ মঙ্গল সমাচার চেড়ি দিলাম
তোমারদের ঠাঁই তোমারদের ওপর ভারি না হওনার্থে।
১০ তোমরা ও ঈশ্বর সাক্ষী কেমন ধার্ম্মিক ও প্রকৃতার্থিক
ও নিরহ আমারা চলিলাম তোমারদের মধ্যে যে আস্থা
১১ করে তোমরা ও জান কেমন আমরা স্তোভ ও
সুস্থির করিলাম তোমারদের প্রতি জনকে যে মত পিতা
১২ শিশুকে যে তোমরা চলিবা ঈশ্বরের যোগ্য যিনি
ডাকিয়াছেন তোমারদিগকে তাহার রাজ্যে ও মোক্ষে।
১৩ একারন আমরা ও নিরবধি স্তব করি ঈশ্বরকে
ইহাতে যখন তোমরা লইলা ঈশ্বরের বাক্য যাহা
শুনিলা আমারদের ঠাঁই তখন তাহা লইলা না যেমন
মনুষ্যের বাক্য কিন্তু যেমন নিতান্ত আছে ঈশ্বরের
বাক্য যাহা মর্দ্দানি তোমরা ভক্তেরদের মধ্যে।
১৪ একারন ভাইরে তোমরা জিলা ঈশ্বরের মণ্ডলির সমকর্ত্তা
যাহা যেশু খ্রীষ্টে যিহোদা দেশে ইহাতে তোমরা ও
সেই দুঃখ পাইয়াছ তোমারদের সহদেশিরদের ঠাঁই
১৫ যাহা তাহারা পাইল যিহোদীরদের স্থানে যাহারা
দুহে বধ করিল প্রভু যেশুকে ও আপনারদের ভবিষ্যৎ
বক্তারদিগকে ও বিপক্ষতা করিল আমারদিগকে
তাহারা ও ঈশ্বরের তুষ্টি করে না ও সকল লোকের

১৬ বিপরিতে হইয়াছে আমারদিগকে মানা করিতে২ অন্য বর্ন্নকে কহিতে তাহারদের ত্রানের নিমিত্ত তাহার দের পাপের তৌল সদকাল পুর্ন্ন করনার্থে একারন
১৭ পুর্ন্ন ক্রোধ আসিয়াছে তাহারদের ওপর। কিন্তু ভাইরে আমরা কিঞ্চিৎ কাল দর্শনে তোমারদের অবি দ্যমান হইয়া অন্তঃকরনে নহে অতি মনোভিষ্ঠ হইলে যত্ন করিলাম তোমারদেরমুখ আরবার দেখিতে।
১৮ এতদর্থে আমরা আমিই পাওল একবার ও দ্বিতীয়বার ইচ্ছা করিলাম আসিতে তোমারদের নিকট কিন্তু সয়তান
১৯ নিবারন করিল আমারদিগকে। একারন আমার দের ভরসা কিম্বা আনন্দ কিম্বা আনন্দ করনের মুকুট কি তাহা তোমরা নহে আমারদের প্রভু য়েশু
২০ খ্রীষ্টের সন্মুখে তাহার প্রকাশ কালে। একারন তোমরা আমারদের সম্ভ্রম ও আনন্দ। অতএব

পত্র্র ৩

আমরা আর ধৈর্য্য করিতে না পারিয়া মনস্থ করিলাম
২ একা রহিতে আতেনসে ও টিমোতিয়ষ আমারদের ভাই ও ঈশ্বরের সেবক ও আমারদের সহকারি খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচারে পাঠাইলাম স্থির ও শান্তনা
৩ করিতে তোমারদিগকে ভক্তির বিষয় কোন কেহ এই সকল দুঃখ দেখিয়া অস্থির না হওনার্থে একারন তোমরা জান যে আমরা নিযুক্ত হইলাম সে জন্য।
৪ একারন যখন আমরা ছিলাম তোমারদের সহিৎ তখন আমরা পুর্ব্বে কহিলাম তোমারদিগকে যে আমারদের
৫ দুঃখ হবে যেমন ও হইল ও তোমরা জান। এ হেতু আমি আর ধৈর্য্য করিতে না পারিয়া পাঠাইলাম তোমার

দের ভক্তি জানিবার কারন পাছে কোন মতে সেই পরিক্ষা কর্ত্তা পরিক্ষা করিত তোমারদিগকে ও আমার
৬ দের কার্য্য নিরর্থক হইত। কিন্তু এখন টিমোথিয়স তোমারদিগ হইতে আমারদের নিকট আসিয়া ও তোমারদের ভক্তি ও প্রেমের ভাল সংবাদ আনিয়া ও যে তোমরা সদাকাল আমারদিগকে মনে ভাল রাখ বহু ইচ্ছা করিয়া দেখিতে আমারদিগকে যেমন আমরা
৭ ও তোমারদিগকে সে কারন ভাইরে আমরা ইহাতে সুস্থির হইলাম তোমারদের বিষয় আমারদের সকল
৮ শঙ্কট ও অপমানে তোমারদের ভক্তি দিয়া। একারন
৯ আমরা বাঁচি যদি তোমরা প্রভুতে স্থির। আমরা কি স্তব দিতে পারি ঈশ্বরকে তোমারদের জন্য সে সকল আনন্দের নিমিত্ত যাহাতে আমরা তোমারদের
১০ জন্য আনন্দিৎ হই ভগবানের সন্মুখে দিবা রাত্রি বহু কামনা করিতে২ তোমারদের মুখ দেখিতে এবং
১১ পূর্ন করিতে তোমারদের ভক্তির যাহা কমি। এবে ঈশ্বর আপনি ও আমারদের পিতা ও আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্ট সিদ্ধ করুন আমারদের গমন তোমারদের
১২ নিকট প্রভু বাড়ান ও তোমারদের পরস্পর প্রেম বিস্তারিত করান আপনারদের ও সকলের দিগে যেমন আমরা
১৩ তোমারদেরদিগে তোমারদের অন্তঃকরন স্থির হওনার্থে নিরপরাধি ধর্ম্মেতে ঈশ্বর আমারদের পিতার সন্মুখে আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের আইসনে তাহার সকল
পর্ব্ব ধার্ম্মিকের সহিৎ। অতএব আর যাহা আছে ভাইরে
৪ আমরা স্তোভ করি তোমারদিগকে প্রভু য়েশুতে যেমন

১ তোমরা পাইয়াছ আমারদিগ হইতে কি মত চলিতে ও ঈশ্বরের সন্তোষ দিতে জুয়ায় তেমন আরং অধিক
২ কর। তোমরা জান কি প্রকার আজ্ঞা আমরা
৩ দিয়াছি তোমারদিগকে প্রভু য়েশুর স্থানে। একারন ঈশ্বরের ইচ্ছা তোমারদের ধর্ম্ম তোমারদের পরদার
৪ ত্যাগ তোমারদের প্রতি জন জানিবারে কি মত নিজ
৫ পাত্র ধর্ম্ম ও সম্ভ্রমে ধরিতে। কামে নহে প্রতিমা
৬ পূজকের মত যাহারা ঈশ্বরকে জানে না যে কোন কেহ কার্য্যে দোকানদারি কিম্বা প্রতারনা করে না তাহার ভ্রাতাকে একারন য়িহুহা এমন সকলের সাজা দাতা যে মত আমরা পূর্ব্বে কহিলাম ও সাক্ষী দিলাম
৭ তোমারদিগকে। ঈশ্বর আমারদিগকে অশুচিতে
৮ না ডাকিয়াছেন কিন্তু পুন্য করিতে। এ নিমিত্ত যে জন নিন্দক সে মানুষকে নিন্দা করে না কিন্তু ঈশ্বরকে যিনি ও দিয়াছেন তাহার ধর্ম্মাত্মা আমারদিগকে।—
৯ কিন্তু ভ্রাতাশীল প্রেমের কথা আমার আবশ্যক নহে লেখিতে তোমারদিগকে একারন আপনারা দৈব
১০ শিক্ষিৎ হইয়াছ পরস্পর প্রেম করিতে। তোমরা ও ইহা করিতেছ বটে সকল ভ্রাতারদিগকে যাহারা মাকি দনিয়ায় কিন্তু আমরা সাধনা করি তোমারদিগকে
১১ ভাইরে ইহা আরং বিস্তর করিতে নির্ব্বিরোধি আচরনের জন্য যত্ন করিয়া নিজ কর্ম্ম ও কর এবং আপনারদের হাত দিয়া মেহনত কর যেমন আমরা
১২ আজ্ঞা দিয়াছি সোশীলে চলনার্থে তাহারদের দিগে যাহারা বাহিরে ও কিছু কমি না হওনার্থে।—

১৩ কিন্তু ভাইরে তোমরা অজ্ঞাত হইতে চাহি না তাহার
দের বিষয় যাহারা নিদ্রিত হইয়াছে শোকিত না
হওনার্থে অন্য লোকের মত যাহারদের ভরসা নহে।
১৪ য়েশু মরিলেন ও আরবার উঠিলেন আমরা তাহা আস্থা
করিলে জানি যে ঈশ্বর ও সে মত তাহারদিগকে
আনিবেন তাঁহার সহিৎ যাহারা য়েশুতে নিদ্রিৎ
১৫ হইয়াছে। একারন আমরা ঈশ্বরের বাক্য হইতে
ইহা কহি আমরা যে বর্ত্তমান জীবত প্রভুর আইসনের
কালে তাহারদের পূর্ব্বে হইব না যাহারা নিদ্রিত
১৬ হইয়াছে। একারন প্রভু আপনি নামিবেন স্বর্গ
হইতে জয়ৎ শব্দ ও প্রধান দূতের রব করিয়া ও
ভগবানের তুরি বাজাইয়া তখন খ্রীষ্টে যাহারা মৃত্যু
১৭ তাহারা উঠিবে প্রথম তৎপর আমরা বর্ত্তমান জীবত
তাহারদের সহিৎ জোঁ দিয়া মেঘে নিত হইব প্রভুর
সহিৎ শূন্যতে ভেটিতে ও সে মত অনন্ত স্থিতি করিব
১৮ প্রভুর সহিৎ। অতএব এই কথা কহিতেৎ পরস্পর
সুস্থির কর।

পর্ব্ব কিন্তু সময় ও কালের কথা ভাই তোমারদের
৫ আবিশ্যক নহে যে আমি লেখি তোমারদিগকে।
এ জন্য আপনারা নিশ্চয় জান যে ঈশ্বরের দিন
৩ আসিবে যে মত চোর রাত্রে। যখন তাহারা বলিবে
কুশল ও নিরাপদ তখন সত্তর সংহার পড়িবে
তাহারদের উপর যেমন প্রসব সময় গর্ব্ভবতি স্ত্রী
৪ লোকের উপর ও তাহারা উপায় পাইবে না। কিন্তু

ভাইরে তোমরা অন্ধকারে নহে সে দিবস তোমার
৫ দিগকে চোরের মত ধরনার্থে। তোমরা সকল
দীপ্তি ও দিনের শিশু আমরা রাত্রি কি অন্ধকারের
৬ নহি। অতএব আমরা ঘুমাইব না অন্য লোকের
৭ মত কিন্তু চৌকি দি ও সজ্ঞানি হই। একারন
যাহারা ঘুমায় তাহারা রাত্রে ঘুমায় ও যাহারা বেশুর
৮ তাহারা রাত্রে বেশুর। কিন্তু আমরা দিবসের
লোক সজ্ঞানি হইব ভক্তি ও প্রেমের বুক পাটা পরিধান
৯ করিয়া ও টোপরের জন্য ত্রানের ভরসা। একারন
ভগবান নিযুক্ত না করিয়াছেন আমারদিগকে ক্রোধের
জন্য কিন্তু ত্রান পাইবারে আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের
১০ করনক যিনি মরিলেন আমারদের কারন তাহাতে
আমরা চৈতন্য কি নিদ্রিত হইলে বাঁচিব তাহার সহিৎ।
১১ অতএব পরস্পর সুধীর ও হিত কর যেমন তোমরা
ও করিতেছ।

১২ আমরা ও সাধনা করি তোমারদিগকে ভাইরে
তাহারদিগকে জান যাহারা মেহনত করে তোমারদের
মধ্যে এবং তোমারদের অধ্যক্ষ হইয়াছে প্রভুতে ও
১৩ তোমারদের নিত শিক্ষায় ও প্রেমেতে বড় মান তাহার
দিগকে তাহারদের কর্ম্মের কারন। ও পরস্পর নির্ব্বিরোধি
১৪ হও। আমরা ও স্তোভ দেই তোমারদিগকে ভাই
প্রত্যাদেশ কর তাহারদিগকে যাহারা কুধারা অসক্ত
কে সুস্থির কর প্রতিপালন কর দুর্ব্বলকে ও
১৫ ধৈর্য্যমন হও সকলেরদিগে। সাবধান কোন
কেহ যেন মন্দের কারন মন্দ করে না কোন কাহাকে

পরস্পর ও সকলেরদিগে ভাল কার্য্য করিতে যত্ন কর।
১৬ সর্ব্ব কাল আনন্দ কর। নিরবধি কামনা কর।
১৭ সকল কার্য্যে স্তব কর একারণ এ ভগবানের
১৮ ইচ্ছা খ্রীষ্ট য়েশুতে তোমারদের বিষয়। আত্মাকে
১৯ নিবিত্ত না। ভবিষ্যৎ বাক্যকে তুচ্ছ করিও না।
২০ তজবিজ কর সকলকে যাহা ভাল তাহা শক্ত ধর।
২১ ত্যাগ কর দোষের সমস্ত নিদর্শন। তাহাতে কুশলের
২২ ঈশ্বর আপনি ষোলোয়ানা পবিত্র করিবেন তোমার
২৩ দিগকে ও তোমারদের সকল আত্মা প্রান ও কলেবর
নিরপরাধি রক্ষা হওক আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের
২৪ প্রকাশে। যিনি ডাকিয়াছেন তোমারদিগকে তিনি
বিশ্বাসি তিনি ও তাহা করিবেন।——

২৫ ভাইরে কামনা কর আমারদের কারন। নমস্কার
২৬ কর সকল ভ্রাতাগনকে পবিত্র চুম্বন দিয়া। আমি
২৭ য়িহহার নাম লইয়া আজ্ঞা দেই তোমারদিগকে এ পত্র
২৮ পাঠ করাইতে সকল পুন্য ভ্রাতাগনের ঠাঁই। আমার
দের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ হওক তোমারদের
সহিৎ। আমেন।——

পাঔল প্রেরিতের দ্বিতীয় পত্র তসলোনীকে

১ প্রথম পর্ব্ব

১ পাঔল ও সল্বানস ও টিমোতিয়ষ তসলোনীয়দের মণ্ডলিকে যাহা আমারদের পিতা ও প্রভু য়েশু খ্রীষ্টে।
২ তোমারদিগকে অনুগ্রহ ও কুশল হওক ঈশ্বর আমারদের পিতা ও প্রভু য়েশু খ্রীষ্ট হইতে।
৩ আমরা ঈশ্বরকে নিত্য স্তব করিতে জুয়ায় তোমারদের কারণ যেমন ঔপযুক্ত এ নিমিত্ত তোমারদের ভক্তি বহু বাড়ে ও তোমারদের পরস্পর প্রেম বিস্তারিত আছে
৪ তেকারন আমরা দর্প কথা কহি তোমারদের বিষয় ঈশ্বরের সকল মণ্ডলিতে তোমারদের ধৈর্য্যতা ও ভক্তির কারন তোমারদের সকল বিপক্ষতা ও দুঃখে যাহা
৫ পাইয়াছ যাহা ঈশ্বরের প্রকৃত বিচারের লক্ষন যে তোমরা গননা হইবা ঈশ্বরের রাজ্য যোগ্য যাহার
৬ কারন ও তোমরা দুঃখ খাইতেছ। একারন ঈশ্বরের প্রকৃত কার্য্য দুঃখ দিতে তাহারদিগকে যাহারা দুঃখ
৭ দেয় তোমারদিগকে ও তোমারদিগকে যাহারা দুঃখ খাও বিশ্রম আমারদের সহিৎ প্রভু য়েশু খ্রীষ্ট তাঁহার পরাক্রান্ত দূতের সহিৎ স্বর্গ হইতে প্রকাশিত কালে
৮ প্রজ্বলিৎ আনলে তাহারদিগকে শাস্তি দিবার জন্য

যাহারা ভগবানকে জানে না ও যাহারা আমারদের
৯ পৃভু য়েশু খ্রীষ্টের আজ্ঞা বহ নহে। যাহারা
অনন্ত সংহার পাইবে প্রিভুহার মুখ ও তাহার
১০ তেজোময় পরাক্রম হইতে যখন তিনি আসিবেন তাহার
পুন্যবানে সম্ভ্রম পাওন ও ভক্তেরদের মধ্যে মনোহর
খ্যাত হওনার্থে সে দিনে একারন আমারদের
১১ পৃমান তোম্মারদের মধ্যে আস্থা হইয়া ছিল। এ
নিমিত্ত আমরা সর্ব্বদা কামনা করি তোমারদের কারন
যে আমারদের ঈশ্বর করিবেন তোমারদিগকে এ
কার্য্যের যোগ্য ও পূর্ন্ন করেন তাহার শ্রেষ্ঠ গুনের
অভিলাষ ও ভক্তির কর্ম্ম পরাক্রমে তোমারদের মধ্যে
১২ আমারদের পৃভু য়েশু খ্রীষ্টের নাম সম্ভ্রান্ত হওনার্থে
তোমারদের মধ্যে ও তোমরা তাহাতে আমারদের
ঈশ্বর ও পৃভু য়েশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহেরানুযায়ি।——

পর্ব্ব ৪ ভাইরে আমি সাধনা করি তোমারদিগকে আমার
দের পৃভু য়েশু খ্রীষ্টের আগমন ও আমারদের
২ তাহারে সভা হওন লইয়া মনে শীঘ্র না নড়িতে
এবং অস্থির না হইতে আত্মা কিম্বা কথা কিম্বা
পত্র দিয়া যে মত আমারদিগ হইতে যেন খ্রীষ্টের
৩ দিন নিকট হইত। কেহ ভগুন করুক না তোমার
দিগকে কোন মত একারন তাহা আসিবেক না ধর্ম্ম
ত্যাগ না হইলে ও সে পাপের ব্যক্তি সর্ব্বনাশের
৪ পুত্র পৃকাশ না হইলে যে সর্ব্ব ঈশ্বর নাম ধরা ও
পূজ্যের বিপরিতে গর্ব্বী তাহাতে স্থস্তিকে ঈশ্বরের

৫ মত বসিয়া বলে আপনি ঈশ্বর। তোমরা মনে পাও না যে আমি তোমারদের বিদ্যমান হইয়া
৬ কহিলাম এ কথা তোমারদিগিকে। ও এখন তোমরা জান সে জন আপনার সময়েতে প্রকাশ হইবার কি
৭ নির্ণয় করে। একারন অযথার্থের গুপ্ত এখন কার্য্য করিতেছে কেবল যে বারন করে সে নিবারন
৮ করিবে তাহার খণ্ডন পর্য্যন্ত। ও তখন সে পাপি প্রকাশ হইবে যাহাকে প্রভু সংহার করিবেন তাহার মুখের হাই দিয়া ও তাঁহার আইসনের তেজ দিয়া
৯ সর্ব্বনাশ করিবেন। সে জন যাহার আইসন সয়তানের মর্দ্দানিরানুযায়ি সকল মিথ্যা পরাক্রম ও
১০ চিহ্ন ও অদ্ভুত করিয়া এবং সকল প্রকার অযথার্থ ভ্রান্তি জন্মাইয়া তাহারদের মধ্যে যাহারা আকল্পনারকি হইবেক একারন সত্যতার প্রেম লইল
১১ না ত্রান পাওনের জন্য। এ হেতু ঈশ্বর পাঠা ইলেন চাতুরি কার্য্য তাহারদের ঠাঁই তাহারা
১২ মিথ্যা কথা আস্থা করনার্থে। সকল দোষাদোষি হওনের জন্য যাহারা সত্যতা আস্থা করিল না কিন্তু অযথার্থে তুষ্ট হইল।——

১৩ কিন্তু আমরা ঈশ্বরকে নিত্য স্তব করিতে জুয়ায় তোমারদের কারন ভাই যিহুহার প্রেমি একারন ঈশ্বর প্রথমাবধি নিযুক্ত করিয়াছেন তোমারদিগিকে ত্রানের কারন আত্মার পুন্যতা ও সত্যতার ভক্তি করনক
১৪ যাহাতে তিনি ডাকিয়াছেন তোমারদিগিকে মঙ্গল সমাচার দিয়া আমারদের প্রভু যেশু খ্রীষ্টের মোক্ষ

১৫ প্রাপ্ত্যার্থে। অতএব ভাইরে স্থির হও ও যে ব্যবহার শিক্ষিয়াছ কথা কিম্বা আমারদের পত্র দিয়া তাহা
১৬ শক্ত ধর। আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্ট আপনি ও ঈশ্বর আমারদের পিতা যিনি প্রেম করিয়াছেন আমরদিগকে ও দিয়াছেন আমারদিগকে অনন্ত সুস্থীরতা ও সুভরসা
১৭ অনুগ্রহ দিয়া। সুস্থির করুন তোমারদের অন্তঃ করনকে ও বলবান করুন তোমারদিগকে প্রতি সুবানী ও সুক্রিয়ার কারন।

পত্র ৩ আর কি ভাই। কামনা কর আমারদের কারন যিহুহার কথা যেন দৌড়িবে ও সম্ভ্রম পাইবে যে মত
২ তোমারদের মধ্যে ও যেন আমরা পরিত্রান পাইব দুরন্ত ও দুষ্ট মানুষ হইতে একারন সকলের ভক্তি
৩ নহে। কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাসি যিনি শক্ত করাইবেন
৪ ও রাখিবেন তোমারদিগকে সে দুষ্ট হইতে। আমার দের সাহস যিহুহায় তোমারদের বিষয় যে তোমরা করিতেছ ও করিবা যাহা২ আমরা আজ্ঞা করি তোমার
৫ দিগকে। যিহুহা তোমারদের অন্তঃকরনের পথ দেখাওন ঈশ্বরের প্রেমেতে ও খ্রীষ্টের অপিক্ষা করিতে।

৬ ভাইরে আমরা আজ্ঞা করি তোমারদিগকে আমার দের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের নামে আপনারদিগকে স্বতন্তর রাখ কোন ভাই হইতে যে কুধারা চলে ও সে ব্যবহারের মত নহে যাহা পাইয়াছ আমারদিগ
৭ হইতে। একারন তোমরা জান কেমন আমারদের

সয় করিতে জুয়ায় একারন আমরা ছিলায় না কুবীরা
৮ তোমারদের মধ্যে   আমরা ও কোন কাহার ভক্ষ্য
ইলাম্যা খাইলায় না কিন্তু যেহনত ও শ্রম করিতে২
কর্ম্ম করিলাম দিবা রাত্রি ভারি না হওনের কারন
৯ তোমারদের কোন কাহার ওপর।   আমরা পরাক্রম
হিন হওনার্থ তাহা নহে কিন্তু আপনারদিগকে নমুনা
করিতে তোমারদের দৃষ্টে তোমরা আমারদের সম
১০ কারি হওনের জন্য।   যখন আমরা ছিলায় তোমার
দরে সহিৎ তখন এ আজ্ঞা দিয়াছি তোমারদিগকে
যদি কেহ কর্ম্ম করিতে চাহে না সে খাইতে পাইবে
১১ না।   একারন আমরা শুনিতে পাই যে কতক লোক
আছে তোমারদের মধ্যে যাহারা চলে একাহ্যাকা
কিছু কর্ম্ম না করিয়া কিন্তু সালিসা ওপরপড়া।
১২ অতএব এ প্রকারকে আমি আজ্ঞা দেই ও সাধনা করি
আমারদের প্রভু যেশু খ্রীষ্টের নাম লইয়া নির্বিরোধি
১৩ কর্ম্ম করিতে ও আপনারদের ভক্ষ্য খাইতে।   কিন্তু
১৪ ভ্রাতাগন ভাল কার্য্যের কারন হাঁপিও না।   কেহ
আমারদের এ পত্রে লেখা কার্য্যের আজ্ঞা বহ না
হইলে সে লোককে দেখ ও সম্ভাষ করিও না তাহার
১৫ সহিৎ তাহার লজ্জিৎ হওনের জন্য গননা কর
না তাহাকে শত্রুর মত কিন্তু স্তোভ দেহ তাহাকে ভাইর
১৬ মত।   কুশলের প্রভু আপনি কুশল দেওন তোমার
দিগকে সর্ব্বকালে সকল মতে। যিহহা হওন
তোমারদের সকলের সহিৎ।——

৩ তৃতীয় পর্ব্ব দ্বিতীয় তসলোনীকে

১৭ আমি পাওলের নমস্কার স্বহস্তে লেখা যাহা প্রতি
১৮ পত্রের চিহ্ন এমন আমি লেখি। প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ হওক তোমারদের সকলের সহিৎ। আমেন।

শ্রী২

পাওলের প্রথম পত্র টিমোতিয়ষকে।

১ প্রথম পর্ব্ব

১ য়েশু খ্রীষ্টের প্রেরিত পাওল ঈশ্বর আমারদের ত্রান কর্ত্তা ও আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের নিযুক্তেরানুযায়ি
২ তিনি আমারদের ভরসা টিমোতিয়ষ আমার নিজ পুত্র ভক্তিতে তাহাকে অনুগ্রহ ক্ষেমা ও কুশল হওক ঈশ্বর আমারদের পিতা ও আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্ট হইতে।

৩ যে মত আমার মাকিদনিয়ায় যাত্রা কালে তোমাকে এফেসসে রহিতে বলিলাম কতক লোককে আজ্ঞা
৪ করিতে অন্য শিক্ষা না করাইতে তেমন কর এবং মানা কর অদ্ভুত কথা ও অনন্ত পূরুষাবলি যাহা ন্যায়
৫ জন্মায় ঈশ্বরীয় হিতাধিক যাহা ভক্তিতে। আজ্ঞার অনুমান আছে প্রেম নির্ম্মল অন্তঃকরন ও সুবিবেচনা
৬ ও অকপট ভক্তি হইতে যাহা ছাড়িলে কেহ২ ভুলিয়া
৭ বিহুদা কাহিনিতে ফিরিয়াছে ব্যবস্থা শিক্ষক হইবার চাহিয়া কিন্তু যাহা কহে ও যাহা দৃঢ় কহে অজ্ঞাত
৮ হইয়া। আমরা জানি ব্যবস্থা ভদ্র যদি কেহ তাহা
৯ উপযুক্ত মানে এ জানিয়া ব্যবস্থা নিরূপন নহে প্রকৃতাধিকের কারন কিন্তু ব্যবস্থা হিন ও অবস ও

দুরাচার ও পাপি ও পামর ও ধর্ম্মোজ্ঝিত ও পিতা
১০ মাতা বধী ও খুনি ও পরদারিক ও লৌণ্ডিবাজ ও
নরচোর ও মিথ্যা বক্তা ও মিথ্যা শাক্ষীর কারন
১১ এবং আরং যাহা সুপ্রকরনের বিপরিতে সচ্চিদানন্দ
ঈশ্বরের তেজস্কর মঙ্গল সমাচারানুযায় যাহা গচ্ছিত
হইয়াছে আমার ঠাই।

১২ আমি ও স্তব করি আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্ট যিনি
শক্ত করিলেন আমাকে একারন আমাকে বিশ্বাসি
১৩ দেখিয়া নিযুক্ত করিলেন এ সেবা করিতে পূর্ব্বে
তাহার পাষণ্ডক ও বিপাকি ও নিন্দক হইয়া। কিন্তু
১৪ আমি অজ্ঞান হইলে অভক্তিতে তাহা করিয়া ক্ষেমা
পাইলাম ও আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ
অত্যন্ত ছিল ভক্তি ও প্রেমে যাহা খ্রীষ্ট য়েশুতে।
১৫ এ আছে বিশ্বাসি বাক্য ও সর্ব্ব গ্রাহ্যক খ্রীষ্ট য়েশু
অবতার হইলেন পাপি লোককে তারিতে যাহারদের
১৬ প্রধান আমি। কিন্তু আমি ক্ষেমা পাইলাম য়েশু
খ্রীষ্ট সমস্ত বহুকাল ধৈর্য্যতা প্রকাশ করনের জন্য
আমাতে যেমন প্রধান তাহারদের এক নমুনার কারন
যাহারা ইহার পরে আস্থা করিবে তাহাতে অনন্ত
১৭ প্রমায়ুর কারন। যিনি আছেন অনন্ত অমর অদৃশ্য
রাজা এক জ্ঞানমন্ত ঈশ্বর তাহার সম্ভ্রম ও স্তব হওক
সদাসর্ব্বক্ষন। আমেন।

১৮ এ আজ্ঞা আমি দেই তোমাকে পুত্র টিমোতিয়ষরে
তুমি ভাল যুদ্ধ করনের কারন যেমন পূর্ব্ব কালের
১৯ ভবিষ্যৎ বাক্য তোমার বিষয় ভক্তি ও সুবিবেচনা

ধরিয়া যাহা কতক লোক ছাড়িয়া ভক্তির জাহাজ ভঞ্জন
২০ করিয়াছে যাহারদের মধ্যে হুমেনেয়ষ ও আলেক্সান্দ্র
যাহারদিগাকে আমি দিয়াছি সয়তানকে তাহারদের
শিক্ষনের জন্য পাষণ্ডতা না করিতে।

পর্ব্ব ২

অতএব প্রথম আমি স্তোভ দেই যে কামনা ও
নিবেদন ও সাধনা ও স্তব করিতে হয় সকল লোকের
২ কারন রাজা ও সকল শাসকেরদের কারন যে
আমরা অবিরোধি ও কুশলি বাঁচিব সকল ধর্ম্ম ও
৩ শোআচরন করিতে২। এই প্রকৃত ও গ্রাহ্যক
৪ ঈশ্বর আমারদের ত্রানকর্ত্তার গোচরে যিনি সকল
লোক ত্রান পাইতে ও সত্যতা গ্রহন করিতে চান।
৫ এক ঈশ্বর আছেন ও এক মধ্যস্থ ঈশ্বর ও মানুষের
৬ মধ্য স্থানে তিনি সে মনুষ্য খ্রীষ্ট য়েশু যিনি আপনাকে
দিলেন সকলের কারন উদ্ধারের মূল্য উচিত সময়ে
৭ প্রচার হওনার্থে। যাহার এক মতগির ও প্রেরিত আমি
নিযুক্ত হইয়াছি অন্য বর্ণের গুরু ভক্তি ও সত্যতাতে
আমি সত্য কথা কহি খ্রীষ্টে আমি মিথ্যা কথা কহি
৮ না। অতএব আমি চাহি যে লোক প্রতি স্থানে
কামনা করে পবিত্র হাত উঠাইয়া ক্রোধ ও উঘাস
৯ বিহিনি। স্ত্রী লোক ও আপনারদিগাকে সে মত
বিভূষন করুক উপযুক্ত পরিচ্ছদে সলজ্জা ও সজ্ঞানে
বিউনি চুল কিম্বা সোনা কিম্বা মুক্তা কিম্বা বহু মূল্য
১০ পরিচ্ছদ না পরিয়া কিন্তু যাহা স্ত্রী লোকের উচিত
১১ যাহারা ধর্ম্ম সুগ্রহন করে সুক্রিয়া। স্ত্রী লোক চুপ

১২ করিয়া শিক্ষুক সকলে বস্য থাকিয়া। কিন্তু আমি স্ত্রী লোক শিক্ষা করাইতে কি শাসন লইতে পুরুষের ওপর
১৩ মানা করি কিন্তু চুপ রহিতে কহি। একারন আদম
১৪ প্রথম নির্ম্মান হইয়া জিল তারপর হ্বায়া। আদম ও ভ্রান্তি খাইল না কিন্তু সে স্ত্রী লোক ফাঁকি পাইয়া দাইটে
১৫ জিল। কিন্তু ভক্তি প্রেম ও ধর্ম্মে থাকিয়া ও সতি হইয়া রক্ষ পাইবে অপত্য প্রসব কালে।

পর্ব্ব ৩

১ এই বিশ্বাসি কথা যদি কেহ আচার্য্যের কার্য্য
২ চাহে তবে সে ভাল কার্য্য চাহে। অতএব অচার্য্য নিরহ হইতে জুযায় এক জায়ার স্বামী সাবধানি সজ্ঞানি
৩ সাম্প্রদাইক অতিথী সিক্ষকশীল যে বহুকাল বসে না শুরা পান করিতে হটাৎ মারক নহে মল অর্থ লোভি নহে কিন্তু মৃদু ঝকড়াশীল নহে আকাঙ্ক্ষীক
৪ নহে যে ভাল কর্ত্তৃত্ব করে আপনার ঘর তাহার শিশু
৫ সকলে বস থাকিলে একারন কেহ আপনার ঘরে কর্ত্তৃত্ব করিতে না পারিলে শাসন করিবে ভাগিবানের
৬ মণ্ডলি কেমনে। অল্প দিনের ভক্ত নহে পাছে অহংকারে গুমানি হইয়া পড়ে সয়তানের
৭ দোষাদ্দাতে। বাহিরে লোকের ঠাঁই ভাল নাম পাইতে জুয়ায় নতুবা পড়িবে নিন্দা ও সয়তানের ফাঁদে।

৮ সে মত ও দিকন গভীর মল নহে যে বহু
৯ শুরা পান করে না মল লভ্য ইচ্ছা না করিয়া
১০ ভক্তির গুপ্ত সুবিবেচনা ধরিয়া। ইহারদের প্রমান

প্রথমে জানা যাওক পরে নিরহ হইয়া দিকনের কার্য্য
১১ করুক। সে মত ও স্ত্রী লোক সতি মিথ্যা গুল্লানক
১২ নহে সাবধানি সর্ব্বলে বিশ্বাসি। দিকন হওক
এক জায়ার স্বামী আপনার শিশু ও ঘর ভাল শাসন
১৩ করিয়া। একারন যাহারা দিকনের কার্য্য ভাল
করিয়াছে তাহারা আপনারদের কারন ওপর সিঁড়ি
পায়ে এবং বড় সাহস সে ভক্তিতে যাহা য়েশু খ্রীষ্টে।
১৪ এ সকল কথা আমি লেখি তোমাকে ভরসা করিয়া
১৫ দেখিতে তোমাকে কিঞ্চিৎ কাল পরে। কিন্তু যদি
বিলম্ব করি তবে তোমার জাননের কারন কি
মত ঈশ্বরের ঘরে চলিতে জুয়ায় যাহা জীবৎ ঈশ্বরের
১৬ মণ্ডলি সত্যতার স্তম্ভ ও ভিত। ও নিশ্চয় ধর্ম্মর
অজ্ঞাত বড় ঈশ্বর হইলেন মাংসে অবতার
আত্মায় প্রকৃতার্থিক দূতের প্রতি দর্শন অন্য
বর্ন্নের ঠাঁই চেড়ি দেয়া জগতে প্রত্যয় হইলেন
পর্ব্ব ৪ ম্রোক্ষে মজিলেন। কিন্তু আত্মা নিশ্চিত বলে যে
শেষ কালে কতক লোক ভক্তি ত্যাগ করিবে ভ্রান্তি
২ আত্মা ও দেবতার প্রকরন মানিয়া ভুকুটিতে মিথ্যা
কহিতেং যাহারদের বিবেচনা তপ্ত লোহাতে
৩ জ্বলা হইয়াছে বিরাহ মানা করিয়া ও ভক্ষ্য
ত্যাগ আজ্ঞা করিয়া যাহা ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন
ভক্ত ও সত্যতাজ্ঞ স্তব করিয়া লইবার কারন।
৪ ঈশ্বরের প্রতি সৃষ্টি ভাল ও ত্যাজ্য কিছু নহে যদি
৫ স্তব করিয়া লয় একারন তাহা ঈশ্বরের বাক্য ও
কামনায় পবিত্র হইয়াছে।

৬ ভ্রাতাগনকে ইহা করিতে যুক্তি করিয়া হইবা যেশু খ্রীষ্টের ভাল সেবক ভক্তি ও সত্য প্রকরনের বাক্যতে
৭ পালন যাহা চেষ্টা করিয়াছ। কিন্তু ধর্ম্মোচ্ছিত ও বুড়ির গুপকথা ছাড়িও ও পরিশ্রম কর ধর্ম্ম করিতে
৮ একারন শরীরের পরিশ্রমে অল্প লাভ কিন্তু ধর্ম্ম সকলে লব্ধ এ প্রমাযু ও আসিবার প্রমাযুর অধিকার
৯ পাইয়া এই বিশ্বাসি কথা ও সকলে গ্রহন যোগ্য।
১০ আমরা যেহনত করি ও নিন্দা খাই একারন জীবত ঈশ্বরে ভরসা করি যিনি সকলের ত্রানকর্ত্তা বরং
১১ ভক্তেরদের। ইহা আজ্ঞা কর এবং সিক্ষাও।
১২ কোন কাহাকে তোমার যুবত্ব তুচ্ছ করিতে দেহ না কিন্তু বাক্য পরম্পর কথা প্রেম আত্মা ভক্তি
১৩ নির্ম্মাল্যতায় ভক্তেরদের নমুনা হও। আমার আইসন
১৪ পর্য্যন্ত পাঠ কর স্তোভ কর শিক্ষা করাও। যে দান তোমার মধ্যে হেলন করিও না যাহা দেয়া গিয়াছে তোমাকে ভবিষ্যৎ বাক্য হইতে প্রাচিন লোকের হাত
১৫ ওপর দেওনে। এ সকলে ধ্যান কর ইহাতে মজ তোমার আধিক্যতা প্রকাশ হওনের জন্য সকলে।
১৬ আপনাকে ও তোমার প্রকরন সাবধান করিয়া থান ও তাহাতে থাক একারন ইহা করিয়া ত্রান করিবা আপনাকে ও তোমার শ্রোতারদিগকে।

পর্ব্ব ৫

বৃদ্ধ মানুষকে বিরক্ত করিও না কিন্তু স্তোভ দেহ যেমন পিতা ও যুবাকে যেমন ভাই বৃদ্ধ স্ত্রী লোক
২ যেমন জননী যুবতিকে যেমন ভগিনী সকল সৎ চরিত্রে।

৩ যাহারা বিধবা নিতান্ত তাহারদিগকে সম্ভ্রম কর। কিন্তু
৪ যদি কোন বিধবার ছালিয়া কি পৌত্রেরা আছে তবে
তাহারদিগকে প্রথমে শিক্ষাগুরু ধর্ম্ম করিতে আপনারদের
ঘরে ও পিতা মাতার প্রতিপালন শোধ করিতে একারন
৫ এ কার্য্য শ্রেষ্ঠ ও গ্রাহ্যক ভগবানের সন্মুখে। সত্য
বিধবা ও অনাথা ভরসা করে ঈশ্বরে ও দিবা রাত্রে
৬ নিবেদন করে। কিন্তু সুভোক্তা জীবন কালে মৃত্যু
৭ আছে। এ সকল কথা আজ্ঞা কর তাহারদের
৮ নিরপরাধি হওনের জন্য। কিন্তু যদি কোন কেহ
জোগায় না আপনার কারন ও সকল হইতে অধিক
আপনার পরিজনের কারন সে ভক্তি হেয়জ্ঞান
৯ করিয়াছে ও অনাস্তিক হইতে অধম। কোন বিধবা
মর্দ্দে লেখিও না ষাইট বৎসর বয়ক্রম কমি যে ছিল
১০ কেবল এক জনের জায়া যাহার সুক্রিয়া করনের
নাম আছে শিশুকে প্রতিপালন করিয়া বিদেশিকে
অতীথি করিয়া পুন্যবানের পাদ প্রক্ষালন করিয়া
দুঃখিৎ লোককে উপগার করিয়া ও প্রতি ভাল ক্রিয়া
১১ বর্ত্তি হইয়া। কিন্তু যুবতী বিধবা লইও না একারন
তাহারা খ্রীষ্টের বিপরিতে কামী হইয়া বিবাহ
১২ করিবে দোষগৃহস্থ হইয়া একারন তাহারদের প্রথম
১৩ ভক্তি ছাড়িয়াছে। তাহারা ও অলস হইয়া ঘরে২
যাইতে শিক্ষা করে এবং অলস কেবল নহে কিন্তু
১৪ বক্তা ও ছত্তা অনোচিৎ কথা কহিতে২। অতএব যুবতী
বিধবা বিবাহ করুক বালককে জন্ম দেওক ঘরের
শাসন করুক শত্রুর নিন্দা করিবার যেন কিছু না হয়।

১৫ একারন এখন কেহ২ গিয়াছে সয়তানের পুচ্ছে।
১৬ কোন ভক্ত কি ভক্তার বিধবা যদি হয় তবে তাহারা পালন করুক তাহারদিগকে মণ্ডলির ভার যেন না হয় তাহা নিতান্ত বিধবাকে প্রতি পালনার্থে।
১৭ যে প্রাচিন লোক ভাল কতৃত্ব করে তাহারা দ্বিগুন সম্ভ্রম যোগ্য গননা কর সকল হইতে অধিক তাহারদিগকে
১৮ যাহারা বাক্য ও প্রকরনে যেহনত করে। একারন ব্যবস্থা বলে শস্য মাড়া বলদের মুখ বন্ধিও না ও
১৯ মজুর তাহার মজুরি যোগ্য। প্রাচিন লোকের ওপর
২০ ওলানা লইও না দুই তিন সাক্ষী ব্যতিরেক। যাহারা পাপ করে তাহারদিগকে বিরুক্ত কর সকলের সন্মুখে
২১ আর২ লোক ভয় করনের জন্য। আমি আজ্ঞা করি তোমাকে ঈশ্বর ও প্রভু য়েশু খ্রীষ্ট ও মননিত দূতগনের সন্মুখে এ সকল কথা পালন কর স্বৈর্য্য কিম্বা ওপরোধেতে কিছু না করিয়া। হস্ত হটাৎ
২২ দিও না কোন কাহার ওপর অন্যের পাপের
২৩ ভাগি হইও না আপনাকে পবিত্র রাখ। এখন হইতে জল পান করিও না কিন্তু তোমার বুকের কারন ও তোমার পুনঃ২ অশক্তির কারনে কিঞ্চিত দ্রাক্ষা রস
২৪ পীও। কতক লোকের পাপ প্রকাশ হইয়াছে তাহারদের অগ্রগামি হইয়া বিচারেতে ও কতক
২৫ লোকের পশ্চাতগামি। সে মতে কতক লোকের সক্রিয়া প্রকাশ হয় ও যাহারা অন্য মত গুপ্ত হইতে পারিবে না।

পর্ব্ব যত দাস জোয়ালের নিচে আপনারদের মনিবকে
৬ মনে মানুক সকল সম্ভ্রম যোগ্য ঈশ্বরের নাম ও
২ প্রকরন পাষণ্ডতা না হওনের জন্য। ও যাহারদের
ভক্ত মোনিব তাহারা তুচ্ছ করুক না তাঁহারদিগকে ভাই
হওনের কারন কিন্তু বরং তাহারদের সেবা করুক
একারন তাহারা বিশ্বাসি ও প্রেমি সে লাভের সহ
ভাগি।——

৩ এ কথা শিক্ষাও এবং স্তোভ দেহ। যদি কোন
কেহ শিক্ষায় অন্য মত এবং শুদ্ধ কথা মানে না তাহা
আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের ও যে প্রকরন ধর্ম্মে
৪ রানুযায় তবে সে আছে অহঙ্কারি ও কিছু জানে
না, জিজ্ঞাসা ও ন্যায় কথায় মত্ত হইয়া যাহা হইতে
উৎপন্ন দ্বেশ বিরোধ গালাগালি দুষ্ট মনমনায়
৫ পচা মনি ও সত্যতা হিন মানুষের দুর্ন্যায় যাহারা
বুঝে লাভ আছে ধর্ম্ম এমন লোক হইতে ফির।
৬ কিন্তু ধর্ম্ম নির্দ্ধারিতের সহিৎ বড় প্রাপ্তি। আমরা
৭ কিছু আনিলাম না এ জগতে ও নিতান্ত কিছু লইয়া
৮ যাইতে পারি না। অতএব ভক্ষ্য বস্ত্র পাইয়া
৯ নির্দ্ধারিত হই। কিন্তু যাহারা ধনবান হইতে চাহে
তাহারা অধমুখে পড়ে পরিক্ষা ও ফাঁদ ও অনেক
অনর্থক ও নাশক আসায় যাহা মনুষ্যকে ডুবায়
১০ সর্ব্বনাশ ও অধগতিতে। একারন অর্থের প্রেম
সকল কুকর্ম্মের মূল যাহা কতক লোক চেষ্টা করিয়া
ভক্তি পথ হরিয়াছে ও আপনারদিগকে অনেক দুঃখ
১১ দিয়া বিন্ধিয়াছে। কিন্তু আরে ঈশ্বরের মানুষ

তুমি এ কার্য্য ছাড়িয়া দেহ ও পুত্রার্থ ধর্ম্ম বিশ্বাস
১২ প্রেম ধৈর্য্যতা নম্রশীল পালন কর। ভক্তির ভাল
যুদ্ধ কর অনন্ত পরমায়ু ধর যাহাতে ডাকিত হইয়া
ছিলা ও ভাল স্বিকার করিয়াছ অনেক শাক্ষীর
সম্মুখে।
১৩ আমি আজ্ঞা করি তোমাকে সর্ব্ব জীবন দাইক
ঈশ্বর ও খ্রীষ্ট য়েশুর গোচরে যিনি ভাল স্বিকার প্রমাণ
১৪ করিবেন পন্তিয় পীলাতের সম্মুখে এ আজ্ঞা
অকপটে ও নিরহ পালন কর আমারদের প্রভু য়েশু
১৫ খ্রীষ্টের প্রকাশ পর্য্যন্ত যাহাকে তিনি প্রকাশ করিবেন
আপনার কালে যিনি মবারক ও একি নৃপতি রাজার
১৬ রাজা ও পতির পতি যাহার অমৃত্যুতা কেবল যিনি
বাস করেন অগম্য দীপ্তিতে যাহাকে কেহ দেখে না
ও দেখিতে পারে না যাহার হওক সম্ভ্রম ও অনন্ত
বৈভব। আমেন।

১৭ এ জগতের ধনবানকে আজ্ঞা কর ওচ্চ মনে না
হইতে ও অস্থির ধনে বিশ্বাস না করিতে কিন্তু জীবত
ঈশ্বরে যিনি সকলকে সকল সুখ দিবার দিতেছেন
১৮ ভাল কার্য্যে ধনাবান ভাগং করিতে প্রস্তুত
১৯ দিবার ঐক্যক আপনারদের ভাল ভিত করিয়া
আসিবার সময়ের কারন অনন্ত পরমায়ু ধরনার্থে;
হে টিমোতিয়ষ যাহা গচ্ছিত হইয়াছে তোমার ঠাঁই
২০ তাহা রক্ষা কর ধর্ম্মোচ্ছিত ও বেহুদা মেয়ালি কথা

ত্যাগ করিয়া ও যাহা মিথ্যা কহিয়া জ্ঞান ন্যায় বলে
২১ যাহা কতক লোক গ্রহন করিয়া ভক্তি হরিয়াছে।
অনুগ্রহ হওক তোমার সহিৎ। আমেন।

পাওলের দ্বিতীয় পত্র টিমোতিয়ষকে

১ প্রথম পর্ব্ব

১ পাওল য়েশু খ্রীষ্টের প্রেরিত ঈশ্বরের ইচ্ছাতে জীবনের
২ সে অঙ্গীকারের মত যাহা খ্রীষ্ট য়েশুতে আমার
প্রেমি পুত্র টিমোতিয়ষকে অনুগ্রহ ক্ষেমা ও কুশল
হওক ঈশ্বর পিতা ও আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্ট
হইতে।

৩ আমি ঈশ্বরকে স্তব করি যাহার সেবা আমি
করি পিতৃ অবধি নির্ম্মল বিবেচনা দিয়া যে আমি
নিরবধি দিবা রাত্রি মনে রাখি তোমাকে আমার
৪ নিবেদনে তোমার চক্ষুর জল আমার মনে হইয়া
তোমাকে দেখিতে ঐচ্ছুক আমার আনন্দ পূর্ণ
৫ হওনের কারন সে ভুকুটি হিন ভক্তি মনে করিয়া
যাহা তোমাতে যাহা প্রথম ছিল তোমার মাতামহ
লোইষে ও তোমার মাতা ইওনিকে ও আমি স্থির
৬ হইয়াছি যে তোমার মধ্যে ও। সে হেতু আমি
চাহি যে তুমি পুনর্ব্বার চৈতন্য করাও ঈশ্বরের সে দান
৭ যাহা তোমাতে আমার হস্ত দেওন করনক। একারন
ঈশ্বর ভয়ান্বিত আত্মা না দিয়াছেন আমারদিগকে

৮ কিন্তু পরাক্রম ও প্রেম ও সুজ্ঞানের। অতএব প্রভুর সাক্ষী কিম্বা আমি তাহার বন্ধিতে লজ্জিত হইও না কিন্তু মঙ্গল সমাচারের দুঃখের সহভাগি হও ঈশ্বরের
৯ পরাক্রমেরানুযায়ি যিনি আমারদিগকে তারিলেন ও ডাকিলেন ধর্ম্ম ব্যবসা করিতে আমারদের কার্য্যের মত নহে কিন্তু আপনার যুক্তি ও অনুগ্রহের মত যাহা খ্রীষ্ট য়েশুতে দেয়া গিয়াছে আমারদিগকে অনাদি
১০ কালাবধি। কিন্তু এখন জানা যায় আমারদের ত্রান কর্ত্তা য়েশু খ্রীষ্টের প্রকাশ দিয়া যিনি মৃত্যুকে সর্ব্বনাশ করিয়াছেন এবং জীবন ও অমৃত্যুতার আভা
১১ প্রচারিয়াছেন মঙ্গল সমাচার দিয়া যাহার এক খেতগির ও প্রেরিত আমি নিযুক্ত হইয়াছি অন্য বর্ণের
১২ শিক্ষক। এতদর্থে আমি এ সকল সহিষ্ণুতা করি কিন্তু লজ্জিত নহি একারন আমি জানি কাহাকে আস্থা করিয়াছি ও সুস্থির হই যে যাহা তাহার গচ্ছিতে করিয়াছি তাহা তিনি রাখিতে পারেন সে দিন পর্য্যন্ত।

১৩ সার বাক্যের যে নমুনা শুনিয়াছ আমার ঠাঁই তাহা
১৪ ভক্তি য়েশু খ্রীষ্টে ও প্রেম করিয়া শক্ত ধর। যে ভাল কথা গচ্ছিত হইয়াছে তোমার ঠাঁই তাহা রাখ ধর্ম্মাত্মা দিয়া যাহা বসতি করে আমারদের মধ্যে।
১৫ তুমি জ্ঞাত হইয়াছ যে আসিয়ার সকলে ফিরিয়াছে আমা হইতে যাহারদের মধ্যে ফুগল্লুষ ও হের্ম্মগেনষ।
১৬ প্রভু ক্ষেমা করুন ওনেসিফরসের পরিজনকে একারণ সে পুনঃ বিশ্রাম করাইল আমাকে এবং আমার

১৭ জিঞ্জিরে লজ্জিত ছিল না। কিন্তু রোমে হইয়া
১৮ বহুত চেষ্টা করিয়া পাইল আমাকে। য়িহুহা তাহাকে ক্ষেমা পাইতে দেওন সে দিনে। ও কত কার্য্যে সেবা করিল আমাকে এফেসসে তুমি জ্ঞাত হইয়াছ।

পর্ব্ব অতএব আমার পুত্রেরে তুমি বলবান হও সে
২ অনুগ্রহেতে যাহা খ্রীষ্ট য়েশুতে। ও যাহা শুনিয়াছ আমার ঠাঁই অনেক সাক্ষীর সন্মুখে তাহা বিশ্বাসি লোকের গচ্ছিতে দেহ যাহারা আরং লোককে
৩ শিক্ষাইতে পারিবে। অতএব তুমি দুঃখ বরদাস্ত
৪ কর য়েশু খ্রীষ্টের এক ভাল শৈন্যের মত। কেহ রন করিয়া ঐহিকের কার্য্যে আটকায় না তাহার তুষ্টি
৫ করনার্থে যাহার শৈন্য আছে। কেহ মল্লযুদ্ধ করিলে মুকুট পায় না কর্ত্তব্য মল্লযুদ্ধ না করিয়া।
৬ কৃষান প্রথম কার্য্য করিতে তারপর ফল পাইতে
৭ জুয়ায়। যাহা কহি মনে কর ও য়িহুহা সকলে জ্ঞান দেওন তোমাকে।
৮ মনে রাখ দাওদের বংশের য়েশু খ্রীষ্ট যিনি মৃত্যু হইতে ওত্থান হইয়াছেন আমার মঙ্গল সমাচারের
৯ মত। যাহার কারন আমি দুঃখ পাই বন্ধন পর্য্যন্ত
১০ কুকর্ত্তার মত কিন্তু ভগবানের কথা বন্ধিত নহে। একারন আমি এ সকল সহি মননিতের জন্য তাহারদের সে তারন পাইবারার্থে যাহা খ্রীষ্ট য়েশুতে অনন্ত মোক্ষ
১১ সুদ্ধ। এই বিশ্বাসি বাক্য আমরা তাহার সহিৎ মরিলে

১২ বাঁচিব তাহার সহিৎ ধৈর্য্য করিলে কতৃত্ব করিব তাহার সহিৎ তাহাকে হেয়জ্ঞান করিলে তিনি হেয়
১৩ জ্ঞান করিবেন আমারদিগকে আমরা বিশ্বাসি না হইলে তিনি থাকেন বিশ্বাসি আপনাকে হেয়জ্ঞান করিতে পারেন না।

১৪ তাহারদিগকে যুক্তি দেহ ও সাক্ষী দেহ য়িশ্বহার সন্মুখে যে তাহারা কুন্যায় করে না যাহা অলভ্য
১৫ শ্রোতাকে ওলাট পালট করন বিনা। যত্ন কর আপনাকে প্রামান্য দেখাইতে ঈশ্বরের ঠাঁই কর্ম্ম কারক যাহার লজ্জার হেতু নাহি ঈশ্বরের কথা
১৬ প্রকৃত ভাগ করিতে২। কিন্তু ধর্ম্মোচ্ছিত বিত্থদা হাপড় হাটি ছাড়িও একারন তাহা বাড়াইবে অধিক অধর্ম্ম
১৭ পর্য্যন্ত। তাহার কথা ও খাইবে ঘাঁওজের মত
১৮ যাহারদের মধ্যে হুমেনেয়ষ ও ফলেতষ যাহারা সত্যতার বিষয় চুক করিয়াছে বলিয়া পুনরুত্থান তখন হইয়া গেল যাহাতে কতক লোকের ভক্তি ওলটিয়া
১৯ দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের ভিত স্থির তাহার এ লক্ষন হইয়া য়িশ্বহা জানেন তাহার নিজ এবং প্রতি জন যে খ্রীষ্টের নাম কহে সে অযথার্থ ছাড়িয়া দেওক।
২০ বড় ঘরে পাত্র আছে স্বর্ন রূপার কেবল নহে কিন্তু কাষ্ঠের ও মৃত্তিকার ও কোন সম্ভ্রান্ত কোন অসম্ভ্রান্ত
২১ কার্য্যের কারন। অতএব কেহ আপনাকে ইহা হইতে পরিষ্কার করিলে হইবে এক সম্ভ্রান্ত পাত্র পবিত্র ও প্রযুক্ত প্রভুর কার্য্যের কারন ও প্রস্তুত প্রতি ভাল ক্রিয়ার
২২ জন্য কিন্তু ওত সকল যুবা কালের মায়া হইতে

ও প্রকৃতার্থ ভক্তি প্রেম কুশল আচরন কর তাহার দের সহিৎ যাহারা কামনা করে ঈশ্বরের ঠাঁই
২৩ সুহৃদ হইতে। কিন্তু ক্ষিপ্ত ও অজ্ঞান জিজ্ঞাসা ছাড় জানিয়া যে তাহারা বিরোধ জন্মায়।
২৪ ঈশ্বরের দাস বিরোধ করিতে জুয়ায় না কিন্তু সধীর হইবার সকল লোককে শিক্ষা করাইতে ও দুঃখ
২৫ ধৈর্য্য করিতে প্রস্তুত নম্রতাতে শিক্ষাইতেং বিপক্ষকে। কি জানি ঈশ্বর কোন মতে দিবেন তাহার
২৬ দিগকে খেদ সত্যতা গ্রহন করনের কারন ও তাহারদের চৈতন্য হওনের নিমিত্ত সয়তানের ফাঁদ হইতে যাহারদিগকে ধরা গেল তাহার কপট দিয়া তাহার ইচ্ছাতে।

পর্ব্ব ৩

ইহা জান শেষ দিনে বিশম কাল হইবে। একারন
২ লোক হইবে স্বপ্রিয়ক অর্থপ্রিয়ক গুমানি অহঙ্কারি পাষণ্ডক পিতা মাতা অমান্যক অস্তাবক দুর্ম্মতি
৩ মায়া হিন অমিলন মিথ্যা ডল্লানক কামি দুরন্ত
৪ ডত্তমকে অপ্রিয়ক বিশ্বাসঘাতি রাগি গর্ব্বী সুখ
৫ প্রিয়ক ঈশ্বর হইতে অধিক যাহারদের ধর্ম্মের আকার আছে তাহার পরাক্রম হেয়জ্ঞান করিয়া
৬ এমন লোককে ছাড়িয়া দেহ। ইহারদের মধ্যে সে লোক যাহারা ঘরে ডৎপ্যাৎ করিয়া মোহনি করে ক্ষুদ্র নারীকে পাপ নাদাইয়া নানান কামেতে
৭ ল্যাদি হইয়া সর্ব্বদা শিক্ষিতেং কিন্তু কদাচ সত্যতা

৮ গ্রহন স্পর্শ করিতে পারে না। যেমন য়ান্নেষ ও য়াম্ব্রেষ মোশার বিপরিত করিল তেমন ও ইহারা সত্যতার বিপরিত করে পঠা মনি লোক ভক্তির বিষয়
৯ অবাঞ্ছিৎ। কিন্তু তাহারা আর বাড়িতে পাইবে না এক্কারন তাহারদের পাগলামি প্রকাশ হবে সকলের
১০ ঠাঁই যে মত ও তাহারদের ছিল। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জ্ঞাত হইয়াছ আমার প্রকরন আলাপ নিয়ম ভক্তি
১১ বহু কাল ধৈর্য্যতা প্রেম ধৈর্য্যতা বিপক্ষতা জন্যা যাহাতে আমি মজিলাম আন্তিয়োখে ইকোনিয়মে লস্ত্রায় কি বিপক্ষতা পাইলাম কিন্তু সে সকল হইতে
১২ প্রভু পরিত্রান করিলেন আমাকে। বটে ও যাহারা ধর্ম্মাচরন করিতে চাহে খ্রীষ্ট য়েশুতে তাহারা সকল
১৩ পাইবে বিপক্ষতা। কিন্তু দুষ্ট লোক ও প্রতারক আরং মন্দ হইবে ভ্রান্তি জন্মাইতেং ও ভ্রান্তি পাইতেং।
১৪ কিন্তু তুমি যাহা শিক্ষিয়াছ ও আস্থা করিয়াছ আমার স্থানে তাহাতে থাক জানিয়া কাহার ঠাঁই
১৫ শিক্ষিয়াছ তাহা ও যে বালক কালাবধি ধর্ম্ম ব্যবস্থা জ্ঞাত হইয়াছ যাহা ত্রানেতে জ্ঞানবান করাইতে পারে
১৬ তোমাকে ভক্তি দিয়া যাহা খ্রীষ্ট য়েশুতে। সমস্ত ধর্ম্ম গ্রন্থ ঈশ্বর দত্ত ও প্রকরন বেজার বিরুক্ত ধর্ম্ম
১৭ শিক্ষার কার্য্যে লাগে ঈশ্বরের মনুষ্য শুদ্ধ হওনের কারন প্রতি সুক্রিয়ারার্থে পূর্ন সাজিৎ। অতএব

পর্ব্ব ৪

আমি আজ্ঞা দেই তোমাকে ঈশ্বর ও প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের সন্মুখে যিনি বিচার করিবেন জীবৎ ও মৃত্যু তাহার
২ প্রকাশ ও তাহার রাজ্যতে কথা প্রচার প্রানপন কর

কালে অকালে ন্যায় কর বিরক্ত কর স্তোভ দেহ সকল বহু কাল ধৈর্য্যমন ও প্রকরন করিয়া। ৩ একারন সময় আসিবে যখন তাহারা সুপ্রকরন সহিবে না কিন্তু আপনারদের অভিলাষে গুরু জমা করিবে আপনারদের কারন চুলকান শ্রোতা হইয়া ৪ তাহারা ও কর্ন্ন ফিরাইবে সত্যতা হইতে ও ফিরিতে ৫ হবে গুপ্তকথাতে। কিন্তু তুমি সকলে চৌকি দেহ দুঃখকে ধৈর্য্য কর মঙ্গল সমাচার বক্তার কার্য্য ৬ কর তোমার সেবা পূর্ন্ন কর। একারন আমি উৎসর্গ হইবার আছে ও আমার যাত্রা কাল ৭ সান্নিধ্য। আমি ভাল যুদ্ধ করিয়াছি আমার কোটে দৌড়ান পূর্ন্ন করিয়াছি আমি ভক্তি পালন ৮ করিয়াছি। এক্ষনাবধি রক্ষা হইয়াছে প্রকৃতার্থের মকুট আমার কারন যাহা প্রিভু প্রকৃতার্থিক বিচার কর্ত্তা দিবেন আমাকে সে দিনে ও কেবল আমাকে নহে কিন্তু তাহারদিগকে সকল যাহারা প্রেম করে তাহার প্রকাশ।

৯ আমার ঠাঁই শীঘ্র আসিতে যত্ন কর একারন দেমষ ১০ ছাড়িয়াছে আমাকে এই বর্ত্তমান জগনকে প্রেম করিয়া ও গিয়াছে তসলোনিকায় ক্রেস্কেস গালাতিয়ায় ও ১১ টিটস দাল্মাতিয়ায়। কেবল লূক আমার সঙ্গে। মার্ককে লইয়া আন তোমার সহিত একারন তাহাকে ১২ আমার সেবার কারন চাহি আমি ও পাঠাইয়াছি টিখি ১৩ কস এফেসসে। যে গ্লাপ আমি রাখিলাম ত্রোয়াসে

কার্পসের ঠাঁই তাহা সাতে আন তোমার আইসন কালে পুস্তক ও কিন্তু সকল হইতে অধিক সে চর্ম্ম।
১৪ আলেক্সান্দ্র কাঁসারি অনেক দুঃখ দিল আমাকে
১৫ য়িহুহা তাহার সযোচিত ফল দিওন তাহাকে ও সাবধান কর একারন সে বড় বিপরিত করিল আমারদের
১৬ কথা। আমার প্রথম ওত্তরে কেহ ছিল না আমার সহিৎ কিন্তু সকল ছাড়িয়া দিল আমাকে তাহা হওক
১৭ না তাহারদের হিসাবে। কিন্তু প্রভু জাগাইলেন আমার সাতে ও বলবান করাইলেন আমাকে বাক্যের প্রকাশ আমার করনক সচ্ছন্দ চলিবারার্থে ও সকল বর্ন্ন শুনিবারার্থে আমি ও পরিত্রান পাইলাম সিংহের
১৮ মুখ হইতে। প্রভু ও পরিত্রান করিবেন আমাকে প্রতি কুকর্ম্ম হইতে ও রাখিবেন আমাকে তাহার স্বর্গীয় রাজ্যতে। তাহাকে স্তব হওক সদাসর্ব্বক্ষন।
১৯ আমেন। নমস্কার কর প্রিস্কা ও আকল্লা এবং
২০ ওনেসিফরসের পরিজন। এরাস্তষ থাকিল করিন্থে। ও ট্রফিমসকে আমি পীড়িত ছাড়িয়াছি মিলেটসে।
২১ যত্ন কর আসিতে শীত কালের পূর্ব্বে।——

ইওবলস নমস্কার করে তোমাকে ও পুদেস ও লিনষ
২২ ও ক্লদিয়া ও সমস্ত ভ্রাতাগন। প্রভু য়েশু খ্রীষ্ট হওন তোমার আত্মার সহিত। অনুগ্রহ হওক তোমারদের সহিৎ। আমেন।——

পাওল প্রেরিতের পত্র টিটসকে

১ প্রথম পর্ব্ব

১ পাওল ঈশ্বরের দাস ও য়েশু খ্রীষ্টের প্রেরিত ঈশ্বরের মনোনিতের ভক্তি ও সে সত্যতার মত
২ যাহা ধর্ম্মেরানুযায়ি অনন্ত পরমায়ুর ভরসায় যাহা মিথ্যা হিন ঈশ্বর অঙ্গিকার করিলেন এ জগতের
৩ আরম্ভ কালের পূর্ব্বে কিন্তু আপনার সময়েতে হিত ওপদেশে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার বাক্য যাহা আমার গচ্ছিতে দেয়া গেল ঈশ্বর আমারদের ত্রান
৪ কর্ত্তার আজ্ঞারানুযায়ি টিটসকে যে আমার নিজ পুত্র সামান্য ভক্তিরানুযায়ি অনুগ্রহ ক্ষেমা ও কুশল হওক ঈশ্বর পিতা ও প্রভূ য়েশু খ্রীষ্ট আমারদের ত্রান-কর্ত্তা হইতে।

৫ এ হেতু আমি ছাড়িলাম তোমাকে ক্রেটে সে সকল কমি কার্য্য সুধারা করিতে ও প্রাচিন নিযুক্ত করিতে প্রতি সহরে যেমন আমি আজ্ঞা দিলাম তোমাকে। কেহ
৬ যদি নিরহ এক জায়ার স্বামী যাহার ভক্ত ছালিয়া
৭ অশত কি অমানন ওল্লানিত না হইয়া। একারন আচার্য্য নিরহ হইতে জুয়ায় যেমন ঈশ্বরের দেয়ান

একগুঁয়া নহে রাগি চণ্ডাল নহে। দ্রাক্ষা রস পীয়ক নহে হটাৎ মারুক নহে চার বীন প্রাপ্তি লোভি
৮ নহে কিন্তু দাতা প্রিত যুক্ত সজ্ঞানি প্রকৃতার্থিক
৯ ধার্ম্মিক জীতেন্দ্রিয় বিশ্বাস্যি বাক্য ধির যাহা শিক্ষিয়াছে আরং লোককে সুপ্রকরনে শিক্ষাইতে ও তাহারদিগকে প্রবোধ কারন যাহারা বিপরিত করে।—

১০ একারন অনেক কুধারা ও বেহুদা বক্তা ও ভুলানীয়া
১১ আছে সকল হইতে অধিক ত্বকচ্ছেদিরা যাহারদের মুখ রুদ্ধ করিতে জুয়ায় যাহারা পরিজন ঘোলোয়ান্য উল্টিয়া দেয় অনোচিত কথা শিক্ষাইতেং চার লাভের
১২ জন্য। তাহারদের এক জন নিজ ভবিষ্যৎ বক্তা কহিল ক্রেতী সর্ব্বদা মিথ্যা বক্তা হিংসুক পশু অলস
১৩ পেট। এ সাক্ষী সত্য অতএব শক্ত বিরুক্ত কর তাহারদিগকে তাহারদের ভক্তিতে সোধিন হওনার্থে।
১৪ য়িহোদীরদের উপদেশ ও মানুষের আজ্ঞা না মানিয়া
১৫ যাহা সত্যতার বিপরিত করে। পবিত্র লোককে সকল পবিত্র সে সত্য তথাচ অপবিত্র ও অনাস্থিককে কিছু পবিত্র নহে কিন্তু তাহারদের মন ও বিবেচনা
১৬ অশুচি আছে। তাহারা ঈশ্বর জানন সুগ্রহন করে কিন্তু কার্য্যতে হেয়জ্ঞান করে তাহাকে ঘৃন্নিৎ ও
পর্ব্ব অভক্ত ও সকল সুক্রিয়াতে অধম।—

২ কিন্তু সুপ্রকরনের উচিত যাহা হয় তাহা তুমি কহ। বৃদ্ধ লোককে সাবধানি গভীর সজ্ঞানি ভক্তি প্রেম ও
৩ ধৈর্য্যতাতে শুদ্ধ হইবার কহ। বৃদ্ধ নারীকে ও যেন পুন্য

লোকের যোগ্য ব্যবসা করিতে মিথ্যা ভুল্লানিক নহে
৪ বেশুর নহে সুক্রিয়া শিক্ষুক যেমন যুবতী নারীকে
সজ্ঞানি হইবার শিক্ষাইতে পারিবে স্বামী প্রিয়ক
৫ শিশু প্রিয়ক সুমতি সতি সুন্দরি ভাল স্বামীর বস
৬ ঈশ্বরের কথায় পাষণ্ডতা না হওনের কারন সে
মত ও যুবা পুরুষ সজ্ঞানি হইবার স্তোভ দেহ।
৭ সমস্তে তুমি হও সুক্রিয়ার নমুনা শিক্ষানে নির্ম্মলতায়
৮ গভীরত্ব একশীলত্ব করিতে২ সুবাক্য কহিতে২ যাহার
অন্যমান্য লইতে পারিবে না বিপরিত পক্ষের যে জন
সে লজ্জিত হইবার কারন কুকথা কহিবার না হইয়া
৯ তোমারদের বিষয়। দাস আপনারদের মনিবের
বস হওক সকল কার্য্যে তুষ্টি করিতে২ প্রত্যুত্তর না
১০ করিয়া বাটপাড়ি না করিয়া কিন্তু সকল ভাল
বিশ্বস্ত দেখাইয়া ঈশ্বর আমারদের ত্রান কর্ত্তার
প্রকরন বিভূষনার্থে।

১১ একারন ভগবানের ত্রান দাইক অনুগ্রহ দেখা গিয়াছে
১২ সকল লোকের ঠাঁই আমারদিগকে শিক্ষাইতে২
সকল অধর্ম্ম ও ঐহিকের কার্য্য হেয়জ্ঞান করিয়া
সজ্ঞানি প্রকৃতার্থ ও ধর্ম্মাচরন করিতে এ বর্ত্তমান কালে
১৩ সে আশীর্ব্বাদীয় ভরসা ও মহা ভগবান ও আমারদের
ত্রান কর্ত্তা য়েশু খ্রীষ্টের প্রকাশ অপিক্ষা করিতে২
১৪ যিনি আপনাকে দিয়াছেন আমারদের কারন আমার
দিগকে মুক্ত করিতে সকল অযথার্থ হইতে ও আপনার
জন্য পবিত্র করিতে একজাতি লোককে সুক্রিয়া করিতে
১৫ তপ্ত। এ কথা কহ ও স্তোভ দেহ ও বিরক্ত কর

সকল শাসনে। কেহ তোমাকে তুচ্ছ করিতে দেহ না।

পর্ব্ব ৩

তাহারদের মনে দেহ আদালত ও পরাক্রমের বস রহিতে শাসকের আজ্ঞা মানিতে প্রতি ভাল কার্য্য
২ করিবার প্রস্তুত রহিতে কাহাকে পরিবাদি না করিতে অঝকড়ক কিন্তু মৃদু সকল নম্রতা দেখাইতেং সকল
৩ লোকেরদিগকে। একারন আমরা ও পূর্ব্ব কালে ছিলাম অজ্ঞান অভক্ত হরনীয় নানা কাম ও মনোদ্ভবের দাস দুর্ম্মতিত্ব ও দ্বেশে ব্যবসা করিতেং দৃন্নাকর ও
৪ পরস্পর দৃন্না করিতেং। কিন্তু ঈশ্বর আমারদের ত্রান কর্ত্তার দয়া ও প্রেম মানুষেরদিগে প্রকাশ হইলে
৫ তিনি তারিলেন আমারদিগকে আমারদের কৃত ধর্ম্ম কার্য্য দিয়া নহে কিন্তু আপনার ক্ষেমারানুযায়ি পুন
৬ জন্মের ধৌত ও ধর্ম্মাত্মার নুতন করন দিয়া যাহা তিনি বিস্তারিত ঢালিলেন আমারদের উপর য়েশু খ্রীষ্ট
৭ আমারদের ত্রান কর্ত্তার করনক তাহাতে তাহার অনুগ্রহতে প্রকৃতার্থিক হইয়া আমরা অধিকারি হইতে
৮ পারিব অনন্ত পরমায়ুর ভরসানুযায়ি। এ আছে বিশ্বাসি কথা ও আমি চাহি যে তুমি ইহাতে সর্ব্ব কাল দৃঢ় কহ ঈশ্বর ভক্ত সুক্রিয়া করিতে যত্ন করনার্থে। ইহা মানুষের ভাল ও লব্ব কার্য্য।
৯ কিন্তু পাগলামি জিজ্ঞাসা ও পুরুষাবলি ও ঝকড়া ও ব্যবস্থা ন্যায় ছাড়িয়া দেহ একারন তাহা অলব্ব ও
১০ বৃথা। হেরেটিক মানুষ প্রথম দ্বিতীয় বিরুক্তের

১১ পরে ছাড়িয়া দেহ জাত হইয়া যে এ প্রকার লোক গুলিন্‌ আছে ও পাপ করে আপনি দোষাজাতি হইয়া।——

১২ আমি আর্ট্টিমা কিম্বা টিখিকস তোমার ঠাঁই পাঠাইলে যত্ন কর আসিতে আমার ঠাঁই নিকপলিতে একারন আমি নিয়ম করিয়াছি সেখানে বাস করিতে শীত
১৩ কালে। জেনা বিধিকর্ত্তা ও আপল্লষকে তাহারদের যাত্রায় উপগার কর তাহারদের কিছু কমি যেন না
১৪ হয়। আমারদের লোক ও শিক্ষক সুক্রিয়া করিতে প্রিয়জনত্ব কার্য্যের হেতু তাহারা নিষ্ফল না হওনের
১৫ কারন। আমার সাতি যে সকল লোক নমস্কার করে তোমাকে। নমস্কার কর তাহারদিগকে যাহারা প্রেম করে আমারদিগকে ভক্তিতে। অনুগ্রহ হওক তোমারদের সকলের সহিৎ। আমেন।——

পাওল প্রেরিতের পত্র ফিলেমনকে।

১ প্রথম পর্ব্ব

পর্ব্ব পাওল য়েশু খ্রীষ্টের এক বন্দিত ও টিমোতিয়ষ ভাই
১ আমারদের প্রেমি ও সহকারি ফিলেমনকে ও প্রেমি
আফিয়া ও আর্খিপষ আমারদের সহশৈন্যকে ও সে
৩ মণ্ডলিকে যাহা তোমার ঘরে অনুগ্রহ ও কুশল
হওক তোমারদিগকে ভগবান আমারদের পিতা ও
প্রভু য়েশু খ্রীষ্ট হইতে।

৪ আমি স্তব করি আমার ঈশ্বরকে তোমার নাম
৫ সর্ব্বদা কহিতে২ আমার নিবেদনে তোমার ভক্তির
কথা শুনিয়া ও তোমার প্রেম যাহা প্রভু য়েশু ও সকল
৬ পুন্য লোকেরদিগে ও তোমার ভক্তিতে সহবাস
আর২ মর্দ্দানি হওনের জন্য তোমারদের খ্রীষ্ট য়েশুর
দিগের প্রতি ভাল ব্যাপার শ্বিকার করিতে২।
৭ একারন আমারদের বড় আনন্দ ও শান্তনা তোমার
প্রেমে ভাইরে একারন পুন্য লোকের অন্তর বিশ্রম পায়
তোমা হইতে।
৮ আমি ওচিত কার্য্য তোমাকে আজ্ঞা করিতে বড়
৯ নির্ভয় হইতে পারি সে সত্য কিন্তু আমি বরং প্রেমেতে

কাকুতি করি তোমাকে পাওল বৃদ্ধের মত হইয়া এবং
১০ এখন ও য়েশু খ্রীষ্টের বন্দিত। আমি বিনয় কথা
কহি তোমাকে আমার পুত্রের বিষয় যাহাকে আমি
১১ জন্ম দিয়াছি আমার বন্ধেতে সে ওনেসিমষ যে
পূর্ব্ব কাল তোমার অলব্ধ ছিল কিন্তু এখন তোমারে
১২ ও আমারে লব্ধ যাহাকে আমি পাঠাইয়াছি পুনর্ব্বার।
অতএব তুমি গ্রহন কর তাহাকে যেমন আমার নিজ
১৩ অন্তর। যাহাকে আমি আপনার নিকট রাখিতে
চাহিলাম সেবা করিতে তোমার বদলে আমার মঙ্গল
১৪ সমাচারের কারন বন্ধে। কিন্তু তোমার ইচ্ছা বিনা
কিছু করিতে চাহিলাম না তোমার দান আবশ্যক না
১৫ দেখানার্থে কিন্তু ঐচ্ছিক। একারন বুঝি সে ভিন্ন
হইয়াছে তোমা হইতে কিঞ্চিত কাল তোমার তাহাকে
১৬ নিরবধি সাদর করনের জন্য এখন দাসের মত নহে
কিন্তু অধিক এক প্রেমি ভাই বরং আমাকে কিন্তু কত
১৭ অধিক তোমাকে দুই শরীর ও প্রভুরে। অতএব
যদি আমাকে সহবাসি মান তবে গ্রহন কর তাহাকে
১৮ আমার মত। যদি করিয়াছে তোমার কিছু অপচয়
কিম্বা তোমার দেনাদার আছে তবে তাহা আমার
১৯ হিসাবে লেখ আমি পাওল লেখিয়াছি আপনার
হাতে আমি তাহা সোধ করিব কিন্তু আমি বলি না
তোমাকে যে তুমি আমার দায়গ্রহস্থ তোমার নিজ
২০ প্রান। হাঁ ভাই আমার আনন্দ হওক প্রভুতে বিশ্রাম
২১ কর আমার অন্তর প্রভুতে। তোমার মান্যশীলে
বিশ্বাস পাইয়া লেখিয়াছি তোমাকে জানিয়া যে তুমি

২২ করিবা আমার কথার অধিক। কিন্তু বাসা প্রস্তুত কর আমার কারন এ জন্য আমি ভরসা করি যে আমাকে দেয়া জাবে তোমার দিগে তোমার কামনা করনক।—
২৩ এপফ্রাষ আমার সহবন্দিত নমস্কার করে তোমাকে
২৪ খ্রীষ্ট যেশুতে মার্ক আরিষ্টার্খ দেমা ও লুক
২৫ আমার সহকর্ত্তা ও। আমারদের প্রভু যেশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ হওক তোমার আত্মার সহিৎ। আমেন।

পাওল প্রেরিতে পত্র এব্রিরদিগকে

১ প্রথম পর্ব্ব

পর্ব্ব ১ ঈশ্বর যিনি পুনঃ২ ও নানা মতে পূর্ব্ব কালে ভবিষ্যৎ বাক্য কহিলেন পিতৃরদিগকে এ শেষ দিনে কহিয়াছেন আমারদিগকে তাহার পুত্র দিয়া যাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন সমস্তের অধিকারি যাহার ৩ করনক ও জগতকে নির্ম্মান করিলেন। যিনি তাহার বৈভবের তেজ ও তাহার নিজ মত্ব হইয়া এ সকলে ধারন করিয়া তাহার পরাক্রমের কথাতে আপনার প্রান দিয়া আমারদের পাপ বিমোচন করিয়া বসিলেন ৪ মহীমার দক্ষিন ওচ্চত্বতে। দূত হইতে বড় হইয়া যেমন পাইয়া ছিলেন তাহারদিগ হইতে বড় ৫ নামাধিকার। একারন দূতের কাহাকে কোন কালে বলিলেন তিনি তুমি আমার পুত্র আজি জন্ম দিয়াছি ৬ তোমাকে। ও আরবার আমি হইব তাহার পিতা ও সে হইবে আমার পুত্র। ও আরবার যখন প্রথম জন্মিত জগতে প্রবেশ করাইলেন তখন কহিলেন ঈশ্বরের সকল দূত ভজনা করুক তাহাকে। দূতের ৭ বিষয় তিনি কহেন যিনি করেন তাহার দূতকে ৮ আত্মা ও তাহার সেবককে আনলের শিখা। কিন্তু

পুত্রের বিষয় কহেন হে ঈশ্বর তোমার সিংহাসন সদাসর্ব্বক্ষনে তোমার রাজ্য দণ্ড পুকৃতার্থের দণ্ড।
৯ পুকৃতার্থকে প্রেম করিয়াছ ও অযথার্থকে দৃন্না করিয়াছ সে নিমিত্ত ঈশ্বর তোমার ঈশ্বর আনন্দ তৈলে অভিশেক করিয়াছেন তোমাকে তোমার সহবাসির
১০ দের ওপর। আরবার হে যিহুহা তুমি পৃথমে পৃথিবীর
১১ ভিত করিয়াছ ও স্বর্গ তোমার হস্তের কর্ম্ম। তাহারা ক্ষয় হবে কিন্তু তুমি থাকিতেছ তাহারা সকল পুরাতন
১২ হইয়া যাবেক বস্ত্রের মত তুমি ও বস্ত্রের মতে তো- করিবা তাহারদিগকে ও তাহারা অন্য মত হইবে কিন্তু তুমি যবেস্ব্বে থাকিবা ও তোমার বৎসর বহিবেক
১৩ না। কিন্তু দূতের কাহাকে কোন কালে কহিয়াছেন বস আমার দক্ষনে যাবৎ পর্য্যন্ত আমি করি তোমার
১৪ সকল শত্রুরদিগকে তোমার পদাসন। তাহারা সকল সেবা করনের দাস নহে পাঠান হইয়া ত্রানাধি কারিরদের সেবা করিতে।

পর্ব্ব ২ অতএব আমরা সে বাক্য আর সাবধান করিতে জুয়ায় পাছে কোন কালে তাহা চুইতে দেই। যে বাক্য দূতে কহা গেল যদি স্থির এবং পৃতি লঙ্ঘন ও
৩ অবাধ্য পাইয়াছে সযোচিত ফল তবে আমারদের কি ওপায় হবে এমন মহা ত্রান না মানিয়া যাহা পৃথমে পৃভু দিয়া পৃকাশ হইতে লাগিলে স্থির হইল
৪ আমারদের ঠাঁই তাহারদের করনক যাহারা শুনিল। ঈশ্বর ও আপনার ইচ্ছারানুযায়ি চিহ্ন ও আশ্চর্য্য ও নানান অদ্ভুত কার্য্য করিয়া ও ধর্ম্মাত্মার দানেতে পৃমান দিয়া।

৫ একারন আসিবার জগত যাহার বিষয় আমরা
৬ কহি তাহা দূতের বস না করিয়াছেন। কিন্তু এক জন
প্রমান দিয়াছে এক ঠাঁই কহিয়া মনুষ্য কি যে তুমি
মনে করিতেছ তাহাকে কিম্বা মনুষ্যের সন্তান যে
৭ তুমি নিরক্ষন করিতেছ তাহাকে তুমি করিয়াছ
তাহাকে দূত হইতে কিঞ্চিত নিচে তুমি তেজ ও
সম্ভ্রমের মুকুট দিয়াছ তাহাকে ও নিযুক্ত করিয়াছ
৮ তাহাকে তোমার হস্তকৃত সকলের ওপর। তুমি
সকল করিয়াছ তাহার চরনের নিচে। তিনি সকল
তাহার বস করিয়াছেন সেকারন কিছু তাহার অবস
না চাড়িয়াছেন। কিন্তু এখন আমরা সমস্ত তাহার
৯ বসিভূত দেখি না। কিন্তু য়েশু যিনি কিঞ্চিৎ কাল
কৃত হইলেন দূতের নিচে মৃত্যু ভোগের জন্য তাহাকে
১০ দেখি তেজ ও সম্ভ্রম মুকুট বিভূষিৎ তিনি ঈশ্বরের
অনুগ্রহতে মৃত্যু চাকনার্থে সকলের কারন। অতএব
যাহার কারন ও যাহার করনক সকল তাহার ওপযুক্ত
ছিল অনেক পুত্র মোক্ষে আনিতেং তাহারদের ত্রানের
১১ সেনাপতিকে দুঃখেতে শুদ্ধ করাইতে। যিনি পবিত্র
করেন ও যাহারা পবিত্র হইয়াছে তাহারা সকল এক
হইতে এ হেতু তিনি তাহারদিগকে ভাই বলিতে লজ্জিৎ
১২ নহেন বলিয়া আমি কহিব তোমার নাম আমার
ভ্রাতারদের মধ্যে মণ্ডলিতে তোমার স্তব গায়িব।
১৩ এবং পুনরবার আমি বিশ্বাস করি তাহারে। এবং
আরবার দেখ আমাকে ও শিশুরদিগকে যে ঈশ্বর
১৪ দিয়াছেন আমাকে। শিশু হইল মাংস রক্ত

বিশিষ্ট অতএব তিনি আপনি ও তাহা লইলেন মৃত্যু দিয়া
১৫ মৃত্যু কর্ত্তা তাহা সয়তানকে নাশ করিতে ও তাহার
দিগকে পরিত্রান করিতে যাহারা মৃত্যুর ভয়েতে দাসত্ব
১৬ বস ছিল তাহারদের সকল পুরায়ু। তিনি দূত
অবতার হইলেন না বটে কিন্তু আবরহামের সন্তান
১৭ অবতার হইলেন। অতএব তাহার ভ্রাতাগনের মত
সর্ব্ব রূপে হইবার উপযুক্ত ছিল ক্ষেমাবন্ত ও বিশ্বাসি
প্রধান যাজক হওনের কারন ঈশ্বরেরদিগের সকল
কার্য্যে প্রায়শ্চিত্ত্য করিতে লোকের পাপ মোচনেতে
১৮ তিনি দুঃখ ভুক্তিয়া পরিক্ষিত হইলেন সেকারন তাহার
দিগকে উপগার করিতে পারেন যাহারা পারিক্ষা
পায়।

পর্ব্ব ৩ অতএব পুন্য ভাই স্বর্গীয় ব্যবসা ভাগিরে মনে কর
আমারদের স্বীয় কর্ম্মের প্রেরিত ও প্রধান যাজক খ্রীষ্ট
২ য়েশুকে যিনি বিশ্বাসি হইলেন তাহার ঠাঁই যিনি নিযুক্ত
করিলেন তাহাকে যে মত ও মোশা তাহার সকল
৩ ঘরে। তিনি মোশা হইতে অধিক মর্য্যাদ্য বিখ্যাত
হইলেন যেমন গাঁথকের মর্য্যাদা ঘরের হইতে অধিক।
৪ একারন প্রতি ঘর গাঁথা হইয়াছে কোন কাহার করনক
৫ কিন্তু যিনি সকলের গাঁথক তিনি ভগবান। মোশা
বিশ্বাসি ছিলেন বটে তাহার সকল ঘরে দাসের মত
সে বচনের প্রমানের কারন যাহা পরে বলিতে হইবে
৬ কিন্তু খ্রীষ্ট পুত্রের মত নিজ ঘরে যাহার ঘর আমরা
যদি শক্ত ধরি সে সাহস ও ভরসার আনন্দ শেষ

৭ পর্য্যন্ত। অতএব যেমন পরমাত্মা কহেন আজি
৮ যদি তোমরা শুনিবা তাহার রব কঠিন করিও না
তোমারদের অন্তঃকরন যেমন কষ্ট করন কালে যেমন
৯ পরিক্ষার দিবসে অরন্যে যখন তোমারদের পিতৃগান
পরিক্ষা করিল ও জানাইল আমাকে ও দেখিল আমার
১০ ক্রিয়া চল্লিশ বৎসর। এতদর্থে আমি সে পুরুষের
ওপর ক্রোধিত হইয়া বলিলাম তাহারা সদাকাল
১১ অনঃকরনে চুক করে আমার পথ না জানিয়া। এ
জন্য আমি ক্রোধিত হইয়া কিরা করিলাম যে তাহারা
১২ আমার বিশ্রামে যাইতে পাইবে না। সাবধান
ভাইরে পাছে তোমারদের কোন কাহারে হয় দুষ্ট
অনাস্তিক অন্তঃকরন যাইতেং জীবত ঈশ্বর হইতে।
১৩ কিন্তু দিন বদিন পরস্পর স্তোভ দেহ যাবত আজি বলে
পাছে তোমারদের কোন কেহ কঠিন হইয়া যায়
পাপের ভ্রান্তিতে।

১৪ এ কারন আমরা খ্রীষ্টের ভাগি হইয়াছি যদি স্থির ধরি
১৫ আমারদের সাহসের আরম্ভ শেষ পর্য্যন্ত যেমন বলা
হইল আজি তাহার রব শুনিতে চাহিলে কঠিন করিও
না তোমারদের অন্তঃকরনকে যেমন কষ্ট করন কালে।
১৬ এ কারন কতক লোক শুনিয়া কষ্ট করিল কিন্তু সকল
নহে যাহারা মিসর ছাড়িয়া আইল মোশার করনক।
১৭ কিন্তু কাহার ওপর ক্রোধিত ছিলেন চল্লিশ বৎসর।
সে পাপিরদের ওপর নহে যাহারদের মরা পড়িল
১৮ অরন্যে। এবং কাহারদিগকে কিরা করিলেন যে

তাহারা প্রবেশ করিতে পাইবে না তাহার বিশ্রামে বিনা
১৯ সে অভক্তেরদিগকে। অতএব আমরা দেখিতে পাই
যে তাহারা প্রবেশ করিতে পারিল না অনাস্থার
পব্ব কারন। অতএব আমরা ভয় করি পাছে তাহার
৪ বিশ্রামে প্রবেশ করনের অঙ্গিকার থাকিলে তোমারদের
২ কোন কেহ কমি হইবার মত দেখে। একারন
আমারদিগকে মঙ্গল সমাচার আইল যেমন
তাহারদিগকে কিন্তু সে বাক্য তাহারদের প্রাপ্তি ছিল
না ভক্তির সহিৎ মিলন না হইয়া শ্রোতারদের মধ্যে।
৩ একারন আমরা আস্থা করিয়া প্রবেশ করি বিশ্রামে
যে মত বলিয়াছেন যেমন আমি ক্রোধে কিরা করিলাম
যদি তাহারা প্রবেশ করে আমার বিশ্রামে। তত্রাপি
৪ কর্ম্ম পূর্ন্ন হইল জগতের ভিত করনাবধি। এক
ঠাঁই ও তিনি এমন কহিলেন সপ্তম দিনের বিষয় ঈশ্বর
ও বিশ্রাম করিলেন সপ্তম দিনে তাহার সকল
৫ কর্ম্মান্তে। ও পুনর্ব্বার এ ঠাঁই যদি তাহারা প্রবেশ
৬ করে আমার বিশ্রামে। অতএব কতক লোক প্রবেশ
করিবার হইয়া ও যাহারদিগকে মঙ্গল সমাচার চেড়ি
দেয়া হইল প্রথমে তাহারা অভক্তিরাথে প্রবেশ করিল
৭ না সেকারন তিনি আরবার দিনের নিকপন করিলেন
দাওদে বলিয়া আজি এত কালের পরে যেমন বলা
হইয়াছে আজি যদি তাহার কথা শুনিবা তবে কঠিন
৮ করিও না তোমারদের অন্তঃকরন। একারন যদি
য়িহশুয়া দিত বিশ্রাম তাহারদিগকে তবে তারপর আর
৯ এক দিনের কথা বলিতেন না। অতএব এক ভবিষ্যৎ

১০ বিশ্রাম আছে ঈশ্বরের লোকের কারন। যে জন তাঁহার
বিশ্রামে প্রবেশ করিয়াছে সে ও আপনার কার্য্য ত্যাগ
১১ করিয়াছে যে মত ঈশ্বর ও তাঁহার। অতএব আমরা
সে বিশ্রামে প্রবেশ করিতে পরিশ্রম করি পাছে কোন
কেহ পড়ে সে অনাস্থার নমুনার মত।
১২ একারন ভগবানের কথা জীবত ও বলবান দুই ধার
তলোয়ার হইতে তীক্ষ্ন ভেদ করিয়া প্রান আত্মা এবং
গিরা ও মর্জা ভিন্ন করন পর্য্যন্ত তাহা ও অন্তঃকরনের
১৩ ওভুব ও অভিলাষ প্রচারক। কোন সৃষ্টি ও নহে যাহা
তাহার গোচরে জ্ঞাত নহে কিন্তু সমস্ত কার্য্য উলঙ্গতা
ও প্রকাশ তাঁহার গোচরে যাহার সহিৎ আমার
১৪ দের কার্য্য। অতএব আমারদের মহা প্রধান যাজক
হইয়া যিনি গিয়াছেন স্বর্গে তিনি ঈশ্বরের পুত্র যেশু
১৫ আমরা শক্ত ধরি আমারদের স্বীয় কর্ম্ম। একারন
আমারদের এমন প্রধান যাজক নহে যিনি আমারদের
অশক্তি দয়া করিতে পারেন না তিনি সকলে পরিক্ষিৎ
১৬ হইয়া আমারদের মত কিন্তু পাপ ছিল। অতএব
সাহসি হইয়া আইসি অনুগ্রহের সিংহাসনের নিকট
পর্ব্ব ওপগার করিবার ক্ষেমা এবং অনুগ্রহ প্রাপ্ত্যর্থে বিষম
৫ কালে। প্রতি প্রধান যাজক মনুষ্য হইতে লইয়া নিযুক্ত
আছে মনুষ্যের কারন ঈশ্বরের দিগের কার্য্যেতে দান ও
২ বলিদান ওৎসর্গ করিতে পাপের কারন যে অজ্ঞান ও
ঘৃননীয় লোককে স্নেহ করিতে পারে আপনি দূর্ব্বল্যতা
৩ বান্ধিৎ হইয়া। এবং এ হেতু তাহার আবশ্যক আছে যে

মত লোকের কারন সে মত আপনার কারন ও পাপ
৪ উৎসর্গ করিতে। এবং কেহ এ সম্ভ্রম লয় না
সে জন বই যে ঈশ্বরে নিযোজিৎ আহারনের মত।
৫ সে মত ও খ্রীষ্ট প্রধান যাজক নিযুক্ত হওনের কারন
আপনাকে সম্ভ্রম করিলেন না কিন্তু তিনি যিনি বলিলেন
তাঁহাকে তুমি আমার পুত্র আজি জন্ম দিয়াছি
৬ তোমাকে। যেমন ও তিনি বলেন অন্য ঠাঁই তুমি
৭ যাজক সদাকালে মেল্কিজদেকের রীরা। যিনি তাহার
অবতার দিনে কামনা ও নিবেদন মহা ক্রন্দন ও চক্ষুর
জল সুদ্ধ উৎসর্গ করিয়া তাহার ঠাঁই যিনি তারিতে
পারিলেন তাঁহাকে মৃত্যু হইতে এবং ভয় করিলে
৮ শুনা হইলেন। তিনি পুত্র হইয়া তত্রাপি মানন
৯ শিক্ষিলেন সে দুর্গতি হইতে যাহা পাইলেন ও শুদ্ধ
হইয়া তিনি হইলেন সে সকলের অনন্ত ত্রানের কর্ত্তা
১০ যাহারা শুনিয়া মানে তাহার কথা ঈশ্বরে বলা হইল
এক প্রধান যাজক মেল্কিজদেকের রীরা।
১১ যাহার বিষয় আমারদের অনেক ও বুঝিতে ব্যামহ
১২ কথা কহিতে একারন তোমরা স্থির শুনিতে। কাল
বুঝিয়া যখন তোমারদের ওচিত হইত গুরু ব্যবসা
করিতে আবশ্যক আছে যে পুনর্ব্বার কেহ শিক্ষা করায়
তোমারদিগকে ঈশ্বরের সুবাক্যের প্রথম অক্ষর কি
ও দুগ্ধ খাদক খাদ্য শক্ত ভক্ষ্য খাদক নহে।
১৩ একারন প্রতি দুগ্ধ খাদক প্রকৃতার্থ কর্ম্ম অবিজ্ঞ আছে
১৪ বালক হইয়া। কিন্তু শক্ত ভক্ষ্য শুদ্ধ মনুষ্যের

কারন যাহারা কার্য্য করিতেং জ্ঞানবান হয় ভাল মন্দের ভেদ জানিতে।

পর্ব্ব ৬

অতএব আমরা খ্রীষ্টের প্রকরনের প্রথমাক্ষর ছাড়িয়া যাই শুদ্ধতারদিগে মৃত্যু ক্রিয়া হইতে খেদ ও ঈশ্বরের

২ দিগে ভক্তির ভিত পুনর্ব্বার না করিয়া কিম্বা ডুব ও হস্ত দেওন ও মৃত্যুরদের পুনরুত্থান ও অনন্ত

৩ বিচারের প্রকরন। এবং ঈশ্বর বারন না করিলে

৪ আমরা ইহা করিব। একারন যাহারা একবার দীপ্তিমান হইল ও স্বর্গীয় দানকে চাকিল ও ধর্ম্মা

৫ ত্মার ভাগি হইল ও ঈশ্বরের সুবানী এবং আসি

৬ বার জগতের পরাক্রম চাকিয়াছে তাহারা পতিত হইলে খেদেতে নূতন করাইতে তাহারদিগকে অসাধ্য এজন্য তাহারা আরবার ঈশ্বরের পুত্রকে ক্রুসে খুন

৭ করে ও লজ্জাকর তামাসা করায় তাহাকে। একারন ভুমি যে বৃষ্টি পুনঃ২ পড়ে তাহার ওপর খাইলে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ পাইয়া গাছ উৎপন্ন করে তাহারদের

৮ কারন ওচিত যাহারা কৃষি করে তাহা কিন্তু যাহা কণ্টক ও স্যাকুল উৎপন্ন করে তাহা হেয়জ্ঞানী ও

৯ সাঁপ পাওনের নিকট যাহার শেষ পোড়ন। কিন্তু প্রেমিরে আমরা এমন কথা কহিলে তথাচ তাহা হইতে ভালসন্ধান করি তোমারদের বিষয় ও যাহা২ ত্রানের সহিৎ।

১০ একারন ঈশ্বর অযথার্থিক নহেন তোমারদের ক্রিয়া ও প্রেমের মেহনত ভুলিতে যাহা তোমরা দেখাইলা তাহার নামের দিগে পুন্য লোকের সেবা করিয়া ও

১১ এমন সেবা করিতেছ। আমরা ও আসা করি যে তোমরা প্রতি জন এমন যত্ন কর শেষ পর্য্যন্ত ভরসা
১২ পূর্ন করনার্থে যেন অলস না হও কিন্তু তাহারদের সমকর্ত্তা যাহারা ভক্তি ও ধৈর্য্য করিতেছ
১৩ অঙ্গিকার অধিকার পায়। একারন আবরহামকে অঙ্গিকার করিয়া আপনা হইতে বড় লইয়া কিরা করিতে না পারিলে আপনার নাম লইয়া কিরা করিলেন
১৪ বলিয়া নিতান্ত আশীর্ব্বাদ দিতেছ দিব তোমাকে ও
১৫ বাড়াইতেছ বাড়াইব তোমাকে। পরে সে ধৈর্য্য
১৬ করিয়া অঙ্গিকার পাইল। মনুষ্য বটে কিরা করে অধিক বড় লইয়া ও স্থির করনার্থে কিরা তাহারদের
১৭ বিরোধের শেষ। অতএব ঈশ্বর অতি ঐচ্ছুক হইয়া অঙ্গিকার অধিকারিকে দেখাইতে তাহার পরামর্শের
১৮ স্থিরতা তাহা সে করিলেন কিরা করিয়া ইহাতে দুই স্থির বাক্যেতে যাহাতে মিথ্যা কথা কহিতে ঈশ্বরের অসাধ্য আমারদের দৃঢ় সুস্থিরতা হইতে পারে যে রক্ষের জন্য পলাইয়াছি সে ভরসা ধরিতে যাহা
১৯ আমারদের সম্মুখে নিরোপিত যাহা আমারদের প্রানের নঙ্গরের মত নিরাপদি ও স্থির ও যাহা ধরে
২০ মাঝখানে পর্দার ভিতরে যেখানে য়েশু আগুগামি প্রবেশ করিয়া গিয়াছেন আমারদের কারন তিনি সদা সর্ব্বক্ষনে প্রধান যাজক হইয়া মেল্খিজদেকের ধারা।

পর্ব্ব একারন শালমের এ মেল্খিজদেক রাজা অতি মহা
৭ ঈশ্বরের যাজক যিনি দেখা করিলেন আবরহামের সহিৎ

২ ও আশীর্ব্বাদ দিল তাহাকে রাজার বধ হইতে আগমনে যাহাকে ও আবরহাম দিল সকলের দশাংশ তিনি প্রথম হইলে অর্থ করিয়া ধর্ম্মের রাজা ও তারপর ও
৩ শালমের রাজা তাহার অর্থ নির্ধন্দের রাজা পিতা ছিন মাতা ছিন সন্তান ছিন যাহার দিনের আরম্ভ ও পুমায়ুর অন্ত নাহি কিন্তু ঈশ্বরের পুত্রের মত হইয়া
৪ সদাকালে যাজক থাকেন। এখন মনে বুঝ এ মনুষ্য কেমন বড় যাহাকে আবরহাম পিতৃ সে লুটের দশাংশ
৫ দিলেন যাহারা লোইর সন্তান হইতে যাজকের কর্ম্ম পায়ে তাহারদিগকে বটে আজ্ঞা আছে দশাংশ লইতে লোকের ঠাঁই ব্যবস্থারানুযায়ি তাহা তাহারদের ভ্রাতাগন হইতে যাহারা বাহির হইল আবরহামের
৬ কমর হইতে কিন্তু তিনি যাহার পুরুষ গননা নহে তাহারদিগ হইতে তিনি লইলেন দশাংশ আবরহামের ঠাঁই ও আশীর্ব্বাদ দিলেন তাহাকে যাহাকে অঙ্গিকার
৭ ছিল। ও সকল বিপরিত কথা বিনা যে জন ক্ষুদ্র
৮ সে অশীর্ব্বাদ পায় বড় হইতে। এথায় ও মর মনুষ্য দশাংশ পায় কিন্তু সেথানে তিনি যাহার
৯ সর্ব্বকাল বাঁচেন প্রমান আছে। আমি ও বলিতে পারি যে দশাংশ প্রাপক লোই দশাংশ দিল আবর
১০ হামের করনক। একারন সে তখনি ছিল পিতার কমরে যখন মেল্কিজদেক দেখা করিলেন তাহার
১১ সহিৎ। অতএব যদি শুদ্ধতা হইতে পারিত লোয়ীয় যাজকতা দিয়া একারন তাহা বর্ত্তমান হইলে লোক ব্যবস্থা পাইল তবে আর এক যাজক উৎপন্ন কি

প্রয়োজন মেল্খিচদেকের দ্বারা ও আহারনের দ্বারা
১২ বিখ্যাত নহে। একারন যাজকতা বদল হইলে ব্যবস্থার
১৩ বদল হইবার আবশ্যক আছে। যাহার বিষয় এ সকল
কথা কহে তিনি ও আর এক গোষ্ঠির ওৎপত্তি যাহার
১৪ কোন কেহ যজ্ঞ কুণ্ডের কর্ম্ম করিল না। একারন বিখ্যাত
আছে যে আমারদের প্রভু ছিলেন য়িহোদা হইতে যে
গোষ্ঠির যাজকের বিষয় মোশা কিছু কহিল না।
১৫ তাহা ও আর বিখ্যাত আছে একারন মেল্খিচদেকের
১৬ সদৃশ আর এক যাজক ওৎপন্ন আছে যিনি নিযুক্ত
নহেন ঐহিকের আজ্ঞার ব্যবস্থারানুযায়ি কিন্তু
১৭ অনন্ত প্রযায়ুর পরাক্রমেরানুযায়ি। তিনি প্রমান
দিলেন তুমি সদাকালের যাজক মেল্খিচদেকের
দ্বারা।——

১৮ একারন পূর্ব্ব আজ্ঞার লোপ নিশ্চয় হইয়াছে
১৯ তাহার অশক্তিতা ও অলভ্যতার কারন একারন
ব্যবস্থা কিছু শুদ্ধ করে না কিন্তু আর ওত্তম ভরসার
প্রবেশ তাহা করিল তাহা দিয়া আমার ও ঈশ্বরের নিকট
২০ যাই। ইহাতে তিনি নিযুক্ত ছিলেন না অঙ্গিকার
২১ ব্যতিরেক তিনি ও কিরা ব্যতিরেক নিয়োজিৎ নহেন
একারন ইহারা যাজক হইয়াছে কিরা বিনা কিন্তু তিনি
কিরা করিয়া তাহা দিয়া যিনি কহিলেন য়িহুহা
কিরা করিয়াছেন ও খেদ করিবেন না তুমি সদকাল
২২ যাজক মেল্খিচদেকের দ্বারা ইহাতে তাহা হইতে
অধিক য়েশু নিযুক্ত হইয়াছেন আর ওত্তম বন্দবস্তের
২৩ জামিন। তাহারা বটে অনেক যাজক ছিল একারন

২৪ মরনের জন্য স্থিতি করিতে পারিল না। কিন্তু ইহার সর্ব্বকাল স্থিতি হইলে তাহার অনন্ত যাজকতা
২৫ আছে। অতএব তিনি নিত্য ত্রান করিতে পারেন তাহারদিগকে যাহারা তাহা দিয়া আইসে ঈশ্বরের কাছে তিনি সদাকাল জীবত হইলে কামনা করিতে তাহার
২৬ দের কারন। আমারদের এমন প্রধান যাজক জুয়ায় যিনি ধার্ম্মিক নিবহ অমল পাপি লোক হইতে সতন্তর
২৭ ও স্বর্গ হইতে উচ্চ যাহার নিত্য প্রয়োজন নহে প্রধান যাজকের মত বলিদান উৎসর্গ করিতে প্রথম আপনার পাপের জন্য তৎপর লোকের জন্য একারন তিনি ইহা একবার করিলেন আপনাকে উৎসর্গ
২৮ করিয়া। একারন ব্যবস্থা লোককে প্রধান যাজক নিযুক্ত করে যাহারদের অশক্ত আছে কিন্তু কিরার কথা যাহা ব্যবস্থার পরে তাহা পুত্রকে করে যিনি সাদকাল পবিত্র।

পর্ব্ব ৮ যাহা কহিয়াছি এ তাহার একুন আমারদের এমন প্রধান যাজক আছে যিনি বসিতেছেন মহীমার সিংহাসনের
২ দক্ষিনে স্বর্গের মধ্যে সে পবিত্র স্থান ও সত্য পবিত্র তাম্বুর সেবক যাহা যিহুহা খাড়া করিলেন ও মনুষ্য
৩ নহে। একারন প্রতি প্রধান যাজক নিযুক্ত হইয়াছে দান ও বলিদান উৎসর্গ করিতে অতএব এ মনুষ্যের কিছু উৎসর্গ করিতে হইবার প্রয়োজন হইল।
৪ একারন যদি তিনি হইতেন পৃথিবীর উপর তবে যাজক

হইতে পারিতেন না এ নিমিত্ত যাজক আছে যাহারা
৫ দান ওৎস্বর্গ করে ব্যবস্থারানুযায়ি যাহারা স্বর্গীয়
নমুনা ও ছায়াতে সেবা করে যেমন মোশা যখন
পবিত্র তাম্বু নির্ম্মান করিতে প্রস্তুত হইয়া ঈশ্বরের
আজ্ঞা পাইয়াছে একারন তিনি বলিলেন সাবধান
সকল নির্ম্মান কর সে নমুনার মত যাহা প্রকাশ হইল
৬ তোমাকে পর্ব্বতে। কিন্তু এখন তিনি পাইয়াছেন
আর দিব্য সেবা ইহাতে তিনি অধিক ভাল বন্দবস্তের
মধ্যস্থ যাহা আর ওত্তম অঙ্গিকারে স্থির হইয়াছে।
৭ একারন প্রথম বন্দবস্ত দৃঢ় হইলে দ্বিতীয়ের স্থান
৮ চেষ্টা করিতেন না কিন্তু তাহার দোষ কহিয়া তিনি
বলেন দেখ দিন আসিতেছে কহেন যিহুহা যখন
আমি নুতন বন্দবস্ত করিব যিশরাল ও যিহোদার
৯ বংশের সহিৎ সে বন্দবস্তের মত নহে যাহা করি
লাম তাহারদের পিতৃরদের সহিৎ যখন তাহারদিগকে
মিসর হইতে আনিবার কারন তাহারদের হাত ধরি
লাম একারন তাহারা মানিল না আমার বন্দবস্ত ও
আমি শ্রদ্ধা করিলাম না তাহারদিগকে কহেন যিহুহা।
১০ একারন এ সে বন্দবস্ত যাহা করিব যিশরালের বংশের
সহিৎ সে দিনের পরে কহেন যিহুহা আমার ব্যবস্থা
থুইব তাহারদের মনে ও লেখিব তাহা তাহারদের
অন্তঃকরনে আমি ও হইব তাহারদের ঈশ্বর ও
১১ তাহারা হবে আমার লোক তাহারা ও প্রতি জন
আপনার প্রতিবাসি ও প্রতি জন আপনার ভাইকে
শিক্ষাইবে না বলিয়া জান যিহুহাকে একারন সমস্ত

৮ অষ্টম পর্ব্ব উহিকে—

১২ ক্ষুদ্র বড় আদি জানিবে আমাকে। একারন আমি হইব ক্ষেমাবন্ত তাহারদের অযথার্থ ক্রিয়ায় ও তাহার
১৩ দের পাপ আর কখন মনে করিব না। তিনি বলেন নূতন বন্ধবস্তু ইহাতে প্রথমকে করিয়াছেন পুরাতন এখন যাহা ক্ষয় ও পুরাতন হয় তাহা অন্তর্দ্ধান হইবার প্রস্তুত।——

পর্ব্ব ১ প্রথম পবিত্র তাম্বুর ও ছিল পূজা করনের আজ্ঞা বটে ও ঐহিকের পবিত্র স্থান। একারন প্রথম পবিত্র তাম্বু নির্ম্মান হইল যাহার মধ্যে গাছ প্রদীপ ও
৩ মেজ ও দর্শন রুটি ইহার নাম পবিত্র স্থান। ও দ্বিতীয় পরদার পার সে পবিত্র তাম্বু যাহা বলে মহা পবিত্র
৪ যাহাতে সোনার ধুনচি ও বন্দবস্তের সিন্দুক চতুর্দ্দিত সোনা মড়াইয়া যাহার মধ্যে মানের সোনা হাঁড়ি ও আহারনের দণ্ড যাহা পুষ্পবন্ত হইল ও বন্দবস্তের তক্তি।
৫ তাহার ওপরে তেজোময় খেরবি ক্ষেমা আসনের ওপর ছায়া করিয়া যাহার কথা আমরা এখন
৬ পৃথক২ কহিতে পারি না। এ সকল এমন সাজান হইয়া যাজকেরা নিত্য গেল প্রথম পবিত্র তাম্বুতে সেবা
৭ করিতে২। কিন্তু দ্বিতীয়ের মধ্যে কেবল প্রধান যাজক বৎসর২ একবার রক্ত ব্যতিরেক নহে যাহা উৎসর্গ
৮ করিল আপনার ও লোকের চুকের কারন। ধর্ম্মাত্মা ইহাতে জানাইয়া যে অতি ধর্ম্ম স্থানের পথ তখন প্রকাশ
৯ নহে প্রথম পবিত্র তাম্বু খাড়া থাকিয়া। যাহা ছিল নিদর্শন সে সময়ের কারন যাহাতে দান ও বলিদান

ওৎসর্গ হইল যাহা সেবককে শুদ্ধ করিতে পারিল
১০ না যেমন বিবেচনায় লাগে যাহা হইল কেবল ভক্ষ্য
পানীয় ও নানান ধৌত করন ও ঐহিকের আজ্ঞায় যাহা
১১ দেয়া গেল সোধিন কাল পর্য্যন্ত। কিন্তু খ্রীষ্ট
আসিবার ভাল বস্তুর প্রধান যাজক হইয়া অধিক বড়
ও শুদ্ধ পবিত্র তাম্বু যাহা হস্তকৃত নহে তাহা বলে এ
১২ সৃষ্টির নহে ও ছাগল কি বাছুরের রক্ত নহে কিন্তু
আপনার রক্ত সহিৎ করিয়া আইলে প্রবেশ করি
লেন একবার পবিত্র স্থানে আমারদের কারন অনন্ত
১৩ মুক্ত পাইয়া। একারন আড়িয়া ও ছাগলের
রক্ত ও দোয়ানির ছাই অশুচির ওপর ছিটা যদি পবিত্র
১৪ করে মাংস শুচি করনার্থে তবে খ্রীষ্টের রক্ত
যিনি অনন্ত আত্মা দিয়া আপনাকে নিখুঁতি ওৎসর্গ
করিলেন ঈশ্বরের ঠাঁই তাহা হইতে কেমন অধিক
পরিষ্কার করিবে তোমারদের বিবেচনা মৃত্যু ক্রিয়া
হইতে জীবত ঈশ্বরের সেবা করিতে।

১৫ এ হেতু ও তিনি নূতন বন্দবস্তের মধ্যস্থ তাহাতে
প্রথম বন্দবস্ত কালের লঙ্ঘন মুক্ত করনের
কারন মরিলে নিযোজিতেরা পাইতে পারিবে অনন্ত
১৬ অধিকারের অধিকার। একারন যেখানে দান
পত্র সেখানে পত্র দাতার মৃত্যুর আবশ্যক আছে
১৭ দান পত্র চলে মরনের পরে বটে কিন্তু তাহার
কিছু চলন নহে পত্র দাতা জীবত থাকিতে। তেকারন
১৮ প্রথম বন্দবস্ত পূর্ব্ব কালে পবিত্র হইল না রক্ত
১৯ ব্যতিরেক। মোশা ও ব্যবস্থার মত প্রতি আজ্ঞ

সকল লোককে কহিয়া লইল বাছুর ও ছাগলের রক্ত ও জল ও মেষের সিন্দুরিয়া লোম ও এসব ও
১০ ছিটিয়া দিল পুতি ও সকল লোকের ওপর বলিয়া এ সে বন্দবস্তের রক্ত যাহা ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়াছেন
২১ তোমারদিগকে। সে ও রক্ত ছিটিয়া দিল
২২ পবিত্র তাম্বু ও সেবার সকল সামিগ্রীতে। ব্যবস্থার আজ্ঞায় ও প্রায় সকল বস্তু পরিস্কার হইল রক্ত দিয়া
২৩ ও রক্ত পাত বিনা মুক্ত নহে। অতএব প্রিয়োজন ছিল স্বর্গীয় বস্তুর নমুনা এ সকল দিয়া পবিত্র করিতে কিন্তু স্বর্গীয় বস্তু আপনি ইহা হইতে ভাল বলিদান
২৪ করিয়া। খ্রিষ্ট ও প্রবেশ না করিয়াছেন হস্তকৃত পবিত্র স্থানে কিন্তু স্বর্গে আপনি এখন ঈশ্বরের
২৫ সাখ্যাত হইবারার্থে আমারদের কারন। ও যে মত প্রধান যাজক বৎসরং প্রবেশ করিল পবিত্র স্থানে অন্যের রক্ত লইয়া সে মত পুনঃ২ ওৎসর্গ করিতে আপ
২৬ নাকে তাহা নহে একারন তাহা হইলে তাহার অনেক বার মরনের আবশ্যক হইত জগতের ভিত করনাবধি। কিন্তু এখন জগতের শেষে প্রকাশ হইয়াছেন পাপ
২৭ মোচিতে আপনার বলিদান দিয়া। যেমন সকল লোকের একবার মরন ও তৎপর বিচার নিরূপন
২৮ হইয়াছে তেমন ও খ্রীষ্ট একবার ওৎসর্গ হইয়া ছিলেন অনেক লোকের পাপ খণ্ডিতে এবং যাহারা অপিক্ষা করে তাহাকে তাহারদের ঠাঁই দ্বিতীয় বার প্রকাশ হইবেন পাপ বিনা ত্রানের কারণ।

পর্ব্ব ১০ এক্ষাবন ব্যবস্থা আসিবার ভাল বস্তুর ছায়া ও সে বস্তু আপনি না হইয়া যাহা বৎসরং নিত্য ওৎসর্গ করিলে সে বলিদানে কদাচ শুদ্ধ করাইতে পারে না
২ তাহারদিগকে যাহারা তাহা করিতে আইসে। তাহা হইলে তাহারদের ওৎসর্গ নিবর্ত্ত হইত না একারন পূজকেরা পরিষ্কার হইলে তাহারদের আর
৩ পাপের বিবেচনা হইত না। কিন্তু তাহাতে পাপের
৪ স্মরন বৎসরং হইয়াছে। একারন আড়িয়া কি ছাগিলের রক্ত পাপ মোচন করিতে অসাধ্য।
৫ অতএব তিনি জগতে আসিয়া বলেন বলিদান ও ওৎসর্গ তুমি ইচ্ছা না করিয়াছ কিন্তু এক শরীর প্রস্তুত
৬ করিয়াছ আমার কারন আহুতি ও পাপের ওৎ
৭ সর্গ তোমার কিছু সন্তোষ নহে তখন আমি বলিলাম দেখ আমি আসিতেছি তোমার ইচ্ছা করিতে ওহে ঈশ্বর পুস্তকে লিপি আছে আমার বিষয়।
৮ ওপর যখন বলিলেন বলিদান ও ওৎসর্গ ও আহুতি ও পাপের ওৎসর্গ যাহা ওৎসর্গ হইল ব্যবস্থার মত তুমি ইচ্ছা না করিয়াছ ও তাহাতে সন্তোষ না
৯ পাইয়াছ তখন তিনি বলিলেন দেখ আমি আসিতেছি তোমার ইচ্ছা করিতে ওহে ঈশ্বর তিনি
১০ প্রথমকে খণ্ডেন দ্বিতীয়কে স্থির করনার্থে। সে ইচ্ছাতে আমরা পবিত্র হইয়াছি যেশু খ্রীষ্টের
১১ শরীরের একবার ওৎসর্গ দিয়া। প্রতি যাজক ও নিত্য দাণ্ডায় সেবা করিতেং ও পুনঃং ওৎসর্গ করিতেং সেই বলিদান যাহা কদাচ

১২ পাপ মোচিতে পারে না কিন্তু এ মনুষ্য তাহার এক বলিদান ওৎস্বর্গ করিলে নিরবধি বসিলেন
১৩ ভগবানের দক্ষিনে। তখনাবধি অপিক্ষা করিতেং
১৪ তাহার শত্রু তাহার পদাসন হওন পর্য্যন্ত। একারন তিনি এক ওৎস্বর্গ করিয়া সদাকালেরার্থে শুদ্ধ করিয়াছেন পুন্যবানকে।

১৫ ধর্ম্মাত্মা ও এক সাক্ষী আমারদিগকে একারন তাহা
১৬ পূর্ব্ব কালে এ কথা কহিয়া এই সে বন্দবস্ত যাহা আমি করিব তাহারনের সহিৎ কহেন যিহুহা সে কালের পরে আমি আমার ব্যবস্থা থুইব তাহারদের অন্তঃ করনের ভিতরে ও তাহা লেখিব তাহারদের মনে
১৭ তাহারদের পাপ ও অযথার্থ আমি ও আর মনে রাখিব
১৮ না। এখন যেখানে ইহারদের মোচন সেখানে
১৯ আর ওৎস্বর্গ নহে পাপের কারন। অতএব ভাইরে মেলা পথ পাইয়া প্রবেশ করিতে মহা
২০ পবিত্র স্থানে য়েশুর রক্ত দিয়া এক নুতন ও জীবত্ত পথ হইয়া যাহা তিনি আমারদের কারন পবিত্র করিলেন মাঝখানে পরদা দিয়া তাহা তাহার মাংস
২১ ও আমারদের এক প্রধান যাজক হইয়া ঈশ্বরের ঘরের
২২ ওপর নিকট আইসি আমরা সত্য অন্তঃকরন সঙ্গে করিয়া ভক্তির পূর্ন সাহস পাইয়া আমারদের অন্তঃকরন কুবিবেচনা হইতে ছিটান ও আমার
২৩ দের শরীর পরিষ্কার জলে ধৌত হইয়া। আমারদের ভক্তির স্বিকার শক্ত ধরি নির্দ্বিধা হইয়া একারন যিনি
২৪ অঙ্গিকার করিয়াছেন তিনি বিশ্বাস ও পরষ্পর

২৫ চাওরি আমরা প্রেম ও সুক্রিয়া প্রবৃত্ত করিতে আপনার দিগকে সভা করন ত্যাগ না করিয়া কতক লোকের মত কিন্তু অধিক স্তোভ দিতে২ যেমন তোমরা দেখ দিন নিকট আসিতেছে।

২৬ একারন যদি আমরা ঐচুক মত পাপ করি সত্যতা জ্ঞান পাওনের পরে তবে পাপের কারন আর
২৭ বলিদান থাকে না কিন্তু বিচার ও প্রজ্বলিত ক্রোধের নিশ্চত ভয় দাইক অপিক্ষা যাহা খাইয়া
২৮ ফেলিবে শত্রুরদিগকে। যে জন তুচ্ছ করিল মোশার ব্যবস্থা সে ক্ষেমা না পাইয়া মরিল দুই তিন সাক্ষী
২৯ হইয়া ইহা হইতে অর কি মহা শাস্তি যোগ্য সে জন যে দলাইল ঈশ্বরের পুত্রকে ও বন্দবস্তের রক্ত যাহা দিয়া ধার্ম্মিক হইয়াছে অপবিত্র মানিল ও কুকত্তা
৩০ করিল অনুগ্রহের আত্মাকে। একারন আমরা জানি তাহাকে যিনি কহিয়াছেন জিদাং-সা আমার আমি সমোচিত ফল দিব কহেন যিহুহা এবং পুনর্ব্বার
৩১ যিহুহা বিচার করিবেন তাহার লোককে। জীবত
৩২ ঈশ্বরের হস্তে পড়িতে মহা ঘোর কথা। কিন্তু পূর্ব্ব দিন মনে কর যাহাতে তোমরা তোমারদের দীপ্তি
৩৩ পাওনের পরে ধৈর্য্য করিল দুঃখের বড় যুদ্ধ কিছুই দঁহে নিন্দা ও দুক্ষ্য খাইতে২ তামসায় হইয়া ও কিছুই তাহারদের সহভাগি হইয়া যাহারা ইহা খাইল।
৩৪ একারন তোমরা দয়া করিলা আমাকে আমার বন্ধে ও হরিষ মনে লইল তোমারদের সামিগ্রীর নষ্ট আপনার দের মধ্যে জানিয়া যে তোমারদের আছে একটা ইহা

৩৫ হইতে ভাল ও অক্ষয় ধন স্বর্গে। অতএব ফেলিয়া দেই না তোমারদের সাহস যাহার বড় ফলোদয়ের দান।
৩৬ একারন তোমারদের ধৈর্য্যশীলের বড় প্রয়োজন আছে তোমারদের ঈশ্বরের ইচ্ছা করিলে সে অঙ্গিকার
৩৭ পাওনের কারন। একারন এখন অল্প কাল হইলে যাহার আগমন ভবিষ্যত তিনি আসিবেন ও বিলম্ব
৩৮ করিবেন না। এখন প্রকৃতার্থিক ভক্তি করিতে২ আচরন করিবে কিন্তু কেহ পাছাইলে আমার প্রানের
৩৯ কিছু সন্তোষ হবে না তাহারে। কিন্তু আমরা তাহারদের মধ্যে নহে যাহারা পাছায় আকল্প নরক পর্য্যন্ত কিন্তু তাহারদের যাহারা আস্থা করে প্রানের ত্রান পর্য্যন্ত।

পর্ব্ব ১১ ভক্তি আছে ভরসাদ্বিতের আকার এবং অদর্শনীয়ের অব্যর্থ। একারন তাহা দিয়া প্রাচিন লোক সপ্রমান
৩ পাইল। ভক্তি দিয়া আমরা জানিতে পাই যে জগত নির্ম্মান হইয়া ছিল ভগবানের কথা করনক যেমনে দর্শনীয় নির্ম্মান না হইয়া ছিল তাহা হইতে যাহা দেখা
৪ যায়। ভক্তি দিয়া হাবল ওৎস্বর্গ করিল ঈশ্বরের ঠাঁই কীন হইতে শ্রেষ্ঠ বলিদান যাহাতে ধাৰ্ম্মিক হইবার সাক্ষী পাইল ঈশ্বর তাহার দানেতে প্রমান দিয়া
৫ এবং তাহাতে সে মৃত্যু হইয়া এখন কহে। ভক্তি দিয়া হনোখ সশরীরে স্বর্গে গেল মৃত্যু না দেখনের জন্য এবং পায়া গেল না একারন ঈশ্বর তাহারে স্বর্গ

গমন করাইলেন এ জন্য তাহার স্বর্গ গমন পূর্ব্বে
৬ তাহার ঈশ্বরকে সন্তোষ দিবার প্রমান হইল। কিন্তু
ভক্তি না হইলে তাহাকে তোষিতে অসাধ্য একারন যে
জন আইসে ঈশ্বরের ঠাঁই তাহার আবশ্যক আছে
আস্থা করিতে যে তিনি বর্ত্তমান ও তাহারদের ফল দাতা
৭ যাহারা চেষ্টা করে তাহাকে। ভক্তি দিয়া নোহ
প্রত্যাদেশি হইয়া ভবিষ্যৎ দর্শনীয়ের বিষয় ভয়াকর্ষিত
হইয়া জাহাজ নির্ম্মান করিল তাহার বংশ রক্ষার্থে যাহা
করিয়া দোষাঘাতি করাইল জগতকে ও সে ধর্ম্মাধিকারি
৮ হইল যাহা ভক্তি করনক। ভক্তি দিয়া আবরহাম
এক স্থানে যাইবার কারন আহুত হইয়া যাহা
তারপরে পাইবে আজ্ঞা মানিল ও গেল অজ্ঞাত হইয়া
৯ কোন স্থানে যাইতে ছিল। সে ভক্তি দিয়া বসতি
করিল অধিকৃত দেশে যেমন বিদেশে তাম্বুতে বাস
করিয়া য়িচহক ও য়াকুবের সহিত তাহার সে অধি
১০ কারের সহাধিকারি। একারন এক সহর অপিক্ষা
করিল যাহার ভিত আছে যাহার গঠক ও নির্ম্মান
১১ কারক ঈশ্বর। ভক্তি দিয়া শারা আপনি বীজ
জীবাইবার বল পাইল ও পুত্র প্রসব হইল অকালে
একারন বিচার করিল যে অধিকার দাতা বিশ্বাসি।
১২ অতএব এক জন হইতে ও সে মরা বৎ বাহির হইল
আকাশের তারার মত অনেক লোক ও সমুদ্রের
১৩ তিরের বালির মত অসঙ্খ্যা। এ সকল ভক্তিতে
মরিল অধিকৃত না পাইয়া কিন্তু দূরে দেখিয়া ও তাহাতে
স্তোভিত হইয়া নমস্কার করিল ও স্বিকার করিল যে

১৪ আপনারা বিদেশি ও ভ্রমাচারি পৃথিবীর ওপর। একারন যাহারা ইহা কহে নিতান্ত কহে যে তাহারা এক দেশ
১৫ চেষ্টা করিতেছে। ও বটে তাহারা আপনারদের জাতুনীয় দেশের বিষয় ব্যস্তিত হইলে ফিরিয়া যাইবার
১৬ অপকাশ পাইতে পারিত। কিন্তু এখন তাহারা আর একটা চাহে তাহা হইতে ভাল বটে স্বর্গীয় অতএব ঈশ্বর তাহারদের ঈশ্বর বিখ্যাত হইবার লজ্জিত নহেন তিনি ও প্রস্তুত করিয়াছেন এক সহর তাহারদের কারন।

১৭ ভক্তি দিয়া আবরহাম পরিক্ষিৎ হইয়া ওৎসর্গ করিলেন য়িজহ্ককে ও অঙ্গিকার প্রাপক ওৎসর্গ
১৮ করিল তাহার একা জন্মিত যাহার বিষয় কহা
১৯ গেল য়িজহ্ককে তোমার বংশ খ্যাত হইবে ভাবিয়া যে ঈশ্বর ওঠাইতে পারিতেন তাহাকে মৃত্যু হইতে
২০ যেখান হইতে ও তাহাকে নিদর্শনে পাইল। ভক্তি দিয়া য়িজহ্কক আশীর্ব্বাদ দিল যাঁকুব ও এসা
২১ আসিবার কার্য্যের বিষয়। ভক্তি দিয়া যাঁকুব তাহার মরন কালে আশীর্ব্বাদ দিল যুসফের দুই পুত্রকে ও ভজনা করিল তাহার ডণ্ডের
২২ মাথায়। ভক্তি দিয়া যুসফ তাহার মরন কালে কহিলেন য়িশরালের সন্তানের যাত্রা কথা ও আপনার
২৩ হাড়ের বিষয় আজ্ঞা দিল। ভক্তি দিয়া মোশা জন্ম হইলে গুপ্ত ছিল তিন মাস তাহার পিতা মাতার হাত দিয়া একারন তাহারা দেখিল সে হইল সুন্দর
২৪ বালক এবং রাজার আজ্ঞায় ভয়ান্বিত হইল না। ভক্তি

দিয়া মোশা বড় হইয়া ফারোউার কন্যার পুত্র বিখ্যাত
২৫ হইবার হেয়জ্ঞান করিল ঈশ্বরের লোকের সহিৎ দুঃখ
খাইতে পাপের সুখ কিছু কাল পাওন হইতে অধিক
২৬ পছন্দ করিয়া ও ভাবিয়া যে নিন্দা খ্রীষ্টের কারন
মিস্রের সমস্ত ধন হইতে বড় একারন কার্য্যের ফলো
২৭ দয়ের দান মানিল। সে ভক্তি দিয়া মিস্রকে ছাড়িল
রাজার ক্রোধ ভয় না করিয়া একারন নির্ভয় হইল
২৮ যে যত তাহাকে দেখিয়া যিনি অদর্শনীয়। ভক্তি দিয়া
পেশাক্ষ ও রক্ত ছিটা ব্যবস্থা মানিল পাছে প্রথম
জন্মিতের সংহারক স্পর্শ করিত তাহারদিগকে।
২৯ ভক্তি দিয়া তাহারা গেল উরাবি সমুদ্র দিয়া যেমন
সুষ্ক ভুমিতে মিস্রিরা তাহা করিতে চেষ্টা করিলে
৩০ ডুবিয়া মরিল। ভক্তি দিয়া যিরিখোর দেয়াল
৩১ পড়িল সাত দিনের বেড়ান খাইলে পরে। ভক্তি
দিয়া রহব বেশ্যা মরিল না অনাস্থিকেরদের সহিৎ
একারন শুল্যেরা কুশলে অতীথি করিল।

৩২ আর কি বলিব। সময় হবে না গিদিওন ও
বারক ও শামশোন ও যিপ্তহ ও দাউদ ও শামুএল
৩৩ ও ভবিষ্যত বক্তার কথা কহিতে যাহারা ভক্তি দিয়া
রাজ্যকে জিনিল ধর্ম্ম করিল অঙ্গিকার পাইল
৩৪ সিংহের মুখ বন্ধ করিল অগ্নির জোরকে নিবাইল
তলোয়ারের ধার ছাড়িল দুর্ব্বল্যতা হইতে বলবান
হইল যুদ্ধে নির্ভয়তে বাড়িল ও চণ্ডালের সৈন্যকে
৩৫ খেদিয়া দিল। নারী তাহারদের মরা পাইল
পুনর্ব্বার জীবৎ হইয়া আর২ জন্ত্রনা পাইল পরিত্রান না

৩৬ লইয়া তাহা হইতে ভাল পুনরুত্থান প্রাপ্ত্যর্থে। আর২ লোকের ছিল অতি নিন্দা ও মারি খাওন বটে ও তাহারা
৩৭ বন্ধন ও কারাগারের দুঃখ পাইল। তাহারা পাথরের মারি খাইল তাহারা করাতে দুই ভাগ চিরা হইল পরিক্ষা পাইল তলোয়ারে খুন হইল তাহারা এদিগে ও দিগে গেল মেষ ও ছাগলের চর্ম্ম পরিয়া অনাথ দুঃখিত
৩৮ ব্যাথিত। যাহারদের যোগ্য এ জগত ছিল না তাহারা অরন্য ও পর্ব্বত ও হাঁড়িদরা ও পৃথিবীর
৩৯ গভীরে ভ্রমন করিল। এ সকল ভক্তিতে সুখ্যাত
৪০ পাইয়া অঙ্গিকৃত পাইল না ঈশ্বর আমারদের কারন ইহা হইতে ভাল বস্তু প্রস্তুত করিয়া তাহারা শুদ্ধ না হওনের কারন আমারদের ব্যতিরেক।

পর্ব্ব অতএব আমরা এত বড় সাক্ষী মেঘ বেড়ান হইয়া
১২ ছাড়িয়া দেই প্রতি ভার ও যে পাপ এত অনায়াসে ব্যস্ত আমারদিগকে ও ধৈর্য্য করিতে২ দৌড়ি সে কোটে
২ যাহা আমারদের আগে আমারদের ভক্তি জনক ও পূর্ন কারক যেশুর প্রতি দেখিতে২ যিনি তাহার সন্মুখে বিদ্যমান আনন্দের কারন ক্রুসকে সহিলেন ও লজ্জা তুচ্ছ করিয়া এখন বসেন ঈশ্বরের সিংহা
৩ সনের দক্ষিনে। মনে কর তাহাকে ও যিনি পাপিরদের কথা সহিলেন আপনার বিপরিতে পাছে শ্রান্ত কিম্বা মনে ক্ষীন হইবা।
৪ তোমরা রক্ত পর্য্যন্ত স্থির না হইয়া ছিলা পাপের
৫ বিপরিতে যুদ্ধ করিয়া। তোমরা ও সে স্তোত্র

বিস্মৃতি হইয়াছ যাহা বলে তোমারদিগকে যে মত্ত শিশুরদিগকে আমার পুত্রেরে তুচ্ছ করিও না য়িহুহার আজ্ঞা ও তাহারে বিরুক্ত হইয়া ক্ষীন হইও না।
৬ একারন যাহাকে য়িহুহা প্রেম করেন তাহাকে শাস্তি দেন ও যে প্রতি পুত্রকে সুগ্রহন করেন তাহাকে মারি
৭ মায়ান। যদি তোমরা শাস্তি খাও তবে ঈশ্বর করেন তোমারদের সহিৎ যেমন পুত্রের সহিৎ এ কারন কোন তনয় আছে যাহাকে পিতা শাস্তি দেয় না।
৮ কিন্তু শাস্তি যাহা সকলে খায় তোমরা তাহা না
৯ পাইলে বিজন্ম ও তনয় নহ। আমারদের শরীরের পিতা ছিল যাহারা শাস্তি দিলে আমরা ভয় করিলাম তাহারদিগকে অতএব বরং আত্মার পিতার বাচল্য
১০ না হইব ও বাঁচিব। একারন তাহারা বটে অল্প দিন শাস্তি দিলেক আমারদিগকে যেমন আপনারদের ইচ্ছা কিন্তু তিনি আমারদের প্রাপ্তির কারন আমরা
১১ তাহার ধর্ম্মের প্রাপ্ত্যার্থে। কোন শাস্তি বর্ত্তমান আনন্দ দাইক দেখো না কিন্তু দুঃখ দাইক তত্রাপি তাহা পরকালে ধর্ম্মের ফল ফলিবে তাহারদিগকে যাহারা
১২ তাহা পায়। অতএব ঝুলান হস্ত ও কম্পমান হাঁটু
১৩ খাড়া কর ও সিদ্ধা পথ কর তোমারদের পদের জন্য পাছে খোঁড়া ফিরায় পথ হইতে কিন্তু বরং তাহা
১৪ সুস্থ হউক। সকল লোকের সহিৎ চেষ্টা কর সুমিলন ও ধর্ম্ম যাহা ব্যতিরেক কেহ প্রভুকে দেখিতে
১৫ পাবে না সাবধান কর পাছে কেহ ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়িয়া পড়ে পাছে কোন কটু মূল উঠিয়্যেং

১৬ নিশেধ করে ও তাহাতে অনেক অশুচি হয় পাছে
কোন পরদারিক কি ধর্ম্মোচ্ছিত হয় যেমন ওসা যে
বিক্রয় করিল তাহার জ্যেষ্ঠাংশ কিঞ্চিত ভক্ষ্যের কারন।
১৭ ও তোমরা জান তারপর যখন আশীর্ব্বাদ পাইতে
চাহিল তখন অবজ্ঞা হইল একারন খেদ করনের স্থান
নেত্র জল ফেলিতে২ বহু চেষ্টা করিয়া তথাচ তাহা
পাইল না।

১৮ একারন তোমরা সে স্পর্শনীয় পর্ব্বত ও প্রজ্বলিত অগ্নি
ও ঘোর মেঘ ও অন্ধকার ও ঝড়ের স্থানে না আসিয়াছ
১৯ কিম্বা তুরির শব্দ ও কথার রব যাহা শ্রোতারা নিবেদন
করিল যে সে কথা আর কদাচ কহা না যায় তাহার
২০ দিগকে একারন তাহারা সহিতে পারিল না সে
আজ্ঞা বাক্য ও কেবল এক পশু যদি পর্ব্বতকে স্পর্শ
করে তবে তাহা পাথর মারা কি বান হানিয়া ফেলিতে
২১ হইবে। ও এ মত ভয় দাইক সে দর্শন যে মোশা
২২ বলিল আমি অতি ভয় ও কম্প করি কিন্তু তোমরা
আসিয়াছ জীয়ন পর্ব্বত ও জীবৎ ঈশ্বরের সহর তাহা
স্বর্গীয় য়িরোশলম এবং কোটি২ দূতের কাছে ও সে
২৩ প্রথম জাতের সামান্য সভা ও মণ্ডলি যাহা লেখা
হইয়াছে স্বর্গে ও সকলের বিচার কর্ত্তা ঈশ্বর ও
২৪ ধার্ম্মিকের শোধনীয় আত্মা ও নূতন বন্দবস্তের মধ্যস্থ
য়েশু ও ছিটানের রক্তের স্থানে যাহা কহে হাবলের
২৫ রক্ত হইতে ভাল কথা। সাবধান হেয়জ্ঞান করিও না
তাহাকে যে কথা কহে একারন যদি তাহারা পলাইতে
পাইল না যাহারা হেয়জ্ঞান করিল তাহাকে যে

কহিল পৃথিবীর ওপর তবে আমরা তাহারদিগ হইতে
কেমন দোষি যদি আমরা ফিরি তাহা হইতে যিনি
২৬ কহেন স্বর্গ হইতে। যাহার রব তখন লড়াইল
পৃথিবীকে কিন্তু এখন তিনি প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন বলিয়া
আর একবার আমি কেবল পৃথিবীকে লাড়াই না কিন্তু
২৭ স্বর্গ ও। এবং এ আর একবার কথার অর্থ এই যে
বস্তু লড়িত হইয়াছে তাহারদের স্থান বদল করিতে
যেমন নির্ম্মিত বস্তু তাহা স্থির হওনার্থে যাহা লড়ন হইতে
২৮ পারিবে না। অতএব আমরা অলড় রাজ্য গ্রহন
করিয়া অনুগ্রহ লই যাহাতে ভগবানের সুগ্রাহ্য
সেবা করিতে পারি ভীত ও ধর্ম্ম ভয়েতে পূজা করিয়া।
২৯ একারন আমারদের ঈশ্বর সর্ব্বনাশক আনল।

পর্ব্ব ১৩ ভ্রাতার মত প্রেম থাকুক। বিস্মৃতি হইও না
অতীথি করিতে একারন তাহা করিতেং কতক লোক
৩ দূতেরদিগকে আজ্ঞাত অতীথি করিয়াছে। বন্ধিতকে
মনে রাখ যেমত বন্ধিৎ তাহারদের সহিৎ ও দুঃখিৎ
৪ যেমন আপনারদিগকে ও শরীরে হইয়া। বিবাহ
সকলে সম্ভ্রান্ত কার্য্য ও শর্য্যা অমল কিন্তু কসবিবাজ
৫ ও পরদারিককে ঈশ্বর বিচার করিবেন। তোমারদের
সকল ক্রিয়া হওক আকাঙ্খা বিনা ও বর্ত্তমান বিনে রাজি
হও একারন তিনি কহিয়াছেন আমি কদাচ ছাড়িব কি
৬ ত্যাগ করিব না তোমাকে। তেকারন আমরা
নির্ভয় কহিতে পারি যিহহা আমার ওপকারি আমি
ভয় করি না মনুষ্য কি করিতে পারে আমাকে।
৭ যাহারা কর্ত্তৃত্ব করে তোমারদের ওপর ও ঈশ্বরের

কথা কহে তোমারদিগকে তাহারদিগকে মনে কর তাহার
দের ভক্তির সমকারি হও ঠাওরিতে২ তাহারদের ক্রিয়ার
৮ অনুমান যেশু খ্রীষ্ট কল্য আজি ও সদকাল একি
৯ মত। নানা ও অসম্ভব প্রকরনাকর্ষিত হইও না।
একারন অন্তঃকরন অনুগ্রহতে স্থির হইবার ভাল ভক্ষ্যো
নহে যাহা তাহারদের আচারকেরদের লভ্য নহে।
১০ আমারদের যজ্ঞ কুণ্ড আছে যাহা হইতে তাহারদের
কিছু খাইবার বিক্রয় নাহি যাহারা পবিত্র তাম্বুর
১১ সেবা করে। একারন যে জন্তুর রক্ত প্রধান যাজক
আনে পবিত্র স্থানে পাপের কারন তাহারা পোড়ান হইল
১২ শৈন্য স্থলির বাহিরে। এতদর্থে যেশু ও লোককে
পবিত্র করনের কারন আপনার রক্ত দিয়া মরিলেন
১৩ দ্বারের বাহিরে। অতএব আমরা যাই তাঁহার স্থানে
১৪ শৈন্য স্থলির বাহিরে তাহার নিন্দা লইয়া। একারন
আমার এখানে স্থিতি করনের সহর নহে কিন্তু ভবিষ্যৎ
১৫ একটা চেষ্টা করি। অতএব তৎকরনক নিত্য
ঈশ্বরকে ওৎস্বর্গ করি স্তবের যজ্ঞ তাহা আমার
দের ওষ্ঠের ফল তাহার নামকে স্তব করিতে২।
১৬ কিন্তু সুক্রিয়া ও দান করিতে বিস্মৃতি হইও না একারন
এ প্রকার যজ্ঞে ভগবানের শন্তোষ।

১৭ যাহারা তোমারদের ওপর কর্তৃত্ব করে তাহারদের
আজ্ঞা বর্ত্তি ও বস হও একারন তাহারা চৌকি
দেয় তোমারদের প্রানের কারন তাহারদের মত যাহার
দের বিশেষ কহিতে জুয়ায় তাহা করিতে অনন্দ ও

১৮ দুঃখে নহে একারন তাহা তোমারদের অলভ্য। কামনা কর আমারদের কারন এ জন্য আমরা বিশ্বাস করি যে আমারদের ভাল বিবেচনা আছে সকল কার্য্যে
১৯ সোজাচারিতে ঐচ্ছুক। কিন্তু আমি সাধনা করি তোমারদিগাকে বরং ইহা করিতে আমার আরবার তোমারদিগাকে দাতৃব্য হওনার্থে।

২০ এখন কুশলের ঈশ্বর যিনি ফিরিয়া আনিলেন মৃত্যু হইতে আমারদের প্রভু য়েশু সে মেষ পালের মহা
২১ রক্ষক অনন্ত বন্দবস্তের রক্ত দিয়া শুদ্ধ করাওন তোমারদিগাকে প্রতি সুক্রিয়াতে তাঁহার ইচ্ছা করিতে তোমারদের মধ্যে করিয়া যাহাং তোষক তাহার গোচরে য়েশু খ্রীষ্ট দিয়া তাহাকে স্তব হওক সদা সর্ব্বক্ষন। আমেন।

২২ আমি ও সাধনা করি তোমারদিগাকে ভাইরে স্তোভের কথা সহ একারন আমি অল্প কথা কহিয়া
২৩ পত্র লেখিলাম তোমারদিগাকে। জান তোমরা আমার দের ভাই টিমোতিয়ষ খালাস আছে যাহার সহিৎ যদি শীঘ্র আসিবে আমি দেখিব তোমারদিগাকে।
২৪ তাহারদিগাকে সকল নমস্কার কর যাহারা কতৃত্ত করে তোমারদের ওপর। ইটালিয়া লোক নমস্কার করে
২৫ তোমারদিগাকে। অনুগ্রহ হওক তোমারদের সকলের সহিৎ। আমেন।

যাঁকুবের সর্ব্বত্র পত্র

১ প্রথম পর্ব্ব

১ ঈশ্বর ও প্রভূ যেশু খ্রীষ্টের দাস যাঁকুব সে দ্বাদশ ছড়নীয় গোষ্ঠিকে নমস্কার।

২ আমার ভাইরে নানা পরিক্ষায় মজিলে তাহা মনে কর
৩ সমস্ত আনন্দ জ্ঞাত হইয়া যে তোমারদের ভক্তির
৪ পরিক্ষা ধৈর্য্যমন জন্মায় কিন্তু ধৈর্য্যশীল তাহার পূর্ণ ক্রিয়া করুক তোমরা শুদ্ধ ও সাঙ্গ পাঙ্গ হওনার্থে
৫ কোন কার্য্যে কমি নহে। তোমারদের কেহ জ্ঞান হিন হইলে চাহুক ঈশ্বরের স্থানে যিনি অনুযোগ না করিয়া বিস্তর দেন সমস্ত লোককে এবং দিতে হইবে
৬ তাহাকে। কিন্তু সে নিঃসন্দেহ হইয়া ভক্তি করিলে চাহুক একারন সন্দেহক আছে সমুদ্রের ঢেওর মত
৭ বায়ু ঠেলা ও লহরি মারা। সে মানুষ ঈশ্বরের
৮ ঠাঁই কিছু পাইবার অপিক্ষা করুক না। দ্বিমনি মানুষ অস্থির তাহার সর্ব্ব গতিতে।

৯ ইতর ভাই আনন্দ করুক তাহার প্রাধান্যতায়
১০ কিন্তু ধনবান তাহার অল্পতাতে একারন সে বহিয়া যাইবে যেমন ঘাশের ফুল সূর্য্য প্রচণ্ড রৌদ্র করিয়া উদয় হইবা মাত্র ঘাশ শুখাইয়া যায় তাহার ফুল ও

১১ পড়ে এবং তাহার সুরূপ ধ্বংস হয় সেই মত ও ধন
১২ বান আরি ভ্রা যায় তাহার গতিতে যে মানুষ পরিক্ষা সহে সে ধন্য একারন পরিক্ষিৎ হইলে পাইবেক জীবনের মুকুট যাহা প্রভু অঙ্গিকার করিয়াছেন দিতে তাহার দিগিকে যাহারা প্রেম করে তাহাকে। কেহ পরিক্ষিৎ
১৩ হইয়া বলুক না আমি ঈশ্বরে পরিক্ষিৎ একারন ঈশ্বর কুকর্ম্মে পরিক্ষিৎ হইতে পারেন না তিনি ও কোন বাহাকে
১৪ পরিক্ষা করেন না। কিন্তু প্রতি মানুষ আপনার কামে
১৫ ফুসলান ও ভ্রান্তিত হইয়া পরিক্ষিৎ হইয়াছে একারন কাম গর্ব্বে ধরিয়া পাপ প্রসব হয় ও পাপ পূর্ণিৎ
১৬ হইলে মৃত্যুৎপন্ন করে। আমার প্রিয় ভাইরে ভুলিও না।
১৭ প্রতি ওত্তম ও প্রতি শুদ্ধ দান ওপর হইতে এবং নামে দীপ্তির পিতা হইতে যাহার কিছু ভাবান্তর কিম্বা
১৮ ফিরনের ছায়া নহে। আপনার ইচ্ছায় তিনি সত্যতার কথা দিয়া জন্মাইলেন আমারদিগিকে আমরা তাহার সৃষ্টির এক প্রকার প্রথম ফল হওনার্থে।
১৯ অতএব আমার প্রিয় ভাইরে প্রতি জন শুনিতে দ্রুত
২০ হওক বলিতে ধির ক্রোধ করিতে ধির। একারন মানুষের ক্রোধ ঈশ্বরের ধর্ম্মকে ওৎপন্ন করে না।
২১ অতএব সমস্ত মল ও কুক্রিয়ার বিস্তরতা ছাড়িয়া গ্রহন কর কলম লাগা বাক্য যাহা ত্রান করিতে পারে
২২ তোমারদের প্রান। কিন্তু কথা কারক হও ও শ্রোতা
২৩ মাত্র নহে আপনারদিগিকে ভণ্ডন করিতে২। একারন কেহ কথা শ্রোতা ও কারক না হইয়া আছে কাহার
২৪ মত যে আপনার মুখ আরসিতে দেখে একারন

সে আপনাকে দেখিয়া যায় এবং ততক্ষনে বিস্মৃতি হয়
২৫ সে কি প্রকার মানুষ। কিন্তু যে জন মোক্ষের শুদ্ধ
ব্যবস্থায় দেখে ও তাহাতে থাকে সে মনুষ্য বিস্মৃতির
শ্রোতা নহে কিন্তু ক্রিয়া কারক হইয়া ধন্য হইবেক তাহার
২৬ কার্য্যে তোমারদের কোন কেহ পূজক খ্যাত হইলে
আপনার জিহ্বাকে লাগাম না ধরিয়া কিন্তু আপনার
অন্তঃকরন ভণ্ডিয়া সে মানুষের পূজা নিরর্থক।
২৭ নির্ম্মল ও শুচি পূজা ঈশ্বর পিতার দৃষ্টে এই পিতা
হিন ও বিধবাকে দেখিতে তাহারদের দুঃখ কালে ও
আপনাকে নির্দ্দাগি রাখিতে জগত হইতে।

পর্ব্ব ২ আমার ভাইরে আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্ট তেজের
নাথের ভক্তি ওপরোধি করিয়া ধরিও না। একারন
এক জন যদি তোমারদের মণ্ডলিতে আইসে স্বর্ন
অঙ্গুরি ও সুন্দর পরিচ্ছদ পরিয়া ও এক জন গরিব
৩ তাহাতে আইসে পাজি পরিচ্ছদ পরিয়া ও তোমরা
সম্ভ্রম কর সে সুন্দর পরিচ্ছদ ধরা ও বল তাহাকে বস
এখানে ভাল স্থানে এবং বল গরিবকে ওখানে ডাণ্ডাও
৪ কিম্বা বস ওখানে আমার পদাসনের নিচে তবে
আপনারদের মধ্যে কুপ্রমান পাইবা না ও কুবার্ত্তা বিচার
৫ কর্ত্তা নহে। শুনিও আমার প্রিয় ভাইরে ঈশ্বর
মনস্থ করেন নহে এ জগতের গরিবকে ভক্তিতে
ধনবান ও সে রাজ্যের অধিকারি যাহা তিনি তাহার
দিগকে দিয়াছেন যাহারা প্রেম করে তাহাকে।
৬ কিন্তু তোমরা দরিদ্রকে তুচ্ছ করিয়াছ। ধনবান

জোর করে না তোমাদের ওপর ও তোমারদিগকে টানিয়া
৭ লয় না আদালতে। তাহারা পাষণ্ডতা করে না সে সম্ভ্রান্ত
৮ নাম যাহা দিয়া তোমরা বিখ্যাত হইয়াছ। তোমরা
রাজ্যীয় ব্যবস্থা যেমন লিপি আছে প্রেম কর তোমার
৯ প্রতিবাসি আপনার মত পূর্ণ করিলে ভাল কর। কিন্তু
লোককে ওপরোধ করিলে পাপ কর ও ব্যবস্থায় দোষা
১০ ঘাতি হইয়াছ তাহা লঙ্ঘকের মত। একারন কেহ
সকল ব্যবস্থা মানিয়া এক লঙ্ঘন করে সে সর্ব্বা
১১ পরাধি। যিনি বলিলেন পরদার করিও না তিনি
ও বলিলেন বধ করিও না। অতএব যদি পরদারিক
১২ না হইলে বধ কর তবে ব্যবস্থা লঙ্ঘক আছ। কথা
কহ ও কার্য্য কর তাহারদের মত যাহারা মুক্ত ব্যবস্থা
১৩ দিয়া বিচার্য্য হবেক। যে ক্ষেমা করে না তাহার
বিচার হইবে ক্ষেমা বিনা ও ক্ষেমা আনন্দ করে
বিচারের ওপর।

১৪ কি প্রাপ্তি আমার ভাইরে যদি কোন কেহ বলে
তাহার ভক্তি আছে কিন্তু তাহার ক্রিয়া নহে। ভক্তি
১৫ ত্রান করিতে পারে তাহাকে। কোন ভাই কি ভগিনী
১৬ যদি ওলঙ্গ ও দিনের খাদ্য হিন ও তোমারদের কেহ
বলে তাহাকে কুশলে প্রস্থান কর গর্ম্মি হও তৃপ্তি হও কিন্তু
দেহ না তাহারদিগকে যাহা চাহে শরীরের কারন তবে
১৭ তাহার কি প্রাপ্তি। এমত ও ভক্তি যদি ক্রিয়া হিন
১৮ আলদা হইয়া মরা আছে কেহ বলিতে পারে
তোমার ভক্তি আছে ও আমার ক্রিয়া দেখাও আমাকে
তোমার ভক্তি তোমার ক্রিয়া বিনা ও আমি দেখাইব

তোমাকে আমার ভক্তি আমার কার্য্য করিয়া।
১৯ তুমি প্রত্যয় করিতেছ যে এক ঈশ্বর আছেন ভাল
২০ করিয়াছ সয়তানগন প্রত্যয় করে ও কম্পে। কিন্তু
আরে বিশ্বদা মনুষ্য তুমি জানিবা যে ভক্তি ক্রিয়া
২১ ব্যতিরেক মৃত্যু আছে। আমারদের পিতা আবর
হাম কার্য্যেতে ধার্ম্মিক হইল না যখন তাহার পুত্র
য়িজক্ককে ওৎসর্গ করিল যজ্ঞ কুণ্ডের ওপরে।
২২ দেখ ভক্তি কেমন তাহার কার্য্যের সহিৎ করিল ও
২৩ ভক্তিতে ক্রিয়া পূর্ন্ন হইল। ধর্ম্ম গন্য ও প্রত্যক্ষ
হইয়া ছিল যাহা বলে আবরহাম প্রত্যয় করিল
ঈশ্বরকে ও তাহা হইল তাহাকে ধর্ম্মের কারন
২৪ অতএব সে বিখ্যাত হইয়া ছিল ঈশ্বরের বন্ধু।
অতএব তোমরা দেখ মনুষ্য ধার্ম্মিক হইয়াছে ক্রিয়াতে
২৫ ও ভক্তিতে কেবল নহে। রক্কব বেশ্যা ও এমন
ধার্ম্মিক হইল না ক্রিয়াতে যখন সে গুপ্ত করিল
সে শুন্যোরদিগকে ও পাঠাইয়া দিল তাহারদিগকে
২৬ অন্য পথ দিয়া। একারন যেমন শরীর আত্মা
ব্যতিরেক মরা তেমন ভক্তি ও ক্রিয়া ব্যতিরেক
মরা।

পর্ব্ব ৩ আমার ভাইরে অনেক শিক্ষক হইও না জ্ঞাত হইয়া
যে আমারদের অধিক শাস্তি হইবে একারন
অনেক কার্য্যে আমারদের সকলের ঘাইট যদি
কাহার বাক্যের ঘাইট নহে তবে সে শুদ্ধ মনুষ্য ও সকল
৩ শরীরকে টওলাইতে শক্ত। দেখ আমরা ঘোড়ার

মুখে লাগাম দেই তাহারা আমারদের মাননার্থে ও
আমরা ফিরাই তাহারদের সমস্ত শরীরকে।
৪ জাহাজকে ও দেখ তাহারা এমত বড় হইয়া ও প্রচণ্ড
বায়ুতে ঠেলা তত্রাপি ক্ষুদ্র হালিতে ফিরে যে স্থানে
৫ কর্ত্তার ইচ্ছা। সেই মত ও জিহ্বা আছে ক্ষুদ্র ভাগ
কিন্তু বড় দর্প কহে। দেখ অল্প অগ্নি কেমন বহু
৬ বস্তু জালায়। জিহ্বা ও অগ্নি অযথার্থের জগত।
আমারদের অঙ্গের মধ্যে জিহ্বা এমন রচন যে তাহা
অশুচি করে সমস্ত শরীরকে ও সর্ব্বোৎপন্ন দগ্ধ
করে আপনি ও নরক অগ্নিতে প্রজ্বলিৎ হইয়াছে।
৭ প্রতি প্রকার পশু ও পক্ষ ও সর্প ও জল জন্তু মানুষে
৮ জব্দ আছে ও হইয়া ছিল। কিন্তু জিহ্বাকে কোন
কেহ জব্দ করিতে পারে না তাহা আছে এক অবস
৯ দোষ হলাহল বিষ পূর্ণিৎ। আমরা তাহা দিয়া
ঈশ্বর পিতার আশীর্ব্বাদ কহি ও তাহা দিয়া
মনুষ্যের সাঁপ কহি যাহারা নির্ম্মিত হইল ঈশ্বরের
১০ রূপে। এক মুখ দিয়া বাহিরে আশীর্ব্বাদ ও
সাঁপ। আমার ভাইরে এ কার্য্য এ মত হইবার
১১ উপযুক্ত নহে। যোগা এক স্থানে মিঠা ও তিক্ত জল
১২ বাহিরায় আমার ভাইরে ডুম্বুর বৃক্ষ তিত ফল ফলিতে
পারে কি দ্রাক্ষা বৃক্ষ ডুম্বুর ফল। সেই মত কোন
যোগা লোনা ও মিঠা জল দেয় না।——

১৩ বিদ্যামন্ত ও জ্ঞানমন্ত তোমারদের মধ্যে কে। মৃদু
জ্ঞান করিতে২ তাহার ক্রিয়া প্রকাশ করুক সুগমন
১৪ করিয়া। কিন্তু অন্তঃকরনে যদি তোমারদের তাপ

ও ন্যায় তবে আত্মশ্লাঘা হইও না ও মিথ্যা কথা
১৫ কহিও না সত্যতার বিপরিতে। এ জ্ঞান ওপর হইতে
১৬ নহে কিন্তু পৃথিবীয় ঐহিকের ও সয়তানীয়। একারন
যেখানে তাপ ও বিরোধ সেখানে লণ্ডভণ্ড ও সকল
১৭ কুক্রিয়া। কিন্তু যে জ্ঞান ওপর হইতে তাহা প্রথম
নির্ম্মল তারপর নির্ব্বিরোধি সুবুদ্ধি ও স্তোভমানা
ক্ষমা ও ভাল ফল পূর্ন্নিত ওপরোধি ও চাতুরি হিন।
১৮ ধীম্মের ফল ও কুশলে বুনন হইয়াছে কুশল কারকের
দের মধ্যে।

পর্ব্ব কোথা হইতে যুদ্ধ ও রন তোমারদের মধ্যে।
৪ তাহা নহে তোমারদের কাম হইতে যাহা যুদ্ধ করে
তোমারদের অঙ্গে। তোমরা চাহিলে পাও না
তোমরা বধ ও তাপ করিলে পাইতে পার না তোমরা
রন ও যুদ্ধ কর কিন্তু নিবেদন না করনার্থে পাও
৩ না। তোমরা নিবেদন করিলে পাও না একারন
অপ্রকৃত নিবেদন কর তোমারদের অভিলাষে
৪ ওড়ানের কারন। হে লোষ্টারা ও ব্যভিচারিনিরা
জান না যে এ জগতের বন্ধুত্ব ঈশ্বরের শত্রুতা।
অতএব যে জন জগতের বন্ধু হইতে চাহে সে ঈশ্বরের
৫ শত্রু। ধীম্ম গ্রন্থ বৃথ্যা বলে বুঝ। যে আত্মা থাকে
৬ আমারদের মধ্যে তাহা দ্বেশ করিতে চাহে। কিন্তু
তিনি অধিক অনুগ্রহ দেন যে মত কহে ঈশ্বর
অহঙ্কারির বিপরিতে করেন ও ক্ষীনকে অনুগ্রহ
৭ দেন। অতএব ঈশ্বরের বস হও সয়তানের

বিপরিত কর ও সে পলাইবে তোমারদিগে হইতে।
৮ ঈশ্বরের নিকট যাইও ও তিনি তোমারদের নিকট হইবেন। হস্ত পরিষ্কার কর পাপিষ্ঠরে এবং তোমারদের অন্তঃকরন নির্ম্মল কর দ্বিমনিরে।
৯ হাহাকার কর ও শোকিত হও ও সকরুন কথা কহ হওক তোমারদের হাস্য শোক ও তোমারদের
১০ মহোৎসব দুঃখ। আপনারদিগকে ক্ষীন কর ঈশ্বরের সদনে ও তিনি ওঠাইবেন তোমারদিগকে।
১১ ভাইরে পরস্পর বিপরিত কথা কহিও না যে কহে তাহার ভাইর দোষ ও তাহার ভাইকে বিচার করে সে ব্যবস্থার বিপরিতে কহে ও ব্যবস্থার বিচার করে। কিন্তু ব্যবস্থাকে বিচার করিলে ব্যবস্থা বর্ত্তি নহ তুমি
১২ কিন্তু বিচার কর্ত্তা। এক ব্যবস্থা দাতা আছেন যিনি ত্রান ও নষ্ট করিতে শক্ত; তুমি কে যে অন্যের বিচার কর।——

১৩ আইস তোমরা যে বল অদ্য কিম্বা কল্য আমরা ফলানা সহরে যাইয়া থাকিব বৎসরেক ও ক্রয় বিক্রয়
১৪ করিয়া লভ্য পাইব কিন্তু তোমরা জান না কল্য কি হবেক একারন কি তোমার পরমায়ু তাহা এক ভাব তাহা কিঞ্চিত কাল দেখা যায় তারপর মিটিয়া যায়।
১৫ কিন্তু তোমারদের ওপযুক্ত হইত বলিতে প্রভুর ইচ্ছা
১৬ হইলে আমরা বাঁচিব এবং ইহা ওহা করিব। কিন্তু এখন তোমরা তোমারদের আত্মশ্লাঘাতে আনন্দ কর
১৭ এই মত আনন্দ সকলি দোষ। অতএব যে ভাল কর্ম্ম করিতে জানিয়া করে না তাহা তাহার পাপ।

পর্ব্ব ৮ এখন আইস ধনবানরে রোদন ও ক্রন্দন কর তোমারদের দুর্গতিতে যাহা আসিতেছে তোমারদের ওপরে। তোমারদের ধন নষ্ট হইয়াছে তোমারদের বস্ত্র পোকায়
৩ খাইয়াছে তোমারদের সোনা রূপা কল্কিত হইয়াছে ও তাহারদের কলঙ্ক সাক্ষী হবেক তোমারদের বিপরিতে ও তাহা খাইবে তোমারদের মাংস অগ্নির মত। তোমরা ধন সঞ্চয় করিয়াছ শেষ কালের কারন
৪ দেখ মজুরের মাহিনা যাহারা তোমারদের ক্ষেত্রে কাটিয়াছে তাহা তোমারদের ফাঁকিতে বন্ধ হইয়া ডাকে ও ফসল কাটকেরদের চেঁচান প্রবেশ করিয়াছে শৈন্যের
৫ প্রভুর কর্ন্নে। তোমরা পৃথিবীর ওপর সুখে চলিলে কামি হইল তোমারদের অন্তঃকরন প্রতিপালন করিয়াছ
৬ যেমন মারিবার দিনের কারন। তোমরা ধার্ম্মিককে দোষাদোষি ও বধ করিয়াছ ও সে জিঘংসা করে না তোমারদিগকে।

৭ অতএব ভাইরে ধৈর্য্যশীল হও প্রভুর আইসন পর্য্যন্ত। দেখ কৃষান অপিক্ষা করে পৃথিবীর মুল্যবান ফল ও বহু ধৈর্য্য করে তাহার কারন প্রথম ও শেষ বর্ষা
৮ পাওন পর্য্যন্ত। তোমরা ও ধৈর্য্যমান হও দৃঢ় কর তোমারদের অন্তঃকরন একারন প্রভুর আগমন সান্নিদ্ধ।

৯ ভাইরে পরস্পর হুতাস কথা কহিও না দোষে না
১০ মজনার্থে দেখ বিচার কর্ত্তা দ্বারে ডাণ্ডাইতেছেন। আমার ভবিষ্যৎ বক্তা ভাই যাহারা কথা কহিলেক প্রভুর নামে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য করনের নমুনা গহন

১১ কর। দেখ আমরা তাহারদিগকে সুখি বলি যাহারা সহিষ্ণুতা করে তোমরা আইওবের ধৈর্য্য করন কথা শুনিয়াছ ও প্রভুর অনুমান দেখিয়াছ যে প্রভু মহা ক্ষেমাবান ও দয়া পুর্ন।

১২ কিন্তু আমার ভাইরে সকল হইতে বড় কিরা করিও না স্বর্গ কিম্বা পৃথিবী লইয়া কিম্বা অন্য কোন কিরা করিয়া কিন্তু তোমারদের হাঁ হওক হাঁ ও তোমার

১৩ দের না না পাছে দোষাধাতে পড়। কেহ তোমার দের মধ্যে দুঃখিত হইয়া কামনা করুক কেহ

১৪ উল্লাষিত স্তব গান করুক সে। তোমারদের কেহ অসুস্থ হইয়া ডাকুক মণ্ডলির প্রাচিন লোক ও তাহারা কামনা করুক তাহার উপরে তাহাকে তৈল মাখাইয়া

১৫ প্রভুর নামে ও ভক্তির কামনা ত্রান করিবে অসুস্থ লোককে তাহাতে প্রভু উঠাইবেন তাহাকে ও তাহার পাপ করিয়া থাকিলে তাহা ক্ষেমা করিতে হবেক।

১৬ পরস্পর স্বিকার কর তোমারদের দোষ ও কামনা কর এক জন আর এক জনের কারন তোমারদের সুস্থ হওনের জন্য ধার্ম্মিকের মর্দ্দানি আত্মকৃত

১৭ কামনার বড় ফল। আলীহা ছিল আমারদের সম দুর্ব্বলের বস মানুষ ও সে বৃষ্টি না হওনের জন্য কামনা করিল তাহাতে বৃষ্টি হইল না সাড়ে

১৮ তিন বৎসর। পরে সে আরবার কামনা করিল ও স্বর্গ বৃষ্টি দিল ও ভুমি তাহার ফল ফলিল।

১৯ ভাইরে তোমারদের কেহ যদি সত্যতা ছাড়িয়া

৫ পঞ্চম পর্ব্ব যাঁকুব

২০ যায় ও কেহ ফিরায় তাহাকে   তবে সে জ্ঞাত হওক যে কোন কেহ পাপি তাহার পথের ভ্রল হইতে ফিরাইলে ত্রান করিবেক এক প্রান মৃত্যু হইতে ও বহু পাপ ঢাকিবে ।

পিতরের সর্ব্বত্র পত্র

১ প্রথম পর্ব্ব

১ য়েশু খ্রীষ্টের প্রেরিত পিতর সকল চড়নীয় প্রবাসির দিগকে যাহারা গলাতিয়া কাপদোকিয়া আসিয়া ও ২ বতিনিয়ায় মননিতরে ঈশ্বর পিতার পূর্ব্ব জ্ঞানেরা নুযায়ি আত্মার পবিত্রতা মাননের কারন ও য়েশু খ্রীষ্টের রক্ত ছিটান দিয়া অনুগ্রহ ও কুশল বিস্তর২ হওক।

৩ ধন্য আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা যিনি তাহার মহা কৃপারানুযায়ি আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের মৃত্যু হইতে পুনরুত্থান দিয়া পুন জন্মাইয়াছেন ৪ আমারদিগকে জীবত ভরসাতে অক্ষয় ও অমল ও অম্লান অধিকারেতে যাহা রক্ষা হইয়াছে স্বর্গে ৫ তোমারদের কারন যাহারা ভক্তি দিয়া রক্ষা হইয়াছে ত্রানের জন্য ভগবানের পরাক্রমে যাহা শেষ কালে ৬ প্রকাশ হওনের জন্য প্রস্তুত। যাহাতে তোমরা বড় আনন্দ কর কিন্তু ভথাচ আবশ্যক হইলে কিছু কালে ৭ দুঃখিত হইয়াছ নানান পরিক্ষা পাইয়া। তোমার দের ভক্তির পরিক্ষা ক্ষয় স্বর্ন হইতে বহু মূল্য

হওনার্থে যদি আগুন দিয়া পরিক্ষিৎ স্তব ও সম্ভ্রম ও
মোক্ষ যোগ্য হওনের জন্য য়েশু খ্রীষ্টের প্রকাশেতে
৮ যাহাকে না দেখিয়া তোমরা প্রেম কর যাহাতে এখন
তাহার দর্শন না পাইলে তোমরা আস্থা করিয়া আনন্দ
কর অকথ্য হরিষ ও মোক্ষ পরিপূর্ন্নিৎ হইয়া
৯ তোমারদের ভক্তির অনুমান পাইয়া তাহা তোমারদের
১০ প্রানের ত্রান। যে ত্রানের বিষয় ভবিষ্যৎ বক্তা
চেষ্টা করিল ও তজবিজ করিল যাহারা সে অনুগ্রহের
ভবিষ্যৎ বাক্য কহিল যাহা আসিবে তোমারদিগকে
১১ তজবিজ করিতে২ কি কিম্বা কি প্রকার কাল খ্রীষ্টের
আত্মা যাহা তাহারদের মধ্যে বুঝাইল যখন পূর্ব্বে
খ্রীষ্টের যন্ত্রনা ও তারপর মোক্ষের প্রমান দিল।
১২ যাহারদিগকে প্রকাশ হইয়াছে যে তাহারা আপনার
দিগকে নহে কিন্তু আমারদিগকে সেবা করিল সে
কথা যাহা এখন কহা যায় তোমারদের ঠাঁই তাহারদের
করনক যাহারা মঙ্গল সমাচার ছেড়ি দিল তোমারদের
মধ্যে ধর্ম্মাত্মাতে যাহা পাঠান স্বর্গ হইতে যাহাতে
দূতগন ধ্যান করিতে যত্ন করে।——

১৩ এতদর্থে তোমারদের মনের কমর বন্ধিও সুজ্ঞানি
হও ও শেষ পর্য্যন্ত ভরসা কর সে অনুগ্রহ পাইতে
যাহা দাতৃব্য হবে তোমারদিগকে য়েশু খ্রীষ্টের
১৪ প্রকাশ কালে আজ্ঞা বর্ত্তি শিশুর মত আপনার
দিগকে পূর্ব্ব কার্য্যের সম না করিয়া তোমারদের
১৫ অজ্ঞান কালে কিন্তু যেমন তিনি ধর্ম্ম যিনি ডাকি
য়াছেন তোমারদিগকে তেমন ধার্ম্মিক হও সকল

১৬ ক্রিয়াতে লিপি আছে ধার্ম্মিক হও একারন আমি
১৭ ধর্ম্ম। ও যদি তোমরা নিবেদন কর পিতার ঠাঁই
যিনি ওপরোধ না করিয়া বিচার করেন প্রতি জনের
কার্য্যেরানুযায়ি তবে তোমারদের এখানে বাস করি
১৮ বার কালে ভয় আচরন কর। এ হেতু তোমরা
জান যে তোমরা মুক্ত হইলা না ক্ষয় বস্তু দিয়া যেমন
স্বর্ন কি রূপা তোমারদের বেথদা আচার হইতে যাহা
১৯ পাইয়াছ তোমারদের পিতারদের বাক্য শুনিয়া কিন্তু
খ্রীষ্টের বহু মূল্য রক্ত দিয়া যেমন মেষের বাচ্চা
২০ নির্খুতি ও নির্দ্দাগি। যিনি বটে নিযুক্ত ছিলেন
জগতের ভিত করনের পূর্ব্বে কিন্তু প্রকাশ হইলেন এ
২১ শেষ সময়েতে তোমারদের কারন যাহারা তাহা
দিয়া আস্থা করে ভগবানকে যিনি তাহাকে মৃত্যু
হইতে ওঠাইলেন ও মোক্ষ দিলেন তোমারদের ভক্তি ও
২২ ভরসা ঈশ্বরে হওনের জন্য। অতএব সত্যতার
আজ্ঞা বর্ত্তিতে ভ্রাতাগনকে সত্য প্রেম করন পর্য্যন্ত
আত্মা দিয়া তোমারদের প্রানকে পরিষ্কার করিয়া
অতিশয় প্রেম কর পরস্পর নির্ম্মল অন্তঃকরন হইতে।
২৩ পুনর্ব্বার জন্ম হইয়া ক্ষয় ওবষে নহে কিন্তু অক্ষয়
তাহা ভগবানের কথা যাহা নিরবধি বাঁচে ও থাকে।
২৪ একারন সকল মাংস ঘাশের মত ও মনুষ্যের সকল
তেজ ঘাশের ফুলের মত। ঘাশ ম্লান হয় ও তাহার
২৫ ফুল পড়ে। কিন্তু ঈশ্বরের কথা সর্ব্বদা থাকে।
ও তাহা সে কথা যাহা মঙ্গল সমাচারে ছেড়ি দেয়া
হইয়াছে তোমারদের ঠাঁই।

পৰ্ব্ব ২ অতএব সকল দুৰ্য়তি ও চাতুরি ও ভ্রান্তি ও দেশ ও কুবচন ছাড়িয়া ইচ্ছা কর বাক্যের অচাতুরি দুগ্ধ
৩ বালকের ন্যায় তাহাতে বাড়নের জন্য যদি নিশ্চয় চাকিয়া জ্ঞাত হইয়াছ যে প্রভু অনুগ্রহ দাতা।
৪ তিনি জীবত পাথর বটে মানুষের তুচ্ছিৎ কিন্তু ঈশ্বরের পছন্দিৎ ও বহু মূল্য তোমরা ও তাহার
৫ স্থানে আসিয়া গঠন হইতেছ জীবত পাথরের মত এক পরমার্থিক ঘর ও ধৰ্ম্ম যাজকতা পরমার্থিক বলিদান উৎসর্গ করিতে ভগবানকে গ্রাহনিৎ য়েশু খ্রীষ্ট
৬ দিয়া। অতএব ধৰ্ম্ম গ্রন্থে আছে দেখ আমি চীয়নে থুই এক শ্রেষ্ঠ কোনীয় পাথর পছন্দিত বহু মূল্য এবং যে কেহ বিশ্বাস করে তাহার উপর সে লজ্জা
৭ পাইবেক না। অতএব তিনি বহু মূল্য তোমরা ভক্তেরদের ঠাঁই কিন্তু অভক্তেরদিগে যে পাথর রাজ তুচ্ছ করিল তাহা নিরূপন হইয়াছে কোনের শ্রেষ্ঠ এবং
৮ বাধা পাথর ও বেজার দাইক পৰ্ব্বত তাহারদিগকে যাহারা অমান্য হইয়া কথাতে লাগিয়া পড়িতেং যায়
৯ যাহাতেও তাহারা নিযুক্ত হইল। কিন্তু তোমরা মনোনিত পুরুষ রাজীয় যাজকতা পুন্য ধৰ্ম্ম স্বতন্তর লোক তাঁহার স্তব দেখাইতে যিনি ডাকিয়াছেন তোমারদিগকে
১০ অন্ধকার হইতে তাহার আশ্চর্য্য দীপ্তিতে যাহারা পূৰ্ব্ব কাল লোক ছিল না কিন্তু এখন ঈশ্বরের লোক যাহারা ক্ষেমা পাইয়া ছিল না কিন্তু এখন পাইয়াছে ক্ষেমা।

১১ প্রেমিরে আমি মাধিনা করি তোমারদিগকে যেমন বিদেশি ও ভ্রমাচারি ত্যাগ কর ঐহিকের কাম যাহা
১২ যুদ্ধ করে প্রানের সহিৎ তোমারদের আচরন নির্ম্মল হইয়া অন্য বর্ন্নের মধ্যে তাহাতে তাহারা তোমারদের বিষয় যেমন কুকর্ত্তারদের মন্দ কথা কহিয়া তোমার দের সুক্রিয়া দেখিলে স্তব করিবে ভগবানকে তাহার আগমনের দিনে।

১৩ মনুষ্যের প্রতি ব্যবস্থার বস হও প্রভুরার্থে রাজার
১৪ হওক যেমন কর্ত্তা কি পতিরদের হওক যেমন তাহারদের যাহারা পাঠান হইয়াছে তাহা হইতে কুকর্ত্তাকে শাস্তি দেওন কিম্বা সুকর্ত্তার কীর্ত্যর্থে।
১৫ একারন এ মত ঈশ্বরের ইচ্ছা তাহাতে সুক্রিয়া করিতেৎ
১৬ মুর্খ লোকের অজ্ঞান চুপ করাইবা যেমন ওদ্ধার ও তোমারদের মোক্ষ না করিয়া দুর্ম্মতির
১৭ আচ্ছাদন কিন্তু ঈশ্বরের সেবকের মত। সকল লোককে সম্ভ্রম কর ভ্রাতাগিনকে প্রেম কর ঈশ্বরকে ভয় কর রাজাকে সম্ভ্রম কর।

১৮ দাসরে সর্ব্বদা ভয় করিতেৎ মনিবের বস হও ভাল ও সল্লোককে কেবল নহে কিন্তু দুরন্তকে ও।
১৯ এই প্রকৃত যদি কেহ ঈশ্বরেরদিগে বিবেচনার্থে দুঃখ
২০ পায় যদ্যপি নিদোষি হইয়া তাহা পায় একারন কি সম্ভ্রম যদি তোমারদের দোষের জন্য মারি খাইয়া তাহা সহিষ্ণুতা কর। কিন্তু ভাল কার্য্য করনার্থে যদি দুঃখ
২১ পাইলে তাহা সহিষ্ণুতা কর তাহা ঈশ্বর তোষক কার্য্য। তোমরা ইহার নিমিত্ত ডাকিত ছিলা একারন খ্রীষ্ট ও

২২ জাতনা পাইলেন আমারদের কারন নমুনা হইয়া
২৩ তোমরা তাহার পদচিহ্ন ধরনের জন্য যিনি কিছু পাপ
করিলেন না ও ভণ্ডন তাহার মুখে পায়া গেল না যিনি
নিন্দিত হইয়া নিন্দা করিলেন না জাতনা পাইয়া
প্রতিজ্ঞা করিলেন না কিন্তু আপনাকে দিলেন তাহার
২৪ গাছুতে যিনি প্রকৃত বিচার করেন যিনি আপনি আমার
দের পাপের ভোগ করিলেন বৃক্ষের ওপর আপনার
শরীরে আমরা পাপ হইতে মুক্ত হইলে ধর্ম্মাচরনার্থে
২৫ যাঁহার প্রহার দিয়া তোমরা সুস্থা হইতেছ। একারন
তোমরা ছিল হরনীয় মেষের মত কিন্তু এখন
তোমারদের প্রানের রক্ষক ও আচার্য্যের ঠাঁই গিয়াছ।
পর্ব্ব ৩ জায়াগনরে তোমারদের নিজ স্বামীর বস হও
তাহাতে কেহ কথা না মানিলে কথা বিনা শুদ্ধন্বিত
হইবে জায়ার ক্রিয়াতে তোমারদের সতিত্ব ক্রিয়া
২ ভয়েতে জোড়া হইয়া দেখিলে। যাহারদের
৩ অলঙ্কার হওক না সে বাহিরে যেমন চুল বিণনি কি
স্বর্ন পরন কি পরিচ্ছদ গায় দেওন। কিন্তু তাহা
৪ হওক অন্তঃকরনের গুপ্ত মানুষ তাহা অক্ষয় নম্র ও
নির্ব্বিরোধি আত্মাতে যাহা অতি মুল্য ঈশ্বরের
৫ গোচরে। একারন পুর্ব্ব কাল পুন্য নারী ঈশ্বরের
ভক্ত এমন বিভূষিল আপনারদিগিকে আপনারদের
৬ স্বামীর বস হইয়া যেমন শারা আবরহামের আজ্ঞা
বর্ত্তি হইল তাহাকে প্রভু কহিয়া যাহার কন্যা তোমরা
যত দিন ভাল কর ও কোন ভটস্ততে ভয়ার্থ না হও।
৭ তোমরা স্বামীগন ও বাস কর তাহারদের সহিৎ

জ্ঞানেরানুযায়ি জায়াকে সম্ভ্রম করিতে২ অশক্ত পাত্রের মত এবং যেমন জীবন অনুগ্রহের সহাধিকারি হইয়া তোমারদের নিবেদন বারন না হওনের জন্য।——

৮ আর কি। সকল এক মনি হও সহসহিষ্ণুতা ৯ ভাইর মত প্রেমক হও দয়ামন্ত হও মৃদু হও কুকর্ম্ম কুকর্ম্মের কারন না করিয়া কিম্বা নিন্দার কারন নিন্দা কিন্তু অন্য পক্ষ হইলে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাত হইয়া যে তোমরা ইহাতে ডাকিত হইলা আশীর্ব্বাদ ১০ পাওনের নিমিত্ত। একারন যে জন জীবন প্রিয়ক ও দেখিতে চাহে শুভ দিন সে তাহার জুব্বা কুকথা কহিতে বারন করুক ও তাহার ওষ্ঠাধির ভণ্ডন কথা ১১ কহিতে কুক্রিয়া ছাড়িয়া সুক্রিয়া করুক কুশল চেষ্টা ১২ করুক ও তাহা পিছুক। একারন য়িহুহার দৃষ্টি প্রকৃতার্থিকের ওপর ও তাহার কর্ণ শুনে তাহারদের নিবেদন কিন্তু য়িহুহার মুখ কুকর্ত্তারদের বিপরিতে। ১৩ ও তোমরা ধর্ম্ম বর্ত্তি হইলে কেতা তোমারদের মন্দ ১৪ করিবে। প্রকৃতার্থের জন্য দুঃখ খাইলে ভাগ্যমন্ত তোমরা ভয় করিও না তাহারদের ভয় ও ভাবিত হইও ১৫ না কিন্তু য়িহুহা ভগবানকে অন্তঃকরনে পবিত্র কর ও মৃদুশীল ও ভয় করিয়া নিত্য প্রস্তুত হও প্রতি জনকে প্রত্যুত্তর করিতে যে জিজ্ঞাসা করে সে ভরসার হেতু ১৬ যাহা তোমারদের মধ্যে তোমারদের ভাল বিবেচনা হইয়া তাহাতে যাহারা গুল্লানা করে তোমারদের সুক্রিয়া খ্রীষ্টে কুকথা কহিয়া তোমারদের বিষয় তাহারা ১৭ লজ্জিত হইবে। একারন ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে তোমার

দের সুক্রিয়ার কারন দুঃখ পাইতে অধিক ভাল তোমার
১৮ দের দুঃখ পাওন হইতে কুক্রিয়ার কারন। খ্রীষ্ট ও
একবার দুঃখ পাইলেন পাপের কারন প্রকৃতার্থিক
অপ্রকৃতার্থিকের বদলে আমারদিগকে আনিতে
ঈশ্বরের নিকট শরীরে বধী পাইয়া কিন্তু আত্মাতে
১৯ জীবন যাহা দিয়া ও তিনি যাইয়া ছিৎ–উপদেশ
করিলেন সে আত্মারদের প্রতি যাহারা কএদে আছে
২০ যাহারা পূর্ব্ব কালে অমান্য ছিল যখন ঈশ্বরের বহু
কাল ধৈর্য্যতা অপিক্ষা করিল নোহুর দিনে যাবত
জাহাজ পুস্তুত হইতে ছিল যাহাতে অল্প তাহা অষ্ট
২১ জন ত্রান পাইল জল দিয়া। এমন নিদর্শন তাহা
ডুব এখন ত্রান করে আমারদিগকে শরীরের মল
মোচন নহে কিন্তু সুবিবেচনার প্রত্যাত্তর ঈশ্বরের
২২ দিগে য়েশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দিয়া যিনি গিয়াছেন
স্বর্গেতে ও আছেন ঈশ্বরের দক্ষিনে দূত ও শ্রেষ্ঠেরা
ও পরাক্রম তাহার বস হইয়া।

পর্ব্ব ৪ অতএব খ্রীষ্ট আমারদের কারন শরীরে দুঃখ
পাইলে আপনারদিগকে শাজাও সেই মন দিয়া
একারন যে জন শরীরে দুঃখ পাইয়াছে সে পাপ ত্যাগ
২ করিয়াছে তাহার আর শরীরে বক্রি প্রমাযু না আচর
নার্থে মনুষ্যের কার্য্যেরানুযায়ি কিন্তু যেমন ঈশ্বরের
৩ ইচ্ছা। একারন আমারদের গত প্রমাযু অন্য বর্ন্নের
ইচ্ছা করিবার বহুত লোচ্চাগিরি কাম শুরাপান রাঘবতা
৪ মাতলামি ও ঘৃন্নিৎ প্রতিমা পূজা আচারিয়া। যাহাতে
তোমরা সে বেলিকের টিস্কবতায় না দৌড়িয়া তাহারা

আশ্চর্য্য জ্ঞান হইয়াছে তোমারদের কুনাম কহিতেং
৫ যাহারদের কারন বলিতে হইবে তাহাকে যিনি প্রস্তুত
৬ আছেন মৃত্য জীবতকে বিচার করিতে। এ হেতু ও
মঙ্গল সমাচার ছেড়ি দেয়া হইল মৃত্যুরদিগকে
তাহারা মনুষ্যের মত বিচার পাওনার্থে শরীরে কিন্তু
ঈশ্বরের মত আচরনার্থে আত্মায়।

৭ কিন্তু সকলের শেষ নিকট অতএব সজ্ঞানি হও ও
৮ নিবেদন করিবার চৌকি রাখ সকল হইতে অধিক
তোমরা পরস্পর অতিশয় প্রেম কর একারন প্রেম
৯ অনেক পাপকে ঢাকিবেক। বকিলি বিনা পরস্পর
১০ অথীতি হও। প্রতি জন যেমন অনুগ্রহ পাইয়াছে
তেমন পরস্পর তাহা আপ্যায়িৎ করুক ঈশ্বরের বহু গুন
১১ অনুগ্রহের ভাল দাসের মত। কেহ যদি কহে সে
কহুক যেমন ঈশ্বরের বাক্য কেহ যদি সেবা করে সে
তাহা করুক যেমন ঈশ্বর শক্তি দেন সকলে ঈশ্বরের
নাম হওনের জন্য য়েশু খ্রীষ্টের করনক যাহাকে
স্তব ও রাজ্য হওক সদাসর্ব্বক্ষনে। আমেন।

১২ প্রেমিরে এ আশ্চর্য্য ভাবিও না সে অগ্নীয় দুঃখের
বিষয় যাহা পরিক্ষা করিবে তোমারদিগকে যে
মত কোন আশ্চর্য্য বিষয় পড়িত তোমারদের ওপর
১৩ কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টের দুঃখের ভাগি হইয়া আনন্দ
কর তাহাতে তাহার নাম প্রকাশ হইলে তোমরা
১৪ হরিষে পুলোকিত হইবা। খ্রীষ্টের নামের জন্য
নিন্দিৎ হইয়া ভাগ্যমন্ত তোমরা একারন মোক্ষ ও
ঈশ্বরের আত্মা বসে তোমারদের ওপর তাহারদের

১৫ চাঁই পায়তিৎ কিন্তু তোমারদের চাঁই নায় লহু। কিন্তু তোমারদের কেহ দুখ খাওক না খুন কর্ত্তা কিম্বা চোর কিম্বা কুকর্ত্তা কিম্বা অনোক্ত চর্চ্চকের মত।
১৬ খ্রীষ্টিয়নের মত দুঃখ খাইয়া লজ্জিৎ হওক না কিন্তু
১৭ তাহাতে ঈশ্বরকে স্তব করুক একারন বিচারের আরম্ভ কাল আছে ভগবানের ঘরে তাহা ও আমারদের মধ্যে আরম্ভ করিলে তাহারদের শেষ কি প্রকার হবে যাহারা ঈশ্বরের মঙ্গল সমাচার মানে না।
১৮ পুক্তার্থিক ও যদি ত্রান প্রায় পায় না তবে
১৯ পামর ও পাপি লোক কোথায় দর্শন দিবে। অতএব যাহারা দুঃখ খায় তাহারা সুক্রিয়া করিতেং গচ্ছিৎ করুক তাহারদের প্রান ভগবানের হস্তে যেমন বিশ্বাসি সৃজন কর্ত্তা।

পর্ব্ব ৫ আমি আপনি প্রাচিন ও য়েশু খ্রীষ্টের জন্ত্রনার এক সাক্ষী ও সে মোক্ষের এক ভাগি যাহা প্রকাশ হবে হইয়া স্তোভ দেই সে প্রাচিন লোককে যাহারা তোমার
২ দের ওখানে ঈশ্বরের পালকে পালন কর যাহা তোমারদের মধ্যে তাহার রক্ষকের কার্য্য জোরেতে না
৩ লইয়া কিন্তু ঐচ্ছুক মত অধিকারের পতিরদের মত
৪ নহে কিন্তু পালের নমুনা হইয়া তাহাতে প্রধান রক্ষক দেখা দিলে তোমরা পাইবা মোক্ষের এক অক্ষয় মুকুট।

৫ তোমরা যুবা ও বৃদ্ধেরদের বস হও। বটে সমস্ত

পরস্পর বাধ্য হও এবং নম্র ভূষিৎ হও একারণ ঈশ্বর করেন অহঙ্কারির বিপরিত কিন্তু অনুগ্রহ দেন
৬ নম্রকে। নম্রশীল হও ঈশ্বরের আক্রান্ত হস্তের নিচে তাহার উচ্চ করানের জন্য তোমারদিগকে
৭ উপযুক্ত সময়েতে তোমারদের সকল ভাবনা ফেলিতেং তাহার উপর একারণ তিনি চিন্ত করেন আমারদের কারণ।

৮ সজ্ঞানি হও সচৈতন্য হও একারণ তোমারদের শত্রু সয়তান বেড়াইয়া যায় গর্জিৎ সিংহের মত চেষ্টা
৯ করিতেং কাহাকে খাইয়া ফেলিতে পাবে যাহার বিপরিত কর ভক্তিতে স্থির হইয়া জানিতে পাইলে যে সেই দুঃখ পূর্ন্ন হইয়াছে তোমারদের ভ্রাতারদের মধ্যে যাহারা জগতে।

১০ কিন্তু সকল অনুগ্রহের ঈশ্বর যিনি ডাকিয়াছেন আমারদিগকে তাহার অনন্ত মোক্ষতে খ্রীষ্ট য়েশু দিয়া তোমারদের কিছু কাল দুঃখ পাইলে পরে শুদ্ধ করুন স্থির করুন বলবান করুন সুস্থির করুন তোমারদিগকে।
১১ তাঁহাকে হউক যশ ও রাজ্য সদাসর্ব্বক্ষনে। আমেন।

১২ সল্বানমের মারফত যাহাকে আমি বুঝি বিশ্বাসি ভাই আমি সংক্ষেপ লেখিলাম স্তোভ ও সাক্ষী দিতেং এই ঈশ্বরের সত্য অনুগ্রহ যাহাতে তোমরা
১৩ ডাণ্ডাও। বাবেলর মণ্ডলি পরিচ্ছিত তোমারদের সহিৎ ও আমার পুত্র মার্ক নমস্কার করে

১৪ তোমারদিগকে। পরস্পর নমস্কার কর প্রেমের চুম্বন দিয়া। কুশল হওক তোমারদের সকলের সহিৎ খ্রীষ্ট য়েশুতে। আমেন।—

সং ৫

পিতরের দ্বিতীয়া সর্ব্বত্র পত্র।

১ প্রথম পর্ব্ব

১ য়েশু খ্রীষ্টের সেবক ও প্রেরিত শীমন পিতর তাহার দিগকে যাহারা আমারদের মত বহু মূল্য ভক্তি পাইয়াছে ঈশ্বর ও আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের ২ ধর্ম্ম দিয়া অনুগ্রহ ও কুশল বৃদ্ধি হওক তোমারদের দিগে ঈশ্বর ও আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের জ্ঞান দিয়া।

৩ যেমন তাহার ঈশ্বরীয় পরাক্রম দিয়াছে আমার দিগকে পরমায়ু ও ধর্ম্মের সকল বস্তু তাহার জ্ঞান দিয়া যিনি ডাকিয়াছেন আমারদিগকে মোক্ষ ও ধর্ম্মেতে ৪ যাহাতে দেয়া যায় আমারদিগকে অতি বড় ও বহু মূল্য অঙ্গিকার তোমরা ইহারদের করনক ধর্ম্ম স্বভাবি প্রাপক হওনের কারন সে মল ছাড়িয়া যাহা কামেতে ৫ ওদ্ভব হইয়া আছে জগতে ইহা ছাড়া প্রানপন করিতে২ তোমারদের ভক্তির সঙ্গে কর ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের ৬ সঙ্গে জ্ঞান ও জ্ঞানের সঙ্গে মধ্যমি ও মধ্যমির সঙ্গে ৭ ধৈর্য্যমান ও ধৈর্য্যমানের সঙ্গে পুন্য ও পুন্যের সঙ্গে ভ্রাতার মত প্রিত ও ভ্রাতার মত প্রিতের সঙ্গে ৮ প্রেম। একারন যদি এ সকল তোমারদের মধ্যে

ও বিস্তারিত হয় তবে তাহারা করাইবে তোমারদিগকে যেন বন্ধ্যা কি নিষ্ফলি না হইবা আমারদের প্রভু য়েশু
৯ খ্রীষ্ট জ্ঞানেতে। কিন্তু যে জন ইহা হিন সে অন্ধ ও চালিসা এবং তাহার পূর্ব্ব পাপ হইতে পরিষ্কারতা
১০ বিস্মৃতি হইয়াছে। অতএব ভ্রাতাগন বরং প্রানপন কর তোমারদের ব্যবসা ও মনস্থ স্থির করাইতে একারন ইহা করিলে তোমরা কদাচ পড়িবা না।
১১ এমন করিলে মেলা প্রবেশ দেয়া হইবে তোমারদিগকে আমারদের প্রভু ও ত্রানকর্ত্তা য়েশু খ্রীষ্টের অনন্ত রাজ্যে।—

১২ অতএব তোমরা তাহা সকল জ্ঞাত হইয়া ও এক্ষনের সত্যতাতে স্থির হইয়া আমি গাফিলি হইব না এ
১৩ সকলে তোমারদের মনে দিতে। কিন্তু আমি বুঝি যাবত এ তাম্বুতে থাকি তোমারদিগকে দুটিতে ওচিত
১৪ তোমারদের মনে দিতে২ জানিয়া যে কিঞ্চিত কাল পরে আমার আবশ্যক আছে এ তাম্বু ত্যাগ করিতে যেমন আমার প্রভু য়েশু খ্রীষ্ট দেখাইয়াছেন আমাকে।
১৫ আমি ও যত্ন করিব যে তোমরা এ কার্য্য মনে রাখিতে পারিবা আমার মরনের পরে।—

১৬ একারন আমরা চাতুরি ওদ্ভব হিং ওপদেশের বর্ত্তি ছিলাম না যখন আমরা জানাইলাম তোমারদিগকে আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের পরাক্রম ও আগমন কিন্তু ছিলাম তাহার মহা বৈভবের দৃষ্টি সাক্ষী।
১৭ একারন তিনি সম্ভ্রম ও নাম পাইলেন ঈশ্বর পিতা হইতে যখন এ মত রব বাহিরে আইল তাহার ঠাঁই সে অদ্ভুত

তেজ হইতে তুমি আমার প্রিয় পুত্র তোমাতে আমার
১৮ বড় তুষ্টি। এ রব যাহা আইল স্বর্গ হইতে
আমরা তাহার সহিৎ পবিত্র পর্ব্বতের ওপর হইয়া
১৯ শুনিলাম। আমারদের ইহা হইতে স্থির ভবিষ্যৎ
বাক্য আছে যাহা যদি মানিয়া ভাল করিবা যেমন
প্রদীপের তেজ অন্ধকার জায়গায় দিপ্তি করিতে২ ভোর
ওদয় ও পোঁয়াতে নক্ষত্র তোমারদের অন্তঃকরণে ওদয়
২০ পর্য্যন্ত প্রথমে ইহা জানিয়া ধর্ম্ম গ্রন্থের কোন
২১ ভবিষ্যৎ বাক্যের স্বার্থ নহে। একারন পূর্ব্ব
কাল ভবিষ্যৎ বাক্য আইল না মানুষের ইচ্ছায় কিন্তু
ঈশ্বরের ধার্ম্মিক লোক কহিল যে মত ধর্ম্মাত্মায় চুটান
ছিল।——

কিন্তু মিথ্যা ভবিষ্যৎ বক্তা ও ছিল লোকের মধ্যে
২ যেমন মিথ্যা শিক্ষক হবে তোমারদের মধ্যে যাহারা কপট
করিয়া ওৎপন্ন করিবে সংহারিক হেরেসি প্রভুকে হেয়
জ্ঞান করিয়া যিনি ক্রয় করিলেন তাহারদিগকে ও আপ
২ নারদের সংহার বেগে করে। অনেক লোক ও তাহার
দের নাশক ক্রিয়া সমকারি হইবে যাহারদের করনক
৩ সত্যতার পথের মন্দ নাম হইবে। ও আকাঙ্খ্যাতে
তাহারা বানির্জ্য করিবে তোমারদিগকে কপট কথা
কহিতে২ যাহারদের বিচার এখন বহু কালাবধি
বিলম্ব করে না ও তাহারদের দোষের শাস্তি নিদ্রা করে
৪ না। ঈশ্বর যদি সে পতিত দূতকে দয়া করিলেন
না কিন্তু ফেলিয়া দিলেন তাহারদিগকে ঘোর নরকে

অন্ধকার জিঞ্জিরে বন্দিত হওনার্থে বিচার পর্য্যন্ত
৫ প্রথম জগতকে ও দয়া করিলেন না কিন্তু ত্রান করিলেন
অষ্টম পুরুষ নোহ্‌কে ধর্ম্ম বাক্য প্রচারক জল প্লাবিত
৬ আনিয়া অধার্ম্মিকের জগতের ওপর এবং সদম ও
উমরা সহর ভষ্মরাশী করাইলে সংহারে দোষাঘাতে
করিলেন তাহারদিগকে একটা নমুনা করিয়া তাহারদের
৭ কারন যাহারা তারপর অধর্ম্ম আচারিবে ও পরিত্রান
করিলেন যথার্থিক লোটকে যে ত্যাক্ত হইল দুষ্ট
৮ লোকের কামুক আলাপ শুনিয়া একারন সে প্রকৃতার্থিক
লোক তাহারদের মধ্যে বসতি করিয়া তাহারদের
দুরাচার নিত্য দেখিতে২ শুনিতে২ ত্যাক্ত করিল তাহার
৯ ধার্ম্মিক প্রান যিহুহা জানেন কেমন পরিত্রান করিতে
ধার্ম্মিক লোককে পরিক্ষা হইতে ও অযথার্থিককে
কেমন রক্ষা করিতে বিচারের দিন পর্য্যন্ত সাজা
পাইবার কারন।
১০ কিন্তু তাহা হইতে অধিক তাহারা যাহারা ঐহিকের
মত চলে মলের কামেতে ও আদালত তুচ্ছ করে কুসাহসি
একগুঁয়া তাহারা ভয় করে না কুকথা কহিতে
১১ অধিক্ষাতার বিষয়। কিন্তু দূতগন যাহারা পরাক্রম
ও বলে অধিক নিন্দা ওলাহনা কহে না তাহারদের
১২ বিপরিতে যিহুহার ঠাঁই। কিন্তু ইহারা অবোধ জন্তুর
মত যাহারা ধরন ও সংহার হওনের জন্য তাহারা
কুকথা কহে যাহা বুঝে না ও আপনার মলেতে
১৩ মলোয়ানা আকল্পনারকি হইবে। অযথার্থের ফল
পাইয়া তাহারদের মত যাহারা দিনে সুভক্ষনে মজিতে

চাহে। দাগ ও অখ্যাত খেলাইতেং আপনারদের ভ্রান্তিতে যাবত খাই তাহারদের সহিৎ
১৪ পরদার পূর্ণিৎ চক্ষু গৃহস্থ হইয়া ও যাহারা পাপ ত্যাগ করিতে পারে না অস্থির প্রানকে ভণ্ডন করিতেং দুরাত্মা পূর্ণ অন্তঃকরনীয় সাঁপ গৃহস্থ শিশুগন
১৫ যাহারা সত্য পথ ত্যাগ করিলে হরিয়া গিয়াছে বেওরের পুত্র বলআমের পথে যে চাহিল অযথার্থের
১৬ মাহিনা কিন্তু বিরুক্ত হইয়া ছিল তাহার অযথার্থের কারন গোঙ্গা গাধা মনুষ্যের কথা কহিয়া
১৭ মানা করিল ভবিষ্যৎ বক্তার পাগলামি। ইহারা জল হিন কুপ ঝড়েতে ওড়ান মেঘ যাহারদের কারন
১৮ অন্ধকারের কৃষ্ণত্ব সর্ব্বক্ষনে রক্ষা হইয়াছে একারন তাহারা বড় গুমানি বেহুদা কথা কহিতেং শরীরের কামে ও সুভক্ষ্য চাতুরি করে তাহারদিগকে যাহারা নিশ্চয় ছাড়া হইয়া ছিল তাহারদিগ হইতে যাহারা
১৯ চুকে আচারে তাহারদিগকে মোক্ষ অঙ্গিকার করিয়া আপনারা মলের গোলম। একারন যাহাতে কেহ পরাজয় হইয়াছে তাহাতে গোলামিতে বন্ধন হইয়াছে।
২০ একারন তাহারা আমারদের প্রভু ও ত্রান কর্ত্তা য়েশু খ্রীষ্টের করনক জগতের মল ছাড়িলে যদি আরবার জালে আটকায় ও পরাজয় হয় তবে তাহারদের শেষ
২১ আরম্ভ হইতে মন্দ। একারন ধর্ম্মের পথ না জানিতে তাহারদের ভাগ্য সে ধর্ম্ম আজ্ঞা ছাড়ন
২২ হইতে যাহা দেয়া গেল তাহারদিগকে। কিন্তু তাহারদের গতি হইয়াছে সে সত্য উপদেশের মত

২ তৃতীয় পর্ব্ব দ্বিতীয় পিতর—

কুক্কুর ফিরিয়াছে তাহার বমি খাইতে ও সুকর যে ধৌত হইয়াছে কাদাতে গড়া গাড় দিতে।—

পর্ব্ব ৩

এ দ্বিতীয় পত্র আমি এখন লেখি তোমারদের ঠাঁই প্রেমিরে যাহাতে আমি দুটি তোমারদের মনকে মনে ২ দিবার জন্য। সে কথা তোমারদের মনে দিতে যাহা পূর্ব্বে কহা গেল পুন্য ভবিষ্যৎ বক্তার মুখ দিয়া ও ৩ আমারদের প্রভু ও ত্রান কর্ত্তার প্রেরিতের আজ্ঞা। প্রথম ইহা জ্ঞাত হইয়া যে শেষ দিনে আসিবে নিন্দক আপনার ৪ দের কামের মত আচরন করিতেং ও কহিতেং তাহার আসিবার অঙ্গিকার কথায়। একারন পিতৃগন নিদ্রায় পড়িলে সকলে থাকে যেমন ছিল সৃষ্টনের ৫ প্রথমাবধি। একারন তাহারা ইহাতে স্বেচ্ছা অজ্ঞান যে ভগবানের বাক্য করনক স্বর্গ পূর্ব্বকালে ছিল এবং পৃথিবী জলের বাহিরে ভিতরে বিদ্যমান। ৬ যাহা দিয়া সে কালের জগত প্লাবিৎ প্রলয় পাইল। ৭ কিন্তু এ কালের স্বর্গ পৃথিবী সে বাক্যতে স্থির হইল অগ্নির পর্য্যন্ত এবং দুষ্ট লোকের বিচার ও বিনাশের ৮ দিন পর্য্যন্ত রক্ষা হইয়া। কিন্তু প্রেমিরে এ এক কথা অজ্ঞাত হইও না যিহুহার ঠাঁই এক দিবস আছে সহস্র বৎসরের মত ও সহস্র বৎসর এক দিনের মত। ৯ যিহুহা আপনার অঙ্গিকার প্রত্যক্ষ করিতে বিলম্বিত নহেন যেমন মনুষ্য বলে বিলম্ব কিন্তু বহুকাল ধৈর্য্য মন আমারদের দিগে কেহ অকল্যনারকি হইবার না ১০ চাহিয়া কিন্তু সকল খেদে মজিতে। কিন্তু ঈশ্বরের

দিন আসিবেক যেমন চোর রাত্রে যাহাতে স্বর্গ বড়
শব্দ করিয়া যাবেক ও সৃষ্টি প্রজ্বলিত হইয়া গলিয়া
যাবেক ও পৃথিবী ও তাহার সর্ব্ব ক্রিয়া পুড়িয়া
১১ যাইবে। অতএব এ সকল যদি গলিয়া যাবেক
আমারা কি প্রকার লোক হইতে উচিত সকল পুণ্য
১২ ক্রিয়া ও ধর্ম্মেতে ঈশ্বরের দিনের আগমন অপিক্ষা
করিতে২ ও তাহারদিগে যাইতে২ যাহাতে স্বর্গ প্রজ্বলিত
হইয়া গলিয়া যাবেক ও সৃষ্টি মহা গর্ম্মিতে গলা
১৩ হইবে। কিন্তু আমরা যেমন তাহার অঙ্গিকার
অপিক্ষা করি নূতন স্বর্গ ও নূতন পৃথিবী যাহাতে
১৪ ধর্ম্ম বাস করে। অতএব প্রেমিরে তোমরা এমন
গতি অপিক্ষা করিয়া প্রানপন কর যেন তাহারে প্রাপ্য
১৫ হইবা দাগ হিন ও নিরহ এবং প্রভুর বহুকাল
ধৈর্য্যতা জান কর ত্রান যে মত আমারদের প্রেমি ভাই
পাওল ও লেখিয়াছে তোমারদিগকে সে জ্ঞানেরানুযায়ি
১৬ যাহা দেয়া গেল তাহাকে যে মত ও তাহার সকল পত্রে
এ কথা বলিয়া যাহাতে কতক বঠিন বুঝিতে যাহা মূর্খ
ও অস্থির লোক জোর করে যেমন ও অন্য গ্রন্থ
আপনারদের সর্ব্বনাশেতে।

১৭ অতএব প্রেমিরে পূর্ব্বে জাত হইয়া সাবধান পাছে
তোমরা অধর্ম্ম লোকের ঢুকে মজিনে পড় আপনার
১৮ দের স্থিরতা হইতে। কিন্তু অনুগ্রহ ও আমার
দের প্রভু ও ত্রান কর্ত্তা য়েশু খ্রীষ্টের জ্ঞানে বাড়াও
তাহাকে নাম হওক এখন ও সদাকাল। আমেন।

য়োহনের প্রথম সর্ব্বত্র পত্র।

১ প্রথম পর্ব্ব

১ যাহা ছিল প্রথমাবধি যাহা আমরা শুনিয়াছি যাহা আপনারদের চক্ষু দিয়া দেখিয়াছি জীবনের বাক্যের যাহা দৃষ্টিপাত করিয়াছি ও আমারদের হাতে
২ দেখিয়াছে জীবন প্রকাশ হইল ও আমরা তাহা দেখিলাম ও সাক্ষী দেই ও প্রকাশ করি তোমারদিগকে সে অনন্ত প্রমায়ু যাহা ছিল পিতার সহিৎ ও
৩ প্রকাশ হইয়া ছিল আমারদিগকে যাহা আমরা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহা আমরা প্রকাশ করি তোমারদিগকে তোমরা আমারদের সহিৎ সদ্ভাব প্রাপ্ত্যর্থে ও বটে আমারদের সদ্ভাব পিতা ও তাহার পুত্র য়েশু
৪ খ্রীষ্টের সহিৎ। আমরা ইহা লেখিয়াছি তোমারদিগকে তোমারদের আনন্দ পূর্ন হওনের
৫ জন্য। ও এ সে সংবাদ যাহা আমরা শুনিতে পাইয়াছি তাহার ঠাঁই ও প্রকাশ করি তোমারদিগকে যে ঈশ্বর দীপ্তি ও তাহার মধ্যে কিছু অন্ধকার নহে।
৬ যদি আমরা অন্ধকারে চলিতেং বলি আমারদের সদ্ভাব তাঁহার সঙ্গে তবে আমরা মিথ্যা কথা কহি
৭ ও সত্যতা করি না। কিন্তু যদি আমরা চলি দীপ্তিতে

যেমন তিনি দীপ্তিতে তবে আমারদের পরস্পর সদ্ভাব আছে ও তাহার পুত্র য়েশু খ্রীষ্টের রক্ত পরিষ্কার করে
৮ আমারদিগকে সমস্ত পাপ হইতে। যদি আমরা বলি আমারদের পাপ নহে তবে আমরা আপনারদের ভ্রান্তি জন্মাই ও সত্যতা আমারদের মধ্যে নহে।
৯ যদি আমরা আমারদের পাপ স্বিকার করি তবে তিনি বিশ্বাসি ও প্রকৃতার্থিক আমারদের পাপ মাফ করিতে ও পরিষ্কার করিতে আমারদিগকে সকল অযথার্থ
১০ হইতে। যদি কহি আমরা পাপ করিলাম না তবে আমরা করাই তাহাকে এক মিথ্যা বক্তা এবং তাহার কথা আমারদের মধ্যে নহে।

পর্ব্ব ২

আমার শিশুরে আমি এ কথা লিখি তোমারদিগকে তোমারদের পাপ না করনের কারন কিন্তু কেহ পাপ করিলে আমারদের এক ওকিল আছে পিতার সহিৎ
২ তিনি য়েশু খ্রীষ্ট ধার্ম্মিক ও তিনি তোষক ওৎসর্গ আমারদের পাপের কারন আমারদের পাপের কারন
৩ ও কেবল নহে কিন্তু সকল জগতের ও। ইহাতে আমরা জানি যে আমরা চিনি তাঁহাকে যদি তাঁহার
৪ আজ্ঞা পালন করি। যে বলে আমি চিনি তাহাকে ও তাহার আজ্ঞা পালন করে না সে এক মিথ্যা বক্তা ও
৫ সত্যতা তাহার মধ্যে নহে। কিন্তু যে কেহ পালন করে তাহার কথা তাহার মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম নিতান্ত শুদ্ধ হইয়াছে ইহাতে আমরা জানি যে আমরা
৬ তাহার মধ্যে। যে বলে আমি থাকি তাহাতে তাহার আবশ্যক আছে চলিতে যেমন তিনি চলিলেন।

৭ ভাইরে আমি নুতন আজ্ঞা লেখি না তোমারদিগকে কিন্তু সে পুরাতন আজ্ঞা যাহা ছিল তোমারদের সহিৎ প্রথমাবধি পুরাতন আজ্ঞা সেই কথা যাহা তোমরা ৮ শুনিলা প্রথমাবধি। পুনর্ব্বার আমি নুতন আজ্ঞা লেখি তোমারদিগকে যাহা সত্য তাঁহার ও তোমারদের মধ্যে একারণ অন্ধকার বহিয়াছে এবং সত্য দীপ্তি এখন ৯ উজ্জ্বল করে। যে জন তাহার ভাইকে ঘৃন্না করে ও বলে আমি দীপ্তিতে সে অন্ধকারে এখন পর্য্যন্ত। ১০ যে জন প্রেম করে তাহার ভাইকে সে থাকে দীপ্তিতে ১১ ও তাহার মধ্যে বাধক নহে। কিন্তু যে কেহ তাহার ভাইকে ঘৃন্না করে সে অন্ধকারে আছে ও অন্ধকারে চলে এবং জানে না কোথায় যায় একারন সে অন্ধকার অন্ধ করাইয়াছে তাহার চক্ষু।

১২ শিশুরে আমি লেখি তোমারদিগকে একারন তোমারদের পাপ মাফ হইয়াছে তাহার নাম দিয়া। ১৩ পিতাহে আমি লেখি তোমারদিগকে একারন তোমরা জানিয়াছ তাহাকে যিনি আছেন প্রথমাবধি। হে যুবা আমি লেখি তোমারদিগকে একারন তোমরা জিনিয়াছ সে দুষ্ট জনকে। শিশুরে আমি লেখি তোমারদিগকে ১৪ একারন তোমরা পিতাকে জানিতে পাইয়াছ। পিতাহে আমি লেখিয়াছি তোমারদিগকে একারন তোমরা জানিয়াছ তাঁহাকে যিনি আছেন প্রথমাবধি। যুবারে আমি লেখিয়াছি তোমারদিগকে একারন তোমরা বলবান হইয়াছ ও ঈশ্বরের বাক্য থাকে তোমারদের ১৫ মধ্যে ও তোমরা জিনিয়াছ সে দুষ্ট জনকে। জগত

ও জগতের বস্তুকে প্রেম করিও না। যদি কেহ প্রেম করে এ জগতকে তবে পিতার প্রেম তাহাতে নহে।
১৬ একারন সমস্ত যাহা পৃথিবীতে শরীরের কাম চক্ষুর কাম ও আচারের অহঃঙ্কার পিতা হইতে নহে কিন্তু
১৭ জগত হইতে। জগত ও তাহার অভিলাষ বহিযা যায় কিন্তু যে কেহ করে ঈশ্বরের ইচ্ছা সে নিরবধি থাকে।

১৮ শিশুরে এ আছে শেষ কাল ও যে মত তোমরা শুনিতে পাইয়াছ যে বিপরিত খ্রীষ্ট আসিবে সে মত এখন অনেক বিপরিত খ্রীষ্ট আছে যাহাতে আমরা
১৯ জানি এ আছে শেষ কাল। তাহারা গেল আমারদিগ হইতে কিন্তু তাহারা ছিল না আমারদিগের একারন যদি আমারদের হইত তবে অবশ্য থাকিত আমারদের
২০ সহিৎ। কিন্তু ইহা ছিল তাহারদিগকে প্রকাশ করিতে একারন সকল লোক আমারদের নহে। কিন্তু তোমারদের এক অভিশেক আছে ধর্ম্ম হইতে
২১ এবং তোমরা সকলে জান। আমি লেখিলাম না তোমারদিগকে তোমরা সত্যতা না জাননার্থে কিন্তু একারন তাহা জান এ নিমিত্ত প্রতি মিথ্যা কথা সত্যতা
২২ হইতে নহে। মিথ্যা বক্তা কে তাহা বিনা যে নৈরাষ করে যে য়েশু আছেন খ্রীষ্ট। এই বিপরিত
২৩ খ্রীষ্ট যে নৈরাষ করে পিতা ও পুত্রকে। প্রতি জন যে নৈরাষ করে পুত্রকে পিতা তাহার নহে কিন্তু যে
২৪ কেহ পুত্রকে গ্রহন করে পিতা ও তাহার। অতএব যাহা তোমরা শুনিয়াছ প্রথমাবধি তাহা থাকুক

তোমারদের মধ্যে। ও যে কথা তোমরা শুনিলা প্রথমাবধি তাহা তোমারদের মধ্যে থাকিলে
২৫ তোমরা ও থাকিবে পুত্র ও পিতার মধ্যে। যে অঙ্গিকার তিনি করিয়াছেন আমারদিগকে তাহা অনন্ত
২৬ পরমায়ু বটে। আমি এ কথা লেখিয়াছি তোমারদিগকে তাহারদের বিষয় যাহারা ফাঁকি দেয় তোমারদিগকে।
২৭ যে অভিশেক তোমরা পাইয়াছ তাঁহা হইতে তাহা ও থাকে তোমারদের মধ্যে ও তোমারদের আবশ্যক নহে যে কোন কেহ শিক্ষাইবে তোমারদিগকে। কিন্তু যে মত সে অভিশেক শিক্ষায় তোমারদিগকে সকলের বিষয় এবং তাহা আছে সত্য ও মিথ্যা নহে থাক তাহার মধ্যে যেমন তাহা শিক্ষাইয়াছে তোমারদিগকে।
২৮ বটে শিশুরে থাক তাহার মধ্যে। তাহাতে তিনি দেখা দিলে আমরা সাহসি হইতে পারিব ও লজ্জা পাইব না তাহার সম্মুখে তাহার আগমন কালে।

২৯ তোমরা সে প্রকৃতার্থিককে জ্ঞাত হইয়াছ অতএব জানিবা যে জন্ম হইয়াছে তাহা হইতে সে প্রতি জন

পত্র ৩

প্রকৃতার্থিক আছে। দেখ পিতা কি মত প্রেম করিয়াছেন আমারদিগকে যে আমরা ঈশ্বরের শিশু খ্যাত হইতে পারি। অতএব জগত জানে না
২ আমারদিগকে একারন তাহাকে জানিল না। প্রেমি এখন আমরা হইয়াছি ঈশ্বরের শিশু এবং কি হইব তাহা এখন প্রকাশ নহে কিন্তু আমরা জানি তিনি প্রকাশ হইলে আমরা হইব তাহার রূপে

একারন আমরা দেখিব তাহাকে যেমন আছেন।
৩ ও প্রতি জন যাহাতে এ ভরসা পরিষ্কার করে
৪ আপনাকে যে মত তিনি পরিষ্কার। প্রতি জন
যে পাপ করে সে ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে একারন পাপ
৫ ব্যবস্থা লঙ্ঘন ও তোমরা জান যে তিনি প্রকাশ
হইয়া ছিলেন যাওিতে আমারদের পাপ ও কিছু পাপ
৬ তাহার মধ্যে নহে। যে জন থাকে তাহাতে সে
পাপ করে না প্রতি জন যে পাপ করে তাহাকে না দেখি
৭ য়াছে না জানিয়াছে। শিশুরে কোন কেহ ফাঁকি
দেওক না তোমারদিগকে। যে জন ধর্ম্ম করে
৮ সে ধার্ম্মিক যে মত তিনি আপনি ধার্ম্মিক। যে পাপ
করে সে সয়তানের একারন সয়তান পাপ করিতেছে
প্রথমাবধি এ হেতু ঈশ্বরের পুত্র প্রকাশ হইলেন
৯ সয়তানের ক্রিয়া বিনাশ করিতে। প্রতি জন যে জন্ম
হইয়াছে ঈশ্বর হইতে সে পাপ করে না একারন
তাহার বীজ থাকে তাহার মধ্যে ও সে ভগবান হইতে
১০ জন্ম হইলে পাপ করিতে পারে না। ইহাতে ঈশ্বরের
শিশু ও সয়তানের শিশু প্রকাশ হয়। প্রতি জন যে
প্রকৃতার্থ করে না সে ঈশ্বরের নহে কিম্বা যে প্রেম
১১ করে না তাহার ভাইকে। একারন এ সে কথা
যাহা তোমরা শুনিলা প্রথমাবধি যে আমরা পরস্পর
১২ প্রেম করে। কীনের মত নহে যে ছিল সে দুষ্ট
জন হইতে ও বধ করিল তাহার ভাইকে। এবং
কি কারন খুন করিল তাহাকে। একারন তাহার
১৩ আপনার কার্য্য দুষ্ট ও তাহার ভ্রাতার প্রকৃত। আমার

ভাইরে জগত তোমারদিগকে ঘৃন্না করিলে চমৎকৃত
১৪ হইও না। আমরা জানি যে আমরা মৃত্যু ছাড়িয়া
জীবনে আসিয়াছি একারন ভ্রাতাগনকে প্রেম করি।
যে জন তাহার ভাইকে প্রেম করে না সে থাকে মৃত্যুর
১৫ মধ্যে। প্রতি জন যে ঘৃন্না করে তাহার ভ্রাতাকে সে
আছে খুন কর্ত্তা ও তোমরা জান যে কোন খুন কর্ত্তার
১৬ অনন্ত পরমায়ু নহে তাহার মধ্যে। ইহাতে আমরা
জানি তাহার প্রেম একারন আপনার প্রান দিয়াছেন
আমারদের কারন ও আমারদের উচিৎ আমারদের
১৭ প্রান দিতে ভ্রাতারদের কারন। কিন্তু যদি কাহার
এ জগতের ধন হইলে তাহার ভ্রাতার তন্নাস্তি দেখিয়া
বন্ধ করে তাহার অন্তর তাহা হইতে তবে ভগবানের
১৮ প্রেম বাস করে তাহার মধ্যে কেমনে। আমার
শিশুরে প্রেম করি না আমরা কথা কিম্বা জিহ্বাতে কিন্তু
১৯ ক্রিয়া ও সত্যতাতে। ইহাতে ও আমরা জানিতে
পারি যে আমরা সত্যতা হইতে ও আমারদের অন্তঃ
করনকে স্থির করিতে পারি তাহার সম্মুখে।
২০ একারন যদি আমারদের অন্তঃকরন আমারদের দোষা
ঘাত করে তবে ভগবান আমারদের অন্তঃকরন হইতে
২১ বড় ও সকলি জানেন। প্রেমিরে যদি আমারদের
অন্তঃকরন আমারদের দোষাঘাত করে না তবে আমার
২২ দের সাহস আছে ঈশ্বরের দিগে। এবং যাহা২
আমরা চাহি তাহার স্থানে তাহা আমরা পাই একারন
আমরা পালন করি তাহার আজ্ঞাকে ও সে কার্য্যে
২৩ করি যাহা সন্তোষ দেয় তাহার দৃষ্টে। এ তাহার

আজ্ঞা যে আমরা আস্থা করি তাহার পুত্র য়েশু খ্রীষ্টের নামে এবং পরস্পর প্রেম করি যেমন তিনি আজ্ঞা করিলেন
২৪ আমারদিগকে। যে পালন করে তাহার আজ্ঞা সে থাকে তাহাতে এবং তিনি সে লোকে ইহাতে আমরা জানি যে তিনি থাকেন আমারদের মধ্যে সে আত্মাতে যাহা দিয়াছেন আমারদিগকে।

পর্ব্ব ৪ প্রেমিরে আস্থা করিও না প্রতি আত্মাকে কিন্তু তজবিজ কর আত্মারদিগকে যদি ভগবান হইতে কি না একারন অনেক মিথ্যা ভবিষ্যৎ বক্তা পৃথিবীতে
২ গিয়াছে। ইহাতে তোমরা জান ভগবানের আত্মা প্রতি আত্মা যাহা স্বিকার করে যে য়েশু খ্রীষ্ট অবতার
৩ হইলেন তাহা ঈশ্বর হইতে। এ প্রতি আত্মা যে স্বিকার করে না যে য়েশু খ্রীষ্ট অবতার হইলেন তাহা ঈশ্বর হইতে নহে। এই আছে বিপরিত খ্রীষ্ট যাহার কথা শুনিতে পাইয়াছ যে সে আসিবে এখন ও তাহা
৪ আছে জগতে। শিশুরে তোমরা ভগবান হইতে ও জয় করিয়াছ তাহারদিগকে একারন যিনি তোমারদের মধ্যে তিনি তাহা হইতে বড় যে আছে জগতে।
৫ তাহারা হয় জগতে অতএব জগতের কথা কহে ও
৬ জগত শুনে তাহারদের কথা। আমরা ভগবানের যে জন ভগবানকে জানে সে শুনে আমারদের কথা যে ভগবানের নহে সে শুনে না আমারদের কথা। ইহাতে আমরা জানি সত্যতার আত্মা ও চুকের
৭ আত্মা। প্রেমি পরস্পর প্রেম করি আমরা একারন

প্রেম ঈশ্বর হইতে প্রতি জন যে প্রেম করে সে জন্ম
৮ হইয়াছে ঈশ্বর হইতে ও ভগবানকে জানে। যে
প্রেম করে না সে ঈশ্বরকে না জানিয়াছে একারন
৯ ঈশ্বর প্রেম। ইহাতে ঈশ্বরের প্রেম প্রকাশ হইয়াছে
আমারদেরদিগে এ জন্য ঈশ্বর পাঠাইলেন তাঁহার
একি জন্মিত পুত্র এ জগতে আমারদের বাঁচনের জন্য
১০ তাহার করনক। ইহাতে প্রেম আমরা ঈশ্বরকে
প্রেম করিলাম তাহা নহে কিন্তু তিনি প্রেম করিলেন
আমারদিগকে ও তাহার পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন
আমারদের পাপের কারন তোষক ওৎসর্গ হওনের
১১ জন্য। প্রেমিরে যদি ঈশ্বর এ মত প্রেম করিলেন
আমারদিগকে তবে আমারদের আবশ্যক আছে
১২ পরস্পর প্রেম করিতে। কেহ কোন কালে দেখিতে
না পাইয়াছে ঈশ্বরকে। আমরা পরস্পর প্রেম করিলে
ঈশ্বর বাস করেন আমারদের মধ্যে ও তাঁহার প্রেম
শুদ্ধ আছে আমারদের মধ্যে।

১৩ ইহাতে আমরা জানি যে আমরা থাকি তাঁহার
মধ্যে ও তিনি আমারদের মধ্যে একারন তাহার আত্মা
১৪ দিয়াছেন আমারদিগকে। আমরা ও দেখিয়াছি
ও সাক্ষী দেই যে পিতা পাঠাইয়াছেন পুত্রকে জগতের
১৫ ত্রান কর্ত্তা হওনের কারন। যে কেহ স্বিকার করে যে
য়েশু আছেন ভগবানের পুত্র ভগবান বাস করেন
১৬ তাহাতে ও সে ভগবানে। আমরা জানি ও আস্থা
করি ঈশ্বরের সে প্রেম যাহা আমারদেরদিগে।

ঈশ্বর আছেন প্রেম এবং যে বাস করে প্রেমেতে সে
১৭ বাস করে ঈশ্বরে ও ঈশ্বর তাহাতে। এ মত
প্রেম শোধিন আমারদের মধ্যে আমারদের নির্ভয়
হইবারার্থে বিচারের দিনে এ জন্য যেমন তিনি তেমন
১৮ আমরা এ জগতে। প্রেমেতে কিছু ভয় নহে কিন্তু
শুদ্ধ প্রেম বাহিরে ফেলে ভয়কে একারন ভয়ের
ব্যাথা আছে যে জন ভয় করে সে প্রেমেতে শুদ্ধ নহে।
১৯ আমরা প্রেম করি তাহাকে একারন তিনি প্রেম করিলেন
২০ আমারদিগকে প্রথম। যদি কেহ বলে আমি প্রেম
করি ঈশ্বরকে ও ঘৃন্না করে তাহার ভাইকে সে আছে
মিথ্যা বক্তা একারন যে প্রেম না করে তাহার ভাই
যাহাকে দেখিয়াছে সে প্রেম করিবে ভগবান যাঁহাকে
২১ না দেখিয়াছে কেমনে। এবং আমারদের এ আজ্ঞা
তাঁহা হইতে যে কেহ প্রেম করে ঈশ্বরকে তাহার
আবশ্যক আছে প্রেম করিতে তাহার ভাইকে ও।

পর্ব্ব ৫

যে জন আস্থা করে যে য়েশু আছেন খ্রীষ্ট সে
ঈশ্বর হইতে জন্মিত। ও প্রতি জন যে জনককে প্রেম
২ করে সে ও প্রেম করে জন্মিতকে। ঈশ্বরকে
প্রেম করিলে ও তাহার আজ্ঞা পালন করিলে আমরা
জানি যে আমরা প্রেম করি ঈশ্বরের শিশুরদিগকে।
৩ একারন ঈশ্বরের প্রেম এই তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে
৪ তাহার আজ্ঞা ও ভারি নহে। যাহা ঈশ্বর হইতে
জন্মিয়াছে তাহা জগতকে জিনে ও যে জয় জগতকে
৫ জিনে তাহা এই আমারদের ভক্তি। এ জগত

জয়কে সে জন বই যে আস্থা করে যে য়েশু আছেন ঈশ্বরের পুত্র।——

৬ এই তিনি যিনি আইলেন জল ও রক্ত দিয়া তিনি য়েশু খ্রীষ্ট জলে কেবল নহে কিন্তু জল ও রক্ত দিয়া আত্মা ও আপনি সাক্ষী দেয় একারন আত্মা
৭ সত্যতা। তিন হইয়াছে সাক্ষী দিতে২ স্বর্গে পিতা বাক্য ও ধর্ম্মাত্মা এবং এ তিন এক।
৮ তিন ও পৃথিবীতে সাক্ষী দেয় আত্মা জল রক্ত ও
৯ এ তিন একেতে মিলে। যদি আমরা লই মানুষের সাক্ষী তবে ভগবানের সাক্ষী তাহা হইতে বড় একারন এ ঈশ্বরের সাক্ষী যাহা দিয়াছেন তাহার পুত্রের বিষয়।
১০ যে আস্থা করে ভগবানের পুত্রে তাহার নিজ অন্তরে সাক্ষী আছে। কিন্তু যে আস্থা না করে ঈশ্বরকে সে তাহাকে করায় মিথ্যা বক্তা একারন যে সাক্ষী ঈশ্বর দিয়াছেন তাহার পুত্রের বিষয় তাহা আস্থা না
১১ করিয়াছে। এই সে সাক্ষী ঈশ্বর দিয়াছেন অনন্ত পরমায়ু আমারদিগকে ও এ পরমায়ু তাহার পুত্রে।
১২ যাহার আছে পুত্র তাহার আছে জীবন ও যাহার ঈশ্বরের পুত্র নহে জীবন তাহার নহে।——

১৩ আমি ইহা লেখিয়াছি তোমারদিগকে যাহারা বিশ্বাস করে ঈশ্বরের পুত্রে তোমারদের জাননের জন্য যে অনন্ত পরমায়ু তোমারদের ও তোমারদের ঈশ্বরের
১৪ পুত্রের নামে বিশ্বাস করনার্থে। এ ও আমারদের সাহস তাঁহারদিগে যদি আমরা কোন কিছু চাহি

তাঁহার ইচ্ছারানুযাই তবে তিনি শুনেন আমারদিগকে।
১৫ ও যদি আমরা জানি যে তিনি শুনেন আমারদের কথা তবে আমরা জানি যাহাং আমরা চাহি সে নিবেদন পাইব তাহার ঠাঁই।

১৬ যদি কেহ দেখে তাহার ভাই পাপ করে যাহা মৃত্যুতে নহে তবে সে চাহিবে ও তিনি দিবেন জীবন তাহাকে তাহারদের কারন যাহারা পাপ করে যাহা মৃত্যুতে নহে। পাপ আছে যাহা মৃত্যুতে। আমি
১৭ কহি না যে সে কামনা করিবেক তাহার কারন। সমস্ত অযথার্থ আছে পাপ কিন্তু পাপ আছে যাহা মৃত্যুতে
১৮ নহে। আমরা জানি যে কেহ ঈশ্বর হইতে জন্মিয়াছে সে পাপ করে না কিন্তু যে ঈশ্বর হইতে জন্মিত সে আপনাকে রাখে এবং সে দুষ্ট ছোয়ে না
১৯ তাহাকে। আমরা ও জানি আমরা ঈশ্বরের
২০ ও সমস্ত জগত শুইয়া থাকে দুষ্টতাতে। কিন্তু আমরা জানি ঈশ্বরের পুত্র আইলেন ও জ্ঞান দিয়াছেন আমারদিগকে আমারদের তাহাকে জাননের জন্য যিনি সত্য আমরা ও তাহার মধ্যে যিনি আছেন সত্য ও তাহার পুত্র য়েশু খ্রীষ্টে। তিনি সত্যবাদি ভগবান ও অনন্ত পরমায়ু।

২১ শিশুগনরে আপনারদিগকে রক্ষা কর দেব হইতে। আমেন।

য়োহনের দ্বিতীয় সর্ব্বত্র পত্র।

১ প্রাচিন সে মননিত ঠাকুরানী ও তাহার শিশুরদিগিকে
২ যাহারদিগিকে আমি সত্যতাতে প্রেম করি আমি
ও কেবল নহে কিন্তু সকল যাহারা সত্যতা জানে সে
সত্যতার কারন যাহা বাস করে আমারদের মধ্যে ও
৩ যাহা সদাকাল হবে আমারদের সহিৎ অনুগ্রহ
ক্ষেমা ও কুশল হওক তোমারদের সকলের সহিৎ
ঈশ্বর পিতা ও পিতার পুত্র প্রভু য়েশু খ্রীষ্ট হইতে
সত্যতা ও প্রেমে।

৪ আমি বহু আনন্দ করিলাম যখন শুনিতে পাইলাম
তোমার শিশুরদের সত্যতাতে আচরনের কথা সে
আজ্ঞারানুযায়ি যাহা আমরা পাইলাম পিতা হইতে।
৫ এখন ও আমি সাধনা করি তোমাকে ঠাকুরানীভো
যেমন নুতন আজ্ঞা লেখিতাম তোমাকে তেমন নহে
কিন্তু তাহা যাহা আমরা পাইলাম প্রথমাবধি যে
৬ আমরা পরস্পর প্রেম করি। এবং এই প্রেম
যে আমরা তাহার আজ্ঞা মত আচারি। এ সে
আজ্ঞা যাহা তোমরা শুনিয়াছ প্রথমাবধি তোমারদের
৭ তাহাতে চলনের জন্য। একারন অনেক প্রতারক
গিয়াছে জগতে যাহারা স্বীকার করে না যে য়েশু খ্রীষ্ট
অবতার হইয়াছেন। সে আছে প্রতারক ও বিপরিত

৮ খ্রীষ্ট। সাবধান আপনারদিগকে যে আমরা পাছে হরি না তাহা যাহা করিয়াছি কিন্তু পূর্ন্ন ফল যেন ৯ পাই। যে কেহ লঙ্ঘে ও থাকে না খ্রীষ্টের প্রকরনে ঈশ্বর তাহার নহে কিন্তু যে জন থাকে খ্রীষ্টের ১০ প্রকরনে দুহে পিতা ও পুত্র তাহার। যদি কেহ আইসে তোমারদের ঠাঁই ও আনে না এ প্রকরন লইও না তাহাকে তোমারদের ঘরে ও তাহাকে লক্ষ্মী হওক ১১ বলিও না। একারন যে তাহাকে লক্ষ্মী হওক বলে সে তাহার কুক্রিয়ার সহকারি।

১২ অনেক কথা হইয়া লেখিতে তোমারদিগকে আমি তাহা করি না কাগজ কালিতে কিন্তু ভরসা করি তোমার নিকট যাইয়া সন্মুখা সম্মুখে কহিতে আমার ১৩ দের আনন্দ পূর্ন্ন হওনের জন্য। তোমার মনোনিত ভগিনীর শিশুরা নমস্কার করে তোমাকে। আমেন।

য়োহনের তৃতীয় সর্ব্বত্র পত্র।

১ প্রাচিন প্রেমি গাইয়ষকে যাহাকে আমি সত্যতাতে প্রেম করি।

২ প্রেমিরে আমি চাহি যে তোমার ভাগ্য বাড়িবে সকলে যেমন তোমার প্রানের ভাগ্য বাড়ে।

৩ আমি বড় আনন্দ করিলাম যখন ভ্রাতাগন আসিয়া তোমার সত্যতার প্রমান দিল যেমন তুমি চলিতেছ সত্যতাতে।

৪ আমার শিশুগনের সত্যতাতে চলনের সমাচার শুনন হইতে আমার আর বড় আনন্দ নহে।

৫ প্রেমিরে তুমি বিশ্বাসি করিতেছ যাহা করিতেছ ভ্রাতাগন ও বিদেশিরদিগকে

৬ যাহারা তোমার প্রেমের সাক্ষী দিয়াছে মণ্ডলির সদনে যাহারদিগকে তাহার যাত্রায় ঈশ্বর মতে উপগার করিলে ভাল করিবা।

৭ একারন তাহারা গেল তাঁহার নামের জন্য কিছু না লইয়া অন্য বর্ন হইতে।

৮ অতএব আমারদের প্রয়োজন আছে এমন লোককে সুগ্রহন করিতে আমরা সহকর্ত্তা হওনের জন্য।

৯ আমি মণ্ডলিতে লেখিলাম কিন্তু দিয়ত্রেফষ যে প্রধানত্ব চাহে তাহারদের মধ্যে গ্রহন করিল না আমারদিগকে।

১০ অতএব আমি আইলে মনে রাখিব তাহার ক্রিয়া যাহা করে দুর্ম্মতি কথা বকিতে২ আমারদের বিপরিতে এবং তাহা

করিয়া পরিতোষ নহে ভ্রাতাগনকে মর্য্যাদা করে না আপনি ও যাহারা তাহা করিতে চাহে তাহার ১১ দিগকে বারন করে ও ফেলে মণ্ডলি হইতে। প্রেয়িরে মন্দ কার্য্যের সমকারি হইও না কিন্তু ভাল। যে ভাল কার্য্য করে সে ভগবানের কিন্তু যে মন্দ কার্য্য করে ১২ সে ঈশ্বরকে না দেখিয়াছে। দেমেত্রিয়ষের ভাল নাম আছে সকলের ঠাঁই ও সত্যতার ঠাঁই আপনি এবং আমরা সে সাক্ষী দেই ও তোমরা জান যে আমারদের সাক্ষী সত্য।

১৩ আমার অনেক লেখিতে আছে কিন্তু এখন কলম ১৪ কালি দিয়া লেখিব না তোমাকে কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল পরে তোমাকে দেখিতে ও সন্মুখা সন্মুখে কথা কহিতে ভরসা আছে। তোমার কুশল হওক। সকলে নমস্কার করে তোমাকে। নমস্কার কর বন্ধুগনকে নামে২।

য়িহেদার সর্ব্বত্র পত্র।

১ প্রথম পর্ব্ব

১ য়িহোদা য়েশু খ্রীষ্টের সেবক ও যাকুবের ভাই তাহারদিগকে যাহারা ভগবান পিতাতে পবিত্র ও য়েশু খ্রীষ্টে রক্ষা ও নিযোজিত ক্ষেমা কুশল ও প্রেম বৃদ্ধ হওক তোমারদিগকে।

৩ প্রেমিরে তোমারদিগকে লেখিতে সামান্য ভক্তির বিষয় আমার প্রয়োজন হইল যত্ন করিয়া লেখিতে তোমারদিগকে স্তোভ করনার্থে যে তোমরা প্রানপন কর সে ভক্তির কারন যাহা একবার দেয়া গেল পুন্য বানকে। ৪ একারন কতক লোক সুড়ং করিয়া ভিতরে আসিয়াছে যাহারা পূর্ব্ব কাল লেখিত এ দোষা ঘাতের করেন পামর লোক আমারদের ঈশ্বরের অনুগ্রহ কামেতে বদল করিতে২ হেয়জ্ঞান করিতে২ সে এক চক্রবর্ত্তি ও আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টকে। ৫ কিন্তু তোমরা পূর্ব্ব তাহা জানিলে আমি তত্রাপি তোমারদের মনে দিতে চাহি কেমন য়িহহা লোককে মিজর দেশ হইতে ত্রান করিলে সংহার করিলেন তাহারদিগকে যাহারা আস্থা করিল না। ৬ সে দূতগন ও যাহারা আপনারদের প্রথম স্থিতি রাখিল না

কিন্তু তাহারদের নিজ গৃহ ছাড়িল তিনি রক্ষা করি
য়াছেন অখণ্ডন বন্ধে অন্ধকারের নিচে সে বড় দিনের
৭ বিচার পর্য্যন্ত। যে মত ও সদম ও ঊমরা ও তাহার
দের চতুদ্দিগের সহর তাহারদের মত পরদার করিয়া
ও অন্য মাংসের পাছেং বেড়াইয়া নমুনা নিরূপন হইল
৮ অনন্ত অগ্নির জন্ত্রনা ভুঞ্জিতেং। সে মত এ স্বপ্ন
দেখক শরীরকে মল করে তুচ্ছ করে শাসনকে ও
৯ কুকথা কহে মহত্বতার বিষয় কিন্তু মিখাল প্রধান
দূত যখন সয়তানের সহিৎ বাদানুবাদ করিতেং ন্যায়
করিল মোশার শরীরের বিষয় তখন আনিল না নিন্দা
করন ওল্লানা তাহার বিপরিতে কিন্তু বলিল য়িহুহা
১০ বিরক্ত করুন তোমাকে। কিন্তু ইহারা যাহা জানে
না তাহা পাষণ্ডতা করে ও যাহা স্বভাবি জানে অবোধ
১১ জন্তুর মত তাহাতে নষ্ট হইল। সন্তাপ হওক
তাহারদিগকে একারন কীনের পথে গিয়াছে ও
বলআমের চুকেতে দৌড়িয়াছে প্রাপ্তির কারন ও
করাহের বিপরিত কার্য্যে লিপ্ত হইল।——
১২ ইহারা দাগী তোমারদের প্রীত নিমন্ত্রনে তোমারদের
সহিৎ ভোজন কালে নির্ভয় খাইতেং জল হিন মেঘ
লইয়া গেল ঝড়েতে বৃক্ষ যাহার প্রথম মঞ্জরি ম্লান
হইয়াছে ফল হিন দুইবার মৃত্যু উপড়ন
১৩ সমুদ্রের তরঙ্গ আপনারদের লজ্জা ফেনা ভাসিতেং
চঞ্চল নক্ষত্র যাহারদের কারন অন্ধকারের ঘোরতা
১৪ অনন্ত কালে রক্ষা হইয়াছে। এবং হনোখ ও যে
সপ্তম পুরুষ আদম হইতে ভবিষ্যৎ বাক্য কহিল

তাহারদের বিপরিতে বলিয়া দেখ য়িহুহা আসিতেছেন
১৫ তাঁহার কুটিং পুন্য জন মাতে করিয়া। সকলকে
শাস্তি দিতে ও সকল অধার্ম্মিককে অপমান
করিতে সকল অধর্ম্ম ক্রিয়ার বিষয় যাহা অধর্ম্ম
করিয়াছে এবং সকল শক্ত কথা যাহা অধার্ম্মিক
পাপি লোক কহিয়াছে তাহার বিপরিতে।
১৬ ইহারা কচকচা নারাজি চলিতেং আপনারদের
কামেরানুযায়ি এবং তাহারদের মুখ বলে বড় গর্ব্বী
কথা লোককে মুখাবলোকন করিয়া লভ্যের কারন।
১৭ কিন্তু প্রেয়িরে যে কথা আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের
প্রেরিত পূর্ব্ব কহিল তাহা মনে লও। একারন তাহারা
১৮ বলিল তোমারদিগকে শেষ কালে নিন্দা কর্ত্তা আসিবে
করিতেং আপনারদের অধর্ম্ম কামেরানুযায়ি।
১৯ এ সে লোক যাহারা আপনারদিগকে আলাদা করে
২০ সংশারিক যাহারদের ধর্ম্মাত্মা নহে। কিন্তু
তোমরা প্রেয়ি আপনারদিগকে তোমারদের মহা পুন্য
ভক্তির ওপর গাঁথিতেং কামনা করিতেং ধর্ম্মাত্মাতে
২১ আপনারদিগকে রক্ষা কর ঈশ্বরের প্রেমে অপিক্ষা
করিতেং আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের ক্ষেমার কারন
২২ অনন্ত পুমায়ু পর্য্যন্ত। কাহাকেং দয়া কর ভেদ
২৩ করিয়া। ও অন্যকে ত্রান কর ভয় করিয়া
তাহারদিগকে টানিতেং অগ্নি হইতে ঘৃন্না করিয়া সে
বস্ত্র যাহা মাংসতে দাগি আছে।
২৪ এখন তাঁহাকে যিনি রক্ষা করিতে পারেন তোমার
দিগকে পড়ন হইতে ও তাঁহার তেজের সাক্ষাতে দোষ

হিন দিতে পারেন তোমারদিগকে অতি বিস্তর অনন্দে
২৫ এক জ্ঞানবান ভগবান আমারদের ত্রান কর্ত্তাকে স্তব
ও সম্পদ ও রাজ্য ও বিক্রম হওক এখন ও সকল
পুরুষানুক্রমে । আমেন ।

যাহা প্রকাশিত য়োহন মঙ্গল সমাচার বক্তার ঠাঁই।

প্রথম পর্ব্ব

১ যেশু খ্রীষ্ট হইতে প্রকাশ যাহা ঈশ্বর দিলেন তাহাকে তাহা দেখাইতে তাহার সেবকেরদিগকে যাহাং শীঘ্র হইবার জুয়ায় ও তিনি তাহার দূত পাঠাইয়া বুঝাইলেন
২ তাহা তাহার সেবক য়োহনের স্থানে যে ঈশ্বরের কথাতে ও যেশু খ্রীষ্টের সাক্ষী ও যাহাং দেখি তাহা
৩ সকলের প্রমান দিল। যে পাঠ করে ও যাহারা অবধান করে এ ভবিষ্যৎ বাক্যকে ও মানে সে কথা যাহা লিখি হইল তাহার মধ্যে তাহারা ধন্য একারণ কাল সান্নিধ্য।

৪ য়োহন আসিয়ার সপ্তম মণ্ডলিকে অনুগ্রহ ও কুশল হওক তোমারদিগকে তাঁহা হইতে যিনি বর্ত্তমান ও অতিত ও ভবিষ্যত এবং সে সাত আত্মা
৫ হইতে যাহারা তাহার সিংহাসনের সন্মুখে ও যেশু খ্রীষ্ট বিশ্বাসি সাক্ষী হইতে যিনি মৃত্যু হইতে প্রথম জন্মিত ও পৃথিবীর রাজার পতি তাহাকে যিনি আপনার রক্ত দিয়া ধুইয়া ফেলিয়াছেন আমারদের
৬ পাপ ও করিয়াছেন আমারদিগকে রাজা ও যাজক

ভগীবান তাহার পিতার স্থানে তাহাকে হওক স্তব ও পরাক্রম সদাসর্ব্বক্ষনে। আমেন।——

৭ দেখ তিনি মেঘে আইসেন ও প্রতি চক্ষু দেখিবেক তাহাকে যাহারা বিন্ধিয়া ফেলিল তাহাকে ও পৃথিবীর সমস্ত গোষ্ঠি রোদন করিবে তাহার কারন। বটে

৮ আমেন। আমি ক এবং ক্ষ প্রথম ও শেষ বলেন য়িহুহা যিনি বর্ত্তমান ও অতিত ও ভবিষ্যৎ তিনি সর্ব্বশক্তি।——

৯ আমি য়োহন যে তোমারদের ভাই ও সহায় য়েশু খ্রীষ্টের দুঃখ ও রাজ্য ও ধৈর্য্যতায় ছিলাম পাত্ম নামে উপদিপে ঈশ্বরের বাক্য ও য়েশু খ্রীষ্টের সাক্ষীর

১০ কারন। প্রভুর দিনে আমি আত্মাতে ছিলাম এবং আমার পশ্চাত শুনিলাম এক বড় ধ্বনি তুরির বাজনের

১১ মত। কহিতেং আমি ক এবং ক্ষ প্রথম ও শেষ যাহা দেখিতে পাইতেছ তাহা পুস্তকে লেখ পরে পাঠাও আসিয়ার সাত মণ্ডলিতে এফেসস ও স্মর্ন্না ও পর্গামষ ও তয়াটীরা ও সার্দিস ও

১২ ফিলাদেল্ফিয়া ও লাওদিকেয়ায়। তখন আমি ফিরিলাম দেখিতে কি রব বলিল আমাকে এবং

১৩ ফিরলে দেখিলাম সাতটা স্বর্ন্ন প্রদীপ ও সাত প্রদীপের মধ্যে স্থানে এক জন মনুষ্যের পুত্রের মত লম্বা জামা দিয়া পরিধান হইয়া পা পর্য্যন্ত ও বুক

১৪ বন্ধিত স্বর্ন্ন বন্ধ দিয়া। তাহার মাথা ও চুল ধোলা মেষের লোমের মত বরফের ন্যায় শুক্ল বর্ন্ন ও তাহার

১৪ চক্ষু আগুনের শিখার সদৃশ ও তাহার পাঁ ব্যাঙ্গী পিতলের মত যাহা সাঁচটা হইয়া ছিল আঘরে ও
১৫ তাহার রব যেমন অনেক জলের শব্দ তাহার দক্ষিন হস্তে ও সাতটা নক্ষত্র ও তাহার মুখ হইতে বাহিরিল একটা তীক্ষ্ণ দুই ধাঁর তলোয়ার ও তাহার মুখ সুর্য্যের মত যখন মহা তেজ করে ।
১৭ আমি তাহাকে দেখিয়া মৃত্যুর ন্যায় পড়িলাম তাহার চরনে তখন তিনি তাহার দক্ষিন হস্ত আমার ওপর
১৮ দিয়া বলিলেন ভয় না আমি প্রথম ও শেষ আমি তিনি যে জীবত আছি ও মৃত্যু ছিলাম ও দেখ আমি জীবত আছি সদাসর্ব্বক্ষনে আমেন । এবং অদর্শন
১৯ জাত ও মৃত্যুর চোড়ান আমার । যাহা দেখিতে পাইবা ও যাহা আছে ও যাহা হবে ইহার পর তাহা
২০ সকল লেখ । সে সাত নক্ষত্রের অন্তাত যাহা দেখিতেছ আমার দক্ষিন হস্তে ও স্বর্ম প্রদীপ এ তাহারদের বিষয় সে সাত তারা সাত মণ্ডলির দূত ও সে সাত প্রদীপ যাহা দেখিতেছ সেই সাত মণ্ডলি ।

পর্ব্ব ২ এ কথা লেখ এফেসসের মণ্ডলির দূতকে বলেন তিনি সে সাত তারা তাহার দক্ষিন হস্তে ধরিয়া ও
২ সে সাত স্বর্ন প্রদীপের মধ্যেখানে বেড়াইয়া আমি জানি তোমার কর্ম্ম ও পরাক্রম ও ধৈর্য্যতা যে কুকর্ত্তাকে সহিষ্ণুতা করিতে পার না ও যাহারা আপনারদিগকে বলে প্রেরিত কিন্তু তাহা নহে তাহারদের পরিক্ষা

৩ করিয়া তাহারদিগকে পাইয়াছে মিথ্যা বক্তা ও সহিয়াছ ও ধৈর্য্য ও পরিশ্রম করিয়াছে আমার
৪ নামেরার্থে ও শ্রান্ত না হইয়াছ। কিন্তু তুমি ছাড়িয়াছ তোমার প্রথম প্রেম অতএব আমার কিছু তোমার
৫ বিপরিতে। স্মরন কর কোথা হইতে পড়িয়াছ ও খেদ কঁর ও তোমার প্রথম ক্রিয়া কর ইহা না করিলে আমি শীঘ্র আসিব তোমার ঠাঁই ও তুমি খেদ না করিলে
৬ লইয়া যাব তোমার প্রদীপ তাহার স্থান হইতে। কিন্তু তোমার এ আছে তুমি ঘৃন্না করিতেছ নিকোলাইতনের
৭ ক্রিয়া যাহা আমি ও ঘৃন্না করি। যাহার শুনিবার কর্ন্ন আছে সে শুনুক আত্মা কি বলে মণ্ডলিকে যে জন জয় করে তাহাকে আমি খাইতে দিব জীবনের বৃক্ষের ফল যাহা ঈশ্বরের ফারদীশে।
৮ এবং স্মর্ন্নার মণ্ডলির দূতকে এ কথা লেখ বলেন প্রথম ও শেষ যিনি মৃত্য ছিলেন ও জীবত আছেন
৯ আমি জানি তোমার কার্য্য ও কষ্ট ও তর্ন্নাস্তি কিন্তু তুমি ধনবান আমি ও জানি তাহারদের পাষণ্ডতা যাহারা আপনারদিগকে বলে য়িহোদী কিন্তু তাহা নহে তাহারা
১০ বটে সয়তানের সিনগগ। তাহা কিছু ভয় করিও না যাহা তোমারদের সহিতে হইবে দেখ সয়তান কারাগারে ফেলিবে তোমারদের কতক লোককে তোমারদের পরিক্ষার জন্য ও তোমরা দশ দিন দুঃখ পাইবা কিন্তু বিশ্বাসি হও মৃত্যু পর্য্যন্ত ও আমি
১১ জীবনের মুকুট দিব তোমাকে। যাহার শুনিবার কর্ন্ন আছে সে শুনুক আত্মা কি বলে মণ্ডলিকে যে

জন জয়-করে সে দ্বিতীয় মৃত্যুতে হিংসা পাইবে না।

১২ এবং পর্গামষের মণ্ডলির দূতকে এ কথা লেখ
১৩ বলেন তিনি যাহার সে তীক্ষ্ণ দুইধার তলোয়ার আমি জানি তোমার কার্য্য ও তুমি কোথায় বসতি করিতেছ তাহা যেখানে সয়তানের আসন তুমি ও শক্ত ধরিতেছ আমার নাম ও আমার ভক্তি হেয়জ্ঞান না করিয়াছ সে দিনে যাহাতে আন্তিপাষ ছিল আমার বিশ্বাসি সাক্ষী যে খুন হইল তোমারদের মধ্যে যেখানে সয়তানের
১৪ বসতি। কিন্তু যাহারা ধরে বলআমের প্রকরণ যে শিক্ষাইল বলাককে বাধা ফেলিতে য়িশরালের সন্তানের আগে দেবতার প্রসাদ খাইতে ও পরদার করিতে তাহারা তোমার স্বস্থানে হইলে আমার কিছু
১৫ আছে তোমার বিপরিতে। সে মত তোমার আছে যাহারা ধরে নিকোলাইতনের প্রকরণ যাহা আমি ঘৃন্না করি।
১৬ খেদ কর তাহা না করিলে আমি তোমার ঠাঁই শীঘ্র আসিয়া যুদ্ধ করিব তাহারদের সহিৎ আমার মুখের
১৭ তলোয়ার দিয়া। যাহার শুনিবার কর্ন্ন আছে সে শুনুক আত্মা কি বলে মণ্ডলিকে যে জন জয় করে তাহাকে দিব গুপ্ত মান খাইতে তাহাকে ও দিব এক ধলা পাথর ও সে পাথরে এক নুতন নাম লেখা যাহা কেহ জানে না তাহার ব্যতিরেক যে পায় তাহা।
১৮ এবং তয়াটীরার মণ্ডলির দূতকে ইহা লেখ বলেন ঈশ্বরের পুত্র যাহার চক্ষু অগ্নির শিখার মত ও

১৯ তাঁহার পা ব্যাশী পিত্তলের মত আমি জানি তোমার ক্রিয়া ও প্রেম ও সেবা ও ভক্তি ও ধৈর্য্য ও কার্য্য
২০ তাহাতে শেষ প্রথম হইতে অধিক। কিন্তু সে যাইযা আইজবল যে আপনি বলে ভবিষ্যৎ বক্তা শিক্ষা করাইতে ও ভুক্লামি করিতে দিয়াছ আমার দাসকে পরদার করন ও দেবতার প্রসাদ খাওনার্থে অতএব আমার কিছু আছে তোমার বিপরিতে।
২১ আমি তাহাকে তাহার পরদারের খেদ করিবার সময়
২২ দিলাম কিন্তু সে খেদ করিল না। দেখ আমি ফেলিব তাহাকে এক বিছানায় ও যাহারা পরদার করে তাহার সহিৎ বড় দুর্গতিতে তাহারদের কুকার্য্যে খেদ
২৩ না করিলে তাহার শিশুগনকে ও মৃত্যু দিয়া বধ করিব তাহাতে সকল মণ্ডলি জানিতে পাইবে যে আমি পাঁজর এবং অন্তঃকরণ বিচারক আমি ও দিব তোমারদের
২৪ প্রতি জনকে তোমারদের ক্রিয়ারানুযায়ি। কিন্তু আমি কহি তোমারদিগকে ও তয়াটীরার অন্য লোককে যত লোক এ প্রকরণ ধরে না ও যাহারা সয়তানের গভীর না জানিয়াছে যেমন তাহারা বলে আমি আর
২৫ কোন ভার দিব না তোমারদের ওপর। কিন্তু তোমার দের যাহা আছে তাহা শক্ত ধর আমার আগমন পর্য্যন্ত।
২৬ যে জয় করে ও মানে আমার কার্য্য শেষ পর্য্যন্ত
২৭ তাহাকে বিক্রম দিব বার্ন্নেরদের ওপর সে লোহার দণ্ড দিয়া কর্তৃত্ব করিবেক তাহারদিগকে তাহারা চুর্ন্ন করিতে হবে কুমারের পাত্রের মত যেমন আমি পাইলাম
২৮ আমার পিতা হইতে। আমি ও দিব পোয়াতা তারা

২৯ তাহাকে। যাহার শুনিবার কর্ণ সে শুনুক আত্মা কি বলে মণ্ডলিকে।

পর্ব্ব ইহা ও লেখ সার্দ্দিসের মণ্ডলির দূতকে বলেন তিনি
৩ যাহার আছে ঈশ্বরের সাত আত্মা ও সাত তারা আমি জানি তোমার ক্রিয়া যে তোমার জীবত নাম
২ আছে কিন্তু মৃত্যু হইয়াছ। চৌকিযুক্ত হও ও যাহা থাকে যাহা মরিবার প্রায় তাহা শক্ত করাও একারন তোমার ক্রিয়া পূর্ন্নং না পাইয়াছি ভগবানের
৩ গোচরে। অতএব যে মত পাইয়াছ ও শুনিয়াছ তাহা মনে কর ও শক্ত ধর ও খেদ কর অতএব তুমি চৌকি না দিলে আসিব তোমার ঠাঁই চোরের মতে ও তুমি জানিতে পাইবা না কোন সময় আসিব তোমার
৪ ঠাঁই। সার্দ্দিসে তোমার অল্প নাম আছে যাহারা পরিচ্ছদ মলা না করিয়াছে তাহারা যোগ্য অতএব বেড়াইতে
৫ পাইবে আমার সহিৎ শুক্ল বর্ন্ন পরিচ্ছদে। যে জিনে সে শুক্ল বস্ত্র পরিধান হবে ও আমি কাটিব না তাহার নাম জীবনের পুস্তক হইতে কিন্তু স্বিকার করিব তাহার নাম আমার পিতা ও তাঁহার দূতের সন্মুখে।
৬ যাহার শুনিবার কর্ন্ন আছে সে শুনুক আত্মা কি বলে মণ্ডলিকে।

৭ এবং ফিলাদেল্ফিয়ার মণ্ডলির দূতকে ইহা লেখ বলেন তিনি ধর্ম্ম ও সত্য যাহার আছে দাঔদের জোড়ান যিনি খুলিলে কেহ বন্ধ করে না ও বন্ধ করিলে
৮ কেহ খুলে না আমি জানি তোমার ক্রিয়া দেখ আমি এক মুখল দ্বার থুইয়াছি তোমার সন্মুখে ও কেহ

রুদ্ধ করিতে পারে না তাহা   একারন তোমার আছে
কিঞ্চিত বল ও আমার কথা মানিয়াছ ও আমার নাম
৯ হেয়জ্ঞান না করিয়াছ।   দেখ যাহারা সয়তানের
সিনগোের লোক যাহারা আপনারদিগকে বলে যিহোদী
ও তাহা নহে কিন্তু মিথ্যা কথা কহে তাহারদিগকে
আমি দিব   দেখ আমি তাহারদিগকে আনিয়া ভজন
করাইব তোমার চরনে ও তাহারা জানিবে যে
১০ আমি প্রেম করিয়াছি তোমাকে।   তুমি রক্ষা
করিয়াছ আমার ধৈর্য্য কথা সেকারন আমি ও রক্ষা
করিব তোমাকে পরিক্ষা দণ্ডে যাহা আসিবে সকল
জগতের ওপর পরিক্ষা করিতে পৃথিবীর সকল
১১ প্রজাগনকে।   দেখ আমি শীঘ্র আসিব যাহা
আছে তোমার তাহা শক্ত ধর   কেহ তোমার মুকুট
১২ যেন না লয়   যে জিনে তাহাকে আমি করিব এক
স্তম্ভ আমার ঈশ্বরের ঘরে এবং সে আর কখন
বাহিরে যাইবেক না আমার ঈশ্বরের নাম ও লেখিব
তাহার ওপর ও আমার ঈশ্বরের সহরের নাম
তাহা নূতন য়িরোশলম   যাহা স্বর্গ থাকিয়া নামিল
আমার ঈশ্বর হইতে   এবং আমার নূতন নাম ও।
১৩ যাহার শুনিবার কর্ন সে শুনুক আত্মা কি বলে
মণ্ডলিকে।

১৪ এবং লাওদিক্যেয়ার মণ্ডলির দূতকে ইহা লেখ
বলেন তিনি আমেন বিশ্বাসি ও সত্য সাক্ষী ঈশ্বরের
১৫ সৃষ্টির আরম্ভ   আমি জানি তোমার ক্রিয়া তুমি
শীতল নহ তপ্ত নহ আমি আসা করি যে তুমি

১৬ শীতল কি তপ্ত হইতা। অতএব শীতল নহে তপ্ত
নহে কিন্তু জুড়ান হইলে আমি ওগ্লিব তোমাকে
১৭ আমার মুখ হইতে। তুমি বলিতেছ আমি ধনবান ও
ধনে বাড়িয়াছি ও আমার কিছু অভাব নহে কিন্তু
জ্ঞাত নহ যে তুমি কাঙ্গাল ও দিনহিন ও গরিব ও অন্ধ
১৮ ও ঙলঙ্গ আমি পরামর্শ দেই তোমাকে পরখিয়ি
স্বর্ন্ন কেন আমার ঠাঁই ধনবান হওনের জন্য ও শুক্ল
পরিচ্ছদ আচ্ছাদিত হওনের জন্য ও তোমার ঙলঙ্গতার
লজ্জা দর্শন না হওনের জন্য তোমার চক্ষু ও চক্ষের
১৯ ঔষধ দিয়া লেপ তোমার দেখনের কারন। যত লোক
আমি প্রেম করি তত লোককে দিকক্ত করি ও সাজা
২০ দেই অতএব তপ্ত হও ও খেদ কর। দেখ আমি ডাণ্ডাই
দ্বারের কাছে ও ঘাতি যদি কোন কেহ আমার রব
শুনিয়া কপাট খুলে তবে আমি ঘরে আসিব তাহার
ঠাঁই ও রাত্রে ভোজন করিব তাহার সহিৎ ও সেঁ
২১ আমার সহিৎ। যে জয় করে তাহাকে বসিতে
দিব আমার সহিৎ আমার সিংহাসনের ওপর যে
মত আমি জয় করিলাম ও বসি আমার পিতার সহিৎ
২২ তাহার সিংহাসনের ওপর। যাহার শুনিবার কর্ন্ন
আছে সে শুনুক আত্মা কি বলে মণ্ডলিকে।

পর্ব্ব ৪ ইহার পর আমি দৃষ্টি করিলাম এবং দেখ এক
মুখলা দ্বার স্বর্গে তখন প্রথম রব যাহা শুনিলাম
ছিল তুরির মত কথা কহিতে২ আমার সহিৎ ও তাহা
বলিল এখানে আইস আমি দেখাইব তোমাকে যাহা২

২ হবে ইহার পরে। সত্তর আমি ছিলাম আত্মায় এবং দেখ এক সিংহাসন স্বর্গে থুয়া গেল এক জন
৩ ও সিংহাসনে বসিয়া। যিনি বসিলেন তাঁহার দর্শন ছিল জবরজদ ও আকিক পাথরের মত এক ধনুক ও পান্নার মত সে সিংহাসনের চতুর্দ্দিগে।
৪ সে সিংহাসনের চতুর্দ্দিগে ও চব্বিশ আসন এবং সে চব্বিশ আসনের ওপর দেখিলাম চব্বিশ প্রাচিন লোক বসিয়া শুক্ল বর্ন পরিচ্ছদে তাহারদের মাথায়
৫ ও স্বর্ন্নের মুকুট। বিদ্যুত ও মেঘগর্জ্জন ও রব বাহিরিল সে সিংহাসন হইতে। এবং সাত প্রজ্বলিত প্রদীপ নিত্য জালিল সে সিংহাসনের সন্মুখে
৬ যাহা ভগবানের সাত আত্মা। কাঁচের এক সমুদ্র ও স্ফটিকের মত সিংহাসনের সন্মুখে। এবং সিংহাসন ও চক্রাকারের মধ্য স্থলে চারি জন্তু চক্ষু
৭ পূর্ন্নিৎ অগ্রে ও পাছে। প্রথম জন্তু সিংহের মত দ্বিতীয় বাছুরের মত তৃতীয় জন্তুর মুখ ছিল মানুষের মত ও চতুর্থ জন্তু ছিল এক ওড়ণীয়া নজরের মত এবং
৮ সে চারি জন্তুর ছিল এৈকেকের ছয়টা ডেনা চতুর্দ্দিগে ভিতরে ও তাহারা ছিল চক্ষু পূর্ন্নিৎ তাহারা ও দিবা রাত্রি বিশ্রাম করে না বলিতেং ধর্ম্ম ধর্ম্ম ধর্ম্ম যিহহা সর্ব্বশক্তি ঈশ্বর যিনি আছিত ও বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ।
৯ সে জন্তু তাহাকে যিনি বসেন সিংহাসনের ওপর যিনি সদা সর্ব্বক্ষন জীবৎ স্তব ও সম্ভ্রম ও স্তুতি করিতেং
১০ চব্বিশ প্রাচিন লোক তাহারদের সন্মুখে পড়িয়া ভজনা করিল তাহাকে যিনি বসেন সিংহাসনের

ওপর যিনি সর্ব্বাসর্ব্বক্ষন জীবত পরে তাহারদের মুকুট
১১ ফেলিল সিংহাসনের সম্মুখে বলিতেং। হে যিহহো
তুমি স্তব ও সম্ভ্রম ও পরাক্রম পাইতে যোগ্য একারণ
তুমি সৃজন করিয়াছ সকলকে ও তোমার মানসার্থে
তাহা সকল হয় ও সৃজন হইল।

পর্ব্ব ৫

তাহার দক্ষিন হস্তে যিনি বসিলেন সিংহাসনের
ওপর আমি দেখিলাম এক পুতি ভিতরে বাহিরে লেখা
২ ও সাত মহর দিয়া খামকরা। আমি ও দেখিলাম
এক বলবান দুত মহা ধ্বনি করিয়া চেড়ি দিতেং বলিল
৩ পুতি খুলিতে ও খামকরা খুলিতে যোগ্য কে। তখন
স্বর্গ কিম্বা পৃথিবী কিম্বা পৃথিবীর নিচে সে পুতি
খুলিতে কিম্বা তাহাতে দৃষ্টি করিতে কাহাকে ও পায়া
৪ গেল না। তখন কোন কাহাকে পুতি খুলিতে
ও পাঠ করিতে কিম্বা তাহাতে দেখিতে পায়া না গেলে
৫ আমি বহু রোদন করিলাম। তাহাতে সে প্রাচিন
লোকের এক জন কহিল আমাকে ক্রন্দন করিও না
দেখ যিনি আছেন যিহোদা গোষ্ঠির সিংহ দাউদের
মুল তিনি সে পুতি খুলিবার ও তাহার সাত খামকরা
৬ খুলিবার পরাভব করিয়াছেন। তখন আমি দৃষ্টি
পাত করিলাম ও দেখ সে সিংহাসন ও জন্তুর মধ্যে
স্থলে ও প্রাচিন লোকেরদের মাঝে ডাণ্ডাইল এক মেষের
বাচ্চা যে মত বলিদান হইত যাহার সাত শৃঙ্গ ও সাত
চক্ষু তাহা ঈশ্বরের সাত আত্মা সমস্ত পৃথিবীতে
৭ গেল। তিনি নিকট আসিয়া লইলেন সে পুতি
তাহার দক্ষিন হস্ত হইতে যিনি বসিলেন সিংহাসনের

৮ ওপর। ও তিনি পুস্তিকে লইলে সে চারি জন্তু ও চব্বিশ প্রাচিন লোক পড়িল সে মেষের বাচ্চার সন্মুখে প্রতি জনের সেতারা ও স্বর্ণের কুণ্ড হইয়া সুগন্ধ
৯ পুর্ণিং যাহা পুন্য লোকের নিবেদন। তাহারা ও নুতন গীত গাইল কহিতেং তুমি সে পুস্তি লওন ও তাহার খোমকরা খুলন যোগ্য একারন আপনার রক্ত দিয়া মুক্ত করিয়াছ আমারদিগিকে ঈশ্বরের প্রত্যে
১০ প্রতি গোষ্ঠি ও ভাষি ও লোক ও বর্ন হইতে ও করিয়াছে আমারদিগকে রাজা ও যাজক আমারদের ঈশ্বরের ঠাঁই ও আমরা কর্তৃত্ব করিব পৃথিবীর ওপর।
১১ তখন আমি দেখিলাম ও শুনিলাম অনেক দূতের রব সে সিংহাসন ও জন্তু ও প্রাচিন লোকের চতুর্দ্দিগে ও
১২ তাহারদের গনন কোটিং ও সহস্রং ওচ্চ রবে কহিতেং যে মেষের বাচ্চা বলিদান হইল তিনি পরাক্রম ও ধন ও জ্ঞান ও বল ও সম্ভ্রম ও মোক্ষ ও ধন্য পাওন যোগ্য।
১৩ তখন শুনিলাম স্বর্গ ও পৃথিবী ও পৃথিবীর নিচে ও সমুদ্রের সমস্ত জীব ও তাহারদের মধ্যের সকলকে বলিতেং ধন্য ও সম্ভ্রম ও মোক্ষ ও বল হওক ঈশ্বর
১৪ ও মেষের বাচ্চাকে সদাসর্ব্বক্ষন। তখন সে চারি জন্তু বলিল আমেন ও সে চব্বিশ প্রাচিন লোক পড়িয়া ভজনা করিল তাহাকে যিনি সদাসর্ব্বক্ষনে জীবত।

পর্ব্ব ৬ আমি ও দেখিলাম যখন সে মেষের বাচ্চা খুলিল প্রথম খোমকরা ও আমি শুনিলাম সে জন্তুর এককে যে সন্ধ্যাগর্জ্জনের মত শব্দ করিয়া বলিল আইস দেখ

৩ ষষ্ঠম পর্ব্ব প্রকাশিত।

২ তাহাতে আমি দৃষ্টি পাত করিলাম ও দেখ এক শাদা ঘোড়া ও যে জন তাহাতে আরোহন করিল সে ধনুক ধরিল এক মুকুট ও দেয়া গেল তাহাকে এবং সে বাহিরে গেল জিনিতেং ও জয় করনার্থে।

৩ তিনি ও দ্বিতীয় মোহর খুলিলে শুনিলাম দ্বিতীয়

৪ জন্তু বলিতেং আইস দেখ। তাহাতে রক্ত বর্ন্নের আর এক ঘোড়া বাহির হইল এবং যে তাহাতে আরোহন করিল তাহাকে দাতব্য হইল অমন শান্তিতে পৃথিবী হইতে তাহাতে তাহারা পরস্পর বধ করিবে ও বড় তলোয়ার দেয়া গেল তাহাকে।

৫ তিনি ও তৃতীয় মোহর খুলিলে আমি শুনিলাম তৃতীয় জন্তু কহিতেং আইস দেখ তাহাতে আমি দৃষ্টি পাত করিলাম ও দেখ এক কালা ঘোড়া এবং যে জন তাহাতে আরোহন করিল তাহার হস্তে একটা দাঁড়ি।

৬ পরে আমি শুনিলাম এক রব সে চারি জন্তুর মধ্য স্থানে কহিতেং এক সের গোম এক সিকা দর ও তিন সের যব এক সিকা কিন্তু সাবধান তৈল ও দ্রাক্ষা রস যেন নষ্ট কর না।

৭ তিনি চতুর্থ মোহর খুলিলে শুনিলাম চতুর্থ

৮ জন্তুর রব বলিতেং আইস দেখ। তাহাতে আমি দৃষ্টি পাত করিলাম ও দেখ এক মেটেকুমা ঘোড়া এবং যে জন তাহাতে আরোহন করিল তাহার নাম মৃত্যু নরক ও হইল তাহার পশ্চাত বর্ত্তি এবং বধ করিবার পরাক্রম দেয়া গেল তাহাকে পৃথিবীর চতুর্থাংশ

ও মষ্ঠম পৰব প্রকাশিত।

মারিতে তলোয়ার ও মন্বন্তর ও মৃত্যু ও বন পশু দিয়া।
৯ তিনি পঞ্চম মোমকরা খুলিলে দেখিলাম তাহারদের প্রান যজ্ঞ কুণ্ডের নিচে যাহারা খুন হইয়া ছিল ঈশ্বরের কথা ও সে সাক্ষীর কারন যাহা তাহারা ধরিল।
১০ তখন তাহারা উচ্চ রব করিয়া ডাকিল বলিতেং ওরে যিহুহা ধর্ম্ম ও সত্য আমারদের খুন করন বিচার ও খুনের দায়া করন কত কাল গৌন করিবা পৃথিবীর
১১ বাসিরদের উপর। তখন তাহারদের প্রতি জনকে শুক্ল পরিচ্ছদ দেয়া গেল ও তাহারদিগকে কিছু কাল চুপ হইয়া রহিবার কহা গেল তাহারদের সহদাস ও ভ্রাতারদের খুন পুর্ন্ন হওন পর্য্যন্ত যাহারা খুন হইবে তাহারদের মত।
১২ তিনি ও সপ্তম মোমকরা খুলিলে দেখ মহা ভুমি কম্প হইল ও সুর্য্য লোমের চটের মত কালা হইল
১৩ চন্দ্র ও হইল রক্তের মত ও স্বর্গের তারা পড়িল পৃথিবীতে যেমন ডুম্বুর গাছ বড় বায়ুতে লড়িয়া ঝাড়ে
১৪ তাহার অকাল ফল এবং স্বর্গ বহিল পাঁইজ পুতির মত প্রতি পর্ব্বত ও উপদীপ ও লড়িল আপনং
১৫ স্থান ছাড়িয়া ও পৃথিবীর সকল রাজা ও মহত ও ধনবান ও শেনাপতি ও বিক্রান্ত লোক ও প্রতি গোলাম ও প্রতি মুক্ত মনুষ্য আপনারদিগকে গভীরে ও পর্ব্বতের
১৬ গুহায় লুকাইল এবং গিরি ও পর্ব্বতকে বলিল পড় আমারদের উপর ও গুপ্ত কর আমারদিগকে তাহার মুখ হইতে যিনি বসেন সিংহাসনের উপর ও
১৭ মেষের বাচ্চার ক্রোধ হইতে। একারন তাহার

—৬ ষষ্ঠম পর্ব্ব প্রকাশিত।—

; ক্রোধের মহা দিন হইয়াছে ও কে স্থির হইতে পারিবে।—

পর্ব্ব ৭

এ সকলের পরে আমি দেখিলাম চারি দূত পৃথিবীর চারি কোনায় ডাণ্ডাইয়া ও পৃথিবীর চারি বায়ু ধরিয়া বাতাস না বহনের জন্য পৃথিবী কিম্বা সমুদ্র ২ কিম্বা বৃক্ষের ওপর। আমি দেখিলাম আর এক দূত সূর্য্যোদয় দিগে ওঠিয়া যাহার ছিল জীবত ঈশ্বরের মহর ; এবং সে বড় চেঁচাইয়া ডাকিল সে চারি দূতকে যাহারদিগকে পরাক্রম দেয়া গেল পৃথিবী ও ৩ সমুদ্রের হিংসা করিতে কহিতেং হিংসা করিও না পৃথিবী কিম্বা সমুদ্র কিম্বা বৃক্ষকে যাবত পর্য্যন্ত আমরা মহরে না ছাপাইয়াছি আমারদের ঈশ্বরের ৪ সেবক তাহারদের কপালে। পরে আমি শুনিলাম তাহারদের সঙ্খ্যা যাহারা মহরে ছাপা হইল এক শত চৌয়াল্লিশ সহস্র যাহারা মহরে ছাপা হইল য়িশরালের ৫ পুত্রি গোষ্ঠি হইতে। য়িহোদার গোষ্ঠির বারো হাজার মহরে ছাপা। রাওবনের গোষ্ঠির বারো হাজার মহরে ছাপা। গাদের গোষ্ঠির বারো হাজার ৬ মহরে ছাপা। আশরের গোষ্ঠির বারো হাজার মহরে ছাপা। নাপ্তলির গোষ্ঠির বারো হাজার মহরে ৭ ছাপা। শিমওনের গোষ্ঠির বারো হাজার মহরে ছাপা। লোইর গোষ্ঠির বারো হাজার মহরে ছাপা। য়িশস্খরের গোষ্ঠির বারো হাজার মহরে ছাপা। ৮ জবুলনের গোষ্ঠির বারো হাজার মহরে ছাপা।

৭ সপ্তম পর্ব্ব প্রকাশিত।

যুসফের গোষ্ঠির বারো হাজার মহরে ছাপা। বেনিয়িনের গোষ্ঠির বারো হাজার মহরে ছাপা।
৯ ইহার পর আমি দৃষ্টি পাত করিয়া দেখিলাম বড় মানব্য যাহা কেহ গনন করিতে পারিল না প্রতি বর্ণ ও গোষ্ঠি ও লোক ও ভাষি হইতে সিংহাসন ও মেষের বাচ্চার সন্মুখে ডাণ্ডাইয়া শুক্ল পরিচ্ছদে পরিধান
১০ হইয়া ও তাল পাতা হস্তে করিয়া। এবং উচ্চস্বরে কহিতেং আমারদের ঈশ্বর যিনি বসেন সিংহাসনের
১১ ওপর ও মেষের বাচ্চাকে ত্রান যশ হওক। এবং সকল দূত ডাণ্ডাইল সিংহাসন ও প্রাচিন লোক ও চারি জন্তুর চতুর্দ্দিগে পরে তাহারা সিংহাসনের
১২ সন্মুখে পড়িয়া ভজনা করিল ঈশ্বরকে বলিয়া আমেন আশীর্ব্বাদ ও নাম ও জ্ঞান ও স্তব ও সম্ভ্রম ও পরাক্রম ও বল হওক আমারদের ভগবানকে
১৩ সদাসর্ব্বক্ষনে। আমেন। সে প্রাচিন লোকের এক জন ওত্তর করিয়া বলিল আমাকে যাহারা শুক্ল পরিচ্ছদে পরিধান হইয়াছে তাহারা কোন লোক ও কোথা
১৪ হইতে। আমি বলিলাম মহাশয় তুমি জ্ঞাত আছ। তাহাতে তিনি কহিলেন আমাকে এ তাহারা যাহারা বড় দুঃখ হইতে আসিয়াছে ও তাহারদের বস্ত্র ধুইয়া
১৫ শাদা করাইয়াছে মেষের বাচ্চার রক্তে অতএব তাহারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সন্মুখে থাকে ও তাহাকে দিবা রাত্রি পূজা করে তাহার ঘরে যিনি বসেন সিংহাসনের ওপর তিনি ও বসতি করিবেন
১৬ তাহারদের মধ্যে তাহারা আর কখন ক্ষুধিত কিম্বা

তৃষ্ণিত হইবে না রৌদ্র ও কিম্বা গর্ম্মি লাগিবে না
১৭ তাহারদিগকে একারণ মেষের বাচ্চা যিনি সিং
হাসনের মধ্য স্থলে তিনি তাহারদের ভক্ষ্য দিবেন ও
লইয়া যাবেন তাহারদিগকে অমৃত্যু জলের যোগাতে
ঈশ্বর ও মোচিয়া ফেলিবেন সকল চক্ষের জল তাহার
দের মুখ হইতে।

পর্ব্ব ৮ তিনি ও সপ্তম মোহরকরা খুলিলে অর্দ্ধেক দণ্ড
নিঃশব্দ হইল স্বর্গে। তখন আমি দেখিলাম সে সাত
দূত যাহারা ডণ্ডাইল ঈশ্বরের সন্মুখে ও সাত তুরি
৩ দেয়া গেল তাহারদিগকে। পরে আর এক দূত
আসিয়া ডাণ্ডাইল যজ্ঞ কুণ্ডের নিকট স্বর্ণের এক
ধুনাচি হস্তে করিয়া ও বহু ধুপ দেয়া গেল তাহাকে
তাহা সকল পুন্য লোকের নিবেদন সুদ্ধ উৎসর্গ
করিতে স্বর্ণ কুণ্ডের ওপর যাহা সিংহাসনের
৪ সন্মুখে। ও সে ধুপের ধুয়া ওঠিল ঈশ্বরের গোচরে
পুন্যবানের নিবেদন সুদ্ধ সে দূতের হস্ত হইতে
৫ পরে সে দূত ধুনাচি লইয়া যজ্ঞ কুণ্ডের অগ্নি পূর্ন
করিল ও তাহা ফেলিয়া দিল পৃথিবীতে তাহাতে রব
ও সন্ধ্যাগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ ও ভূমি কম্প হইল।
৬ সে সাত দূত যে পাইয়া ছিল সাতটা তুরি
আপনারদিগকে বাজাইতে প্রস্তুত করিল।
৭ প্রথম দূত বাজাইল পরে শীল ও অগ্নি রক্তের
সহিৎ মিশ্রিত হইল ও তাহা ফেলন হইল পৃথিবীতে

ও বৃক্ষের তৃতীয়াংশ পোড়া গেল সকল সবুজ ঘাশ ও পোড়া গেল।

৮ দ্বিতীয় দূত বাজাইল ও বড় প্রজ্বলিত পর্ব্বতের মত ফেলন হইল সমুদ্রে তাহাতে সমুদ্রের তৃতীয়াংশ

৯ হইল রক্ত ও সমুদ্রের জন্তুর তৃতীয়াংশ মরিল জাহাজের তৃতীয়াংশ ও নষ্ট হইল।

১০ তৃতীয় দূত বাজাইল এবং একটা বড় তারা পড়িল স্বর্গ হইতে প্রজ্বলিত তাম্রের মত ও তাহা পড়িল

১১ নদী ও জলের ঘোগার তৃতীয়াংশের ওপর সে তারার নাম নাগদানা তাহাতে জলের তৃতীয়াংশ হইল নাগদানা ও অনেক লোক এ জল পীয়া মরিল একারন তিক্ত হইল।

১২ চতুর্থ দূত বাজাইলে সূর্য্য ও চন্দ্র ও তারার তৃতীয়াংশ মারা গেল ইহাতে তাহারদের তৃতীয়াংশ অন্ধকার হইল ও দিনের তৃতীয়াংশ দেখা গেল না

১৩ রাত্রি ও এই মত। আমি দেখিলাম ও শুনিলাম সে দূতের এক জন স্বর্গের মধ্য দিয়া ওড়িয়া উচ্চ রবে কহিতেং সন্তাপ সন্তাপ সন্তাপ তাহারদিগকে যাহারা বসতি করে পৃথিবীর ওপর সে তিন দূতের তুরির বাজনার্থে যাহারদের বাজন ভবিষ্যৎ।

পর্ব্ব ৯ পরে পঞ্চম দূত বাজাইলে আমি দেখিলাম এক তারা

১ পড়িল স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে ও অতলস্পর্শ খাদের জোড়ান দেয়া গেল তাহাকে। তখন সে খুলিল অতল

২ স্পর্শ খাদ ও ধুয়া ওঠিল খাদ হইতে এক বড় আম্বরের

ধুমার মত তাহাতে সূর্য্য ও শূন্য অন্ধকার হইল সে
৩ খাদের ধুমাতে। এবং পঙ্গপাল ফড়িঙ্গ বাহিরিল
ধুমা হইতে পৃথিবীর উপর পরাক্রম ও দেয়া গেল
৪ তাহারদিগকে পৃথিবীর বিষ কাঁকড়ার মত। ও
তাহারদিগকে কহা গেল পৃথিবীর ঘাশ কিম্বা কোন
সবুজ তৃন কিম্বা কোন বৃক্ষ নষ্ট না করিতে কিন্তু
সে লোক কেবল যাহারদের কপালে ভগবানের মহর
৫ ছাপিল না। এবং তাহারদিগকে দেয়া গেল বধ
না করিতে তাহারদিগকে কিন্তু যেমন তাহারা পাঁচ
মাসের জাতনা পাইবে এবং তাহারদের ব্যাথা ছিল
বিষ কাঁকড়ার কামাড় মত যখন মানুষকে কাটে।
৬ সে দিনে লোক মৃত্যুকে চেষ্টা করিয়া পাইবে না ও
মরিতে আসা করিবে কিন্তু মৃত্যু পলাইবে তাহারদিগ
৭ হইতে। সে পঙ্গপাল ফড়িঙ্গের মুর্ত্তি ছিল ঘোড়ার
মত যাহারা রন করিতে প্রস্তুত ও তাহারদের মাথায়
মুকুট স্বর্ণের মত ও তাহারদের মুখ মনুষ্যের মুখের
৮ মত তাহারদের চুল ও স্ত্রী লোকের চুলের মত ও
৯ তাহারদের দন্ত সিংহের দন্তের মত। তাহারদের
বুক পাটা ও লোহার বুক পাটার মত ও তাহারদের
ডেনার শব্দ যেমন রথ ও অনেক অশ্বের শব্দ যে যুদ্ধ
১০ করিতে দৌড়ে। তাহারদের নেজ ও হইল বিষ
কাঁকড়ার মত নেজে ও হুল ও তাহারদের পরাক্রম
মনুষ্যের হিংসা করিতে পাঁচ মাস। তাহার
১১ দের এক রাজা সে অতলস্পর্শ খাদের দূত তাহার
ঐব্রি নাম আবাদন কিন্তু গ্রীক ভাষায় তাহার

৯ নবম পর্ব্ব প্রকাশিত ।

১২. নাম আপল্লয়ন । এক সন্তাপ গেল এবং দেখ আর দুই সন্তাপ আসিবে ইহার পর ।

১৩ পরে সপ্তম দূত বাজাইল তাহাতে আমি শুনিলাম এক রব সে স্বর্ণের পিঁড়ির চারি শৃঙ্গ হইতে যাহা

১৪ ভগবানের সন্মুখে কহিয়া সে ষষ্ঠম দূতকে যাহার তুরি হইল যে চারি দূত বন্ধিত বড় নদী ফরাতে

১৫ তাহারদিগকে খুল । তখন সে চারি দূত খোলা গেল যাহারা প্রস্তুত হইল এক দণ্ড ও এক দিবস ও এক মাস ও এক বৎসরের জন্য মনুষ্যের তৃতীয়াংশ বধ

১৬ করিতে । এবং সে অশ্বোয়ারির গনন দুই লক্ষ

১৭ হাজার আমি ও শুনিলাম তাহারদের গনন ও আমি দেখিলাম সে ঘোড়া ও তাহারদের সোয়ারির মূর্ত্তি তাহারদের অগ্নি ও নীলা ও গন্ধকের বুক পাটা ও সে ঘোড়ার মস্তক সিংহের মস্তকের মত এবং অগ্নি ও ধুমা ও গন্ধক বাহিরিল তাহারদের মুখ হইতে । এ

১৮ তিনে অগ্নি ধুমা গন্ধক যে বাহিরিল তাহারদের মুখ

১৯ হইতে মনুষ্যের তৃতীয়াংশ খুন হইল । একারণ তাহার দের পরাক্রম তাহারদের মুখ ও লেজে তাহারদের লেজ ও সর্পের লেজের মত তাহারদের মাথা ও হইল এবং

২০ তাহা দিয়া তাহারা হিংসা করে । কিন্তু মানুষের বক্রি যে মরিল না এ ঘাতে খেদ করিল না তাহারদের হস্তকৃত দেবতা ও স্বর্ণ রূপা পিতল পাথর ও কাষ্ঠের প্রতিমার ভজনা ত্যাগ করিতে যাহারা দেখে না শুনে

২১ না চলে না । এবং তাহারা খেদ করিল না তাহার দের খুন ও মন্ত্র ও পরদার ও চৌর্য্য বিষয় ।

১০ দশম পর্ব্ব প্রকাশিত ।

পর্ব্ব ১০ আমি ও দেখিলাম আর এক বলবান দূত মেঘে পরিবীত হইয়া স্বর্গ হইতে নামিতেং এক ফুল ধনুক তাহার মাথায় ও তাহার মুখ সূর্য্যের মত তাহার
২ চরন ও যেমন অগ্নির স্তম্ভ। ও তাহার হাতে একটা ছোট ম্যালান পুতি তখন তিনি তাহার দক্ষিন পা
৩ সমুদ্র ও বাম পা পৃথিবীর ওপর দিয়া ওহ রবে কহিল সিংহের গর্জ্জনের মত এবং তাহার বলনের
৪ পরে সাত সন্ধ্যাগর্জ্জন তাহারদের শব্দ সরিল। সে সাত সন্ধ্যাগর্জ্জন শব্দ সরনের পরে আমি লেখিতে লাগিলাম তখন আমি শুনিলাম এক রব স্বর্গ হইতে কহিতেং আমাকে যাহা এ সাত শন্ধ্যাগর্জ্জন সরিল
৫ তাহা মহর দিয়া বন্ধ কর ও তাহা লেখ না। এবং যে দূত আমি দেখিলাম সমুদ্র ও পৃথিবীর ওপর
৬ ডাণ্ডাইয়া সে স্বর্গের দিগে হাত বাড়াইয়া কিরা করিল তাঁহা লইয়া যিনি সদাসর্ব্বক্ষনে জীবত যিনি সৃজ্জন করিলেন স্বর্গ ও যাহাং তাহার মধ্যে ও পৃথিবী এবং যাহাং তাহার মধ্যে ও সমুদ্র এবং
৭ যাহাং তাহার মধ্যে যে আর সময় হইবে না কিন্তু সপ্তম দূতের শব্দের দিনে যখন বাজাইতে আরম্ভ করিবে তখন ঈশ্বরের অজ্ঞাত পূর্ন্ন হইবে যেমন তিনি সে মঙ্গল সমাচার প্রকাশ করিয়া ছিলেন তাঁহার ভবিষ্যৎ বক্তা দাসেরদিগকে ।
৮ যে রব আমি শুনিলাম স্বর্গ হইতে তাহা আরবার এ কথা বলিল আমাকে যে ছোট পুতি ম্যালান আছে

তাহা যাইয়া লও দূতের হাত হইতে যে ডাণ্ডায় সমুদ্র
৯ ও পৃথিবীর ওপর। তখন আমি সে দূতের নিকট
যাইয়া কহিলাম সে ছোট পুতি আমাকে দেহ। এবং
সে বলিল তাহা লও ও খাও ও তাহা তিক্ত করাইবে
তোমার পেট কিন্তু তোমার মুখে হইবে মিঠা মধুর
১০ মত। এবং আমি সে ছোট পুতি দূতের হাত
হইতে লইয়া খাইলাম এবং তাহা ছিল মুখে মিঠা
মধুর মত কিন্তু তাহা খাইলে আমার পেট হইল তিক্ত।
১১ সে ও বলিল তোমার আবশ্যক আছে পুনর্ব্বার
ভবিষ্যৎ বাক্য কহিতে অনেক লোক ও বর্ণ ও ভাষি
ও রাজারদিগকে।

পর্ব্ব ১১ তখন গাছের মত এক নল দেয়া গেল আমাকে ও
সে দূত ডাণ্ডাইল বলিয়া ওঠ মাপ ভগবানের ঘর ও
যজ্ঞ কুণ্ড ও তাহারদিগকে যাহারা যজ্ঞ করে সেখানে
২ কিন্তু ঘরের বাহিরে স্থান ছাড়িয়া মাপ না
একারন তাহা দেয়া গেল অন্য বর্ণকে ও তাহারা পবিত্র
৩ সহরকে দলাইবে বেয়াল্লিশ মাস। আমি ও
আমার দুই সাক্ষীকে ভবিষ্যৎ বাক্য কহিতে দিব এক
সহস্র দুই শত ষাইট দিন চট পরিধান হইয়া।
৪ ইহারা সে দুই জিত গাছ ও দুই প্রদীপ যাহা ডাণ্ডায়
৫ সকল পৃথিবীর ঈশ্বরের সম্মুখে। এবং যদি
কোন কেহ হিংসা করিতে চাহে তাহারদিগকে তবে
অগ্নি তাহারদের মুখ হইতে বাহির হইয়া বিংশ
করিবে তাহারদের শত্রুগনকে ও যদি কেহ হিংসা
করিতে চাহে তাহারদিগকে তবে সে এমত খুন

৬ হইবে। ইহারদের পরাক্রম আছে স্বর্গ বন্ধ করিতে বর্ষা বারনার্থে তাহারদের ভবিষ্যৎ বাক্য দিনে তাহারদের পরাক্রম ও আছে জলের ওপর তাহা রক্ত করিতে ও পৃথিবীতে প্রতি পিড়া মারিতে যত বার ৭ তাহারদের ইচ্ছা। ও তাহারদের সাক্ষী পূর্ণিৎ হইলে যে দুর্জন জন্তু ওঠে গভীর হইতে সে তাহারদের সহিৎ যুদ্ধ করিয়া জয় করিবে ও খুন করিবে তাহার ৮ দিগকে। এবং তাহারদের মরা পড়িবে সে বড় সহরের গলিতে যাহার অধ্যাত্ত নাম সদম ও মিচর যেখানে ও আমারদের প্রভু ক্রুসে খুন হইলেন। ৯ তখন লোক ও গোষ্ঠি ও ভাষি ও বর্ণগন দেখিবেক তাহারদের মরা সাড়েতিন দিবস ও তাহারদের ১০ মরা কবরে দিতে বারন করিবে। এবং পৃথিবীর বাসি আনন্দ করিবে ও হরষিত হইবে তাহারদের ওপর ও পরস্পর দান পাঠাইবে একারন এ দুই ভবিষ্যৎ ১১ বক্তা ব্যাগ্রহ দিল পৃথিবীর বাসিরদিগকে। এবং সাড়েতিন দিনের পরে জীবাত্মা ঈশ্বর হইতে গেল তাহারদের মধ্যে এবং তাহারা পায়ে উঠাইল তাহাতে বড় ভয় পড়িল তাহারদের ওপর যাহারা ১২ দেখিল তাহারদিগকে। এবং তাহারা শুনিল এক রব স্বর্গ হইতে তাহারদিগকে কহিয়া এখানে আইস তাহাতে তাহারা মেঘে চড়িয়া ওঠিল স্বর্গে ও তাহারদের ১৩ শত্রু দেখিল তাহারদিগকে। সেই দণ্ড ও ছিল বড় ভূমি কম্প ও সহরের দশাংশ পড়িল ও সাত সহস্র জন মনুষ্যের বধ হইল সে ভূমি কম্পতে বক্রি

লোক ও বড় ভীত হইয়া স্তুতি করিল স্বর্গের ঈশ্বরকে।
১৪ দ্বিতীয় সন্তাপ গেল এবং দেখ তৃতীয় সন্তাপ বেগে আসিবে।

১৫ পরে সপ্তম দূত বাজাইল তাহাতে বড় ধ্বনি হইল স্বর্গে কহিতেং এ জগতের রাজ্য হইয়াছে আমারদের প্রভু ও তাহার খ্রীষ্টের রাজ্য তিনি ও কর্তৃত্ব করিবেন
১৬ সদাসর্ব্বক্ষনে। তখন সে চব্বিশ প্রাচিন লোক যাহারা বসিল তাহারদের সিংহাসনের ওপর ঈশ্বরের সম্মুখে মুখে পড়িয়া ভজনা করিল ঈশ্বরকে
১৭ বলিতেং আমরা স্তব করি তোমাকে হে যিহুহা সর্ব্ব শক্তি ঈশ্বর যে বর্ত্তমান ও অতীত ও ভবিষ্যৎ একারন তুমি তোমার মহা পরাক্রম লইয়া কর্তৃত্ব
১৮ করিয়াছ। বর্ন্নগন ও ক্রোধিত হইল ও তোমার ক্রোধ আসিয়াছে ও মৃত্যু বিচার সময় যখন ফলোদয় দিতে হইবে তোমার দাস ভবিষ্যৎ বক্তা ও পুন্যবানকে ও তাহারদিগকে যাহারা ভয় করে তোমার নাম ছোট ও বড় এবং যখন তুমি সংহার করিবা তাহারদিগকে যাহারা বাস করে পৃথিবীর ওপর।

১৯ তখন ভগবানের ঘর স্বর্গে খোলা গেল এবং তাহার বন্দবস্তের সিন্দুক দেখা গেল তাহার ঘরে ও বিদ্যুত ও রব ও সন্ধ্যাগর্জ্জন ও ভুমি কম্প ও বড়
পর্ব্ব শীল হইল। এক বড় লক্ষন ও দেখা গেল স্বর্গে
১২ এক স্ত্রী সূর্য্য পরিধান হইয়া ও চন্দ্র তাহার পাদের নিচে
২ ও তাহার মাথায় এক বারো নক্ষত্রের মুকুট ও সে

গর্ব্ববতি হইয়া প্রসব জন্ত্রনা পাইল ও ব্যাথিত হইল
৩ প্রসব হওনের জন্য। আর এক লক্ষন ও দেখা
গেল স্বর্গে ও দেখ এক বড় অগ্নি বর্ন্ন নাগ তাহার
সাত মাথা ও দশ শৃঙ্গ এবং সাত মুকুট তাহার
৪ মাথায়। ও তাহার নেজ স্বর্গের নক্ষত্রের তৃতীয়াংশ
টানিয়া ফেলিল পৃথিবীতে ও নাগ ডাণ্ডাইল সে স্ত্রী
লোকের সন্মুখে খাইয়া ফেলিতে তাহার বালককে
৫ প্রসব হইবা মাত্র। তখন সে প্রসব হইল এক
বলবান পুত্র যে কতৃত্ব করিবেক সকল বর্ন্ন লোহার
ডণ্ড দিয়া ও সে বালক চোঁ দিয়া লইয়া গেল ঈশ্বরের
৬ ঠাঁই তাহার সিংহাসনে। ও সে নারী পলাইল
অরন্যতে যেখানে তাহার এক জায়গা ঈশ্বরীয় প্রস্তুত
তাহার প্রতিপালনার্থে এক সহশ্র দুই শত ষাইট দিবস।
৭ পরে যুদ্ধ হইল স্বর্গে মিখাল ও তাহার দূত যুদ্ধ
করিল নাগ ও তাহার দূতের সহিৎ ও সে নাগ ও
৮ তাহার দূত যুদ্ধ করিল কিন্তু জিনিল না ও তাহার
৯ দের কারন স্থান পায়া গেল না স্বর্গে। এ মত সে
বড় নাগ বাহিরে ফেলা হইল তাহা সে বুড়া সর্প
দৈত্য ও সয়তান যে সর্ব্ব জগতকে চাতুরি দেয় সে
১০ তাহার দূত সুদ্ধ ফেলা গেল পৃথিবীতে। আমি ও
শুনিলাম এক বড় রব স্বর্গে কহিতে২ এখন ত্রান
ও পরাক্রম ও আমারদের ঈশ্বরের রাজ্য ও তাহার
খ্রীষ্টের শাসন আসিয়াছে একারন আমারদের
ভ্রাতাগনের ওল্লানা কর্ত্তা যে ওল্লানা করিল তাহার
দিগকে দিবা রাত্রে আমারদের ঈশ্বরের সাক্ষাৎ

১১ বাহিরে ফেলা হইয়াছে। ও তাহারা জিনিল তাহাকে মেষের বাচ্চার রক্ত ও তাহারদের সাক্ষী কথা দিয়া ও তাহারা মায়া করিল না আপনারদের প্রানকে মৃত্যু
১২ পর্য্যন্ত। অতএব আনন্দ কর আরে তোমরা স্বর্গ ও তোমরা যে বাস কর তাহাতে; সন্তাপ পৃথিবীর ও সমুদ্রের গৃহস্থকে সয়তান বড় ক্রোধিত হইয়া নামিয়াছে তোমারদের মধ্যে একারন
১৩ সে জানে যে তাহার কেবল অল্প সময়। যখন নাগ দেখিন আপনি বাহির হইল পৃথিবীতে তখন বিপক্ষতা করিল সে স্ত্রী লোককে যে পুরুষ বালক
১৪ প্রসব হইল। তখন তাহাকে দেয়া গেল দুই ডেনা এক বড় নজরের মত অরন্যাতে ওড়নের জন্য তাহার জায়গায় যেখানে প্রতিপালন হইয়াছে কাল ও কালেরা
১৫ ও অর্দ্ধ কাল সে সর্পের মুখ হইতে। সে সর্প ও জল বাহিরাইল তাহার মুখ হইতে বর্ন্যার মত সে
১৬ স্রোতে লইয়া যাইতে তাহাকে। তখন পৃথিবী উপগার করিল সে স্ত্রীকে ও পৃথিবী তাহার মুখ খুলিয়া খাইল সে বর্ন্যাকে যাহা নাগ বাহিরাইল তাহার মুখ
১৭ হইতে। তখন নাগ বড় কোপিত হইল স্ত্রী লোকের উপর ও তাহার বক্রি সন্তানের সঙ্গে রন করিতে গেল যে পালন করে ভগবানের আজ্ঞা ও যে মানে য়েশু খ্রীষ্টের সাক্ষী।

পর্ব্ব ১৩ আমি ডাণ্ডাইলাম সমুদ্রের বালুর উপর ও দেখিলাম এক দুরন্ত জন্তু সমুদ্র হইতে উঠিয়া যাহার সাত মাথা ও দশ শৃঙ্গ ও দশ মুকুট তাহার শৃঙ্গের উপর

২ এবং পাষণ্ডতা নাম তাহার মাথায়। এবং যে জন্তু আমি দেখিলাম তাহা নাকেসরি ব্যাঘ্রের মত ও তাহার পা ভালুকের পায়ের মত ও সে নাগ দিল তাহাকে পরাক্রম ও সিংহাসন ও বড় শাসন।
৩ আমি ও দেখিলাম তাহার এক মাথা ঘেঁন্দো মরিবার মত কিন্তু সে বড় ঘেঁন্দো সুস্থ হইল। তাহাতে সকল জগত চমৎকৃত হইয়া সে জন্তুর পশ্চাত বর্ত্তি হইল।
৪ তাহারা ও সে নাগের ভজনা করিল যে শাসন দিল বন জন্তুকে তাহারা ও সে জন্তুর ভজনা করিল কহিতেং কে আছে এ জন্তুর মত। কে যুদ্ধ করিতে
৫ পারে তাহার সহিৎ। একটা মুখ ও দেয়া গেল তাহাকে বড় গুমানি কথা ও পাষণ্ডতা কহিতেং পরাক্রম ও দেয়া গেল তাহাকে পুন্য লোকের সহিৎ
৬ রন করিতে বেয়াল্লিশ মাষ। এবং সে তাহার মুখ খুলিল ঈশ্বরকে পাষণ্ডতা করিতে তাহার নাম ও তাহার পবিত্র স্থান ও স্বর্গের বাসিরদিগকে পাষণ্ডতা
৭ করিতে তাহাকে ও দেয়া গেল রন করিতে পুন্য লোকের সহিৎ ও জিনিতে তাহারদিগকে পরাক্রম ও দেয়া গেল তাহাকে প্রতি গোষ্ঠি ও ভাষি ও বর্ন্নের ওপর।

৮ এবং পৃথিবীর সকল প্রজা ভজনা করিবে তাহাকে যাহারদের নাম লেখা নহে মেষের বাচ্চার জীবনের পুতিতে যিনি বধী হইলেন জগতের ভিত করনাবধি।
৯ যদি কোন কাহার শুনিবার কর্ন্ন আছে সে শুনুক।
১০ যে অন্য দেশে জোর করিয়া লইয়া যায় সে ও অন্য

দেশে লইয়া যাইতে হইবে কেহ তলোয়ার দিয়া বধ
করিলে তলোয়ার দিয়া বধ করিতে হইবে এ পুন্য
লোকের ধৈর্য্য ও ভক্তি।

১১ আমি ও দেখিলাম আর এক জন্তু ওঠিতেং পৃথিবী
হইতে ও তাহার দুই শৃঙ্গ মেষের বাছার মত কিন্তু
১২ কহিল নাগের মত। এবং সে করে প্রথম জন্তুর
সকল পরাক্রমের কর্ম্ম তাহার সাখ্যাত সে ও
পৃথিবী ও তাহার মত বাসিকে জোর করিয়া ভজনা
করায় সে প্রথম জন্তুকে যাহার মৃত্যু মত ঘেঁন্দো সুস্থ
১৩ হইল। এবং সে করে বড় লক্ষন মানুষের সাখ্যাতে
তাহাতে আগুন স্বর্গ হইতে পড়ায় পৃথিবীর ওপর।
১৪ এবং পৃথিবীর প্রজাগনকে ভ্রান্তি জন্মায় সে চিহ্নতে
যাহা করিতে দেয়া গেল তাহাকে সে জন্তুর সন্মুখে
পৃথিবীর প্রজারদিগকে সে জন্তুর এক প্রতিমা বানাইতে
আজ্ঞা করিয়া যে তলোয়ারের বড় চোট পাইয়া
১৫ বাঁচিল। এবং জন্তুর প্রতিমাকে নিশ্বাস দিবার
পরাক্রম দেয়া গেল তাহাকে সে জন্তুর প্রতিমা কথা
কহন ও মত লোককে বধ করন পাইবারার্থে যাহারা
১৬ পূজা করে না সে জন্তুর প্রতিমা। এবং সকল
লোককে বড় ছোট ধনবান গরিব বন্ধিত ও মুক্ত
একটা দাগ লইতে করায় তাহারদের দক্ষিন হস্তে
১৭ কিম্বা কপালে। এবং যে কোন কেহ ক্রয় বিক্রয়
করিতে পারে না সে লোক ব্যতিরেক যাহারদের আছে
সে দাগ কি সে জন্তুর নাম কি তাহার নামের গনন
১৮ এই জ্ঞান যাহার বুদ্ধি আছে সে গনন করুক জন্তুর

সঙ্খ্যা একারন তাহা মনুষ্যের সঙ্খ্যা ও তাহার সঙ্খ্যা ছয় শত ছেষট্টি।

পর্ব্ব ১৪

আমি ও দৃষ্টি করিলাম এবং দেখ এক মেষের বাচ্ছা চীয়ন পর্ব্বতের ওপর ডাণ্ডাইয়া ও তাহার সহিৎ এক শত চৌয়াল্লিশ সহশ্র যাহারদের কপালে তাঁহার
২ পিতার নাম লেখা। এবং আমি শুনিলাম এক রব স্বর্গ হইতে অনেক জলের শব্দের মত ও বড় সব্দ্যাগর্জ্জনের মত আমি ও শুনিলাম বীন বাদকের
৩ শব্দ বীন বাজাইতেং। এবং তাহারা গায়িল যেমন এক নুতন গীত সে সিংহাসন ও চারি জন্তু ও প্রাচিন লোকের গোচরে এবং কেহ সে গীত শিক্ষিতে পারিল না সে এক শত চৌয়াল্লিশ সহশ্র বিনা যাহারা
৪ মুক্ত হইল পৃথিবী হইতে। এই সকল স্ত্রী লোকের সংগে অপরিস্কার নহে একারন তাহারা আইবড়। ইহারা সকল মেষের বাচ্ছার পশ্চাত বর্ত্তি যেং কোন স্থানে যায়। ইহারা মনুষ্য হইতে ক্রয় হইয়াছে যেমন প্রথম ফল ঈশ্বর ও মেষের বাচ্ছার জন্য।
৫ তাহারদের মুখে ও কিছু চাতুরি পায়া গেল না একারন তাহারা নির্দ্দোষি ঈশ্বরের সিংহাসনের সন্মুখে।
৬ আমি ও দেখিলাম আর এক দুত ওড়িতেং স্বর্গের মাঝ দিয়া অনন্ত মঙ্গল সমাচার লইয়া ছেড়ি দিবার কারন পৃথিবীর সকল প্রজারদিগকে তাহা প্রতি বর্ন্ন
৭ ও গোষ্ঠি ও ভাষি ও লোক ওচ্চ রবে কহিয়া ভয়

কর ঈশ্বরকে ও তাহার নাম কর একারন তাহার বিচারের দণ্ড আসিয়াছে এবং পূজা কর তাহাকে যিনি নির্ম্মান করিলেন স্বর্গ ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও

৮ জলের যোগারদিগকে। এবং আর এক দূত তাহার পাছে যাইয়া বলিল পড়িল। পড়িল। বাবেল সে বড় সহর একারন তাহার দুর্জ্জন পরদারের শুরা

৯ পান করাইয়াছে সকল বর্ন্নকে। এবং তৃতীয় দূত তাহারদের পাছে যাইয়া উচ্চরবে বলিল যদি কেহ পূজা করে সে জন্তু ও তাহার প্রতিমা ও তাহার দাগ

১০ কপালে কি হাতে লয় সে পান করিবে ঈশ্বরের ক্রোধের শুরা যাহা অমিশ্রিত ঢালা যায় তাহার ক্রোধের পাত্রে এবং সে অগ্নি গন্ধক দিয়া জন্ত্রনা পাইবে

১১ ধার্ম্মিক দূত ও মেষের বাছার গোচরে। এবং তাহারদের জাতনার ধুঁয়া সদাসর্ব্বক্ষনে ওঠিল ও দিবা রাত্রি তাহারদের কিছু বিশ্রাম নহে যাহারা পূজা করে সে জন্তু ও তাহার প্রতিমা ও যাহারা পায় তাহার

১২ নামের দাগ এই পুন্য লোকের ধৈর্য্যতা এই সে লোক যাহারা পালন করে ঈশ্বরের আজ্ঞা ও য়েশুর ভক্তি।

১৩ এবং আমি শুনিলাম এক রব স্বর্গ থাকিয়া কহিতে২ লেখ এখান হইতে ধন্য সে মৃত্যু যাহারা মরে প্রভুতে ধর্ম্মাত্মা বলে বটে একারন তাহারা বিশ্রাম পায় তাহারদের কার্য্য হইতে ও তাহারদের ক্রিয়া তাহারদের পশ্চাত বর্ত্তি।

১৪ আমি ও দৃষ্টি পাত করিলাম এবং দেখ এক শাদা মেঘ ও মেঘের ওপর এক জন বসিয়া মনুষ্যের সন্তানের

যত তাঁহার মাথায় এক সোনার মুকুট ও তাহার হাতে
১৫ এক তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা। আর এক দূত ও বাহিরিল
মন্দির হইতে ঔচ্চরবে কহিতেং তাঁহাকে যে বসে
মেঘের ওপর তোমার কাস্ত্যা দিয়া কাট একারন তোমার
ফসল কাটনের সময় হইল এ নিমিত্ত পৃথিবীর ফসল
১৬ পাকা। ও যিনি বসিলেন মেঘে তাহার কাস্ত্যা
পৃথিবীতে দিলে পৃথিবীর ফসল কাটা গেল।
১৭ পরে আর এক দূত বাহিরিল মন্দির হইতে যাহা
আছে স্বর্গে এবং তাহার ও এক তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা।
১৮ আর এক দূত ও আইল যজ্ঞ কুণ্ড হইতে যাহার
পরাক্রম অগ্নির ওপর এবং সে বড় শব্দ করিয়া বলিল
তাহাকে যাহার তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা কহিতেং তোমার তীক্ষ্ণ
কাস্ত্যা দিয়া কাট পৃথিবীর দ্রাক্ষার থকা একারন
১৯ তাহার ফল পাকা। তখন সে দূত তাহার কাস্ত্যা
পৃথিবীতে দিয়া দ্রাক্ষা গাছ কাটিল পরে ফল ফেলিয়া
২০ দিল ঈশ্বরের ক্রোধের মহা চাপে। ও সে দ্রাক্ষা
চাপ দলান হইল সহরের বাহিরে তাহাতে রক্ত
বাহিরিল সে দ্রাক্ষা চাপ হইতে ঘোড়ার লাগাম পর্য্যন্ত
একশত ক্রোশে।

পর্ব্ব ১৫ আমি ও দেখিলাম আর এক বড় অদ্ভুত লক্ষন
স্বর্গে সাত দূত যাহারদের সাতটা শেষ ঘাত
একারন তাহাতে ঈশ্বরের ক্রোধ পূর্ণ হইল।
২ আমি ও দেখিলাম যেমন কাঁচের সমুদ্র অগ্নি মিশ্রিত
ও যাহারা জিনিয়া ছিল সে জন্তু ও তাহার প্রতিমা ও

তাহার দাগ এবং তাহার নামের সঙ্খ্যা তাহারা ঈশ্বরের বীন লইয়া ডাণ্ডায় সে কাঁচের সমুদ্রের
৩ ওপর। ও তাহারা গায় ঈশ্বরের সেবক মোশা ও মেষের বাঞ্ছার গীত কহিতে২ হে প্রভু সর্ব্বশক্তি ঈশ্বর বড় ও আশ্চর্য্য তোমার সকল ক্রিয়া প্রকৃত ও সত্য তোমার সবর্ব পথ ওরে পুন্যবানের রাজা।
৪ হে প্রভু কেডা ভয় করিবে না তোমাকে ও স্তব করে না তোমার নাম একারন তুমি কেবল ধর্ম্ম। নিতান্ত সকল বর্ন্ন আসিয়া ভজনা করিবে তোমার সন্মুখে একারন তোমার প্রকৃত বিচার প্রকাশ হইয়াছে।
৫ ইহার পরে আমি দৃষ্ঠি পাত করিলাম এবং দেখ সে সাক্ষী পবিত্র তাম্বুর স্বস্তিক খোলা গেল স্বর্গে
৬ এবং সে সাত দূত ঘাহারদের সে সাত ঘাত আইল স্বস্তিক হইতে পরিস্কার ও তেজ যুক্ত বস্ত্রে পরিধান হইয়া এবং বুকে বন্ধিতে সোনার বন্ধ দিয়া।
৭ তখন সে চারি জন্তুর এক জন দিল সদাজীবত ঈশ্বরের
৮ ক্রোধ পূর্ন্ন সাতটা বাটী সে সাত দূতকে। তাহাতে স্বস্তিক ধুমা পূর্ন্ন হইল ঈশ্বরের তেজ ও পরাক্রমে ও কেহ স্বস্তিকে প্রবেস করিতে পারে না সে সাত দূতের সাতটা ঘাত পূর্ন্ন না হইলে।——

পর্ব্ব ১৬ আমি ও শুনিলাম এক বড় ধ্বনি স্বস্তিক হইতে কহিতে২ সে সাত দূতকে যাও ঢাল ঈশ্বরের ক্রোধের
২ বাটী পৃথিবীতে। তখন প্রথম যাইয়া ঢালিল তাহার বাটী পৃথিবীতে তাহাতে এক বড় তীব্র ও অসহ্য ঘা হইল

সে লোকের ওপর যাহারদের সে জন্তুর দাগ ও তাহার প্রতিমা পূজকের ওপর।——

৩ দ্বিতীয় দূত বাটী চালিল সমুদ্রের ওপর তাহাতে তাহা রক্ত হইল মরা মনুষ্যের রক্তের মত ও প্রতি জীব মরিল যাহা সমুদ্রে।——

৪ তৃতীয় দূত চালিল তাহার বাটী নদী ও জলের

৫ যোগায় তাহাতে তাহারা ও হইল রক্ত। এবং আমি শুনিলাম জলের দূত বলিতেং আরে প্রভু যে বর্ত্তমান ও অতীত ও ভবিষ্যৎ তুমি ধর্ম্ম একারন ইহারদিগকে

৬ বিচার করিয়াছ তাহারা তোমার পুন্যবান ও ভবিষ্যৎ বক্তারদিগকে রক্ত পাত করিল এবং তুমি রক্ত পান করাইয়াছ তাহারদিগকে একারন তাহারা তাহা

৭ যোগ্য। পরে আমি শুনিলাম আর এক যজ্ঞ কুণ্ড হইতে কহিতেং বটে প্রভু সর্ব্বশক্তি ঈশ্বর সত্য ও প্রকৃত তোমার সকল বিচার।——

৮ চতুর্থ দূত তাহার বাটী চালিল সূর্য্যের ওপর এবং পরাক্রম দেয়া গেল তাহাকে তাপে জ্বলসিতে

৯ মানুষ্যকে। তাহাতে মানুষ্য মহা তাপ পাইয়া জ্বলসান হইয়া ছিল ও পাষণ্ডতা করিল ঈশ্বরের নাম যাহার পরাক্রম হইল এ সকল দাণ্ডের ওপর তাহারা ও খেদ করিল না তাহাকে স্তব করিতে।——

১০ পঞ্চম দূত চালিল তাহার বাটী জন্তুর সিংহাসনের ওপর তাহাতে তাহার রাজ্য অন্ধকারীয় হইল এবং তাহারা ব্যাথিত হইয়া আপনারদের জুহ্বা কামড়াইল ও পাষণ্ডতা করিল স্বর্গের ঈশ্বরকে তাহারদের ব্যাথা

১১ ও ঘায়ের কারন এবং তাহারদের ক্রিয়া খেদ করিল না।——

১২ ষষ্ঠম দূত ঢালিল তাহার বাটী বড় নদী ফরাতের ওপর তাহাতে তাহার জল সুস্ক হইল পূর্ব্বদিগের

১৩ রাজাগনের পথ প্রস্তুত হওনার্থে। পরে আমি দেখিলাম তিন অপবিত্র আত্মা বেঙ্গের মত নাগ ও জন্তু ও মিথ্যা ভবিষ্যত বক্তার মুখ হইতে আসিয়া

১৪ একারন ইহারা দেবের আত্মা অদ্ভুত কার্য্য করিতেং যাহারা যায় পৃথিবীর সকল রাজার স্থানে তাহার দিগকে একত্তর করিতে সর্ব্বশক্তি ঈশ্বরের বড় দিনের

১৫ রনের কারন। দেখ আমি আইসি চোরের মত ধন্য সে জন যে চৌকি দিয়া আপনার বস্ত্রকে রাখে পাছে ওলঙ্গ গেলে লোক দেখে তাহার লজ্জকে।

১৬ ও সে একত্তর করিল তাহারদিগকে এক স্থানে যাহার নাম ওব্রি ভাষায় হার্মগেদন।——

১৭ সপ্তম দূত তাহার বাটী ঢালিল শূন্যতে তাহাতে বড় ধ্বনি বাহির হইল স্বর্গের মস্তিক হইতে

১৮ কহিতেং হইয়াছে। তখন ধ্বনি ও মন্দ্যাগর্জ্জন ও বিদ্যুত ও বড় ভূমি কম্প হইল যেমন কখন হইল না সে কালাবধি যাহাতে মানুষ পৃথিবীতে বিদ্যমান হইল

১৯ সে প্রকার ও সে মত মহা ভূমি কম্প। এবং বড় সহর বিভিন্ন হইল তিন ভাগে অন্য বর্ন্নের সহর ও পড়িল। এবং মহা বাবেল ঈশ্বরের মনে হইল দিতে তাহাকে ঈশ্বরের মহা দুস্তর ক্রোধের শুরার

২০ বাটী। তখন প্রতি ওপদীপ পলাইল ও পর্ব্বতগন

১৬ ষোড়শ পর্ব্ব প্রকাশিত

২১ আর পায়া গেল না। বড় শীল ও বর্ষিল স্বর্গ থাকিয়া মানুষের ওপর প্রতি গুলি আবিযোন তাক তাহাতে লোক পাষণ্ডতা করিল ঈশ্বরকে সে শীলের ঘাতের জন্য একারন তাহা অতি বড়।

পর্ব্ব ১৭ পরে যে সাত দূতের ছিল সাত বাটী তাহার দের এক জন আসিয়া বলিল আমাকে আইস আমি দেখাইব তোমাকে সে বড় বেশ্যার বিচার যে বসে
২ অনেক জলের ওপর যাহার সহিত পৃথিবীর রাজা অসত ক্রিয়া করিয়াছে ও পৃথিবীর সমস্ত প্রজা তাহার
৩ বেশ্যা ক্রিয়া শুরা পীয়া বেশুর হইয়া ছিল। তখন আমাকে আত্মায় অরন্যে লইলে আমি দেখিলাম এক স্ত্রী লোক এক পাষণ্ডতা নাম পূর্ন জন্তু আরোহন
৪ করিয়া সে জন্তুর সাত মাথা ও দশ শৃঙ্গ। সে স্ত্রী লোক বাগুনীয় ও সিন্দুরীয় ও স্বর্ন রত্ন মুক্তা বিভূষিতা ও একটা স্বর্নের বাটী তাহার বেশ্যা ক্রিয়ার হারাম
৫ ও মল পূর্ন্নিৎ হাতে করিয়া। তাহার কপালে এক নাম লেখিত অজ্ঞাত মহা বাবেল বেশ্যাগন ও পৃথিবীর
৬ হারাম কার্য্যের মাতা। আমি ও সে স্ত্রীকে বেশুর দেখিলাম পুন্যবান ও য়েশুর সাক্ষীরদের রক্ত খাইয়া। তখন তাহাকে দেখিয়া বড় চমৎকৃত হইলাম।
৭ তাহাতে সে দূত কহিল আমাকে চমকিত হইয়াছ কি নিমিত্ত। আমি বলিব তোমাকে সে স্ত্রীর অজ্ঞাত কথা ও জন্তুর যে বহে তাহাকে যাহার সাত
৮ মাথা ও দশ শৃঙ্গ। যে জন্তুকে দেখিতে পাইয়াছ

তাহা ছিলে ও হবে ও আছে এবং অতলস্পর্শ খাদ হইতে ওঠিবে ও বিনাশে যাবে পৃথিবীর প্রজা ও যাহার দের নাম জীবনের পুতিতে লেখা না থাকে জগতের ভিত করনাবধি তাহারা চমকিৎ হইবে সে জন্তু দেখিয়া

৯ যাহা ছিল ও আছে না ও আছে। এই সে মন যাহার বুদ্ধি আছে। সে সাত মাথা সাত পর্ব্বত যাহার

১০ ওপর স্ত্রী লোক বসে। সাত রাজা ও আছে পাঁচটা পড়িয়াছে এক আছে বর্ত্তমান ও আর এক এখন নহে

১১ কিন্তু হইলে কিঞ্চিৎ কাল থাকিবে। সে জন্তু ও যাহা ছিল ও আছে না তাহা অষ্টম এবং সে সাত

১২ হইতে ও বিনাশে যাবে। সে দশ শৃঙ্গ ও যাহা দেখিয়াছ তাহারা দশ রাজা যাহারা এখন রাজ্য পাইল না কিন্তু রাজার মত পরাক্রম পায় এক দণ্ড সে

১৩ জন্তুর সহিৎ। ইহারদের সকল এক মন ও আপনার

১৪ দের পরাক্রম ও শাসন দিবে জন্তুকে। ইহারা যুদ্ধ করিবে মেষের বাছার সহিৎ ও মেষের বাছা জিনিবেন তাহারদিগকে একারন তিনি প্রভুর প্রভু ও রাজার রাজা ও তাহার সাতি লোক ডাকিত ও মননিত ও বিশ্বাসি।

১৫ তিনি ও বলিলেন আমাকে যে জল দেখিতে পাইয়াছ যাহার ওপর সে বেশ্যা বসিল তাহা লোক ও মানব্য

১৬ ও বর্ণ ও ভাষিগন। ও সে দশ শৃঙ্গ যাহা দেখিতে পাইয়াছ জন্তুর ওপর তাহারা বেশ্যাকে ঘৃন্না করিবে ও করাইবে তাহাকে হিন ও ওলঙ্গ এবং তাহার মাংস

১৭ ও খাইবে ও অগ্নিতে পোড়াইবে তাহাকে। একারন

ঈশ্বর তাহারদের অন্তঃকরনে দিয়াছেন তাহার নিলা প্রত্যক্ষ করিতে ও এক মনে হইয়া দিতে তাহারদের রাজ্য
১৮ সে জন্তুকে ঈশ্বরের কথা প্রত্যক্ষ হওন পর্য্যন্ত। যে স্ত্রী তুমি দেখিতে পাইয়াছ সে আছে বড় সহর যাহা কর্তৃত্ব করে পৃথিবীর সকল রাজার উপর।——

পর্ব্ব ১৮

ইহার পরে আমি দেখিলাম এক দূত নামিতেং স্বর্গ হইতে যাহার বড় পরাক্রম এবং পৃথিবী দীপ্তিমান
২ হইল তাহার তেজেতে। সে মহা বলে বড় চেঁচাইয়া বলিল পড়িল। পড়িল। মহা বাবেল ও তাহা হইল ভূতের বসতি ও সকল অপবিত্র আত্মার বাসা ও প্রতি
৩ অপবিত্র ও হারাম পক্ষের পিঞ্জিরা একারন সকল বর্নকে তাহার দুরন্ত বেশ্যা ক্রিয়ার শুরা পান করাইছে এবং পৃথিবীর সকল রাজা অসত ক্রিয়া করিয়াছে তাহার সহিৎ পৃথিবীর মহা জনেরা ও ধন পাইয়াছে তাহার বিস্তরং সুভক্ষ্যতে।——
৪ আমি ও শুনিলাম আর এক ধ্বনি স্বর্গ হইতে কহিতেং হে আমার লোক আইস তাহাকে ছাড়িয়া তোমরা তাহার পাপের সহভোগি না হওনার্থে এবং
৫ তাহার সংঘাত না প্রাপ্ত্যর্থে। একারন তাহার পাপ গিয়াছে স্বর্গ পর্য্যন্ত এবং তাহার অযথার্থ ঈশ্বরের
৬ মনে আছে। তাহাকে দেহ যেমন সে দিয়াছে তোমারদিগকে ও তাহার সমোচিত ফল দেহ তাহাকে তাহার ক্রিয়ার মত দ্বিগুন দেহ যে বাটীতে মিশ্রিত

করিয়াছে তাহাতে দ্বিগুন পূর্ন্ন কর তাহার প্রতি ।
৭ আপনার নাম ও সুখ যত করিয়াছে তত দুঃখ ও ক্রন্দন দেহ তাহাকে এ কারন অন্তঃকরনে কহিয়াছে আমি বসি রানীর মত আমি বিধবা নহে আমার
৮ বিপদ হইবে না । অতএব এক দিনে আসিবে তাহার ঘাত মৃত্যু ও ক্রন্দন ও মন্বন্তর সে ও অগ্নিতে পোড়ান হইবে এ কারন প্রভু ভগবান যিনি বিচার
৯ করেন তাহাকে তিনি বলবান । পৃথিবীর রাজা ও যাহারা অসত ক্রিয়া করিয়াছে ও সুখ পাইয়াছে তাহার সহিৎ তাহারা রোদন ও হাহাকার করিবেক তাহার কারন যখন তাহারা দেখিবেক তাহার
১০ পোড়ানের ধুঁয়া তাহার জন্ত্রনার ভয়েতে দূর ডাণ্ডাইয়া কহিতে২ আহা আহা সে বড় সহর বাবেল সে মহা সহর এ কারন এক দণ্ডে তোমার বিচার হইয়াছে ।
১১ পৃথিবীর মহাজন ও হা২ করিবে ও ক্রন্দন করিবে তাহার ওপর এ কারন কেহ ক্রয় করে না তাহারদের
১২ মাল সোনা ও রূপা ও প্রতি রত্ন ও মুক্তা ও মেহি কাপড় ও বাগুনিয়া ও রেসোমিয়া ও সিন্দুরিয়া ও সুগন্ধ কাষ্ঠ ও হস্তির দন্তের প্রতি প্রকার পাত্র ও বহু মূল্য কাষ্ঠের প্রতি প্রকার পাত্র ও পিতল ও
১৩ লোহা ও কাষ্ঠ ও পাথরের ও দারুচিনি ও সুগন্ধ ও মর্হ ও ধুপ ও দ্রাক্ষা রস ও তৈল ও বেস সুজি ও গোম ও গরু ও মেষ ও ঘোড়া ও রথ ও
১৪ গোলাম ও মনুষ্যের প্রান । তোমার প্রান ঐচ্ছুক ফল ও গিয়াছে তোমা হইতে এবং তোমার

সকল সুস্বাদু ও তেজস্কর বস্তু গিয়াছে তোমা হইতে
১৫ ও তুমি তাহা আর কখন পাইবা না। এ সকল
দ্রব্যের মহাজন যাহারা তাহার প্রসাদে ধনবান
হইয়া ছিল তাহার ব্যাথার ভয়েতে দূরে থাকিয়া
১৬ ডাণ্ডাইবে কান্দিতেং ও হাহাকার করিতেং ও কহিতেং
আহা আহা সে বড় সহর যাহা মেহি কাপড় ও
বাণ্ডনিয়া ও সিন্দুরিয়া ও স্বর্ন ও রত্ন ও মুক্তা
১৭ পরিধান হইয়া ছিল। একারন এক দণ্ডে এত বড়
ধন সর্ব্বনাশ হইয়াছে। প্রতি সন্ধানি ও সকল
যাহারা জাহাজের ব্যবসা করে ও মালা ও যত লোক
১৮ সমুদ্রের ব্যবসা করে তাহারা দূরে ডাণ্ডাইল ও
তাহার পোড়ানের ধুয়া দেখিয়া কান্দিতং বলিল এ বড়
১৯ সহরের মত কি। তাহারা ও ধুলা মাথায় ফেলিল
ও কান্দিল রোদন করিতেং ও হাহাকার করিতেং ও
কহিতেং আহা আহা সে বড় সহর যাহার মহা
খরচে সকল লোকের ধন যাহারদের জাহাজ
সমুদ্রে। একারন সে এক দণ্ডে নর শূন্য হইয়াছে।
২০ হে স্বর্গ ও তোমরা ধার্ম্মিক প্রেরিত ও ভবিষ্যৎ
বক্তাগিন তাহাকে দেখিয়া আনন্দ কর একারন ঈশ্বর
তোমারদের দায়া করিয়াছেন তাহার ওপর।—

২১ পরে এক বলবান দূত বড় জাঁতার মত এক পাথর
লইয়া ফেলিল সমুদ্রে কহিয়া এ মত সে বড় সহর
বাবেল জোর করিয়া ফেলিতে হইবে এবং আর কদাচ
২২ পায়া যাবেক না। এবং বীনবাদক ও অন্ত্রি ও
যাহারা বাঁসি ও তুরি বাজায় তাহারা আর কখন

২৩ শুনা যাবেক না তোমাতে প্রদীপের আলো আর কখন দেখা যাবেক না তোমাতে বর কন্যার রব ও আর কখন শুনা যাবেক না তোমাতে একারন তোমার মহাজন ছিল পৃথিবীর মহত ও সকল বর্ন তোমার
২৪ মন্ত্রেতে ভ্রান্তি খাইল তখন তাহার মধ্যে পায়া গেল ভবিষ্যৎ বক্তা ও পুন্য লোক ও সকল লোকের রক্ত যাহারদের খুন হইয়াছে পৃথিবীতে।

পর্ব্ব ১৯

ইহার পরে আমি বড় ধ্বনি শুনিলাম স্বর্গে অনেক লোকের মত কহিতে২ হালিলুয়া। ত্রান বৈভব
২ ও সম্ভ্রম ও পরাক্রম হওক প্রভু আমারদের ঈশ্বরকে একারন তাহার বিচার সত্য ও প্রকৃত তিনি বিচার করিয়াছেন সে বড় বেশ্যা যে তাহার অসত্ত ক্রিয়াতে নষ্ট করিল সকল পৃথিবীকে তিনি ও তাহার সেবকের
৩ খুন দায়া করিয়াছেন। পরে তাহারা আরবার বলিল হালিলুয়া। এবং তাহার ধুমা উঠিল সদাসর্ব্বক্ষনে।
৪ তখন সে চবিবশ প্রাচিন লোক ও চারি জন্তু পড়িয়া ভজনা করিল ঈশ্বরকে যিনি বসেন সিংহাসনের
৫ ওপর কহিয়া আমেন হালিলুয়া। এক রব ও বাহিরিল সিংহাসন হইতে কহিয়া স্তব কর আমার দের ঈশ্বরকে তোমরা তাহার সকল সেবকরে ও
৬ তোমরা যে ভয় কর তাহাকে ছোট ও বড়। আমি ও শুনিলাম যেমন বড় মানষের ধ্বনি ও যেমন অনেক জলের শব্দ ও মহা সন্ধ্যাগর্জ্জনের সব্দের মত কহিতে২ হালিলুয়া একারন যিহহা ঈশ্বর সর্ব্বশক্তি কর্ত্তৃত্ব
৭ করেন। আমরা আনন্দ ও উল্লাষ করিব এবং

স্তব করিব তাহাকে একারন মেষের বাচ্চার বিবাহ আইল এবং তাহার জায়া আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছে।
৮ তখন তাহাকে দেয়া গেল যেহি কাপড় পরিধান হইবার যাহা শাফ ও তেজ যুক্ত সে যেহি কাপড় পুনা লোকের
৯ ধর্ম্ম। সে ও কহিল আমাকে লেখ ধন্য সে লোক যাহারা মেষের বাচ্চার বিবাহের রাত্রি ভোজন করিতে নিমন্ত্রিত। সে ও বলিল আমাকে এই ঈশ্বরের সত্য কথা।
১০ তখন আমি পড়িলাম তাহার চরনে পুজা করনার্থে তাহাকে কিন্তু সে বলিল সাবধান ইহা করিও না আমি তোমার ও তোমার ভ্রাতারদের সহদাস যাহারা পালন করে য়েশুর সাক্ষী পুজা কর ঈশ্বরকে একারন সাক্ষী য়েশুর বিষয় ভবিষ্যৎ বাক্যের আত্মা।
১১ তখন আমি দেখিলাম স্বর্গ খুলুল হইল ও দেখ এক শ্বেত ঘোড়া ও যিনি আরোহন করিলেন তাহার ওপর তাহার নাম বিশ্বাসি ও সত্য তিনি ও প্রকৃত
১২ বিচার ও যুদ্ধ করেন। তাহার চক্ষু অগ্নির শিখার মত এবং অনেক মুকুট তাহার মাথায় এক নাম ও লেখা তাহার ওপর যাহা আপনি ব্যতিরেক কেহ জানে না
১৩ তিনি ও এক রক্তে ডুবিৎ বস্ত্রে পরিধান হইলেন ও
১৪ তাহার নাম কহে ভগবানের বাক্য। স্বর্গের সকল শেনা ও তাহার পশ্চাৎ বর্ত্তি হইল শ্বেত ঘোড়া আরোহন করিতেং ও যেহি শাদা ও শাফ কাপড়ে
১৫ পরিধান হইয়া। এক তীক্ষ্ন তলোয়ার বাহিরিল তাহার মুখ হইতে এ জন্য তাহা দিয়া মারিবেন বল্ল

গনকে তিনি লোহার ডণ্ড দিয়া কর্তৃত্ব করিবেন তাহার দিগকে ও তিনি দলান সর্ব্বশক্তি ঈশ্বরের কোপ ও
১৬ ক্রোধের চাপ। এক নাম ও লেখা আছে তাহার বস্ত্র ও তাহার ঊরুর ওপর রাজার রাজা ও প্রভুর
১৭ প্রভু। পরে আমি এক দূত দেখিলাম ডাণ্ডাইয়া সূর্য্যে সে উচ্চরবে ডাকিল পক্ষকে যাহারা শূন্যেতে উড়ে বলিতেং আইস আপনারদিগকে একত্তর কর
১৮ মহা ভগবানের রাত্রি ভোজনের কারন রাজার মাংস খাইতে ও শেনাপত্তির মাংস ও বলবান লোকের মাংস ও ঘোড়া এবং তাহারদের সোয়ারির মাংস ও সকল লোকের মুক্ত কিম্বা গোলাম ছোট বড়।
১৯ আমি ও দেখিলাম সে দুর্জ্জন জন্তু ও পৃথিবীর রাজা ও তাহারদের শৈন্যগন একত্তর হইল রন করিতে তাঁহার সহিৎ যিনি আরোহন করেন ঘোড়ার
২০ ওপর ও তাহার শৈন্যগনের সহিৎ। এবং সে জন্তুকে ধরা গেল ও মিথ্যা ভবিষ্যৎ বক্তা তাহার সহিৎ যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিল তাহার সন্মুখে যাহা করিয়া চাতুরি করিল তাহারদিগকে যাহারভা জন্য করিল তাহার প্রতিমাকে। এবং তাহারা দুই জন জীবত ফেলা গেল অগ্নি সাগরে যাহা গন্ধক দিয়া
২১ প্রজ্জ্বলিত আছে। বক্রি লোক ও খুন হইল সে তলোয়ার দিয়া যাহা বাহিরে তাহার মুখ হইতে যিনি আরোহন করিলেন ঘোড়ার ওপর ও সকল পক্ষ তাহারদের মাংস খাইয়া পরিতোষ হইল।

পর্ব্ব ২০ পরে আমি দেখিলাম এক দূত নামিতেং স্বর্গ হইতে যাহার হইল অতলস্পর্শ খাদের চোয়ান ও একটা বড় জিঞ্জির তাহার হাতে। তখন নাগকে ধরিল সে বুড়া সর্প যাহাকে বলে দৈত্য ও সয়তান এবং বন্ধ
৩ করিল তাহাকে এক সহশ্র বৎসর এবং ফেলিয়া দিল তাহাকে সে গভীরে ও রুদ্ধ করিল তাহা এবং মহর দিল তাহার ওপর তাহাতে সে আরবার প্রবঞ্চনা করিবে না বর্ণেরদিগকে সে সহশ্র বৎসর পূর্ন না হইলে তারপর সে পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ কাল খালাস
৪ হইবে। এবং আমি দেখিলাম সিংহাসন গন ও তাহারা বসিল তাহারদের ওপর ও বিচার দেয়া গেল তাহারদিগকে তাহারদের প্রান ও যাহারদের মাথা কাটা গেল য়েশুর সাক্ষী ও ভগবানের কথার কারন ও যাহারা সে জন্তু ও তাহার প্রতিমাকে ভজনা করিয়া ছিল না কিম্বা পাইল তাহার দাগ তাহার দের কপালে কি হাতে এবং তাহারা বাঁচিল ও কর্তৃত্ব করিল এক সহশ্র বৎসর খ্রীষ্টের সহিৎ
৫ কিন্তু বকি মৃত্য জীবিল না সে সহশ্র বৎসর পূর্ন
৬ হওন পর্য্যন্ত এই প্রথম পুনরুত্থান। ধন্য ও ধার্ম্মিক সে যাহার ভাগ আছে প্রথম পুনরুত্থানে এ প্রকারের ওপর দ্বিতীয় মৃত্যুর কিছু পরাক্রম নহে কিন্তু তাহারা হইবে ভগবান ও খ্রীষ্টের যাজক এবং কর্তৃত্ব করিবেক এক সহশ্র বৎসর তাহার সহিৎ।
৭ তখন এ সহশ্র বৎসর পূর্ন হইলে সয়তান মুক্ত
৮ হবে তাহার কএদ হইতে এবং যাবে বর্ন্নকে

প্রতারনা করিতে যাহারা পৃথিবীর চারি কোনায় গোগ ও মগোগকে তাহারদিগকে যুদ্ধতে একত্তর করিতে ৯ যাহারদের গনন সমুদ্রের বালুর ন্যায়। তখন তাহারা গেল পৃথিবীর সকল পৃষ্ঠের ওপর ও বেড়িল পুন্য লোকের সৈন্য স্থল ও প্রিয় সহরকে তৎকালে অগ্নি পড়িল স্বর্গ থাকিয়া ঈশ্বর হইতে ও খাইয়া ১০ ফেলিল তাহারদিগকে। সয়তান ও যে ফাঁকি দিল সে ও অগ্নি ও গন্ধকের সাগরে ফেলা গেল যেখানে সে জন্তু ও মিথ্যা ভবিষ্যৎ বক্তা আছে ও তাহারা দিবারাত্রি জন্ত্রনা পাইবে সদাসর্ব্বক্ষনে।

১১ আমি ও দেখিলাম এক বড় শাদা সিংহাসন ও যিনি বসিলেন তাহার ওপর তাহার মুখ হইতে পৃথিবী ও স্বর্গ পলাইল ও আর স্থান পায়া গেল না তাহার ১২ দের কারন। আমি ও দেখিলাম মৃত্যু লোক সকল ছোট বড় ডাণ্ডাইয়া ঈশ্বরের সাখ্যাত ও পুতি খোলা গেল আর এক পুতি ও খোলা হইল তাহা জীবনের পুতি ও মৃত্যু লোকের বিচার হইল সে ১৩ পুতির লেখার মত তাহারদের ক্রিয়ারানুযায়ি। এবং সমুদ্র বাহিরে দিল যেং মৃত্যু তাহাতে ও মৃত্যু ও অদর্শন জগত ফিরিয়া দিল যেং মৃত্যু পায়া গেল তাহারদের মধ্যে ও সকলের বিচার হইল তাহারদের ১৪ ক্রিয়ারানুযায়ি। মৃত্যু ও অদর্শন জগত ফেলা গেল ১৫ অগ্নি সাগরে এই দ্বিতীয় মৃত্যু। যদি কেহ লেখা পায়া গেল না জীবনের পুতিতে তবে সে ফেলা গেল অগ্নি সাগরে।

পর্ব্ব ২১

পরে আমি দেখিলাম নূতন স্বর্গ ও নূতন পৃথিবী একারন প্রথম স্বর্গ ও প্রথম পৃথিবী বহিয়া গিয়া ছিল
২ আর সমুদ্র ও নহে। আমি য়োহন ও দেখিলাম সে পবিত্র সহর নূতন য়িরোশলম নামিতেং স্বর্গ থাকিয়া ঈশ্বর হইতে প্রস্তুত যেমন কন্যা বিভূষিতা
৩ তাহার স্বামীর জন্য। আমি ও বড় রব শুনিলাম স্বর্গ হইতে কহিতেং দেখ ভগবানের পবিত্র তাম্বু মনুষ্যের সহিৎ এবং তিনি তাহার তাম্বু স্থির করিবেন তাহারদের সহিৎ তাহারা ও হইবে তাহার
৪ লোক ও ঈশ্বর আপনি হইবেন তাহারদের ঈশ্বর। ঈশ্বর ও মোচিয়া ফেলিবেন সমস্ত চক্ষুর জল তাহারদের চক্ষু হইতে ও মৃত্যু কিম্বা দুঃখ কিম্বা ক্রন্দন কিম্বা ব্যাথা আর কখন হইবে না একারন পূর্ব্ব সকল
৫ বহিয়া গিয়াছে। যিনি বসিলেন সিংহাসনের ওপর কহিলেন দেখ আমি সর্ব্ব বস্তুকে নূতন করাই। তিনি ও কহিলেন আমাকে লেখ একারণ এ সকল
৬ সত্য ও বিশ্বাসি কথা। এবং তিনি বলিলেন আমাকে হইয়াছে। আমি ক এবং ক্ষ প্রথম ও শেষ যে জন ত্রিষিত তাহাকে নিষ্কর দিব অমৃত্যু
৭ জলের যোগা হইতে। যে জিনে তাহাকে সকলের অধিকারি হইতে দিব আমি ও হইব তাহার ঈশ্বর
৮ ও সে হইবে আমার পুত্র। কিন্তু ভয়ার্থ ও অনাস্থিক ও ঘৃন্নিত ও খুন কর্ত্তা ও কমবিবাজ ও গুনি ও প্রতিমা পূজক ও সকল মিথ্যা বক্তারদের ভাগ

হইবে সে অগ্নি ও গন্ধকে প্রজ্বলিত সমুদ্রে যাহা দ্বিতীয় মৃত্যু ।

৯ পরে যে সাত দূতের ছিল সে সাত শেষ ঘাত পূর্ন্ন সাতটা বাটী তাহারদের এক জন আসিয়া কথা কহিল আমার সহিৎ কহিয়া আইস আমি দেখাইব তোমাকে
১০ মেষের বাচ্চার জায়া সে কন্যাকে । তখন সে আত্মায় আমাকে এক বড় ও উচ্চ পর্ব্বতের উপর আনিয়া দেখাইল সে বড় সহরকে তাহা নূতন য়িরোশলম নামিতেৎ স্বর্গ থাকিয়া ভগবান হইতে
১১ তাহার ছিল ঈশ্বরের তেজ ও তাহার তেজ যেমন বহু
১২ মূল্য রত্ন স্ফটিকের মত পরিস্কার তাহার ও হইল বড় ও উচ্চ প্রাচীর যাহার দ্বাদশ দ্বার ও দ্বারের উপর দ্বাদশ দূত ও নাম লেখা তাহার উপর যাহা
১৩ য়িশরালের সন্তানের দ্বাদশ গোষ্ঠির নাম পূর্ব্বদিগে তিন দ্বার উত্তরদিগে তিন দ্বার দক্ষিনদিগে তিন দ্বার
১৪ পশ্চিমদিগে তিন দ্বার । সহরের প্রাচীরের ও হইল দ্বাদশ ভিত ও তাহার মধ্যে মেষের বাচ্চার দ্বাদশ
১৫ প্রেরিতের নাম । যে জন কথা কহিল আমার সহিৎ তাহার হইল এক স্বর্ন নল সহর ও তাহার
১৬ দ্বার ও তাহার প্রাচীর মাপিবার কারন সে সহর হইল চৌকোনা তাহার দির্ঘ প্রুচ্ছ সমান এবং সে মাপিল সহরকে নল দিয়া সাত শত পঞ্চাশ ক্রোশ ও
১৭ তাহার দীর্ঘ প্রুচ্ছ উচ্চে এক সমান । তাহার প্রাচীর মাপিল এক শত চৌয়াল্লিশ হাত মানুষের তাহা সে
১৮ দূতের মাপেরানুযায়ি । এবং সে প্রাচীরের গঠন

জবরজদের মত ও সহর নির্ভাজ সোনা নির্ম্মল কাঁচের
১৯ মত। এবং সহরের ভিত বিভূসিত প্রতি প্রকার রত্ন দিয়া
প্রথম ভিত জবরজদ দ্বিতীয় নীলা তৃতীয় নাডুরি চতুর্থ
২০ পান্না পঞ্চম সালিমানি ষষ্ঠম আকিক সপ্তম গৃসলীত
অষ্টম নীলমেনা নবম পক্ষরাজ দশম গৃসপ্রাস একা
২১ দশম সোনালি দ্বাদশম জামির। বারো কপাট ও
বারো মুক্ত প্রতি এক কপাট একং সমুচয় মুক্ত। ও
সহরের গলি নির্ভাজ সোনা কাঁচের মত তকতকা।
২২ এবং তাহার মধ্যে আমি কোন স্বস্তিক দেখিলাম না
একারন যিহুহা সর্ব্বশক্তি ঈশ্বর ও মেষের বাচ্চা
২৩ তাহার স্বস্তিক। এবং সহরে সূর্য্য কিম্বা চন্দ্র
তেজ করনের কিছু প্রয়োজন নহে একারন ঈশ্বরের
তেজ দীপ্তি করে তাহা ও মেষের বাচ্চা আছেন তাহার
২৪ আলো। এবং ত্রান প্রাপক বর্ন্ন বেড়াইবে তাহার
দীপ্তিতে পৃথিবীর রাজাগান ও আনিবে তাহারদের বৈভব
২৫ ও সম্ভ্রম তাহার মধ্যে তাহার কপাট ও দিনে রুদ্ধ
২৬ হইবেক না একারন রাত্রি নহে সেখানে। ও
তাহারা আনিবেক বর্ন্নেরদের ঐশ্বর্য্য ও সম্ভ্রম তাহার
২৭ মধ্যে। কিছু অপবিত্র কিম্বা দূষিত ক্রিয়া কারক
কি মিথ্যা বক্তা তাহাতে প্রবেশ করিতে পাইবে না
কিন্তু তাহারা কেবল যাহারদের নাম লেখা হইল
মেষের বাচ্চার জীবনের পুস্তিতে।

পর্ব্ব ২২

পরে তিনি দেখাইলেন আমাকে অমৃত্যু জলের এক
অমল নদী স্ফটিকের মত শাফ বাহিরিতেং ঈশ্বর ও
১ মেষের বাচ্চার সিংহাসন হইতে। তাহার গলিতে

ও সে নদীর তীরে জীবনের বৃক্ষ যাহা দ্বাদশ প্রকার ফল ফলে মাসেং একং প্রকার ফল ও সে বৃক্ষের
৩ পাতা বর্ন্নগনকে সুস্থ করনের জন্য। ও প্রতি সাঁপের শেষ হইবে। এবং ঈশ্বর ও মেষের বাস্থার সিংহাসন হইবে তাহার মধ্যে তাহার সেবক ও
৪ তাহার সেবা করিবে। তাহারা দেখিবে তাহার মুখ ও তাহার নাম হইবে তাহারদের কপালে।
৫ কিছু রাত্রি ও হইবে না সেখানে ও প্রদীপ কিম্বা সূর্য্যের দীপ্তির প্রয়োজন একারন য়িহুহা ঈশ্বর আলো দেন তাহারদিগকে ও তাহারা সদাসর্ব্বক্ষনে কতৃত্ব করিবে।

৬ পরে তিনি কহিলেন আমাকে এই বিশ্বাসি ও সত্য কথা। য়িহুহা পুন্য ভবিষ্যৎ বক্তারদের ঈশ্বর ও তাহার দূত পাঠাইয়াছেন দেখাইতে তাহার সেবকের দিগকে যাহাং করিতে হবে কিঞ্চিৎ কাল পরে।
৭ দেখ আমি শীঘ্র আসিব ধন্য সে জন যে মানে এ
৮ প্রতির ভবিষ্যৎ বাক্য। আমি য়োহন ইহা দেখিলাম ও শুনিলাম এবং আমি তাহা শুনিয়া দেখিয়া পূজা করিবার পড়িলাম সে দূতের চরনে যে দেখাইল এ
৯ সকল আমাকে। কিন্তু সে বলিল আমাকে সাব ধান তাহা করিও না আমি তোমার এক সহদাস ও তোমার ভবিষ্যৎ বক্তা ভ্রাতারদের এক জন ও তাহার দের এক জন যাহারা মানে এ প্রতির কথা ঈশ্বরকে পূজা কর।

১০ ও তিনি কহিলেন আমাকে এ পুস্তির ভবিষ্যৎ বাক্য মহর ছাপাইয়া বন্ধ করিও না একারন সময় সান্নিধ্যে
১১ অযথার্থিক অযথার্থিক হওক ও অপবিত্র অপবিত্র হওক ও প্রকৃতার্থিক প্রকৃতার্থিক হওক ও পুন্যবান
১২ পুন্যবান হওক। দেখ আমি শীঘ্র আসিব ও আমার ফলোদয় আমার সহিৎ প্রতি জনকে দিতে যে মত
১৩ তাহার ক্রিয়া আমি ক এবং ক্ষ প্রথম ও শেষ আদি ও অন্ত।

১৪ ভাগ্যমন্ত তাহারা যাহারা পালন করে তাহার আজ্ঞা এ অনুগ্রহ পাইবারার্থে জীবনের বৃক্ষের ফল
১৫ খাইতে ও দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে সহরে। একারন বাহিরে কুকুর ও গুনি ও পরদারিক ও খুন কর্ত্তা ও প্রতিমা পূজক ও যে কেহ প্রেম করে ও কহে মিথ্যা কথা।

১৬ আমি যেশু আমার দূত পাঠাইয়াছি ইহার সাক্ষী দিতে মণ্ডলিতে। আমি দাওদের মূল ও ফল সে
১৭ তেজস্কর ও পোয়াতা তারা। আত্মা ও কন্যা বলে আইস ও যে শুনে সে কহক আইস এবং যে ত্রিষিত আছে সে আইসুক ও যে কেহ ইচ্ছা করে সে নিস্কর লওক অমৃত্যু জল।

১৮ আমি ও সাক্ষী দেই প্রতি জনকে যে শুনে এ পুস্তির ভবিষ্যৎ বাক্য যদি কোন কেহ অধিক করায় এ কথা তবে ভগবান দিবেন তাহাকে সে ঘাতের অধিক যাহা
১৯ লেখা হইল এ পুস্তিতে ও যদি কেহ এ ভবিষ্যৎ বাক্য পুস্তির কথা কমি করে তবে ঈশ্বর খণ্ডিবেন তাহার

ভাগ জীবনের পুস্তি ও ধর্ম্ম সহর হইতে ও সে সকল
২০ হইতে যাহা গ্রন্থিত হইয়াছে এ পুস্তিতে। যিনি
ইহার সাক্ষী দেন তিনি কহেন অবশ্য আমি শীঘ্র
আসিব। আমেন। হওক তাহা আইস প্রভু
য়েশু।—

২১ আমারদের প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ হওক
তোমারদের সকলের সহিৎ। আমেন।—
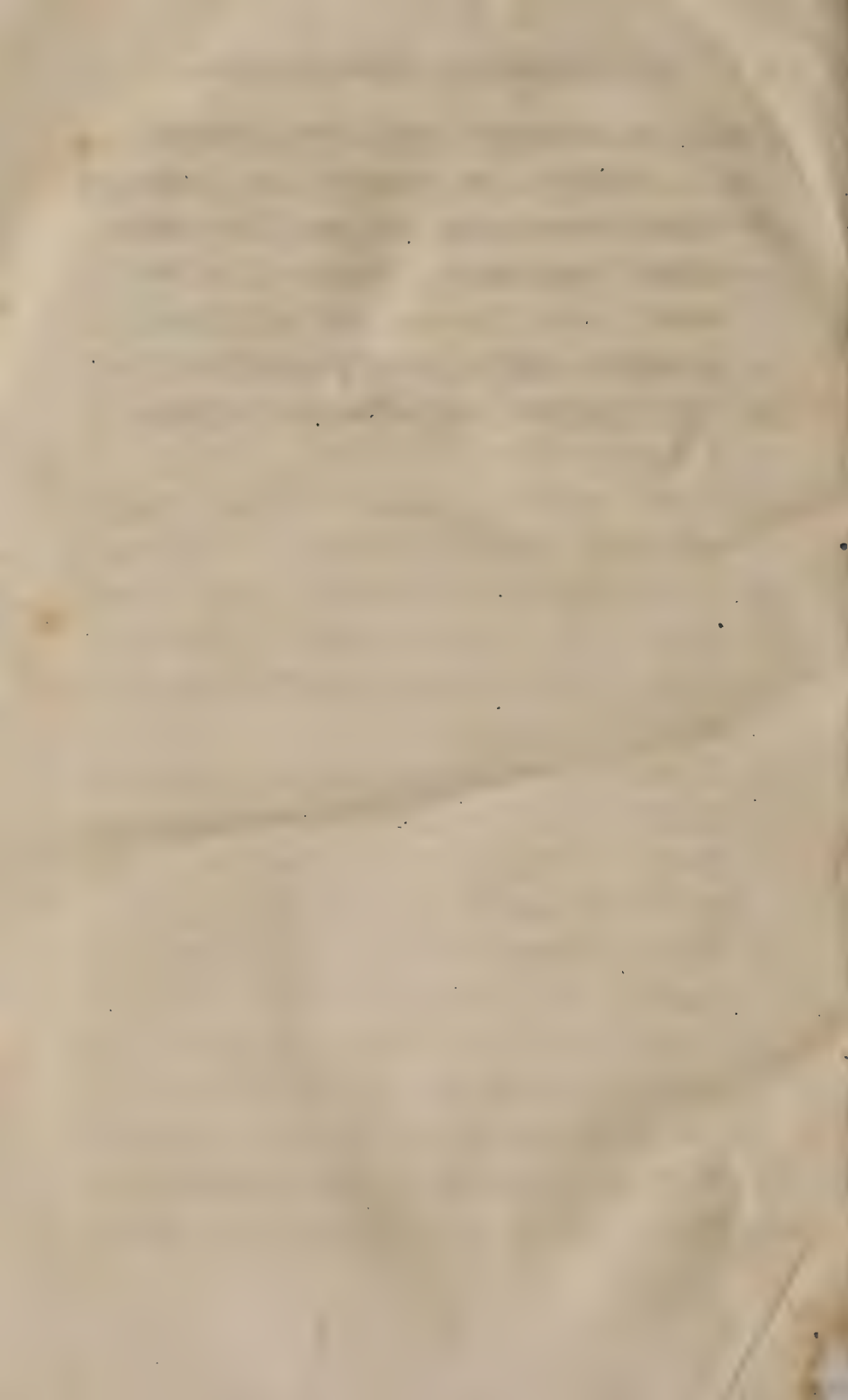
দেকিয়া অতীথি করিলাম কিম্বা ঙলঙ্গ হইলে পরিচ্ছদ
৩৯ দিলাম-তোমাকে কিম্বা কখন পীড়িৎ কি কারাগারে
৪০ হইলে দেখিতে আইলাম তোমার ঠাঁই। এবং রাজা
প্রত্যুত্তর করিয়া বলিবেন তাহারদিগাকে সত্য আমি
বলি তোমারদিগাকে ইহাতে তোমরা তাহা করিলা এ
আমার ভ্রাতারদের অতি ক্ষুদ্র এক জনকে তাহা
করিয়াছে আমাকে।

৪১ তখন তিনি তাহারদিগকে ও কহিবেন যাহারা
বামে থাকে তোমরা সাঁপগ্রহস্থ আমা হইতে যাও
অনন্তানলে যাহা প্রস্তুত আছে সয়তান ও তাহার
৪২ দুতেরদের জন্য একারণ আমি ক্ষুধিত হইলে
তোমরা দিল না খাইতে আমি তৃষ্ণিত হইলে তোমরা
৪৩ পীতে দিলা না আমি বিদেশি হইলে তোমরা আমাকে
অতীথি করিলা না ঙলঙ্গ হইলে তোমরা পরিচ্ছদ
দিলা না পীড়িত ও কারাগারে হইলে আমাকে
৪৪ দেখিতে আইলা না। তখন তাহারা ও প্রত্যুত্তর
করিয়া বলিবে তাহাকে প্রভু কখন আমরা তোমাকে
ক্ষুধিত কি তৃষ্ণিত কি বিদেশি কি ঙলঙ্গ কি পীড়িত
কি কারাগারে দেখিয়া তোমার সেবা করিলাম না।
৪৫ তখন তিনি তাহারদিগকে প্রত্যুত্তর করিয়া বলিবেন
সারোদ্ধার আমি বলি তোমারদিগকে তোমরা
তাহা ইহারদের অতি ক্ষুদ্র এক জনকে না
৪৬ করিয়া করিলা না আমাকে। ইহারা ও
যাইবেক অনন্ত শাস্তিতে কিন্তু প্রকৃতাধিক অনন্ত
প্রমায়ুতে।

১ তারপর য়েশু এ সমস্ত পুসঙ্গ সাঙ্গ করিয়া বলিলেন
২ তাহার শিষ্যেরদিগকে তোমরা জান দুই দিবস পরে
পেশাক্ক হবে ও মনুষ্যের পুত্রকে গাছিৎ হইবে
৩ ক্রুশে মুনের জন্য। তখন প্রধান যাজক ও
অধ্যাপক ও লোকের প্রাচিনেরা সভা হইল প্রধান
৪ যাজকের অট্টালিকায় যাহার নাম বলে কায়াফা ও
মন্ত্রণা করিল চাতুর্য্যে লইয়া বধ করিতে য়েশুকে।
৫ কিন্তু তাহারা বলিল পর্ব্ব দিবসে নহে পাছে কল
রব হইবেক লোকেরদের মধ্যে।
৬ যখন য়েশু বীতানিযায় ছিলেন শীমন পাথর
৭ গৃহস্থের বাটীতে। ভোজনে বসনের কালে এক
স্ত্রী লোক বহু মূল্যের সুগন্ধ পুর্ণিৎ আলবাস্ত্র
পাথরের কৌটা তাহার কাছে আনিয়া ঢালিল তাহার
৮ মস্তকের উপরে। কিন্তু তাহার শিষ্যেরা তাহা
দেখিয়া রুষ্ট হইল ও বলিল এ ক্ষেতি করিল
৯ কেন। একারণ এ সুগন্ধ অনেক মূল্যে বিক্রয়
করিতে পারিত ও দরিদ্র লোককে দিতে পারিত।
১০ কিন্তু য়েশু তাহা জানিয়া বলিলেন তাহারদিগকে
কিমার্থে তোমরা ব্যাস্ত কর সে স্ত্রী লোককে সে
১১ ভাল কর্ম্ম করিয়াছে আমার উপর। দরিদ্র
লোকেরা সদত তোমারদের সাতে কিন্তু আমি তোমার
১২ দের সঙ্গে সদত নাহি। এ সুগন্ধ যাহা আমার
উপরে ঢালিয়া দিয়াছে তাহা আমার কবরে পতনের
১৩ জন্য। সত্য আমি বলি তোমারদিগকে সমস্ত
জগতে যেং স্থানে এ মঙ্গল সমাচার ছেড়ি দিতে হইবে